ঋগ্বেদ

প্রথম খণ্ড

প্রথম চারি অধ্যায়ের মূল, সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য, ভাষ্যালোকে অনুবাদ, বিস্তৃত ভূমিকা ও পঞ্চ পরিশিষ্ট সমন্বিত

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
শ্রীরাম[illegible]
২১১এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোষ্ট বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া

প্রাপ্তিস্থান :

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীরামকৃষ্ণ বুক ষ্টল
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী

সর্বোদয় বুক ষ্টল
হাওড়া ষ্টেশন,
হাওড়া

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৪/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

নিবেদন

বাল্যকাল হইতেই বেদপাঠে আমার প্রবল আগ্রহ অন্তরে বিদ্যমান। বেদ শব্দ কর্ণগোচর হইলেই অব্যক্ত ভাবনা জাগিয়া উঠিত। কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়নকালে ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীদ্বিজদাস দত্ত কৃত 'ঋগ্বেদ' পাঠ করি। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে মোক্ষমূলার কর্তৃক সম্পাদিত ও অক্সফোর্ড হইতে চারি খণ্ডে প্রকাশিত সায়ণভাষ্য সহ 'ঋগ্বেদ' কিয়দংশপাঠের সুযোগ আসে। দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকিবার সময় যজুর্বেদের 'রুদ্রাধ্যায়' ভাষ্য সহ পাঠ করি। ইহা চিরতরে মদীয় মর্মপটে রেখাপাত করিয়াছে। তখন 'রুদ্রাধ্যায়' বারবার পড়িতে পড়িতে কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। ইতিমধ্যে দশোপনিষদের শাংকর ভাষ্য পাঠের সুযোগ পাই। তৎকালেও চতুর্বেদের নানা অংশ সযত্নে পড়িয়াছি। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের পণ্ডিত কুন্হন রাজা কর্তৃক সম্পাদিত মাধবকৃত 'ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যা' পড়িয়া 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় ইংরাজিতে উহার সমালোচনা লিখিয়াছি। অনন্তর ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত চতুর্বেদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ঐকান্তিক মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছি।

জীবন-সায়াহ্নে বেদপাঠের আগ্রহ চরম আকার ধারণ করে। গত বৎসর পুণা মেটিওরোলজিক্যাল অবজারভেটরির অফিসার সন্তান-প্রতিম শ্রীগলোরাম চেতনদাস আসনানিকে সভাষ্য ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ এবং উইলসন কৃত ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি পাঠাইতে লিখি। এক মাসের মধ্যে তিন শত টাকা মূল্যের দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য গ্রন্থগুলি রেলওয়ে পার্শেলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপূর্বে অথর্ববেদ ও সামবেদাদি হস্তগত হইয়াছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত সমগ্র ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী অনূদিত চতুর্বেদের বহু খণ্ড অবিলম্বে সংগৃহীত হইল। প্রথমে সায়ণভাষ্য সহায়ে সামবেদের তিন চারি প্রপাঠক বাংলায় অনুবাদ করিলাম। অনন্তর ঋগ্বেদের প্রথম চারি অধ্যায় প্রধানত সায়ণভাষ্যের আলোকে অনূদিত হইল।

ঋগ্বেদের এই অনুবাদ প্রধানতঃ সায়ণভাষ্য অনুসারে সম্পন্ন হইলেও রমেশচন্দ্র দত্ত ও দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত দুইটি বঙ্গানুবাদ এবং উইলসন কৃত ইংরাজী অনুবাদের সাহায্য প্রচুর পরিমাণে লইয়াছি। নন্দস্বামী ও মাধবাদি কৃত ভাষ্যের সহায়তাও নানা স্থানে

লইয়াছি। জটিল অংশের ব্যাখ্যা পাদটীকায় দিয়াছি ও সায়ণভাষ্য হইতে বৈদিক আখ্যানগুলি যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। পাদটীকা সহ অনুবাদ পড়িলে ঋগ্বেদীয় সূক্ত-সমূহের পূর্ণার্থ পাঠক বা পাঠিকা অবগত হইবেন। দুর্বোধ্য বেদমন্ত্র না দিয়া কেবল অনুবাদ প্রকাশ দ্বারা বাংলা বৈদিক সাহিত্য সৃজনের প্রয়াসী হইয়াছি। ঋক্‌মন্ত্রে বহু শব্দ অনুবাদে রক্ষিত হইয়াছে। বাংলায় ঋগ্বেদ রচিত হইলে যেমন হইত, ইহাকে তদ্রূপ প্রাঞ্জল ও মৌলিক করিবার জন্য কোন চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।

ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠ অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ সহ সংযোজিত। বিস্তৃত উপক্রমণিকায় ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু তথ্য সংগৃহীত। ইহাতে ঋগ্বেদের পরিচয়, খিলগ্রন্থ, বেদাঙ্গ, উপাখ্যান, অনুশীলন, ঋষি ও দেবতা এবং দর্শন সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। পঞ্চ পরিশিষ্টে সায়ণাচার্য্য, উইলসন, রমেশ দত্ত, মাধবাচার্য ও দুর্গাদাস লাহিড়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়াছি। তাঁহাদের জীবনীপ্রসঙ্গে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে বহু কথা উল্লিখিত। মাধবাচার্য্য ছিলেন ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। 'মাধবাচার্য্য' শীর্ষক পরিশিষ্ট ১৩৬৫ সালে 'ভাবমুখে' মাসিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "প্রার্থনা" এই গ্রন্থের প্রশস্তিরূপে ব্যবহৃত। ইহার প্রচ্ছদপট তরুণ শিল্পী শ্রীজীবনকৃষ্ণ মালাকার কর্তৃক অঙ্কিত। এই খণ্ড পাঠক সমাজে সমাদৃত হইলেই দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম অষ্টকের অবশিষ্ট চারি অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে। এইরূপে ঋগ্বেদ সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের বঙ্গানুবাদ বাংলার পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। হরি ওঁ তৎ সৎ। ইতি—

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
২১ ভাদ্র, ১৩৬৫ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বাংলা ভাষায় বেদ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদের প্রথম চার অধ্যায়ের কেবলমাত্র বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার অন্তরে মূল ও ভাষ্য সমেত অনুবাদিত বেদ প্রকাশনের তীব্র বাসনা থাকায় ইতিপূর্বে যজুর্বেদের আট অধ্যায়ের মন্ত্রাবলী, আচার্য উবট্ রচিত মন্ত্রভাষ্য এবং ভাষ্যালোকে অনুবাদ এবং সামবেদের আগ্নেয় ও ঐন্দ্র পর্বদ্বয়ের মন্ত্রাবলী, সায়ণাচার্য কৃত ভাষ্য ও ভাষ্যালোকে অনুবাদ, বহু টীকা-টিপ্পনি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ঋগ্বেদ, মন্ত্রাবলী ও ভাষ্য সমেত প্রকাশিত হইল। ইহার অনুবাদ প্রভৃতি অংশ পূর্ব সংস্করণের মতই যথাযথ রহিয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়ণে ও প্রকাশনে যে সমস্ত ভক্ত বন্ধু অক্লান্ত সহায়তা করিয়াছেন, তাহারা সকলে আমার ও শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের সহিত আন্তরিকভাবে যুক্ত। শ্রীহরির নিকট তাহাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। 'হরি ওঁ তৎসৎ। ইতি। মহালয়া, ১৩৮৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র,
বেলুড়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সংকেত বিবরণ

অম = অমর কোশ
অ. সং = অথর্ববেদ সংহিতা
আপ. গৃ = আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র
আপ. পরি = আপস্তম্ব পরিভাষা সূত্র
আপ. শ্রৌ = আপস্তম্ব শ্রৌত সূত্র
আশ্ব. শ্রৌ = আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্র
আশ্ব গৃ = „ গৃহ্য সূত্র
ঋগ্বি = ঋগ্বিধান
ঋ. প্রা = ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য
ঐ. আ = ঐতরেয় আরণ্যক
ঐ উ = ঐতরেয় উপনিষদ
ঐ ব্রা = ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
কৌ উ = কৌশিতকী উপনিষৎ
ছা. উ = ছান্দোগ্য উপনিষৎ
তা ব্রা = তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ
তৈ আ = তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ ব্রা = তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈ সং = তৈত্তিরীয় সংহিতা
নি = নিঘণ্টু
নিরু = নিরুক্তম্
পা. শি = পানিনীয় শিক্ষা
বৃ. উ = বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
মনু = মনু স্মৃতি
ম. ভা = মহাভারত
মুং. উ = মুণ্ডকোপনিষৎ
বা. সং = বাজসনেয়ি সংহিতা
বে সূ = বেদান্ত সূত্র
শ ব্র = শতপথ ব্রাহ্মণ
শ্বে. উ = শ্বেতাশ্বর উপনিষৎ ঃ

সূচী

প্রার্থনা

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়া রাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান
নীবার ধ্যানের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব;
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ

তর্পণ

ঋগ্বেদ বহুপূর্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। মুদ্রণ কার্যের শেষ পর্যায়ে অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের সমূহ কর্ম-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। অবশেষে গত ১৬ই আশ্বিন ১৩৮৫ তারিখে অসুস্থ মহারাজ আরও অসুস্থ হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণের আপ্রাণ চেষ্টা, অনুরাগী ভক্তবৃন্দের উৎকণ্ঠা এবং আশ্রমবাসীগণের সযত্ন পরিচর্যা ও আকুল প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া সকলকে অশ্রুসাগরে ভাসাইয়া আমাদের পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজ ২১শে আশ্বিন সন্ধ্যায় অমরধামে প্রস্থান করেন।

আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য, বইটির একটি খণ্ড তাঁহার হাতে দিতে পারিলাম না। একটি খণ্ড হাতে পাইলে তিনি কিরূপ আনন্দিত হইতেন ভাবিয়া আমরা মর্মব্যথা অনুভব করিতেছি। নিজগুণে তিনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং দিব্যধাম হইতে ইহা গ্রহণ করুন।

প্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদাসাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং ত্বং নমামি॥

মহাপ্রয়াণে
শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ

ভারতের অন্যতম প্রবীন পণ্ডিত, সন্ন্যাসী ও মহাসাধক এবং বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের প্রতিষ্ঠাতা, অধ্যক্ষ ও আচার্য শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ গত ২১শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৮৫ সাল, ইং ৮ই অক্টোবর ১৯৭৮ শারদীয় মহাসপ্তমী তিথিতে সন্ধ্যা ৬টা ১২ মিনিটে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

বাংলা সন ১৩০৯ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে মেদিনীপুর জেলার কাঁথী-মহকুমার অন্তর্গত ছোট-উদয়পুর গ্রামে তাঁহার জন্ম।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া তিনি ১৯২১ খ্রীঃ কাঁথী হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে ১৯২৩ খ্রীঃ আই. এস-সি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ কলেজেই বি এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া রামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীর দিব্য স্পর্শ লাভ ও ১৯২৩ খ্রীঃ তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষজীর ভাগবৎ পদাশ্রয়ে দীর্ঘকাল থাকিয়া তিনি বৈরাগ্যবান্ হন এবং ১৯২৫ খ্রীঃ গৃহত্যাগ পূর্বক বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে যোগদান করেন। ১৯২৮ খ্রীঃ মহাপুরুষজীর নিকট তিনি ব্রহ্মচর্য এবং ১৯৩০ খ্রীঃ সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হন।

১৯২৫ খ্রীঃ হইতে ১৯৫২ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে সেবক ও ধর্ম প্রচারকরূপে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বরিশাল (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ; করাচী (অধুনা পাকিস্থান) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ; রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির অধ্যক্ষ; আজমীর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা; কলম্বো (সিংহল) রামকৃষ্ণ মিশনে এবং দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে সহ অধ্যক্ষ ছিলেন। সমগ্র ভারতভূমি, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে তিনি পরিব্রাজকরূপে তীর্থাদি দর্শন করেন এবং তপস্যায় ও ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকেন।

ইহা ছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরূপে মহীশূর, কাশী, ভুবনেশ্বর, দেওঘর, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে মিশনের বিভিন্ন সেবা কার্যে ও ধর্মপ্রচারে লিপ্ত ছিলেন।

সাহিত্য সাধনায় তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা ও ইংরাজীতে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসা, যোগ, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী, জীবনী, বেদ, বেদান্ত উপনিষৎ প্রভৃতি তাঁহার গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার অনূদিত গীতা ও চণ্ডী এক এক খানি লক্ষাধিক কপি মুদ্রিত হইয়া দেশের সর্বত্র বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহে নিত্য পঠিত হয়। বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজী পত্র পত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী ও সমালোচনা সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায়ও তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সন ১৩৫৯ সালে ১৫ই মাঘ ইং ২৭ জানুয়ারী ১৯৫২ খ্রীঃ মঙ্গলবার তিনি বেলুড়মঠ পরিত্যাগ করেন এবং সাময়িকভাবে বেলুড়ে লালবাবা আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক্ষণে তিনি স্বাধীনভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহাবাণী এবং রামকৃষ্ণ, জননী সারদাদেবী ও বিবেকানন্দের পূত জীবন কাহিনী এবং অন্যান্য ধর্মপ্রসঙ্গ গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে থাকেন। ধর্মপ্রচারক ও ধর্মশিক্ষক রূপে, কলিকাতা, বাংলাদেশ এমন কি বাংলার বাহিরেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

১৯৫৫ খ্রীঃ প্রথমার্দ্ধে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাত্যহিক জপ-ধ্যান ও শাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা আশ্রমস্থ ভক্তগণের ধর্মজীবন সংগঠনের দিকে তিনি সচেষ্ট হন। নিত্যপূজা, চণ্ডীপাঠ গীতাপাঠ ব্যতীত ধর্মচক্রে প্রতিমায় বাসন্তী দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, গন্ধাপূজা জগদ্ধাত্রী পূজা, শিবগৌরীপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া প্রতিমায় চণ্ডিকা, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, কৃষ্ণ ও কার্তিক পূজাও কয়েক বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর একমাত্র অনাগত অবতার কল্কির আসন্ন আবির্ভাব বার্তা প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। Kalki Comes, কল্কির আবির্ভাব আসন্ন কল্কিগীতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই শুভ বার্তা তিনি প্রচার করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষে ধর্মচক্রে কল্কিমন্দির ও কল্কিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সপ্তকম্

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহারেণ বিরচিতম্
গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতঞ্চ

মুণ্ডিতমূর্ধজো মুদ্রিতনয়নঃ।
আসনসুস্থিতো গম্ভীরবদনঃ॥ ১
সংসারবিরাগী যো ধ্যানবিমগ্নো।
(যস্য) ভালে শ্রীমুখে নির্বেদো লগ্নঃ॥ ২
সংসৃতিমোহো যেন লীলয়া ছিন্নঃ।
(যস্য) কাঞ্চনসুন্দর-কলেবরঃ শীর্ণঃ॥ ৩
পাণিশ্রুতিযুগে পঙ্কজশোভা।
মুখপ্রভা ভবতি অতিমনোলোভা॥ ৪
(যস্য) কটিতটে বাসঃ করযুগে মুদ্রা।
বদনে বিরাজতে শান্তির্ভদ্রা॥ ৫
বিষয়বিস্পৃহরযাচকবৃত্তঃ।
জগদীশ্বরানন্দঃ জগদীশে তৃপ্তঃ॥ ৬
যোঽসৌ যতিবরঃ পাশবিমুক্তঃ।
তৎপদপঙ্কজে অহমনুরক্তঃ॥ ৭

উপক্রমণিকা

পরিচয়—খিলগ্রন্থ—ছয় বেদান্ত—উপাখ্যান—ঋষি ও দেবতা—বেদানুশীলন—ঋগ্বেদ দর্শন

এক

পরিচয়

হিন্দুধর্মের মূলশাস্ত্র চারি বেদ। এই বেদ সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুদের কি অদ্ভুত ধারণা ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনায় পরিস্ফুট। এই ঘটনাটি অমর পণ্ডিত মোক্ষমূলার কর্তৃক বিবৃত। প্রখ্যাত জার্মাণ পণ্ডিত ফ্রেডারিক রোসেন লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসিয়া ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি নকল করিতেছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় দিল্লী সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে তখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখিতে যাইয়া ডক্টর রোসেনকে উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত দেখেন এবং প্রসিদ্ধ জার্মাণ সংস্কৃতজ্ঞের নিকট যাইয়া বেদপাঠে সময় নষ্ট করার জন্য তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করেন এবং উহা ছাড়িয়া উপনিষৎ অধ্যয়নে মনোযোগী হইতে পরামর্শ দেন। রামমোহনের পরামর্শ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়; কারণ তিনি মৃত্যুকালেও বেদপাঠেই নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের যে ল্যাটিন অনুবাদ করেন তাহা মূল সংস্কৃত সহ পরে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান ভারতে চারি বেদ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফ্রেডারিক মোক্ষমূলার অক্সফোর্ড হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সায়ণ ভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম প্রকাশের পর শিক্ষিত হিন্দুদের শুভ দৃষ্টি পুনরায় ঋগ্বেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বেদ অপৌরুষেয়। ইহা মানব রচিত নহে। ইহা ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত বলিয়া অনাদি ও অভ্রান্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত বেদ বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্র স্মৃতি শব্দবাচ্য এবং তাহাদের প্রামাণ্য যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে শুধু সেই পর্যন্ত। সত্য দুই প্রকার—যাহা মানব সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত

অনুমানের দ্বারা গৃহীত এবং যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সংকলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। আর দ্বিতীয় প্রকারে সংকলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। বেদ নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞান রাশি চিরকাল বিদ্যমান। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় মহাশক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম বেদ। সমস্ত দেশ, কাল ও পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন; অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশ বিশেষ, কাল-বিশেষ বা পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ নহে। সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা এক মাত্র বেদ।"

বেদ সম্বন্ধে ঋষি অরবিন্দ বলেন, "বেদ সত্যই ঋতম্ভরা মহাপ্রজ্ঞার অনন্ত আকর। প্রাচীন ঋষিকুল যে পরমার্থ প্রজ্ঞা লাভ করেন, তাহাই আমাদের জন্য বেদে লিপিবদ্ধ। ঋষিগণ সাধারণ শ্রেণীর জ্ঞানী বা কবি ছিলেন না। তাঁহারা যে সর্বোচ্চ অনুভূতি বা পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহাই কথ্য ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁহারা সত্য-দ্রষ্টা এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নত স্তরে আরূঢ় ছিলেন। বেদ-মন্ত্র সমূহকে তাঁহাদের আঙুলের ছাপ ও ইঙ্গিত-দণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য সায়ণের মতে বেদকে শুধু পুরাণ ও যজ্ঞ-গ্রন্থ বলিলে আধুনিক চিন্তাশীল মানুষের কাছে উহা অর্থহীন হইয়া পড়ে; কিংবা ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে বেদকে অর্ধ-সভ্য উপাসনার প্রাচীন পুস্তকরূপে ধরিলে অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন বা পুরাবস্তুরূপে ফেলিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু উভয় মত ছাড়িয়া আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, "উহা বেদ, উহা দিব্য জ্ঞান গ্রন্থ এবং উহার অধ্যয়ন ও বাণী শ্রবণ বর্তমান কালে বিশেষ প্রয়োজন।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ওল্ডেনবার্গ, উইণ্টারনিজ ও লিওপল্ড ভন শ্রেডার প্রভৃতি বেদের সমালোচক এবং মোক্ষমুলার ও ক্রমহফার আদি বেদের প্রশংসাকারী। ওল্ডেনবার্গ বলেন, "স্থূলবুদ্ধি তোষামোদপ্রিয়, বাক্-সর্বস্ব ব্যক্তিদের কল্পনার বাহ্য চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্যপ্রিয়তা বেদে পাওয়া যায়।" উইণ্টারনিজ ও শ্রেডারের মতে বেদমন্ত্র অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ ও মনোব্যাধি বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক রক্ষিত রচনা। অন্য কেহ বলেন, উহা চাষার গান। ক্রমহফার

মন্তব্য করেন, "স্বীয় মহত্ত্ববোধে জাগ্রত মানব জাতির উষাকালে বিহঙ্গের যে সুমধুর সঙ্গীত মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়াছিল বেদ তাহারই তুল্য। মোক্ষমূলার বেদ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি বলেন, ইন্দো-ইউরোপীয় জগতে বেদই প্রাচীনতম সাহিত্য-স্তম্ভ। ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের মৌলিক গবেষণায় বেদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান গ্রন্থ জগতে আর নাই। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ভারতীয় মনের ঐতিহাসিক বিকাশের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিবে। হোমার ব্যতীত গ্রীক সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ, কোরাণ ব্যতীত আরবীয় সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ এবং সেক্সপীয়র ব্যতীত ইংরাজী সাহিত্য যেমন অসম্পূর্ণ বেদ ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যও তেমনি অসম্পূর্ণ। বেদাধ্যয়নে জানা যায় যে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষাসমূহ পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। সর্বভাষার ইতিহাসের অন্ধতম প্রদেশে বেদ উজ্জ্বল আলোক সম্পাত করে। বেদই প্রাচীন পারস্যবাসীদের ধর্মপ্রথাবলীর আদি উৎস। দেরিয়াস ও জার্ক্সেসের তীর-চিহ্নিত শিলালিপির দুর্বোধ্য শব্দগুলির অর্থ কেবল বেদালোকেই আবিষ্কৃত হয়। বেদের কবিত্বপূর্ণ ভাষার সহিত তুলনায় গ্রীস, ইতালি, জার্মানি ও আইসল্যাণ্ডের পুরাকাহিনীর অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর্য জাতিসমূহের আধুনিক ইতিহাসে যে সামাজিক বিধি, স্থানীয় প্রথা ও প্রাবাদিক ভাব দৃষ্ট হয় তাহার অপ্রত্যাশিত অভিনব ব্যাখ্যা বেদের সরল কবিতায় বিদ্যমান।"

পুরাকালে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীবৃন্দ সিন্ধু নদীতীরে একত্রে বাস করিতেন। ইতিহাসে তাঁহারাই আর্য্য নামে প্রখ্যাত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "আর্যদের প্রাচীন নিবাস ছিল উত্তর ভারত। তাই উহার নাম ছিল আর্য্যাবর্ত্ত। আর্যগণ বহির্দেশ হইতে ভারতে আসেন নাই।" পারস্যের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় এবং ভারতের আদি শাস্ত্র ঋগ্বেদে বায়ু, সোম, যম, মিত্রাদি দেবতার উপাসনা লিপিবদ্ধ। অবশ্য আবেস্তা অপেক্ষা ঋগ্বেদ প্রাচীনতর। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রথম পুস্তক, মানব জাতির আদি গ্রন্থ। আধুনিক মনীষিগণ ঐতিহাসিক গবেষণায় বেদের জন্মকাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তিলক ও জাকবীর মতে প্রচলিত খ্রীষ্টাব্দের পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ রচিত। মার্টিন ও কোলব্রুক বলেন, খ্রীষ্টপূর্ব বিশ শতক হইতে চৌদ্দ শতকের মধ্যে বেদ আবির্ভূত। কোলব্রুক

সাহেব Asiatic Researches নামক জার্ণালের সপ্তম খণ্ডের ২৮৩ পৃষ্ঠায় এবং অষ্টম খণ্ডের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা সহায়ে ঋগ্বেদ সংহিতার পূর্বোক্ত জন্মকাল নির্ণয় করিয়াছেন। উইলসন সাহেবও উক্ত মত সমর্থনপূর্বক বলেন, "ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্তকে সুপ্রাচীন কালে উদ্ভূত বলিলে এবং প্রাচীন পৃথিবীর আদিতম প্রচলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে গণ্য করিলে আমরা বেশী ভুল করিব না। বস্তুতঃ হিন্দুদের ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথাসমূহের প্রাচীনতম ও বিশুদ্ধতম আকারে যথার্থ ধারণার জন্য কেবলমাত্র না হইলেও প্রধানতঃ প্রচলিত ঋগ্বেদের সহায়তা লইতে হইবে।" তিলক তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ওরিয়ন' (Orion) নামক গ্রন্থে জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে বেদের কালনির্ণয় করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ মোক্ষমূলার প্রণীত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি বেদের কাল নির্ণয়ে প্রথম প্রচেষ্টা করেন। মোক্ষমূলারের মতে বেদ প্রাগ্বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর অগ্রে রচিত ; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত বহুলাংশে আনুমানিক। উইন্টারনিজ বলেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ ঋগ্বেদের জন্মকাল সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে ভীষণ মতভেদ বিদ্যমান। এই মতভেদ অনুসারে কালের পার্থক্য শত শত বৎসরের নয়, সহস্র বৎসরের। কাহারো মতে ঋগ্বেদের উৎপত্তি খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বৎসর এবং কাহারো মতে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ হইতে ৩০০০ বৎসরের মধ্যে। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এত অধিক মতভেদ থাকিলে কোন তারিখ নির্ধারণ অসম্ভব ! সম্ভবতঃ ইন্দো-আর্য্য সভ্যতার প্রারম্ভে বেদ রচিত।" ফ্রেডারিক শ্লেগেল সত্যই বলিতেন, "আদিম সভ্যতার ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। ইহার উপর কেবল বৈদিক ভারতই আলোক সম্পাত করিতে পারে। আমরা ভারতের নিকট সেই আলোক আশা করি।" জার্মাণ পণ্ডিত আলব্রেক্ত ওয়েবার সাহেব ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের যে লিপিবদ্ধ নমুনা পাওয়া যায় তাহাই সাধারণতঃ ভারতের বৈদিক সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত।" উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই মন্তব্য যোগ করেন, "সম্প্রতি আবিষ্কৃত আসিরীয় সাহিত্য বা মিশরীয় সাহিত্যের যে ছিন্ন পত্র পাওয়া যায়, তদপেক্ষাও বৈদিক সাহিত্য প্রাচীনতর। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মেগাস্থিনিস যে সমৃদ্ধ সভ্যতা ভারতে দেখেন তাহার আরম্ভকাল কত হাজার বৎসর পূর্বে তাহা অনুমান করাও সুকঠিন।"

অধ্যাপক উইলসন বলেন, "ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ বর্ত্তমান আকারে সংহত অথবা সংগৃহীত হইবার পূর্বে পৃথক পৃথক রূপে দীর্ঘকাল গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হইয়া আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল এবং যজ্ঞাদি সম্পাদনে প্রযুক্ত হইত। এই জন্য বেদের অন্য নাম শ্রুতি এবং এই গুরু শিষ্য পরম্পরা অনাদি অবিভক্ত বেদের শব্দরাশিকে ব্যাসদেব চতুর্বেদে বিভক্ত করিলেন। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—এই চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীন ও প্রধান। ব্যাসদেব চতুর্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস। তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপজাত। তিনি চারি বেদ বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিলেন। বিষ্ণুপুরাণের ৩।৪।৭ শ্লোকে এই ঘটনা উল্লিখিত। বৈদিক যুগে লিপিবিদ্যা আবিষ্কৃত না হওয়ায় গুরুমুখে বেদ শুনিতে হইত। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ব্রাহ্মী লিপিতে সম্রাট অশোকের শিলালিপি লিখিত। ইহাই ভারতীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। তৎকারণে চারি বেদ দীর্ঘকাল গুরুশিষ্য পরম্পরায় সুরক্ষিত ছিল।

বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়ের নিমিত্ত স্বীয় গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পূর্বলব্ধ বেদ-বিদ্যা উদ্গীরণ করেন। এই পরিত্যক্ত বেদ-বিদ্যা কৃষ্ণ যজুর্বেদ নামে পরিচিত। বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যগণ কর্তৃক তিত্তিরি পক্ষীরূপে পুনর্গৃহীত হওয়ায় উহা তৈত্তিরীয় নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য উপাসনা দ্বারা সূর্য্যদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় বেদগ্রহণ করেন। ইহাই শুক্ল যজুর্বেদ নামে অভিহিত। ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ হিন্দুশাস্ত্রে ত্রয়ী নামেও উল্লিখিত। ত্রয়ী শব্দের অর্থ তিনের সমষ্টি। অনেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, অথর্ববেদ বেদত্রয়ের বহির্ভূত হওয়ায় ইহাকে বেদ বলা যায় না। বস্তুতঃ অথর্ববেদ যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত না বলিয়াই ইহা ত্রয়ীর মধ্যে গণ্য নহে। ইহাতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না।

বেদ মধ্যে উল্লিখিত আছে যে, অথর্ববেদ বেদেরই অন্তর্ভুক্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭।১।২) আছে, ঋগ্বেদং ভগবো অধ্যেমি, যজুর্বেদং, সামবেদং, আথর্বণম্ চতুর্থং। ইহার অর্থ, শিষ্য গুরুকে বলিতেছেন, 'হে ভগবন্, আমি আপনার নিকট ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিব; যজুর্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ববেদ।' বিষ্ণু পুরাণের দুই শ্লোকে (৩।৪।১৩—১৪) উক্ত কথা উল্লিখিত।

কালক্রমে চারি বেদ শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় নানা শাখায় বিভক্ত হইল। উক্ত শাখা-প্রশাখাসমূহের মধ্যে অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত। ঋগ্বেদের যে অংশ এখন সাধারণতঃ প্রচলিত তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত। বাস্কল শাখার সংহিতাও খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদের পনেরটি শাখার মধ্যে এখন কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাদ্বয় প্রচলিত। ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার Indo-Arian Studies নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বলেন, "সামবেদের কৌথুম শাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে এবং রাণায়ণীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত। ডক্টর আলব্রেক্ত ওয়েবার বলেন, অথর্ববেদের পিপ্পলাদ শাখা কাশ্মীরে সুরক্ষিত আছে। কূর্ম পুরাণমতে ঋগ্বেদের একুশ শাখা, যজুর্বেদের এক শত শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা এবং অথর্বদেবের নয় শাখা আছে। শুক্ল যজুর্বেদের পনের শাখা অথবা মতান্তরে সতের শাখা আছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই বিষয়ে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য আপস্তম্বকৃত 'যজ্ঞ পরিভাষা'র এই বাক্য ঋগ্বেদ ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ং। ইহার অর্থ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ। আবার মীমাংসা সূত্রে আছে, বেদের দুই অংশ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এবং যে অংশ মন্ত্র নহে তাহাই ব্রাহ্মণ। মন্ত্রাংশের অন্য নাম সংহিতা; কারণ এই অংশে মন্ত্রসমূহ সংহিত, সংগৃহীত। বেদ-মন্ত্র তিন প্রকার—ঋক্, সাম ও যজুঃ। যজ্ঞে হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু—এই ত্রিবিধ পুরোহিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। নিয়মিত পাদাক্ষরযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে ঋক্ বলে। যজ্ঞকালে হোতা ও তৎসহকারীগণ ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করেন। গীতিরূপ মন্ত্র সাম। উদ্গাতা ও তৎসহকারীগণ সাম গান করেন। যজুর্মন্ত্র গদ্যময়। অধ্বর্য্যু ও তৎসহকারীগণ যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন। ঋষিবৃন্দ বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাঁহারা বেদমন্ত্রের রচয়িতা নহেন। চতুর্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন, "নহি বেদস্য কর্তারো দ্রষ্টারঃ সর্ব এব হি।" ঋষিগণ বেদ-কর্তা নহেন, তাঁহারা মন্ত্র-দ্রষ্টা। বৈদিক যুগের তিন চারি হাজার বৎসর পরে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যে যাস্ক নিরুক্ত রচনা করেন। ইহাতে বেদার্থ সংগৃহীত। যাস্ক মতে, মননাৎ মন্ত্র। যাহার দ্বারা মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র। যাস্ক বলেন, বেদ-মন্ত্রের, আধিযাজ্ঞিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অর্থত্রয় হইতে পারে। তাঁহার মতে

"তেভ্যো হি অধ্যাত্মাধিদৈবিকাদি মন্তারো মন্যন্তে, তদেষাম্ মন্ত্রত্বম্।" ইহার অর্থ, মন্ত্রসমূহ হইতেই মননকারীগণ অধ্যাত্ম ও আধিদৈবিকাদি বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। তপস্যার ফলে ঋষিগণ যে সত্যদর্শন করেন, তাহাই মন্ত্রে অভিব্যক্ত। ঋগ্বেদোক্ত (.।৩।১৩) মন্ত্রে আছে, ঋষিগণ মন্ত্রকে তক্ষণ (carve) করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৫।২।৫২) আছে, তাঁহারা মন্ত্রকে নিরখনন (dug) করেন। তাঁহারা অন্তঃসমুদ্র বা পরম ব্যোমের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন।

এক মতে ব্রহ্মণ বা স্তোত্রাংশ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব বলেন, কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি। ইহার অর্থ, কর্মচোদনা বা যজ্ঞ-বিধিই ব্রাহ্মণ। সায়ণ মতে বিধি দ্বিবিধ, অপ্রবৃত্ত প্রবর্তক ও অজ্ঞাত জ্ঞাপক। কর্মকাণ্ডোক্ত বিধিসমূহ অপ্রবৃত্তকে যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত করে এবং জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বাক্যসমূহ অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হয়। বস্তুতঃ কর্মকাণ্ডের বাক্যসমূহও অজ্ঞাত জ্ঞাপক বলিয়াই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, শুধু অপ্রবৃত্ত প্রবর্তক বলিয়া নহে। ঋগ্বেদে দুইটি ব্রাহ্মণ আছে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল আখ্যায়িকা বিবৃত, তৎসমূহে তদানীন্তন বৈদিক ধর্মের অবস্থা বর্ণিত। ঐতরেয় আরণ্যক অধিকতর রহস্যময় ও জ্ঞানমূলক। কৌষিতকী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। যজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণতুল্য এবং চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যজুর্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণ ডক্টর ওয়েবার কর্তৃক বার্লিন হইতে প্রকাশিত হয়। সামবেদ ও অথর্ববেদের ব্রাহ্মণাংশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সামবেদ এবং ইহার ইংরাজী অনুবাদ বিগত শতকের প্রথমার্ধে প্রাচ্য অনুবাদ ফাণ্ড হইতে রেভারেণ্ড ষ্টিভেনসন সাহেব কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং উহার সায়ণ ভাষ্য মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নপূর্বক অধ্যাপক উইলসন বলেন, "ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং প্রাচীন হইলেও ঋগ্বেদ সংহিতার পরবর্তী। উক্ত ব্রাহ্মণ রচিত হইবার বহুপূর্বে সংহিতা সংগৃহীত ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও জনসাধারণ কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কাল ব্যবধান সুদীর্ঘ বলা চলে; কারণ ব্রাহ্মণাংশে যে যজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় তাহা সংহিতায় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, যেমন মনুসংহিতায়

আছে, তদ্রূপ তৎকালে বৈদিক সমাজ সংঘবদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের কর্তব্যসমূহ নির্ধারিত হইয়াছিল। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মধ্যে দূরত্ব ও পার্থক্য বিচার করিলে মনে হয়, ব্রাহ্মণ সংহিতার সমকালীন বা অঙ্গীভূত নহে।"

ঋগ্বেদের ২১টি শাখা ছিল। উহার যে শাখা অধুনা প্রচলিত তাহা বেদ মিত্র বা শাকল্য কর্তৃক রক্ষিত। ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০১৭টি সূক্ত আছে। যদি অষ্টম মণ্ডলোক্ত ১১টি বাল্যখিল্য সূক্ত ধরা যায়, তাহা হইলে সূক্ত-সংখ্যা মোট হয় ১০২৮ অবধি। সূক্তসমূহের মন্ত্রসংখ্যা অনির্দিষ্ট। সমগ্র সংহিতার ঋক্-সংখ্যা ১০৪০২ হইতে ১০৬২২ পর্যন্ত। অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান অনুসারে ঋগ্বেদ দুই প্রকারে বিভক্ত। অধ্যয়নের সৌকর্য্যার্থ ঋগ্বেদ আট অষ্টকে বিভক্ত। প্রত্যেক অষ্টককে আট অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায় আট বর্গে বিভক্ত। এক একটি বর্গে প্রায় পাঁচটি করিয়া সূক্ত আছে। সমগ্র ঋগ্বেদ ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। অনুষ্ঠান অনুসারে ঋগ্বেদ দশ মণ্ডলে ও শতাধিক অনুবাকে বিভক্ত। প্রত্যেক মণ্ডল অনেক অনুবাকে এবং প্রত্যেক অনুবাক্ বহু সূক্তে বিভক্ত। প্রত্যেক সূক্তে কয়েকটি করিয়া ঋকমন্ত্র আছে। প্রতেক মণ্ডলের সূক্তগুলি কোন ঋষি বা ঋষিকুল কর্তৃক সজ্জিত, এবং কোন দেবতার উদ্দেশ্য রচিত। এইরূপে প্রথম মণ্ডলে বহু ঋষির ঋকমন্ত্র প্রদত্ত। সেই ঋষিদের মধ্যে অনেকেই শতর্চিন বা শতাধিক ঋক্‌মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। উক্ত মণ্ডলের সূক্তাবলী বহু দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত। এইরূপে দ্বিতীয় মণ্ডলে ঋষি গৃৎসমদ ও তাঁহার বংশধরগণের সূক্তসমূহ সংহিত। বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশের সূক্তসমূহ তৃতীয় মণ্ডলে পাওয়া যায়। চতুর্থ মণ্ডলে আঠান্নটি সূক্ত আছে এবং তন্মধ্যে চল্লিশটি সূক্তের দ্রষ্টা বামদেব। পঞ্চম মণ্ডলে অত্রিবংশের সূক্তাবলী সংহিত। ষষ্ঠ মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তের ঋষি ভরদ্বাজ। ঋষি বশিষ্ঠ ও তদ্বংশের সূক্তসমূহ সপ্তম মণ্ডলে সংগৃহীত। অষ্টম মণ্ডলে কাণ্ব ও আঙ্গিরসের সূক্তসমূহ গ্রথিত। নবম মণ্ডলে যত সূক্ত আছে তন্মধ্যে তিনটি ব্যতীত অন্য সমস্ত সোমের উদ্দেশ্যে রচিত। দশম মণ্ডল প্রথম মণ্ডলের ন্যায় রচিত। ঋগ্বেদে অনেক দেবতা উল্লিখিত থাকিলেও অগ্নি ও ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। প্রথম অষ্টকোক্ত ১১১ সূক্তের মধ্যে ৩৭ সূক্ত অগ্নিকে, ৪৫ সূক্ত ইন্দ্রকে, ১২ সূক্ত মরুৎগণকে

এবং ১১ সূক্ত অশ্বিনীদ্বয়কে, ৪ সূক্ত উষাকে, ৪ সূক্ত বিশ্বদেবগণকে অর্পিত এবং অবশিষ্ট ৮ সূক্ত অন্যান্য দেবগণের উদ্দেশ্যে রচিত।

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটী এইরূপ।—"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতবং।" ইহার অর্থ যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে অগ্নিদেবের আহ্বান বর্ণিত। মার্কিণ বৈজ্ঞানিক এডিসন স্বাবিষ্কৃত গ্রামোফোণ প্রচারকল্পে যখন প্রথম রেকর্ড প্রস্তুত করেন, তখন বেদাচার্য্য মোক্ষমূলার কর্ত্তৃক এই বেদ-মন্ত্র উচ্চারিত ও রেকর্ডেড হয়। মন্দিরাদিতে দেবপূজায় চতুর্বেদের যে প্রথম চারি মন্ত্র ঘণ্টাধ্বনি সহকারে উচ্চারিত হয় তন্মধ্যে উল্লিখিত ঋকৃমন্ত্রই সর্বপ্রথম। এই উপক্রমণিকার উপসংহারে ঋগ্বেদের শেষ মন্ত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে।

দুই
খিল গ্রন্থ

শাকল শাখা অনুসারে ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০১৭ মন্ত্র বিদ্যমান। চরণব্যূহ অনুসারে ঋগ্বেদ পঞ্চ শাখায় বিভক্ত—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ণ ও মাণ্ডুকায়ণ। এই পঞ্চ শাখা ব্যতীত আরও অনেক শাখার অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে ঋগ্বেদে ২১ বা ২৫ বা ২৭ শাখা ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে কৌষিতকী শাখা সাংখ্যায়ণ হইতে স্বতন্ত্র। সাংখ্যায়ণ গৃহসূত্র হইতে স্বতন্ত্র কৌষিতকী গৃহসূত্র মাদ্রাজে ডক্টর পি. আর. চিন্তামণি কর্তৃক ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর চিন্তামণি অন্যান্য কৌষিতকী গ্রন্থ প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। যে যাহা হউক, ঋগ্বেদ সংহিতার পূর্বোক্ত পঞ্চ শাখার মধ্যে শাকল শাখাই সর্বাপেক্ষা সুবিদিত ও প্রচলিত। অন্যান্য শাখা শাকল শাখা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নহে। মণ্ডলের ভিতরে বা বাহিরে ২।১টি সূক্ত বা মন্ত্রের অল্পতা বা আধিক্য এবং সূক্ত মধ্যে মন্ত্রক্রমের সামান্য পার্থক্য ব্যতীত ঋগ্বেদীয় পঞ্চশাখার মধ্যে অন্য কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। অতিরিক্ত মন্ত্রনিচয় বা সূক্তগুলিকে খিলগ্রন্থ বা খিলকাণ্ড বলা হয়। খিলগ্রন্থসমূহ কোন্ শাখার অন্তর্ভুক্ত বলা শক্ত। তবে এইগুলিকে শাকল শাখার অন্তর্গত ধরিয়া ঋগ্বেদের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ

করা হয়। অধ্যাপক মোক্ষমূলার কর্তৃক প্রকাশিত সায়ণভাষ্য সম্বলিত ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ অক্সফোর্ড হইতে ১৮৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৩২টি খিলগ্রন্থ একত্রে পাওয়া যায়। অধ্যাপক থিওডর আউফ্রেক্‌ট ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর বন সহর হইতে রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে ২৫টি খিলগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই খিলসমূহের মধ্যে কয়েকটি মোক্ষমূলার কর্তৃক প্রকাশিত খিলগ্রন্থ হইতে পৃথক্‌। বোম্বাই হইতে ১৮১০-১২ শকাব্দে সায়ণভাষ্য সমন্বিত যে ঋগ্বেদ প্রকাশিত হয়, তাহা দুই মহামহোপাধ্যায় রাজারাম শাস্ত্রী বোদাস ও শিবরাম শাস্ত্রী গোরে কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার পরিশিষ্টে বহু খিল, নিবিদ, প্রৈষস্‌, পুরোরুষঃ কুন্তাপঃ প্রভৃতি প্রকাশিত। বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতায় খিলকাণ্ড প্রদত্ত। আলোয়ার ষ্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগ অধ্যাপক পিটারসন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটি খিলগ্রন্থ মুদ্রিত। সম্প্রতি আউন্ধের পণ্ডিত এস. ডি. সতওয়ালেকর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঋগ্বেদের যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ৩৬টি খিল গ্রন্থ প্রদত্ত। এই সকল খিলগ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি অন্য কোন সংস্করণে পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। অধ্যাপক সতওয়ালেকর ঋগ্বেদীয় সাংখ্যায়ণ সংহিতার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। আউন্ধ হইতে প্রকাশিত ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ মারসেল গোয়াবাসী পণ্ডিত অনন্ত যজ্ঞেশ্বর ধূপকর শাস্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত। উক্ত পণ্ডিতের নিকট দুইশত বৎসরের পুরাতন কয়েকটি খিলগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

চরণব্যূহ অনুসারে ঋগ্বেদের পঞ্চ শাখা ছিল। ওল্‌ডেনবার্গ বলেন, উক্ত পঞ্চ শাখার মধ্যে আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন শাখাদ্বয় কেবল সীমিত অর্থে স্বতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। অবশিষ্ট শাখাত্রয়ের সম্বন্ধে দেবীপুরাণ বলেন, শাখাশ্চ ত্রিবিধা ভূপ শাকলা বাস্কমাণ্ডুকা। এই শাখাত্রয়ের মধ্যে মাণ্ডুকেয় বিবেচনার বহির্ভূত থাকে; কারণ মাণ্ডুকেয়ের নাম আরণ্যক ও প্রাতিশাখ্যে উল্লিখিত থাকিলেও ঋগ্বেদের কোন শাখার সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট নহে। এই মাণ্ডুকেয় শাখার অস্তিত্ব পুরাকালেও বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেইজন্য ওল্‌ডেনবার্গ মন্তব্য করেন, শাকল শাখা ব্যতীত কেবল বাস্কল শাখাই তীক্ষ্ণ পরীক্ষার যোগ্য হয়। চরণব্যূহ ভাষ্য অনুসারে শুধু এগারটি বালখিল্য সূক্ত যোগ করিয়া আশ্বলায়ন শাখা গঠিত হয়। সাংখ্যায়ন শাখার পার্থক্য

এই যে, দশম বালখিল্য সূক্ত (অষ্টম মণ্ডলোক্ত ৫৮ সূক্ত) উহাতে নাই এবং উহার প্রথম দুই মন্ত্র খিলরূপে দশম মণ্ডলের ৮৮।১৮ সূক্তান্তে সংযোজিত হয়। এই খিলকাণ্ড কাশ্মীর পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত সতওয়ালেকর কর্তৃক সাংখ্যায়ণ শাখার দুইখানি পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে।

অধ্যাপক জি. বুহলার সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ভ্রমণপূর্বক ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে যে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করেন, উহাতে কাশ্মীরে আবিষ্কৃত ঋগ্বেদ সংহিতার একটি পাণ্ডুলিপির প্রথম বিবৃতি প্রকাশিত হয়। উক্ত পাণ্ডুলিপি পুনার ডেক্কান কলেজ লাইব্রেরীতে প্রথমে রক্ষিত ছিল। অনন্তর উহা পুনা ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে রক্ষিত হইয়াছে। ডক্টর এইচ. ওয়েঞ্জেল উক্ত পাণ্ডুলিপির যে নকল প্রস্তুত করেন, তাহা ম্যাক্সমুলার, ম্যাকডোনেল প্রভৃতি ইউরোপীয় বেদজ্ঞগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হয়। উহাতে ঋগ্বেদের বহু খিল কাণ্ড পাওয়া যায়। হার্ভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ ডক্টর ম্যাক্‌ডোনেল কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেন, এই কাশ্মীর পাণ্ডুলিপি হইতে খিলগ্রন্থসমূহের একটি মূল্যবান সংস্করণ প্রকাশ করা যায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মাণ সংস্কৃতজ্ঞ ডক্টর জে. স্কেফটেলাউভিজ কাশ্মীর পাণ্ডুলিপির খিলকাণ্ড রোমান অক্ষরে প্রকাশ করেন। এই কাশ্মীর পাণ্ডুলিপি ১৯১ খানি ভূর্জপত্রে লিখিত। ঐ সকল ভূর্জপত্র ১০½ ইঞ্চি লম্বা ও ৯½ ইঞ্চি চওড়া এবং দুই পত্র একত্রে সংলগ্ন। প্রতিপত্রের দুই পৃষ্ঠা শারদালিপিতে লিখিত ও আধুনিক গ্রন্থাকারে সজ্জিত। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৩২ লাইন ও প্রত্যেক লাইনে ৪০ অক্ষর আছে। শবল স্বামীর পৌত্র ও ভট্ট ভীম স্বামী রামিস্বামীর পুত্র এই পাণ্ডুলিপি নকল করিয়াছেন। ডক্টর কীথ মন্তব্য করেন, উহা পাণ্ডুলিপির সত্ত্বাধিকারীর নাম। পণ্ডিত বুহলার বলেন, এই পাণ্ডুলিপি চারি শতক প্রাচীন এবং কীথ বলেন, উহা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। ইহাতে কাত্যায়নকৃত সর্বানুক্রমণী প্রদত্ত ও মণ্ডল বিভাগ অনুসৃত। ইহা শাকল শাখার পাণ্ডুলিপি। ইহাতে খিলগ্রন্থের শেষে ঐতরেয় আরণ্যকের কিয়দংশ পাওয়া যায়। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে খিলানুক্রমণী সংযোজিত। ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণদ্বয়, ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, বৃহদ্দেবতা, ঋগ্বিধান, শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র গ্রন্থসমূহের সহিত খিলানুক্রমণী প্রকাশিত। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরত্রয়ের

চিহ্ন সম্বন্ধে ইহা কাঠক সংহিতা ও মৈত্রায়ণী সংহিতার সহিত একমত। পুণা বৈদিক সংশোধন মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতায় এই খিলগ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ খিলগ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে শিব সঙ্কল্পোপনিষৎ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৬৬ সূক্তান্তে পাওয়া যায়। এই উপনিষৎ ১৩ শ্লোকে সমাপ্ত। দ্বিতীয় খিলগ্রন্থের ষষ্ঠ অংশে শ্রীসূক্ত অবস্থিত। এই সূক্ত পুরাকাল হইতে শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতে পঠিত হয় এবং ইহার উপর বহু টীকা রচিত হইয়াছে। ডক্টর স্কেফ টেলাউভিজ লণ্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এবং অক্সফোর্ড বডলিয়ান লাইব্রেরী হইতে শ্রী সূক্তের ছয়টি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও তুলনাপূর্বক একটি চমৎকার সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। পুনার পণ্ডিত সি. জি. কাশিকর তাঞ্জোর সরস্বতী মহল লাইব্রেরী, তিরুপতি গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী, আডায়ার থিয়জফিক্যাল সোসাইটী লাইব্রেরী এবং অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় চুয়াল্লিশখানি শ্রীসূক্তের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহপূর্বক তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, শ্রীসূক্তের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। কাশ্মীর প্রদেশে সারদা লিপিতে লিখিত খিলকাণ্ড অনুসারে শ্রীসূক্ত পঞ্চম মণ্ডলান্তে পঠনীয়। আবার 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থ কর্তৃক উক্ত মত সমর্থিত। 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে (৫।১৯) এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

শ্রীসূক্তমাশীর্বাদস্তু শ্রীপুত্রাণাং পরাণি ষট্।
তৎস্যাৎ বা লক্ষ্যাপনুদম্ অগ্নিস্তত্র নিপাতভাক্॥

এই শ্লোক অনুসারে শ্রীসূক্তের ১৯টি শ্লোকের মধ্যে শেষ ছয় শ্লোক শ্রীদেবীর পুত্রগণ সম্বন্ধে কথিত। খিলানুক্রমণীতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব এই ছয় শ্লোক বাদ দিলে শ্রীসূক্তের মাত্র ১৩টি শ্লোক আছে। শ্রীদেবী হিরন্ময়ী স্বর্ণরজতস্রজা চন্দ্রবর্ণা লক্ষ্মী। শ্রীসূক্তের প্রাচীনত্ব ঋগ্বিধান, শান্তিময়ূখ, শান্তিকমলাকর, নারায়ণ ভট্টকৃত প্রয়োগরত্ন, আহ্নিকচন্দ্রিকা, সংস্কার কৌস্তুভ, ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মকর্ম সমুচ্চয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কর্তৃক স্বীকৃত।

শ্রীসূক্ত ও দেবী সূক্তের ন্যায় রাত্রি সূক্তও ঋগ্বেদের অন্তর্গত। পূর্বোক্ত পণ্ডিত কাশিকর রাত্রি সূক্তের আটখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহপূর্বক তুলনা করিয়াছেন। ইহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অবস্থিত এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের পূর্বে পঠনীয়। ইহা অষ্ট ঋকে সমাপ্ত। এই সূক্তের ঋষি সোভরি-পুত্র কুশিক ও দেবতা রাত্রি অথবা ভারদ্বাজের সুতা

রাত্রি নাম্নী ঋষিকা। ঐতরেয় আরণ্যকে (৩।২।৪) আছে, "স যদ্যেতেষাং কিঞ্চিৎ পশ্যেদুপোষ্য পায়সং স্থালীপাকং শ্রপয়িত্বা রাত্রিসূক্তেন প্রতি ঋচং হুত্বা" ইতি। রাতি দদাতি অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ। ইহার অর্থ, রাত্রি দেবী অভিষ্টদায়িনী। রাত্রি দ্বিবিধা— জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রি। জীবরাত্রিরূপ সুষুপ্তিতে প্রতিদিন জীবগণের ব্যবহার বিলুপ্ত হয় ও ঈশ্বররাত্রিরূপ প্রলয়কালে ঈশ্বরব্যবহার বিলুপ্ত হয়। দেবীপুরাণে আছে—

ব্রহ্মময়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্তিতা॥

ইহার অর্থ, রাত্রিদেবী ঈশ্বরলয়রূপা ও ব্রহ্মমায়াত্মিকা। তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ভুবনেশ্বরী আদ্যাশক্তিরূপে প্রসিদ্ধা। সায়ণভাষ্যানুসারে অনুবাদ-সম্বলিত রাত্রিসূক্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ওঁ রাত্রি ব্যখ্যাদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বাঅধি শ্রিয়োহধিত ॥ ১
ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বত।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২

ওঁকারময়ী সর্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবী বহু দেশে তাঁহার চক্ষুস্থানীয় মহদাদি-তত্ত্ব দ্বারা সর্ববস্তুর প্রকাশিকা হইয়া স্বোৎপাদিত জগদাকারে প্রকটিত জগজ্জাল দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি সর্বজীবের কর্মানুরূপ ফলদাত্রী হইলেন। মরণরহিতা দ্যোতনশীলা রাত্রীদেবী নিখিল প্রপঞ্চ আত্মচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত করিলেন।

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী
অপেদুহাসতে তমঃ ॥ ৩
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামন্নবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ ॥ ৪

রাত্রি দেবী সহোদরা-স্থানীয়া প্রকাশময়ী উষার তমঃশক্তি বিনাশ করেন। সেই রাত্রিদেবী এখন আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। যেমন পক্ষিগণ বৃক্ষস্থিত নীড়াশ্রয়ে রাত্রিবাস করে, তদ্রূপ আমরা তাঁহার প্রসাদে সদা সুখে অবস্থান করি।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ
নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ ॥ ৫

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেনমূর্ম্যে
অথা ন সুতরা ভব ।। ৬

রাত্রি দেবীর কৃপায় গ্রামবাসিগণ সুখে শয়ন করে এবং পাদযুক্ত গবশ্বাদি ও শ্যেনাদি পক্ষিগণ ও কামার্থিগণ নির্বিঘ্নে নিবাস করে। হে রাত্রি দেবী, আমাদের বাসনারূপ ব্যাঘ্রী ও ব্যাঘ্রসদৃশা পাপসমূহ দূরীভূত করুন। অনন্তর অনায়াসে আমাদের ভবসাগরের পারকর্ত্রী হউন।

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত
উষ ঋণেব যাতয়ঃ ।। ৭
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ দুহিতর্দিবঃ
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ।। ৮

হে রাত্রি দেবতা, সর্ববস্তুতে সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ তমোরাশি আমার নিকট আসিয়াছে। আপনার স্তোতৃবৃন্দের ঋণাপগমের ন্যায় আমাদের অন্ধকার অপসারণ করুন। হে রাত্রি দেবী, দুগ্ধবতী ধেনুর ন্যায় আমরা আপনাকে স্তুতিজপাদি দ্বারা সুপ্রসন্না করিতেছি। হে দ্যৌ দুহিতা, আপনার প্রসাদে আমরা কামাদি শত্রু জয় করিব। আমাদের স্তোত্র ও হব্য কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন।

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ঋগ্বেদ সংহিতার দুইখানি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। উক্ত লাইব্রেরীস্থ পাণ্ডুলিপি সমূহের ক্যাটালগ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈদিক পাণ্ডুলিপি সমূহের তালিকা প্রদত্ত। ইহা হইতে জানা যায়, উক্ত পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পঞ্চদশ শতকে ও কিয়দংশ অষ্টাদশ শতকে লিখিত। এই পাণ্ডুলিপিতে খিলকাণ্ড পাওয়া যায়। ইহাতেও শ্রীসূক্ত বিদ্যমান। অন্যান্য ভাষ্যের মধ্যে বিদ্যারণ্যকৃত শ্রীসূক্ত-ভাষ্য মোক্ষমূলার কর্তৃক ঋগ্বেদ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত পণ্ডিত কাশীকর বিদ্যারণ্যকৃত শ্রীসূক্ত-ভাষ্যের দ্বাদশাধিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহপূর্বক তুলনা করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যকৃত ভাষ্যাদি অনুসারে শ্রীসূক্ত পনের শ্লোকের অধিক নহে এবং এই পনের শ্লোকযুক্ত শ্রীসূক্ত ও ভাষ্য ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। শ্রীসূক্তের মূল ও ভাষ্যানুগত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী মনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্ ॥ ২

হে জাতবেদ বা জাতপ্রজ্ঞ, আপনি প্রতি জাত বস্তুতে বিদ্যমান। হে অগ্নে, আপনি সুবর্ণকান্তি ও হরিতবর্ণা বা হরিণীরূপধরা। (দেবী পুরাণ অনুসারে শ্রীদেবী হরিণীরূপ ধারণপূর্বক অরণ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন।) আপনি সুবর্ণময় ও রজতময় পুষ্পমাল্যে সুশোভিতা। আপনি চন্দ্রবৎ প্রকাশমানা বা তদ্রূপে অবস্থিতা। আপনি হিরণ্যস্বরূপা বা হিরণ্যবিগ্রহা ও লক্ষ্মণবতী। (নিরুক্ত ৪।১০ অনুসারে লক্ষ্মীর্লাভাদ্বা লক্ষ্মণাদ্বা। ইহার অর্থ, লক্ষ্মী লক্ষ্মণবতী বা ধনদাত্রী।) উক্তরূপ শ্রী আমার জন্য ধনরত্ন আহরণ করুন। হে অনপায়িনী লক্ষ্মী দেবী, আমি আপনার নিকট স্বর্ণ, ধেনু, অশ্ব, পুত্র, পৌত্র ও দাসাদি প্রার্থনা করি।

অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদ-প্রমোদিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্ ॥ ৩
কাংসোস্মি তাং হিরণ্যপ্রাবারামা মার্দ্রাং জলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।
পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৪

আপনি অশ্বপূর্ণা বা পরিপূর্ণা ও রথমধ্যা ও গজনাদ দ্বারা জ্ঞাপয়িত্রী। আপনি দেবনশীলা ও শ্রয়নীয়া। উক্তরূপা মহাদেবীকে আমরা আহ্বান ও সেবা করি। আপনি ব্রহ্মরূপা। (কোন শ্রুতিতে আছে, কো হ বৈ নাম প্রজাপতিরিতি। পুরাণ হইতেও জানা যায়, ব্রহ্মের এক নাম ক) হে লক্ষ্মী দেবী, আপনি ঈষৎ স্মিতা ও সুবর্ণময় আভরণে সুভূষিতা। আপনি ক্ষীরোদধি হইতে উৎপন্না বলিয়া আর্দ্রা, সিক্তা। আপনি প্রকাশমানা ও প্রীতিযুক্তা ও কমলাসীনা ও কমলবর্ণা। আপনি ভক্তগণের মনোরথ পূর্ণকারিণী। আপনাকে আমরা সমীপে আহ্বান করি।

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মনেমিং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণোমি ॥৫
আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথবিল্বঃ।
তস্য ফলানি তপসা নুদন্ত মায়ান্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ ॥ ৬

হে শ্রীদেবী, আপনি চন্দ্রবৎ প্রকাশমানা, কান্তিযুক্তা ও প্রভাযুক্তা ও স্বযশে জ্যোতির্ময়ী। আপনি স্বর্লোকে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক সেবিতা। আপনি দানশীলা ও পদ্মলতারূপা বা পদ্মাকারা। ইহলোকে আমি সেই শ্রীদেবীর শরণাপন্ন হই। অতএব হে শ্রী, আমার অলক্ষ্মী বা অশ্রী বিনষ্ট হউক। ভক্তিভরে আপনাকে আমি বরণ করি। হে শ্রী, আপনি সূর্যবর্ণা। আপনার নিয়মে বনস্পতি ও বিল্ববৃক্ষ আবির্ভূত হইয়াছে। [মনুসংহিতায় (১।৪৭) আছে, অপুষ্পাঃ ফলবন্ত যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতা। ইহার অর্থ, যে বৃক্ষসমূহ বিনা পুষ্পে ফলবান্ হয় তাহারাই বনস্পতি। বামন পুরাণে আছে, কাত্যায়ন্যাঃ শমীজাতা বিল্বো লক্ষ্ম্যাঃ করেঽভবৎ। শমী কাত্যায়নীর হস্তে ও বিল্ব লক্ষ্মীকরে জাত হইল।] আপনার অনুগ্রহে বিল্বফলসমূহ পরিপক্ক হয়। আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সম্বন্ধিনী মায়া বা অলক্ষ্মী বা অশ্রী আপনি নিবারণ করুন।

উপৈতু মাং দেবশফঃ কীর্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্তিং বৃদ্ধিং দদাতু মে।। ৭
ক্ষুৎপিপাসমলা জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম।
অভূতিমসমৃদ্ধিং চ সর্বাং নির্ণুদ মে গৃহাৎ।। ৮

আপনি মহাদেবের সখা, কুবেরতুল্যা ও কীর্ত্যভিমানিনী দক্ষকন্যা দেবতা।ম আপনি চিন্তামণি সহ আমাদের সমীপে আসুন। আমি এই রাষ্ট্রে উৎপ হইয়াছি। আপনি এই জনপদে আসিয়া আমাদের কীর্তি ও কোষাদি বৃদ্ধি করুন। আপনার অনুগ্রহে ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহমল ও প্রাগুৎপন্না অলক্ষ্মী আমি নাশ করিব। হে শ্রী, আমার গৃহ হইতে অসম্পত্তি, অসমৃদ্ধি, অনভিবৃদ্ধি আদি অলক্ষ্মী কার্য্য নিবারণ করুন।

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত.মিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।। ৯
মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমসিমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রী শ্রয়তাং যশ।। ১০

আপনার দিব্য গুণ ঘ্রাণগ্রাহ্য। কেহ আপনাকে ধর্ষিত করিতে পারে না।। শস্যাদি দ্বারা আপনি সদা পুষ্টা ও শুষ্ক গোময়াদিযুক্তা। আপনি গবাশ্বাদি বহু পশুসমৃদ্ধা ও

সর্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী বা আধারস্বরূপা। সেই ভূরূপা শ্রীদেবীকে ইহলোকে মৎসমীপে আমি আহ্বান করি। হে শ্রী, আমার মনোরথ, সংকল্প, বাক্যের যাথার্থ্য, গবাদি, ক্ষীরাদি, যব ও ব্রীহি প্রভৃতি শস্যের চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য আপনার প্রসাদে আমি লাভ করিব। সম্পৎ ও কীর্তি আমাকে আশ্রয় করুক।

কর্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সংভব কর্দম।
শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্॥ ১১
আপঃ স্রবন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ম বাসয় মে কুলে॥ ১২

কর্দমাখ্য সুপুত্র আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব হে শ্রীপুত্র কর্দম, আপনি মদীয় গৃহে নিবাস করুন এবং কমল-মালাধারিণী আপনার মাতা লক্ষ্মীদেবীকে আমার বংশে প্রতিষ্ঠা করুন। অবভিমানিনী দেবগণ স্নেহযুক্ত কার্য্য উৎপন্ন করুন। হে চিক্লীতাখ্য শ্রীপুত্র, আপনি আমার গৃহে নিবাস করুন এবং আপনার জননী শ্রীদেবীকে আমার বংশে প্রতিষ্ঠিত করুন।

পদ্মাং পুষ্করিণীং পুষ্টাং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।
সূর্য্যাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥ ১৩
আর্দ্রাং পুষ্করিণীং যষ্টীং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥ ১৪
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যো বিন্দেয়ং পুরুষানহম্॥ ১৫

হে শ্রী, আপনি আর্দ্রাঙ্গা ও অভিষেকত্যক্তা ও গজশুণ্ডাগ্রা ও পদ্মবতী ও পুষ্টিরূপা। (মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, দেবী পুষ্টিরূপে সংস্থিতা।) লক্ষ্মীদেবী পিঙ্গলবর্ণা, পদ্মমালিনী, সূর্যবর্ণা, হিরণ্ময়ী। হে দেবি, আপনি আগমন করুন। হে আর্দ্রাঙ্গ শ্রীদেবী, আপনি বেত্রহস্তা বা দণ্ডকরা, শোভনবর্ণা, হেমময়-মাল্যবতী, সূর্য্যবৎ প্রকাশমানা ও চন্দ্রবৎ হিরণ্ময়ী। হে চঞ্চলা, আপনি আমাদের গৃহে আগমন করুন। আপনার প্রসাদে আমি প্রভূত সুবর্ণ, গাভী, পুত্র, পৌত্র, দাস, পরিচারিকাদি প্রাপ্ত হইব।

খিল গ্রন্থসমূহের প্রাচীনত্ব ও ঋগ্বেদের সহিত উহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। শৌনককৃত অনুবাকানুক্রমণী ও আর্যানুক্রমণী গ্রন্থদ্বয়ে সর্বপ্রথম খিল শব্দ দৃষ্ট হয়। শাকল শাখার ঋগ্বেদ সংহিতায় ও পদপাঠে যে সকল সূক্ত অন্তর্ভূক্ত নহে, সেই গুলিকেই খিল বলা হয়। সেইজন্য এইগুলি সর্বানুক্রমণী, অনুবাকানুক্রমণী প্রভৃতি গ্রন্থের বহির্ভূত হইলেও ঐতিহ্য অনুসারে ঋগ্বেদের অন্তরে বা বাহিরে ইহাদের অবস্থান সুনির্দিষ্ট। নিশ্চয়ই বৈদিক যুগে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল; নচেৎ অন্যান্য বেদে ও ব্রাহ্মণে ইহাদের অস্তিত্ব ও প্রয়োগ স্বীকৃত হইত না। ব্রাহ্মণসমূহেও নকুল সূক্ত, কুন্তাপ, বালখিল্যাদি খিল কাণ্ড বিদ্যমান। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, ব্রাহ্মণ যুগের পূর্বেও সংহিতার যুগেই খিল গ্রন্থসমূহ বর্তমান ছিল। পুরোরুষ, নিবিদ, প্রৈষ প্রভৃতি খিল গ্রন্থ প্রাচীনতম ঋগ্বেদ যুগেও প্রচলিত ছিল।

মহানামানি, বালখিল্য ও কুন্তাপ প্রভৃতি ঋগ্বেদ যুগের শেষ ভাগে রচিত মনে হয়। কতিপয় খিলগ্রন্থ প্রাচীনতম যজুর্বেদ যুগের রচনা। আরও কয়েকটি পরবর্তী বৈদিক যুগে রচিত এবং সুভেষজ সূক্তাদি যজুর্বেদীয় মন্ত্রের উদ্ধৃতি সম্বলিত। পণ্ডিতগণের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, খিলানুক্রমণীতে উল্লিখিত খিলসমূহ বৈদিক যুগে উৎপন্ন, যখন যজুর্বেদ ও সামবেদ ও অথর্ববেদ সংহিত ও বিভক্ত হয়। বেদ বিভাগকালে ইহাদের জন্ম হওয়ায় অদ্যাপি এইগুলি সংরক্ষিত আছে। অল্প কয়েকটি খিল পরবর্তী ব্রাহ্মণযুগের রচনা। আশ্চর্য্যের বিষয়, যজ্ঞানুষ্ঠানে অন্যান্য বেদমন্ত্রের সহিত এইগুলি উচ্চারিত হইত। ডক্টর. এ. বি কীথ বলেন, "খিলসমূহের অধিকাংশের ভাষা-শৈলী ও আলোচিত বিষয় দ্বারা অনুমিত হয়, নিঃসন্দেহে এইগুলি ঋগ্বেদ যুগের শেষ ভাগে রচিত। ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব যে, খিলরূপে রক্ষিত কয়েকটি মন্ত্র মাণ্ডুকেয় শাখার অঙ্গীভূত; কিন্তু উহার সম্ভাবনা অধিক নহে। উল্লেখযোগ্য বাস্তব ঘটনা এই যে, শাকল্য ঋগ্বেদীয় পদপাঠে খিলসমূহের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং খিলসমূহকে ঋগ্বেদ সংহিতার কিঞ্চিৎ পরে রচিত বলাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন। খিলসমূহের আলোচ্য বিষয় আলোচনা করিলে ইহা অস্বীকার করা যায় না এবং কোন কারণেই এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে।" পণ্ডিত কাশীকর বলেন, "অথর্ববেদে (১১।৫) সর্বপ্রথম উল্লিখিত মেধাসূক্ত উপনয়ন অনুষ্ঠানের

সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। গোপথ ব্রাহ্মণে (৫।২৩) সুভেষজ সূক্ত সুবিদিত। শ্রী ও লক্ষ্মী পূজায় ব্যবহৃত শ্রীসূক্ত যজুর্বেদযুগে উৎপন্ন। খিলানুক্রমণী অনুসারে ঋগ্বেদের ১।৭৩ সূক্তের পরে বিদ্যমান ১১ সুপর্ণ সূক্ত সুপর্ণবংশীয় ঋষিগণ কর্তৃক রচিত। ঋগ্বিধান, বৃহদ্দেবতা, আশ্বলায়ন গৃহসূত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে খিল-সমূহের অস্তিত্ব উল্লিখিত থাকিলেও খিলমন্ত্রসমূহ পূর্বে অবিদিত ছিল। খিলানুক্রমণীতে খিলমন্ত্র সমূহের ঋষি ও দেবতা উল্লিখিত।

ঋগ্বেদের পদপাঠ শাকল্য কর্তৃক রচিত। গেল্‌ডনার সাহেব বলেন, শাকল্য পরবর্তী বাজসেনয় যুগে আবির্ভূত হন এবং অনেক ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আরুণির সম-সাময়িক। কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বিদ্যমান যাজ্ঞবল্ক্যও শাকল্যের সমসাময়িক মনে হয়। সুতরাং বাজসনেয়ী সংহিতার তুল্য শাকল শাখা পুরাতন। ওল্‌ডেনবার্গ অনুমান করেন, ব্রাহ্মণ যুগের শেষভাগে, শাকল্য আবির্ভূত হন। অবশ্য ডক্টর কীথ গেল্‌ডেনার বা ওল্‌ডেনবার্গের মন্তব্য সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে অধিকাংশ খিলকাণ্ড শাকল্যের পূর্বেই বর্তমান ও প্রাচীনতার আলোকে আবৃত ছিল। তাহা হইলে শাকল্য তৎকৃত পদপাঠে উহাদের উল্লেখ অথবা উহাদের জন্য স্বতন্ত্র পদপাঠ রচনা করেন নাই কেন? বস্তুতঃ শাকল্য যে সকল সূক্তের পদপাঠ রচনা করিয়াছেন তৎসমূহ অপেক্ষা বহু খিল প্রাচীনতর। ইহার একমাত্র কারণ এই যে খিলগ্রন্থসমূহ শাকল্য শাখার বহির্ভূত ছিল। অনেক ঋক্‌মন্ত্র সমকালে রচিত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন শাখাভুক্ত ছিল। অথর্ব বেদের পৈপ্পলাদ শাখার এক সূক্ত শৌনকীয় অথর্ববেদের একার্থ বোধক সূক্ত হইতে আকারাদিতে পৃথক্।

খিলগ্রন্থসমূহ পরীক্ষা করিয়া পুণার পণ্ডিত কাশীকর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এইগুলি নিশ্চয়ই কোন লুপ্ত শাখায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্কল শাখা প্রদত্ত সংবাদ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। অনুবাকানুক্রমণী হইতে বাস্কল শাখার বিশেষত্ব জানা যায়। উক্ত শাখা অনুসারে ঋগ্বেদীয় কুৎস সূক্ত পরুঃশেপ সূক্তের পরে বিদ্যমান এবং শাকল শাখার ১০১৭ সূক্ত অপেক্ষা আরও আটটি অধিক সূক্ত ঋগ্বেদীয়। চরণব্যূহের আধুনিক ভাষ্যকার কর্তৃক উক্ত আট সূক্ত উল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত। ঋক্-প্রাতিশাখ্যে (৩।১৪) এবং ঐতরেয় আরণ্যকে উল্লিখিত মাণ্ডুকেয় শাখা অধুনা বিলুপ্ত।

দেবীপুরাণ অনুসারেও শাকল, বাস্কল ও মাণ্ডুকেয় ঋগ্বেদের শাখাত্রয়রূপে পরিগণিত। আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন সূত্রে উক্ত শাখাত্রয় সম্যক্ উদ্ধৃত।

বেনফে ও ওয়েবার সাহেবের স্থায় স্কেফটেলাউভিজ্ মনে করেন, যে উপাদান হইতে ঋগ্বেদ সংহিত, সেই উপাদান হইতেই মূলতঃ সামবেদ সংগৃহীত। ইহা নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা সমর্থিত হয়। সামবেদের ৭১ সূক্ত ঋগ্বেদে নাই; অথচ তন্মধ্যে কয়েকটি সূক্ত ঋগ্বেদীয় খিলকাণ্ডের অন্তর্গত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ঋগ্বেদীয় মন্ত্রগুলি প্রাচীনতর আকারে সামবেদে পাওয়া যায়। হিলেব্রাণ্ড সাহেব বলেন, ঋগ্বেদীয় যুগে রচিত বহু মন্ত্র যজুর্বেদে বা অথর্ববেদে সংরক্ষিত আছে এবং যজুর্বেদে বা অথর্ববেদে স্থিতিহেতু সেইগুলিকে পরবর্তী যুগের রচনা বলা যায় না। অবশ্য থিওডর আউফেক্ট সাহেব বেনফে সাহেবের মন্তব্য খণ্ডন করিয়াছেন। শাকল্য শাখায় যে সকল ঋক্‌মন্ত্র সংগৃহীত, তৎসমুদয় ব্যাপকভাবে পঠিত ও প্রচলিত ছিল। শাকল্য খিলগ্রন্থসমূহের পদপাঠ রচনা না করিলেও উহাদের প্রাচীনত্ব বা পবিত্রতা অস্বীকার করেন না। আরণ্যকসমূহ বিভাগকালে খিলানুক্রমণীতে উল্লিখিত খিলসমূহ কোন ঋগ্বেদীয় শাখার অন্তর্গত ছিল। যাস্ককৃত নিরুক্তে খিলসমূহ নিগম নামে কথিত। শৌনকের সময়েও খিল শব্দ প্রচলিত ছিল না। শৌনকের মতে খিলসমূহ ঋক্‌মন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তৎকৃত প্রাতিশাখ্যে খিল সমূহ ব্যাখ্যাত। বৃহদ্দেবতা ও ঋগ্বিধান গ্রন্থদ্বয়ে খিল শব্দ অজ্ঞাত; কিন্তু তৎসমুদয় ঋক্‌মন্ত্ররূপে লিখিত। অবশ্য এই গ্রন্থদ্বয় শৌনক কর্তৃক রচিত নহে; তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক রচিত। ঋগ্বেদীয় দেবতা লাক্ষা, শ্রী, মেধা, নিষাদ, ও উপনিষৎ প্রভৃতি 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে উল্লিখিত। অনেক খিলগ্রন্থও ইহাতে আলোচিত। ইহাতে এমন অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যাহা ঋগ্বেদে বা খিলকাণ্ডে নাই ঋগ্বিধান গ্রন্থে তেইশটি খিলগ্রন্থ ব্যাখ্যাত।

কথিত আছে, অনুবাকানুক্রমণী ও আর্ষানুক্রমণী গ্রন্থদ্বয় শৌনক কর্তৃক রচিত। এই দুই গ্রন্থে খিল শব্দ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, উক্ত গ্রন্থদ্বয় তৎকর্তৃক বিরচিত নহে। আর্ষানুক্রমণী অনুসারে খিলগ্রন্থসমূহ একটি সম্পূর্ণ পুস্তক এবং গৌতম বামদেব কর্তৃক রচিত। ধর্মশাস্ত্রের যুগে খিলকাণ্ডের পবিত্রতা হ্রাস পায়। সর্বানুক্রমণীর টীকাকার ষড়্‌গুরুশিষ্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে আবির্ভূত হন। তিনিও খিলকাণ্ড সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। প্রয়োগরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থে খিলকাণ্ড পরিশিষ্ট-

রূপে উল্লিখিত। ঋগ্বেদীয় সাংখ্যায়ন শাখার দুইখানি পাণ্ডুলিপি আউফ্রেক্ট পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও খিলকাণ্ড বিদ্যমান।

তিন

ছয় বেদাঙ্গ

ছান্দোগ্য ও মুণ্ডক উপনিষৎযুগলে আছে, "ঋষি অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন, ব্রহ্মবিৎগণের মতে পরা ও অপরা দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য। অক্ষর পুরুষ যে বিদ্যা দ্বারা বিজ্ঞাত হন তাহা পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। আর অপরা বিদ্যার অন্তর্গত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এবং শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ।" ইহাতে প্রথমে চারি বেদ ও তদনন্তর ছয় বেদাঙ্গ উল্লিখিত। শিক্ষা গ্রন্থে আছে—

> ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
> জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
> শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
> তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

অনুবাদ—ছন্দই বেদের দুই পদ ও কল্প হস্তদ্বয় বলিয়া পঠিত; জ্যোতিষ চক্ষু ও নিরুক্ত শ্রোত্র (কর্ণ) রূপে উক্ত। শিক্ষা বেদের ঘ্রাণ (নাক) ও ব্যাকরণ বেদের মুখরূপে কথিত। অতএব যিনি সড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে মহান হন।

শিক্ষা বর্ণোচ্চারণাদি বিষয়ক স্বর-বিজ্ঞান গ্রন্থ। ইহাতে শিক্ষা দেয়, বেদের সূক্ত স্বরসংযোগপূর্বক কিরূপে গান করিতে হয়। ইহাতে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম এই পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। বর্ণ দ্বিবিধ—স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ। স্বর ত্রিবিধ—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। উদাত্ত স্বর উচ্চ, অনুদাত্ত স্বর নীচ, ও স্বরিৎ স্বর মধ্যম। এই স্বর-জ্ঞান ব্যতীত বেদ মন্ত্রের অর্থব্যত্যয় ঘটে।

কথিত আছে, বৃত্র ইন্দ্রবধার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে আহুতি প্রদানকালে 'ইন্দ্র শত্রুর্বর্দ্ধস্ব' এই বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই মন্ত্রকে আদ্যোদাত্ত করিলে অর্থ হয়, ইন্দ্ররূপ শত্রু বিনষ্ট হউক। আবার ইহাকে অন্তোদাত্ত করিলে অর্থ হয়, ইন্দ্রের শত্রু বিনষ্ট হউক। বেদমন্ত্রের উচ্চারণে এই তারতম্য হওয়ায় বৃত্র স্বয়ং বিনষ্ট হইল। মাত্রা ত্রিবিধ—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। বলের অর্থ প্রযত্ন ও উচ্চারণ স্থান। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি অষ্টবিধ উচ্চারণ স্থান। আবার কণ্ঠতালব্য বর্ণ যৌগিক। ইহা যুগপৎ দুই স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। প্রযত্ন শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা। ইহা দ্বিবিধ ঈষৎ ও অস্পষ্ট। দোষরহিত সুভাষিত উচ্চারণই সাম্য। অতি দ্রুত বা অনতি দ্রুত উচ্চারণ অনুচিত। সামযোগে উচ্চারিত হইলে স্বর সুব্যক্ত ও মধুর হয়।

সূত্র গ্রন্থকে কল্প বলে। ইহা শ্রৌতকর্মের অনুষ্ঠানজ্ঞাপক। ইহাতে ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে সারতত্ত্ব সূত্রাকারে গ্রথিত ও বেদ মন্ত্রের বাক্ প্রয়োগ সমর্থিত। কল্পশাস্ত্রে যজ্ঞবিধি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্র প্রভৃতি কল্পগ্রন্থ নামে অভিহিত। ঋগ্বেদীয় শ্রৌতসূত্রসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ঋষি অশ্বল বিদেহরাজ জনকের হোতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই অশ্বল হইতে উল্লিখিত শ্রৌতসূত্র প্রবর্তিত হওয়ায় ইহার নাম আশ্বলায়ন। অন্য মতে আশ্বলায়ন পাণিনির সমসাময়িক। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের এগারখানি ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল ভাষ্যকারের নাম নারায়ণ গর্গ, মথুরানাথ শুক্ল, মহাদেব, মল্লভট্টসুত, ষড়্‌গুরুশিষ্য ও সিদ্ধান্তী ইত্যাদি। সাংখ্যায়ণ শ্রৌতসূত্রও ঋগ্বেদীয় এবং ৪৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। বাজপেয় রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ ও সর্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের বিস্তৃত বিধান এই দুই সূত্রগ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্রসমূহের মধ্যে আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ণ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শৌনক গৃহ্যসূত্রের নামও পাওয়া যায়। এই সকল গৃহ্যসূত্রে বিবাহ, গর্ভাধান জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বর্ণাশ্রম ধর্ম ও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধাদি দশকর্মের বিধান সূত্রাকারে লিখিত।

গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী—এই সপ্ত ছন্দে ঋক্

মন্ত্রাবলী রচিত। ছন্দোজ্ঞানের অভাবে বেদপাঠ অসম্পূর্ণ হয়। গায়ত্রী ছন্দে ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র রচিত। গায়ত্রী ছন্দ চব্বিশ স্বরবর্ণযুক্ত ও তিন চরণে নিবদ্ধ। উষ্ণিক্ ছন্দে ২৮ স্বর, অনুষ্টুপ ছন্দে ৩২ স্বর, বৃহতী ছন্দে ৩৬ স্বর, পংক্তি ছন্দে ৪০ স্বর, ত্রিষ্টুভে ৪৪ স্বর, এবং জগতী ছন্দে ৪৮ স্বর থাকে। তন্মধ্যে তিন ছন্দের দৃষ্টান্ত নিম্নোক্ত সরস্বতী সূক্তে দ্রষ্টব্য। বৈদিক ছন্দ স্বরমাত্রিক। ছন্দোগ্রন্থ সুপাঠ্য বেদাঙ্গ। বাল্মিকী লৌকিক ছন্দের প্রবর্ত্তক। বৈদিক ব্যাকরণকে প্রাতিশাখ্য বলে। অধুনা কেবল চারিখানি প্রাতিশাখ্য পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্য শৌনিক প্রবর্ত্তিত। কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্য শুক্লযজুর্বেদীয় ও বাল্মীকি প্রাতিশাখ্য কৃষ্ণযজুর্বেদীয়। শুক্ল যজুর্বেদের ভাষ্যকার উব্বটাচার্য্য ঋগ্বেদীয় প্রাতিশাখ্যের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। নিরুক্ত ঋগ্বেদার্থ প্রকাশক গ্রন্থ বা বৈদিক অভিধান। অধুনা যাস্কাচার্য্য কৃত নিরুক্তই পাওয়া যায়। দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের বৃত্তিকার। যাস্কের নিরুক্তে পূর্বতন নিরুক্তকার স্থৌলাষ্ঠীবি, ঔর্ণবাভ, শাকপূণি প্রভৃতি বারজনের নাম পাওয়া যায়। দুর্গাচার্য্যের মতে নিরুক্তকার চৌদ্দ জন। এই আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দিয়াছি, জ্যোতিষ বা জ্যোতিঃশাস্ত্রে সূর্য্যাদি গ্রহের অবস্থান ও গতিবিধি ব্যাখ্যাত। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য কালনির্ণয় আবশ্যক। বৈদিক জ্যোতিষ অবলম্বনে পরবর্তী কালে সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

দেবী সূক্ত, রাত্রিসূক্ত ও শ্রীসূক্ত তুল্য সরস্বতী সূক্তও উল্লেখ যোগ্য এবং অর্থপূর্ণ। ইহা ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্ত অথবা চতুর্থ অষ্টকের শেষ সূক্ত এবং চৌদ্দ ঋকে সমাপ্ত। ইহার ঋষি ভরদ্বাজ ও দেবতা সরস্বতী। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রে (৮।১) ইহার একাংশ উল্লিখিত। 'ঋগ্বিধান' গ্রন্থে (২।২৯৫) শৌনক কর্ত্তৃক এই সূক্ত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক আছে। ইহার প্রথম তিন ও ত্রয়োদশ সূক্ত জগতী, চতুর্দ্দশ সূক্ত ত্রিষ্টুপ্ ও অবশিষ্ট দশ সূক্ত গায়ত্রী ছন্দে রচিত।—

ইয়মিত্যেতদাদ্যং তু সূক্তং সারস্বতং জপেৎ।
দ্বিজঃ প্রাতঃ শুচির্ভূত্বা বাগ্মী ভবতি বুদ্ধিমান্॥

ইহার অর্থ, 'ইয়ং' ইত্যাদি সারস্বত সূক্ত প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ শুদ্ধভাবে জপ করিলে

সুবক্তা ও বুদ্ধিমান হয়। সারস্বত সূক্তের চৌদ্দ ঋক্ সায়ণ ভাষ্যগত অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায়ং দাশুষে।
যা শশ্বন্তমাচ খাদাবসং পাণিং তা তে দাত্রাণিতবিষা সরস্বতি ॥১

ঋষি ভরদ্বাজ দেবী সরস্বতীকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন, এই সরস্বতী হব্যদাতা ঋষিবর বধ্র্যশ্বায়কে বলবান পুত্ররত্ন দিবোদাসকে প্রদান করেন। দিবদাস দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণাদি বৈদিক ঋণ ও লৌকিক ঋণ হইতে মুক্ত ছিলেন। এই সরস্বতী বহুল স্বাত্মতর্পক অদাতৃজনকে নিহত করিয়াছিলেন। হে সরস্বতি দেবি, সেই সকল পুত্রদানাদি ত্বদীয় কর্ম অতি মহৎ।

ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু গিরিণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥২

সরস্বতী দেবতারূপেও নদীরূপে বর্তমান। পূর্ব ঋকে দেবতারূপা সরস্বতী সংস্তুতা হইয়াছেন। অধুনা নদীরূপা সরস্বতীর স্তুতি হইতেছে। নদীরূপা সরস্বতী প্রবল সুমহৎ উর্মিমালা দ্বারা গিরিসমূহের তীরসংবদ্ধ সানুদেশ ভগ্ন করিতেছেন, যেমন লোকে পদ্মমূলের জন্য পঙ্কভেদ করে। দূর দেশে বিদ্যমান বৃক্ষাদির হন্ত্রী সেই সরস্বতীকে আমরা নানা স্তুতি ও কর্ম দ্বারা পরিচর্য্যা করি।

সরস্বতি দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥৩

হে সরস্বতি, আপনার সহায়তায় ইন্দ্র কর্তৃক দেবনিন্দক অসুরগণ ও ব্যাপ্ত মায়ী (মায়াবী) ত্বষ্টা নামক বৃসয়াসুর ও তৎপুত্র বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছে। হে অন্নবতি সরস্বতী, আপনি মনুষ্যগণকে অসুরগণ কর্তৃক অপহৃত ভূমি ও তৎসেচনার্থ জল দান করিয়াছেন।

প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী ধীনামবিত্র্যবতু ॥৪

সরস্বতী দানাদি গুণযুক্তা ও অন্নবতী এবং সর্ব ধ্যাতা স্তোতার রক্ষয়িত্রী। তিনি আমাদিগকে প্রচুর অন্ন দান করুন।

যস্তা দেবী সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতেইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে ॥৫

হে দেবি সরস্বতি, যে স্তোতা ধননিমিত্তভূত সংগ্রামে ইন্দ্রবৎ আপনাকে স্তুতি করেন, আপনি তাঁহাকে সর্বদা রক্ষা করুন।

ত্বং দেবি সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি। রদা পূষেব নঃ সনিম্ ॥৬

হে বলবতি সরস্বতি, আমাদিগকে সকল সংগ্রামে রক্ষা করুন এবং পোষক দেবতাবৎ আমাদিগকে সংভজনীয় ধনরত্ন প্রদান করুন।

উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ। বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্ ॥৭

সেই প্রসিদ্ধা সরস্বতী শত্রুবৃন্দের ভয়কারিণী ও হিরণ্যময় রথে আরূঢ়া ও বৃত্রহন্ত্রী। তিনি আমাদের শোভনা স্তুতি কামনা করুন।

যস্যা অনন্তো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ। অমশ্চরতি রোরুবৎ ॥৮

যে সরস্বতীর বল অনন্ত (অপরিমিত), অহিংসিত, অতিদীপ্ত, চরণশীল ও উদকপ্রদ ও ঘোর শব্দ কারিণী,

সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসরন্যা ঋতাবরী। অতন্নহেব সূর্য্যঃ ॥ ৯

সেই সরস্বতী আমাদিগকে সর্ব দ্বেষ্টা (শত্রু) ও সর্ব জলপূর্ণা নদী অতিক্রান্ত করুন, যেমন সূর্য্য সতত গমনে দিবাসমূহ অতিক্রম করেন।

উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা। সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০

সেই সরস্বতী আমাদের প্রিয়গণের মধ্যেও প্রিয়তমা ও পুরাতন ঋষিকুল কর্তৃক সেবিতা। দেবীরূপা সরস্বতীর সপ্ত স্বসা (ভগিনী) গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দ এবং নদীরূপা সরস্বতীর সপ্ত স্বসা গঙ্গাদি সপ্ত নদী। সেই দেবী আমাদের স্তোতব্যা হউন।

আপ প্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অন্তরিক্ষম্। সরস্বতী নিদস্পাতু ॥ ১১

দেবী সরস্বতী বিস্তীর্ণ পৃথিবী হইতে অনন্ত অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত স্বতেজে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে দ্বেষ্টৃ বৃন্দ হইতে রক্ষা করুন।

ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্দ্ধয়ন্তী। বাজে বাজে হব্যা ভূৎ ॥ ১২

দেবী সরস্বতী ত্রিলোকব্যাপিনী, গায়ত্রী আদি ছন্দ বা গঙ্গাদী নদী যাঁহার সপ্ত

অবয়ব এবং ব্রাহ্মণাদি চারি ও পঞ্চম নিষাদ বর্ণের বর্ধনকারিণী। তিনি সর্ব সংগ্রামে আমাদের আহ্বাতব্য (প্রার্থনীয়া) হন।

প্রযা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা।

যে সরস্বতী দেবীরূপে মহিমায় ও দ্যোতনে দেবতাগণের শীর্ষস্থানীয়া, নদীরূপে বেগবতী নদীসমূহের মধ্যে বেগবত্তমা ও রথবৎ বিভুত্বার্থ প্রজাপতি কর্তৃক নির্মিতা তিনি স্তোত্র দ্বারা আমাদের প্রতি প্রসন্না হন।

সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মান আধক্।

হে সরস্বতী দেবি, আমাদিগকে প্রভূত ধন দান করুন। আমাদিগকে অপ্রবৃদ্ধ করিবেন না। অধিক উদক প্রদানে আমাদের বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না। আমাদের স্তোত্রপাঠ ও অবগাহনাদি গ্রহন করুন। আপনার প্রাসাদে আমরা রমণীয় ক্ষেত্র লাভ করিব।

চার

উপাখ্যান

ঋগ্বেদে অনেক উপাখ্যান বণিত আছে। তন্মধ্যে বৃত্রের সংহার, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ, পুরুরবা-উর্ব্বশী সংবাদ, দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থন, বিষ্ণুর বামনাবতারে বলি-শাসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ম্যাকডোনেল সাহেব প্রণীত Vedic Mythology এবং শ্রী এইচ. এল হারিয়াপ্পা কৃত Rigvedic Legends through the Ages নামক ইংরাজি গ্রন্থদ্বয়ে এই সকল উপাখ্যানের বিশদ বর্ণনা প্রদত্ত।

অথর্বনের পুত্র দধ্যাচ ঋষির মস্তক সম্বন্ধে একটি অলৌকিক উপাখ্যান ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও উহা বিবৃত করিয়াছেন। ইন্দ্র দধ্যাচ ঋষিকে প্রবর্গ্য বিদ্যা ও মধুবিদ্যা শিক্ষাদানান্তে ভয় দেখাইলেন, যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও শিক্ষা দাও, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব। দেববৈদ্য

অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধ্যাচ মুনিকে এই নিষিদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাঁহারা ইন্দ্রোক্তি সভয়ে স্মরণপূর্বক দধ্যাচের মস্তক কাটিয়া রাখিলেন ও তৎস্কন্ধে একটি অশ্ব-শির লাগাইয়া দিলেন। ঋষি দধ্যাচ অশ্বমুখেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উক্ত দুই গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা দেন। ইন্দ্রদেব ইহা জানিতে পারিয়া দধ্যাচের অশ্বশির কাটিয়া ফেলেন। সেই ক্ষণেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋষির পূর্বশির যথাস্থানে লাগাইয়া তাঁহাকে আদি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ চব্যনপ্রাশ সুপ্রসিদ্ধ। এই ঔষধ ঋষি চ্যবনের নামানুসারে প্রচলিত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে আর্য্য ঋষি চ্যবনের কথা আছে। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চ্যবনের লোলচর্ম পরিবর্তনান্তে তাঁহাকে নবযৌবন ও নবস্বাস্থ্য প্রদান করেন। তখন কুমারীগণও তৎপ্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। ঋষি কক্ষিবান্‌ও এইরূপে পুনরায় যৌবন প্রাপ্ত হন। বন্ধ্যা নারীর পুত্রলাভ ও বন্ধ্যা গাভীর দুগ্ধ দানাদি অলৌকিক ঘটনাও ঋকমন্ত্রবলে সম্পন্ন হইত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক কাণ্ব ও ঋজরাশ্ব ঋষিদ্বয়ের অন্ধত্ব দূরীভূত হয়।

ঋগ্বেদোক্ত রাজাদের মধ্যে সুদাস প্রসিদ্ধ। ভরত-বংশীয় দশ জাতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে বিবৃত। উক্ত যুদ্ধে রাজা সুদাস জয়ী হন। রাজা সুদাদের সুশিক্ষিত ও শক্তিশালী সৈন্যদল ভারত নামে অভিহিত। ভরতের নাম অনুসারে এই আর্য্য দেশের নাম ভারত হইয়াছে। খরস্রোতা পুরুষ্ণি নদীর তীরে দশ রাজার সহিত সুদাদের যুদ্ধ হয়। আত্মরক্ষার্থ সুদাস নদীর অন্য তীরে যাইতে সংকল্প করেন; কিন্তু পুরুষ্ণি নদীর জল গভীর থাকায় পুরোহিত বশিষ্ঠ ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিলেন নদীর জল অগভীর করিয়া দিতে, যাহাতে রাজা সুদাস সৈন্যদল লইয়া অনায়াসে অন্যতীরে যাইতে পারেন। ইন্দ্র বশিষ্ঠের প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ করিলেন। পুরুষ্ণি নদীর জল কমিয়া যাওয়া মাত্রই সুদাস সৈন্যদল সহ নদী পার হইতে গেলেন। ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের সৈন্যদল নদীগর্ভে প্রবেশ করিল। রাজা সুদাস ও তাঁহার সৈন্যদল নদীর অন্য পারে যাওয়া মাত্রই প্রবল বন্যা আসিয়া শত্রুপক্ষের সৈন্যদলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। শত্রুপক্ষের যে সকল সৈন্য ইতিমধ্যে অন্য পারে গিয়াছিল তাহারা সুদাসের সৈন্যদল কর্তৃক নিহত হইল এবং রাজা সুদাস যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

তৃতীয় মণ্ডলে তেত্রিশ সূক্তে আছে, গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র দুস্পার বিপাশা ও শতদ্রু নদীদ্বয় নিরাপদে ভরতগণকে মন্ত্রবলে পার করেন। ভরতগণ শত্রুগণের ধনসম্পদ লুণ্ঠনপূর্বক গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথে উল্লিখিত নদীদ্বয় অতিক্রম করা অসম্ভব হইল। ঋষি বিশ্বামিত্র নদীদ্বয়কে পুষ্পিত ভাষায় প্রার্থনা করিলেন। উক্ত প্রার্থনার শেষ অংশ অর্থপূর্ণ। কৌশিক গৃহ্যসূত্র (৭০, ১৫) এবং সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র (১—১৫, ০২) অনুসারে পুরুষ পরম্পরাক্রমে ইহা মন্ত্ররূপে উল্লিখিত। পূর্বোক্ত প্রার্থনার প্রারম্ভে আছে, নদীদ্বয় খরস্রোত বন্ধ করেন নাই; কারণ দেবগণের নির্দেশে তাঁহারা প্রবাহিত হইতেছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা ঋষিকে বলিলেন, "আপনি শীঘ্র বলুন, আমাদিগকে কি করিতে হইবে। ইহাতে ঋষি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, "কিয়ৎকাল আপনাদের খরস্রোত বন্ধ করিয়া মদ্দত্ত সোমপান ও স্তোত্র শ্রবণ করুন।" অনন্তর নদীদ্বয় তাঁহাকে বলিলেন, আমরা ইন্দ্র ও সবিতা দেবদ্বয়ের নির্দেশে বহিতেছি এবং নিরন্তর প্রবাহই আমাদের জীবন ধর্ম। তখন ঋষি চাতুরী সহকারে নির্দেশ করিলেন, "অহি ও অন্যান্য অসুর বধ করিয়া আপনাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছি। আপনারা এখন ইচ্ছা করিলে বহিতে বা বন্ধ থাকিতে পারেন।" ইহাতে নদীদ্বয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, যদি আমরা কেবল একটি মানুষের অনুরোধে স্রোত বন্ধ করি, মনুষ্যগণ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে। সুতরাং আপনি আমাদের মুক্তগতির জন্য পুনঃপুনঃ স্তুতিপাঠ করুন, যাহাতে ইহা ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কর্তৃক মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হয়। তখন ঋষি নদীদ্বয়কে অনুনয় করিলেন, "আমি অতি দূর দেশ হইতে আসিয়াছি। আমি ও আমার অনুচরবৃন্দ আপনাদের কৃপালাভে আশান্বিত।" ঋষিবরের সনির্বন্ধ অনুরোধে নদীদ্বয় সদয় হইয়া তাঁহাদের খরস্রোত বন্ধ করিলেন এবং অনুচরবৃন্দ সহ বিশ্বামিত্রকে নিরাপদে নদী পার হইতে দিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে সর্বশেষে প্রার্থনা করিলেন, "ভরতগণ সহ আমি যতক্ষণ অন্য পারে না যাই, ততক্ষণ আপনারা স্রোত বন্ধ রাখিয়া পুনরায় প্রবাহিত হউন।" এই চিত্তাকর্ষক কথোপকথন হইতে অনুমিত হয়, ঋষি বশিষ্ঠ মানুষ ও নদীদ্বয় দেবতা ছিলেন।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের তেত্রিশ অধ্যায়ে শুনঃশেপের উপাখ্যান বিবৃত। রাজা হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি বরুণ দেবতাকে পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা

করেন। অনন্তর তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যদি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তিনি প্রথম সন্তানকে বরুণের চরণে সমর্পণ করিবেন। বরুণের প্রসাদে তাঁহার যে পুত্র জন্মিল, তিনি তাহাকে রোহিত নাম দিলেন; কিন্তু রাজা প্রতিজ্ঞা পূরণে তৎপর হইলেন না এবং বরুণও হরিশ্চন্দ্রকে তৎপ্রতিজ্ঞা বারবার স্মরণ করাইয়া দিলেন। এইরূপে কোন না কোন অছিলায় রাজা স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণে বিলম্ব করিলেন। অবশেষে রোহিত এই ব্যাপার অবগত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইলেন। এই জন্য বরুণ দেবতা রাজাকে দুরারোগ্য শোথরোগে আক্রান্ত করিলেন। রোহিত অভাবগ্রস্ত পিতা অজিগর্তের নিকট হইতে এক শত গাভীর মূল্যে শুনঃশেপকে ক্রয় করিলেন এবং বলিদানার্থ স্বগৃহে আনিলেন। হতভাগ্য বালকের হস্তপদ বাঁধিয়া যূপকাষ্ঠে আনীত হইল। সৌভাগ্য-ক্রমে বিশ্বামিত্র কর্তৃক উক্ত বালক বরুণের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদিষ্ট হইল। ইহাতে শুনঃশেপ কয়েকটি স্তোত্রপাঠ করিল। ইহার স্তোত্র শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া বরুণ দেবতা তাহাকে মুক্তি দিলেন। এই উপাখ্যান রামায়ণের বালকাণ্ডে এবং মহা-ভারতের অনুশাসন পর্ব্বে পরিবর্তিত আকারে দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকারগণ ব্রাহ্মণোক্ত বিবরণ অবলম্বনে ঋগ্বেদীয় শুনঃশেপ সূক্ত ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে পণ্ডিত টি. ভি. কপালী শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ঋগ্বেদ সংহিতা অন্তত: কয়েক শতাব্দী প্রাচীনতর। সুতরাং পরবর্ত্তী পুস্তকসহায়ে পূর্ববর্ত্তী পুস্তক ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ষষ্ঠ অনুবাকে অজিগর্তপুত্র ঋষি শুনঃশেপের সাত সূক্ত পাওয়া যায়। উক্ত সাত সূক্তের দেবতা প্রজাপতি, অগ্নি, সবিতা ও বরুণ। শুনঃশেপ শব্দের অর্থ ভাষ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শুনঃ সুখশব্দবাচী ও শেপ রশ্মি। অতএব শুনঃশেপ শব্দের অর্থ সুখ রশ্মি। ঋগ্বেদীয় ঋষিবৃন্দের নামাবলী অর্থপূর্ণ। যুগর্ষি অরবিন্দ বলেন, কাণ্ব, কুৎস, অত্রি, কক্ষিবান, গৌতম ও শুনঃশেপ প্রভৃতি কতিপয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আদর্শ। এই সকল আদর্শ মানব জাতির অধ্যাত্ম জীবনে পুনঃ পুনঃ প্রকটিত হইবে।

ঋষি শুনঃশেপ হস্তপদে বদ্ধ হইয়া পাশ-মুক্তি ও পুনরায় অদিতির সান্নিধ্য কামনা করেন। সায়ণ মতে অদিতি শব্দের অর্থ পৃথ্বী। মোক্ষমূলার বলেন, বস্তুতঃ প্রাচীন দেবতা অদিতি অনন্ত অসীম সূচক আদি নাম। এই অসীম সুদীর্ঘ বিচারের ফলপ্রসূত নহে; কিন্তু দৃশ্যমান অনন্ত জগৎ, যাহা পৃথিবী, মেঘরাশি ও আকাশের ঊর্ধে অবস্থিত।

অতএব অদিতি দেবজননী, বিশ্বমাতা বা মহাশক্তি। ইহার দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়। শুনঃ শব্দ স্পষ্টভাবে ইংগিত করে যে, ঋষি স্বয়ং উল্লিখিত মহাশক্তির অংশভূত পাশ শব্দের গূঢ় অর্থ জন্ম-মরণাদি সংসৃতিবন্ধন। প্রথম সূক্তের নবম ঋকে নির্ঋতি শব্দ উল্লিখিত। নিঋতি শব্দের অর্থ পাপ বা দুষ্কৃতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের তেত্রিশ অধ্যায়ে আছে, অথ হ শুনঃশেপ ইক্ষাং চক্রে অমানুষমিব মা বিশসিষ্যন্তি হন্তা হং দেবতা উপধাবামি।" ইহার অর্থ, অনন্তর শুনঃশেপ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন হায়! তাঁহারা আমাকে ছাগবৎ বধ করিতে চায়; যেন আমি অমানুষ! আমি দেবতা সমীপে ধাবিত হইব।" ইহার ভাষ্যে সায়ণ নরবলি বা পুরুষমেধ অস্বীকার করিয়া বলেন "অন্যত্র পরিঅগ্নিকরণান্তে লোকে পুরুষকে ও আরণ্যকগণকে ছাড়িয়া দেয়; কারণ স্মৃতি ও শ্রুতিতে অহিংসা উপদিষ্ট। আর ইহারা আমাকে ছাগবৎ বধ করিতে চায়, যেন আমি মানুষ নই!" জ্বলন্ত দর্ভ-দীপ (কুশময়-সলিতা) সহ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে তিনবার পরিক্রমা করাকে পরিঅগ্নিকরণ বলে। ইহা বৈদিক প্রক্রিয়া। সুতরাং ভাষ্যকার সায়ণাচর্য্য মন্তব্য করেন, বৈদিক যুগে নরবলি বা পুরুষমেধ প্রচলিত ছিল না, কিন্তু পশুমেধ প্রচলিত ছিল।

যদিও ঋগ্বেদে পুরুষমেধ অনুক্ত, তথাপি যজুর্বেদে ইহা উল্লিখিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণে (৩-৪) পুরুষমেধের মন্ত্রাবলী প্রদত্ত। শুক্ল যজুর্বেদের ত্রিশ ও একত্রিশ অধ্যায়-দ্বয়ে পুরুষমেধের মন্ত্রাবলী পাওয়া যায়। পুরুষমেধের প্রধান মন্ত্র ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত হইতে গৃহীত। কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় 'অতিস্থাকাম' বা সর্বপ্রাণী অপেক্ষা উচ্চতর স্থান কামনা করিলে পশু, নরও অজড় বস্তু প্রভৃতি এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমানরূপী পঞ্চ বায়ু চন্দ্রমাদিকে বলিদান করিতে হয়। এই জন্য ৪৮ বলিবস্তুর নাম উল্লিখিত আছে। বলিবস্তু মন্ত্রপূত করিয়া উৎসর্গ করা হইত। মন্ত্রপূত জল ঐ সকল বস্তুর উপর ছিটাইয়া পরিঅগ্নিকরণার্থে বিশিষ্ট দেবতাকে উৎসর্গ করা হইত। ব্রহ্মকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রকে ক্ষত্রিয় ইত্যাদিও উৎসৃষ্ট হইত। অনন্তর যূপবদ্ধ ব্রাহ্মণাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইত। ভাষ্যকার মহীধর ও উব্বট বলেন, ঋগ্বেদোক্ত বিরাট পুরুষের জগৎসৃষ্টিই বিশ্বযজ্ঞরূপে পরিকল্পিত। সুতরাং বৈদিক পুরুষমেধ অশ্বমেধবৎ নরযজ্ঞ নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রারম্ভে অশ্বমেধ বিরাট যজ্ঞরূপে কল্পিত।

তৃতীয় মণ্ডলে ঋষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ বির্ণত। এই উপাখ্যান রামায়ণ ও

মহাভারতের আদি কাণ্ডে পুনরুক্ত। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের আশ্রম হইতে কামধেনু বলপূর্বক লইয়া যাইতে চেষ্টিত হন। বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব অর্জনপূর্বক বশিষ্ঠের মিত্র হন। বশিষ্ঠ দশরথের কুলগুরু ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বেও শল্যপর্বে দেখা যায়, বিশ্বামিত্রকৃত অপরাধে পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া বশিষ্ঠ নৈরাশ্যে নিমগ্ন হন। ষষ্ঠ মণ্ডলে আছে, বৈদিক নদী হরিয়ূপিয়ার তীরে বৃচি বৎস বা বরিসিক নামক এক জাতি বাস করিত। তাহারা রাজা অধ্যবর্তী ও রাজা প্রস্তোক কর্তৃক পরাজিত হয়। 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থ অনুসারে অধ্যবর্তী চয়মনের পুত্র এবং প্রস্তোক শৃঞ্জয়ের পুত্র। উভয়ে বরিসিক জাতি কর্তৃক বিজিত হইয়া ইন্দ্রদেবের সহায়তালাভার্থ ঋষি ভরদ্বাজের শরণাগত হন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ঋষিবর ইন্দ্রদেবকে যে সূক্ত দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহার কৃপা লাভে সমর্থ হন, তাহা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ইন্দ্র সহায়ে দুই রাজা বরিসিকগণকে পরাস্ত করেন।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলে আছে, ইন্দ্র কুমারী সন্তানের অন্ধত্ব ও খঞ্জত্ব দূরীভূত করেন। চক্ষুহীন কুমারী-সন্তান গুপ্ত স্থানে মৃন্ময় পাত্রে রক্ষিত ও পিপীলিকা কর্তৃক দংশিত হইতেছিল। ইন্দ্র উক্ত মৃৎপাত্র ভগ্ন করিয়া ক্রোণ বালককে সম্পূর্ণ ও সুস্থ করেন। ভগ্ন অঙ্গ পুনর্লাভান্তে উক্ত বালক দাঁড়াইতে ও দেখিতে সমর্থ হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এই উপাখ্যানের পৃথক্ বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে দ্বিতীয় মণ্ডলোক্ত ব্যক্তি ঋষি পরাবৃজ। একদা উক্ত ঋষি কতিপয় কুমারীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় তাহারা তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে উচ্চ হাস্য করে। ইহাতে তিনি মর্মাহিত হন এবং ইন্দ্রদেবকে প্রার্থনা করেন ইন্দ্রদেব তাঁহার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অন্ধত্ব ও খঞ্জত্ব আরোগ্য করেন।

অষ্টম মণ্ডলে আছে অপালার উপাখ্যান। সায়ণ ভাষ্য ও 'বৃহদ্দেবতা' অনুসারে অপালা পরিণীতা ছিলেন, কিন্তু চর্ম্মরোগে আক্রান্তা হওয়ায় তাঁহার পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। অপালা পিতৃগৃহে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতার মস্তক কেশহীন এবং পিতার ভূমি অনুর্বর ছিল। একদা অপালা গন্তব্য পথে একখণ্ড সোমলতা দেখিতে পান। তিনি উহা চিবাইয়া স্বমুখে যে সোমরস প্রাপ্ত হন, তাহাই তন্মুহূর্তে ইন্দ্রকে নিবেদন করেন। ইহাতে ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চর্মরোগ এবং তৎপিতার কেশহীনতা এবং তৎপিতৃভূমির অনুর্বরতা নিবারণ করেন। ঋগ্বেদের অন্য স্থানে এই

আখ্যায়িকা ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপালা নদীপথে সোমলতা পাইয়া স্বীয় গৃহে আনেন এবং ইন্দ্রকে সোমরস দিতে ইচ্ছা করেন। তিনি জানিতেন যে, অনিয়মিত যজ্ঞানুষ্ঠানেও ইন্দ্রদেব সোমরস পান করেন। যখন তিনি স্বগৃহে সোমরস প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্রদেব এক অজ্ঞাত তরুণরূপে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। অপালা উক্ত তরুণকে ইন্দ্ররূপে চিনিতে না পারায় সোমরস নিষ্কাশনে নিযুক্ত রহিলেন। অনেকক্ষণ বিবেচনার পর তিনি ইন্দ্রকে চিনিতে পারেন এবং সোমরস সমর্পণান্তে তিন বর প্রার্থনা করেন। অপালার পূর্বোক্ত তিন বর ইন্দ্রদেব পূর্ণ করেন। ইহার ফলে অপালা রোগমুক্ত ও সূর্য্যবৎ সমুজ্জলা হন।

পূর্বোক্ত পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রী ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের যে নব ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহার নাম 'সিদ্ধাঞ্জন'। উক্ত ভাষ্যে তিনি ঋগ্বেদ-রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎকৃত ঋক্‌মন্ত্রের ইংরাজী অনুবাদও অভিনব। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণসমূহ সংহিতার অন্ততঃ কয়েক শতক পরে রচিত। ঋক্‌মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যাই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য। অধুনা প্রাপ্য সংহিতা বহু শতক ব্যাপী প্রচলিত ঋক্‌মন্ত্রের সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যে যুগে বেদ-বিভাগ হয় তাহার বহু পূর্বে ঋক্‌মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। বিলুপ্ত বিশাল বৈদিক সাহিত্যের কণামাত্র ঋগ্বেদ সংহিতায় রক্ষিত। পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণোক্ত উপাখ্যান বা আখ্যায়িকার বীজ ঋক্‌মন্ত্রে নিহিত। বৈদিক ব্রাহ্মণ অবলম্বনে পরবর্তীকালে পৌরাণিক আখ্যায়িকা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং পরবর্তী উপাখ্যানের আলোকে পূর্ববর্তী সংহিতা ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত অযৌক্তিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলোক্ত মন্ত্র 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত ঋকের অর্থ, বিষ্ণু এই জগৎ অতিক্রম বা পরিক্রমা করিলেন। এই মন্ত্রকে পুরাণোক্ত বামন অবতারের উপাখ্যান দ্বারা ব্যাখ্যা করা অতিশয় অসঙ্গত।"

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বহুবিধ বেদ ব্যাখ্যা ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 'ওরিয়ন' নামক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিক আর্য্যগণের বাসভূমি উত্তর মেরু ছিল এবং খ্রীষ্ট-পূর্ব ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে বেদ রচিত। শ্রীপরমশিব আয়ার ঋগ্বেদীয় গবেষণা করিয়া যে ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার নাম The Rik। তিনি ঋক্‌মন্ত্রের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলেন, 'বস্তুতঃ

ঋগ্বেদে বৃত্র-অহি হিমবাহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে এবং ইন্দ্র বিশাল আগ্নেয় গিরি। যে যুগে বেদ রচিত হয় সে যুগে হিমবাহ মানব জীবন ও সম্পদের প্রধান শত্রু ছিল।" তৎকৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন, "পার্থিব প্রাণী-জগৎ উহার প্রাণপ্রদ পরমেশ্বর সূর্য্যদেব হইতে লুকায়িত এবং সর্পগণ কর্তৃক সমাবৃত ছিল। পৃথিবীর প্রার্থনায় পৃথ্বী-পিতা বিশ্বকর্মা বিরাট আগ্নেয় গিরিসমূহ সৃজনপূর্বক মানবশত্রু হিমবাহের সহিত যুদ্ধ করিলেন, পৃথিবীকে তুলিয়া ধরিলেন, সপ্ত নদীর রুদ্ধ স্রোত বিমুক্ত করিলেন এবং পৃথিবীকে উর্বর করিয়া উহার দূরস্থ পতির সহিত মিলিত করিলেন।" তাঁহার মতে ঋগ্বেদীয় বৃত্র-অহি উপাখ্যান এবং জেন্দ আবেস্তার অজি উপাখ্যান সমানার্থক। গ্রীসদেশীয় সর্প অজি ইহুদীদের স্বর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। আল্পস্ পর্বতের আরোহী-বৃন্দকে ড্রাগন সর্প দংশন করিত। সুতরাং অহি, অজি ও ড্রাগন একার্থ বোধক। শ্রী ভি, জি, রিলে প্রাণী-বিজ্ঞানের আলোকে বেদ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এই সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন তৎসমুদায় তৎপ্রণীত The Vedic Gods as Figures of Biology নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। বেদতত্ত্ব সম্বন্ধে যুগর্শী অরবিন্দ যাহা বলেন তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আর আমরা বেদকে অজ্ঞানমূলক শ্রদ্ধাভক্তির আবরণে আবৃত রাখিয়া আত্মপ্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দিব না। যদি আমরা উহাকে আখ্যানমূলক ও যজ্ঞবিধি-পূর্ণ গ্রন্থরূপে ধরিয়া লই, তাহা হইলে উহাকে চিরতরে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। আর যদি আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুগ হইয়া বিশ্বাস করি, বেদ অর্ধসভ্য আদিম অধিবাসীবৃন্দের অতীত কাহিনী মাত্র, তাহা হইলে উহাকে যাদুঘরে প্রত্নবস্তুবৎ ফেলিয়া রাখাই কর্তব্য। বস্তুতঃ বেদ দিব্য জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার এবং বেদবাণী শ্রবণ ও স্বাধ্যায় আমাদেব জীবন সাধনায় অত্যাবশ্যক।"

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে আছে, ঋষি ঋজ্রাশ্ব অন্ধ হইয়া পড়েন। কোন ব্যাঘ্রীর নিমিত্ত এক শত এক ছাগবধই তাঁহার অন্ধত্বের কারণ। এই হেতু তাঁহার নিষ্ঠুর পিতা তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলেন। সেই ব্যাঘ্রী জানিত যে, তাহার হিতকারীর উদারতাই তাঁহার দুর্দশার হেতু। সেইজন্য ব্যাঘ্রী অশ্বিদ্বয়কে প্রার্থনা জানাইল, ঋজ্রাশ্ব তরুণ প্রেমিকবৎ তন্নিমিত্ত একশত এক ছাগবধ করিয়াছেন। তাহার প্রার্থনায় প্রীত হইয়া অশ্বিদ্বয় অন্ধ ঋষি ঋজ্রাশ্বকে পূর্ণ দৃষ্টি দান করেন। উক্ত মণ্ডলে আছে, পরাবৃজ ঋষির অন্ধত্ব ও খঞ্জত্ব অশ্বিদ্বয় কর্তৃক বিদূরিত হয়। প্রথম মণ্ডলে আছে,

রাজা খেল অলৌকিক লৌহপদ প্রাপ্ত হন। বিশপালা স্বীয় পদ ভগ্ন করিয়া গমনাগমনে অসমর্থ হন। রাজা খেলের সহিত কোন প্রতিযোগিতায় ধনসম্পদ লাভে অক্ষম হইয়া অশ্বিদ্বয়কে সাহায্যার্থ প্রার্থনা করেন। অনন্তর অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে একটি অসাধারণ লৌহপদ প্রদান করেন। ইহার ফলে ঋষিকা বিশপালা দীর্ঘ দৌড়ের প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। সায়ণ বলেন, বিশপালা খেলরাজার আত্মীয়া ছিলেন। কোন যুদ্ধে বিশপালার পদ ভগ্ন হয়। সেই জন্য রাজগুরু অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়কে ঋষিকার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করেন।

প্রথম মণ্ডলে পাওয়া যায়, অশ্বিদ্বয় তুগ্রপুত্র ভুজ্যুর প্রাণরক্ষা করেন। ভুজ্যু স্বীয় পিতা কর্তৃক গভীর সমুদ্রে নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষিপ্ত হন। যেমন মুমূর্ষু মানব তাঁহার ধনরত্ন বর্জন করে, সেইরূপ নির্মম তুগ্র স্বীয় পুত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। ভুজ্যু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অশ্বিদ্বয়ের শরণাপন্ন হন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় অশ্বিদ্বয় দ্রুতবেগে সজ্জিত স্যন্দনে চড়িয়া সমুদ্রবক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহারা ক্ষিপ্রবেগে ভুজ্যুকে তদীয় রথে লইয়া অন্যত্র গমন করেন। অশ্বিদ্বয় কর্তৃক নির্মিত শতপক্ষযুক্ত জলযান ভুজ্যুকে লইয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হয়। অন্যত্র আছে, কোন কৃপণ অশ্বিদ্বয়ের অনুরক্ত ছিলেন এবং ভুজ্যুর প্রাণরক্ষা করেন। সম্ভবতঃ উক্ত কৃপণ ভুজ্যুর অন্যতম বিশ্বাসঘাতক বান্ধব ছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে ত্যাগ করিলেও মৃত্যুকালে আসিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন।

দশম মণ্ডলে আছে, ঋষি অত্রি কোন কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন। অশ্বিদ্বয় অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। দস্যুগণের ষড়যন্ত্রে অত্রি সঙ্গিগণ সহ উক্ত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত এবং দগ্ধীভূত হন। অশ্বিদ্বয় প্রথমে তুষারপাতে আগ্নেয় উত্তাপ শীতল করেন। ইহার ফলে অগ্নিকুণ্ড আরামদায়ক সুখস্থানে পরিণত হয়। অনন্তর অশ্বিদ্বয় অত্রি ও তাঁহার সঙ্গিগণকে পুষ্টিকর আহার্য্য প্রদান করেন এবং আগ্নেয় গহ্বর হইতে নিরাপদ স্থানে লইয়া যান। অন্যত্র আছে, অত্রি ঋষি দেববৈদ্যদ্বয়ের কৃপায় অশ্ববৎ গতিশীল হন। দশম মণ্ডলের এক স্থানে পাওয়া যায়, অগ্নিও অত্রিকে স্বীয় তাপ হইতে মুক্ত করেন। পঞ্চম ও অষ্টম মণ্ডলে উল্লিখিত সপ্তবধ্রিই সম্ভবতঃ এই অত্রি ঋষি। অন্য মতে সপ্তবধ্রি ভিন্ন ব্যক্তি; কারণ তিনি স্থূল বৃক্ষের গভীর প্রকোষ্ঠে নিপতিত হন এবং অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় বাহিরে আসেন। ঘোষা ও শ্যাবা

অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন। ঘোষা কক্ষিবানের বৃদ্ধা কন্যা এবং পিতৃগৃহেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের নিকট রোগমুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা করেন। অশ্বিদ্বয় অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন এবং তাঁহাকে .রাগমুক্ত করিয়া পতিলাভ করাইয়া দেন। কুষ্ঠ রোগী হওয়ায় তিনি পিতৃগৃহে অবিবাহিতা ছিলেন। ঋষি শ্যাবা কুষ্ঠরোগী ছিলেন এবং অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে রুশতীকে বিবাহ করেন।

প্রথম মণ্ডলে আছে, রিভুগণ চর্ম হইতে একটি গাভী সৃষ্টি করিয়া বৎসযুক্ত করেন। উক্ত গাভী কামধেনু ও সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল। রিভুগণ উক্ত মৃত গাভীর অস্থি-পিঞ্জর এক বৎসর যাবৎ রক্ষা করেন এবং উহাতে রক্ত, মাংস ও সৌন্দর্যে শোভিত করেন। উক্ত গাভী বৃহস্পতির নিমিত্ত রিভুগণ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। চতুর্থ মণ্ডলে আছে, ত্বষ্টৃ কর্তৃক দেবগণের নিমিত্ত নবনির্মিত একমাত্র পানপাত্র চারি পাত্রে পরিণত হয়। মহাকুল কাষ্ঠ হইতে উক্ত পাত্র নির্মিত হয়। দেবগণ তাঁহাদের দূত অগ্নিকে রিভুগণের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে রিভুগণকে একটি পাত্র চারি পাত্র রূপান্তরিত করিবার শক্তি দান করেন। ইহাতে রিভুগণ বলেন, একটি রথ ও গাভী নির্মাণান্তে আমরা উল্লিখিত অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিব। অনন্তর রিভুগণ প্রথম পাত্রের বিস্তৃত মুখ পরীক্ষা করিলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ রিভু বলিলেন. অনতিবিলম্বে ইহা হইতে আমরা দুই পাত্র সৃষ্ট করিব, মধ্যম রিভু বলিলেন, আমরা এই পাত্র তিন পাত্রে পরিণত করিব; কনিষ্ঠ রিভু বলিলেন, ইহা হইতে আমরা চারি পাত্র নির্মাণ করিব। এই প্রস্তাব ত্বষ্টৃদেব সমর্থন করিলেন। যাদুকরের ন্যায় রিভুগণ কর্তৃক এই অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন হইলে ত্বষ্টৃদেব লজ্জায় দেবপত্নীগণের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। নবনির্মিত চারিপাত্র দিবাবৎ উজ্জ্বল হইল। ইহাতে ত্বষ্টৃদেব ঈর্ষান্বিত হইয়া রিভুগণের নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন, রিভুগণ নিহত হউক। এইরূপ অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ঋগ্বেদে বিবৃত আছে।

পঞ্চম মণ্ডলে আছে, অত্রি ঋষি স্বর্ভানুর কবল হইতে সূর্যকে রক্ষা করেন। স্বর্ভানু বলিষ্ঠ দানব ছিলেন এবং সূর্য্যদেবকে দশ দিকে আচ্ছন্ন করেন। ইহাতে সর্বপ্রাণী আশ্চর্যান্বিত হয় এবং আলোক ব্যতীত কিরূপে বাঁচিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। তখন ইন্দ্রদেব স্বর্গ হইতে সেই মায়াবী দানবকে আক্রমণ করেন। ইহা দেখিয়া অত্রি ঋষি মর্তলোক হইতে দেবগণের সাহায্যার্থ স্বর্গলোকে উপনীত হন এবং

আর্য শক্তি বলে তমসাবৃত সূর্যদেবকে টানিয়া বাহির করেন। অনন্তর সূর্য উক্ত দানবের ভয়ে ভীত হইয়া অত্রির নিকট ছুটিয়া যান। তিনি মিত্রদেবকে অত্রি ঋষি বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকে ও রাজা বরুণকে স্বর্ভানুর কালগ্রাস হইতে আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা জানান। ইতিমধ্যে ইন্দ্রদেব স্বর্গ হইতে স্বর্ভানুকে শক্তিহীন করেন এবং অত্রি ইন্দ্র সহায়ে সূর্য্যকে স্বস্থানে স্থাপন করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪, ৭-৯) আছে, সোমা ও সূর্য্যার বিবাহকালে অশ্বিদ্বয় গর্দভ কর্তৃক বাহিত রথে চড়িয়া কোন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেও এই উপাখ্যানের মূল সূত্র উল্লিখিত। ঋগ্বেদোক্ত বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অগ্নি, বৃহস্পতি, ধাত্রী, বিশ্বকর্মা, অর্যমা, উষা, রুদ্র, মরুৎগণ প্রভৃতি দেববৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অনেক অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত আছে। সর্বদেশের আদি শাস্ত্রে উক্তরূপ অগণিত উপাখ্যান লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

পাঁচ

ঋষি ও দেবতা

ঋগ্বেদের প্রথম অধ্যায়ে উনিশ সূক্ত আছে। 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থের মতে 'সম্পূর্ণ মৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে।' ইহার অর্থ, সম্পূর্ণ ঋষিবাক্যকে সূক্ত বলে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ সূক্তে নয়টি করিয়া ঋক্ এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সূক্তে দশটি করিয়া ঋক্ এবং একাদশ সূক্তে আটটি ঋক্ এবং তৃতীয়, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সূক্তে বারটি করিয়া সূক্ত আছে। অতএব প্রথম অধ্যায়ের উনিশ সূক্তে মোট ১৯৪ ঋক্ দেখা যায়। প্রথম দশটি সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা, একাদশ সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ এবং দ্বাদশ হইতে উনিশ পর্যন্ত আটটি সূক্তের ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি। গায়ত্রী ও অনুষ্টুপ ছন্দে প্রথম অধ্যায় রচিত।

নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য বলেন, যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। ইহার অর্থ, যে সূক্ত যাঁহার বাক্য তিনি সেই সূক্তের ঋষি। ঋষি শব্দের অর্থ, কোথাও মন্ত্রদ্রষ্টা, কোথাও বা মন্ত্র-

প্রণেতা। বেদের বহু স্থানে আছে যে, মন্ত্রসমূহ ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে। কণ্বপুত্র মেধাতিথি বলেন, 'অয়ং স্তোমঃ বিপ্রেভিঃ অসযা চকারি।' ইহার অর্থ, বিপ্রগণ কর্তৃক এই স্তোত্র স্বীয় মুখে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম বর্ষে বেদশীর্ষক প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বলেন, ন হি বেদস্য কর্তারো দ্রষ্টারঃ সর্ব এব হি।' ইহার অর্থ, ঋষিগণ বেদের কর্তা স্রষ্টা নহেন, তাঁহারা বেদের দ্রষ্টা বা উপলব্ধা ছিলেন। ঋগ্বেদে (১৷৬২৷১৩) এবং শতপথ ব্রাহ্মণ (৭৷৫৷২৷৫২) অনুসারে তপোবলে ঋষিগণ অন্তঃসমুদ্র বা পরম ব্যোম হইতে অপৌরুষেয় সত্যোপলব্ধিপূর্বক মন্ত্রতক্ষণ বা নিরখনন করেন। অতএব ঋক্ মন্ত্রে মানব ভাষায় অতীন্দ্রিয় বা অপৌরুষেয় বা পরমার্থ প্রজ্ঞা প্রকাশিত। যাস্কমতেও ঋগার্থ আধিযাজ্ঞিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। অন্যত্র যাস্ক (১৷৬৷২) বলেন, 'যাজ্ঞদৈবতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা।' ইহার অর্থ যাজ্ঞিক পুষ্প ও দৈবিক ফল অথবা দৈবিক পুষ্প ও আধ্যাত্মিক ফল। ইহার টীকাকাব বলেন, যজ্ঞজ্ঞান ও দেবতাজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানই উক্ত তিনের অর্থ। শ্রীটি. ভি. কপালী শাস্ত্রীকৃত Lights on the Veda এবং শ্রী এম. পি. পণ্ডিত প্রণীত mystic Apporach to the Veda গ্রন্থদ্বয়ে এই বিষয়ের উৎকৃষ্টতম আলোচনা পাওয়া যায়। অগ্নি, বায়ু ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, সরস্বতী, মরুৎগণ, বৃহস্পতি উষা, ভগ আদিত্য, ঋভু, ত্বষ্টা, বরুণ, ব্রহ্মণস্পতি, সদসস্পতি প্রভৃতি অনেক দেবতা প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত। বেদানুক্রমণিকায় সায়ণাচার্য্য বলেন "বাজসনেয়িশ্চামনন্তি তদ্ যদিদমাহুঃ অমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমু এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উহ্যেব সর্বে দেবা ইতি। তস্মাৎ সর্বৈরপি পরমেশ্বর এব হুয়তে।" ইহার অর্থ, "বাজসনেয় শাখাধ্যায়িগণ বলেন, ইহার পূজা কর, ইহার যজ্ঞ কর। এই সকল যজন বা পূজন দ্বারা যে দেবগণ আরাধিত হন, তাঁহারা সকলেই পরমেশ্বরের সৃষ্টি। সর্বযজ্ঞে সর্বহুত পরমেশ্বরই আহুত হন।" অতএব দেবগণের মূলগত ঐক্য ভাষ্যকার কর্তৃক স্বীকৃত। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বহু নামে বহু রূপে ঋগ্বেদে আরাধিত।

দ্বিতীয় সূক্তে সর্বপ্রথম সোমের উল্লেখ পাওয়া যায়। সোম শব্দের অর্থ কোথাও লতা, কোথাও চন্দ্র দেখা যায়। সোমরস মিষ্টতম ও দেবপ্রিয়। চরক সংহিতায় আছে, "সোম নাম ওষধিরাজঃ পঞ্চদশ পর্ণঃ। স সোমৈব হীয়তে বর্ধতে চ।" ইহার অর্থ, সোমলতা ওষধিরাজ ও পঞ্চদশ পত্রযুক্ত। ইহা চন্দ্রকলার ন্যায় শুক্লপক্ষে বর্ধিত ও কৃষ্ণপক্ষে

হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; সোমলতার পনেরটি পাতা শুক্লপক্ষের পনের দিনে জাত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের পনের দিনে প্রতিদিন এক একটি পাতা খসিয়া পড়ে।

সুশ্রুত সংহিতায় (চিকিৎসা স্থান, ২৯ অধ্যায়) চব্বিশ প্রকার সোমলতা এবং উহাদের জন্মস্থান ও গুণাবলী উল্লিখিত। ঋগ্বেদে (৮।৪৮।৩) আছে, 'অপাম সোমমমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।' ইহার অর্থ ঋষিগণ বলিতেছেন, আমরা সোমপান করিয়াছি, আমরা অমৃতত্বলাভ করিয়াছি, আমরা জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমরা দেবগণকে আবিষ্কার করিয়াছি।" সোমরস অধুনা প্রচলিত মাদক পানীয় সুরা নহে। ঋগ্বেদের ৭।৮৬।৬ এবং ৮।২।১২ মন্ত্রদ্বয়ে আছে, সুরাপানে অবিবেকতা জন্মে ও কুৎসিত মত্ততা সুরাপায়ীকে উন্মত্ত করে। শ্যেন পক্ষী স্বর্গ হইতে সোম পৃথ্বীধামে আনিয়াছে। সোমলতা পাথরে ছেঁচিয়া ও দশ আঙুলে চটকাইয়া সাধারণতঃ নারীগণই রস বাহির করিতেন। নিষ্কাশিত সোমরস ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া গো-চর্মের পাত্রে সঞ্চিত হইত। সোমরস ঋষিগণ ও দেবগণের অমৃতোপম উত্তেজক সুমিষ্ট পানীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তের সূক্ত ও ১৮৯ ঋক্ মন্ত্র আছে। ইহার ঋষি মেধাতিথি ও শুনঃশেপ ও হিরণ্যস্তূপ। একবিংশ সূক্তে ছয়টি ও ত্রয়োবিংশ সূক্তে চব্বিশটি ঋক্ এবং অন্যান্য সূক্তে আট, একুশ, পনের, দশ, তের, নয়, সাত, বাইশ, আঠার প্রভৃতি ঋক্ আছে। উহা গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, উষ্ণিকা, পংক্তি প্রভৃতি নানা ছন্দে রচিত। ইহাতে ঋভুগণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বায়ু, মরুৎগণ, উষা, সবিতা, বরুণ, বিশ্বদেবগণ, বিশ্ববার, বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টা প্রভৃতি দেবতা এবং গঙ্গাদি সপ্তনদীর নাম উল্লিখিত।

ঋগ্বেদীয় ঋষিগণ বহুদেববাদী হইলেও একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। বহু ঋকে বহু দেবতার পশ্চাতে এক দেবতার অস্তিত্ব দেখা যায়। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে ২২টী ঋক্ আছে। এই সূক্ত বিশ্বামিত্র কর্তৃক রচিত। ঋষি বিশ্বামিত্র বলেন, "যে অগ্নি, বেদীতে বিরাজিত, তিনিই বনে প্রজ্বলিত, আকাশে উৎপন্ন ও পৃথিবীতে বিকশিত হন। তিনিই উত্তাপরূপে শস্য সৃষ্টি করেন। দেবগণের দৈব শক্তি এক ঐশী শক্তির প্রকাশ।" উক্ত ঋষি বলেন, মহদ্দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্। ইহার অর্থ, দেবগণের অসুরত্ব (শক্তি বা বল বা প্রাণ) অদ্বিতীয়। ঋগ্বেদে অসুর শব্দের অর্থ প্রাণবান্ বা বলবান্। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে ঋষি দীর্ঘতমা বলেন,

"আমি অজ্ঞ, আমি কিছুই জানি না। এই জন্য জ্ঞানী বিপ্রগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি এই ছয়লোক (বিশ্বজগৎ) স্তম্ভন করিয়া আছেন ও অজ (জন্মরহিত) রূপে বিদ্যমান, তিনি কি সেই এক ?" সেই ঋক্ এইরূপ—বি যঃ তস্তম্ভ ষট্ ইমা রাজংসি অজস্য রূপে কিমপি স্বিৎ একম্ ? দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দেখা যায়। এই ঋকে—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ? ইহার অর্থ, কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করিব ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে কথিত হইয়াছে, হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পরিরেক আসীৎ।' ইহার অর্থ, সর্বাগ্রে কেবল প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত হইয়াই সর্বভুতের অধীশ্বর হইলেন। এক বস্তুর উপলব্ধির পরে ঋষিমনে জিজ্ঞাসা উঠিল, সেই অদ্বিতীয় সনাতন দেবতার স্বরূপ কি ? দশম মণ্ডলের ৩৭।২ সূক্তে ঋষি অভিতপা বলেন, ব্রহ্মবস্তু সৎস্বরূপ। মৃত ব্যক্তির স্থুল দেহ অনিত্য হইলেও উহার অজ অংশ নিত্য এবং অবিনশ্বর। দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তে আছে, "অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব, তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।" ইহার অর্থ, হে অগ্নি, এই মৃতের যে অংশ অজ (জন্মরহিত) তুমি সেই অংশকে তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর। তোমার ঔজ্জ্বল্য ও শিখাসমূহ সেই অজ অংশকে উত্তপ্ত করুক।

তৃতীয় অধ্যায়ে চৌদ্দ সূক্ত ও চতুর্থ অধ্যায়ে পনের সূক্ত আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মোট ১৭৩ ঋক্ ও চতুর্থ অধ্যায়ে মোট ১৫২ ঋক্ অবস্থিত। তৃতীয় অধ্যায়ে নিম্নলিখিত ঋষিবৃন্দের নাম পাওয়া যায়—আঙ্গিরস, হিরণ্যস্তুপ, ঘোরপুত্র কণ্ব, কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত দেবগণের নাম ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়, সবিতা, অগ্নি, মরুৎগণ, ব্রহ্মণস্পতি, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, উষা, রুদ্র, অগ্নি, নাসত্যদ্বয়, অদিতি, সামদেব। রুদ্রদেব সম্বন্ধে তেতাল্লিশ সূক্তের প্রথম ঋকে আছে, তিনি প্রজ্ঞানসম্পন্ন ও আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সর্বভূতের হৃদয়-মন্দিরে পরমেশ্বর বিরাজিত আছেন—এই তত্ত্ব ঋগ্বেদেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়োক্ত ঋষিবৃন্দের নাম কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব, ইন্দ্র, সব্য, গৌতম নোধা, ত্বষ্টাও বিষ্ণু। এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত দেবগণের নাম উল্লিখিত, অশ্বিদ্বয়, উষা, সূর্য্য, বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি। তৃতীয় অধ্যায়ে আর্য্য শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঋ ধাতুর অর্থ চাষ করা। সুতরাং আর্য্য শব্দের ধাত্বর্থ কৃষিজীবী। মনে হয়, বৈদিক ঋষিগণ কৃষিজীবী ছিলেন। ১।৪।৬ ঋকে ব্যবহৃত

'কৃষ্টয়ঃ' শব্দের অর্থ মনুষ্য। কৃষ ধাতুর অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা। ইহা হইতেও প্রতীত হয়, বৈদিক আর্য্যগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিলেন এবং পশুপালন করিতেন। নদীকূলের উর্বরা ভূমি ও গাভীর অধিকার লইয়া আর্য্যগণ ও অনার্য্যদের মধ্যে যুদ্ধ হইত। কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী যুগে আর্য্য ও অনার্য্য শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে ভদ্র ও অভদ্র হইল। চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চাশ সূক্তে আছে, ঋষি প্রস্কণ্ব সূর্য্যদেবের অনুগ্রহে শ্বেতী রোগ হইতে মুক্ত হন। উক্ত অধ্যায়ের পঞ্চাশ সূক্তে আছে, ঋষি অঙ্গিরা ইন্দ্রতুল্য পুত্র কামনাপূর্বক দেবতার উপাসনা করেন। ইহার ফলে ইন্দ্রদেব তৎপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রের নাম সব্য ঋষি। ইন্দ্র ও আদিত্যের অভেদ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, ইন্দ্রই আদিত্য। আলোচ্য অধ্যায়ে গঙ্গানদীর নাম পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে আছে, ঋষি দীর্ঘতমা স্বীয় ভার্য্যাদি কর্তৃক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে জহ্নাবী নাম দৃষ্ট হয়। সায়ণাচার্য্যের মতে ইহার অর্থ, জহ্নু-কুলজা বা জাহ্নবী বা গঙ্গা। ষষ্ঠ মণ্ডলে ৪৫ সূক্তে আছে, উরুঃ কক্ষঃ ন গাঙ্গ্যঃ। ইহার অর্থ, গঙ্গার উচ্চ কুলের ন্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে ৬১ সূক্তে আছে, সূর্য্যদেব স্বশ্ব পুত্র। রাজা স্বশ্ব সুপুত্র কামনায় সূর্য্যের উপাসনা করেন। ইহার ফলে সূর্য্য স্বয়ং তাঁহার পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হন।

ঋগ্বেদোক্ত দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি, রুদ্র, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য সবিতা, পূষা, সোম, মরুৎগণ, উষা, অশ্বিদ্বয়, দৌঃ ও পৃথিবী প্রভৃতি প্রধান। সরস্বতী, শ্রী, রাত্রি প্রভৃতি দেবীগণের উল্লেখও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দেবগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ কেহ পৃথিবীবাসী, কেহ কেহ অন্তরীক্ষবাসী এবং কেহ কেহ স্বর্গবাসী। অগ্নি, সোমাদি পার্থিব দেবতা। ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎগণ, বায়ু, পর্জন্যাদি অন্তরীক্ষের দেবতা এবং মিত্র, বরুণ, সূর্য্য সবিতা, পূষা উষা, রাত্রি, অশ্বিদ্বয়াদি স্বর্গীয় দেবতা। ঋগ্বেদের আট অষ্টকে বা দশ মণ্ডলে শতাধিক দেবতা উল্লিখিত।

ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকদ্বয়ের সতের সূক্তের দেবতা বিশ্বদেবগণ। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, অদিতি, পৃথ্বী, আদিত্যগণ, মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, পূষা, বায়ু, প্রভৃতি দেবগণও উল্লিখিত। তৃতীয় অষ্টকের দুই সূক্তে শ্যেন পক্ষীর কথা পাওয়া যায়। ভাষ্যকার শ্যেনপক্ষীর অর্থ পরব্রহ্ম ধরিয়াছেন। শ্যেন পক্ষীর আখ্যায়িকা

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (তৃতীয় পঞ্চিকা, ত্রয়োদশ অধ্যায়) বিশদভাবে বিবৃত। কথিত আছে, পূর্বকালে সোমলতা কেবল স্বর্গেই জন্মিত। দেবগণ ও ঋষিগণ ইহা জানিতে পারিয়া পরামর্শ করিলেন. কিরূপে ইহা পৃথিবীতে আনা যায়। তাঁহারা একত্রে বৈদিক ছন্দোসমূহকে অনুরোধ জানাইলেন স্বর্গ হইতে সোমলতাকে মর্ত্যে আনয়নের জন্য। গায়ত্র্যাদি ছন্দোসমূহ সুপর্ণরূপ ধারণপূর্বক উক্ত কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। ছন্দোসমূহের মধ্যে গায়ত্রীই শ্যেনীরূপে স্বর্গে গেলেন; কিন্তু সোমপাল গন্ধর্ব্বগণের অন্যতম কর্তৃক তীরবিদ্ধ হইলেন। ইহার ফলে গায়ত্রী আহত এবং উহার বামপদের নখ কর্তিত হইল। গন্ধর্বগণ স্বর্গজাত সোমলতার পালক ও রক্ষক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের অন্য নাম সোমভ্রাজ। অতএব গায়ত্রী ছন্দঃ কর্তৃক সোমলতা স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনীত হয়। বৈদিক যজ্ঞে আহুতি প্রদানকালে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হইত। চতুর্থ অষ্টকের হংসাবতী ঋক্ দধিক্রা বা দধিক্রমণের উদ্দেশ্যে রচিত। সূর্য্যদেব অশ্বরূপে দধিক্রমণ নামে অভিহিত। ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত ঋকে সূর্য্যদেব পরব্রহ্মরূপে বিবেচিত। গ্রায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা তৃতীয় অষ্টকে উল্লিখিত। এই সূক্তের দেবতা সবিতা স্বরূপতঃ জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মের স্থূলরূপ।

পঞ্চম মণ্ডলের সূক্তসমূহ ঋষি অত্রি ও তদ্বংশধরগণ কর্তৃক রচিত। অত্রিবংশ বা গোত্রের ঋষিসংখ্যা চল্লিশের অধিক। ইহা ব্যতীত বহু ঋষির ভিন্ন ভিন্ন বংশ বা সম্প্রদায়ও ছিল। এই বংশগুলির নাম প্রায়স্বত, গৌপায়ন, লৌপায়ন, বাস্যু ইত্যাদি। এই সকল বংশের প্রত্যেকটিতে অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ঋষি জন্মিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রতিক্ষত্র, প্রতিরথ, প্রতিভানু, প্রতিপ্রভা প্রভৃতি নাম উল্লিখিত। অর্চানন ও শ্যাবাশ্ব পিতাপুত্র ছিলেন। আত্রেয় ঋষিবৃন্দে মধ্যে বিদুষী বিশ্ববরা অন্যতম। ত্র্যরুণ, ত্রসদস্যু ও অশ্বমেধ নামে তিন রাজর্ষি আত্রেয় বংশজ বা গোত্রীয়। অত্রি বংশ বা গোত্র শব্দের অর্থ, আত্রেয় ঋষি সংঘ। এই সংঘের মধ্যে অত্রির পুত্রপৌত্রাদি ও শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরিগণিত। তৃতীয় অষ্টকে মোট ১২১ সূক্ত আছে। তন্মধ্যে চুয়াল্লিশ সূক্তের দেবতা অগ্নি, আটচল্লিশ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, পঞ্চ সূক্তের দেবতা বিশ্বদেবগণ, পঞ্চ সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়, পঞ্চ সূক্তের দেবতা ঋভুগণ, তিন সূক্তের দেবতা দধিক্রা, তিন সূক্তের দেবতা উষা, তিন সূক্তের দেবতা সবিতা এবং অবশিষ্ট

সূক্তগুলির দেবতা মিত্র, বায়ু, ক্ষেত্রপতি, দূপ ও আপ্রি। ঋগ্বেদীয় ঋষিবৃন্দ জড় বস্তুর পশ্চাতে চিৎশক্তির অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অষ্টকে ১৪০ সূক্ত আছে। তন্মধ্যে ৩৬ সূক্তের দেবতা অগ্নি, ছয়চল্লিশ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, বার সূক্তের দেবতা বিশ্বদেবগণ, বার সূক্তের দেবতা মরুৎগণ, এগার সূক্তের দেবতা মিত্র ও বরুণ, ছয় সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়, চার সূক্তের দেবতা পূষা, দুই সূক্তের দেবতা উষা ও দুই সূক্তের দেবতা সবিতা এবং পর্জন্য। পৃথিবী, বরুণ ও সরস্বতী এক এক সূক্তের দেবতা। এই অষ্টকে দেখা যায়, ইন্দ্রের পরিবর্তে অগ্নিই বৃত্র-হন্তা। কথিত আছে, অথর্বণের পুত্র দধ্যাচ ঋষি অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। ইহাতে অগ্নির শক্তি উল্লিখিত। অগ্নিদেব বিশ্বস্রষ্টা। ইন্দ্র, বরুণ, অর্যমা, ও রুদ্র অগ্নিশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। বেদান্তের বীজ বেদেই নিহিত। চতুর্থ অষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের ষোড়শ সূক্তে আছে, অসুর নমুচি ইন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে এক দল নারী সৈন্য প্রেরণ করেন। তৃতীয় অষ্টকের পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ সূক্তে আছে, যখন ইন্দ্রদেব অসুর কুয়বকে প্রেরণ করেন, তখন সহস্র সহস্র অনুচর তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হন। অন্যত্র আছে, ইন্দ্র পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণ রাক্ষসকে বধ করেন। তিন রাজা কুৎস ও ঋজিষান ও সুদাস এই সকল যুদ্ধে অগ্রণী ছিলেন। ঋগ্বেদে অসুর ও রাক্ষস শব্দ শত্রু বা দস্যু অর্থেই ব্যবহৃত হইত; কারণ এক স্থানে অসুর শম্বরকেই দস্যু বলা হইয়াছে। অগ্নির ন্যায় ইন্দ্রের শক্তিও অপরিসীম। অগ্নি বা বিষ্ণু বা রুদ্রের শক্তি ইন্দ্রশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

দ্বিতীয় অষ্টকে ১২৮ সূক্ত আছে। তন্মধ্যে ত্রিশ সূক্তের দেবতা অগ্নি, ঊনচল্লিশ সূক্তের দেবতা মরুৎগণ সহ ইন্দ্র, ছয় সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়, পাঁচ সূক্তের দেবতা মিত্র ও বরুণ, পাঁচ সূক্তের দেবতা বৃহস্পতি ও ব্রাহ্মণস্পতি, পাঁচ সূক্তের দেবতা বিশ্বদেবগণ, তিন সূক্তের দেবতা বায়ু, দুই সূক্তের দেবতা বিষ্ণু, দুই সূক্তের দেবতা উষা, তিন সূক্তের দেবতা স্বর্গ ও পৃথিবী এবং রুদ্র, বরুণ, সবিতা; আদিত্যগণ ও পূষা এক এক সূক্তের দেবতা। রাজা স্বনয় দুই সূক্তে প্রশংসিত এবং ঋষি অগস্ত্য ও তৎপত্নী এক সূক্তে উল্লিখিত। সুধন্বার পুত্রগণ দেবত্বপ্রাপ্তির পর ঋভুগণ নামে অভিহিত। এক সূক্তে ঋভুগণ উল্লিখিত। এই অষ্টকে অর্যমা ও বিষ্ণু ও অশ্বিদ্বয়ের নামও পাওয়া যায়। ইহাতে বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি অভিন্ন দেবতা। ইহাতে

আছে, ভবয়ব্যের পুত্র রাজা স্বনয় ঋষি দীর্ঘতমাকে বহু দান করেন। ইহাতে অগস্ত্য ও লোপমুদ্রার কথোপকথনও পাওয়া যায়। বিশ্বদেব সূক্তে সায়ণভাষ্য অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখও এই অষ্টকে দেখা যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞবিধি যজুর্বেদে, কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রে এবং শতপথ ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ কাণ্ডে পাওয়া যায়। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে ইহার উপাখ্যান প্রদত্ত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ হুইটনি কৃত চতুর্বেদের তুলনামূলক সূক্ত-সূচী জার্মাণ পণ্ডিত ডক্টর ওয়েবার কর্তৃক সম্পাদিত Indian studies গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত। ইহা পাঠ করিলে দেখা যায়, ঋগ্বেদের মন্ত্রাবলী অবশিষ্ট বেদত্রয়ে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত।

দ্বিতীয় অষ্টকে অশ্বমেধ সম্বন্ধে দুই সূক্ত পাওয়া যায়। প্রথম অষ্টকে এক সূক্ত অনুসারে কোন কোন ব্রাহ্মণ স্বগৃহে সর্বদা অগ্নি প্রজ্জ্বালিত রাখিতেন। পার্শীগণ এখনও স্ব স্ব গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি জ্বালিয়া রাখেন। বৈদিক আর্যগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন। প্রথম অষ্টকোক্ত দেবতাগণকে এই তিন প্রধান দেবতায় পরিণত করা চলে—অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্য। সূর্য্য অগ্নির এক ভিন্ন রূপ। অতএব অগ্নিকে ও ইন্দ্রকে ঋগ্বেদের দুই প্রধান দেবতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাস্ককৃত নিরুক্তের দেবতা-কাণ্ডে আছে, বেদে তিন দেবতা প্রধান—পৃথিবীতে অগ্নি, আকাশে বায়ু বা ইন্দ্র এবং স্বর্গে সূর্য্য। প্রত্যেক দেবতার মহত্ব প্রকাশক বহু নাম আছে। যাস্কাচার্য অন্যত্র বলেন, সমস্ত দেবতা এক পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিমাত্র। অনুক্রমণিকাতে কথিত হইয়াছে যে, এক মহান্ আত্মা বিদ্যমান, এবং সূর্যদেব চরাচরের আত্মা। প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন পারস্যে অনেক অভিন্ন দেবতা উপাসিত হইতেন। তন্মধ্যে অগ্নিই প্রধান। যজ্ঞাগ্নি দেবগণের আহ্বাতা ও পুরোহিত। তিনি অজর, অমর, শক্তিশালী ও দ্যুতিমান। তিনি অশ্ববাহিত রথে ভ্রমণ এবং ধেনুধনাদি দান করেন। অগ্নির নাম ও শক্তি অসংখ্য প্রকার। অনেক দেবতা তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্। তিনি যে কোন দেবতার স্বরূপ বা প্রকৃতি গ্রহণে সমর্থ। যম, বরুণ, মিত্র, সূর্য, বেধাঃ প্রভৃতি দেবগণের সহিত তিনি অভিন্ন। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে ঋষি অঙ্গিরার সহিত তিনি অভেদ অনুভব করেন। অঙ্গিরা বহু সূক্তের ঋষি। এক স্থানে অগ্নি নামের পরিবর্তে অঙ্গিরা শব্দ ব্যবহৃত। অন্য স্থানে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, অগ্নিই প্রথম ও প্রধান অঙ্গিরা। এই উপাখ্যানের গুহ্য অর্থ অন্যত্র পাওয়া যায়। অঙ্গিরাই

প্রথমে অগ্নি স্থাপন করেন। সেইজন্য আঙ্গিরস ঋষিকুল অগ্নিপূজার প্রবর্তকরূপে প্রচারিত। মহাভারতে ও মনু সংহিতায় অঙ্গিরা ঋষি বা প্রজাপতিরূপে উল্লিখিত। যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে জলন্ত অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা ঋষি উৎপন্ন হন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, "যে অঙ্গারাঃ আসংস্তে অঙ্গিরাসো অভবন্।" ইহার অর্থ, যে সকল যজ্ঞীয় অঙ্গার বিদ্যমান ছিল সেইগুলি অঙ্গিরারূপে উৎপন্ন হইল। মহাভারতে বনপর্বের একটি উপাখ্যানে আছে, অগ্নি ও অঙ্গিরা অভিন্ন।

উক্ত উপাখ্যানে আছে, যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অগ্নি বনে গমন করায় উহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং অঙ্গিরা অগ্নিরূপে দেবগণের নিকট যজ্ঞের হব্য বহন করেন। ইহার উত্তরে মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "শক্তিহীন অগ্নিদেব তপস্যারত হন। যখন মুনি অঙ্গিরা অগ্নির কার্য পরিচালন করেন এবং অগ্নিকে স্বকার্য পুনর্গ্রহণে অনুরোধ জানান তখন অগ্নি অঙ্গিরার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।" এই উপাখ্যানে আছে, অশ্বমেধ, রাজসূয়, পাকযজ্ঞ, প্রভৃতিতে অগ্নি বিরাজ করেন। মহাভারত অনুসারে প্রথম অগ্নির নাম স্বাহা। ভরতপুত্র নিয়তের ভয়ে স্বাহা অগ্নির গর্ভে আত্মগোপন করেন। এই নিয়ত বা নিয়তি চিতাগ্নি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। দেবগণ অগ্নির সন্ধানে আসিলে তিনি অথর্বণকে দেখাইয়া দেন। অথর্বণই কিয়ৎকাল অগ্নির কার্য পরিচালনা করেন। মহাভারতের টীকাকার মন্তব্য করেন এই উপাখ্যান মূলতঃ বৈদিক।

ইন্দ্রাদি দেবগণের শক্তি ও কার্য ঋগ্বেদের সূক্তে বর্ণিত। ইন্দ্রদেবের এক নাম শতক্রতু। শতক্রতু শব্দের অর্থ বহু কর্মযুক্ত বা বহু প্রজ্ঞাশালী। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়। ইন্দ্রদেব বজ্রধারী ও বৃত্রহন্তা। বৃত্রবধকালে মরুৎগণ তাঁহার সহায়ক ছিলেন। সূর্যদেবের নামও নানা সূক্তে পাওয়া যায়। বৈদিক ভারতে সৌর উপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির এবং উড়িষ্যার কোনারক মন্দির ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দুই মন্দিরে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সূর্যপূজা অদ্যাপি প্রচলিত। সূর্য্যার্ঘদানরূপেও সূর্যপূজা অন্যপূজার অঙ্গীভূত। অগ্নি এবং ইন্দ্রের ন্যায় সূর্যও উপাসককে অভিষ্টফল দান করেন।

ছয়

বেদানুশীলন

বেদার্থ অনুশীলনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। পুরাকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত পণ্ডিতগণ চতুর্বেদের গূঢ়ার্থ নির্ণয়ের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। এই ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রাচীন কাল, মাধ্যমিক কাল ও আধুনিক কাল। প্রথমে আমরা প্রাচীন কালের ইতিহাস আলোচনা করিব। সংহিতা রচনার পরই উহার মন্ত্র-রহস্য বুঝিবার আগ্রহ প্রবল হয়। ব্রাহ্মণসমূহে এই প্রয়াস দেখা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা ও মন্ত্রার্থ প্রদত্ত। বেদোক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিও ব্রাহ্মণে উল্লিখিত। নিরুক্তকার এই ব্যুৎপত্তিকে 'ইতি হ বিজ্ঞায়তে' বলিয়া নিরুক্তে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে বিকীর্ণ মন্ত্রার্থ সংগ্রহপূর্বক নিঘণ্টু ও নিরুক্ত রচিত। প্রত্যেক মন্ত্রের অবান্তর পদগুলিকে পৃথক্করণ দ্বারা প্রাচীন ঋষিগণ সেই সেই সংহিতার পদপাঠ লিখিয়াছেন। অতএব পদপাঠসমূহে বেদমন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

পদপাঠকার ঋষিবৃন্দের মধ্যে শাকল্য সর্বপ্রথম। ইনি ঋগ্বেদের পদপাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, জনকের সভায় শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত। অনেক পুরাণ অনুসারে শাকল্য ঋগ্বেদীয় পদপাঠের রচয়িতা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ (পূর্ব ভাগ, দ্বিতীয় পাদ, ৩৪ অধ্যায়) বলেন—

> শাকল্যঃ প্রথমস্তেষাং তস্মাদন্যো রথীতরঃ।
> বাষ্কলিশ্চ ভরদ্বাজ ইতি শাখাপ্রবর্তকাঃ ।৩২
> দেবমিত্রশ্চ শাকল্যো জ্ঞানাহংকারগর্বিতঃ।
> জনকস্য স যজ্ঞে বৈ বিনাশমগমদ্ দ্বিজঃ ॥"৩৩

অনুবাদ—পদপাঠকারগণের মধ্যে শাকল্য প্রথম। রথীতর শাকল্য হইতে স্বতন্ত্র। বাষ্কলি ও ভরদ্বাজ এই চারিজন বেদ-শাখার প্রবর্তক। দেবমিত্র ও শাকল্য

জ্ঞানগর্বে গর্বিত। জনকের যজ্ঞে সেই দ্বিজ বিনাশ প্রাপ্ত হন। নিরুক্তে ও ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে শাকল্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয়, ইহারা উপনিষৎকালীন ঋষি। যাস্ক কোথাও কোথাও শাকল্যের পদপাট স্বীকার করেন নাই। বেদ-ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থলে উভয়ের মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাবণকৃত ঋগ্বেদ-ভাষ্য ও ঋগ্বেদীয় পদপাঠের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। আবার অথর্ববেদের পদপাঠ ঋগ্বেদ অনুসারে লিখিত।

পদপাঠের পরে নিঘণ্টু রচিত হয়। নিঘণ্টুর সংখ্যা-বিষয়ে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। অধুনা একটিমাত্র নিঘণ্টু প্রচলিত। উহার উপর মহর্ষি যাস্ক রচিত নিরুক্ত আছে। মহাভারত (মোক্ষধর্ম পর্ব, ৩৪২ অধ্যায়, ৮৬-৮৭ শ্লোক) বলেন—

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম খ্যাতো লোকেষু ভারত।
নিঘণ্টুক পদাখ্যানে বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্॥
কপির্বরাহ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মশ্চ বৃষ উচ্যতে।
তস্মাদ্ বৃষাকপিং প্রাহ কশ্যপো মাং প্রজাপতিঃ॥

অনুবাদ—হে ভারত, সর্বলোকে ভগবান ধর্ম বৃষ নামে খ্যাত। নিঘণ্টুতে প্রদত্ত পদব্যাখ্যায় আমাকে উত্তম বৃষ বলিয়া জানিবে। কপি, বরাহ, শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম নামে বৃষ উক্ত হন। সেই হেতু, প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে, বৃষাকপিকে ইহা বলিলেন।

ইহা হইতে প্রতীত হয়, মহাভারতের যুগে প্রজাপতি কশ্যপ কর্তৃক বর্তমান নিঘণ্টু রচিত। নিঘণ্টু পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ের নাম নৈঘণ্টুক কাণ্ড। চতুর্থ অধ্যায় নৈগম কাণ্ড ও পঞ্চম অধ্যায় দৈবত কাণ্ড নামে কথিত। নৈঘণ্টুক কাণ্ডে পৃথ্বী আদি শব্দের বোধক বহু পদ সংগৃহীত। দ্বিতীয় পদের অন্য নাম ঐকপদিক। নৈগম শব্দের তাৎপর্য এই যে, ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়ের যথার্থ অবগতি হয় না। দৈবত কাণ্ডে দেবগণের নির্দেশ প্রদত্ত।

নিঘণ্টুর একমাত্র ব্যাখ্যাকার দেবরাজযজ্বা। ইহার পিতামহের নামও ছিল দেবরাজ যজ্বা এবং পিতার নাম যজ্ঞেশ্বর। ইনি রঙ্গেশপুরের পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামের নিবাসী ছিলেন। ইহার নাম হইতে প্রতীত হয়, ইনি সুদূর দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী।

ইহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে দুই মত প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন, ইনি সায়ণাচার্য্যের পরবর্তী। এই মত নিম্নোক্ত উপায়ে খণ্ডিত হয়। আচার্য্য সায়ণ তৎকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যে (১।৬২।৩) নিঘণ্টু ভাষ্যোক্ত বচন সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। দেবরাজ স্বীয় নিঘণ্টু ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে লিখিয়াছেন, ক্ষীরস্বামী, অনন্তাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিত দ্বারা রচিত নিঘণ্টু ব্যাখ্যা নিরীক্ষণপূর্বক এই ভাষ্য লিখিত। ক্ষীরস্বামী অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকাকার। দেবরাজের বাক্যোদ্ধার অমরকোষের টীকায় পুনঃপুনঃ পাওয়া যায়। দেবরাজকৃত ভাষ্যের নাম নিঘণ্টু-নির্বচন। দেবরাজের নিঘণ্টুভাষ্য অতিশয় প্রামাণিক ও উপাদেয়। ইহাতে আচার্য্য স্কন্দস্বামী কৃত ঋক্‌ভাষ্য ও স্কন্দমহেশ্বর কৃত নিরুক্তভাষ্য-টীকা হইতে বিশেষ সহায়তা গৃহীত। প্রাচীন প্রমাণের উদ্ধৃতিও ইহাতে পাওয়া যায়। সায়ণের পূর্বে রচিত হওয়ায় নিঘণ্টু ব্যাখ্যা অতিশয় মূল্যবান্। প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ভাস্কর রায় রচিত এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে নিঘণ্টুর শব্দসমূহ অমরকোষের শৈলী অনুসারে শ্লোকবদ্ধ আছে। কণ্ঠস্থ করিবার জন্য এই গ্রন্থ বিদ্যার্থীবৃন্দের পক্ষে সুবিধাজনক।

নিঘণ্টুকালের পরে নিরুক্তযুগ আরম্ভ হয়। দুর্গাচার্য্য অনুসারে নিরুক্ত সংখ্যায় চৌদ্দ। তৎকৃত দুর্গবৃত্তিতে (১।১৩) আছে, নিরুক্তং চতুর্দশ প্রবেদম্। যাস্কমতে নিরুক্তকার এই বারজন।—আগ্রায়ণ, ঔপমন্যব, ঔডুম্বরায়ণ, ঔর্ণবাভ, কাৎথক্য, ক্রৌষ্টুকি, গার্গ্য, গালব, তৈতীকি, বার্ষ্যায়ণি, শাকপূনিও স্থৌলাষ্টীবি। স্বয়ং যাস্কই ত্রয়োদশ নিরুক্তকার। এই তেরজন নিরুক্তকারের মত স্ব স্ব গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সকল নিরুক্তকারের মধ্যে শাকপূনির মত সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'বৃহদ্দেবতা' নামক গ্রন্থে ইহাদের অভিমত প্রদত্ত। বৃহদ্দেবতায় ও পুরাণ-সমূহে শাকপূনি রথীতর নামে উল্লিখিত। এই নিরুক্তকার ক্রোষ্টুকি ও মার্কণ্ডেয় মুনির শিষ্য ক্রৌষ্টুকি ভাগুরি কি অভিন্ন?

নিরুক্তই বৈদিক ষড়ঙ্গের অন্যতম। অধুনা যাস্ক রচিত নিরুক্ত বেদাঙ্গের প্রতিনিধি-রূপে গ্রাহ্য। নিরুক্ত বারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত আরও দুই অধ্যায় পরিশিষ্টরূপে গণ্য। এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ চৌদ্দ অধ্যায়ে বিভক্ত। পরিশিষ্ট অধ্যায়দ্বয়কে অর্বাচীন বলা চলে না; কারণ, ভাষ্যকারদ্বয় সায়ণ ও উব্বট এই দুই অধ্যায়ের সহিত পরিচিত ছিলেন। উব্বটাচার্য্য তৎকৃত যজুর্বেদ-ভাষ্যে (১৮।৭৭) নিরুক্ত (১৩।১২) হইতে

বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। অতএব ভোজরাজ অপেক্ষা এই অংশ প্রাচীন মনে হয়। নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীনতর। তাঁহার নিরুক্তে সংস্কৃত ভাষার যে বিকাশ দেখা যায়, তাহা পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাপ্তরূপ অপেক্ষা নিশ্চয়ই প্রাচীনতর। মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩৪২ অধ্যায়ে নিরুক্তকার যাস্কের নির্দেশ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে পাওয়া যায়।—

যাস্কো মামৃষিরব্যগ্রো নৈকেষজ্ঞেষু গীতবান্।
শিপিবিষ্ট ইতিহ্যস্মাদ্ গুহ্যনামধরোঽহ্যম্॥ ৭২
স্তুত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্কঋষিরুদারধীঃ।
যৎপ্রসাদদধো নষ্টং নিরুক্তমভিজগ্মিবান॥ ৭৩

এই উল্লেখ দ্বারা যাস্ককে বিক্রমাব্দের সপ্তম বা অষ্টম শতক পূর্বের ধরা যায়। যাস্ককৃত নিরুক্তের মহত্ত্ব বৈদিক সাহিত্যে সমধিক। গ্রন্থারম্ভে নিরুক্তের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত। যাস্কের সময় বেদার্থের অনুশীলন নিমিত্ত নয় পক্ষ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের নাম—অধিদৈবত, অধ্যাত্ম, আখ্যানসময়, ঐতিহাসিক, নৈদান, নৈরুক্ত, পরিব্রাজক, পূর্বযাজ্ঞিক ও যাজ্ঞিক। এই নয় পক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তৎকালে বেদার্থের অনুশীলনে কত বিদ্বান্ অনুরক্ত ছিলেন। অবান্তরকালীন বেদভাষ্যকারগণের উপর যাস্কের প্রভাব গভীরভাবে পড়িয়াছে। ইহার পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্য রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি নিরুক্তকারগণের প্রতিনিধিরূপে চিরকাল স্মরণীয়।

নিরুক্তকে বেদভাষ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন কোন স্থানে নিরুক্ত এত দুরূহ যে, মহাবিদ্বান্ টীকাকারগণও তথায় অর্থগ্রহণে অসমর্থ। সেইজন্য নিরুক্ত ব্যাখ্যায় বিক্রমাব্দের বহু পূর্বেই টীকাকারগণ যত্নবান্ হইয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির মহাভাষ্যে (৪।৩।৬৬) পতঞ্জলি বলেন, "শব্দগ্রন্থেষু চৈষাপ্রসৃততরা গতির্ভবতি। নিরুক্তং ব্যাখ্যায়তে। ব্যাকরণং ব্যাখ্যায়ত ইত্যুচ্যতে। ন কশ্চিদাহ পাটলিপুত্রং ব্যাখ্যায়ত ইতি।" নিরুক্তের বিস্তৃত সম্পূর্ণ টীকার নাম দুর্গাচার্য্যবৃত্তি। অবশ্য ইহা নিরুক্তের আদি টীকা নহে। দুর্গবৃত্তির চারি স্থানে (১।১, ৬।৩১, ৮।৪৭ এবং ১১।১৩) কোন

বার্তিককারের শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহা নিরুক্তের বার্তিক। অন্য গ্রন্থ দ্বারাও নিরুক্ত-বার্তিকের অস্তিত্ব প্রমাণিত। মণ্ডন মিশ্র রচিত 'স্ফোটসিদ্ধি' নামক গ্রন্থের গোপালিকা টীকাতে নিরুক্ত-বার্তিকের ছয় শ্লোক উদ্ধৃত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ছয় শ্লোক নিরুক্তের (১।২০) ব্যাখ্যা মাত্র। নিরুক্ত অত্যন্ত প্রাচীন হইলে ইহার অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু ইহা এখনও পাওয়া যায় নাই। যদি উহার পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার হয়, তাহা হইলে বেদার্থানুশীলনের ইতিহাসে নবযুগ সৃষ্টি হইবে। নিরুক্তের উপর বর্ব্বরস্বামীর টীকাও পাওয়া যায় নাই। তৎপূর্বে আবির্ভূত টীকাকার স্কন্দস্বামী দুর্গাচার্য অপেক্ষাও প্রাচীনতর মনে হয়। এই গ্রন্থ না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় করা যায় না, বর্বরস্বামী পূর্বোল্লিখিত বার্তিককার হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন।

দুর্গাচার্য্যের টীকা নিরুক্তের আদি টীকা না হইলেও প্রাচীন টীকাসমূহের মধ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ টীকাই এখন পাওয়া যায়। তৎকৃত নিরুক্তবৃত্তিতে প্রাচীন টীকাকারদের উক্তির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দুর্গবৃত্তি পড়িলে সাধারণ পাঠকও বুঝিতে পারিবেন, বেদশাস্ত্রের তিনি কত বড় মর্মজ্ঞ ছিলেন। উহাতে নিরুক্তে উদ্ধৃত মন্ত্র-সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত। নিরুক্তের প্রতিশব্দ তৎকর্তৃক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত। দুর্গবৃত্তি অবলম্বনে নিরুক্তের শাব্দিক শরীর অঙ্কন করা যায়। অসামান্য বিদ্বত্বের সহিত তাঁহার শ্লাঘনীয় নম্রতাও ছিল। নিরুক্তের দুরূহ অংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন, "এইরূপ কঠিন মন্ত্রসমূহের ব্যাখায় বিদ্বানের বুদ্ধিও অক্ষম হয়।— এই বিষয়ে আমার অধিক জ্ঞান নাই।" উক্ত মর্মে দুর্গবৃত্তিতে (৭।৩১) আছে, "ঈদৃশেষু শব্দার্থ-ন্যায় সংকটেষু মন্ত্রার্থ ঘটনেষু দুঃখবোধেষু মতিমতাং মতয়ো ন প্রতিহন্যন্তে। বয়ং তু এতাবৎ অত্র অববুদ্ধ্যামহে ইতি।" দুঃখের বিষয় এই যে, দুর্গাচার্য্যের পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দুর্গবৃত্তিতে (৪।১৪) দুর্গাচার্য্য নিজেকে কাপিষ্ঠল শাখাধ্যায়ী বশিষ্ঠগোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে দুর্গবৃত্তির পুষ্পিকায় আছে, "ইতি জম্বুমার্গাশ্রমবাসিন আচার্য্য ভগবদ্দুর্গস্য কৃতৌ ঋজ্বর্থায়াং নিরুক্তবৃত্তৌ···অধ্যায় সমাপ্ত।" দুর্গাচার্য জম্বুমার্গ আশ্রমের নিবাসী ছিলেন। এই স্থান সম্বন্ধে ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপ বলেন, সম্ভবতঃ ইহা কাশ্মীরের জম্বুতে অবস্থিত কিন্তু পণ্ডিত ভগবদ্দত্ত অনুমান করেন, ইহা গুজরাটের অন্তর্গত। দুর্গাচার্য মৈত্রায়ণী সংহিতা হইতে অধিক উদ্ধৃতি দিয়াছেন। এই সংহিতা পুরাকালে

গুজরাটে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। দুর্গবৃত্তির প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি ১৪১৪ সম্বতে লিখিত। অতএব দুর্গাচার্য্য অবশ্যই উক্ত কালের পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন। পূর্বোক্ত ভগবদ্দত্ত প্রমাণ করিয়াছেন, ঋগ্বেদের ভাষ্যকার উদ্‌গীথ দুর্গাচার্য্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং দুর্গাচার্য্যের সময় বিক্রমাব্দের সপ্তম শতকেরও পূর্বে মনে হয়।

নিরুক্তের অন্যান্য টীকাকারের মধ্যে স্কন্দমহেশ্বরের টীকা লাহোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই টীকা প্রামাণিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। স্কন্দস্বামী ঋগ্বেদের সুপ্রাচীন ভাষ্যকার ছিলেন। বররুচিকৃত 'নিরুক্ত সমুচ্চয়' নামক গ্রন্থের পরিচয় শ্রীভগবদ্দত্ত স্বীয় পুস্তকে দিয়াছেন। 'নিরুক্ত সমুচ্চয়' নিরুক্ত ব্যাখ্যা নহে; পরন্তু নিরুক্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে একশত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা মাত্র। নিরুক্তবৃত্তি, নিরুক্তসমুচ্চয় প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক অবলম্বনে মধ্যযুগে বেদভাষ্য বিরচিত হইয়াছে।

গুপ্তযুগে বৈদিক ধর্মের অপূর্ব অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। ইতিহাসজ্ঞ নিশ্চয় জানেন, গুপ্ত সম্রাট নিজেকে পরম ভাগবত উপাধিতে বিভূষিত করিতে গৌরববোধ করিতেন। বৈদিক ধর্মের পুনরভ্যুদয় সাধনে তিনি অতিশয় যত্নশীল ছিলেন। সপ্তম শতকে আচার্য্য কুমারিল মীমাংসা শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহার ব্যাপক প্রভাবে বেদাধ্যয়নে পণ্ডিতগণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। বৌদ্ধ যুগে বেদের প্রতি জনগণের দৃষ্টি অল্পই ছিল। কুমারিল ভট্ট কর্তৃক বৌদ্ধযুক্তি অকাট্য প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হওয়ার পর জনগণের দৃষ্টি বেদের দিকে আকৃষ্ট হয়। কুমারিল ভট্ট ও শংকরাচার্য্যের সময়ে বেদাধ্যয়ন ও বেদাধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা চারি দিকে দেখা যায়। উক্ত কালে প্রাচীনতম বেদভাষ্যকার স্কন্দস্বামী আবির্ভূত হন।

ঋগ্বেদ সংহিতার যে সকল ভাষ্য অধুনা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে স্কন্দস্বামীর ভাষ্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে উক্ত ভাষ্য অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথমাষ্টক অধ্যায়ের ভাষ্যশেষে স্কন্দস্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।—

বলভীবিনিবাস্যেতা মৃগার্থগমসংহৃতিম্।
ভর্তৃধ্রুবসুতশ্চক্রে স্কন্দস্বামী যথা স্মৃতিঃ॥

স্কন্দস্বামী গুজরাটের বিখ্যাত রাজধানী বলভী নগরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল ভর্তৃধ্রুব। ইনি শতপথ ব্রাহ্মণের বিখ্যাত ভাষ্যকার হরি

স্বামীর গুরু ছিলেন। শতপথ ভাষ্যের প্রারম্ভে হরিস্বামী নিজেকে স্কন্দস্বামীর শিষ্যরূপে নিম্নোক্ত পরিচয় দিয়াছেন :—

নাগস্বামী তত্র···শ্রীগুহ স্বামীনন্দনঃ।
তত্রযাজী প্রমাণজ্ঞ আঢ্যো লক্ষ্ম্যা সমেধিতঃ॥ ২৫
তন্নন্দনো হরিস্বামী প্রস্ফুরদ্ বেদবেদিমান্।
ত্রয়ী ব্যাখ্যান ধৌরেয়োঽধীততন্ত্রো গুরোর্মুখাৎ॥ ২৬
যঃ সম্রাট কৃতবান্ সপ্ত সোমসংস্থাস্তথর্থশ্রুতিম্।
ব্যাখ্যাং কৃতাঽধ্যাপয়ন্মাং শ্রীস্কন্দস্বাম্যস্তি মে গুরুঃ॥ ২৭

হরিস্বামী স্বীয় ভাষ্য রচনার কাল নিম্নোক্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।—

যদাব্দানাং কলের্জগ্মুঃ সপ্তত্রিংশচ্ছতানি বৈ।
চত্বারিংশৎ সমাশ্চান্যাস্তদা ভাষ্যমিদং কৃতম্॥

ইহার অর্থ, কলিযুগে ৩৭৪০ বর্ষ অতীত হইবার পর এই ভাষ্য রচিত হয়। বিক্রম সংবত পূর্ব ৩১৫৬ অথবা ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দে কলিযুগের আরম্ভ ধরা হয়। অতএব হরিস্বামীকৃত শতপথ ব্রাহ্মণ ভাষ্যের রচনাকাল ৩১৫৬—৩৭৪০ বিক্রম সম্বত অথবা ৬৯৫—৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্দিষ্ট হয়। ইহার পূর্বে স্কন্দস্বামী ঋক্‌ভাষ্য রচনা করেন ও হরিস্বামীকে বেদ পড়ান। অতএব আচার্য্য স্কন্দস্বামীর কাল ৬৮২ বিক্রমাব্দ বা ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী। এইরূপে স্কন্দস্বামী শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের সমকালীন ছিলেন। তিনি যাস্ককৃত নিরুক্তের টীকাও লিখিয়াছেন। নিরুক্তের টীকাকার ও ঋগ্বেদের ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী অভিন্ন ব্যক্তি। ইহার প্রমাণ দেবরাজযজ্বা কর্তৃক প্রদত্ত। স্কন্দস্বামীকৃত ঋগভাষ্য অত্যন্ত বিশদ। ইহাতে প্রত্যেক সূক্তের প্রারম্ভে সেই সূক্তের ঋষি ও দেবতা উল্লিখিত এবং প্রাচীন অনুক্রমণী হইতে উহার বোধক শ্লোক উদ্ধৃত। স্থানে স্থানে নিঘণ্টু ও নিরুক্তের উদ্ধৃতি প্রদত্ত। এই ভাষ্য অত্যন্ত সরল ও মিতাক্ষর। ইহাতে ব্যাকরণ সম্বন্ধেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ভাষ্যের গভীর প্রভাব সায়ণকৃত বেদভাষ্যের উপর পড়িয়াছে। প্রথম চারি অষ্টকের ভাষ্য

স্কন্দস্বামী কর্তৃক লিখিত। শেষ অংশের ভাষ্য অন্য দুই আচার্য্য করিয়াছেন। অনন্তশয়ন গ্রন্থাবলীতে এই বৃহৎ ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ ভাষ্যে ভেংকট মাধব লিখিয়াছেন :—

স্কন্দস্বামী নারায়ণ উদ্‌গীথ ইতি তে ক্রমাৎ।
চক্রুঃ সহৈকমৃগ্‌ভাষ্যং পদবাক্যার্থগোচরম্ ॥

অনুবাদ—পদ ও বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যার নিমিত্ত স্কন্দস্বামী, নারায়ণ ও উদ্‌গীথ তিনজন যথক্রেমে মিলিত হইয়া একই ঋগ্‌ভাষ্য রচনা করেন।

ইহা হইতে অনুমিত হয়, ঋগ্বেদের মধ্যভাগের পরবর্তী অংশের ভাষ্য নারায়ণ কর্তৃক রচিত। কেহ কেহ বলেন, সামবেদের ভাষ্যকার মাধবের পিতা নারায়ণ ও এই নারায়ণ একই ব্যক্তি; কিন্তু ইহার সবল প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। নারায়ণের সময় বিক্রমাব্দের সপ্তম শতাব্দী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। ভেংকট মাধবের মন্তব্য অনুসারে জানা যায়, ঋগভাষ্য রচনায় উদ্‌গীথ স্কন্দস্বামীকে সহায়তা করেন। ঋগ্বেদের অন্ত্য ভাগের ভাষ্য উদ্‌গীথ কর্তৃক রচিত। প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিকালে উদ্‌গীথ এই ভাবে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন, "বনবাসী বিনির্গতার্যস্য উদ্‌গীথস্য কৃতা ঋগ্বেদভাষ্যে · অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।" ইহা হইতে বনবাসের সহিত উদ্‌গীথাচার্যের কোন না কোন সম্বন্ধ প্রতীত হয়। প্রাচীন কালে কর্ণাটকের পশ্চিমাংশ বনবাসী প্রান্ত নামে সর্বত্র বিখ্যাত ছিল। অতএব আচার্য উদ্‌গীথ উক্ত প্রান্তে, অথবা কর্ণাটক প্রদেশের সন্নিকটে কোন স্থানে বাস করিতেন। সায়ণ ও আত্মানন্দ কর্তৃক উদ্‌গীথের নাম উল্লিখিত। স্কন্দস্বামীকৃত ভাষ্যের শৈলী অনুসারে উদ্‌গীথের ভাষ্য রচিত। উদ্‌গীথ ভাষ্যের প্রভাব সায়ণভাষ্যের উপর পড়িয়াছে। সায়ণভাষ্যের পাঠ সংশোধনে ইহা অতিশয় সহায়ক হইবে।

ঋগ্বেদের ভাষ্যকার মাধব চতুষ্টয়ের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন সামবেদ সংহিতার ভাষ্যকার। দ্বিতীয়জন সায়ণের ভ্রাতা, তৃতীয় ব্যক্তি ভেংকট মাধব ও চতুর্থ ব্যক্তি ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের টীকাকার। এই টীকা অতিশয় সারগর্ভ ও অল্পাক্ষর। ইহা প্রথমে মাদ্রাজের আডায়ার লাইব্রেরী হইতে ও পরে মাদ্রাজ

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত টীকা রচনার পূর্বে তৎকর্তৃক এগার খানি অনুক্রমণী রচিত হয়। এক এক অনুক্রমণী এক এক কোষ-গ্রন্থরূপে গণ্য হইতে পারে এবং প্রত্যেক অনুক্রমণীতে ঋগ্বেদের শব্দার্থ প্রকটিত। তন্মধ্যে যে দুই অনুক্রমণী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত তাহাদের নাম নামানুক্রমণী ও আখ্যাতানুক্রমণী। এই দুই গ্রন্থপাঠে দেখা যায়, সমানার্থক নামসমূহ ও ক্রিয়াসমূহ একত্র সংগৃহীত। তৎকৃত অন্য তিন অনুক্রমণীর নাম নির্বচনানুক্রমণী ছন্দোনুক্রমণী ও স্বরানুক্রমণী। বাস্তব পক্ষে এই টীকাও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। সায়ণ মাধব, ভেংকট মাধব, ও স্কন্দস্বামী উক্ত টীকার অনুকরণ করিয়াছেন। দেবরাজ যজ্বা কর্তৃক নির্দ্দেশিত বাক্যসমূহের শতকরা ষাট শব্দ উক্ত টীকা হইতে গৃহীত। সন্দিগ্ধ স্থলসমূহে স্বরভেদ ও প্রাতিশাখ্য ভেদ প্রদর্শনপূর্বক বিশদার্থ লিখিত। পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে সায়ণাচার্য্য চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে, ভেংকট মাধব দশম খ্রীষ্টাব্দে ও স্কন্দস্বামী সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। মাধবভট্ট এই তিন ভাষ্যকার অপেক্ষাও প্রাচীনতর। তিনি অন্য কোন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নির্বাচনানুক্রমণী হইতে প্রতীত হয়, ইনি যাস্কাচার্য্য হইতে কোন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুগত ছিলেন।

মাধবকৃত 'ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যা' অধ্যাপক সি, কুনহন রাজা এম. এ, পি এইচ. ডি কর্তৃক সম্পাদিত ও মাদ্রাজ আডায়ার লাইব্রেরী হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত মাধব ভট্টকৃত 'ঋগার্থ দীপিকা' সংযোজিত ও ইহা প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিউ' নামক ইংরাজি মাসিকে আমি ইহার যে বিস্তৃত পরিচয় লিখিয়াছিলাম তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"এই মূল্যবান সংস্কৃত পুস্তকের সুবিখ্যাত সম্পাদক একজন প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের রীডার ও প্রাচ্য গবেষণার অধ্যক্ষ। তিনি মাদ্রাজ আডয়ার ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর কিউরেটার ও বেদান্ত দর্শনের ভামতী টীকা ও মনমেয়োদয় নামক মীমাংসা গ্রন্থের বিখ্যাত ইংরাজী অনুবাদক। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও আডায়ার লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদকরূপে তিনি বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

মাধবকৃত ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকেই সমাপ্ত। ইহার একমাত্র পাণ্ডুলিপি

তালপাতায় গ্রন্থলিপিতে লিখিত ও আডায়ার লাইব্রেরীতে রক্ষিত। অনেক সন্ধান করিয়াও ইহার দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি এখনও পাওয়া যায় নাই। বর্তমান পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত প্রাচীন, কীটদষ্ট, বিক্ষত ও বিনষ্ট। প্রায় সমস্ত পাতার পোকা কাটা গর্ত এবং অনেকগুলি শব্দ ও কয়েকটি পাতা ভগ্ন। অতিকষ্টে সুপণ্ডিত সম্পাদক ইহার পাঠোদ্ধার ও সম্পাদন করিয়াছেন। সারা জীবন ডাঃ রাজা বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন ও আলোচনার ফলে সে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন, তাহার আলোকে এই কঠিন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদের বহু ভাষ্য ও টীকা তাঁহার অধিগত থাকায় তিনি আলোচ্য ব্যাখ্যা সংশোধনে সম্যক্ সমর্থ হইয়াছেন। এই ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা দুই খণ্ডে প্রকাশিত।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ঋগ্বেদের টীকাকার বর্তমান মাধব চারিজন মাধবের অন্যতম। এই টীকাকার চতুষ্টয় সকলেই দক্ষিণ ভারতীয় ও বৈদিক টীকাকার ছিলেন। বৈদিক প্রতিভা দক্ষিণ ভারতে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। চতুর্বেদ ও উপনিষদাবলীর ভাষ্যকার ও টীকাকার শংকর ও সায়ণ, মাধ্ব ও মাধব প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতেই আবির্ভূত। এই মানব চতুষ্টয়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সায়ণ মাধবই 'বেদার্থ প্রকাশ' নামক চতুর্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন। দ্বিতীয় মাধব ভেংকটার্য্যের পুত্র মাধব ভট্ট নামে অভিহিত। মাধব ভট্টের পিতা ভেংকটার্য সমগ্র ঋগ্বেদের উপর ভাষ্য লিখিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য তৎকৃত বেদভাষ্যে এই ভেংকটার্য্যের বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। তৃতীয় মাধব সামবেদের ভাষ্যকার নারায়ণ সূরীর পুত্র। চতুর্থ মাধব আলোচ্য ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার রচয়িতা। এই মাধব সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। তৎকৃত ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়, তিনি গোমতী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং কতিপয় অনুক্রমণিকা লিখিয়াছেন। এই সকল অনুক্রমণিকার মধ্যে আখ্যাতানুক্রমণী ও নামানুক্রমণী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হইয়াছে।

মাদ্রাজের জার্ণ্যাল অব ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ পত্রিকার পঞ্চম খণ্ডে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে ডাঃ কুন্‌হন্ রাজা অনেক প্রমাণ সহায়ে দেখাইয়াছেন যে, দেবরাজ তৎকৃত নিঘণ্টু ভাষ্যে এই মাধবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে মন্তব্য করেন, দেবরাজ কর্তৃক দ্বিতীয় মাধব উল্লিখিত। দেবরাজকৃত নিঘণ্টু ভাষ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ডাঃ কুন্‌হন্ রাজা

বলেন, ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণী হইতে বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। স্কন্দস্বামীকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্য মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই হেতু ডাঃ কুন্‌হন্ রাজা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আলোচ্য মাধবকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত ধরা যায়। সুতরাং তিনি একজন প্রাচীনতম বেদভাষ্যকার এবং সায়ণাচার্য্য অপেক্ষা এক হাজার বৎসর প্রাচীনতর। অতএব আলোচ্য ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাকে প্রাচীনতম বলা যাইতে পারে। তুলনামূলক অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে মাধবকৃত ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যার নিম্নে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মাধবভট্টকৃত 'ঋগার্থ দীপিকা, মুদ্রিত হইয়াছে। ডাঃ কুন্‌হন্ রাজা অসীম প্রযত্নে ও গভীর সন্ধানে ঋগ্বেদ ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতিবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের মূল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যায় ঋক্‌মন্ত্র সমূহের অন্বয় ও শব্দার্থ প্রদত্ত এবং কোথাও কোথাও বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিত। বৈদিক সাহিত্যের অধ্যাপকের নিকট ইহা অপূর্ব আলোক সম্পাত করিবে।"

ভেংকট মাধব সমগ্র ঋগ্বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তৎকৃত ঋগ্‌ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ান্তে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতামহের নাম মাধব, পিতার নাম ভেংকটাচার্য, মাতামহের নাম ভবগোল ও মাতার নাম সুন্দরী। তাঁহার মাতৃগোত্র বশিষ্ঠ ও পিতৃগোত্র কৌশিক ছিল। তাঁহার এক অনুজ ছিলেন যাঁহার নাম সংকর্ষণ। ভেংকট ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। তিনি দক্ষিণাপথের চোল দেশে (অন্ধ্র প্রান্তে) বাস করিতেন। প্রসিদ্ধ অনন্তশয়ন গ্রন্থাবলীতে তৎকৃত ঋগ্‌ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সায়ণকৃত ঋগ্বেদ ভাষ্যে (১০।৮৬।১) মাধব ভট্টের সম্মতি উল্লিখিত। অতএব ভেংকট মাধব সায়ণাচার্য্যের পূর্ববর্তী। নিঘণ্টুর ভাষ্যকার দেবরাজযজ্বা ১৩৭০ বিক্রমাব্দের কিছু পূর্বে বা পরে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত নিঘণ্টু-ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে আছে, 'শ্রীভেংকটাচার্য্য তনয়স্য মাধবস্য ভাষ্য কৃতৌ নামানুক্রমণ্যা পর্য্যালোচনাৎ ক্রিয়তে।' ইহার অর্থ, ভেংকটাচার্য্যের পুত্র মাধব রচিত নামানুক্রমণী পর্য্যালোচনান্তে বর্তমান নিঘণ্টু-ভাষ্য রচিত। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভেংকট পুত্র মাধব দেবরাজের পূর্ববর্তী ছিলেন।

কোষকার কেশব স্বামী ১৩২০ বিক্রম সম্বতের পূর্ববর্তী ছিলেন। তৎকৃত প্রসিদ্ধ কোষ-গ্রন্থের নাব 'নানার্থার্ণব সংক্ষেপ।' ইহাতে মাধবাচার্য্য সূরীর নামে আলোচ্য মাধবের নামই এই ভাবে উল্লিখিত।—

দ্বয়োস্ত্ব:শ্ব তথাহাহ স্কন্দস্বামৃক্ষু ভূরিশঃ।
মাধবাচার্য স্বুরিশ্চ কো অধেত্বৃচি ভাষতে॥

ইহার আশয় এই যে, উভয় লিঙ্গে গো শব্দের অর্থ অশ্ব হয়। স্কন্দস্বামী ঋক্-ব্যাখ্যায় এই অর্থ করিয়াছেন এবং মাধবাচার্য্য স্বুরী ও 'কো অধ' ঋক্ মন্ত্রের (১।৮৪।১৬) ব্যাখ্যায় গো শব্দের অর্থ অশ্বই করিয়াছেন। ভেংকটমাধবকৃত ঋগ্ভাষ্যে এই অর্থই পাওয়া যায়। অতএব উক্ত নির্দেশ অনুসারে অনুমিত হয়, মাধবের সময় ১৩০০ বিক্রমাব্দ ছিল। পণ্ডিত শ্রীবলদেব উপাধ্যায় সাহিত্যাচার্য্য মন্তব্য করেন, মাধবের সময় ১২০০ বিক্রম সম্বতের নিকটবর্তী। পণ্ডিত সাম্বশিব শাস্ত্রী বলেন, ভেংকট মাধবের সময় ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী। মাধবের ভাষ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, শব্দবিস্তার বর্জনপূর্বক সংক্ষেপে এই ভাষ্য রচিত। ইহাতে প্রতি মন্ত্রের পদব্যাখ্যা প্রদত্ত ও মূল পদের নিবেশ অতি অল্পই দেখা যায়। কেবল পর্য্যায়বাচী পদসমূহ উল্লেখপূর্বক মাধব মন্ত্রার্থ প্রদানের শ্লাঘ্য যত্ন করিয়াছেন। এই ভাষ্য পড়িলে ঋক্ মন্ত্রের স্পষ্টার্থ অধিগত হয়। স্কন্দস্বামীর ভাষ্য অপেক্ষাও ইহা সংক্ষিপ্ততর। ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তথ্যের নির্দেশ ইহাতে আদৌ নাই। প্রায় সর্বত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ায় গভীর প্রত্যয় জন্মে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। মাধব মতে বেদের গূঢ়ার্থ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, কেবল ব্যাকরণ ও নিরুক্তের অনুশীলন দ্বারা সংহিতার চতুর্থাংশ জানা যায়, কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের অর্থ বিবেচনান্তে সংহিতার পূর্ণ মর্ম অবগত হন তিনিই সম্যক্ বেদজ্ঞ। এই সম্বন্ধে তৎকৃত দুই শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

সংহিতায়াস্তুরীয়াংশং বিজানন্ত্যধুনাতনাঃ।
নিরুক্ত-ব্যাকরণয়োরাসীৎ যেষাং পরিশ্রমঃ॥
অথ যে ব্রাহ্মণ্যার্থানাং বিবেক্তারঃ কৃতশ্রমাঃ।
শব্দরীতিং বিজানন্তি তে সর্বং কথয়ন্ত্যপি॥

মাধবের ভাষ্য লাহোর হইতে মতিলাল বানারসী দাস কর্তৃক প্রকাশিত ও ডক্টর লক্ষ্মণস্বরূপ কর্তৃক সম্পাদিত।

বেদাচার্য্যকৃত 'সুদর্শন মীমাংসা' গ্রন্থে বেদত্রয়ের ভাষ্যকার ধানুষ্ক যজ্বার নাম কয়েক বার উল্লিখিত। উক্ত গ্রন্থে তাঁহাকে 'ত্রিবেদী ভাষ্যকার ও ত্রয়ীনিষ্ঠ বৃদ্ধ' বলা হইয়াছে। তিনি এক বৈষ্ণব আচার্য্য ছিলেন। ইহা ব্যতীত তৎসম্বন্ধে, অথবা তৎকৃত বেদ-ভাষ্য সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইহার সময় ১৩২০ বিক্রম সম্বতের পূর্বেই মনে হয়।

আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্যও বেদভাষ্য রচনা করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ দ্বৈতবাদী ও গ্রন্থকার ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের উপর ইনি ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে রাঘবেন্দ্র যতি সত্যই বলিয়াছেন, "ঋক্শাখাগতৈকোত্তরসহস্রসূক্তমধ্যে কানিচিৎ চত্বারিংশৎ সূক্তানি ভগবৎপাদৈঃ ব্যাখ্যাতানিঃ।" ইহার অর্থ, ঋগ্বেদোক্ত এগার হাজার সূক্ত মধ্যে কেবল চল্লিশটি সূক্ত ভগবৎপাদ আনন্দতীর্থ কর্তৃক ব্যাখ্যাত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বেদৈশ্চ সর্বৈঃ অহমেব বেদ্যঃ।" ইহার অর্থ, চতুর্বেদ কর্তৃক আমিই বেদ্য। আনন্দতীর্থের মতে ভগবান্ নারায়ণই সর্ব বেদের প্রতিপাদ্য। স্বীয় ভাষ্যারম্ভে তিনি বলেন—

স পূর্ণত্বাৎ পুমান্ নাম পৌরুষে সূক্তে ঈরিতঃ।
স এবাখিল বেদার্থ সর্বশাস্ত্রার্থ এব চ ॥

সেই নারায়ণই পূর্ণপুরুষ। অতএব ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে তাঁহাকে সহস্রশীর্ষ পুরুষ বলা হইয়াছে। সেই পূর্ণ পুরুষই চতুর্বেদে ও সর্বশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে আনন্দতীর্থ বেদব্যাখ্য করিয়াছেন্। এই মধ্ব ভাষ্যের টীকাকার জয়তীর্থ বলেন, "ঋগর্থশ্চ ত্রিবিধো ভবতি। একস্তাবৎ প্রসিদ্ধ অগ্ন্যাদি রূপঃ। অপরস্তদন্তর্গতেশ্বরলক্ষণঃ অন্যোঽধ্যাত্মরূপঃ। তৎত্রিতয়পরং চেদং ভাষ্যম।" ইহার অর্থ, ঋগ্বেদের মন্ত্রার্থ ত্রিবিধ হয়। এক অর্থ, অগ্নি প্রভৃতি দেবরূপ প্রসিদ্ধ। অন্য অর্থ, তদন্তর্গত ঈশ্বরলক্ষণ। তৃতীয় অর্থ, অধ্যাত্মরূপ। মধ্বকৃত বেদভাষ্যে ত্রিবিধ বেদার্থ ব্যাখ্যাত। টীকাকার জয়তীর্থ আরও বলেন, মধ্বভাষ্যে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অর্থদ্বয় ব্যতীত আধ্যাত্মিক অর্থও প্রদত্ত। দ্বৈতবাদিগণের নিকট এই বেদভাষ্য অতিশয় প্রীতিকর। জয়তীর্থকৃত টীকার উপর নরসিংহ কর্তৃক বিবৃতি রচিত। ১৭:৮ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ বিদ্যমান ছিলেন। জয়তীর্থের

টীকার উপর নারায়ণকৃত 'ভাবরত্ন প্রকাশিকা' নামক দ্বিতীয় বিবৃতি পাওয়া যায়। আনন্দতীর্থের আবির্ভাব বিক্রমাব্দের ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ধরা হয়। ভাণ্ডারকরকৃত 'শৈব, বৈষ্ণব ও অন্যমত নামক ইংরাজি গ্রন্থে আছে, আনন্দতীর্থ বিক্রম সম্বতের ১২৫৫ হইতে ১৩৩৫ পর্যন্ত আশী বৎসরকাল জীবিত ছিলেন।

আত্মানন্দ ঋগ্বেদের অন্তর্গত অস্যবামীয় সূক্তের ভাষ্য লিখিয়াছেন। উক্ত ভাষ্যে স্কন্দস্বামী, ভাস্করাদি ভাষ্যকারের নাম আছে; কিন্তু সায়ণের নাম নাই। ইহা হইতে প্রতীত হয়, আত্মানন্দ সায়ণাচার্য্যের পূর্ববর্তী। তৎকর্তৃক উদ্ধৃত লেখক বৃন্দের মধ্যে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর (১০৭১—১১০০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং স্মৃতি চন্দ্রিকার রচয়িতা দেবণভট্ট (ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লিখিত থাকায় ইহার আবির্ভাবকাল বিক্রমাব্দের চতুর্দশ শতকে প্রতীত হয়। আত্মানন্দ স্বীয় ভাষ্যে বলেন, "অধিযজ্ঞ বিষয়ং স্কন্দাদি ভাষ্যম। নিরুক্তম্ অধিদৈবত বিষয়ম্। ইদন্তু ভাষ্যম্ অধ্যাত্ম বিষয়মিতি। ন চ ভিন্ন বিষয়াণাম বিরোধঃ। অস্য ভাষ্যস্য মূলং বিষ্ণুধর্মোত্তরম্।" এই ভাষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ পরমাত্মা। সুতরাং ইহার বিশেষত্ব স্বীকার্য।

আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষ্য সংস্কৃতে লিখিয়াছেন। তৎসহযোগী পণ্ডিতগণ কর্তৃক উহা হিন্দিতে অনূদিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৬১ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র পর্যন্ত তাঁহার ভাষ্য উপলব্ধ হয়। তিনি ঋগ্বেদ ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন ১৬৩৪ বিক্রম সম্বতের মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লা ষষ্ঠী মঙ্গলবার দিবস। ভাষ্যরচনায় স্বীয় শৈলী নিদর্শনার্থ ১৬৩৫ সম্বতে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা রচনা করেন। উক্ত ভাষ্যভূমিকাতে তিনি মন্তব্য করেন, "বেদ অনাদি ও ঈশ্বর প্রণীত। চতুর্বেদে একেশ্বরবাদ প্রতিপাদিত। ঈশ্বরই বেদমন্ত্রসমূহের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, বরুণ, সবিতা, পূষা প্রভৃতি দেবগণের বেদোক্ত স্তুতি একেশ্বরের স্তুতিমাত্র।" তিনি বেদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বৈদিক শব্দসমূহের ধাত্বর্থ প্রদানান্তে যৌগিক অর্থ দিয়াছেন। তাঁহার মতে জমদগ্নি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, অত্রি আদি ঋষিগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। এই সকল শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (৮।১।১।৬,৯) আছে—(১) প্রাণো বৈ বশিষ্ঠ ঋষির্যদ্ বৈ নু শ্রেষ্ঠস্তেন

বশিষ্ঠো, যৎবস্তুতমো বসতি তেন এব বশিষ্ঠঃ (২) মনো বৈ ভরদ্বাজ ঋষি ; অন্নংবাজ যো বৈ মনে বিভর্তি সোন্নং বাজং ভরতি। তস্মাৎ মনো ভরদ্বাজ ঋষিঃ।"

সায়ণাদি পূর্ব ভাষ্যকারগণের মতে অগ্নি, বায়ু, বরুণাদি শব্দ অচিন্ত্য অজ্ঞেয় চেতন দেবতা বাচক এবং স্ব স্ব মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা। বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও উক্তরূপ অভিমানী দেবতা বিষয়ক বিচার গৃহীত। স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক শব্দের যৌগিক অর্থ গ্রহণ করায় দেবতাগণের গুণসমূহই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অগ্নি দেবতার অর্থ অগ্রণীত্ব ও প্রকাশাদি অগ্নিঘটক গুণরাশি। যে পদার্থে উল্লিখিত গুণসমূহ বিদ্যমান তাহাই অগ্নি। এই দৃষ্টিতে ভৌতিক অগ্নিও অগ্নি, তেজস্বী পরমাত্মাও অগ্নি এবং রাষ্ট্রের অগ্রগামী জ্ঞানালোক প্রকাশমান ব্রহ্মকুমার পুরোহিতও অগ্নি। স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক বৈদিক মণ্ডলের অগ্নি দেবতা অস্বীকৃত।

পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের বেদানুশীলন আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শতাধিক বর্ষ পূর্ব হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক বেদানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অনুকরণীয় ও অবিস্মরনীয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ওয়াল্টেয়ার যজুর্বেদের ফ্রেঞ্চ অনুবাদ প্রকাশ করেন। উহা মূল বেদের অনুবাদ নহে ; কোন শ্বেতকায় পাদ্রী সাহেবের ভ্রান্ত অনুবাদ অবলম্বতে অনূদিত। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে কোলব্রুক পাশ্চাত্য জগতে বেদপ্রচারে ব্রতী হন। ইংরাজ কর্মচারী-রূপে তিনি কলিকাতায় ছিলেন এবং কলিকাতায় অবস্থানকালে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকর্তৃক 'এশিয়াটিক রিসার্চেস নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি বেদ বিষয়ক নানা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মাণ বেদজ্ঞ এফ. রোজেন কর্তৃক সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় ইহার এক বৎসর পূর্বেই সম্পাদক ইহলীলা সংবরণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে ডাক্তার রুডল্ফ রথ, ডাক্তার ওয়েবার ও ডাক্তার মোক্ষমূলার প্রভৃতি জার্মাণ পণ্ডিতগণ বেদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ রথ বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক রচনা করেন ; ডাঃ রথ কর্তৃক সেন্টপিটার্সবর্গ হইতে সুবৃহৎ সংস্কৃত জার্মান শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। এই কোষগ্রন্থ জার্মাণ পণ্ডিতগণের অধ্যবসায়, বিদ্যানুশীলন ও বিচক্ষণতার অলৌকিক নিদর্শন। জার্মান বিদ্বান্ ডাঃ ওয়েবার ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত সাহিত্যের

ইতিহাস রচনা করেন। ইহা বৈদিক সাহিত্যের ক্রমবদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। তৎকর্তৃক সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ষ্টাডিজ' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় বৈদিক সাহিত্য, সমাজ ও দর্শনাদি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জার্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার ইংলণ্ডে থাকিয়া সায়ণকৃত ঋগ্বেদ-ভাষ্য চারি বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ করেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাচ্য জগতের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ তৎকর্তৃক পঞ্চাশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইংরাজ বিদ্বান ডাঃ উইলসন্ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎকৃত অনুবাদে সায়ণভাষ্য অনুসৃত। ইহার পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ঋগ্বেদের দুই জার্মাণ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ডাঃ গ্রাসমান ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঋগ্বেদ-কোষ রচনা করেন। ইহাতে ঋগ্বেদস্থ পদসমূহের প্রামাণিক অর্থ প্রদত্ত। ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জর্মান ভাষায় ঋগ্বেদের পদ্যানুবাদ দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। ডাঃ লাডউইভ উক্ত সালে ঋগ্বেদের গদ্যানুবাদ রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং বাইশ বৎসর অবিরত পরিশ্রমের ফলে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ছয় খণ্ডে উহা প্রকাশ করেন। এই অনুবাদের সহিত বিস্তৃত মন্ত্রার্থ প্রদত্ত। অনন্তর কাশী সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ গ্রিফিথ চারি বেদ সংহিতার সরল ইংরাজী অনুবাদ ১৮৮৯-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশী হইতে প্রকাশ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ডাঃ লানমান, ও হুইটনি হাভার্ড সিরিজের মধ্যে অথর্ববেদের সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ দুই বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ সর্বাঙ্গীণ ও বৈদুষ্যপূর্ণ। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে হাভার্ড সিরিজ হইতে ডাঃ কীথ কর্তৃক কৃষ্ণ যজুর্বেদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ডাঃ গেল্‌ডনার মৃত্যুর পূর্বে ঋগ্বেদের যে জার্মাণ অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা অদ্যাপি অপ্রকাশিত। ডাঃ ওল্‌ডেনবার্গ প্রণীত 'ঋগ্বেদ টিপ্পন' আলোচ্য বিষয়ে অগ্রগণ্য গ্রন্থ। ইহাতে ঋগ্বেদের প্রত্যেক মন্ত্রের ব্যাকরণ, কোষ ও ছন্দাদি নবীন শৈলীতে সংগৃহীত। ডাঃ পিশল ও গেল্‌ডনর কর্তৃক রচিত 'বৈদিক অধ্যয়ন' তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থও ব্যাপক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

ম্যাকডোনেল সাহেব কৃত দুই গ্রন্থ 'বৈদিক মাইথলজি' ও 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ বেদার্থ প্রকাশে অবশ্য মূল্যবান।

এই প্রসঙ্গে বাংলায় বেদপ্রচার সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত, দুর্গাদাস লাহিড়ী ও মন্মথনাথ দত্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রমেশ দত্ত সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম

বঙ্গানুবাদ করেন এবং তৎকৃত ঋগ্বেদানুবাদের দুই সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে রমেশ দত্ত সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত। দুর্গাদাস লাহিড়ীও চতুর্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁহার অনুবাদ ভাষ্যানুগত না হওয়ায় আশানুরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। এই পুস্তকের একটী পরিশিষ্টে বেদাচার্য্য দুর্গাদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত। মন্মথনাথ দত্ত শাস্ত্রী এম, এ এম, আর, এ, এস কৃত সমগ্র ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ অতিশয় প্রশংসনীয়। এই বিষয়ে উইলসনের ন্যায় তিনিও অমর হইয়াছেন। ইহাতে সায়ণভাষ্য সম্বলিত সমগ্র ঋগ্বেদ ও উহার আক্ষরিক ইংরাজী অনুবাদ ১৯০৬ খ্রীঃ সোসাইটী ফর দি রিসাসিটেসন অফ ইণ্ডিয়ান লিটারেচারের উদ্যোগে কলিকাতা ইলিসিয়াম প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মন্মথ দত্ত কলিকাতা কেশব একাডেমির রেক্টার ছিলেন এবং রামায়ণ ও মহাভারতাদির ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের তৎকৃত ইংরাজি অনুবাদের প্রথমাংশ ১৯০৬ খ্রীঃ ও শেষাংশ ১৯১১ খ্রীঃ মুদ্রিত হয় কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থানুকুল্যে। এই সংস্করণের দুই সহস্র খণ্ড বিনামুল্যে বিতরিত হয়। ইহার ভূমিকায় সুপণ্ডিত মন্মথ দত্ত বলেন, "ঋক্‌মন্ত্রের দ্রষ্টারূপে কতিপয় রাজবংশীয় পুরুষের নাম উল্লিখিত। সাধারণ দৃষ্টিপাতে জানা যায়, ঋগ্বেদের যত ঋষি তত দেবতা ছিলেন; কিন্তু সুপ্রাচীন ভাষ্যকারগণ অনুসারে এই সকল দেবতাকে তিন ভিন্ন দেবতায় ও সর্বশেষে এক দেবতায় পরিণত করা যায়। উক্ত তিন দেবতার নাম অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য। এই দেবতাত্রয় প্রজাপতির অধীন এবং যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গের অধিবাসী। অন্যান্য দেবতা এই দেবত্রয়ের অংশভূত ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মে নিযুক্ত। মূলতঃ সূর্য্যই একমাত্র দেবতা এবং চরাচর জগদাত্মা। বিপ্রগণ তাঁহাকেই অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ নামে অভিহিত করেন।

বেদাচার্য্য মন্মথ দত্ত তৎকৃত ভূমিকার অন্যত্র বলেন, "ঋগ্বেদের প্রত্যেক বাক্য পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও দেবতাস্বরূপের বিভিন্ন ধারণায় পরিপূর্ণ। গৃহস্থের জন্য অগণিত অনুষ্ঠান এবং বাণপ্রস্থী ও গৃহত্যাগীর জন্য অসংখ্য প্রক্রিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত। এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতার স্তুতি এবং দুগ্ধবৎ সোমরস পান বিহিত।"

সাত

ঋগ্বেদ দর্শন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক ডক্টর আর্থার ম্যাকডোনেল কৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ইংরাজীতে লিখিত এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রথম প্রকাশিত। ইহার পঞ্চম অধ্যায়ে ঋগ্বেদ দর্শন আলোচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, উক্ত আলোচনা অতিশয় অগভীর ও অসম্পূর্ণ। অদ্বৈত বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত ঋগ্বেদেই আবিষ্কৃত এবং পরবর্তী যুগে বেদান্ত দর্শনে বিস্তারিত। 'ভারতীয় মহাপুরুষ-গণ' শীর্ষক ইংরাজী ভাষণে যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ বলেন, "আমাদের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের পক্ষে পরম পদ ও মুক্তি লাভের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা বেদেই রহিয়াছে। কেহ নূতন আর কিছু উদ্ভাবন করিতে পারেন না। সকল তত্ত্বের চরম সীমায় যে অখণ্ডৈকত্ব বিদ্যমান, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। বেদ এই শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। ইহার পারে যাওয়া অসম্ভব। যখন তত্ত্বমসি আবিষ্কৃত হইল তখন অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করিল। এই পূর্ণতাই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন কেবল বাকী রহিল, যুগে যুগে দেশকালভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার তারতম্যে বেদব্যক্ত উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করা, সেই সনাতন ধর্মপথে পরিচালিত করা; এবং এই উদ্দেশ্যে মহান ধর্মগুরুদের, মহিমান্বিত মহাপুরুষদের আবির্ভাব। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি 'সম্ভবামি যুগে যুগে' তে এই সত্যটি যেমন পরিষ্কার ভাবে প্রকটিত হইয়াছে এমন আর কোথাও হয় নাই।"

সায়ণাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যে বলেন, "ইষ্টপ্রাপ্তি-অনিষ্ট পরিহারয়োঃ অলৌকিকং উপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ।" ইহার অর্থ, যাহা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের নিমিত্ত অলৌকিক উপায় জ্ঞাপন করেন তাহাই বেদ।

ঋগ্বেদেরও ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ আছে। ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণদ্বয় ঋগ্বেদের অন্তর্গত; কৌষিতকী আরণ্যক, কৌষিতকী ব্রাহ্মণের এবং ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। কৌষিতকী উপনিষৎ কৌষিতকী আরণ্যকের অন্তর্গত এবং ঐতরেয় উপনিষৎ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ বা ষষ্ঠ অধ্যায়। এই দুই ঋগ্বেদীয়

উপনিষদের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ মৎপ্রণীত 'উপনিষৎ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে প্রদত্ত। ঐতরেয় উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঋষি বামদেবের বিষয় বিবৃত। ঋষি বামদেব মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই বলিয়াছিলেন—

মাতৃগর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদম্
অহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মা পুরঃ আয়সীররক্ষং
অধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥

অনুবাদ:—আমি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই ইন্দ্রাদি দেবগণের সর্ব জন্ম আনুপূর্ব সহকারে অবগত হইয়াছি। তৎপূর্বে আত্মজ্ঞানের অভাবে শতসংখ্যক অয়োময় অভেদ্যপুর (স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ) আমাকে অধোলোকসমূহে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল। অনন্তর শ্যেন পক্ষীর ন্যায় জাল ছিন্ন করিয়া আমি দ্রুতবেগে উক্ত দেহ-বন্ধন হইতে চিরতরে বিমুক্ত হইয়াছি। আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি।

ঐতরেয় উপনিষদের পূর্বোক্ত শ্লোক ঋগ্বেদে (৩।৬।১৬।১) বিদ্যমান। অন্যত্র উক্ত ঋক্‌মন্ত্র নিম্নোক্ত আকারে পঠিত হয়।—

শ্যেনভাবং সমাস্থায় গর্ভাৎ যোগেন নিঃসৃতঃ।
ঋষিগর্ভে শয়ানঃ সন্ ব্রুতে গর্ভে নু সন্নিতি ॥

এই সম্বন্ধে ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৫।১) আছে—"গর্ভে এব এতৎ শয়ানো বামদেব এবমুবাচ।"

উল্লিখিত ঋক্‌মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলেন, পরমাত্মনঃ সকাশাৎ সর্বে দেবা জাতা ইত্যবেদিষম্ ইত্যর্থ। ইহার অর্থ—আমি জানিয়াছিলাম যে, পরমাত্মা হইতে সর্ব দেবতা উৎপন্ন।

ঋগ্বেদাদি চারি বেদের মহাবাক্য চতুষ্টয় বিদ্যমান। ঋগ্বেদের মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'। এই মহাবাক্য ঐতরেয় উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত। তথায় আছে, 'সর্বং প্রজ্ঞানেত্রং, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" ইহার অর্থ—হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবরান্ত সর্বভূতকে প্রজ্ঞানই সত্তাযুক্ত করেন। প্রজ্ঞানেই তৎসমুদয় প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রবৃত্তির নিয়ামক এবং প্রজ্ঞাই সমস্ত

জগতের আশ্রয়। অতএব প্রজ্ঞানই পরব্রহ্ম। সর্বোপাধিরহিত প্রজ্ঞানই উপাধিভেদে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, অন্তর্যামী, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট ও দেবতাদি হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত নানা রূপে বিবর্তিত হইয়াছেন। ইহাই ঋগ্বেদ দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত।

মুক্তিকোপনিষদে আছে, তিলেষু তৈলবৎ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ। ইহার অর্থ, তিলে যেমন তৈল নিহিত, তদ্রূপ চতুর্বেদে বেদান্ত তত্ত্ব সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত।

শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।১০) আছে, বামদেব স্বাত্মাকে ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন।—

অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবা ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জ্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেহহং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥
অহং ভূমিমদদামার্য্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবা যো অনুকেত মায়ন॥
অহং পুরো মন্দসানং বৈরং নব সাকং নবতীঃ শম্বরস্য।
শততমম্ বৈশ্যং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বম্ যদাবম্॥

এই মন্ত্রত্রয়ের ঋষি বামদেব ও বক্তা ইন্দ্র এবং ঋগ্বেদের ৪।২৬।১৫ সূক্তে উক্ত। ঋষি বামদেব তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সর্বাত্মের স্বানুভব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।—"আমি ইন্দ্র বা মনু বা সর্বমন্তা প্রজাপতি হইয়াছিলাম। আমি সর্বপ্রেরক সূর্য্য বা সবিতা। দীর্ঘতমার পুত্র মেধাবী কক্ষীবান ঋষিও আমিই। অর্জ্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিও আমি। ক্রান্তদর্শী উশনাখ্য ঋষিও আমি।" ইহার ভাবার্থ—পরমার্থ দৃষ্টিতে আমিই সমস্তরূপে বিরাজমান। হে জনগণ, আমাকে সর্বাত্মকরূপে দেখ এবং তোমরাও স্ব স্ব আত্মরূপ অনুভব কর।

"আমি ইন্দ্র বা আর্য্য মনুকে ভূমি (পৃথ্বী) দান করিয়াছিলাম। আমি হব্যদাতা যজমানকে শস্যাদি বৃদ্ধার্থ বৃষ্টিরূপ উদক প্রদান করিয়াছিলাম। আমি শব্দায়মান জলরাশি সর্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলাম। বহ্ন্যাদি দেবগণ মদীয় সংকল্পের অনুগত হন। যখন আমি যজ্ঞ অতিথি সংকারক রাজর্ষি দেবোদাসকে পালন করিয়াছিলাম, তখন আমি ইন্দ্ররূপে সোমপানে প্রমত্ত হইয়া শম্বরাসুরের ৯৯ পুর যুগপৎ

বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম এবং আমিই শততম পুর বৈশ্য দিবোদাসের জন্য প্রবেশার্হ করিয়াছিলাম।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বেদানুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "বাজসনেয়িশ্চ আমনন্তি। তদ্ যদিদমাহুঃ অমুং যজ, অমুং যজ ইতি একৈকং দেবম্। এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিঃ, এষ উহ্যেব সর্বে দেবা ইতি। অস্মাৎ সর্বৈরপি পরমেশ্বর এব ভূয়তে।" ইহার অর্থ—বাজসনেয় বেদশাখার অধ্যায়কগণ বলেন, ইহাকে যজন কর, ইহাকে পূজন কর। এই সকল যজন বা পূজন দ্বারা যে সকল দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থিত হয়, তাঁহারা সকলেই পরমেশ্বর কর্তৃক বিসৃষ্ট। সর্বযজ্ঞে সবহুত পরমেশ্বরের অর্চ্চনাই হইয়া থাকে। উক্ত মর্ম ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৬ মন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছে।—

ইদং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুঃ অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

অনুবাদ—বিপ্রগণ, মেধাবিগণ ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট আদিত্যকে ইন্দ্র ও মরণত্রাতা অহরভিমানী মিত্র, পাপ নিবারক রাত্র্যাভিমানী দেবতা বরুণ ও অঙ্গনাদি গুণ-বিশিষ্ট অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গতিশীল। বস্তুতঃ ইনি এক হইলেও দেবতা সচ্ছন্দ তত্ত্ববিৎ বিপ্রগণ বহুকার্য্য-কারণভেদে তাঁহাকে বহু নামে অভিহিত করেন। বৃষ্ট্যাদি কার্য্যভেদে তাঁহাকে বৈদ্যুৎ ও অগ্নি, নিয়ন্তা যম, বা অন্তরীক্ষে বহমান বায়ু বলেন। ব্রহ্ম হইতে সূর্য্য অনন্য, অভিন্ন বলিয়া তাঁহার সার্বাত্ম্য উক্ত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।৩) আছে, অগ্নি সর্বা দেবতা। ইহার অর্থ, অগ্নিই সর্বদেবরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই মন্ত্রবলে অগ্নির সার্বাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্র নিরুক্তে (৭।১৮) এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,: "ইমমেব অগ্নিং মহান্তমাত্মানং একমাত্মানং বহুধা মেধাবিনো বদন্তি ইন্দ্রং, মিত্রং বরুণমগ্নিং দিব্যং চ গরুত্মন্তম্। দিব্যো দিবিজো গরুত্মান্ গরণবান্ গুর্বাত্মা মহাত্মা ইতি বা।"

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তের বিংশতিতম মন্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার

অভেদ এইরূপে সুব্যক্ত হইয়াছে। এই মন্ত্র মুণ্ডক উপনিষদে ৩।১।১ মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত।—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

সায়ণাচার্য উক্ত ঋকের ভাষ্যে বলেন, এই শ্লোকে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্তুত হন। যেমন দুইটি সুপর্ণ সমানযোগ, সমানখ্যান একই বৃক্ষ আশ্রয় করে, তদ্রূপ সুপর্ণ স্থানীয় ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মা সমানযোগ। অত্র যোগ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। ইহার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার তাদাত্ম্য লক্ষিত। তন্মধ্যে এক পক্ষী পক্ব স্বাদু পিপ্পল আহার করে এবং অন্যটি পিপ্পলাহার না করিয়া উহাকে অনাসক্তভাবে দর্শন করে। জীবাত্মা স্বরূপতঃ পরমাত্মাই। ইহার অর্থ—উভয় আত্মা একস্বরূপ। ভাস্কর সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই পরমাত্মা নানা জীব আশ্রয়ণ হেতু জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। পূর্বোক্ত বৃত্তান্তে এই মত নিরস্ত হইল। প্রশ্ন উঠিতে পারে —সেই দ্বিষ্ট সম্বন্ধ পক্ষিদ্বয়েরই ভেদ অপেক্ষা করে। অতএব উভয়ের ঐকাত্ম্য কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তর—ঔপাধিক ভেদ বাস্তব অভেদ অপেক্ষাপূর্বক এখানে উল্লিখিত। এই হেতু উভয় পক্ষী পরস্পর সখাতুল্য বা সমানখ্যান, অন্যখ্যান নহে। সংশয় হইতে পারে, এক পক্ষী যাদৃশখ্যান অন্য পক্ষীরও তাদৃশখ্যান। এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ভেদ স্ফুট প্রতিভাত হয়। কিরূপে উভয়ের তাদাত্ম্য উক্ত হইল? ইহার উত্তর—এখানে পরস্পর দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক ভাব নাই। যাহার যাদৃশখ্যান পরমাত্মায় স্ফুরণ হেতু ঘটে, তাহাই জীবাত্মার খ্যান বলিয়া উভয় পক্ষী সখারূপে বর্ণিত। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐকাত্ম্য উপপন্ন, যুক্তিবলে প্রমাণিত। ইহার দ্বারা উভয়ের বাস্তব ভেদও নিরস্ত হইল। উভয় পক্ষী একই বৃক্ষ আশ্রয় করে— আশ্রয়ান্তরের অভাবে উভয়ের একাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত। বৃশ্চ্যতে ইতি বৃক্ষ, দেহ। উভয় আত্মা একই দেহে বাস করে। জীবের ভোগার্থ পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্ট মহাভূতসমূহের আরভ্যত্ব হেতু ও উহার উপলব্ধি স্থান হেতু উভয়েরই আশ্রয় অভিন্ন। বস্তুতঃ জীব ঈশ্বর হইলে কিরূপে সংসার ও শোক ঘটে? ইহার কারণ, অজ্ঞানজ

মোহ। আথর্বণিকগণ এই সন্দেহের নিবর্তক উত্তর মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।২) নিম্নোক্ত মন্ত্রে দিয়াছেন—

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ
অনিশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের অর্থ নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—"একই শরীরে পূর্ণপুরুষ পরমাত্মা নিগূঢ় হইয়া, স্বয়ংই ঈশ্বর হইয়া, মোহবশে মূঢ় হইয়া শোক করিতেছেন, 'আমি সংসারে কর্তা, সুখী, দুঃখী হইয়া জনম ও মরণ অনুভব করিতেছি। যখন জীব নিত্যতৃপ্ত সংসার ও শোকাতীত পরমেশ্বরকে দর্শন করে স্বানন্দরূপে, তখন দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা তাপত্রয়মুক্ত হইয়া আত্ম-মহিমা অনুভব করে। ইহার ফলে সর্বোপাধিবর্জিত পরমাত্মার সার্বাত্ম্য ও সর্বজ্ঞত্বাদি মহিমা প্রাপ্ত হয়। শুধু তদ্ভাবনায় অভিভূত হইয়া তন্মহিমা উপলব্ধি করে না; পরন্তু তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অতএব স্বরূপতঃ উভয় আত্মা অভিন্ন, অদ্বৈত। সুতরাং ইহা সিদ্ধ হইল যে, উভয়ের ভেদ মোহকৃত। ভেদানুভব দশায় লৌকিক বুদ্ধিতে বলা হয়, জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে। যাহা যাহার উপার্জিত, তাহা তাহার নিকট স্বাদু হয়। পরমাত্মা আপ্তকাম বলিয়া স্পৃহাভাবে কর্মফলে অনাসক্ত হন। মাণ্ডুক্য উপনিষৎকারিকায় (১।৯) উক্ত হইয়াছে গৌড়পাদ কর্তৃক, "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা?" ইহার অর্থ, আপ্তকাম মহাপুরুষের কি স্পৃহা থাকিতে পারে? সুতরাং ভেদবুদ্ধি অবাস্তব ও অভেদবুদ্ধি বাস্তব। নিরুক্তকার যাস্কও আলোচ্য বিষয়ে বলিয়াছেন, "দ্বৌ দ্বৌ প্রতিষ্ঠিতৌ সুকৃতৌ ধর্মকর্তারো।"

ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তে ৩৮ মন্ত্রে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে।—

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচিনাং বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ননি চিক্যুরন্যম্॥

অনুবাদ—নিত্য আত্মা অনিত্য দেহের সহিত এক স্থানে অবস্থান করে। উহা

অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া কখনও অধোলোকে, কখনও বা স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকে গমন করে। ইহলোকে বা পরলোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একত্রে বাস করে। পরমাত্মাই সূক্ষ্ম শরীররূপ উপাধিযুক্ত হইয়া নানাবিধ কর্ম করিয়া স্বকর্মফলভোগার্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া লোকান্তরে ভ্রমণ করে। মূঢ়গণ স্থূল দেহকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। কেহ কেহ সূক্ষ্ম শরীরকে ছায়ারূপে কিঞ্চিৎ অনুভব করে। বিবেকিগণ কেবল অনুমান করেন, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব রহিত দেহাতিরিক্ত কোন সত্বা বিদ্যমান। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহই দেহত্রয় ব্যতিরিক্ত আত্মস্বরূপ অবগত নহেন। অতএব আত্মজ্ঞান সুদুর্লভ।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৯০ সূক্তে সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ বিরাট পুরুষের স্বরূপ ও বিশ্বের সৃষ্টিক্রম বিবৃত আছে। এই সূক্তের নাম পুরুষ সূক্ত এবং ইহা ষোলটি শ্লোকের সমষ্টি। ইহার সর্বশেষ শ্লোকদ্বয় ব্যতীত অবশিষ্ট চৌদ্দ শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত ও সায়ণ ভাষ্য অনুসারে অনূদিত হইল। এই সূক্তের ঋষি নারায়ণ ও দেবতা অব্যক্ত মহদাদি বিলক্ষণ চেতন পুরুষ। উক্ত পুরুষ সম্বন্ধে কঠ উপনিষদে (৩।১১) আছে, "পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" অতএব ইনি ব্রহ্মপুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন।—

সহস্রশীর্ষ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাংগুলং ॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥২

সর্বপ্রাণি সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ডদেহ বিরাডাখ্য পুরুষ সহস্র-শীর্ষ। অত্র সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। তিনি অনন্ত-শিরোযুক্ত। সর্বপ্রাণীর শিরঃসমূহ তদ্দেহের অন্তঃপাতিত্বই তাঁহার সহস্র-শীর্ষত্ব। এইরূপে বিরাট পুরুষের সহস্রাক্ষিত্ব ও সহস্রপাদত্ব বুঝিতে হইবে। সেই বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড গোলকের সর্বদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়াও দশাঙ্গুল পরিমিত দেশ অতিক্রমপূর্বক বিরাজমান। দশাঙ্গুল শব্দের লক্ষ্যার্থ এই যে, ইনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সর্বস্থান পরিবেষ্টনপূর্বক অবস্থিত।

অনুবাদ—বিরাট পুরুষ অনন্তমস্তক, অনন্তনয়ন ও অনন্তপাদ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে

সর্বতোভাবে পরিবেষ্টনপূর্বক দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া বিরাজিত। এই দৃশ্য জগৎ বিরাট পুরুষের শরীর-স্বরূপ। অতীত এবং অনাগত জগৎও বিরাট পুরুষের শরীরস্বরূপ। ইনি অমৃতত্বের ঈশান, দেবত্বের স্বামী। প্রাণিগণের কর্মফল ভোগার্থ স্বকীয় কারণাবস্থা অতিক্রমপূর্বক ইনি দৃশ্যমান জগদবস্থা প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইহা তাঁহার বাস্তব স্বরূপ নহে।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥৩
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪

অতীত, বর্তমান, আগামী জগৎত্রয় এই বিরাট পুরুষের মহিমামাত্র, স্বকীয় সামর্থ্য-বিশেষ। ইহা তাঁহার বাস্তব স্বরূপ নহে। বস্তুতঃ তিনি এই মহিমা হইতেও অতিশয় অধিক। কালত্রয়বর্তী প্রাণিসমূহ তাঁহার একপাদ, চতুর্থাংশ। ইহার অবশিষ্ট পাদত্রয়, ত্রিচতুর্থাংশ অমৃতরূপে অবিনাশী স্বপ্রকাশ স্বরূপে বিরাজমান। এই ত্রিপাদ পুরুষ সংসাররহিত ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা অজ্ঞানের কার্যরূপ সংসারের বহির্ভূত ও ঐহিক গুণদোষে অস্পৃষ্ট হইয়া উৎকৃষ্ট স্বরূপে অবস্থিত। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৮।১) এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১) আছে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। উক্ত ব্রহ্মের একপাদ বা চতুর্থাংশ বা লেশমাত্র মায়ামধ্যে সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ আগমন করেন এবং যেন মায়াবদ্ধ হইয়া দেব-মনুষ্যাদি বিবিধরূপে ভোজনাদি ব্যাপার-যুক্ত চেতন ও তৎরহিত অচেতন সকল পদার্থকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন।

ঋগ্বেদীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে যে যজ্ঞতত্ত্ব উপদিষ্ট, তাহাই ঋগ্বেদীয় আরণ্যকে ও উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বে পরিণত। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যজ্ঞে ব্রহ্মদৃষ্টি করেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকে ইহাই সুব্যক্ত হইয়াছে।—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা॥ ২৪

ইহার অর্থ, ব্রহ্মবিৎ যজ্ঞে আহুতি দানের স্রুক-স্রবাদিকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। তিনি যজ্ঞীয় হব্য দ্রব্যকে ব্রহ্মরূপে দেখেন। তিনি যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞকারী ঋত্বিকবৃন্দেও

ব্রহ্মদৃষ্টি করেন এবং যজ্ঞক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দেখেন। এইরূপে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন বা ব্রহ্মকর্মে সমাহিত যাজ্ঞিক যজ্ঞফলরূপে ব্রহ্মজ্ঞানই প্রাপ্ত হন। তখন সমগ্র জীবন ব্রহ্মযজ্ঞে পরিণত হয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় (১০।৪২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" ইহাতে ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই প্রতিধ্বনিত।

তস্মাদ্‌বিরালজায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথোপুরঃ ॥ ৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ ॥ ৬

সেই আদি পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর উৎপন্ন হইল। সেই বিরাট দেহকে আশ্রয়পূর্বক তৎদেহাভিমানী পুরুষ জাত হইলেন এবং বিরাটের অতিরিক্ত দেবমনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিলেন। অথর্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে (২।১।৯) আছে, "স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়ানি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্য অমূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরন আস্তে মায়য়া এব।" এতএব ব্রহ্মের জীবদেহধারণ মায়িক। তৎপরে তিনি ভূমিকে ও জীবপুরসমূহকে সৃষ্টি করিলেন। জীবদেহ উৎপত্তির পরে বাহ্যদ্রব্য সৃষ্টির জন্য অন্য হব্যাভাবে পুরুষরূপকেই মনে মনে হবিঃরূপে কল্পনা করিয়া যখন দেবগণ পুরুষাখ্য হবিঃ দ্বারা মানস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, তখন সেই যজ্ঞে বসন্তকাল, ঘৃত; গ্রীষ্মকাল, সমিধ ও শরৎকাল পুরোডাশাদি হবিঃরূপে সংকল্পিত হইয়াছিল।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্ তাংশ্চক্রে ব্যায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮

অনুবাদ—সৃষ্টির অগ্রে জাত সেই যজ্ঞের সাধনভূত পশুভাবে কল্পিত পুরুষকে দেবগণ মানস যজ্ঞে প্রোক্ষিত করিয়াছিলেন। পুরুষরূপ পশু দ্বারা সৃষ্টি সাধনে সমর্থ

প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ এবং তদনুকূল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিবৃন্দ যজ্ঞসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যে যজ্ঞে সর্বাত্মক পুরুষ আহুত হইয়াছিলেন তাহা হইতে দধিমিশ্রিত আজ্য সমুৎপন্ন হইল। সেই যজ্ঞে দেবগণ বায়ব্য আরণ্য হরিণাদি ও গ্রাম্য পশুসমূহকে সৃষ্টি করিলেন। যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।২।১।৩) আছে, "বায়বঃ স্থেত্যাহ বায়ুর্বা অন্তরীক্ষস্য অধ্যক্ষাঃ। অন্তরীক্ষ দেবত্যাঃ খলু বৈ পশবঃ। বায়ব এবৈনান্ পরিদদাতি।"

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০

সেই সর্বভূত যজ্ঞ হইতে ঋক্‌সমূহ ও সামসমূহ উৎপন্ন হইল। সেই যজ্ঞ হইতে গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত ছন্দ এবং সমস্ত যজুর্মন্ত্র জাত হইল। সেই যজ্ঞ হইতে অশ্বসমূহ এবং অশ্বব্যতিরিক্ত ঊর্ধ্ব ও অধ উভয়-পঙক্তি দন্ত-বিশিষ্ট গর্দভ ও অশ্বতর প্রাণীসমূহ জাত হইল। সেই যজ্ঞ হইতে গো এবং ছাগ ও মেষ সকল জাত হইল।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরূপাদা উচ্যেতে ॥১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২

প্রজাপতির প্রাণস্বরূপ দেবগণ যখন বিরাট পুরুষকে সংকল্প দ্বারা বিভিন্নরূপে ভাবিয়াছিলেন, তখন কত প্রকারে তাঁহারা বিবিধ কল্পনা করিয়াছিলেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন, "প্রশ্নোত্তররূপে ব্রাহ্মণাদি সৃষ্টি বর্ণনকামনায় ব্রহ্মবাদিগণের প্রশ্নসমূহ উক্ত হইতেছে।" সেই বিরাট পুরুষের মুখ কি হইয়াছিল? তাঁহার বাহুদ্বয় এবং ঊরুদ্বয় এবং পাদদ্বয় কি কি হইয়াছিল? এই প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন এবং বাহুরূপে ক্ষত্রিয় নিষ্পাদিত হইলেন। ইঁহার ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। বিরাট পুরুষের মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় সপ্তম কাণ্ডে (১।১।৪) আছে, "স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত।"

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্‌বায়ুরজায়ত ॥১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পাদ্ভ্যাং ভূমি দিশঃ শ্রোত্রাং তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্‌ ॥১৪

প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র দেবতা, চক্ষু হইতে সূর্য্যদেবতা, মুখ হইতে ইন্দ্রদেব ও অগ্নিদেব এবং প্রাণ হইতে বায়ুদেব জাত হইলেন। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরীক্ষলোক, শীর্ষ হইতে দ্যুলোক, পাদদ্বয় হইতে ভূর্লোক (পৃথিবী) এবং শ্রোত্র হইতে দিকসমূহ উৎপন্ন হইল। এইরূপে দেবগণ সর্ব লোকের কল্পনা করিলেন।

সায়ণাচার্য্য উপনিষৎ বা গীতার ভাষ্য রচনা না করিলেও উল্লিখিত পুরুষ সূক্তের ভাষ্যে কঠ, তৈত্তিরীয় ও নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষৎ ও গীতাশাস্ত্রের বাক্যোদ্ধারপূর্বক অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নাসদীয় সূক্ত এবং দেবীসূক্তাদির ভাষ্যেও একই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তের নাম নাসদীয় সূক্ত। এই সূক্তের আদি শব্দ 'নাসৎ' বলিয়া ইহার নাম নাসদীয়। ইহার ঋষি পরমেষ্ঠী প্রজাপতি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি ইহার প্রতিপাদ্য হওয়ায় ইহাদের কর্তা পরমাত্মাই উক্ত সূক্তের দেবতা। ইহাতে প্রলয়াবস্থা নিরূপিত। কঠ ও মুণ্ডক উপনিষৎ, মনুসংহিতা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যোদ্ধারপূর্বক সায়ণাচার্য্য উহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহা সপ্ত মন্ত্রে সমাপ্ত। সায়ণভাষ্য অনুসারে সানুবাদ সপ্তমন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীৎ রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নভঃ কিমাসীদ্‌ গহনং গভীরং ॥১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং অস্মাদ্ধ্যান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥২

প্রলয়কালে জগতের মূল কারণ শশবিষানবৎ নিরুপাখ্য মায়া ছিল না; সৎ-শব্দবাচ্য মায়াও ছিল না। পাতালাদি পৃথিব্যান্ত রজোও ছিল না। এখানে রজঃ শব্দের অর্থ লোক। যাস্ককৃত নিরুক্তে (৪।১৯) আছে, "লোকা রজাংসি উচ্যন্তে।' তখন ব্যোমলোক ও তদূর্দ্ধ্বস্থিত স্বর্গাদিলোকও ছিল না। আবরণীয় চতুর্দ্দশ ভুবন না থাকায়

আবরক আকাশাদি পঞ্চভূত কোথায় অবস্থিত হইয়া তাহাকে আবরণ করিবে? তখন গহন গভীর অম্ভোরাশি বা কারণ-সমুদ্রও ছিল না। তখন মৃত্যুও ছিল না। কঠ উপনিষদে (২।২৫) আছে, মৃত্যু ব্রহ্মের উপসেচন, অন্নের উপকরণ শাকাদি-স্থানীয়। তখন অমৃত্যু বা অমরণও ছিল না; রাত্রি ও দিবার জ্ঞান ছিল না। কেবল সেই ব্রহ্ম বায়ুশূন্য প্রাণন-ক্রিয়া করিয়াছিলেন। স্বীয় মায়া সহ অবিভাগাপন্ন ছিলেন; মায়া-শবলিত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পরবর্তী সৃষ্টিকালে বিদ্যমান জগৎও ছিল না। নিখিল বিকারী জগৎ ব্রহ্মে উপসংহৃত ছিল।

তম আসীৎ তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং।।৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।।৪

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাবৃত ছিল। অজ্ঞান তুচ্ছকল্প সদসৎ-বিলক্ষণ ভাবমাত্র। ইহা কারণের সহিত একীভূত ছিল এবং সৃষ্টি-পর্য্যালোচনারূপ ঈশ্বরের তপস্যার মহিমায় উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৯) আছে, "যা সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" প্রাণীবর্গের অন্তঃকরণে পূর্বকল্পের কর্মফল সমবেত থাকায় বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্‌কালে পরমেশ্বরের মনে সিসৃক্ষা জন্মিয়াছিল। ত্রিকালজ্ঞ কবিগণ মনীষার দ্বারা বিচার করিয়া স্বদ্রূপে প্রতীয়মান জগতের হেতুভূত কর্মসমূহকে সদ্‌বিলক্ষণ অব্যাকৃত কারণে অবস্থিত দেখিয়াছিলেন।

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসনৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।।৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব।।৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমনৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।।৭

পূর্বোক্ত কাম, কর্ম ও অবিদ্যার যে রশ্মি সদৃশ কার্য্যবর্গ বিস্তৃত হইয়াছিল, তৎসমুদয়

কি প্রথমে মধ্যে ছিল, কিংবা অধোভাগে ছিল, কিংবা ঊর্দ্ধাভাগে ছিল? বিসৃষ্ট কার্যাবর্গের মধ্যে কতকগুলি কর্মের বীজভূত কর্তা ও ভোক্তা হইয়াছিল। অন্যান্য মহান্ বিয়দাদি ভোগ্যদ্রব্য হইয়াছিল। ভোগ্যদ্রব্য নিকৃষ্ট ছিল এবং ভোক্তৃবর্গ উৎকৃষ্ট ছিল। এই দৃশ্যমান বিবিধ সৃষ্টি কোন উপাদান কারণ এবং কোন নিমিত্ত কারণ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? এই তত্ত্ব কে সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন? ইহলোকে কেহই ইহা প্রকৃষ্টরূপে বলিতে পারে না। এই জগৎ-সৃষ্টির পরে দেবগণ জন্মিয়াছেন। সুতরাং কাহা হইতে এই জগৎ-সৃষ্টি হইল তাহা মনুষ্যগণ বা দেবগণ পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলিতে পারেন না। যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে গিরি, নদী, সমুদ্রাদি বিচিত্র সৃষ্টি আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাকে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ জানিতে পারে না। এই সৃষ্টিকে উপাদানভূত পরমাত্মা স্বয়ং নিমিত্ত হইয়া ধারণ করেন। পরব্যোমবৎ, নির্মল আকাশবৎ স্বতঃ স্বপ্রকাশ পরমাত্মায় এই বিসৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। তিনি এই ভূত-ভৌতিক জগতের অধ্যক্ষ, ঈশ্বর। এই জগৎতত্ত্ব তিনি ব্যতীত অন্য কেহ সম্যক্ জানেন না। স্রষ্টাই জ্ঞাতা, কর্তাই বেত্তা।

পুনা বৈদিক সংশোধন মণ্ডল কর্তৃক সায়ণ-ভাষ্য সম্বলিত ঋগ্বেদ সংহিতা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ উত্তমরূপে সংশোধিত ও সম্পাদিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভি. কে, রাজওয়াডে ইহাতে যে সংক্ষিপ্ত প্রাগ্বাণী লিখিয়াছেন, তাহাতে বলেন, "Rigveda is a work of real art, a mine of valuable information··· A vast literature must have preceded this first piece of literature of the world." ইহার অর্থ, ঋগ্বেদ প্রকৃত সাহিত্য পুস্তক, মূল্যবান তথ্যের খনি। পৃথিবীর এই প্রথম সাহিত্য-খণ্ডের পূর্বে বিশাল সাহিত্য নিশ্চয়ই রচিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত বেদজ্ঞ রাজওয়াডে প্রণীত Words in the Rigveds vol I নামক ইংরাজি পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, একই শব্দ ঋগ্বেদে বহু অর্থে ব্যবহৃত, অথচ উক্ত শব্দের সেই সব অর্থ অধুনা অজ্ঞাত। যেমন 'ন' শব্দ ঋগ্বেদে শুধু 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ঋগ্বেদে ইহার নানা অর্থ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই অর্থসমূহ এখন অপ্রচলিত।

মায়া তদ্রূপ একটী শব্দ। ঋগ্বেদে ইহা কখনও ভাল অর্থে দেবগণ সম্পর্কে, কখনও বা মন্দ অর্থে অসুরগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। ম্যাকডোনেল সাহেব তৎকৃত Vedic

Mythology পুস্তকে (১৪ পৃষ্ঠায়) বলেন, "ইহার যথার্থ ইংরাজি প্রতিশব্দ craft. আর craft শব্দের প্রাচীন অর্থ occult power, magic (যাদু)। পরবর্তী কালে উক্ত ইংরাজি শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে, এক দিকে Skilfulness, art এবং অন্য দিকে deceitful skill, wile." মায়াও ঋগ্বেদে প্রধানতঃ উক্ত দুই অর্থে প্রযুক্ত। মায়িনী শব্দ একবার মাত্র ঋগ্বেদে (৫.৮৮.১) পাওয়া যায়। এই ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

কদু প্রিয়ায় ধাম্নে মনামহে স্বক্ষত্রায় স্বযশসে মহে বয়ম্।
আমেনস্য রজসো যদভ্র আঁ অপো বৃণানা বিতনোতি মায়িনী॥

অনুবাদ—কখন আমরা স্বভূতবল স্বভূতান্ন সর্বপ্রিয় সর্বপূজ্য বৈদ্যুতাগ্নিকে স্তব করিব? এই অগ্নিদেবের মায়িনী শক্তি অপরিমিত নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্থিত মেঘোপরি উদকরাশি বিস্তারিত ও আচ্ছাদিত করেন।

ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য মায়িনী শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, মায়া ইতি প্রজ্ঞা নাম। মায়িনী প্রজ্ঞাবতী সতী। এই আগ্নেয়ী মায়িনী অগ্নিদেবের মায়াশক্তি। মায়া, মায়াঃ, মায়াম্, মায়য়া ও মায়াবীঃ প্রভৃতি বিবিধ মায়া শব্দ ঋগ্বেদের শতাধিক মন্ত্রে উল্লিখিত। মায়া তিন বার, মায়াঃ চব্বিশ বার, মায়াম্ তিন বার, মায়য়া উনিশ বার, মায়িন্ চৌত্রিশ বার ও মায়াবীঃ তের বার দৃষ্ট হয়। এই মায়া শব্দ অবলম্বনে পরবর্তী সময়ে বেদান্ত দর্শনে মায়াবাদ সমৃদ্ধ হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর প্রভুদত্ত শাস্ত্রী তৎপ্রণীত The Doctrine of Maya পুস্তকে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মায়াবাদ ঋগ্বেদেই সমুৎপন্ন ও পরিপুষ্ট।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে ৮৫ সূক্তের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ঋক্‌দ্বয়ে বরুণের মায়া উল্লিখিত। এই দুই ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ইমামূ ষাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্রবোচম্।
মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরীক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্য্যেণ॥
ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।
একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেনীরাসিঞ্চন্তী রবণয়ঃ সমুদ্রম্॥

অনুবাদ—ঋষি অত্রি বলিতেছেন, আমি অসুরঘাতক বিশ্রুতকীর্ত্তি বরুণদেবের মহতী মায়া ঘোষণা করিতেছি। বরুণ উক্ত মায়াবলে অন্তরীক্ষে থাকিয়া যেন

মানদণ্ড দ্বারা সূর্য্য কর্তৃক পৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে পরিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। প্রকৃষ্ট-প্রজ্ঞ দ্যোতমান বরুণের সর্বপ্রসিদ্ধা মহতী মায়াকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। এই বারুণী-মায়া-শক্তি হেতু গমনশীলা জলস্রাবী নদীসমূহ সর্বদা জলসেচন করিয়াও একটী সমুদ্রকে জলপূর্ণ করিতে পারে না। এইগুলি বরুণের মহৎকর্ম।

উভয় ঋক্-ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য মায়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বলেন এবং দ্বিতীয় ঋক্‌ব্যাখ্যান্তে মন্তব্য করেন, "অত্র অন্তরীক্ষ বিস্তারাদি সমুদ্রাপূরণ পর্য্যন্তং কর্ম পরমেশ্বরস্যৈব উচিতং ন বাচ্যং, তস্য বরুণাদিরূপাবস্থানাৎ। এষ ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতে।" ইহার অর্থ, এখানে আকাশ বিস্তারাদি সমুদ্রের অপূরণ পর্য্যন্ত মহৎ কর্ম পরমেশ্বরেরই উচিত—ইহা বক্তব্য নহে; পরমেশ্বরের বরুণাদিরূপে অবস্থানহেতু। শ্রুতিতে আছে, ইনি (বরুণ) ব্রহ্ম। সুতরাং সায়ণ ভাষ্য অনুসারে ব্রহ্মবাদ বা মায়াবাদ ঋগ্বেদেই সংবর্ধিত।

মায়য়া শব্দ ঋগ্বেদের ৮।৪১।৩ এবং ৯।৭৩।৯ মন্ত্রদ্বয়ে উল্লিখিত। প্রথম ঋকে আছে।—

স ক্ষপঃ পরিষস্বজে ন্যুস্রো মায়য়া দধে স বিশ্বং পরিদর্শতঃ।
তস্য বেণীরনু ব্রতমুষস্তিস্রো অবর্ধয়ন্নভন্তামন্যকে সমে॥

অনুবাদ—ঋষি নাভাক বলিতেছেন, সেই বরুণ রাত্রিতে অধিষ্ঠিত এবং দিবাতেও তিনি দর্শনীয় ও উৎসরণশীল দেবতা হইয়া মায়া দ্বারা বিশ্ব ধারণ করেন। তৎকর্ম্ম কামনাকারী প্রজাবৃন্দ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে অনুবর্দ্ধিত হয়।

সায়ণাচার্য্য উক্ত ঋকের ব্যাখ্যায় মায়া শব্দের অর্থ দিয়াছেন কর্ম। দেবতা বরুণ কর্মবলে বিশ্বধারী। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের ৭৩ সূক্তের নবম ঋকে আছে—

ঋতস্য তন্তুর্বিততঃ পবিত্র আ জিহ্বায়া অগ্রে বরুণস্য মায়য়া।
ধীরাশ্চিত্তৎ সমিনক্ষন্ত আশতাত্রা কর্তমব পদাত্য প্রভুঃ॥

অনুবাদ—ঋষি আঙ্গিরস পবিত্র বলেন, ঋত-তন্তু (যজ্ঞ-সূত্র, সোমরস) অবিবালময় দশাপবিত্রে বিস্তৃত ও বরুণের জিহ্বাগ্রে মায়া দ্বারা আস্থিত। বরুণের জিহ্বাগ্রে যে উদক অবস্থিত তাহাতে যজ্ঞীয় সোম বিরাজিত। ধীরচিত্ত যজ্ঞপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ

স্তুতি বা হবিঃ দ্বারা বরুণের জিহ্বাগ্রস্থান প্রাপ্ত হন। যিনি যজ্ঞে অক্ষম, তিনি ইহলোক হইতে নরকে পতিত হন, ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন না।

উক্ত ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য মায়ার অর্থ কর্ম করিয়াছেন। মায়া বা কর্ম বলে বরুণ জিহ্বাগ্রে সোমরস ধারণ করেন। ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে, মিত্র ও বরুণের মহীমায়া সর্বত্র প্রকাশিত এবং দেবগণের শক্তি স্বর্গে সংস্থিত। ঋগ্বেদের আট নয় স্থানে ইন্দ্রের মায়া উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৭।৫ মন্ত্রে আছে, ইন্দ্রদেব মায়াবলে গিরিসমূহকে সুদৃঢ়, নদীসমূহকে প্রবাহিত, পৃথিবীকে প্রতিষ্ঠিত এবং আকাশকে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সপ্তম মণ্ডলের ৪৭।১৮ ঋক্ মন্ত্রে আছে, 'ইন্দ্রো মায়াভি, পুরুরূপম্ ঈয়তে।' ইহার অর্থ, ইন্দ্রদেব মায়াবলে বহুরূপ ধারণে সমর্থ। অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতি দেবগণেরও অলৌকিকী মায়াশক্তি বিদ্যমান। দ্বেষী দস্যু, মায়াবী দানব এবং স্বর্ভানু, শুষ্ণ ও সপ্তথাদির শক্তিও মায়া নামে অভিহিত। চতুর্থ মণ্ডলের ৩০।২১ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দাভিতির নিমিত্ত ইন্দ্রদেব মায়াবলে দশ সহস্র দাসকে নিদ্রামগ্ন করেন। দশম মণ্ডলের ৫৪।২ মন্ত্রে আছে, 'মায়েৎ সা তে যানি যুদ্ধান্যাহুঃ।' আশ্চর্যের বিষয়, এই মন্ত্রাংশের অর্থ, যাহাকে লোকে ইন্দ্রের যুদ্ধ বলে তাহা মায়া বা মিথ্যা। অতএব মায়া শব্দ এখানে মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত। তৃতীয় মণ্ডলের ৬১।৭ মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ বলেন, মিত্রস্য বরুণস্য মায়া প্রভারূপা সতী। দ্বিতীয় মণ্ডলের ১৭।৫ মন্ত্রের ভাষ্যে তিনি বলেন, মায়য়া প্রজ্ঞয়া। অন্য অন্য স্থানে তিনি মায়া শব্দের এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মায়য়া স্বকীয়য়া শক্ত্যা, মায়য়া কর্মণা প্রজ্ঞয়া বা, মায়য়া কর্ম বিষয়াভিজ্ঞানেন, মায়য়া ত্রিগুণাত্মিকয়া, মায়াভিঃ তৎপ্রতিকূল কপটবিশেষৈঃ মায়াভিঃ জয়োপায়জ্ঞানৈঃ এবং মায়াভিঃ বঞ্চনাভিঃ বুদ্ধিবিশেষৈঃ। পঞ্চম মণ্ডলের ৮৫।৫ মন্ত্রে আছে, মহীং মায়াং বরুণস্য। ইহার ভাষ্যে সায়ণ বলেন, "মায়াং প্রজ্ঞাং। কৈদা মায়েতি সোচ্যতে। যো বরুণো অন্তরীক্ষে তস্থিবান্ তিষ্ঠন্ মানেনেব দণ্ডেনেব সূর্য্যেণ পৃথিবীং অন্তরীক্ষং বিমমে পরিচ্ছিনত্তি তস্যৈবা মায়া।" সুতরাং সায়ণের মতে মায়া শব্দের অর্থ, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞান, স্বকীয়া শক্তি, কপট বিশেষ ইত্যাদি। ঋগ্বেদে দেবশক্তি ও অসুরশক্তি উভয়কেই মায়া বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২৫ সূক্তের নাম দেবী সূক্ত। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের শেষে এই সূক্ত পঠিত হয়। ইহা অষ্ট ঋকে সমাপ্ত। মহর্ষি অম্ভৃণের দুহিতা বাক্

নাম্নী ব্রহ্ম-বিদুষী স্বাত্মাকে এই সূক্তে স্তব করিয়াছেন। অতএব তিনিই ইহার ঋষি ও সচ্চিৎসুখাত্মক সর্বগত পরামাত্মা দেবতা। সেই দেবতার সহিত ব্রহ্ম-বিদুষী বাক্ তাদাত্ম্য অনুভবান্তে জানিলেন, সর্বজগৎরূপ সর্বাধিষ্ঠানরূপ এই সমস্তই শক্তিরূপে আমি। এই মর্মে তিনি স্বাত্মাস্তুতি করেন। সায়ণ ভাষ্য অনুসারে দেবীসূক্তের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামাহম্
আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহম্
ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২

আমি জগৎকারণ ব্রহ্মরূপে একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য ও সর্বদেবতা হইয়া বিচরণ করি। ব্রহ্মীভূতা আমি মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনী কুমার যুগলকে ধারণ করি। যেমন শুক্তিতে রজত অধ্যস্ত হয়, তদ্রূপ এই সর্বজগৎ আমাতে অধ্যস্ত হইয়া দৃশ্যমান এবং মায়া জগদাকারে বিবর্তিত হইতেছে। তাদৃশী মায়ার আধারহেতু অসঙ্গ ব্রহ্ম হইতেও জগৎ বিবর্তিত হইয়াছে। আমিই দেবতাত্মা সোমকে, ত্বষ্টাদেবকে এবং পূষা ও ভগ নামক সূর্যদ্বয়কে ধারণ করি। প্রচুর হবির্ময় উপযুক্ত হব্য দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধক এবং বিধিপূর্বক সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্য যজ্ঞফলরূপ ধনাদি আমিই বিধান করি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

আমিই সমস্ত জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনদাত্রী ও ব্রহ্মশক্তি। সাক্ষাৎ কর্তব্য পরব্রহ্মকে আমি স্বাত্মারূপে উপলব্ধি করিয়াছি। অতএব আমি যজ্ঞার্হগণের মধ্যে সর্বপ্রথমা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহু ভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজমানগণ নানাভাবে আরাধনা করেন। আমি বৈশ্বরূপ্য প্রাপ্ত বলিয়া দেবগণ বা নরগণ যে যজনাদি করেন, তাহা আমাকেই করেন। আমার ভোক্তৃশক্তিতে সর্বপ্রাণী আহার ও দর্শন করে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে এবং ব্রহ্মবিষয় শ্রবণ করে। আমার অন্তর্যামিনী রূপ অবগত না হইয়া লোকে জন্ম-মরণাদি ক্লেশ ভোগ করে; কারণ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জন্ম মৃত্যুরূপ সংসৃতি হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না। হে বিশ্রুত, আমি তোমাকে ব্রহ্মাত্মক বস্তু উপদেশ করিব।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্। ৫

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬

ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং মনষ্যগণ কর্তৃক সেবিত ব্রহ্মাত্মক বস্তু আমি স্বয়ং উপদেশ করিতেছি। ব্রহ্মাত্মিকা আমি যে পুরুষকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সর্বাধিক করি। আমি কাহাকেও স্রষ্টা ব্রহ্মা করি, কাহাকেও বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বদর্শী ঋষি করি, কাহাকেও বা শোভনপ্রজ্ঞ করি। পুরাকালে ত্রিপুরবিজয় সময়ে রুদ্রের ধনুকে

আমিই জ্যাযুক্ত করি। ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা হিংসক ত্রিপুরবাসী অসুরবধার্থ স্তোতৃগণের নিমিত্ত আমিই সংগ্রাম করি এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে অন্তর্যামীরূপেও আমি প্রবিষ্ট।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥৭

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ
তাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮

আমিই পিতা দ্যুলোককে প্রসব করিয়াছি সর্বাধার পরমাত্মার ঊর্ধ্ব। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৭।৫।৪) আছে, দ্যৌঃ পিতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৮।১) আছে, আত্মনঃ আকাশ সম্ভূতঃ। যেমন তন্তুসমূহে পট বিদ্যমান, তদ্রূপ বিয়দাদি কার্যজাত সর্ববস্তুতে কারণভুত পরমাত্মা বর্তমান। বুদ্ধিমধ্যে অবস্থিত বুদ্ধিচৈতন্যই আমার বাস্তব কারণ স্বরূপ। আমিই ভূরাদি সপ্তলোকে ব্রহ্মরূপে বিরাজিতা। মদীয় কারণভূত মায়াত্মক দেহদ্বারা আমি কৃৎস্ন বিকার জাতকে স্পর্শ করি; অথবা সমুদ্র মধ্যে আমার কারণভূত অম্ভৃণাখ্য ঋষি অবস্থিত। আমি কারণাত্মিকা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত। আমি বায়ুবৎ স্বচ্ছন্দে সর্বলোকের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করি। যদিও স্বরূপতঃ আমি আকাশাতীত ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বস্থিত অসঙ্গ ব্রহ্মরূপা, তথাপি স্বমহিমায় আমি এই সুমহৎ জগৎরূপ ধারণ করিয়াছি।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তের নাম আনোভদ্রীয় বা বিশ্বদেব সূক্ত। ইহা দশ ঋকে সমাপ্ত। ইহার ঋষি গোতম এবং দেবতা বিশ্বদেব। ঐতরেয় আরণ্যকে (৫।৩।২) ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইহার উপর শাকল্য, ভেংকট মাধব, স্কন্দস্বামী, মহীধর, সায়ণ, উবট ও হরদত্ত কৃত ভাষ্য-টীকাদি পাওয়া যায়। উল্লিখিত ভাষ্যটীকা সমূহ সম্বলিত ইহার একটি সুন্দর ইংরজী অনুবাদ পণ্ডিত শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কর্তৃক ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ সহ এই সূক্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

আনো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোহদব্ধাসো
অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবা নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্ন প্রায়ুবো
রক্ষিতারো দিবে দিবে ॥ ১

দেবানাং ভদ্রা সুমতি র্ঋজূয়তাং দেবানাং
রাতিরভি নো নিবর্ততাং।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ
প্রতিরন্তু জীবসে ॥ ২

আমাদের নিকট ভদ্রতম নিরুপদ্রুত অপ্রতিরুদ্ধ শত্রুনাশক অগ্নিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞ সর্বদিক হইতে আগমন করুক। উক্ত রূপে প্রতিদিন রক্ষাকারী দেবগণ রক্ষিতব্যকে বর্জন না করিয়া সর্বদাই আমাদের বর্ধনার্থ মঙ্গলার্থী হউন। যে যজমানগণ ঋজুমার্গ অনুসরণ করেন, তাঁহাদের বাঞ্ছাকারী দেবগণের সুভদ্রা সুমতি আমাদের লাভ হউক। দেবগণের দানাদি আমাদের প্রতি নিরন্তর বর্তমান থাকুক। আমরা যেন দেবগণের চির সখ্য প্রাপ্ত হই। দেবগণ আমাদের আয়ুবৃদ্ধি করুন।

তান্ পূর্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং ভগং
মিত্রমদিতিং দক্ষমস্রিধং।
অর্যমনং বরুণং সোমমশ্বিনা সরস্বতী নঃ
সুভগং ময়স্করৎ।।৩

তন্নো বাতো ময়োভূ বাতু ভেষজং তন্মাতা
পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।
তদ্গ্রাবাণঃ সোমসুতো ময়োভুবস্তদশ্বিনা
শৃণুতং ধিষ্ণ্যা যুবং ॥ ৪

আমরা সেই দেবগণকে পূর্বতন বেদমন্ত্রে আহ্বান করি। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম

ভজনীয় ভগদেবকে, অহরাভিমানী দেবতা মিত্রকে, দেবমাতা অদিতিকে, নির্মাণসমর্থ প্রজাপতি দক্ষকে, সদা একরূপে বর্তমান মরুৎগণকে, অরিগণের শাসনকারী অর্যমাকে, রাত্র্যভিমানী দেবতা বরুণকে, চন্দ্র ও সোমের অধিষ্ঠাতা সোমদেবকে ও অশ্বিনীকুমার-যুগলকে আমরা আহ্বান করি। সুভগা সরস্বতী আমাদিগের জন্য সুখবিধান করুন। বায়ুদেব সেই সুখসাধক ভেষজ আমাদিগকে দান করুন। মাতা পৃথিবী ও পিতা দ্যুলোক উক্ত ঔষধ দান করুন। সোমরস নিঃসারক সুখবিধায়ক প্রস্তরসমূহও সেই ঔষধ দান করুন। সোমরস নিঃসারক সুখবিধায়ক প্রস্তরসমূহও সেই ঔষধ দান করুন। হে বুদ্ধিগম্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উক্ত ঔষধের কথা শ্রবণ করুন।

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ংজিন্বমবসে হূমহে বয়ম্।
পূষা নো যথা বেদসামসদ্বৃধে রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥৫

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥৬

স্থাবর ও জঙ্গম জগতের অধিপতি সৎকর্ম দ্বারা প্রীণয়িতব্য ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেবকে আমরা আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করি। পুষ্টিবিধায়ক পূষা দেবতা যেমন আমাদের ধন-সমূহের স্বস্তির নিমিত্ত রক্ষক হন, তদ্রূপ অহিংসিত ভাবে তিনি সর্বদা আমাদের পালন করুন। প্রভূতরূপে স্তুত ইন্দ্রদেব আমাদের স্বস্তিবিধান করুন। সর্বজ্ঞানাধার উষাদেবী আমাদের স্বস্তি বিধান করুন। অরিষ্টনেমি গরুত্মান্ আমাদের স্বস্তি বিধান করুন। দেবপালক বৃহস্পতি আমাদের স্বস্তি বিধান করুন।

পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নিমাতরঃ শুভং যাবানো বিদথেষু জগ্মযঃ।
অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সুরচক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসাগমন্নিহ ॥৭

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ৮

যাহাদের অশ্ব বা মৃগী শ্বেত বিন্দুযুক্ত, যাহাদের মাতা পৃশ্নি বা নানাবর্ণ যুক্ত গাভী, যাহারা সুগতিশীল ও যজ্ঞসমূহে গমনকারী ও অগ্নির জিহ্বায় বর্তমান ও সকলের মননকারী ও সূর্য্যবৎ দীপ্তিশালী, সেই মরুৎদেবগণ এইকালে আমাদের রক্ষণার্থ

আগমন করুন। হে দেবগণ, কর্ণসমূহে ভদ্রবাক্য শ্রবণে আমাদিকে সমর্থ করুন। হে যজনীয়বৃন্দ, চক্ষুসমূহ দ্বারা আমাদিগকে শুভ দ্রব্য দর্শনে সমর্থ করুন। হস্তপদাদি স্থির অঙ্গ ও তনু সহ যুক্ত হইয়া আমরা আপনাদের স্তব পরায়ণ ও দেবকর্মে রত হইয়া আয়ুঃকাল প্রাপ্ত হইব।

শতমিন্ন শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম্।
পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গংতো ॥৯
অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পংচজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বং ॥১০

হে দেবগণ, যদবস্থায় আমাদের তনূসমূহকে আপনারা জরাগ্রস্ত করেন ও পুত্রগণ আমাদের রক্ষক হয়, ঈদৃশ দশাপন্ন আমাদিগকে শত শরৎকাল আয়ুদান করুন। আমাদের নির্দিষ্ট আয়ু সমাপ্ত হইবার পূর্বে মধ্যকালে আমাদের প্রতি বিরূপ হইবেন না। দেবমাতা অদিতি স্বর্গ, অদিতি অন্তরিক্ষ, অদিতি জগন্মাতা, অদিতি পিতা, অদিতি পুত্র ও অদিতি দেবগণ। সমস্ত গন্ধর্ব, পিতৃগণ, দেব, অসুর ও রাক্ষস অদিতি। জন্ম ও অদিতি, জন্মাধিকরণ ও অদিতি। এইরূপে অদিতি সর্ব-জগদাত্মা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৯১ বা সর্বশেষ সূক্তের নাম সংজ্ঞানসূক্ত। চরণব্যূহ শাখার ভাষ্য অনুসারে সংজ্ঞানসূক্ত বাস্কলশাখার শেষসূক্ত এবং ১৫ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত ঋগ্বেদের পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, ইহাতে ১৫ শ্লোক আছে; বস্তুতঃ ইহা তিনটি ভিন্ন সূক্তের সমষ্টি। খিলানুক্রমণী ও বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে (৮।৮৩-৭) উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত। ঋগ্বিধান গ্রন্থেও (৫।১২৬-৭) ইহাই দৃষ্ট হয়। ঋগ্বিধান লবপুরের পণ্ডিত জগদীশ শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রাপিত। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মাণীর ব্রেসলাউ সহর হইতে ডক্টর জে, স্কেফটেলাভিজ কাশ্মীর দেশে সারদালিপিতে লিখিত ঋগ্বেদের খিলগ্রন্থ সম্বন্ধে যে জার্মাণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মতে সংজ্ঞান সূক্তের সহিত অন্য দুই সূক্ত পরবর্তী কালে সংযোজিত। আমরা নিম্নে সংজ্ঞান সূক্তের সর্বশেষ শ্লোকত্রয় অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিলাম।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতি. সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।২
সমানী ব আকূতিঃ সামানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ।।৩

এই সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দার পুত্র অঘমর্ষণ রাত্রাদিরূপ দেবতা। সায়ণভাষ্য অনুসারে ইহার ভাবার্থ বিবৃত হইল।—"হে শ্রোতৃবৃন্দ, তোমরা সকলে সংযুক্ত হও, একবাক্য উচ্চারণ কর। তোমাদের মনসমূহ সমভাবে পরস্পর বিজ্ঞাত হউক। পূর্বকালে দেবগণ যেরূপ ঐক্যমত প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমরাও সম্মিলিত হইয়া ধনাদি সম্ভোগ কর। হে যজমানগণ, তোমাদের মন্ত্র বা স্তুতি সমান হউক এবং তোমাদের প্রাপ্তি সমান হউক। তোমাদের মনসমূহ একবিধ হউক। তোমাদের চিত্ত এক লক্ষ্যে একীভূত হউক। আমিও তোমাদের সমান মন্ত্রকে ঐক্য বিধানার্থ সংস্কার করি। তোমাদের চরু-পুরোডাশাদি হব্যদ্রব্য দ্বারা আমি আহুতি দান করি। হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ, তোমাদের সংকল্প সমান হউক। তোমাদের হৃদয়সমূহ সমরূপ প্রাপ্ত হউক। তোমাদের মন সমান হউক এবং তোমাদের শুভ ঐক্য স্থায়ী হউক।" ইহাই ঋগ্বেদের শেষ সূক্ত ও শ্রেষ্ঠ উক্তি। হরি ওঁম্॥

———

শান্তি-পাঠ

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।
আবিরাবীর্ম এধি। বেদস্য ম আণীস্থঃ, শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ॥
অনেনাধীতেন অহোরাত্রান্ সন্দধামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্
অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

অন্বয়ার্থ—বাক্ (বাক্য) মে (আমার) মনসি (মনে) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হউক), মনো (মন) মে (আমার) বাচি (বাক্যে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত হউক)। মে (আমার নিকট) আবিঃ আবিঃ (আবির্ভূত) এধি (হউন)। মে (আমার নিকট) বেদস্য (বেদের) আণীস্থঃ (আনয়ন কর), শ্রুতং (শ্রুত বেদ) মে (আমার গুরুমুখে) মা (না) প্রহাসীঃ (বিস্মৃত হইও)। অনেন (এই) অধীতেন (অধীত বেদাংশ দ্বারা) অহোরাত্রান্ (দিবা ও রাত্রি সমূহ) সন্দধামি (সংযুক্ত করিব) ঋতং (বাচিক সত্য) বদিষ্যামি (আমি বলিব)। সত্যং (মানস সত্য) বদিষ্যামি (বলিব, ভাবিব)। তৎ (তাহা, সেই ব্রহ্ম) মাম্ (আমাকে) অবতু (রক্ষা করুন), তৎ (তাহা, সেই ব্রহ্ম) বক্তারম্ (বক্তাকে, গুরুকে) অবতু (রক্ষা করুন) অবতু (রক্ষা করুন) মাম্ (আমাকে), অবতু (রক্ষা করুন) বক্তারম্ (বক্তাকে)। অবতু (রক্ষা করুন) বক্তারম্ (বক্তাকে) শান্তিঃ (শান্তি) শান্তিঃ (শান্তি) শান্তিঃ (শান্তি) হউক॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মণ, বেদপাঠে প্রবৃত্ত আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমার বাক্য ও মন, পরস্পর সমৃদ্ধ হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মণ, আপনি আমার নিকট আবির্ভূত হউন। হে বাক্য ও মন, তোমরা আমার নিকট বেদ আনয়ন কর। (বাক্যেও মনে আমি যেন বেদ ও বেদার্থ ধারণ করি)। হে মন, আমার গুরুমুখে শ্রুত

বেদ ও তদর্থ ভুলিও না। এই বেদপাঠ দ্বারা আমি যেন সমস্ত দিবা ও রাত্রিকে সংবদ্ধ করিতে পারি। (দিবারাত্রি আমি যেন বেদপাঠে নিমগ্ন থাকি)। আমি বাচিক সত্য বলিব, আমি মানস সত্য ভাবিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, আমার গুরুকেও রক্ষা করুন। আমাদের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্ত হউক।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥১
মধু নক্তমুতোষসোঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দৌরস্তু নঃ পিতা ॥২
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥৩
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥৪

ঋগ্বেদ ১।৯ ৬-৯

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের প্রতি বায়ুসমূহ মধুর হয় ও সিন্ধুসমূহ (নদীসমূহ) মধুময় রস ক্ষরণ করে। ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মধুময় হউক।১

রাত্রি ও উষা (দিবসসমূহ) মধুময় হউক, পার্থিব রজ (পৃথ্বীলোক) মধুময় (শান্তিময়) হউক। বৃষ্টিদানে পালনকারী দ্যুলোক মধুযুক্ত হউক। বনদেবতা বৃক্ষদ্বারা আমাদিগকে মিষ্টফল দান করুন। দিবাকর সূর্য্যদেব আনন্দদায়ক হউন ও গাভীসমূহ আমাদের নিকট সুখপ্রদ হউক।৩

মিত্রদেব আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন। বরুণদেব আমাদের প্রতি শান্তিপ্রদ হউন। সূর্যদেব আমাদের প্রতি সুখকর হউন। আমাদের প্রতি দেবতাপালক ইন্দ্র সুখদায়ক হউন এবং বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারী বিষ্ণুদেব আমাদের প্রতি মঙ্গলদায়ক হউন।

ওঁ

ঋগ্বেদ

প্রথম মণ্ডল ঃ প্রথম অষ্টক ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ

প্রথম সূক্ত*

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ হোতারং রত্ন ধাতমম্ ॥১

সায়ণাচার্য বিরচিত ভাষ্য। অগ্নি নামকং দেবম্ ঈলে স্তৌমি। ঈড স্তুতৌ ইতি ধাতুঃ।

মন্ত্রস্য হোত্রা প্রয়োজ্যত্বাদহং হোতা স্তৌমীতি লভ্যতে। কীদৃশমগ্নিম্। যজ্ঞস্য পুরোহিতম্। যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্তদভীষ্টং সংপাদয়তি, তথাগ্নিরপি যজ্ঞস্যাপেক্ষিতং হোমং সংপাদয়তি। যদ্বা যজ্ঞস্য সংবন্ধিনি পূর্বভাগে আবহনীয়রূপেণাবস্থিতম্। অথবা 'যজ্ঞস্য দেবমিতি সংবন্ধঃ। যজ্ঞস্য প্রকাশকমিত্যর্থঃ। পুরোহিতমিতি পৃথগ্বিশেষণম্' ইত্যধিকং অবস্থিতম্ ইত্যস্যানন্তরম্। পুনঃ কীদৃশম্। দেবম্ দানাদিগুণ-যুক্তম্। পুনঃ কীদৃশম্। হোতারম্ ঋত্বিজম্। দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃ নামক ঋত্বিগগ্নিরেব। অথবা ঋত্বিজং ঋত্বিক্ বৎ যজ্ঞ নির্বাহকম্। হোতারং দেবানামাহ্বাতরম্। তথা চ শ্রূয়তে—অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১৪) ইতি। পুনমপি কীদৃশম্। রত্নধাতমং যাগফলরূপাণাং রত্নানামতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা। যাগফলরূপাণাং রত্নানাং রমনীয়ানাং ধনানাং বা অতিশয়েন দাতারং ধারয়িতারং বা ইত্যধিকম্। অত্রাগ্নি শব্দস্য যাস্কো বহুধা নির্বচনং দর্শয়তি—তত্র পৃথিবীলোকে স্থিতোঽগ্নিঃ প্রথমং ব্যাখ্যায়তে। কস্মাৎ প্রবৃত্তিনিমিত্তাদগ্নি শব্দেন দেবতাভিধীয়ত ইতি প্রশ্নস্য অগ্রণীঃ ইত্যাদিকমুত্তরম্। দেবসেনামগ্রে স্বয়ং নয়তীত্যগ্রণীঃ। এতদেক অগ্নিশব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। তথা চ ব্রাহ্মণান্তরম্ 'অগ্নির্দেবানাং সেনানীঃ' ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্য বহবৃচা মন্ত্র ব্রাহ্মণে আমনন্তি-'অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাম্ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৪), ইতি মন্ত্রঃ। 'অগ্নির্বৈঃদেবানামবমঃ' (ঐত ব্রা ১।১) ইতি ব্রাহ্মণম্। তথা তৈত্তিরীয়াশ্চামনন্তি-'অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতা-নাম্' (তৈ ব্রা ২।৪।৩।৩) ইতি। 'অগ্নিরবমো দেবতানাম্ ইতি চ। বাজসনেয়িনস্তে-

* এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা, দেবতা অগ্নি ও ছন্দ গায়ত্রী। এই সূক্ত আগ্নেয় সূত্র নামে প্রসিদ্ধ।

বদানমন্তি 'স বা এষোঽগ্রে দেবতানামজায়ত তস্মাদগ্নির্নাম ইতি। যজ্ঞেষু অগ্নিহোত্রেষ্টি-পশুসোমরূপেষু অগ্রং পূর্বদিগবর্ত্যাহ বনীয় দেশং প্রতি গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে ইতি দ্বিতীয়ং প্রবৃত্তি নিমিত্তম্। সংনমমানঃ সম্যক্ স্বয়মেব প্রহ্বীভবন অঙ্গং স্বকীয়ং শরীরং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিষ্পাকে চ প্রেরয়তীতি তৃতীয়ং প্রবৃত্তি নিমিত্তম্। শাকপূণি নামকো নিরুক্তকারো ধাতু ত্রয়াদগ্নি শব্দ নিষ্পত্তিং মন্যতে। ..অগ্নিশব্দো হি অকারগকারনি শব্দানপেক্ষমাণঃ এতিধাতোরুৎপন্নাৎ অয়নশব্দাৎ অকারমাদত্তে। অনক্তিধাতুগতস্য ককারস্য গকারাদেশং কৃত্বা তমাদত্তে। যদ্বা দহতি ধাতুজন্যাৎ দগ্ধশব্দাৎ গকার-মাদত্তে। নীঃ ইতি নয়তি ধাতুঃ। স চ হ্রস্বো ভূত্বা পরোভবতি। ততো ধাতুত্রয়ং মিলিত্বা অগ্নিশব্দো ভবতি। যজ্ঞভূমিং গত্বা স্বকীয়মঙ্গং নয়তি কাষ্ঠদাহে হবিষ্পাকে চ প্রেরয়তীতি সমুদায়ার্থঃ। তস্য অগ্নিশব্দার্থস্য দেবতা বিশেষস্য প্রাধান্যেন স্তুতি প্রদর্শনায়ৈষা 'অগ্নিমীলে' ইতি ঋক ভবতীতি। তামেতাং ঋচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাত-বান্-'অগ্নিমীলেঽগ্নিং যাচামীলিরধ্যেষণা কর্মা পূজা কর্মা বা পুরোহিতো ব্যাখ্যাতো যজ্ঞস্য দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা হোতারং হ্বাতারং জুহোতেহোঁতেত্যৌর্ণ-বাভো রত্ন ধাতমম্ রমনীয়ানাং ধনানাং দাতৃতমম্ (নিরু ৭।১৫) ইতি। ঈডতি ধাতোঃ স্তুত্যর্থত্বং প্রসিদ্ধম্। পুরোহিত শব্দো দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে 'যদ্দেবাপিঃ শতংনবে পুরোহিতঃ' ইত্যেতাং ঋচমুদাহৃত্য 'পুর এনং দধতি' (নিরু ২।১২) ইতি ব্যাখ্যাতঃ। তৈত্তিরীয়াশ্চ পৌরোহিত্যে স্পর্ধমানস্য পশ্বনুষ্ঠানং বিধায় তৎফলত্বেন 'পুর এনং দধতে (তৈ ন ২।১।২।৯) ইত্যামনন্তি। দেব শব্দো দানদীপনদ্যোতনানামন্যতমমর্থমাচষ্টে। যজ্ঞস্য দাতা দীপয়িতা দ্যোতয়িতায়মগ্নিরত্যুক্তং ভবতি। দীপনদ্যোতনয়োরেকার্থত্বেঽপ্যস্তি ধাতু ভেদঃ। যদ্যপ্যগ্নি পৃথিবীস্থানস্তথাপি দেবান্ প্রতি হবির্বহনাৎ দ্যুস্থানো ভবতি। দেবশব্দ দেবতাশব্দয়োঃ পর্যায়ত্বাদত্র প্রতিপাদ্যা কাচিদগ্নি ব্যতিরিক্তা দেবতা নান্বেষনীয়া। হোতৃ শব্দস্য হ্বয়তি ধাতোরুৎপন্নত্বেন দেবানামাহ্বাতারমিতি। ঔর্ণবাভনামকস্তু মুনিঃ জুহোতি ধাতোরুৎপন্নো হোতৃ শব্দ ইতি মন্যতে। অগ্নেশ্চ হোতৃত্বং হোমাধিকরণত্বেন দ্রষ্টব্যম্। রত্নশব্দো দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'মঘম' ইত্যাদিষষ্টা-বিংশত্যৌ ধননামসু (নি ২।১০৭) পঠিতঃ। রমনীয়ত্বাৎ রত্নত্বম্। দধাতি ধাতুরত্র দানার্থবাচীতি ॥১

মন্ত্রার্থ। যিনি যজ্ঞভূমির পুরোভাগে অবস্থিত ও দীপ্যমান, যিনি দেবগণের আহ্বাতা ঋত্বিক্ এবং যজ্ঞফলরূপ রত্নরাজির দানকর্তা। সেই অগ্নিদেবকে আমি ভক্তিভরে স্তব করি।১

অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ম অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃ প্রভৃতিভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যঃ স্তুত্যঃ নূতনৈঃ উত ইদানীংতনৈরস্মাভিরপি স্তুত্যঃ। সঃ অগ্নিঃ স্তুতঃ সন্ ইহ যজ্ঞে দেবান্ হবির্ভুজঃ আ বক্ষতি। বহ প্রাপণে ইতি ধাতুঃ। আবহতু ইত্যর্থঃ। পূর্বেভিরিত্যত্র বহুলং ছন্দসি (পানিনীয় সূক্ত ৭।১।১০) ইতি ভিসঐসাদেশাভাবঃ। পূর্ব পর্ব অর্ব পূরণে ইতি ধাতুঃ। পূর্বতি ধাতো অন্ প্রত্যয় ঔনাদিকঃ। ইন্ প্রত্যয়ান্ত ঋষিশব্দঃ ঋষ্যন্ধক (পানি সূ ৪।১।১১৪) ইতি।২

মন্ত্রার্থ। এই অগ্নি১, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি পূর্বতন ঋষিগণ কর্তৃক পূজ্য ও আধুনিক ঋষিবৃন্দ দ্বারাও স্তুত্য। সেই অগ্নি আমাদের প্রার্থনায় এই যজ্ঞে হবির্ভুক্ দেবগণের দিক দর্শক হউন।২

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। যোঽয়ং হোত্রা স্তুত্যোঽগ্নিস্তেন অগ্নিনা নিমিত্তভূতেন যজমানঃ রয়ি ধনম্ অশ্নবৎ প্রাপ্নোতি। কীদৃশং রয়িম্ দিবে দিবে পোষম্ এব প্রতিদিনং পুষ্যমাণতয়া বর্ধমানমেব, ন তু কদাচিদপি ক্ষীয়মাণম্। যশসং দানাদিনাং যশোযুক্তং বীরবত্তমম্ অতিশয়েন পুত্রভৃত্যাদিবীরপুরুষোপেতম্। সতি হি ধনে পুরুষাঃ সংপদ্যন্তে। রয়িশব্দো 'মঘম্' ইত্যাদি ধননামসু (নি ২।১০।৮) পঠিতঃ।

মন্ত্রার্থ। এই নিমিত্তভূত হোতা অগ্নির সাহায্যে যজমান যে ধন প্রাপ্ত হন তাহা সর্বদা বর্ধিত হইতে থাকে, কদাপি হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। ধনবলে পুরুষগণ দানাদি দ্বারা যশোযুক্ত ও পুত্রভৃত্যাদি বীরগণোপেত হন।৩

১। শাকপূণির মতে ই+অঞ্জ বা দহ+নী এই তিন ধাতু হইতে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। ই ধাতু হইতে অ ও অঞ্জ বা দহ ধাতু হইতে গ ও নী ধাতু হইতে নি গ্রহণ পূর্বক অগ্নি শব্দ ব্যুৎপাদিত। প্রথমে অগ্নি অগ্রণী বা দেবগণের সেনাপতি ছিলেন। পৌরাণিক যুগে অগ্নিজাত কার্তিকেয় দেবসেনাপতির পদ লাভ করেন।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং যং যজ্ঞং বিশ্বতঃ সর্বাসু দিক্ষু পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবান্ অসি সঃ ইৎ স এব যজ্ঞো দেবেষু তৃপ্তিং প্রণেতুং স্বর্গে গচ্ছতি। প্রাচ্যাদি চতুর্দিগন্তেষু আহবনীয় মার্জালীয়গার্হপত্যাগ্নীধ্রীয়স্থানেষু অগ্নিরস্তি। পরিশব্দেন হোত্রীয়াদি ধিষ্ণ্যব্যাপ্তির্বিবক্ষিতা। কীদৃশং যজ্ঞং। অধ্বরং হিংসারহিতম্। ন হ্যগ্নিনা সর্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।৪

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, যে যজ্ঞকে আপনি সর্বদিকে প্রাপ্ত হন সেই যজ্ঞ দেবগণের তৃপ্তি দানার্থ স্বর্গে গমন করে। প্রাচ্যাদি চতুর্দিগন্তে আহবনীয়, মার্জালীয়, গার্হপত্য ও আগ্নীধ্রীয় অগ্নি বিদ্যমান। অগ্নিদ্বারা সর্বদিকে পালিত যজ্ঞকে রাক্ষসাদি হিংসা করিতে পারে না।৪

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ম্ অগ্নিঃ দেবঃ অন্যৈর্দেবৈর্হবির্ভোজিভিঃ সহ আ গমৎ অস্মিন্ যজ্ঞে সমাগচ্ছতু। কীদৃশোঽগ্নিঃ। হোতা হোমনিষ্পাদকঃ কবিক্রতুঃ। কবিশব্দোঽত্র ক্রান্তবচনো ন তু মেধাবিনাম্। ক্রতুঃ প্রজ্ঞানস্য কর্মণো বা নাম। ততঃ ক্রান্ত প্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্মা বা। সত্যঃ অনৃতরহিতঃ ফলমবশ্যং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। চিত্রশ্রবস্তমঃ। শ্রূয়তে ইতি শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ। অতিশয়েন বিবিধকীর্তিযুক্ত। কবিক্রতুঃ চিত্রশ্রবস্তমঃ ইত্যত্রোভয়ত্র বহুব্রীহিত্বাৎ পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বম্ (পাণি সূ ৬।২।১)।৫

মন্ত্রার্থ। সেই অগ্নিদেব অন্যান্য হবির্ভোজী দেবগণ সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন। হে অগ্নে, আপনি হোম নিষ্পাদক, ক্রান্তপ্রজ্ঞ বা ক্রান্ত কর্মা, অনৃতরহিত ও যজ্ঞফলদাতা এবং বিবিধ কীর্তিযুক্ত।৫

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। অঙ্গ ইত্যভিমুখীকরণার্থো নিপাতঃ। অঙ্গ অগ্নে হে অগ্নে ত্বং দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় তৎ প্রীত্যর্থ যৎ ভদ্রং বিত্তগৃহপ্রজাপশুরূপং কল্যাণং করিষ্যাসি তৎ ভদ্রং তব ইৎ তবৈব। সুখহেতুরিতি শেষঃ। হে অঙ্গিরঃ অগ্নে এতচ্চ সত্যং ন হ্যত্র বিসংবাদোঽস্তি। যজমানস্য বিত্তাদিসংপত্তৌ সত্যামুত্তরক্রত্বনুষ্ঠানেনাগ্নেরেব সুখং ভবতি। ভদ্রশব্দার্থং শাট্যায়নিনঃ সমামনন্তি—যদ্বৈ পুরুষস্য বিত্তং তৎ ভদ্রং গৃহা

ভদ্রংপ্রজা ভদ্রং পশবো ভদ্রং ইতি॥ অঙ্গশব্দস্য নিপাতত্বেঽপি অভ্যাদিত্বাৎ (ফিঃ সূঃ ৮৭) অন্তোদাত্তত্বম্। দাশ্বান্সাহ্বান (পাণি সূ ৬।১।১২) ইতি সূত্রেণ দাশৃ দানে ইতি ধাতোঃ ক্বসুপ্রত্যয়ো নিপাতিতঃ। অঙ্গিরা অঙ্গারাঃ (নিরু ৩।১৭) ইতি যাস্কঃ। ঐতরেয়িণোঽপি প্রজাপতি দুহিতৃধ্যানোপাখ্যানে সমামনন্তি—'যেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্ (ঐত, ব্রা, ৩।৩৪) ইতি। তস্মাৎ অঙ্গিরোনামক মুনিকারণত্বাৎ অঙ্গাররূপস্যাগ্নেরঙ্গিরস্ত্বম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অঙ্গাগ্নে, আপনি হবির্দাতা যজমানের প্রীত্যর্থ বিত্ত গৃহ-প্রজা-পশুরূপ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। ইহা আপনারও সুখহেতু হয়। ইহা সত্যই ; কারণ ইহাতে কোন বিসংবাদ নাই। যজমানের বিত্তাদিসম্পত্তি থাকিলে উত্তর কালে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নিরই সুখলাভ হয়।৬

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বয়ম্ অনুষ্ঠাতারঃ দিবেদিবে প্রতিদিনং দোষাবস্তঃ রাত্রাবহনি চ ধিয়া বুদ্ধ্যা নমঃ ভরন্তঃ নমস্কারং সংপাদয়ন্তঃ উপ সমীপে ত্বা এমসি ত্বামাগচ্ছামঃ॥ উপশব্দস্য নিপাতস্বরঃ। দোষাশব্দো রাত্রিবাচী। বস্তর ইতি অহর্বাচী॥৭

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে আমরা যজ্ঞানুষ্ঠাতাগণ প্রত্যহ দিবারাত্রি আপনাকে নমস্কার করিয়া আপনার সুশুভ সামীপ্য লাভ করিব।৭

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। পূর্বমন্ত্রে ত্বামুপৈম ইত্যগ্নিমুদ্দিশ্যোক্তম্। কীদৃশং ত্বাম্। রাজন্তং দীপ্যমানং অধ্বরাণাং রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং গোপাং রক্ষকম্ ঋতস্য সত্যস্যাবশ্যংভাবিনঃ কর্মফলস্য দীদিবিং পৌনঃপুন্যেন ভৃশং বা দ্যোতকম্। আহুত্যাধারমগ্নিং দৃষ্ট্বা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধং কর্মফলং স্মর্যতে। স্বে দমে স্বকীয়গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবির্ভিঃ বর্ধমানম্॥ ৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি রাক্ষসকৃত-হিংসা রহিত ও দীপ্যমান যজ্ঞের রক্ষক এবং অবশ্যম্ভাবী কর্মফলের পুনঃ পুনঃ দ্যোতক। হবিঃ দ্বারা বর্ধমান ও আহুত্যাধার অগ্নিকে দেখিয়া শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ অগ্নিকে যজমান উক্তরূপে স্মরণ করিতেছে।৮

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। স চস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে সঃ ত্বং নঃ অস্মদর্থং সূপায়নঃ শোভন প্রাপ্তিযুক্তঃ ভব। তথা নঃ অস্মাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যার্থং স চস্ব সমবেতো ভব। তত্রোভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা সূনবে পুত্রার্থং পিতা সুপ্রাপঃ প্রায়েণ সমবেতো ভবতি তদ্বৎ।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আমাদের নিমিত্ত আপনি শোভন-প্রাপ্তিযুক্ত হউন। যেমন প্রিয় পিতা পুত্রহিতার্থে প্রায়ই একত্রিত হন, তেমনি আপনি আমাদের অবিনাশের জন্য সমবেত হউন।৯

দ্বিতীয় সূক্ত

এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র পুত্র মধুছন্দা, দেবতা বায়ু ও নাম বায়বীয় সূক্ত।

বায়বা যাহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতাঃ। তেষাং পাহি শ্রুধী হবম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। দর্শত হে দর্শনীয় বায়ো কর্মণ্যেতস্মিন্ আ যাহি আগচ্ছ। ত্বদর্থম্ ইমে সোমা অরংকৃতাঃ অলংকৃতাঃ। অভিষবাদিসংস্কারোঽলংকারঃ। তেষাং তান্ সোমান্। যদ্বা। তেষামেকদেশমিত্যধ্যাহারঃ। পাহি স্বকীয়ং ভাগং পিবেত্যর্থঃ। তৎ পানার্থং হবম্ অস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধি শৃণু। অত্র যাস্ক—'বায়বা যাহি দর্শনীয়েমে সোমা অরংকৃতা অলংকৃতাস্তেষাং পিব শৃণু নো হ্বানম্ (নিরু ১০।২) ইতি।১

মন্ত্রার্থ। হে দর্শনীয় বায়ুদেব এই যজ্ঞকর্মে আগমন করুন। তন্নিমিত্ত এই সোমরস অভিষবাদি সংস্কারে প্রস্তুত হইয়াছে। স্বকীয় সোমভাগ আপনি পান করুণ এবং তৎপানার্থ আমাদের সশ্রদ্ধ আহ্বান শ্রবণ করুন।১

বায় উক্‌থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ। সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতার ঋত্বিক্ যজমানাঃ তামচ্ছ তামভি-লক্ষ্য উক্‌থেভিঃ আজ্যপ্রত্যগাদিশস্ত্রৈঃ জরন্তে স্তুবন্তি। কীদৃশাঃ। সুতসোমাঃ

অভিষুতেন সোমেনোপেতাঃ। অহর্বিদঃ। অহঃ শব্দ একেনাহ্বানিষ্পাদ্যেঽগ্নিষ্টোমাদিক্রতৌ বৈদিক ব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ। ক্রতুভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। অর্চতি গায়তি ইত্যাদিষু চতুশ্চত্বারিংশৎস্বর্চতি কর্মসু ধাতুষু জরতে হ্বয়তি (নি ৩।১৪।৮) ইতি পঠিতম্। স্তুতেরপি অর্চনাবিশেষত্বাৎ ঔচিত্যেনাত্র স্তুত্যর্থো জরতিধাতুঃ।২

মন্ত্রার্থ। হে বায়ু অগ্নিষ্টোমাদি[১] যজ্ঞে পারদর্শী ঋত্বিক্ যজমানবৃন্দ অভিষুত সোমরস সহকারে উকথরূপ স্তোত্রদ্বারা আপনার উদ্দেশ্যে স্তব পাঠ করিতেছে।

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে। উরূচী সোমপীতয়ে॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে বায়ো তব ধেনা বাক্ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দাশুষে দাশ্বাংসং দত্তবন্তং যজমানং জিগাতি গচ্ছতি। হে যজমান ত্বয়া দত্তং সোমং পাস্যামীত্যেবং বায়ুর্ব্রূতে ইত্যর্থঃ। কীদৃশী ধেনা। প্রপৃঞ্চতী প্রকর্ষেণ সোম সংপর্কং কুর্বতী সোমগুণং বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ। উরূচী উরূন্ বহূন্ যজমানান্ গচ্ছন্তী। যে যে সোমযাজিনস্তান্ সর্বান্ বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে বায়ু আপনার বাক্যসমূহ সোমপানার্থ সোমযাজী যজমানগণের নিকট যাইয়া সোমগুণ বর্ণনা করিতেছে ও বলিতেছে, তৎপ্রদত্ত সোমরস অতিশয় সুপেয়।৩

ইন্দ্রবায়ু ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরা গতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। এতস্যা ঋচ ঐন্দ্রবায়বগ্রহে দ্বিতীয়পুরোনুবাক্যারূপেণ বিশেষ

১। অগ্নিষ্টোম সপ্তসংস্থ সোম যাগের প্রথম সংস্থা। সোমযাগের অন্তর্গত উকথ, ষোড়শী, অতিরাত্র যজ্ঞের প্রকৃতি। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান অগ্নিষ্টোমে দীক্ষা, দীক্ষনীয় ইষ্টিযাগ। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান প্রায়নীয় ইষ্টিযাগ, সোমক্রয়, সোমপ্রবহণ ও সোমের উপাবহরণ, আতিথ্যেষ্টি। তৃতীয় দিনে সম্পাদ্য উপসদ ইষ্টি, প্রবর্গ্য কর্ম, আনুষঙ্গিক কর্ম, তানুন্ পত্র কর্ম, সোমের আপ্যায়ন ও নিহ্নব। চতুর্থদিনে অনুষ্ঠেয় অগ্নি প্রণয়ন, হবির্দ্ধান প্রবর্তন, অগ্নিসোম প্রণয়ন ও অগ্নিসোমীয় পশুযাগ। পঞ্চমদিনের অনুষ্ঠেয় প্রত্যূষে প্রাতরনুবাক্ পাঠ, প্রাতে একধনা (সোমযাগের দিন প্রত্যূষে আনীয় জল) আনয়ন ও আপোনপত্রীয় পাঠ। পূর্বাহ্নে প্রাতঃ সবন, মধ্যাহ্নে মাধ্যন্দিন সবন, তৃতীয় সবন ও সমাপ্তিসূচক উদনীয় ইষ্টি।

বিনিয়োগঃ পূর্বমেবোক্তঃ। হে ইন্দ্র বায়ু ভবদর্থম্ ইমে সোমাঃ সুতাঃ আভষুতাঃ। তস্মাৎ যুবাং প্রয়োভিঃ অন্নৈরন্নভ্যং দাতব্যৈঃ সহ উপ আ গতম্ অস্মৎ সমীপং প্রতি আগচ্ছতম্। হি যস্মাৎ ইন্দবঃ সোমাঃ বাং যুবাম্ উশন্তি কাময়ন্তে তস্মাৎ আগমনমুচিতম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ও বায়ু আপনাদের জন্য এই সোমরস অভিষুত হইয়াছে। আপনারা উভয়ে আমাদিগকে প্র-দাতব্য অন্নাদি সহ আমাদের এই যজ্ঞসমীপে আগমন করুন। কারণ এই সমস্ত সোমরসও আপনাদের শুভাগমন কামনা করিতেছে।৪

বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথঃ সুতানাং বাজিনীবসূ। তাবা যাতমুপ দ্রবৎ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র চকারেণান্তঃ সমুচ্চীয়তে। সংনিহিতত্বাদ্বায়ুরেব। হে বায়ো ত্বম্ ইন্দ্রশ্চ যুবামুভৌ সুতানাম্ অভিষুতান্ সোমান্ চেতথঃ জানীথঃ। যদ্বা। অভিষুতানাং সোমানাং বিশেষমিত্যধ্যাহারঃ। কীদৃশৌ যুবাম্। বাজিনীবসূ। বাজিনীশব্দো যদ্যপ্যুষোনামসু পঠিতস্তথাপ্যত্রাসংভবান্ন গৃহ্যতে। বাজোঽন্নম্। তদ্যস্যাং হবিঃ সংততাবস্তি সা বাজিনী। তস্যা বসত ইতি তৌ বাজিনীবসূ। আমন্ত্রিতত্বাদনুদাত্তঃ। তৌ তথাবিধৌ যুবাং দ্রবৎ ক্ষিপ্রম্ উপসমীপে আ যাতম্ আগচ্ছতম্। ষড়্বিংশতিসংখ্যাকেষু ক্ষিপ্রনামসু 'মু ক্ষিপ্রং মক্ষু দ্রবৎ (নি ২।১৫।৩) ইতি পঠিতম্ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে বায়ু আপনি ও ইন্দ্র উভয়ে আমাদের অভিষুত সোমরস বিষয়ে অবগত আছেন। আপনারা অন্নযুক্ত হব্যদ্রব্যে অনুরক্ত। অতএব অচিরে উভয়ে সত্বর এই যজ্ঞে আগমন করুন।৫

বায়োবিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ যাতমুপ নিষ্কৃতম্। মক্ষি্ব ধিয়া নরা ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে বায়ো ত্বম্ ইন্দ্রশ্চ সুন্বতঃ সোমাভিষবং কুর্বতো যজমানস্য নিষ্কৃতং সংস্কৃতং সংস্কর্তারং বা সোমম্ উপ আ যাতম্ আগচ্ছতম্। নরা হে নরৌ পুরুষৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেনোপেতৌ যুবয়োরাগতয়োশ্চ সতোঃ ধিয়া অমুনা কর্মণা মক্ষু ত্বরয়া সংস্কারঃ সংপৎস্যতে। ইত্থা সত্যম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে বায়ু আপনি ও ইন্দ্র উভয়ে সোমাভিষবকারী যজমানের সুসংস্কৃত সোম সমীপে সমাগত হউন; অথবা সোম সংস্কারক যজমান সমীপে আগমন করুন। হে পুরুষযুগল, এই সংস্কার কর্ম ত্বরায় সম্পন্ন হইবে।৬

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসম্‌। ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। অহমস্মিন্‌ কর্মণি হবিঃ প্রদানায় পূতদক্ষং পবিত্র বলং মিত্রং হুবে। তথা রিশাদসং রিশানাং হিংসকানাম্‌ অদসম্‌ অত্তারং বরুণং চ হুবে আহ্বয়ামি। কীদৃশৌ মিত্রাবরুণৌ। ঘৃতমুদকমঞ্চতি ভূমিং প্রাপয়তি যা ধীর্বর্ষণকর্ম তাং ঘৃতাচীং ধিয়ং সাধন্তা সাধয়ন্তৌ কুর্বন্তৌ ॥৭

মন্ত্রার্থ। পবিত্রবল মিত্রকে ও হিংসক-শত্রু নাশক বরুণকে আমি আহ্বান করি। তাঁহারা ঘৃতাহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞকর্ম সাধন করুন।৭

ঋতেন মিত্রা বরুণাবৃতাবৃধাবৃতস্পৃশা। ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে ॥৮

সায়ণ ভাষ্য। হে মিত্রা বরুণৌ যুবাং ক্রতুং প্রবর্তমানমিমং সোমযাগম্‌ আশাথে আনসাথে ব্যাপ্তবন্তৌ। কেন নিমিত্তেন। ঋতেন অবশ্যভাবিতয়া সত্যেন ফলেন। অস্মভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ যুবাম্‌। 'ঋতাবৃধৌ'। 'ঋতমিত্যুদক নাম' (নিরু ২-২৫) সত্যং বা যজ্ঞং বা (নিরু ৪-১৯) ইতি যাস্কঃ। উদকাদীনামন্ত-তমস্য বর্ধয়িতারৌ। অতএব ঋতস্পৃশা উদকাদীন্‌ স্পৃশন্তৌ। কীদৃশং ক্রতুম্‌। বৃহন্তম্‌ অঙ্গৈরুপাঙ্গৈশ্চ অতিপ্রৌঢ়ম্‌। ঋতশব্দো ঘৃতাদিত্বাদন্তোদাত্তঃ। মিত্রাবরুণাবিত্যত্র মিত্রশ্চ বরুণশ্চেতি মিত্রাবরুণৌ। দেবতাদ্বন্দ্বে চ (পানি সূ ৬।৩।২৬)॥৮

মন্ত্রার্থ। হে যজ্ঞ বর্ধয়িতা ও যজ্ঞ স্পর্শকারী মিত্র ও বরুণ, আপনারা উভয়ে অবশ্যম্ভাবী যজ্ঞফল প্রদানার্থ এই সোম যাগে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ৮

কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া। দক্ষং দধাতে অপসম্‌ ॥৯

সায়ণ ভাষ্য। মিত্রাবরুণাবেতৌ দেবৌ নঃ অস্মাকং দক্ষং বলম্‌ অপসং কর্ম চ দধাতে পোষয়ত। কীদৃশৌ। কবী মেধাবিনৌ। তুবিজাতৌ বহুনামুপকারক তয়া সমুৎপন্নৌ। উরুক্ষয়া বহুনিবাসৌ। 'বিপ্রঃ ধীরঃ' ইত্যাদিষু চতুর্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু 'কবিঃ মনীষী' (নি ৩।১৫।১০) ইতি পঠিতম্‌। উরু তুবি (নি ৩।১।১।২) ইত্যেতৌ শব্দৌ দ্বাদশসু বহুনামসু পঠিতৌ। ওজঃ পাজঃ ইত্যাদিষু অষ্টাবিংশতি সংখ্যাকেষু বলনামসু দক্ষঃ বীলু (নি ২। ।১৩) ইতি পঠিতম্‌। অপঃশব্দঃ ষড়বিংশতি সংখ্যাকেষু কর্মনামসু পঠিতঃ (নি ২।১।১) ॥৯

মন্ত্রার্থ। মিত্র ও বরুণদেবদ্বয় মেধা সম্পন্ন, বহুজনের উপকারার্থ সমুৎপন্ন ও বহুজনের নিবাসস্থল। তাঁহারা আমাদিগকে যজ্ঞকর্ম ও তৎসাধনার্থ বল দান করেন।

তৃতীয় সূক্ত

তৃতীয় সূক্তের নাম আশ্বিন সূক্ত। ইহার ঋষি বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা[৩] এবং অশ্বিদ্বয় ইন্দ্র, বিশ্বদেবগণ ও সরস্বতী ইহার দেবতা।

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী। পুরুভুজা চনস্যতম্॥১

সায়ণ ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ যুবান্ ইষঃ হবির্লক্ষণান্যন্নানি চনস্যতম্ ইচ্ছতং ভুঞ্জাথামিত্যর্থঃ। যদ্যপি চনঃশব্দোঽন্নবাচী তথাপি ইষঃ ইত্যনেন সহ নাস্তি পুনরুক্তি-দোষঃ, ইচ্ছামুপলক্ষয়িতুং প্রযুক্তত্বাৎ। 'বক্তব্যমুবাচ' 'সমূলকাষং কষতি' ইত্যাদৌ যথা পুনরুক্ত্যভাবস্তদ্বৎ। কীদৃশীরিষঃ। যজ্বরী যাগনিষ্পাদিকাঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ দ্রবৎ পাণী হবির্গ্রহণায় দ্রবদ্ভ্যাংধাবদ্ভ্যাং পানিভ্যামুপেতৌ। শুভস্পতী শোভনস্য কর্মণঃ পালকৌ। পুরুভুজা বিস্তীর্ণভুজৌ বহুভোজিনৌ বা॥ ১

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়[৪] আপনারা শুভকর্মের পালক ও ক্ষিপ্রপাণি ও বিস্তীর্ণভুজ বা বহুভোজী। আপনারা যজ্ঞান্ন হবিঃ গ্রহণার্থ উপনীত হউন।১

৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩৩.৬) অনুসারে বিশ্বামিত্রের একশত পুত্রের মধ্যে মধুচ্ছন্দা মধ্যম। উক্ত ব্রাহ্মণে (৭।১৭-১৮) মধুচ্ছন্দা গাথিন্ ও কুশিকের বংশধররূপে সম্বোধিত। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (৩।২৩৭।৮) অনুসারে বিশ্বামিত্র গাথিনের পুত্র এবং ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণী মতে গাথিন্ কুশিকের পুত্র এবং কুশিক ঈশিরথের পুত্র। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (২১।১২।২) বলেন, পূর্বে বিশ্বামিত্র রাজা জহ্নুর বংশধর এবং স্বয়ং রাজা ছিলেন। এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা।

৪। যাস্ক মতে অশ্বিদ্বয় স্বর্গ ও মর্ত্য বা দিবা ও রাত্রি কিংবা সূর্য ও চন্দ্র। ঐতিহাসিকগণের মতে পুণ্যকৃত রাজাদ্বয়ই অশ্বিনীকুমার যুগল। অশ্বী শব্দের অর্থ অশ্বযুক্ত। সূর্যের আলোক আকাশের দিকে ধাবিত হয় বলিয়া রশ্মিসমূহকে ঋগ্বেদে অশ্ববৎ সম্বোধন করা হইয়াছে। সুতরাং অশ্বযুক্ত = আলোকযুক্ত। ইহা বৈদিক উপমা।

অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সপ্তদশ সূক্তে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। ত্বষ্টার কন্যার বিবাহে বিশ্বভুবন একত্রিত হইল। যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিল। মর্ত্যগণের নিকট হইতে অমরগণ দেবীকে লুকাইয়া রাখিলেন ও তাঁহার ন্যায় অন্য একজনকে সৃষ্টি করিয়া বিবস্বানকে দান করিলেন। এই সময় সে অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিল। সরণ্যু মিথুনদের ত্যাগ করিয়া গেল। উক্ত ঋকের ব্যাখ্যায় নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর গর্ভে সূর্যের ঔরসে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সরণ্যু নিজ স্থানে অন্য এক দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনী রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন। সূর্যও অশ্বরূপ ধারণ পূর্বক তাহার অনুসরণ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। যাস্ক মতে পূর্বোৎপন্ন যমজ সন্তান যম ও যমী। সরণ্যু নিজের পরিবর্তে যাহাকে রাখিয়া যান তাঁহার গর্ভে বিবস্বানের যে পুত্র জন্মে তাঁহার নাম বৈবস্বতমনু। ম্যাক্সমূলারের মতে অশ্বিদ্বয় প্রাতঃ ও সান্ধ্য সন্ধিক্ষণ। গোল্ড-ষ্টুকারের মতে অশ্বিগণ প্রথমে ঋভুগণের ন্যায় মানুষ ছিলেন ও পরে দেবতারূপে পূজিত হন।

অশ্বিনাপুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া। ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ যুবাং গিরঃ অস্মদীয়াঃ স্তুতীঃ ধিয়া আদরযুক্ত্যা বুদ্ধ্যা বনতং সংভজতং স্বীকুরুতম্। কীদৃশাবশ্বিনৌ পুরুদংসসা বহুকর্মানৌ। ষড়বিংশতি সংখ্যাকেষু কর্মনামসু দংস (নি ২।১।৩) ইতি পঠিতম্। নরা নেতারৌ। ধিষ্ণ্যা ধার্ষ্ট্য-যুক্তৌ বুদ্ধিমন্তৌ বা। কীদৃশ্যা ধিয়া। শবীরয়া গতিযুক্ত্যা অপ্রতিহতপ্রসরয়েত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা বহুকর্মা, নব নায়ক ও বিক্রমশালী। অপ্রতিহত বুদ্ধিবলে আমাদের স্তুতিবাক্য আপনারা গ্রহণ করুন ।২

দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ। আ যাতং রুদ্রবর্তনী ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র অশ্বিনা ইত্যনুবর্ততে। হে অশ্বিনৌ আ যাতম্ অস্মিন্ কর্মণ্যাগচ্ছতম্। কিমর্থমিতি তদুচ্যতে। সুতাঃ যুষ্মদর্থং সোমা অভিষুতাঃ তান্ স্বীকর্তুমিতি শেসঃ। কীদৃশাবশ্বিনৌ। দস্রা দস্রৌ শত্রূণামুপক্ষপয়িতারৌ। যদ্বা দেব-বৈদ্যত্বেন রোগাণামুপক্ষপয়িতারৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ (ঐ ব্রা ১।১৮) ইতি

শ্রুতেঃ। নাসত্যা অসত্যমনৃত ভাষণং তদ্রহিতৌ। অত্র যাস্কঃ—সত্যাবেব নাসত্যা-বিতৌর্ণভাবঃ। সত্যস্য প্রণেতারাবিত্যাগ্রায়ণঃ (নিরু ৬।১৩) ইতি। রুদ্রবর্তনী। রুদ্রশব্দস্য রোদনং প্রবৃত্তি নিমিত্তং যদ্ রোদীত্তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্ (তৈ সং ১।৫।১।১)। ইতি তৈত্তিরীয়া। তত্মদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রাঃ ইতি বাজসনেয়িণঃ। রুদ্রাণাং শত্রুরোদনকারিণাং শূরভটানাং বর্তনির্মার্গো ধাটীরূপো যয়োস্তৌ রুদ্রবর্তণী। যথা শূরা ধাটীমুখেন শত্রুন্ রোদিয়ন্তি তদ্বদেতাবিত্যর্থঃ। যুবাকবঃ ইত্যভিষুত সোমানাং বিশেষণম্। যু মিশ্রণে। যুবন্তি মিশ্রীভবন্তি বসতীবরী প্রভৃতিভিঃ শ্রয়ণদ্রব্যৈরিতি যুবাকবঃ। বৃক্তবর্হিষঃ। বৃক্তং মূলৈবর্জিতং বর্হিরাস্তীর্ণ যেষাং সোমানাং তে বৃক্তবর্হিষঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা দেববৈদ্যরূপে সর্বরোগহরণকারী ও অনৃত ভাষণ রহিত ও রুদ্রবর্তণী। অভিষুত সোমরস ছিন্নমূল কুশে স্থাপিত হইয়াছে। আপনারা অবিলম্বে আসিয়া উহা গ্রহণ করুন।৩

ইন্দ্রা যাহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ। অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। চিত্রভানো চিত্রদীপ্তে হে ইন্দ্র অস্মিন্ কর্মণি আ যাহি আগচ্ছ। সুতাঃ অভিষুতাঃ ইমে সোমাঃ ত্বাযবঃ ত্বাং কাময়মানা বর্তন্তে। অণ্বীভঃ। ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতা ইত্যন্বয়ঃ। কিং চ এতে সোমাঃ তনা নিত্যং পূতাসঃ পূতাঃ শুদ্ধা দশাপবিত্রেণ বহুধা শোধিতবান্। ইন্দ্রশব্দং যাস্কো বহুধা নির্বক্তি—ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বেরাং দদাতীতি বেরাং দধাতীতি বেরাং দারয়তীতি বেরাং ধারয়তীতি বেন্দবে দ্রবতীতি বেন্দৌ রমত ইতি বেন্ধে ভূতানীতি বা তদ্যদেনং প্রাণৈঃ সমৈন্ধংস্তদিংদ্রস্যেন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়ত ইদং-করণাদিত্যাগ্রায়ণ ইদং দর্শনাদিতৌপমন্যব ইন্দতেবৈঁশ্বর্যকর্মণ ইঞ্ছত্রুনাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা বাদরয়িতা চ যজ্বনাম্ (নিরু ১০।৮) ইতি। ইরামন্নমুদ্দিশ্য তন্নিষ্পাদকজল সিদ্ধ্যর্থং দৃণাতি মেঘং বিদীর্ণ করোতীতীন্দ্রঃ। ইন্দ্রোহি পরমাত্ম রূপেণেদং জগৎ করোতি। পরমাত্মমিন্দ্রং দেবং প্রাণৈঃ বাকৃচক্ষুরাদীন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাপানাদিবায়ুভিশ্চ সহিতং সমৈন্ধন্ উপাসকা ধ্যানেন সম্যক্ প্রকাশিতবন্তঃ, তৎ তস্মাৎ কারণাৎ ইন্দ্রনাম সংপন্নম্। অস্মিন পক্ষে ইধ্যতে দীপ্যতে ইতি কর্মণি ব্যুৎপত্তিঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য আরণ্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে—'স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমীতি ওঁ। তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম

তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ (ঐ আ ২।৪।৩) ইতি। অনেনাভিপ্রায়েণ শ্রূয়তে 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়েতে' (ঋ সং ৬।৪৭।১৮) ইতি। যজনাং যাগানুষ্ঠায়িনামাদরয়িতা ভয়স্য পরিহর্তা ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞকর্মে উপস্থিত হউন। আপনি চিত্রভানু। ঋত্বিক গণের অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা অভিষুত এই সোমরস দশাপবিত্রে সম্যক্ শোধিত ও শুদ্ধ হইয়াছে। ইহা আপনাকে সাগ্রহে কামনা করিতেছে।৪

ইন্দ্রা যাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজুতঃ সুতাবতঃ। উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বম্ আ যাহি অস্মিন কর্মণ্যাগচ্ছ। কিমর্থম্। বাঘতঃ ঋত্বিজঃ ব্রহ্মাণি বেদরূপাণি স্তোত্রাণ্যুপৈতুম। কীদৃশসত্বম্। ধিয় অস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়. ইষিতঃ প্রাপ্তঃ অস্মদ্ভক্ত্যা প্রেরিত ইত্যর্থঃ। বিপ্রজুতঃ। যথা যজমানভক্ত্যা প্রেরিত-স্তথান্যৈরপি বিপ্রৈর্মেধাবিভির্ঋত্বিগ্ভিঃ প্রেরিতঃ। কীদৃশস্য বাঘতঃ। সুতাবতঃ অভি-ষুতসোমযুক্তস্য। বাঘচ্ছব্দ ঋত্বিঙ্নামসু পঠিতঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র আমাদের এই যজ্ঞে অচিরে আগত হউন। আমাদের অনন্ত ভক্তি দ্বারা আকৃষ্ট ও মেধাবী ঋত্বিক্গণের স্তুতি বাক্যে প্রসন্ন হইয়া এই অভিষুত সোমরস পান করুন।৫

ইন্দ্রা যাহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ। সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হরি শব্দঃ ইন্দ্র সংবন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেঃ (নি ১।১৫।১) ইতি। তদীয়াশ্বনামত্বেন পঠিতত্বাৎ। হে হরিবঃ অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ত্বং ব্রহ্মাণি উপৈতুম্। আ যাহি। কীদৃশসত্বম্। তূতুজানঃ ত্বরমাণঃ। আগচ্ছ চ অস্মিন্ সুতে সোমাভিষবযুক্তে কর্মণি নঃ অস্মদীয়ং চনঃ অন্নং হবির্লক্ষণং দধিষ্ব ধারয় স্বীকুর্বিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্রদেব, সত্বর এই যজ্ঞে আসিয়া আমাদের স্তুতি আপনি গ্রহণ করুন এবং সোমাভিষব যুক্ত এই যজ্ঞ কর্মে আমাদের হবিঃ রূপ অন্ন গ্রহণ করুন।৬

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আগত। দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে বিশ্বে দেবাসঃ এতন্নামকা দেশবিশেষাঃ দাশুষঃ হবির্দত্তবতো যজমানস্য সুতম্ অভিষুতং সোমং প্রতি আ গত আগচ্ছত। তে চ দেবাঃ ওমাসঃ রক্ষকাঃ চর্ষণীধৃতঃ মনুষ্যাণাং ধারকাঃ দাশ্বাংসঃ ফলস্য দাতারঃ। মনুষ্যাঃ ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু চর্ষণি শব্দঃ (নি ২।৩।৮) পঠিত। অশ্বিনৌ ইত্যাদিষেকত্রিংশৎ সংখ্যাকেষু দেববিশেষনামসু 'বিশ্বেদেবাঃ সাধ্বাঃ' (নি ৫।৬।২৭) ইতি পঠিতম্। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্—'অবিতারো বাবনীয়া বা মনুষ্যধৃতঃ সর্বে চ দেবা ইহাগচ্ছত দত্তবন্তো দত্তবতঃ সুতমিতি তদেতদেকমেব বৈশ্বদেবং গায়ত্রং তৃচং দশতয়ীষু বিদ্যতে যত্তু কিঞ্চিদ্বহুদৈবতং তদ্বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যতে যদেব বিশ্বলিঙ্গমিতি শাকপুনিঃ (নিরু ১২।৪০) ইতি। অত্র বিশ্বশব্দঃ সর্বশব্দপর্যায় ইতি যাস্কস্য মতম্। দেববিশেষস্যৈবাসাধারণং লিঙ্গমিতি শাকপূণের্মতম্। অবন্তি ইতি ওমাসঃ দেবাঃ। চর্ষণয়ো মনুষ্যাঃ। তান্ বৃষ্টি দানাদিনা ধারয়ন্তীতি চর্ষণীধৃতঃ দেবাঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে বিশ্বদেবগণ, আপনারা হবির্দাতা যজমানের যজ্ঞান্ন গ্রহণার্থ আগমন করুন। আপনারা মনুষ্যগণের ধারক ও রক্ষক এবং যজ্ঞফলের দান কর্তা।৭

বিশ্বেদেবাসো অপ্তুরঃ সুতমা গন্ত তূর্ণয়ঃ। উস্রা ইব স্বসরানি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। বিশ্বে দেবাসঃ এতন্নামকগণরূপা দেববিশেষাঃ সুতং সোমম্ আ গন্ত আগচ্ছন্তু। কীদৃশাঃ। অপ্তুরঃ তত্তৎকালে বৃষ্টিপ্রদা ইত্যর্থঃ। তূর্ণয়ঃ ত্বরাযুক্তাঃ যজমানমনুগ্রহীতুমালস্যরহিতা ইত্যর্থঃ। বিশ্বেষাং দেবানাং সোমং প্রতি আগমনে উস্রা ইত্যাদি দৃষ্টান্তঃ। উস্রাঃ সূর্যরশ্ময়ঃ স্বসরানি অহানি প্রতি আলস্যরহিতা যথা সমাগচ্ছন্তি তদ্বৎ। খেদয়ঃ ইত্যাদিষু পঞ্চদশসু রশ্মিনামসু 'উস্রা বসবঃ' (নি ১।৫।৯) ইতি পঠিতম্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে বিশ্বদেবগণ৫, যেরূপ সূর্যরশ্মিসমূহ দ্রুতবেগে চারিদিকে প্রসারিত হয়, তদ্রূপ আপনারা ত্বরাযুক্ত ও আলস্য রহিত হইয়া বর্তমান যজমানকে অনুগৃহীত করিতে অভিষুত সোম পানে আসুন ও বৃষ্টিপ্রদ হউন।৮

৫। সায়ণ মতে ইহারা দেববিশেষ। নিরুক্তকার শাকপূণির মতে এক বিশেষ দেবতাগণ। মোক্ষমূলারের মতে দেবগণের সাধারণ নাম। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে

বিশ্বে দেবাসো অপ্রিধ এহি মায়াসো অদ্রুহঃ। মেধং জুষন্ত বহ্নয় ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। বিশ্বেদেবাসঃ এতন্নামকা দেব বিশেষাঃ মেধং হবির্যজ্ঞসংবদ্ধং জুষন্ত সেবন্তাম্। কীদৃশাঃ। অপ্রিধঃ ক্ষয়রহিতাঃ শোস রাহিতা বা। এহি মা য়াসঃ সর্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ। যদ্বা সৌচীকমগ্নিমপ্সু প্রবিষ্টম্ এহি মা য়াসীঃ ইতি যদবোচন্ তদনুকরণ হেতুকোঽয়ং বিশ্বেষাং দেবানাং ব্যপদেশ এহিমায়াস ইতি। অদ্রুহঃ দ্রোহরহিতা বহ্নয় বোঢ়ারো ধনানাং প্রাপয়িতারঃ।৯

মন্ত্রার্থ। বিশ্বদেবগণ ক্ষয়রহিত ও সর্বত্র ব্যাপ্ত প্রজ্ঞ (অথবা অগ্নিতে ও জলে প্রবিষ্ট) ও দ্রোহ৬ রহিত ও ধন বাহক। দেবগণের মধ্যে কেহই তাঁহাদের অনুকরণে সমর্থ হন না। এই যজ্ঞে তাঁহারা আমাদের সেবাগ্রহণ করুন।৯

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। সরস্বতী দেবী বাজেভিঃ হবির্লক্ষণৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতব্যৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ। নঃ অস্মদীয়ং যজ্ঞং বষ্টু কাময়তাম্। কাময়িত্বা চ নির্বহত্বিত্যর্থঃ। তথা চারণ্যককাণ্ডে শ্রুত্যৈব ব্যাখ্যাতং—'যজ্ঞং বষ্টিতি যদাহ যজ্ঞং বহত্বিত্যেব তদাহ' (ঐ, আ, ১।১।৪)। ইতি। কীদৃশী সরস্বতী। পাবকা শোধয়িত্রী বাজিনীবতী অন্নবৎ ক্রিয়াবতী ধিয়াবসু কর্মপ্রাপ্যধন নিমিত্তভূতা। বাগ্দেবতায়াস্তথাবিধং ধননিমিত্তমারণ্যককাণ্ডে শ্রুত্যা ব্যাখ্যাতং—'যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুরিতি বাগ্বৈ ধিয়াবসুঃ' (ঐ আ

---

৯১ অধ্যায়ে চতুঃষষ্টি বিশ্বদেবগণের নিম্নোক্ত নামাবলী উল্লিখিত—বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণি, ক্ষেম, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান, বীর্যবান্, হ্রীমান্, কীর্তিমান্ কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্মা, প্রতীত, প্রদাতা, আংশুমান, শৈলাভ, পরম, ক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিদ্যুৎবর্চা, সোমবর্চা, সূর্য্যশ্রী সোমপ, সূর্য্যসাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শংকর, ভব, ঈশ, কর্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিমান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চ, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর।

৬। অকল্যাণ, অনিষ্ট।

১-১-৪) ইতি। শ্যেনঃ সোমঃ ইত্যাদিষু পঞ্চত্রিংশৎ সংখ্যাকেষু দেবতাবিশেষবাচিষু পদেষু সরমা সরস্বতী (নি ৫।৫।১৮) ইতি পঠিতম্। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে— 'পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ' কর্মবসুঃ (নিরু ১১।২৬) ইতি ॥ ১০

মন্ত্রার্থ। সরস্বতী দেবী যজমানগণের নিকট হইতে হবিঃ রূপ অন্নের জন্য আমাদের যজ্ঞ কামনা ও বহন করুন। সরস্বতী দেবী শোধয়িত্রী৭ অন্নবং ক্রিয়াবতী ও যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী। ১০।

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। যা সরস্বতী সেয়মিমং যজ্ঞং দধে ধারিতবতী। কীদৃশী। সূনৃতানাং প্রিয়াণাং সত্যবাক্যানাং চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী। সুমতীনাং শোভন বুদ্ধিযুক্তানামনুষ্ঠাতৃণাং। চেতন্তী তদীয়মনুষ্ঠেয়ং জ্ঞাপয়ন্তী ॥ ১১

মন্ত্রার্থ। যে সরস্বতী দেবী প্রিয় ও সত্য-বাক্যের প্রেরয়িত্রী ও সুবুদ্ধি অনুষ্ঠাতৃগণের জ্ঞাপয়িত্রী, তিনি আমাদের যজ্ঞ ধারণ করুণ।১১

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা। ধিযো বিশ্বা বি রাজতি ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ। অত্র পূর্বাভ্যামৃগভ্যাং বিগ্রহবতী প্রতিপাদিতা। অনয়াতু নদীরূপা প্রতিপাদ্যতে। তাদৃশী সরস্বতী কেতুনা কর্মণা প্রবাহরূপেণ মহো অর্ণঃ প্রভূতমুদকং প্র চেতয়তি প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি। কিং চ স্বকীয়েন দেবতারূপেণ বিশ্বাঃ ধিয়ঃ সর্বাপ্যনুষ্ঠাতৃ-প্রজ্ঞানানি বি রাজতি বিশেষেণ দীপয়তি। অনুষ্ঠানবিষয়া বুদ্ধীঃ সর্বাদোৎপাদয়তীত্যর্থঃ। সরস্বত্যা দ্বিরূপত্বং যাস্কো দর্শয়তি—'তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি (নিরু ২।২৩) ইতি। একশত সংখ্যাকেষূদকনামসু 'অর্ণঃ ক্ষোদঃ' (নি ১।১২।১) ইতি পঠিতম্। এতামৃচং যাস্কো ব্যাচষ্ট 'মহদর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজ্ঞাপয়তি কেতুনা কর্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সর্বাণি প্রজ্ঞানান্যভিবিরাজতি (নিরু ১১।২৭) ইতি।

৭। পাবকা

মন্ত্রার্থ। সরস্বতী* নদীরূপে প্রভূত উদক উৎপন্ন করিতেছেন। যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের সর্বপ্রজ্ঞাও তিনি সদা সর্বদা উদ্দীপিত করেন।১২

চতুর্থ সূক্ত

ইহার ঋষি বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা ও দেবতা ইন্দ্র।

সুরূপকৃতমুস্তয়ে সুদুঘামিব গোদুহে জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। সুরূপকৃত্নুং শোভনরূপোপেতস্য কর্মণঃ কর্তারমিন্দ্রম্ উতয়ে অস্মদ্রক্ষার্থং দ্যবিদ্যবি প্রতিদিনং জুহূমসি আহ্বয়ামঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ। গোদুহে গোধুগর্থং সুদুঘামিব সুষ্ঠু দোগ্ধ্রীং গামিব। যথা লোকে গোঃ যো দোগ্ধা তদর্থং তস্যাভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গামাহ্বয়তি তদ্বৎ। বস্তোঃ ইত্যাদিষু দ্বাদশসু অহর্নামসু দ্যবিদ্যবি (নি ১।৯।১২) ইতি পঠিতম্ ॥ ১

মন্ত্রার্থ। যেমন লৌকিক গোদোহক সুদুগ্ধবতী দোহনীয়া গাভীকে দোহনার্থ আহ্বান করেন, তদ্রূপ আমরা সর্ব শুভ কর্মের কর্তা ইন্দ্রকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিতেছি।১

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। গোদা ইদ্রেবতো মদঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে সোমপাঃ সোমস্য পাতরিন্দ্র সোমং পাতুং নঃ অস্মদীয়ানি সবনা ত্রীণি সবনানি প্রতি উপ সমীপে আ গহি আগচ্ছ। আগত্য চ সোমস্য সোমং পিবঃ। রেবতঃ ধনবতস্তব মদঃ হর্ষঃ গোদা ইৎ গোপ্রদ এব। ত্বয়ি হৃষ্টে সতি অস্মাভির্গাবো লভ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥২

---

* পূর্ব দুই মন্ত্রে সরস্বতীর দেবীরূপ অভিব্যক্ত ও এই মন্ত্রে উহার নদীরূপ ব্যাখ্যাত। ঋগ্বেদে সরস্বতীর দ্বিরূপত্ব নিরুক্তকার যাস্ক ও ভাষ্যকার সায়ণ উভয় কর্তৃক স্বীকৃত। পুরাকালে সরস্বতী-নদীর তীরে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। প্রথমে নদীরূপে ও পরে দেবতা রূপে সরস্বতী আরাধিত হন।

মন্ত্রার্থ। হে সোমপ[৯] ইন্দ্র, সোমপানার্থ আমাদের সবনত্রয়[১০] সমীপে আসুন ও সোমপান করুন। আপনি ধনবান্। আপনি হৃষ্ট ও প্রসন্ন হইলে আমাদের গোধন লাভ হয়। ২

অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাম্। মা নো অতি খ্য আ গহি ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অথ সোম পানানন্তরং হে ইন্দ্র তে তব অন্তমানাম্ অন্তিকতমানামতিশয়েন সমীপবর্তিনাং সুমতীনাং শোভনমতিযুক্তানাং শোভন প্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা বিদ্যাম বয়ং ত্বা জানীয়াম। যদ্বা সুমতীনাং শোভন বুদ্ধীনাং কর্মানুষ্ঠান-

৯। সোম পাতা, সোমরসের পানকর্তা।

১০। অগ্নিষ্টোম সোমযাগে সবনত্রয় যথা—সুত্যাদিনে অর্থাৎ যজ্ঞের পঞ্চম দিবসে সোমাভিষব তিন সবনে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিন তিনবার সোমাভিষব, সোমাহুতি ও সোমপান চলে। এই তিন অনুষ্ঠান যথাক্রমে প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন নামে খ্যাত। সবনকর্মে যে পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয় তাহার নাম সবনীয় পুরোডাশ। প্রাতঃসবনে গায়ত্রীচ্ছন্দে, মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুপ্-ছন্দে ও সান্ধ্যসবনে জগতীছন্দোবদ্ধ মন্ত্র বিহিত। সবন ত্রয়ে অভিষবের নিয়ম এই যে, প্রাতঃসবনে সোমের অর্ধাংশ হইতে, মাধ্যন্দিন সবনে অপরার্ধ হইতে পাষাণের আঘাতে সোমরস নিষ্কাসিত হয়। কেবল সোমের একখণ্ড তৃতীয় সবনার্থ রক্ষিত হয়। উহা হইতে যে অল্পরস পাওয়া যায় তাহা তৃতীয় সবনে গৃহীত হয়। প্রাতঃসবনে উপাংশু সবন নামক পাষাণের আঘাতে রস বাহির করিয়া সেই রসে উপাংশু গ্রহাহুতি হয়; আর চারখানি পাষাণের আঘাতে নিষ্কাসিত আধবনীয় পাত্রের জলে মিশ্রিত হয়। দশাপবিত্রে ছাঁকিয়া উক্ত রসের অর্ধাংশ দ্রোণ কলসে ও অপরার্ধ পূতভৃতে ঢালা হয়। দ্রোণ কলসে ঢালিবার সময় পতন্ত সোমধারা হইতে অন্তর্যাম ঐন্দ্রবায়ব, মৈত্রাবরুণ, আশ্বিন, শুক্র ও মন্থী এই ছয় গ্রহে (পাত্রে) গৃহীত হয়। উহাদের নাম ধারাগ্রহ। অন্যান্য গ্রহ দ্রোণ কলস অথবা পূতভৃৎ হইতে গৃহীত হয়। মাধ্যন্দিন সবনে উপাংশু গ্রহ নাই। চমস পূরনার্থ সোমরস পূতভৃৎ হইতে গৃহীত হয়। শুক্র ও মন্থী ব্যতীত ধারাগ্রহ নাই। তৃতীয় সবনের সোমরস কেবল পূতভৃতেই ঢালা হয়। তিন সবনেই সোমরস ঢালিবার সময় পবমান স্তোত্র গীত হয়।

বিষয়াণাং লাভার্থমিত্যধ্যাহারঃ। বুদ্ধিলাভায় ত্বাং স্মরেমেত্যর্থঃ। ত্বমপি নঃ অতি মা খ্যঃ অস্মানতিক্রম্য অন্যেষাং ত্বং স্বরূপং মা প্রকথয়। কিন্তু আগহি অস্মানেবাগচ্ছ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্রদেব, আপনি সোমপান করিলে আমরা আপনার অতিশয় সমীপবর্তী ও সুমতিযুক্ত পুরুষদের মধ্যে থাকিয়া আপনাকে জানিব। সুবুদ্ধিলাভার্থ আমরা আপনাকে স্মরণ করিব। আপনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অন্যদের মধ্যে আপনার স্বরূপ প্রকট করিবেন না। আপনি আমাদেরই সমীপে অচিরে আসুন।৩

পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছা বিপশ্চিতম্। যস্তে সখিভ্য আ বরম্ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র যজমানং প্রতি হোতা ব্রূতে। হে যজমান ত্বম্ ইন্দ্রং পরেহি ইন্দ্রস্য সমীপে গচ্ছ। গত্বা চ বিপশ্চিতং মেধাবিনং হোতারং মাং পৃচ্ছ। অসৌ হোতা সম্যক্ স্তুতবান্ ন বা ইত্যেবং প্রশ্নং কুরু। যঃ ইন্দ্রঃ তে তব যজমানস্য সখিভ্যঃ ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ বরং শ্রেষ্ঠং ধন পুত্রাদিকম্ আ সমন্তাৎ প্রযচ্ছতীতি শেষঃ। তাদৃশমিন্দ্রমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। পুনরপি কীদৃশম্। বিগ্রং মেধাবিনম্ অস্তৃতম্ অহিংসিতম্ 'বিপ্রঃ' ইত্যাদিষু চতুর্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু বিগ্র বিপশ্চিচ্ছব্দৌ পঠিতৌ (নি ৩।১৫।২।১৬) ইতি ॥৪

মন্ত্রার্থ। ইহা যজমানের প্রতি হোতার উক্তি।—হে যজমান অহিংসিত ও মেধাসম্পন্ন ইন্দ্রের সমীপে গমন কর এবং তৎসমীপে হোতা আমাকে প্রশ্ন কর—এই হোতা সম্যক স্তুতি করিয়াছেন কিনা? সেই যজমানের বন্ধুতুল্য ঋত্বিকগণকে ইন্দ্রদেব পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ ধন যুগপৎ দান করেন। ৪

উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরণ্যতশ্চিদারত। দধানা ইন্দ্র ইদ্দুবঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। নঃ অস্মাকং সংবন্ধিন ঋত্বিজ ইতি শেষঃ। তে ব্রুবন্তু ইন্দ্রং স্তুবন্তু। উত অপি চ হে নিদঃ নিন্দিতারঃ পুরুষাঃ নিঃ আরত ইতো দেশান্নির্গচ্ছত। অন্যতশ্চিৎ অন্যস্মাদপি দেশান্নির্গচ্ছত। কীদৃশা ঋত্বিজঃ। ইন্দ্রে দুবঃ পরিচর্যাং দধানাঃ কুর্বাণাঃ। ইচ্ছব্দোঽবধারণে। সর্বদা পরিচর্যাং কুর্বন্ত এব তিষ্ঠন্ত্বিত্যর্থঃ। নিন্দন্তীতি নিদঃ। নিদি কুৎসায়াম্। আরত অর্তেঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের পরিচর্যারত ঋত্বিকগণ তাঁহার স্তুতি করুন এবং হে ইন্দ্র নিন্দাকারী পুরুষগণ তোমরা এই দেশ ও অন্য দেশ হইতে সত্বর সুদূরে চলিয়া যাও। ৫

উত নঃ সুভর্গা অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ স্যামেদিন্দ্রস্য শর্মণি ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে দস্ম শত্রুণামুপক্ষপয়িতরিন্দ্র ত্বদনুগ্রহাৎ অরিঃ উত শত্রবোঽপি নঃ অস্মান্ সুভগান্ শোভনধনোপেতান্ বোচেয়ু উচ্যাসুঃ। কৃষ্টয়ঃ মনুষ্যা অস্মন্ মিত্রভুতা বদন্তীতি কিমু বক্তব্যমিতি শেষঃ। ততো ধনসংপন্না বয়ম্ ইন্দ্রস্য শর্মণি ইন্দ্রপ্রসাদ লব্ধে সুখে স্যামেৎ ভবেমৈব। 'মঘম্' ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষু ধনমানসু 'রয়ি ক্ষত্রংভগ' (নি ২।১০।১০) ইতি পঠিতম্। 'মনুষ্যাঃ' ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু কৃষ্টয়ঃ (নি ২।৩।৭) ইতি পঠিতম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্রদেব, আপনার অনুগ্রহে যেন শত্রুগণও আমাদিগকে সৌভাগ্যশালী বলে। আমাদের মিত্রভূত মনুষ্যগণ অবশ্যই তদ্রূপ বলিবে। আমরা যেন সদা ইন্দ্রকর্মে রত হই ও ইন্দ্রপ্রসাদে ধন সম্পন্ন হইয়া সুখে থাকি।৬

এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনম্ পতয়ন্মন্দয়ৎসখম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। ঈম্ ইতি নিপাত ইদংশব্দার্থে বর্ততে। হে যজমান আশবে কৃৎস্নসোমযাগব্যাপ্তায়েন্দ্রায় ঈম্ আ ভর ইমং সোমমাহর। কীদৃশং সোমং। আশুং সবনত্রয়ব্যাপ্তং যজ্ঞশ্রিয়ং যজ্ঞস্য সংপদ্রূপং নৃমাদনং নৃণামৃত্বিগযজমানানাং হর্ষহেতুং পতয়ৎ পতয়ন্তং কর্মাণি প্রাপ্নুবন্তং মন্দয়ৎসখম্। য ইন্দ্রো মন্দয়তি যজমানান্ হর্ষয়তি তস্মিন্নিন্দ্রে সখিভূতোঽয়ং সোমঃ। তৎপ্রীতিহেতুত্বাৎ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্বা ॥ ৭

মন্ত্রার্থ। হে যজমান, কৃৎস্ন[১১] যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত ইন্দ্রের নিমিত্ত সোমরস আহরণ কর। এই সোমরস যজ্ঞশ্রী[১২]। ইহা ঋত্বিকবৃন্দের আনন্দবর্ধক ও ইন্দ্রের প্রিয় সখা। ইন্দ্রের প্রীতি তৃপ্তির জন্য এই সোম আহরণ কর।৭

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ। প্রাবো বাজেষু বাজিনম্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে শতক্রতো বহুকর্মযুক্তেন্দ্র ত্বম্ অস্য সোমস্য সংবন্ধিনমংশং পীত্বা বৃত্রাণাং বৃত্রনামকাসুরপ্রমুখানাং শত্রুণাং ঘনঃ অভবঃ হন্তাঽভূঃ। ততো বাজেষু সংগ্রামেষু বাজিনং সংগ্রামবন্তং স্বভক্তং প্রাব প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি ॥৮

১১। সমগ্র। ১২। যজ্ঞধন, যজ্ঞসম্পদ।

মন্ত্রার্থ। হে শতক্রতো[১৩] আপনি এই সোমপান করিয়া বৃত্রাসুর প্রমুখ শত্রুগণের হন্তা হইয়াছিলেন এবং স্বভক্ত যোদ্ধাদিগকে সংগ্রামে সুরক্ষা করিয়াছিলেন।৮

ত্বং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে শতক্রতো বহুকর্মযুক্ত যদ্বা বহুপ্রজ্ঞানযুক্ত ইন্দ্র ধনানাং সাতয়ে সংভজনার্থং বাজেষু যুদ্ধেষু বাজিনং বলবন্তং ত্বা পূর্বমন্ত্রোক্তগুণযুক্তং ত্বাং বাজয়ামঃ অন্নবন্তং কুর্মঃ। রণঃ ইত্যাদিষু ষটচত্বারিংশৎসু সংগ্রাম নামসু 'পৌংস্যে মহাধনে বাজে অগ্মন্' (নি ২।১৭।৪২) ইতি পঠিতম্। অষ্টাবিংশতি সংখ্যাকেম্বন্ননামসু 'অন্ধঃ বাজঃ পাজঃ' (নি ২।৭।২) ইতি পঠিতম্। উরুতুবি ইত্যাদিষু দ্বাদশসু বহুনামসু শতং সহস্রম্ (নি ৩।১।৯) ইতি পঠিতম্। 'অপঃ অপ্নঃ ইত্যাদিষু ষড়বিংশতি সংখ্যাকেষু কর্মনামসু 'শক্ম ক্রতুঃ' (নি ২।১।১১) ইতি পঠিতম্। কেতঃ কেতুঃ ইত্যাদিম্বেকাদশসু প্রজ্ঞানামসু 'ক্রতুঃ অসুঃ' (নি ৩।৯।৫) ইতি পঠিতম্ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে শতক্রতো আপনি সর্বযুদ্ধে বলবান্। ধন লাভার্থ আমরা আপনাকে হবিঃরূপ অন্ন নিবেদন করিতেছি।৯

যো রায়োবনির্মহান্তসুপারঃ সুন্বতঃ সখা তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ ইন্দ্রঃ রায়ঃ ধনস্য অবনিঃ রক্ষকঃ স্বামী বা তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত হে ঋত্বিজস্তৎ প্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। মহান্ গুণৈরধিকঃ সুপারঃ সুষ্ঠু কর্মণঃ পূরয়িতা সুন্বতঃ যজমানস্য সখা সখিবৎ প্রিয়ঃ।১০

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্‌বৃন্দ যে ইন্দ্র ধনস্বামী তাহার প্রীতির নিমিত্ত স্তুতিগান কর। তিনি মহান্। তিনি সর্বশুভকর্মের প্রেরণাদাতা ও কামনা পূরয়িতা এবং বন্ধুর ন্যায় যজমানের অতি প্রিয় দেবতা।১০

১৩। বহু কর্মযুক্ত, বহু প্রজ্ঞান যুক্ত।

পঞ্চম সূক্ত

পঞ্চম সূক্ত হইতে দশম সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা ও দেবতা ইন্দ্র।

আ ত্বেতা নি ষীদতেন্দ্রমভি প্র গায়ত সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। তু শব্দঃ ক্ষিপ্রার্থো নিপাতঃ। দ্বাভ্যামাঙভ্যাম্ন্বেতুম্ ইতশব্দোঽভ্যসনীয়ঃ। হে সখায়ঃ ঋত্বিজঃ ক্ষিপ্রমস্মিন্ কর্মণি আগচ্ছতাগচ্ছত। আদরার্থোঽভ্যাসঃ। আগত্য চ নি ষীদত উপবিশত। উপবিশ্য চ ইন্দ্রমভি প্র গায়ত। সর্বতঃ প্রকর্ষেন স্তুত। কীদৃশাঃ সখায়ঃ। স্তোমবাহসঃ। ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিস্তোমান্স্মিন্ কর্মণি বহন্তি প্রাপয়ন্তীতি ॥১

মন্ত্রার্থ। হে স্তুতি গায়ক ঋত্বিক্ সখাগণ, আপনারা অতি দ্রুত এই যজ্ঞে আগমন এবং আসন গ্রহণ করুন। অনন্তর আপনারা ইন্দ্রের স্তুতিগান করুন।১

পুরুতমং পুরূণামীশানং বর্যাণাম্ ইন্দ্রং সোমে সচা সুতে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। সখায়োঽভিপ্রগায়ত ইতি পদদ্বয়মত্রানুবর্ততে। হে সখায়ঃ ঋত্বিজঃ সচা যুয়ং সর্বৈঃ সহ। যদ্বা। সচা পরস্পর সমবায়েন সুতে অভিষুতে সোমে প্রবৃত্তে সতি ইন্দ্রম্ অভি প্রগায়ত। কীদৃশমিন্দ্রম্। পুরুতমম্। পুরুন্ বহুন্ শত্রুন্ তময়তি গ্লাপয়তীতি পুরুতমঃ। পুরূণাং বহুনাং বার্যাণাং বরণীয়াণাং ধনানাম্ ঈশানম্ স্বামিনম্ ॥

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্ সখাগণ তোমরা পরস্পর মিলিত হইয়া সোমরস অভিষব পূর্বক ইন্দ্রের স্তুতিগান কর। ইন্দ্রদেব সর্ব শত্রু দমনকারী ও বহু বরনীয় ধনের অধিপতি।২

স ঘা নো যোগ আ ভুবৎস রায়ে পুরংধ্যাম্। গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ঘ শব্দোঽবধারণার্থো নিপাতঃ। সর্বৈস্তচ্ছব্দৈঃ সংবধ্যতে। স ঘ স ত্রবেন্দ্রঃ পূর্বমন্ত্রোক্ত গুণবিশিষ্টঃ নঃ অস্মাকং যোগে পূর্বমপ্রাপ্তস্য পুরুষার্থস্য সংবন্ধে আ ভুবৎ আভবতু। পুরুষার্থস াধয়ত্বিত্যর্থঃ। সঃ এব রায়ে ধনার্থম্ আ ভুবৎ আভবতু।

সঃ এব পুরংধ্যাং যোষিতি আভুবৎ। যদ্বা বহু বিধায়াং বুদ্ধৌ আ ভুবৎ। পুরং-ধির্বহুধীঃ (নিরু ৬।১।৩) ইতি যাস্কঃ। স এব বাজেভিঃ দেয়ৈরন্নৈ সহ নঃ অস্মান্ আ গমৎ আগচ্ছতু ॥৩

মন্ত্রার্থ। বিশেষ গুণ বিশিষ্ট ইন্দ্রদেব ইতঃপূর্বে আমাদিগকে অপ্রাপ্য পুরুষার্থ দান করুন। বহুবিধ ধন সামগ্রী এবং দেয় অন্নাদিসহ তিনি আমাদের সমীপে আসুন। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান করুন।৩

যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রুবঃ। তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। সমৎসু যুদ্ধেষু যস্য ইন্দ্রস্য সংস্থে রথে যুক্তৌ হরী দ্বাবশ্বৌ শত্রুবঃ ন বৃণ্বতে ন সংভজন্তে রথমশ্বৌ চ দৃষ্টা পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ। তস্মা ইন্দ্রায় তৎ সংতোষার্থং হে ঋত্বিজঃ গায়ত স্তুতিং কুরুত। রণঃ ইত্যাদিষু ষটচত্বারিংশৎসুসংগ্রাম নামসু সমৎসু সমরণে (নি ২।১৭।২২) ইতি পঠিতম্। সংস্থে। সম্যক্ তিষ্ঠতীতি সংস্থো রথঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিকগণ, যুদ্ধে যে ইন্দ্রের রথে যুক্ত অশ্বদ্বয়ের সন্মুখীন হইতে শত্রুগণ সাহস করে না এবং যাহার রথ ও অশ্বদ্বয় দেখিয়াই শত্রুগণ পলায়ন করে, তাঁহার সন্তোষার্থ স্তুতিগান কর।৪

সুতপাব্নে সুতা ইমে শুচয়ো যন্তি বীতয়ে। সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। ইমে সোমাসঃ অস্মিন্ কর্মণি সংপাদিতাঃ সোমাঃ সুতপাব্নে অভিষুতস্য সোমস্য পানকর্ত্রে। ষষ্ঠ্যর্থে-চতুর্থী। তস্য পাতুঃ বীতয়ে ভক্ষণার্থং যন্তি তমেব প্রাপ্নুবন্তি। কীদৃশাঃসোমাঃ। সুতাঃ অভিষুতাঃ। শুচয়ঃ দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ শুদ্ধাঃ। দধ্যাশিরঃ অবনীয়মানং দধি আশীর্দোষঘাতকং যেসাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ। সুত পাব্নে। সুতং পিবতীতি সুতপাবা। বনিপঃ পিত্বাৎ ধাতুস্বর এব শিষ্যতে ॥৫

মন্ত্রার্থ। এই যজ্ঞে অভিষুত ও দোষঘ্ন (বা দধিমিশ্রিত)[১৪] সোমরস দশাপবিত্রে পরিশোধিত এবং শুদ্ধ। ইহা অভিষুত সোম পানকারী ইন্দ্রদেবের পানার্থ যাইতেছে ও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতেছে।

১৪। মাধবকৃতা ঋগ্বেদব্যাখ্যা অনুসারে দধিমিশ্রিত এবং সায়ণ মতে দোষ ঘাতক।

ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ। ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠ্যায় সুক্রতো ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। সুক্রতো শোভনকর্মণঃ শোভন প্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র ত্বং সুতস্য অভিসুতস্য সোমস্য পীতয়ে পানার্থং জ্যৈষ্ঠ্যায় দেবেসু জ্যেষ্ঠত্বার্থং চ সদ্যঃ তস্মিন্নেব ক্ষণে বৃদ্ধো অজায়থাঃ অভিবৃদ্ধোৎসাহেন যুক্তোহভূঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে সুক্রতু[১৫] ইন্দ্র, অভিযুত সোমপান ও দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব[১৬] লাভের নিমিত্ত আপনি এইক্ষণে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন।৬

আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্বণঃ। শং তে সন্তু প্রচেতসে ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বাং সোমাসঃ সোমাঃ আ বিশন্তু অভিমুখ্যেন প্রবিশন্তু। কীদৃশাঃ সোমাঃ। আশবঃ সবনত্রয়ে প্রকৃতি বিকৃত্যোর্বা ব্যাপ্তিমন্তঃ। কীদৃশেন্দ্র। গির্বণঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ সংভজনীয় দেববিশেষ। গির্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি (নিরু ৬।১৪) ইতি যাস্কঃ। তথাবিধ হে ইন্দ্র তে তব প্রচেতসে প্রকৃষ্ট জ্ঞানায় শং সুখরূপাঃ সোমাঃ সন্তু। গিবণঃ। গৃহ্নন্তীতি গিব স্তুতয়ঃ।

মন্ত্রার্থ। হে স্তুতিভাজন সুমতিযুক্ত ইন্দ্রদেব, এই শীঘ্রমাদক সোমরস আপনাতে প্রবেশ করুক ও আপনার সুখকর হউক।

ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ত্বামুক্থা শতক্রতো। ত্বাং বর্ধন্তু নো গির ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে শতক্রতো বহুকর্মণ বহুপ্রজ্ঞ বা ইন্দ্র ত্বাং স্তোমাঃ সামগানাং স্তোত্রানি অবীবৃধন্ বর্ধিতবন্তি। তথা বহ্বৃচানাম্ উক্থা শস্ত্রাণি ত্বাম্ অবীবৃধন্। যস্মাৎ পূর্বমেবমাসীৎ তস্মাদিদানীমপি নঃ অস্মাকং গিরঃ স্তুতয়ঃ ত্বাং বর্ধন্তু বর্ধয়ন্তু অতিবৃদ্ধং কুর্বন্তু ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে শতক্রতু পূর্বে সামগ[১৭] গণের স্তোম[১৮] সমূহ এবং বহ্বৃক্[১৯] গণের উক্থ[২০] সমূহ যেরূপ আপনাকে প্রবৃদ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ ইদানীং আমাদের স্তুতি সমূহও আপনাকে প্রসন্ন করুক।৮

১৫। শোভনকর্ম বা শোভন প্রজ্ঞ বা সুপ্রজ্ঞ। ১৬। শ্রেষ্ঠত্ব।

১৭। সামগায়ক। ১৮। শস্ত্র, ঋক্‌স্তোত্র। ১৯। বহুঋকের পাঠক।

২০। ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, একবিংশাদি সামস্তোত্র।

অক্ষিতোতিঃ সনেমিদং বাজমিন্দ্রঃ সহস্রিণম্। যস্মিন্বিশ্বানি পৌংস্যা ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রঃ ইমং বাজং সোমরূপমন্নং সনেৎ সংভজেৎ। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। অক্ষিতোতিঃ অহিংসিতরক্ষণঃ। কদাচিদপি রক্ষাং ন বিমুঞ্চতীত্যর্থঃ। কীদৃশং বাজম্। সহস্রিণং প্রকৃতৌ বিকৃতিষু চ প্রবর্তমানত্বেন সহস্রসংখ্যাযুক্তম্। যস্মিন্ বাজে বিশ্বানি সর্বানি পৌংস্যা পৌংস্যানি পুংস্ত্বানি বলানি বর্তন্তে তাদৃশং বাজমিতি পূর্বাত্রান্বয়।৯

মন্ত্রার্থ। হে অহিংসিত রক্ষণ[২১] ইন্দ্রদেব, যে সোমরূপ অন্নে আপনার সমস্ত পৌরুষ নিহিত, আপনি সেই সহস্রসংখ্যাক সোমান্ন কামনা করুন। ৯

মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ। ঈশানো যবয়া বধম্ ॥১০

সায়ণভাষ্য। হে গিবণঃ ইন্দ্র মর্তাঃ বিরোধিনো মনুষ্যাঃ নঃ অস্মদীয়ানাং তনূনাং শরীরাণাং মা অভি দ্রুহন্ অভিতো দ্রোহং মা কুর্যুঃ। ঈশানঃ সমর্থস্ত্বং বধং বৈরিভিঃ সংপাদ্যমানং যবয় অস্মত্তং পৃথক্কুরু। মনুষ্যাঃ ইত্যাদিষু পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকেষু মনুষ্যনামসু 'মর্তাঃ ত্রাতাঃ' (নি ২।৩।১৩) ইতি পঠিতম্ ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে গির্বণ[২২] ইন্দ্রদেব, বিরোধী মনুষ্যগণ যেন আমাদের শরীরের অনিষ্ট সাধন না করে। আপনি ঈশান[২৩]। আপনি বৈরীবৃন্দকে আমাদের হইতে দূরে রাখুন ও তৎকর্তৃক অনিষ্ট হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।১০

২১। ভেঙ্কটার্যসুত মাধবকৃত ঋগর্থদীপিকা অনুসারে অক্ষীণরক্ষক ও সায়ণাচার্য মতে অহিংসিত রক্ষণ।

২২। স্তুতিভাজন, স্তুত্য। ২৩। সমর্থ, প্রভু।

ষষ্ঠ সূক্ত

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং তস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রো হি পরমৈশ্বর্যযুক্তঃ। পরমৈশ্বর্যং চ অগ্নিবায্বাদিত্য-নক্ষত্ররূপেণা-বস্থানাদুপপদ্যতে। ব্রধ্নম্ আদিত্যরূপেণাবস্থিতম্ অরুষং হিংসকরহিতাগ্নিরূপেণাবস্থিতং চরন্তং বায়ুরূপেণ সর্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রং পরি তস্থুষঃ পরিতোঽবস্থিতা লোকত্রয়বর্তিনঃ প্রাণিনঃ যুঞ্জন্তি স্বকীয়ে কর্মণি দেবতাত্বেন সংবদ্ধং কুর্বন্তি। তস্যৈবেন্দ্রস্য মূর্তিবিশেষ-ভূতানি রোচনা রোচনানি নক্ষত্রাণি দিবি দ্যুলোকে রোচন্তে প্রকাশন্তে। অস্য মন্ত্রস্যোক্তার্থপরত্বং ব্রাহ্মণান্তরে ব্যাখ্যাতং--'যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমিত্যাহ। অসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্নঃ। আদিত্যমেবাস্মৈ যুনক্তি। অরুষমিত্যাহ। অগ্নির্বা অরুষঃ। অগ্নিমেবাস্মৈ যুনক্তি। চরন্তমিত্যাহ। বায়ুর্বৈ চরন্। বায়ুমেবাস্মৈ যুনক্তি। পরি তস্থুষ ইত্যাহ। ইমে বৈ লোকাঃ পরি তস্থুষঃ। ইমানেবাস্মৈ লোকান্যুনক্তি। রোচন্তে রোচনা দিবীত্যাহ। নক্ষত্রাণি বৈ রোচনা দিবি। নক্ষত্রাণ্যেবাস্মৈ রোচয়তি (তৈ ব্রা ৩৷৯৷৪৷১-২) ইতি) পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকেষু মহন্নামসু মহঃ ব্রধ্নঃ (নি ৩৷৩৷২) ইতি পঠিতম্। আদিত্যস্যাপি মহত্ত্বাদেব ব্রধ্নত্বম্ ॥১

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র পরমৈশ্বর্যযুক্ত। তাঁহার ঐশ্বর্য অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও নক্ষত্ররূপে অবস্থানহেতু উপপন্ন হয়। ইন্দ্র বায়ুরূপে সর্বত্র প্রসরণশীল ও লোকত্রয়বর্তী প্রাণীবর্গকে স্বকীয় কর্মে দেবতারূপে সংবদ্ধ করেন। দ্যুলোকে প্রকাশমান নক্ষত্ররাজি তাঁহারই মূর্তি বিশেষ। ব্রধ্ন[২৪] ও অরুষ[২৫] ইন্দ্রের দুইরূপ।১

২৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩৷৯৷৪৷১) আছে, অসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্ন ইতি। শতপথ ব্রাহ্মণে (২৷৩৷৪৷১২) আছে এষ বা ইন্দ্র য এষ তপতি ইতি। আচার্য সায়ণ বলেন, মহৎ নামে পঁচিশ বস্তুর মধ্যে ব্রধ্ন অন্যতম এবং আদিত্যও মহৎ বলিয়া ব্রধ্ন নামে অভিহিত।

২৫। পণ্ডিত মোক্ষমূলার তৎপ্রণীত **Chips from a German workshop** (**volu p p. 124-140**) নামক গ্রন্থে বলেন, অরুষের আদি অর্থ লোহিত। ইহা বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে সূর্যের এক অশ্বের নাম হয়। তিনি বলেন সূর্যের এই লোহিত

যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে। শোণা ধৃষ্ণু নৃবাহসা ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অস্য ব্রহ্মাদি শব্দ প্রতিপাদ্যস্য আদিত্যাদিমূর্তিভিস্তত্র তত্রাবস্থিত-স্যেন্দ্রস্য রথে হরী এতন্নামানৌ দ্বাবশ্বৌ সারথয়ঃ যুঞ্জন্তি। ইন্দ্রসংবন্ধিনোরশ্বয়োর্হরিনামত্বং 'হরী ইন্দ্রস্য রোহিতোঽগ্নেঃ' (নি ১।১৫।১) ইতি পঠিতত্বাৎ। কীদৃশৌ হরী। কাম্যা কাময়িতব্যৌ। বিপক্ষসা বিবিধে পক্ষসী রথস্য পার্শ্বে যয়োরশ্বয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ রথস্য দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োর্যোজিতাবিত্যর্থঃ। শোণা রক্তবর্ণৌ ধৃষ্ণু প্রগল্ভৌ নৃবাহসা নৃণাং পুরুষাণাম্ ইন্দ্রতৎসারথিপ্রমুখানাং বোঢারৌ ॥২

মন্ত্রার্থ। আদিত্যাদি মূর্তিতে অবস্থিত ইন্দ্রের রথের দুই পার্শ্বে হরি[২৬] নামক দুই কাম্য[২৭] অশ্ব সারথিগণ যৌজিত করেন। উক্ত অশ্বদ্বয় রক্তবর্ণ, প্রগল্ভ[২৮] এবং ইন্দ্র ও তাঁহার সারথি প্রমুখ পুরুষের বাহক।২

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্যা অপেশসে সমুষদ্ভিরজায়থাঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে মর্যাঃ মনুষ্যা ইদমাশ্চর্যং পশ্যতেত্যধ্যাহারঃ। কিমাশ্চর্যমিতি তদুচ্যতে। আদিত্যরূপোঽয়মিন্দ্রঃ উষদ্ভিঃ দাহকৈঃ রশ্মিভিঃ প্রতিদিনমুষঃকালেষু সংভূয় অজায়থাঃ উদপদ্যত। অথবা সূর্যস্যৈবাগমনে মরণমুপচর্য ব্যত্যয়েন বহুবচনং কৃত্বা সংবোধনং ক্রিয়তে। হে মর্য প্রতিদিনং ত্বম্ অজায়থা ইতি যোজ্যম্। কিংকুর্বন্। অকেতবে রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিনে কেতুং কৃণ্বন্ প্রাতঃ

বর্ণ অশ্ব একণ গ্রীস দেশে রূপান্তরিত হইয়া Eros নাম ধারণ পূর্বক প্রেমের দেবতারূপে খ্যাত হইয়াছেন। মোক্ষমূলার Science of language vol II pp 405-412 নামক পুস্তকে বলেন। সূর্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম হরিৎ। তজ্জন্য সূর্যকে হরিদশ্ব বলে। তিনি মনে করেন, এই হরিৎগণ গ্রীসদেশে রূপান্তরিত হইয়া charite নাম ধারণ পূর্বক রূপবতী কমনীয়া দেবীরূপে সমাদৃতা। সায়ণমতে অরুষ শব্দের অর্থ আরোচমান, প্রকাশমান, দীপ্যমান। সায়ণমতে অরুষ শব্দের অর্থ হিংসকরহিত অগ্নিদেব।

২৬। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে আছে (১।০) পূর্বপক্ষাপরপক্ষৌ বা ইন্দ্রস্য হরী। তাভ্যাং হীদং সর্বং হরতি ইতি। ততশ্চ তাভ্যামেব সর্বং জগদ্‌চমিতি।

২৭। কমনীয়। ২৮। ধর্ষক।

প্রজ্ঞানং কুর্বন্। অপেশসে রাত্রৌ অন্ধকারাবৃতত্বেন অনভিব্যক্তত্বাৎ রূপরহিতায় পদার্থায় প্রাতরন্ধকারনিবারণেন পেশঃ রূপমভিব্যজ্যমানং কুর্বন্। 'পেশ ইতি রূপনাম পিংশতে (নিরু ৮।১১) ইতি যাস্কঃ। অকেতবে, অপেশসে ইতি চতুর্থ্যৌ ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যৌ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে মনুষ্যগণ, আদিত্যরূপে ইন্দ্র প্রত্যহ ঊষাকালে নিদ্রাভিভূত, প্রজ্ঞান রহিত মানুষের জ্ঞান সঞ্চার ও রূপহীন পদার্থে রূপদান করিয়া দাহক তেজসহ উদিত হইতেছেন।

আদহ স্বধামনু পুনর্গর্ভত্বমেরিরে দধানা নাম যজ্ঞিয়ম্ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। অত্রাস্তি বিশেষবিনিয়োগঃ। চতুর্বিংশেঽহনি প্রাতঃসবনে ব্রাহ্মণাচ্ছংশিশস্ত্রে 'আদহ স্বধামনু' ইতি দ্বে ঋচৌ। 'ইন্দ্রেণ সংহি দৃক্ষসে' ইত্যেকা। অয়ং তৃচঃ ষলহস্তোত্রিয়সংজ্ঞকঃ। তথা চ সূত্রিতং চতুর্বিংশে 'হোতাজনিষ্ট' ইতি খণ্ডে— 'ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষস আদহ স্বধামন্বিত্যেকা দ্বে চ' (আশ্ব শ্রৌ ৭।২) ইতি। যদ্যপ্যেতদৈন্দ্রং সূক্তং তথাপি আদহ ইত্যাদিষু ষটসু মরুতো বর্ণ্যন্তে। 'প্রায়েনৈন্দ্রে মরুতঃ' ইতি অনুক্রমণিকায়ামুক্তত্বাৎ (অনু ২।২২) আৎ ইত্যয়ম্ আনন্তর্যার্থো নিপাতঃ। অহ ইত্যবধারনার্থঃ। আদহ বর্ষর্তোরনন্তরমেব। স্বধামনু ইতঃ পরং জনিষ্যমাণমন্নমুদকং বা অনুলক্ষ্য মরুতো দেবাঃ গর্ভত্বম্ এরিরে মেঘ মধ্যে জলস্য গর্ভাকারং প্রেরিতবন্তঃ। জলস্য কর্তারং পর্জন্যং প্রেরিতবন্তঃ। প্রতিসংবৎসরমেবং কুর্বন্তীতি দর্শয়িতুং পুনঃ শব্দ প্রযুক্তঃ। কীদৃশা মরুতঃ। যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং নাম দধানাঃ ধারয়ন্তঃ। সপ্তসু গণেষু মরুতাম্ ঈদৃঙ্ চান্যাদৃঙ্ চ ইত্যাদীনি যজ্ঞয়োগ্যানি নামানি অন্যত্রাম্নাতানি। অন্ধঃ ইত্যাদিষষ্টাবিংশতিসংখ্যাকেষন্ননামসু 'উর্ক্ রসঃ স্বধা' (নি ২।৭।০৭) ইতি পঠিতম্। অর্ণঃ ইত্যাদিষেকশতসংখ্যাকেষুদকনামসু 'তেজঃ স্বধা অক্ষরম্' (নি ২।১২।৯৭) ইতি পঠিতম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। বর্ষাকালের অব্যবহিত পরেই উৎপদ্যমান জলরাশিকে লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞার্হ মরুৎগণ[২৯] মেঘমধ্যে জলের বীজ নিধান করেন।

২৯। মরুৎ শব্দ মৃধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মৃ ধাতুর অর্থ আঘাত বা হনন করা। যাহা আঘাত বা হনন করে তাহাই মরুৎ। মরুৎদিগের সপ্তগণ বিদ্যমান। তাঁহাদের মাতা পৃশ্নি ও পিতা রুদ্র।

বিলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ। অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। অস্তি কিংচিদুপাখ্যানম্। পণিভির্দেবলোকাৎ গাবোঽপহৃত্য অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ। তাশ্চেন্দ্রো মরুদ্ভি সহাজয়দিতি। এতচ্চানুক্রমণিকায়াং সূচিতং 'পনিভিরসুরৈর্নিগূল্হা গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামসুর্গভি পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচুঃ (অনু ঋ সং ১০।১০৮) ইতি। মন্ত্রান্তরে চ দৃষ্টান্ততয়া সূচিতং-নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ (ঋ সঃ ১।৩২।১১) ইতি। তদেতদুপাখ্যানামভিপ্রেত্যোচ্যতে। হে ইন্দ্র বীলু চিৎ দৃঢ়মপি দুর্গমস্থানম্ আরুজত্নুভি ভঞ্জদ্ভিঃ বহ্নিভিঃ বোঢ়ভিরণ্যত্র নেতুং সমর্থৈর্মরুদ্ভিঃ সহিতস্ত্বং গুহঃ চিৎ গুহায়ামপি স্থাপিতা উস্রিয়াঃ গাঃ অনু অবিন্দঃ অন্বিষ্য লব্ধবানসি। ওজঃ পাজঃ ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতি সংখ্যাকেষু বলনামসু 'দক্ষঃবীলু চৌত্নম্' (নি ২।৯।১৪) ইতি পঠিতম্।৫

মন্ত্রার্থ। হে, ইন্দ্র, আপনি বিদারণকারী ও সর্বত্রগমনশীল মরুৎগণের সহিত দুর্গমতম গভীর গুহাতে অবস্থিত গাভীসমূহকে[৩০] অন্বেষণ পূর্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন।৫

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ। মহামনূষত শ্রুতম্ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। দেবয়ন্তঃ মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবানিচ্ছন্তঃ গিরঃ স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ মহাং প্রৌঢ়ং মরুদ্গণম্ অচ্ছ প্রাপ্তুম্ অনুষত স্তুতবন্তঃ। কীদৃশং মরুদ্গণম্। বিদদ্বসুং বেদয়দ্ভিঃ স্বমহিমপ্রখ্যাপকৈর্বসুভির্ধনৈর্যুক্তং শ্রুতং বিখ্যাতম্। মরুদ্গণস্য দৃষ্টান্তঃ। যথা মতিম্। মন্তারমিন্দ্রং যথা স্তুবন্তি তথেত্যর্থঃ। দেবয়ন্তঃ দেবানাত্মন ইচ্ছন্তঃ।৬

মন্ত্রার্থ। ঋত্বিকগণ যেরূপ ইন্দ্রের স্তব করে, তাহারা স্বমহিমাময় মহান মরুৎগণকে প্রাপ্তির আগ্রহেও সেইরূপ স্তব করিতেছে।৬

৩০। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য নিম্নোক্ত উপাখ্যান অবলম্বনে এই মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন। পণি নামক অসুরগণ দেবলোক হইতে বহুগাভী হরণপূর্বক অন্ধতম প্রদেশ নিক্ষেপ করিয়াছিল। পণিকর্তৃক অপহৃত গাভী সমূহের অনুসন্ধানার্থ ইন্দ্র দেবশুনী সরমাকে প্রেরণ করেন। কুক্কুরী সরমা অসুরদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া গাভীর সন্ধান প্রাপ্ত হয় ও ইন্দ্রকে জানায়। ইন্দ্রদেব মরুৎগণের সাহায্যে সেই গাভীগুলিকে উদ্ধার করেন। এখানে গাভী শব্দের লক্ষ্য অর্থ বাক্ বা বেদ।

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা। মন্দূ সমান বর্চসা ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুদ্গণ ত্বম্ ইন্দ্রেণ সংজগমানঃ সংগচ্ছমানঃ সং দৃক্ষসে হি সম্যগ্ দৃশ্যেথাঃ খলু। অবশ্যমস্মাভিদ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। কীদৃশেনেন্দ্রেণ। অবিভ্যুষা ভীতি-রহিতেন। কীদৃশাবিন্দ্রমরুদ্গণৌ। মন্দূ নিত্য প্রমুদিতৌ। সমান বর্চসা তুল্যদীপ্তী। পুরা কদাচিৎ বৃত্রবধদশায়ামিন্দ্রস্য সখায়ঃ সর্বে দেবা বৃত্রশ্বাসেন অপসারিতাঃ। তদানীমিন্দ্রস্য বৃত্রসংবন্ধিসকলসেনাজয়ার্থং মরুদ্ভিঃ সংগয়োঽভূৎ। সোঽয়মর্থো বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাৎ (ঋ সং ৮।৯।৬।৭) ইতি মন্ত্রে সংগৃহীতঃ, ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হনিষ্যন্ (ঐ ব্রা ৩।২০) ইতি ব্রাহ্মণে প্রপঞ্চিতশ্চ। ইন্দ্রশব্দঃ পরমৈশ্বর্যবন্তং মরুদ্গণং বাঽভিধত্তে। তদানীমিন্দ্রস্য সংবোধনং বহিরেবাধ্যাহর্তব্যম্। তথা চেয়মৃক্ যাস্কেন ব্যাখ্যাতা—'ইন্দ্রেন হি সংদৃশ্যসে সংগচ্ছমানোঽবিভ্যুসা গণেন মন্দূ মদিষ্ণু যুবাং স্তোঽপি বা মন্দনা তেনেতি স্যাৎ-সমানবর্চসেত্যেতেন ব্যাখ্যাতম্ (নিরু ৪।১২) ইতি। সং দৃক্ষসে সংপশ্যেথাঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ আমরা নির্ভীক ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত এবং আপনাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। আপনারা ও ইন্দ্র উভয়েই নিত্যপ্রমুদিত ও বিপুল তেজসম্পন্ন।৮

অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি। গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। মখঃ প্রবর্তমানোঽয়ং যজ্ঞঃ অনবদ্যৈঃ দোষরহিতৈঃ অভিদ্যুভিঃ দ্যুলোকমভিগতৈঃ কাম্যৈঃ ফলপ্রদত্বেন কাময়িতব্যৈঃ গণৈঃ মরুৎসমূহৈঃ সহিতম্ ইন্দ্রস্য ইন্দ্রং সহস্বৎ বলোপেতং যথা ভবতি তথা অর্চতি পূজয়তি। অয়ং যজ্ঞো মরুত ইন্দ্রং চাতিশয়েন প্রীণয়তীত্যর্থঃ। যজ্ঞঃ ইত্যাদিষু পঞ্চদশসু যজ্ঞনামসু মখঃ বিষ্ণুঃ (নি ৩।১৭।১১) ইতি পঠিতম্।৮

মন্ত্রার্থ। এই আরব্ধযজ্ঞ অনবদ্য[৩১], স্বর্গাভিমুখে ধাবিত ও কাম্য মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে অমিত বলযুক্ত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত।৮

অতঃ পরিজমন্না গহি দিবো বা রোচনাদধি। সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে পরিজমন্ পরিতো ব্যাপিন্ মরুদ্গণ অতঃ অস্মাৎ মরুদ্গণ-স্থানাদন্তরিক্ষাৎ আ গহি অস্মিন্ কর্মণ্যাগচ্ছ। দিবো বা দ্যুলোকাদ্বা সমাগচ্ছ। রোচনা-

৩১। দোষ রহিত।

দীপ্যমানাদাদিত্যমণ্ডলাদ্বা সমাগচ্ছ। অস্মদীয়কর্মকালে যত্র যত্র তিষ্ঠসি ততঃ সর্বস্মাদাগচ্ছ ইত্যর্থঃ। কিমর্থমাগমনমিতি তদুচ্যতে। অস্মিন্ কর্মণি বর্তমান ঋত্বিক গির, স্তুতীঃ সম্ ঋঞ্জতে সম্যক প্রসাধয়তি। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্মা (নিরু ৬।২১) ইতি যাস্কঃ। এতাঃ স্তুতীঃ শ্রোতুমাগচ্ছ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ঋত্বিজা মনুষ্যস্য প্রযুজ্যমানত্বাৎ ঋঞ্জতিধাতোঃ উত্তমপুরুষেণ ভবিতব্যং তথাপি পরোক্ষকৃতত্বেন নির্দেশাৎ প্রথম পুরুষ প্রয়োগঃ। পরোক্ষকৃতলক্ষণং চ যাস্ক আহ "তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতা আধ্যাত্মিকাশ্চ। তত্র পরোক্ষকৃতাঃ সর্বাভির্নামবিভক্তিভির্যুজ্যন্তে প্রথমপুরুষৈশ্চাখ্যাতস্য (নিরু ৭।১) ইতি।৯

মন্ত্রার্থ। হে সর্বব্যাপী মরুৎগণ, আপনারা অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক বা আদিত্যমণ্ডলে যেখানেই অবস্থিত হউন না কেন, তথা হইতে আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন। কর্মনিষ্ঠ ঋত্বিকগণ আপনাদের উদ্দেশ্যে স্তুতিগান করিতেছে।৯

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি। ইন্দ্রং মহো বা রজসঃ ॥১০

সায়ণভাষ্য। ইন্দ্রং দেবং প্রতি সাতিং ধনদানম্ অধি ঈমহে আধিক্যেন যাচামহে। কস্মাল্লোকাদিতি তদুচ্যতে। ইতঃ অস্মাদভিদৃশ্যমানাৎ পার্থিবাৎ পৃথিবীল্লোকাদ্বা দিবো বা দ্যুলোকাদ্বা মহঃ মহতঃ প্রৌঢ়াৎ রজসঃ বা পক্ষ্যাদীনাং রঞ্জকাদন্তরিক্ষলোকাদ্বা। সর্বস্মিন্দ্রো যতঃ কুতশ্চিদানীয় অস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছত্বিত্যর্থঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। এই দৃশ্যমান ভূলোক অথবা দ্যুলোক বা অন্তরীক্ষলোক হইতে আগমনপূর্বক আমাদিগকে প্রভূত ধনদান করিবার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে ইন্দ্র-স্তুতি করিতেছি।১০

সপ্তম সূক্ত

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। গাথিনঃ গীয়মানসামযুক্তা উদ্গাতারঃ ইন্দ্রমিৎ ইন্দ্রমেব বৃহৎ 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (ঋ সং ৬।৭৬।১) ইত্যস্যামৃচি উৎপন্নেন বৃহন্নামকেন সাম্না অনূষত স্তুতবন্তঃ। অর্কিণঃ অর্চনহেতুমন্ত্রোপেতা হোতারঃ অর্কেভিঃ ঋগ্রূপৈর্মন্ত্রৈঃ ইন্দ্রম্ এব অনূষত। যে তবশিষ্টা অধ্বর্যবস্তে বাণীঃ বাগ্ভির্যজুরূপাভিঃ ইন্দ্রম্ এব অনূষত। অর্কশব্দস্য মন্ত্রপরত্বং যাস্কেনোক্তম্ 'অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদেনেনার্চন্তি' (নিরু ৫।৪) ইতি। 'শ্লোকঃ' ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশৎসু বাঙ্নামসু বাশী বাণী (নি ১।১১।১২) ইতি পঠিতম্ ।১

মন্ত্রার্থ। আমাদের যজ্ঞে হোতৃগণ ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছে। অধ্বর্যুগণ যজুর্মন্ত্র অনুসারে আহুতি প্রদান করিতেছে ও উদ্গাতাগণ বৃহৎ সামমন্ত্র গান করিয়া যজ্ঞের বিঘ্নাদি বিনাশ করিতেছে। এই যজ্ঞ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিশেষ-ভাবে প্রযুক্ত। তিনি অচিরে এই যজ্ঞে আগমন করুন ।১

ইন্দ্র ইদ্ধর্য্যোঃ সচা সংমিশ্ল আ বচোযুজা। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্র ইৎ ইন্দ্র এব হর্য্যোঃ হরি নামকয়োরশ্বয়োঃ সচা সহ যুগপৎ আ সংমিশ্লঃ সর্বতঃ সম্যগ্ মিশ্রয়িতা। কীদৃশোর্হর্য্যোঃ। বচোযুজা ইন্দ্রস্য বচন মাত্রেণ রথে যুজ্যমানয়োঃ সুশিক্ষিতয়োরিত্যর্থঃ। অয়ম্ ইন্দ্রঃ বজ্রী বজ্রযুক্তঃ হিরণ্যয়ঃ হিরণ্ময়ঃ সর্বাভরণভূষিত ইত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। সুবর্ণময় সর্বালঙ্কারে সুসজ্জিত বজ্রী ইন্দ্র হরি নামক সুশিক্ষিত অশ্বদ্বয়ের সহিত সর্বত্র সোমাভিষবে গমন করিয়া থাকেন ।২

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্যং রোহয়দ্দিবি। বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ম্ ইন্দ্র দীর্ঘায় প্রৌঢ়ায় নিরন্তরায় চক্ষসে দর্শনায় দিবি দ্যুলোকে সূর্যম্ আ রোহয়ৎ। পুরা বৃত্রাসুরেণ জগতি যৎ আপাতিতং তমস্তন্নিবারণেন প্রাণিনাং

দৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থমাদিত্যং দ্যুলোকে স্থাপিতবানিত্যর্থঃ। স চ সূর্যঃ গোভিঃ স্বকীয়রশ্মিভিঃ অদ্রিং পর্বত প্রমুখং সর্বং জগৎ বি ঐরয়ৎ বিশেষেণ দর্শনার্থং প্রেরিতবান্ প্রকাশিতবানিত্যর্থঃ। অথবা ইন্দ্রঃ এব গোভিঃ জলৈর্নিমিত্তভূতৈঃ অদ্রিং মেঘং বৈরয়ৎ বিশেষেণ প্রেরিতবান্। পঞ্চদশসংখ্যাকেষু রশ্মিনামসু খেদয়ঃ কিরণাঃ গাবঃ (নি ১।৫।৩) ইতি পঠিতম্। ত্রিংশৎ-সংখ্যাকেষু মেঘনামসু অদ্রিঃ গ্রাবা (নি ১।১০।২) ইতি পঠিতম্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। পুরাকালে বৃত্রাসুর জগৎকে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছিল। উক্ত অন্ধকার নিবারণ ও প্রাণিগণের দৃষ্টিসিদ্ধির জন্য ইন্দ্র আদিত্যকে দ্যুলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন। সূর্যও স্বীয় রশ্মিজালে অদ্রি[৩২] প্রভৃতি জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ।৩

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্র প্রধনেষু চ। উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র উগ্রঃ শত্রুভিরপ্রধৃষ্যস্ত্বম্ উগ্রাভিঃ অপ্রধৃষ্যাভিঃ উতিভিঃ অস্মদ্বিষয়রক্ষাভিঃ বাজেষু যুদ্ধেষু নঃ অস্মান্ অব রক্ষ। তথা সহস্র প্রধনেষু চ। সহস্র সংখ্যাকগজাশ্বাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষ্বপি রক্ষ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে উগ্র[৩৩] ইন্দ্র, আপনার অধর্ষিত সংরক্ষণ দ্বারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন। গজাশ্বাদি সহস্র প্রধনে সমাযুক্ত মহাযুদ্ধেও আমাদিগকে রক্ষা করুন ।৪

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে। যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণম্ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। বয়ম্ অনুষ্ঠাতারঃ মহাধনে প্রভূতধননিমিত্তম্ ইন্দ্রং হবামহে আহ্বয়ামঃ। অর্ভে অর্ভকে স্বল্পেঽপি ধনে নিমিত্তভূতে সতি ইন্দ্রং হবামহে। কীদৃশমিন্দ্রম্। যুজং সহকারিণং সমাহিতং বা বৃত্রেষু শত্রুষু ধনলাভবিরোধিষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায় বজ্রিণং বজ্রোপেতম্ ॥৫

মন্ত্রার্থ। অত্যল্প বা বহুধন প্রাপ্তির নিমিত্ত ও ধন প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বিরোধী বৃত্রগণের[৩৪] নিবারণের জন্য আমরা বজ্রী ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিতেছি ।৫

৩২। পর্বত।

৩৩। শত্রু কর্তৃক অধর্ষনীয়।

৩৪। বৃষ্টির অবরোধক অসুরগণই ঋগ্বেদে বৃত্র নামে অভিহিত। পণ্ডিত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ মনে করেন, বৈদিক কল্পনায় আত্মা ও অনাত্মার সংঘর্ষই ইন্দ্র-বৃত্র যুদ্ধরূপে বিবৃত।

স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি। অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে সত্রাদাবন্ অস্মদভীষ্টানাং সর্বেষাং ফলানাং সহপ্রদাতঃ অতো ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্ত্যর্থং হে বৃষন্ বৃষ্টিপ্রদেন্দ্র ন অস্মদর্থম্ অমুং দৃশ্যমানং চরুং মেঘম্ অপা বৃধি উদ্ঘাটয়। তথৈব অস্মভ্যম্ অস্মদর্থম্ অপ্রতিষ্কুতঃ প্রতিশব্দ রহিতঃ। সদাং অস্মাভি-র্যাচ্যতে তত্র সর্বত্র নেতি প্রতিশব্দং নোচ্চারয়তি। অতোঽস্মদ্বিষয়ে কদাচিদপি। অপ্রতি-স্খলিতঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য যাস্ক আহ 'অপ্রতিষ্কুতোঽপ্রতিষ্কৃতোঽপ্রতিস্খলিতো বা (নিরু ৬।২৬) ইতি ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র আপনি আমাদের সকল অভীষ্টের প্রদাতা ও বর্ষক। আপনি দৃশ্যমান মেঘখণ্ডকে অপাবৃত৩৫ ও আমাদের সমস্ত প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন।৬

তুঞ্জেতুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ। ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। তুঞ্জে তুঞ্জে তস্মিংস্তস্মিন্ ফলদাতরি দেবান্তরে যে স্তোমাঃ স্তোত্র-বিশেষাঃ উত্তরে উৎকৃষ্টা সন্তি তৈঃ স্তোমৈঃ সর্বৈরপি বজ্রিণঃ বজ্রযুক্তস্য অস্য ইন্দ্রস্য সুষ্টুতিং যোগ্যাং শোভনস্তুতিং ন বিন্ধে ন বিন্দামি। ইন্দ্রস্যাত্যন্তগুণবাহুল্যেন দেবান্ত-রেষূত্তমত্বেন প্রসিদ্ধান্যপি স্তোত্রানি ন পর্যাপ্তানীত্যর্থঃ। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে 'তুঞ্জস্তুঞ্জতের্দানকর্মণঃ। দানে দানে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণো নাস্য তৈর্বিন্দামি সমাপ্তিং স্তুতে (নিরু ৬।১৭।১৮) ইতি ॥৭

মন্ত্রার্থ। অন্যান্য ফলদাতা দেবতার জন্য যে স্তুতি সমূহ উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য তৎ সমুদয় বজ্রী ইন্দ্রের স্বরূপ বর্ণনেও পর্য্যাপ্ত নহে।৭

বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা। ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। বৃষা কামানাং বর্ষিতেন্দ্রঃ ওজসা স্বকীয়বলেনানুগ্রহীতুং কৃষ্টীঃ মনুষ্যান্ ইয়র্তি প্রাপ্নোতি। কীদৃশ ইন্দ্রঃ। ঈশানঃ সমর্থঃ অপ্রতিষ্কুতঃ প্রতিশব্দ রহিতঃ। যাচ্যমানং ন পরিহরতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রস্য দৃষ্টান্তঃ। বংসগ বননীয়গতির্বৃষভঃ যূথেব গোযূথানি যথা প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ॥৮

৩৫। উদ্ঘাটিত।

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি কামদায়ী, প্রার্থনাপূরক ও নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ দেবতা। যেমন বননীয়৩৬ বৃষভ গোযূথের নিকট গমন করে। তদ্রূপ আপনি প্রার্থনাকারীর নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন।৮

য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি। ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাম্॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ ইন্দ্রঃ স্বয়ম্ একঃ এব চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাম্ ইরজ্যতি ঈষ্টে, তথা বসূনাং ধনানাম্ ইরজ্যতি স ইন্দ্রঃ পঞ্চ নিষাদ পঞ্চমানাং ক্ষিতীনাং নিবাসার্হাণাং বর্ণানামনুগ্রহীতেতি শেষঃ। ইরজ্যতি। ইরজ ঈর্ষ্যায়াম্ অত্র ঐশ্বর্যার্থঃ॥৯

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র একাই মনুষ্যগণের অধিপতি এবং সর্বৈশ্বর্যের অধীশ্বর তিনিই পঞ্চক্ষিতির রক্ষক।৯

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ। অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিগ্ যজমানাঃ বিশ্বতঃ সর্বেভ্যো জনেভ্যঃ পরি উপরি অবস্থিতম্। ইন্দ্রং বঃ যুষ্মদর্থং হবামহে আহ্বয়ামঃ। অতঃ স ইন্দ্রঃ অস্মাকং কেবলঃ অসাধারণঃ অস্তু। ইতরেভ্যোঽপ্যধিকমনুগ্রহমস্মাসু করোত্বিত্যর্থঃ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিকবৃন্দ ও যজমানগণ, বিশ্বজনের ঊর্দ্ধস্থিত ইন্দ্রকে আমরা তোমাদের জন্য আহ্বান করিতেছি। তিনি কেবল আমাদের অনুগ্রাহক হউন।

অষ্টম সূক্ত

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহম্। বর্ষিষ্ঠ মূতয়ে ভর॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ঊতয়ে অস্মদ্ রক্ষার্থং রয়িং ধনম্ আ ভর আহর। কীদৃশং রয়িম্। সানসিং সংভজনীয়ম্। সজিত্বানং সমান শত্রুজয়শীলম্। অনেন হি শত্রূন্

৩৬। চারুগতি।

ভৃত্যান্ সংপাদ্য শত্রবো জীয়ন্তে। সদাসহং সর্বদা শত্রূণামভিভবহেতুম্। বর্ষিষ্ঠম্ অতিশয়েন বৃদ্ধং প্রভূতমিত্যর্থঃ ॥

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি শত্রুজয়ে সমর্থ। শত্রুর অসহনীয় প্রচুর সুভোগ্য ধনরাশি আপনি আমাদের রক্ষার্থ আনয়ণ করুন ।১

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ। ত্বোতাসো ন্যর্বতা ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যেন ধনেন সংপাদিতানাং ভটানাং নি মুষ্টিহত্যয়া নিতরাং মুষ্টিপ্রহারেণ বৃত্রা শত্রূন্ নি রুণধামহৈ নিরুদ্ধান্ করবাম্ তাদৃশং ধনমাহরেত্যর্থঃ। ত্বোতাসঃ ত্বয়া রক্ষিতা বয়ম্ অর্বতা অস্মদীয়েনাশ্বেন নি রুণধামহৈ ইত্যনুষঙ্গঃ। পদাতিযুদ্ধেনাশ্বযুদ্ধেন চ শত্রূন্ বিনাশয়াম ইত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা নিরন্তর মুষ্টিপ্রহারে ও আমাদের অশ্ববৃন্দের পদাঘাতে মেঘাবরোধক বৃত্রগণকে পরাস্ত করিব এবং ধনৈশ্বর্য্য লাভ করিব ।২

ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহি। জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বোতাসঃ ত্বয়া পালিতাঃ বয়ং ঘনা ধনং শত্রু প্রহরণায়াত্যন্ত দৃঢ়ং বজ্রম্ আয়ুধম্ আ দদীমহি স্বীকুর্মঃ। তেন চ বজ্রেন যুধি যুদ্ধে স্পৃধঃ স্পর্ধমানান্ শত্রূন্ সং জয়েম সম্যক্ জয়েম ॥ (ত্বোতাসঃ উক্তম্। বজ্রম্ বজ ব্রজ গতৌ। ঘনা ঘনঃ কাঠিন্যম্। যুধ সংপ্রহারে। স্পর্ধন্তে ইতি স্পৃধঃ। স্পর্ধ সংঘর্ষে) ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা অতি দৃঢ় বজ্রধারণ করিব ও যুদ্ধে স্পর্ধাকারী শত্রুগণকে সম্যক্ পরাভবে সমর্থ হইব ।৩

বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ম্। সাসহ্যাম্ পৃতন্যতঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। বয়ং কর্মানুষ্ঠাতারঃ শূরেভিঃ শৌর্যযুক্তৈঃ অস্তৃভিঃ আয়ুধানাং প্রক্ষেপ্তৃভির্ভটৈঃ সংযুজ্যেমহীতি শেষঃ। হে ইন্দ্র তাদৃশা ভটসহিতা বয়ং যুজা সহায়ভূতেন ত্বয়া পৃতন্যতঃ সেনামিচ্ছতঃ শত্রূণ সাসহ্যাম অতিশয়েনাভিভবেম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনার সহায়তায় আমরা নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগে সুনিপুণ শত্রুবীরদের সহিত মিলিত হইব এবং যুদ্ধে স্পর্দ্ধাকারী শত্রুগণকে ভীষণভাবে পরাজিত করিব ।৪

মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিনে। দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ম্ ইন্দ্রঃ মহান্ শরীরেণ প্রৌঢ়ঃ পরশ্চ গুণৈরুৎকৃষ্টোঽপি। নু কিংচ বজ্রিণে বজ্রযুক্তায়েন্দ্রায় মহিত্বং পূর্বোক্তং দ্বিবিধমাধিক্যম্ সর্বদা অস্তু। স্বভাবসিদ্ধস্যাপি ভক্ত্যা প্রার্থনমেতৎ। কিংচ। দ্যৌর্ন দ্যুলোক ইব শবঃ বলমিন্দ্রস্য সেনারূপং প্রথিনা প্রথিম্না পৃথুত্বেন যুজাতামিতি শেষঃ। যথা দ্যুলোকঃ প্রভূত এবমস্য সেনা প্রভূতা। নুশব্দো যদ্যপি ক্ষিপ্রনামসু 'নু মক্ষু' (নি ২।১৫।১) ইতি পঠিতস্তথাপ্যত্র তস্যান্বয়াভাবাৎ নিপাতত্বেন অনেকার্থত্বসংভবাচ্চ সমুচ্চয়ার্থোঽত্র গৃহীতঃ। ন শব্দোলোকে প্রতিষেধার্থ এব। স্বাধ্যায়ে তু প্রতিষেধার্থং উপমার্থশ্চেতি দ্বিবিধঃ। যেন পদেনান্বীয়তে তস্মাৎ পূর্বং প্রজুয্যমানঃ প্রতিষেধার্থং উপরিষ্টাৎ প্রযুজ্যমান উপমার্থঃ। তথা চ যাস্ক উদাহরতি— 'উভয়মন্বধ্যায়ং নেন্দ্রং দেবমমংসতেতি প্রতিষেধার্থীয়ঃ পুরস্তাদুপাচারস্তস্য যৎ প্রতিষেধতি। দুর্মদাসো ন সুরায়ামিত্যুপমার্থীয় উপরিষ্টাদুপাচারস্তস্য যেনোপমিমীতে (নিরু ১।৪) ইতি। অত্রোপমেয়বাচিনো দ্যু শব্দস্যাপি প্রযুক্তত্বাৎ উপমার্থঃস্বীকৃতঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। স্বভাবতঃ ইন্দ্রদেব অতিশয় বলশালী ও গুণসম্পন্ন। বজ্রী ইন্দ্রের এই দুই মহিমা সর্বদা বর্তমান থাকুক এবং তাঁহার সৈন্যবল আকাশবৎ বিস্তৃত হউক।৫

সমোহে বা যত আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ। বিপ্রাসো বা ধিয়ায়ব ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। যে নরঃ পুরুষাঃ সমোহে সংগ্রামে তোকস্য অপত্যস্য সনিতৌ বা লাভে বা আশত ব্যাপ্তবন্তঃ। ইন্দ্রং স্তুত্যেতি শেষঃ। বা অথবা বিপ্রাসঃ মেধাবিনঃ ধিয়ায়ব প্রজ্ঞাকামাঃ সন্তঃ আশত তে সর্বে লভন্তে ইত্যধ্যাহারঃ। রণঃ ইত্যাদিষু ষট্‌চত্বারিংশৎ সংগ্রামনামসু সমোহে সমিথে (নি ২।১৭।২৫) ইতি পঠিতম্। পঞ্চদশ-স্বপত্যনামসু তুক্ তোকম্ (নি ২।২।২) ইতি পঠিতম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। যে নরগণ সংগ্রামে জয়, অথবা স্ব সন্তানলাভার্থ অহরহঃ ইন্দ্রের স্তুতি করে কিংবা যে বিপ্রগণ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কামনায় ইন্দ্রস্তবে সতত সাগ্রহে নিযুক্ত থাকে তাহারা অবশ্যই স্ব স্ব কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয়।৬

যঃ কুক্ষিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্রইব পিন্বতে উর্বীরাপোন কাকুদঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ কুক্ষিঃ অস্যেন্দ্রস্যোদরপ্রদেশঃ সোমপাতমঃ অতিশয়েন সোমস্য-

পাতো স কুক্ষিঃ সমুদ্রইব পিন্বতে বর্ধতে। সেচনার্থো ধাতুঃ ঔচিত্যেন বৃদ্ধিং লক্ষয়তি। কাকুদঃ মুখসংবন্ধিন্যঃ উর্বীঃ বহ্ব্যঃ আপো' ন জলানীব। জিহ্বাসংবন্ধমাস্যোদকং যথা কদাচিদপি ন শুষ্যতি তথেন্দ্রস্য কুক্ষিঃ সোমপূরিতো ন শুষ্যতীত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্লোকঃ ইত্যাদিষু সপ্ত পঞ্চাশৎস্থ বাঙ্‌নামসু 'কাকুত জিহ্বা' (নি ১।১১।২৮) ইতি পঠিতং তথাপ্যুদকসংবন্ধসিদ্ধ্যর্থমত্র কাকুচ্ছব্দেন মুখমুপলক্ষ্যতে। সংবন্ধবাচিনস্তদ্ধিতস্যাত্র ছান্দসো লোপো দ্রষ্টব্যঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। সোমপ ইন্দ্রের উদর সর্বদা সমুদ্রবৎ বিশাল থাকে ও জিহ্বার জলের ন্যায় কখনও শুষ্ক হয় না।৭

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্‌শী গোমতী মহী। পক্বা শাখা ন দাশুষে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। অস্য ইন্দ্রস্য সূনৃতা প্রিয়সত্যরূপা বাক্ দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় তদর্থম্ এবা হি এবং খলু অনন্তরপদবক্ষ্যমাণগুণোপেতা ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশী। বিরপ্‌শী বিবিধরপণোপেতবাক্যযুক্তা বহুবিধোপচারবাদিনীত্যর্থঃ। গোমতী বহ্বীভির্গোভিরূপেতা গোপ্রদেত্যর্থঃ। এত এব মহী মহতী পূজ্যা। যথোক্তবাচো দৃষ্টান্তঃ। পক্বা শাখা ন। যথা বহুভিঃ পক্বৈঃ ফলৈরুপেতা পনসবৃক্ষাদিশাখা প্রীতিহেতুস্তদ্বৎ। যদ্যপি মহন্নামসূত্রাধন্ বিরপ্‌শী (নি ৩।৩।২২) ইতি পঠিতং, তথাপ্যত্র মহী ইত্যনেন পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ অবয়বার্থো গৃহীত ॥৮

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের সত্য ও প্রিয় বাক্য হবিঃ-প্রদায়ী যজমানের নিকট সর্বদাই বিবিধ উপাচারযুক্ত ও ফলপ্রদ। পক্ব ফলযুক্ত বৃক্ষের শাখা যেরূপ মানুষের নিকট প্রীতিপ্রদ হয়, ইন্দ্রের মহৎ বাক্যও তদ্রূপ যজমানের নিকট তৃপ্তিকর।৮

এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে। সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র তে তব বিভূতয়ঃ ঐশ্বর্যবিশেষাঃ এবা হি এবং বিধাঃ খলু। কিংবিধা ইতি তদুচ্যতে। মাবতে মৎসদৃশায় দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় উতয়ঃ ত্বদীয়রক্ষারূপাঃ সদ্যশ্চিৎ সন্তি। যদা কর্ম অনুষ্ঠিতং তদৈব ভবন্তি ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র আপনার বিভূতিসমূহ ও রক্ষণ সামর্থ্য মৎ সদৃশ যজমানের যজ্ঞকালেই ফলপ্রসব করিয়া থাকে।৯

এবা হ্যস্য কাম্যা স্তোম উক্থং চ শংস্যা। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। অস্য ইন্দ্রস্য স্তোমঃ সামসাধ্যং স্তোত্রম্ উক্থং চ ঋকসাধ্যং শস্ত্রমপি এবা হি এতে উভে এবংবিধে খলু। কিংবিধে ইতি তদুচ্যতে। কাম্যা কাময়িতব্যে শংস্যা ঋত্বিগ্‌ভিঃ শংসনীয়ে। কিমর্থং শংসনমিতি তদুচ্যতে। ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ইন্দ্রস্য সোমপানার্থম্ ॥১০

মন্ত্রার্থ। সোম৩৭ পানশীল ইন্দ্রের তুষ্টিবিধানার্থ সামসাধ্য৩৮ স্তোত্র এবং ঋক্‌সাধ্য শস্ত্র উভয়ই কামনীয় ও স্তুতি যোগ্য। ইহাতে সন্দেহ নাই।১০

৩৭। সোম সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা ঋগ্বেদ ও সামবেদে পাওয়া যায়। পূর্বে এই সোম স্বর্গে ছিল পরে ঈগল পক্ষী উহা মর্তে আনয়ন করে। সোমের সংগ্রহ ও প্রস্তুতি এবং বিশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে বেদে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। সোমের আঘাতকারী প্রস্তর খণ্ডকে অদ্রি বা গ্রাব বলে। সুমধুর সোমরস নিষ্কাসনের নাম অভিষব। যে চর্মের উপর রাখিয়া উহা নিষ্কাসিত হইত তাহার নাম অধিষবন চর্ম। যে কাষ্ঠফলকদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া সোমলতাকে আঘাত করা হইত তাহার নাম অধিষবন ফলক ও নিষ্কাসিত সোমরস যাহাতে রাখা হইত তাহার নাম আধবনীয়। আধবনীয় পাত্র হইতে ছাকা সোমরস যে পাত্রে রাখা হইত তাহার নাম পূতভৃত। যে মেষলোমের ছাকনীতে সোমরস ছাকা হইত তাহার নাম দশা পবিত্র। বিশুদ্ধ সোমরস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইত। ইরাণীয়দের আবেস্তা গ্রন্থেও সোমের উল্লেখ আছে।

৩৮। সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যে কালে রচিত হয় তখন সামবেদ বা অন্য কোন বেদ রচিত হয় নাই। সুতরাং ঋক-রচয়িতা ঋষিগণ সামবেদের কথা কিরূপে বলিবেন? ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হইলে পর সেই ঋক্ পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য বেদ সংকলিত হয়। ঋগ্বেদে অন্য বেদের মন্ত্র দেখা যায় না; কিন্তু সামবেদে ও যজুর্বেদে ঋগ্বেদের মন্ত্রই অধিক। এই সম্বন্ধে ঋগ্বেদের প্রথমাংশের অনুবাদক সুপণ্ডিত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থের অভিমত অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন "বেদ এক, অখণ্ড। মন্ত্রভেদে ঋক্, যজু ও সাম ত্রৈবিধ্য। সুতরাং ঋক্, যজু ও সামবেদের রচনার বিভিন্ন কাল বলা যাইতে

নবম সূক্ত

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোম পর্বভিঃ। মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র এহি অস্মিন্ কর্মণ্যাগচ্ছ। আগত্য চ বিশ্বেভিঃ সর্বৈঃ সোমপর্বভিঃ সোমরসরূপৈঃ অন্ধসঃ অন্ধোভিঃ অন্নৈঃ মৎসি মাদ্য হৃষ্টোভব। 'তত ঊর্ধ্বম্ ওজসা বলেন মহান্ ভূত্বা অভিষ্টিঃ শত্রূণামভিভবিতা ভব ইতি শেষঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, এই যজ্ঞে আগমন করুন ও সোমরসরূপ অন্নগ্রহণে হৃষ্ট ও মহাবলী হইয়া আমাদের শত্রু জয় করুন।১

এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। ঈম্ ইত্যনর্থকঃ পাদপূরণায় প্রযুক্তঃ। হে অধ্বর্যবঃ সুতে অভিষুতে চমসস্থে সোমে এনং সোমম্ ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থম্ আ সৃজত পুনরভ্যুন্নয়ত। শুক্রামন্থি চমসগণে পুনরভ্যুন্নয়নম্ আপস্তম্বেনোক্তং---'হোত্রকানাং চমসাধ্বর্যবসকৃৎসকৃদ্ধুত্বা শুক্রস্যাভ্যুন্নীয়োপাবর্তধ্বমিতি (আপ শ্রৌ ১২।২৩।৪) ইতি। কীদৃশম্ এনম্। মন্দিং হর্ষহেতুং চক্রিং সাধুকরণশীলং। কীদৃশায় ইন্দ্রায়। মন্দিনে হর্ষযুক্তায় বিশ্বাণি সর্বাণি কর্মাণি চক্রয়ে কৃতবতে। সর্বকর্মনিষ্পাদনশীলায়েত্যর্থঃ। ঈম্ ইত্যস্য পাদপূরণার্থত্বং যাস্ক আহ---'অথ যে প্রবৃত্তেঽর্থেমিতাক্ষরেষু গ্রন্থেষু বাক্যপূরণা আগচ্ছন্তি পদপূরণাস্তে মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি (নিরু ১।৯) ইতি। অস্যায়মর্থঃ। অন্যৈরেব পদৈর্বিবক্ষিতেঽর্থে সমাপ্তে সতি যে শব্দা ঈমিত্যাদয়ঃ প্রযুক্তাস্তে শব্দা অমিতাক্ষরেষু ছন্দোরাহিত্যেন পরিমিতাক্ষররহিতেষু ব্রাহ্মণাদি বাক্যেষু বাক্য পূরণার্থা দ্রষ্টব্যাঃ। মিতাক্ষরেষু ছন্দোযুক্তেষু গ্রন্থেষু পাদপূরণার্থাঃ। তে চ কমীমিত্যাদয় ইতি। ঈমিত্যস্য শব্দস্যানর্থক্যায় এতামৃচমুদাজহার---এমেনং সৃজতা সুতে। আসৃজতৈনং সুতে (নিরু ১।১০) ইতি ॥২

মন্ত্রার্থ। হে অধ্বর্য্যুগণ, চমসস্থ সোমরস অভিষুত হইলে হর্ষযুক্ত সাধুকরণশীল সর্বকর্ম-নিষ্পাদক ইন্দ্রদেবকে উৎসর্গ কর।২

পারে না। তাহাদের সংগ্রহ কালের বিভিন্নতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যে সকল ঋক্ মন্ত্র গান করা হয় তাহাদিগকেই এখানে সামগগণের স্তোত্র বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের বহুস্থানে এই সামের উল্লেখ আছে।

মৎস্বা সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে। স চৈষু সবনেষ্বা ।।৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে সুশিপ্র হে শোভনহনো শোভন নাসিক বা। শিপ্রেহনূনাসিকে বা (নিরু ৬।১৭) ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ। তাদৃশ হে ইন্দ্র মন্দিভিঃ হর্ষহেতুভিঃ স্তোমেভিঃ স্তোত্রৈঃ মৎস্ব হৃষ্টো ভব। হে বিশ্বচর্ষণে সর্বমনুষ্যযুক্ত সর্বৈর্যজমানৈঃ পূজ্য ইত্যর্থঃ। তাদৃশেন্দ্র ত্বম্ এষু যাগগতেষু ত্রিষু সবনেষু সচা দেবৈরন্যৈঃ সহ আ গচ্ছেতি শেষঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে শোভন হনু (শোভন-নাসিক) ইন্দ্র, আপনি সর্ব যজমানের পূজ্যদেব। হর্ষোৎপাদক স্তোত্রসমূহ দ্বারা আপনি হৃষ্ট হউন এবং এই যজ্ঞগত সবনত্রয়ে অন্যান্য দেবগণসহ আগমন করুন ।৩

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত। অজোষা বৃষভং পতিম্ ।।৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র তে গিরঃ ত্বদীয়াঃ স্তুতীঃ অসৃগ্রম্ সৃষ্টবানস্মি। তাশ্চ গিরঃ স্বর্গেঽবস্থিতং ত্বাং প্রতি উদহাসত উদ্গাত্য প্রাপ্নুবন্। তাদৃশীর্গিরঃ ত্বম্ অজোষাঃ সেবিতবানসি। কীদৃশং ত্বাম্। বৃষভং কামানাং বর্ষিতারং পতিং সোমস্য পাতারং যজমানানাং পালয়িতারং বা। 'পাতা বা পালয়িতা বা' (নিরু ৪।২৬) ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি কামনাপূরক ও সোমপতি এবং যজমান পালক। আপনার স্তুতিসমূহ আমি সযত্নে রচনা করিয়াছি। এই সকল স্তুতি আপনাকে প্রাপ্ত ও আপনার দ্বারা গৃহীত হইয়াছে ।৪

সং চোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যম্। অসদিত্তে বিভু প্রভু ।।৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র বরেণ্যং শ্রেষ্ঠং রাধঃ ধনং চিত্রং মণিমুক্তাদিরূপেণ বহুবিধং অর্বাক্ অস্মদভিমুখং যথা ভবতি তথা সং চোদয় সম্যক্ প্রেরয়। ভোগায় যাবৎ পর্যাপ্তং তাবৎ বিভুশব্দেনোচ্যতে। ততোঽপ্যধিকং প্রভুশব্দেন। তাদৃশং ধনং তে তবৈব অসদিৎ অস্ত্যেব। তস্মাদস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। 'মঘম্' ইত্যাদিষু অষ্টাবিংশতিধননামসু পাঠঃ রাধঃ (২।১০।১৩) ইতি পঠিতম্ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র মণিমুক্তাদি বিবিধ বরেণ্য ও বিচিত্র ধন আপনার কাছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান। আমাদের ভোগের জন্য সেই ধন প্রেরণ করুন ।৫

অস্মাস্তসু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ। তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে তুবিদ্যুম্ন প্রভূতধন ইন্দ্র রায়ে ধনসিদ্ধ্যর্থম্ অস্মান্ অনুষ্ঠাতৃন তত্র কর্মণি সু চোদয় সুষ্ঠু প্রেরয়। কীদৃশানস্মান। রভস্বতঃ উদ্যোগবতঃ যশস্বতঃ কীর্তিমতঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে প্রভূতধনশালী ইন্দ্রদেব, আমরা উদ্যোগী ও কীর্তিমান। আমাদিগকে এই শুভ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত করুন।৬

সং গোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ। বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র শ্রবঃ ধনম্ অস্মে সং ধেহি অস্মভ্যং সম্যক প্রযচ্ছ। কীদৃশ শ্রবঃ। গোমৎ বহ্বীভির্গোভিরুপেতং বাজবৎ প্রভূতেনান্নেনোপেতং পৃথু পরিমাণেনাধিকং বৃহৎ গুণৈরধিকং বিশ্বায়ুঃ কৃৎস্নায়ুষ্যকারণম্ অক্ষিতং বিনাশরহিতং ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, বহুগাভীযুক্ত প্রভূত অন্নপেত, অপরিমিত বিনাশরহিত গুণশালী পূর্ণায়ুদায়ক ধনরত্ন আমাদিগকে দান করুন।

অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমম্। ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র বৃহৎ শ্রবঃ মহতীং কীর্তিম্ অস্মে ধেহি অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। তথা সহস্র সাতমম্ অতিশয়েন সহস্রসংখ্যাদানোপেতং দ্যুম্নং ধনম্ অস্মেধেহি। তথা তাঃ ব্রীহিযবাদিরূপেণ প্রসিদ্ধাঃ রথিনীঃ বহুরথোপেতাঃ ইষঃ অন্নানি অস্মে ধেহি ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্রদেব আমাদিগকে মহৎকীর্তি, সহস্রসংখ্যক দানোপেত ধন ও বহুরথপূর্ণ ব্রীহিযবাদি অন্নদান করুন।৮

বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ম্। হোম গন্তার সূতয়ে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। বসোঃ বসুনোঽস্মদীয়স্য ধনস্য উতয়ে রক্ষার্থম্ ইন্দ্রং হোম বয়মাহ্বয়ামঃ। কিং কুর্বন্তঃ। গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ গৃণন্তঃ স্তুবন্তঃ। কীদৃশমিন্দ্রম্। বসু তিং ধনপালকং ঋগ্মিয়ং ঋচাং মাতারং গন্তারং যাগদেশে গমনশীলম্ ॥৯

মন্ত্রার্থ। অস্মদীয় ধন রক্ষার্থ আমরা স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রকে আহ্বান করি। তিনি বসুপতি[৩৯] ঋগ্মাতা ও যাগদেশে গমনশীল।৯

৩৯। ধনপালক।

সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্বৃহৎ এদরিঃ। ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। আকার ইচ্ছব্দশ্চ পাদপূরনৌ। যদ্বা ব্যাপ্তিবচন আকারঃ। আঙীষদর্থেঽভি ব্যাপ্তৌ (অমরকোষ ৩।২।৩৮) ইত্যভিধানাৎ। ইচ্ছব্দোঽপিশব্দার্থঃ। ইয়র্তি গচ্ছতি অনুষ্ঠেয়ং কর্ম প্রাপ্নোতি ইতি অরির্যজমানঃ। এদরিঃ সর্বোঽপি যজমানঃ ইন্দ্রায় সুতেসুতে ইন্দ্রার্থমভিষুতে তত্তৎসোমে শূষং বলম্ অর্চতি স্তৌতি। ইন্দ্রস্য পরাক্রমং প্রশংসতীত্যর্থঃ। কীদৃশং শূষম্। বৃহৎ প্রৌঢ়ম্। কীদৃশায়েন্দ্রায়। ন্যোকসে নিয়তস্থানায় বৃহতে প্রৌঢ়ায় ॥১০

মন্ত্রার্থ। অনুষ্ঠেয় যজ্ঞে যজমানগণ সোমাভিষব দ্বারা নিয়তস্থান প্রৌঢ় ইন্দ্রের বৃহৎ পরাক্রমের প্রশংসা করিতেছে ॥১০

দশম সূক্ত

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে শতক্রতো বহুকর্মন্ বহুপ্রজ্ঞ বা ইন্দ্র ত্বাং গায়ত্রিণঃ উদ্গাতারঃ গায়ন্তি স্তুবন্তি। আর্কিণঃ অর্চনহেতুমন্ত্রযুক্তা হোতারঃ অর্কম্ অর্চনীয়মিন্দ্রম্ অর্চন্তি শস্ত্রগতৈমন্ত্রৈঃ প্রশংসন্তি। ব্রহ্মাণঃ ব্রহ্মপ্রভৃতয় ইতরে ব্রাহ্মণাঃ ত্বাম্ উৎ যেমিরে উন্নতিং প্রাপয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বংশমিব। যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশমুন্নতং কুর্বন্তি। যথা বা সন্মার্গবর্তিনঃ স্বকীয়ং কুলমুন্নতং কুর্বন্তি তদ্বৎ। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্ট—'গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রার্চন্তি তেঽর্কমর্কিনো ব্রাহ্মণাস্ত্বা শতক্রত উদ্যেমিরে বংশমিব। বংশো বনশয়ো ভবতি বননাচ্ছ্রূয়ত ইতি বা' (নিরু ৫।৫) ইতি। অর্কশব্দং চ বহুধা ব্যাচষ্টে—'অর্কো দেবো ভবতি যদেনমর্চন্ত্যর্কো মন্ত্রো ভবতি যদেনেনার্চন্ত্যর্কমন্নং ভবত্যর্চতি ভূতান্যর্কো বৃক্ষো ভবতি স বৃতঃ কটুকিম্না' (নিরু ৫।৪) ইতি ॥১

মন্ত্রার্থ। হে শতক্রতু[৪০], উদ্‌গাতৃবৃন্দ আপনার স্তব করিতেছে ও হোতৃগণ মন্ত্রসহ আপনার অর্চনা করিতেছে। যেমন নৃত্য শিল্পীবৃন্দ প্রৌঢ় বংশখণ্ডকে উন্নত করে, অথবা সন্মার্গবর্তী বংশধরগণ স্বকীয় কুলের উন্নতি সাধন করেন তদ্রূপ ব্রহ্ম প্রভৃতি অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণ স্তুতি মন্ত্র দ্বারা আপনাকে গৌরবান্বিত করিতেছে।১

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বম্। তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যৎ যদা সানোঃ সানুম্ আরুহৎ যজমানঃ সোমবল্লীসমিদাদ্যাহরণায় একস্মাৎ পর্বতভাগাৎ অপরং পর্বতভাগম্ আরূঢ়বান্ তথা ভূরি প্রভূতং কর্ত্বং কর্ম সোমযাগরূপম্ অস্পষ্ট স্পৃষ্টবান্। উপক্রান্তবাণিত্যর্থঃ। তৎ তদানীম্ ইন্দ্রঃ অর্থং যজমানস্য প্রয়োজনম্ চেততি জানাতি। জ্ঞাত্বা চ বৃষ্ণিঃ কামানাং বর্ষিতা সন্ যূথেন মরুদ্গণেন সহ এজতি কম্পতে। স্বস্থানাৎ যজ্ঞভূমিমাগন্তুমুদ্যুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। যখন যজমান সোমবল্লী[৪১] ও সমিৎ প্রভৃতি আহরণার্থ পর্বতের এক সানুদেশ হইতে অপর সানুদেশে আরোহণ করে ও সোমযাগরূপ ভূরি[৪২] কর্ম অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখন ইন্দ্র যজমানের কি প্রয়োজন জানিতে পারেন এবং তাঁহার কামনা পূরণে উৎসুক হইয়া মরুৎগণের সহিত যজ্ঞভূমিতে আসিতে উদ্যত হন।২

যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা। অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে সোমপাঃ সোমপানযুক্ত ইন্দ্র হরী ত্বদীয়াবশ্বৌ যুক্ষ্ব হি সর্বথা সংযোজয়। অথ অনন্তরং নঃ অস্মদীয়ানাং গিরাং স্তুতীনাম্ উপশ্রুতিং সমীপে শ্রবণমুদ্দিশ্য চর তৎপ্রদেশং গচ্ছ। কীদৃশৌ হরী। কেশিনা স্কন্ধপ্রদেশে লম্বমান কেশযুক্তৌ বৃষণা সেচনসমর্থৌ যুবানৌ। কক্ষ্যপ্রা। অশ্বস্যোদরবন্ধনরজ্জুঃ কক্ষ্যা তস্যাঃ পূরকৌ পুষ্টাঙ্গাবিত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে সোমপ[৪৩] ইন্দ্রদেব, আপনার রথে পুষ্টাঙ্গ ও আকর্ণ বিস্তৃত কেশরযুক্ত, পরাক্রান্ত অশ্বদ্বয় সংযোজিত করিয়া আমাদের স্তুতিশ্রবণার্থ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হউন।৩

৪০। বহুকর্ম বা বহুপ্রজ্ঞ। ৪১। সোমলতা। ৪২। প্রভূত। ৪৩। সোমপানযুক্ত।

এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যা রুব। ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্ধয় ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে বসো নিবাসকারণভূত ইন্দ্র এহি অস্মিন্ কর্মণ্যাগচ্ছ। আগচ্ছ চ স্তোমান্ উদ্গাতৃপ্রযুক্তানি স্তোত্রানি অভি স্বর অভিলক্ষ্য প্রশংসারূপং শব্দং কুরু। তথা আধ্বর্যবমভিলক্ষ্য গৃণীহি শব্দং কুরু। তথা হোতৃপ্রযুক্তানি শস্ত্রাণ্যালক্ষ্য রুব শব্দং কুরু। পরিতোষেণ সর্বানৃত্বিজঃ প্রশংসেত্যর্থঃ। ততঃ উধ্বং ন অস্মাকং ব্রহ্ম চ অন্নং চ যজ্ঞং চ অনুষ্ঠীয়মানং কর্ম চ সচা সহ বর্ধয়। সাঙ্গত্বসংপাদনেন যজ্ঞং বর্ধয়িত্বা তৎফলমন্নং চ প্রবৃদ্ধং কুরু। অন্ধঃ ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশত্যন্ননামসু 'ব্রহ্ম বর্চঃ' (নি ২।৭।২৫) ইতি পঠিতম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে নিবাসকারণভূত ইন্দ্র, এই যজ্ঞকর্মে আসিয়া উদ্গাতৃবৃন্দ, অধ্বর্যুগণ এবং হোতৃবৃন্দের স্তোত্রসমূহ শ্রবণান্তে পরিতোষ পূর্বক প্রশংসা করুন। অনন্তর আমাদের অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের সাঙ্গত্ব সম্পাদন ও তৎফলরূপ অন্ন[৪৪] দান করুন।৪

উকৃথমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে। শক্রো যথা সুতেষু নো রারণৎ সখ্যেষু চ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং বধনং বৃদ্ধিসাধনম্ উকৃথং শস্ত্রং শংস্যম্ অস্মাভিঃ শংসনীয়ম্। কীদৃশায়েন্দ্রায়। পুরুনিষ্‌ষিধে বহূনাং শত্রুণাং নিষেধকারিণে। শক্রঃ ইন্দ্রঃ নঃ অস্মদীয়েষু সুতেষু পুত্রেষু সখ্যেষু চ সখিত্বেষ্বপি যথা যেন প্রকারেন রারণৎ অতিশয়েন শব্দং কুর্যাৎ তথা শংস্যমিতি পুর্বত্রান্বয়ঃ। অস্মদীয়েন শস্ত্রেণ পরিতুষ্ট ইন্দ্রোঽস্মাকং পুত্রান্ অস্মৎসখ্যানি চ বহুধা প্রশংসত্বিত্যর্থঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। বহু শত্রুনিষেধকারী ইন্দ্রের নিমিত্ত বর্ধনকারী উকথ[৪৫] গীত হইবে। ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্রদেব আমাদের পুত্রগণ ও সখাগণকে বহুধা প্রশংসা করিবেন।৫

তমিৎ সখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্যে। স শক্র উত নঃ শকদিন্দ্রো বসু দয়মানঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। সখিত্বে নিমিত্তভূতে সতি তমিৎ তমেবেন্দ্রম্ ঈমহে প্রাপ্নুমঃ। তথা

৪৪। যাস্কের নিরুক্তে অন্নের ব্রহ্মাদি অষ্টবিংশ নাম প্রদত্ত।

৪৫। শস্ত্র, স্তোত্র।

রায়ে ধনার্থং তম্ ঈমহে। তথা স্ববীর্যে শোভন সামর্থ্য নিমিত্তং তম্ ঈমহে। উত অপি চ শক্রঃ শক্তিমান্ সঃ ইন্দ্রঃ নঃ অস্মভ্যং বসু ধনং দয়মানঃ প্রযচ্ছন্ শকৎ অস্মদীয়রক্ষণে শক্তোঽভূৎ। সপ্তদশ যাচ্ঞাকর্মসু 'ঈমহে যামি' (নি ৩।১৯।১) ইতি পঠিতম্। তদনুসারেণ ইন্দ্রং যাচামহে ইতি ব্যাখেয়ম্ ॥ ৬

মন্ত্রার্থ। আমরা সুমহৎ বীর্য, ধন ও সৌখ্য লাভের জন্য তাঁহাকে ভজনা করিতেছি। শক্তিমান ইন্দ্রদেব ধনদান করিয়া আমাদের সংরক্ষণে সমর্থ।৬

সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্যশঃ। গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ্ব রাধো অদ্রিবঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র যশঃ অন্নং কর্মফলভূতং সুবিবৃতং সুষ্ঠু সর্বত্র প্রসৃতং সুনিরজং সুখেন নিঃশেষং প্রাপ্তুং শক্যং ত্বাদাতমিৎ ত্বয়া শোধিতং চ সংপন্নমিতি শেষঃ। ইতঃ পরং ক্ষীরাদিরস লাভার্থং গবাং ব্রজং নিবাসস্থানম্ অপ বৃধি অপবৃতমুদ্ঘাটিতদ্বারং কুরু। হে অদ্রিবঃ পর্বতোপলক্ষিত বজ্রযুক্তেন্দ্র রাধঃ ধনং কৃণুষ্ব সংপাদয় ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, তৎ প্রদত্ত কর্মফলভূত যশ সর্বত্র প্রসৃত ও সুপ্রাপ্য রহিয়াছে। অতঃপর ক্ষীরাদিগব্যরস লাভার্থ আমাদের গাভীসমূহের নিবাস স্থানের দ্বার উদ্ঘাটিত করুন। হে অদ্রিব[৪৬] আমাদের জন্য ধনরাশি সম্পাদন করুন ॥৭

নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ। জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সং গা অস্মভ্যং ধূনুহি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ঋঘায়মানং শত্রুবধং কুর্বাণং ত্বাং রোদসী উভে দ্যাবাপৃথিব্যাবপি ত্বদীয়ং মহিমানং নহি ইন্বতঃ ব্যাপ্তুং ন সমর্থে ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্ত্বং স্বর্বতীঃ স্বর্লোকযুক্তা অপঃ বৃষ্টিরূপাঃ জেষঃ জয়ে প্রেরয় ইত্যর্থঃ। অপাং স্বর্গসংবন্ধশ্চান্যত্র 'দিবো বৃষ্টিং চ্যাবয়তি' (তৈ সং ৩।৩।৪।১) ইতি শ্রুতম্। কিং চ বৃষ্টিপ্রদানাৎ অন্নসংপত্তেরূর্ধ্বম্ অস্মভ্যং ক্ষীরাদিরসপ্রদাঃ গাঃ সং ধূনুহি সম্যক্ প্রেরয় ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, শত্রুবধ কালে স্বর্গ ও মর্ত্য লোকদ্বয় আপনার মহিমাধারণে সমর্থ হয় না। আপনি বৃষ্টিরূপে স্বর্গীয়জল পৃথিবীতে বর্ষণ করুন এবং বৃষ্টি প্রদানহেতু অন্ন-ধন উৎপন্ন হইলে ক্ষীরাদিরসপ্রদা গাভী প্রেরণ করুন।৮

৪৬। পর্বতোপলক্ষিত বজ্রযুক্ত ইন্দ্রদেব।

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্দধিষ্ব মে গিরঃ। ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরম্ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে আশ্রুৎকর্ণ সর্বতঃ শ্রোতারৌ কর্ণৌ যস্য তাদৃক্ ইন্দ্র হবম্ অস্মদীয়মাহ্বানং নূ ক্ষিপ্রং শ্রুধি শৃনু। মে মম হোতুঃ গিরঃ চিৎ স্তুতীরপি দধিষ্ব চিত্তেধারয়। কিংচ মম মদীয়ং ইমং স্তোমং স্তোত্ররূপং বাক্যসমূহং যুজশ্চিৎ স্বকীয সখ্যুরপি অন্তরং কৃষ্ব আসন্নং কুরু। যথা বচনং তস্য প্রিয়ং মন্যসে তদ্বদস্মদীয়স্তুতিষ্বপি প্রীতিং কুরু ইত্যর্থঃ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে আশ্রুৎকর্ণ[৪৭] আমাদের আহ্বান অবিলম্বে শ্রবণ করুন। আমার ন্যায় হোতার স্তুতিও চিত্তে ধারণ করুন। আমার স্তোত্ররূপ বাক্যসমূহ এবং আমার সখাগণের স্তবাদি শ্রবণেও প্রীত হউন।৯

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতম্। বৃষন্তমস্য হূমহ উতিং সহস্রসাতমাম্ ॥১০

সায়ণভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বাং বিদ্ম জানীমঃ। কীদৃশং ত্বাম্। বৃষন্তমং কামানামতিশয়েন বর্ষিতারং বাজেষু সংগ্রামেষু হবনশ্রুতম্ অস্মদীয়স্যাহ্বানস্য শ্রোতারম্। বৃষন্তমস্য অতিশয়েন কামাদীনাং বর্ষিতুস্তব উতিং রক্ষামস্মদ্বিষয়ামুদ্দিশ্য হূমহে ত্বামাহ্বয়ামঃ। কীদৃশীমূতিম্। সহস্রসাতমাম্ অতিশয়েন ধন সহস্রাণাং দাত্রীম্ ॥১০।

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আমরা আপনাকে প্রকৃষ্টরূপে জানি। আপনি যজমানের কামনা পূরণ ও বিপৎকালে তাহার আহ্বান শ্রবণ করেন। আপনি ধনসম্পদদাতা ও অভীষ্ট প্রদায়ক। আপনাকে আমরা ভক্তিভরে আহ্বান করিতেছি।

আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।
নব্যমায়ুঃ প্র সূ তির কৃধী সহস্রসামৃষিম্ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র তু ক্ষিপ্রং নঃ অস্মান্ প্রতি আ গচ্ছেতি শেষঃ। হে কৌশিক কুশিকস্য পুত্র ইন্দ্র মন্দসানঃ হৃষ্টো ভূত্বা সুতম্ অভিযুতং সোমং পিব। যদ্যপি বিশ্বামিত্রঃ কুশিকস্য পুত্রস্তথাপি তদ্রূপেণেন্দ্রস্যৈবোৎপন্নত্বাৎ কুশিকপুত্রত্বমবিরুদ্ধম্। অয়ং বৃত্তান্তোঽনুক্রমণিকায়ামুক্তঃ—'কুশিকস্ত্বৈষীরথিরিন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্যং চচার। তস্যেন্দ্র

৪৭। যাহার কর্ণদ্বয় চারিদিক হইতে শুনিতে পায়।

এব গাথী পুত্রো জজ্ঞে (অনু, ঋ, স, ৩।১) ইতি। হে ইন্দ্র নব্যং সর্বৈর্দেবৈঃ স্তুত্যঃ কর্মানুষ্ঠানপরম্ আয়ুঃ জীবিতং প্র সূ তির প্রকর্ষেণ সুষ্ঠু বর্ধয়। ততো মাং সহস্রসাঃ সহস্রসংখ্যাকলাভোপেতম্ ঋষিম্ অতীন্দ্রিয়দ্রষ্টারং কৃধি কুরু ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, অতি ত্বরায় আমাদের সমীপে আগমন করুন। হে কৌশিক[৪৮] হৃষ্ট হইয়া আমাদের অভিষুত সোম পান করুন। হে ইন্দ্র, সর্বদেব কর্তৃক আরাধিত হইয়া আমাদের আয়ুবৃদ্ধি করুন। আমাকে সহস্রসংখ্যক ধনোপেত ঋষি[৪৯] করুন।

পরি ত্বা গির্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।
বৃদ্ধায়ুমনু বৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে গির্বণঃ অস্মদীয়স্তুতিভাগিন্দ্র বিশ্বতঃ সর্বেষু কর্মসু প্রযুজ্যমানা ইমাঃ গিরঃ অস্মদীয়াঃ স্তুতয়ঃ ত্বা ত্বাং পরি ভবন্তু সর্বতঃ প্রাপ্নুবন্তু। কীদৃশ্যো গিরঃ। বৃদ্ধায়ুমনু প্রবৃদ্ধেনায়ুষোপেতং ত্বামনুস্যত্য বৃদ্ধয়ঃ বর্ধমানাঃ। কিং চ এতা গিরঃ জুষ্টা ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যঃ জুষ্টয়ঃ অস্মাকং প্রীতিহেতবঃ ভবন্তু ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্রদেব, সর্বকর্মে প্রযুজ্যমান এই স্তুতি সমূহ চারিদিক হইতে আপনাকে প্রাপ্ত হউক। আপনি আয়ুষ্মান্। আপনাকে অনুসরণ পূর্বক এই সকল স্তুতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক এবং আপনার প্রীতি সাধন পূর্বক সেই স্তুতি আমাদের প্রীতিকর হউক।

৪৮। পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে কুশিকের পুত্র বিশ্বমিত্র। তথাপি তদ্রূপে ইন্দ্র উৎপন্ন হওয়ায় ইন্দ্র কুশিক পুত্র বা কৌশিক নামে সুবিদিত। ইষীরথির পুত্র কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের আকাজ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তৎফলে ইন্দ্রই গাথীর পুত্ররূপে জাত হন। ঋগ্বেদের এই গাথী পুরাণের গাধী।

৪৯। অতীন্দ্রিয় মন্ত্রদ্রষ্টা।

একাদশ সূক্ত

সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা ও দেবতা ইন্দ্র

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ত সমুদ্রব্যচসং গিরঃ। রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। বিশ্বাঃ সর্বাঃ গিরঃ অস্মদীয়াঃ স্তুতয়ঃ ইন্দ্রম্ অবীবৃধন্ বর্দ্ধিতবত্যঃ। কীদৃশমিন্দ্রম্। সমুদ্রব্যচসং সমুদ্রবৎ ব্যাপ্তবন্তং রথীনাং রথযুক্তানাং যোদ্ধৃণাং মধ্যে রথীতমম্ অতিশয়েন রথযুক্তং বাজানাম্ অন্নানাং পতিং স্বামিনং সৎপতিং সতাং সন্মার্গবর্তিনাং পালকম্ ॥১

মন্ত্রার্থ। আমাদের সর্বস্তুতি, সমুদ্রবৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, রথযুক্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে রথীতম সন্মার্গবর্তীগণের পালক ও অন্নপতি ইন্দ্রদেবকে বৰ্দ্ধিত করিয়াছে।

সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে। ত্বামভি প্র ণোনুমো জেতারমপরাজিতম্ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে শবসস্পতে বলস্য পালক ইন্দ্র তে তব সখ্যে অনুগ্রহ প্রযুক্তে সখিত্বে বর্ধমানা বয়ং বাজিনঃ অন্নবন্তো ভূত্বা মা ভেম শত্রুভ্যো ভীতিং প্রাপ্তা মা ভূম। অতঃ ত্বাম অভয় হেতুং অভি প্র ণোনুমঃ সর্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুমঃ। কীদৃশং ত্বাম্। জেতারং যুদ্ধেষু জয়শীলম্ অপরাজিতম্ ক্বাপি পরাজয় রহিতম্।

মন্ত্রার্থ। হে বলপতি ইন্দ্রদেব আমরা আপনার অনুগ্রহে অন্নবান হইয়া শত্রুজয়ে ভীত হইব না। আপনি অভয়দাতা, সর্বযুদ্ধে জয়শীল ও সর্বত্র অপরাজিত। আপনাকে আমরা প্রকৃষ্টরূপে স্তব করি।২

পূর্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বি দস্যন্ত যূতয়ঃ।
যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘম ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রস্য সংবন্ধিন্যঃ রাতয়ঃ ধনদানানি পূর্বীঃ অনাদিকালসিদ্ধাঃ প্রভূতা বা। অস্যেন্দ্রস্য সর্বদা ষষ্টভ্যো ধনদানমেব স্বভাব ইত্যর্থঃ। এবং সতি ইদানীং-তনোঽপি যজমানঃ স্তোতৃভ্যঃ ঋত্বিগ্ভ্যঃ গোমতঃ গোসহিতস্য বাজস্য অন্নস্য পর্যাপ্তং

মঘং ধনং যদি মংহতে দক্ষিণারূপেণ দদাতি তদানীম্ উতয়ঃ বহুধনদানপূর্বকানি ইন্দ্রস্য অস্মদ্বিষয়াণি রক্ষণানি ন বি দস্যন্তি বিশেষেণ নোপক্ষীয়ন্তে। ময়ং রেকণঃ ইত্যাদিষষ্টা-বিংশতি সংখ্যাকেষু ধননামসু মঘশব্দঃ (নি ২।১০।১) পঠিতঃ। দাতি দাশতি ইত্যাদিষু দশসু দান কর্মসু মংহতে (নি ৩।২০।১০) ইতি পঠিতম্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের ধনদানাদি কার্য অনাদি কালসিদ্ধ। ইদানীংও তিনি যষ্টবৃন্দকে৫০ গাভী সহিত অন্নাদি ধন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দক্ষিণারূপে দান করেন। অতএব আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্ষান্ত হইবেন না।৩

পুরাং ভিন্দুর্যুবাকবিরমিতৌজা অজায়ত। ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥৪

সায়ণ ভাষ্য। অয়ম্ ইন্দ্রঃ উচ্যমানগুণযুক্তঃ অজায়ত সংপন্নঃ। কীদৃগ্‌গুণক ইতি তদুচ্যতে। পুরাম্ অসুরপুরাণাং ভিন্দুঃ ভেত্তা যুবা কদাচিদপি বলীপলিতাদিবার্ধকরহিতঃ কবিঃ মেধাবী অমিতৌজাঃ প্রভূতবলঃ বিশ্বস্য কর্মণঃ কৃৎস্নস্য জ্যোতিষ্টোমাদেঃ ধর্তা পোষকঃ বজ্রী যজমানরক্ষণার্থং সর্বদা বজ্রযুক্তঃ পুরুষ্টুতঃ বহুবিধে তত্তৎকর্মণি স্তুতঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। বলী পলিতাদি বার্দ্ধক্য রহিত, মেধাবী, অমিত বলশালী, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-পোষাক, বহুরূপে স্তুত, যজমান রক্ষণার্থ সর্বদা বজ্রযুক্ত ইন্দ্র পুরাকালে অসুরপুরসমূহের বিদারক রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।৪

ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলম্।
ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। বল নামকঃ কশ্চিদসুরো দেবসংবন্ধিনীর্গা অপহৃত্য কস্মিংশ্চিদ্বিলে গোপিতবান। তদানীমিন্দ্রঃ তদ্বিলং স্বসৈন্যেন সমাবৃত্য তস্মাদ্বিলাৎ গা নিঃসারয়ামাস। তদিদমুপাখ্যানম্ ইন্দ্রো বলস্য বিলমপৌর্ণোৎ (তৈ সং ২।১।৫।১) ইত্যাদি ব্রাহ্মণেষু মন্ত্রান্তরেষু চ প্রসিদ্ধম্। তদেতৎ হৃদি নিধায় অয়ং মন্ত্র প্রবর্ততে। হে অদ্রিবঃ বজ্র-যুক্তেন্দ্র ত্বং গোমতঃ বলস্য গোভির্যুক্তস্য বলনামকস্যাসুরস্য সংবন্ধি বিলম্ অপাবঃ স্বসৈন্য-মুখেন অপাবৃতবানসি। তদানীং তুজ্যমানাসঃ বলেন হিংস্যমানাঃ দেবা অবিভ্যুষঃ ত্বদীয়রক্ষয়া বলাদভীতাঃ সন্তঃ ত্বাম্ আবিষুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥৫

৫০। যজ্ঞকারীগণ।

মন্ত্রার্থ। হে অদ্রিব,[৫১] দেবগণের অপহৃত গাভী[৫২] উদ্ধারের জন্য, বলাসুরের গোপন পর্বতগুহা আপনি সৈন্যবলে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। তখন বলাসুর[৫৩] কর্তৃক নিপীড়িত দেবগণ ভয়মুক্ত হইয়া আপনাকে লাভ করেন।৫

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবদন্। উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণো বিদুষ্টে তস্য কারবঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে শূর সংগ্রামে শৌর্যযুক্তেন্দ্র তব রাতিভিঃ কর্মসু ত্বদীয়ৈর্ধনদানৈ-র্নিমিত্তভূতৈঃ অহং হোতা প্রত্যায়ং ত্বাং পুনরাগতোঽস্মি। পুরা বহুষু কর্মসু ত্বত্তো ধনস্য লব্ধত্বাদস্মিন্ কর্মণি প্রত্যাগমনমিত্যুচ্যতে। কিং কুর্বন্। সিন্ধুং স্যন্দমানং সোমম্ আবদন্ সর্বতঃ কথয়ন্। অস্মিন্ সোমযাগে ত্বদীয়াং ধনদানকীর্তিং প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। হে গির্বণঃ গীর্ভির্বননীয়েন্দ্র কারবঃ কর্তার ঋত্বিগ্‌ যজমানাঃ উপাতিষ্ঠন্ত পুরা ধনলাভার্থং ত্বামুপস্থিতবন্তঃ। উপস্থায় চ তস্য তাদৃশ স্তৌদার্যোপেতস্য তে তব ধনদানং বিদুঃ জানন্তি।৬

মন্ত্রার্থ। হে শূর, আমি স্যন্দমান সোমরসের মহিমা সর্বত্র প্রচার করিয়া আপনার ধনদানের আকর্ষণে প্রত্যাগত হইয়াছি। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্রদেব এই সোমযাগে আপনার ধনদানকীর্তি সম্যক প্রকটিত করুন। পুরাকালে যজ্ঞকারীগণ ধনলাভার্থ আপনার সমীপে উপনীত হইতেন এবং আপনার ঔদার্য অবগত ছিলেন।৬

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ। বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির ॥৭

৫১। বজ্রযুক্ত, বজ্রধারী। ৫২। মেঘই বলের গাভী। ইন্দ্র তাদের উদ্ধার করে দোহন করেন অর্থাৎ বৃষ্টিদান করেন।

৫৩। বল নামক বলিষ্ঠ এক অসুর দেবতাদিগের গাভী অপহরণপূর্বক কোনও পার্ব্বত্য গহ্বরে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র স্বসৈন্যে গহ্বর বেষ্টন করিয়া গাভী উদ্ধার করেন।

ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঋগ্বেদের প্রথম দুই অধ্যায়ের ভূমিকা ও Aryan Witness নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—আসিরীয় ইতিহাসের বাবিলনাধিপতি বল ও বৈদিক বল এবং আসিরীয় অসর ও বৈদিক অসুর অভিন্ন।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং মায়িনং নানাবিধকপটোপেতং শুষ্ণং ভূতানাং শোষণহেতুম্ এতন্নামকমসুরং মায়াভিঃ তৎ প্রতিকূলৈঃ কপটবিশেষৈঃ। যদ্বা তদ্বধোপায়গোচরপ্রজ্ঞাভিঃ অবাতিরঃ হিংসিতবানসি। এতচ্চ যাস্কেনোক্তম্—'ইন্দ্রঃ শুষ্ণং জঘান' (নিরু ৩।১১) ইতি। 'শুষ্ণং পিপ্রুম' (ঋ সং ১।১০৩।৮) ইত্যাদি মন্ত্রে চায়মর্থো বিস্পষ্টঃ। মেধিরাঃ মেধাবন্তোঽনুষ্ঠাতারঃ তস্য তাদৃশস্য তে তব মহিমানং বিদুঃ জানন্তি তেষাং জানতামনুষ্ঠাতৃণাং শ্রবাংসি অন্নানি উত্তির বর্ধয়। 'কেতঃ কেতুঃ' ইত্যাদিষেকাদশসু প্রজ্ঞা নামসু 'মায়া বয়ুনম্' (নি ৩।৯।৯) ইতি পঠিতম্। শ্রবঃ শব্দং যাস্কো নির্বক্তি—'শ্রব ইত্যন্ননাম শ্রূয়ত ইতি সতঃ' (নিরু ১০।৩) ইতি ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, শুষ্ণ[৫৪] নামক মায়াবী[৫৫] অসুরকে আপনি মায়া দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। মেধাবী যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণ আপনার মহিমা সম্যক্ অবগত আছেন। আপনি তাঁহাদের অন্নবৃদ্ধি করুন।

ইন্দ্রমীশানমোজসাভি স্তোমা অনুষত। সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। স্তোমাঃ স্তোতার ঋত্বিজঃ ওজসা বলেন ঈশানং জগতো নিয়ামকং ইন্দ্রং অভি অনূষত সর্বত্র স্তুতবন্তঃ। যস্য ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ ধনদানানি সহস্রং সহস্রসংখ্যোপেতানি সন্তি। উত বা অথবা ভূয়সীঃ সহস্রসংখ্যায়া অপ্যধিকাঃ সন্তি। তমিন্দ্রমিতি পূর্বত্রান্বয় ॥৮

মন্ত্রার্থ। ওজঃ শক্তিতে জগতের নিয়ামক ইন্দ্রকে ঋত্বিক্‌গণ সর্বত্র স্তব করিতেছেন। তাঁহার ধনদানাদিকর্ম সহস্রসংখ্যক অথবা তদপেক্ষা অধিক ।৮

৫৪। শুষ্ণ নামক অসুর ভূতগণের শোষক ছিল ও ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়। শুষ্ণঃ অনাবৃষ্টিরূপে বৃত্র, অকল্যাণ। ইন্দ্র শুষ্ণকে হনন করেন অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিরোধপূর্বক বৃষ্টি দান করেন। অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরন, কুযব, বর্চী, অর্বুদ প্রভৃতি দস্যুপুত্রদের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়।

৫৫। মায়া—কপট। বিবিধ কপটপত আচরণ।

দ্বাদশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি ও দেবতা অগ্নি

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারম্ বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। অগ্নের্দূতত্বম্ এতন্মন্ত্রব্যাখানে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে—'অগ্নির্দেবানাং দূত আসীদুশনাঃ কাব্যোঽসুরানাম্' (তৈ, সং ২।৫।৮।৫) ইতি। তাদৃশং দেবদূতম্ অগ্নিম্ অস্মিন্ কর্মণি বৃণীমহে সংভজামঃ। কীদৃশম্। হোতারং দেবানামাহ্বাতারং বিশ্ববেদসং সর্বধনোপেতং অস্য প্রবর্তমানস্য যজ্ঞস্য নিষ্পাদকত্বেন সুক্রতুং শোভনকর্মাণং শোভন প্রজ্ঞং বা। মঘম্ ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতি সংখ্যাকেষু ধননামসু বেদস শব্দ (নি ২।১০।৪) পঠিতঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। আমরা দেবদূত অগ্নিকে সশ্রদ্ধ বরণ করি। অগ্নিই দেবগণের আহ্বায়ক ও সর্বধনযুক্ত এবং এই যজ্ঞের নিষ্পাদকরূপে শোভনকর্ম (বা শোভন প্রজ্ঞ)।১

অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌পতিম্। হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ম্ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যদ্যপ্যগ্নিঃ স্বরূপেণৈক এব তথাপি প্রয়োগভেদাৎ আহবনীয়াদি-স্থানভেদাৎ পাবকাদিবিশেষণভেদাদ্বা বহুবিধত্বমভিপ্রেত্য অগ্নিমগ্নিম্ ইতি বীপ্সা। তং হবীমভিঃ আহ্বানকরণৈর্মন্ত্রৈঃ সদা হবন্ত নিরন্তরমনুষ্ঠাতার আহ্বয়ন্তি। কীদৃশম্ বিশ্‌পতিং বিশাং প্রজানাং হোত্রাদীনাং পালকং হব্যবাহং যজমান সমর্পিতস্য হবিষো দেবান্ প্রতি বোঢারম্। অত এব পুরুপ্রিয়ং বহুনাং প্রীত্যাস্পদম্ ॥২

মন্ত্রার্থ। যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ হব্যবাহী[৫৬] ও পুরুপ্রিয়[৫৭] প্রজাপালক অগ্নিকে[৫৮] নিরন্তর আহ্বান মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিতেছেন।২

৫৬। যজমান কর্তৃক সমর্পিত হবিঃকে দেবগণের নিকট যিনি বহন করেন।

৫৭। বহুজনের প্রীত্যাস্পদ, সর্বজন মান্য।

৫৮। অগ্নি স্বরূপতঃ এক হইলেও প্রয়োগভেদে আহবনীয়াদি, স্থানভেদে পাবকাদি বা বিশেষণ ভেদে বহুবিধ নাম ধারণ করেন।

অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে। অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে জজ্ঞানঃ অরণ্যোরুৎপন্নস্ত্বং বৃক্তবর্হিষে আস্তরণার্থং ছিন্নেন বর্হিষা বৃক্তায তং যজমানমনুগ্রহীতুম্ ইহ কর্মণি হবির্ভুজঃ দেবান্ আ বহ। ন অস্মদর্থং হোতা দেবানামাহ্বাতা ত্বম্ ঈড্যঃ স্তুত্যঃ অসি ॥

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি অরণ্যোৎপন্ন ও দেবগণের আহ্বাতা। যজমানকে অনুগৃহীত করিতে, ছিন্নকুশে আস্তীর্ণ যজ্ঞস্থলে হবির্ভুক দেবগণকে আপনি আনয়ন করুন। আপনি আমাদের ঈড্য, পূজ্য ॥৩

তাঁ উশতো বি বোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যম্। দেবৈরা সৎসি বর্হিষি ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে যৎ যস্মাৎ কারণাৎ দূত্যং যাসি দেবানাং দূতকর্ম প্রাপ্নোষি তস্মাৎ কারণাৎ উশতঃ হবিঃ কাময়মানান্ তান্ দেবান্ হবিঃ স্বীকারার্থং বি বোধয়। বিবোধ্য চ বর্হিষি অস্মিন্ কর্মণি তৈঃ দেবৈঃ সহ আ সৎসি আসীদ আগত্যোপবিশ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, যে হেতু আপনি দেবগণের দৌত্যকর্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই হেতু আপনি হবিঃ কামনাকারী দেবগণকে হবিঃ স্বীকারার্থ প্রবোধিত করুন এবং ছিন্ন কুশে আস্তীর্ণ যজ্ঞস্থলে দেবগণ সহ আসিয়া উপবেশন করুন ।৪

ঘৃত হবন দীদিবঃ প্রতি ষ্ম রিষতো দহ। অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঘৃতাহবন ঘৃতেনাহূয়মান দীদিবঃ দীপ্যমান অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ রক্ষোযুক্তান্ রিষতঃ হিংসকান্ শত্রূন্ প্রতি অস্মাকং প্রতিকূলান্ দহ স্ম সর্বথা ভস্মীকুরু ।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনি ঘৃতদ্বারা আহূত ও দীপ্যমান্। আমাদের হিংসকগণ রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইয়াছে। আমাদের প্রতি প্রতিকুল তাহাদিগকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করুন ।৫

অগ্নি নাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা। হব্যবাড্ জুহ্বাস্যঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। অগ্নিঃ আহবনীয়াখ্যঃ তস্মিন্ প্রক্ষিপ্যমাণেন অগ্নিনা নির্মথ্যেন প্রণীতেন বা সহ সমিধ্যতে সম্যক্ দীপ্যতে। কীদৃশোঽগ্নিঃ। কবিঃ মেধাবী গৃহপতিঃ

যজমানগৃহস্য পালকঃ যুবা নিত্যতরুণঃ হব্যবাট্ হবিষো বোঢ়া জুহ্বাস্যঃ জুহূরূপেণ মুখেন যুক্তঃ। হব্যং বহতীতি হব্যবাট্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। আহ্বনীয় অগ্নি প্রক্ষিপ্যমান অগ্নির দ্বারা সমিদ্ধ হন। অগ্নি মেধাবী, যজমানের গৃহপালক, যুবা,[৫৯] হব্যবাহ ও জুহূরূপ[৬০] মুখযুক্ত ॥৬

কবিমগ্নিমুপ স্তুহি সত্যধর্মাণমধ্বরে। দেবমমীবচাতনম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে স্তোতৃসংঘ অধ্বরে ক্রতৌ অগ্নিম্ উপ স্তুহি উপেত্য স্তুতিং কুরু। কীদৃশম্। কবিং মেধাবিনং সত্যধর্মাণং সত্যবদনরূপেণ ধর্মেণোপেতং দেবং দ্যোতমানম্ অমীবচাতনম্ অমীবানাং হিংসকানাং শত্রূণাং রোগানাং বা ঘাতকম্। সত্যং ধর্মো যস্যেতি সত্যধর্মা ॥ ৭

মন্ত্রার্থ। হে স্তোতৃসংঘ, যজ্ঞীয় অগ্নি সমীপে আসিয়া স্তুতি কর। অগ্নি দ্যোতমান, সত্যধর্মা, মেধাবী ও শত্রুঘাতক (বা রোগনাশক) ৭

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্যতি। তস্য স্ম প্রাবিতা ভব ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে দেব যঃ হবিষ্পতিঃ যজমানঃ দেবদূতং ত্বাং সপর্যতি পরিচরতি তস্য যজমানস্য প্রাবিতা ভব স্ম অবশ্যং রক্ষকোভব ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনি দেবদূত। যে হবিষ্পতি বা যজমান আপনার পরিচর্য্যা করেন, আপনি অবশ্যই তাঁহার রক্ষক হন ॥৮

৫৯। ঋগ্বেদে অগ্নিকে নানাস্থানে যুবা বলা হইয়াছে। তিনি দেবগণের মধ্যে যবিষ্ঠ ও নিত্যতরুণ। Cor's Mythology of the Aryan Nations গ্রন্থে আছে, গ্রীকদিগের বিশ্বকর্মা Hephaistos এবং বৈদিক যবিষ্ঠ একই দেবতা। দুইখণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হন বলিয়া উহা প্রমন্থ নামে অভিহিত। গ্রীক-সাহিত্যে আছে, Prometheus মনুষ্যের হিতার্থ স্বর্গ হইতে দিব্য অগ্নি চুরি করিয়া আনেন। গ্রীক প্রমেথিউস ও বৈদিক প্রমন্থ নামান্তর মাত্র। অগ্নির আর এক নাম ভরন্যু। গ্রীকদিগের অগ্নিদাতা ও সদাচার নিয়ামক Phoroneus ভরন্যু শব্দের অপভ্রংশ।

৬০। জুহূকাষ্ঠে নির্মিত হাতা যজ্ঞকালে ব্যবহৃত হয়। উহার দ্বারা অগ্নিকে ঘৃত ভোজন করান হয় বলিয়া সেই হাতাই অগ্নির মুখরূপে কল্পিত।

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি। তস্মৈ পাবক মৃলয় ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হবিষ্মান্ হবির্যুক্তঃ যঃ যজমানঃ দেববীতয়ে দেবানাং হবির্ভক্ষণ-হেতু যাগার্থম্ অগ্নিম্ আবিবাসতি অগ্নেঃ সমীপে বিশেষেণাগত্য পরিচর্যাং করোতি। হে পাবক অগ্নে তস্মৈ মৃলয় তং যজমানং সুখয়। দেবাণাং বীতির্যস্মিন্ যাগে স দেববীতিঃ। আহ্বানেচ্ছা পরিচর্যায়াং পর্যবস্যতীতি বিবাসতিশব্দঃ পরিচর্যার্থে নিঘণ্টৌ (নি ৩।৫।১০) পঠিত।৯

মন্ত্রার্থ। হে পাবক, যে হবিষ্মান যজমান **যজ্ঞকালে** দেবগণের হবিঃ ভক্ষণার্থ বিশেস ভাবে অগ্নির পরিচর্য্যা করে, আপনি তাহাকে সুখী করুন।৯

স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহা বহ। উপ যজ্ঞং হবিশ্চ নঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে দীদিবঃ দীপ্যমান পাবক শোধক অগ্নে সঃ ত্বং নঃ অস্মদর্থম্ ইহ দেবযজনদেশে দেবান্ আ বহ। ততঃ নঃ অস্মদীয়ং যজ্ঞং তত্রত্যং হবিশ্চ উপ দেব-সমীপে প্রাপয়েতি শেষঃ।১০

মন্ত্রার্থ। হে দীপ্যমান পাবক অগ্নি, আপনি আমাদের নিমিত্ত এই দেবযজন দেশে দেবগণকে আনয়ন করুন এবং আমাদের এই যজ্ঞ ও হব্য দেবগণের সমীপে বহন করুন ॥ ১০

স নঃ স্তবান আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা। রয়িং বীরবতীমিষম্ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে নবীয়সা নবতরেণ পূর্বৈকৈরপ্যসংপাদিতেন গায়ত্রেণ গায়ত্রীচ্ছন্দস্কেনানেন সূক্তেন স্তবানঃ স্তূয়মানঃ সঃ ত্বং নঃ অস্মদর্থং রয়িং ধনং বীরবতীং শূরপুত্রপ্রভৃত্যপত্যযুক্তাম্ ইষম্ অন্নং চ আ ভর সংপাদয়।১১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, নবতর গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্র দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদের জন্য বিবিধ ধন রত্ন ও বীর পুত্র এবং প্রচুর অন্ন প্রদান করুন।১১

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ। ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা ত্বদীয় শ্বেতবর্ণ দীপ্ত্যা বিশ্বাভির্দেবহূতিভিঃ

ত্বংকৃত সর্বদেবতাহ্বানসাধনস্তোত্রৈশ্চ যুক্তস্ত্বং ন অস্মদীয়ম্ ইমং স্তোমম্ স্তোত্রবিশেষং জুষস্ব সেবস্ব ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি শুভ্র, দীপ্তিযুক্ত ও দেবগণের আহ্বানসমর্থ স্তোত্র সমন্বিত। আপনি আমাদিগের এই স্তোত্রবিশেষ গ্রহণ করুন।১২

ত্রয়োদশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি ও দেবতা অগ্নি

সুসমিদ্ধো ন আ বহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে। হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে সুসমিদ্ধনামকস্ত্বং অস্মদীয়ায় হবিষ্মতে যজমানায় তদনুগ্রহার্থং দেবান্ আ বহ। হে পাবক শোধক হোতঃ হোম নিষ্পাদকাগ্নে যক্ষি চ যজচ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি সুসমিদ্ধ[৬১] নাম ধারণ করেন। আপনি হবিষ্মান যজমানের অনুগ্রহার্থ দেবগণকে আনয়ন করুন। হে পাবক, হে হোম নিষ্পাদক, এই যজ্ঞ সম্যক্ সম্পন্ন করুন।১

মধুমন্তং তনূনপাদ্যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে। অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে কবে মেধাবিন্ অগ্নে তনূনপাৎ এতন্নামকস্ত্বম্ অদ্য অস্মিম্ দিনে নঃ অস্মদীয়ং মধুমন্তং রসবন্তং যজ্ঞং হবিঃ বীতয়ে ভক্ষণার্থং দেবেষু কৃণুহি কুরু প্রাপয় ইত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে মেধাবিন্ আপনার নাম তনূনপাৎ[৬২]। আপনি আমাদের এই মধুমৎ[৬৩] যজ্ঞ হবিঃ দেবগণের নিকট ভক্ষণার্থ লইয়া যাউন।২

৬১। এই সূক্তের বারটি মন্ত্রে অগ্নির বারটি নাম ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্তৃক কথিত। ইহার নাম আপ্রী সূক্ত ও পশুযজ্ঞে ইহার প্রয়োগ হয়।

৬২। তনু+উন্=তনূন=দুর্বলদেহ। তনূন+প=দুর্বলদেহ পালক বা ঘৃত. তনূনপাৎ=ঘৃতভোজী। ৬৩। রসবান, সোমময়।

নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ইহ দেবযজন দেশে অস্মিন্ প্রবর্তমানে যজ্ঞে নরাশংসম্ এতন্নামকমগ্নিম্ উপহ্বয়ে আহ্বয়ামি। কীদৃশম্। প্রিয়ং দেবানাং প্রীতিহেতুং মধুজিহ্বং মধুরভাষি-জিহ্বোপেতং মাধুর্যরসাস্বাদকজিহ্বোপেতং বা। হবিষ্কৃতং হবিষো নিষ্পাদকম্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। এই দেবযজন দেশে নরাশংস[৬৪] নামক অগ্নিকে আমি আহ্বান করি। এই অগ্নি দেবপ্রিয়, মধুজিহ্ব ও হব্য নিষ্পাদক।৩

অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈলিত আ বহ। অসি হোতা মনুর্হিতঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। ইট্ শব্দাভিধেয় হে অগ্নে ঈলিতঃ অস্মাভিঃ স্তুতঃ সন্ সুখতমে অতিশয়েন সুখহেতৌ কস্মিংশ্চিৎ রথে দেবান্ স্থাপয়িত্বা কর্মভূমৌ আ বহ। ইট্-শব্দাভিধেয়ত্বমত্র সূচয়িতুম্ ঈলিত ইতি বিশেষণম্। মনুর্হিতঃ মনুনা মন্ত্রেণ মনুষ্যেণ বা যজমানাদিরূপেণ হিতোঽত্র স্থাপিতস্ত্বং হোতা দেবানামাহ্বাতা অসি॥ অতিশয়েন সুখঃ সুখতমঃ। মনুর্হিতঃ। মন্যতে ইতি মনু। মন জ্ঞানে ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ঈলিত[৬৫] নামক অগ্নি, সুখতম রথে দেবগণকে স্থাপন পূর্বক এই যজ্ঞ ভূমিতে আনয়ন করুন। যজমান কর্তৃক দেবগণের আহ্বাতারূপে এই যজ্ঞে আপনি স্থাপিত হইয়াছেন।৪

স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ। যত্রামৃতস্য চক্ষণম্ ॥৫

সায়ণ ভাষ্য। হে মনীষিণঃ বুদ্ধিমন্ত ঋত্বিজঃ বর্হিঃ দর্ভং স্তৃণীত বেদেরুপরি আচ্ছাদয়ত। অত্রাপি বর্হির্নামকোঽগ্নিঃ সূচ্যতে। কীদৃশং বর্হিরাস্তরণীয়ম্। আনুষক্ অনুক্রমেণ সক্তং পরস্পরং সংবদ্ধং ঘৃতপৃষ্ঠং ঘৃতপূর্ণানাং স্রুচাং বর্হিষি আসাদিতত্বাৎ ঘৃতং পৃষ্ঠে উপরিভাগে যস্য বর্হিষঃ তৎ ঘৃতপৃষ্ঠম্। যত্র যস্মিন্ বর্হিষি অমৃতস্য অমৃত-সমানস্য ঘৃতস্য চক্ষণং দর্শনং ভবতি। যদ্বা মরণ রহিতস্য দেবস্য বর্হির্নামকস্য অগ্নের্দর্শনং ভবতি তদ্বর্হিঃ স্তৃণীত ইতি পূর্বত্রান্বয় ॥৫

৬৪। মানব কর্তৃক প্রশংসিত।

৬৫। ঈলিত অর্থে স্তুত। অগ্নির আর এক নাম ইলা। সেই নাম সূচনার্থ ঈলিত বিশেষণ প্রয়োগ হইয়াছে।

মন্ত্রার্থ। হে মনীষি [৬৬] ঋত্বিকগণ পরস্পর সংবদ্ধ ও ঘৃত পৃষ্ঠ [৬৭] বর্হি নামক অগ্নি স্থাপনার্থ বেদীর উপরি ভাগে বর্হিকুশ এমন ভাবে বিছাইয়া দাও, যাহাতে অমৃত সমান ঘৃতের অথবা মরণ রহিত বর্হিনামক অগ্নিদেবের দর্শন লাভ হয়।৫

বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ। অদ্যা নূনং চ যষ্টবে ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। দ্বারঃ যজ্ঞশালাদ্বারাণি বি শ্রয়ন্তাং কপাটোদ্ঘাটনেন বিশ্রিয়ন্তাম্। কীদৃশ্যঃ। ঋতাবৃধঃ ঋতস্য সতস্য যজ্ঞস্য বা বর্ধয়িত্র্য দেবীঃ দ্যোতমানাঃ অসশ্চতঃ অসশ্চন্ত্যঃ উদ্ঘাটনেন প্রবেষ্টৃপুরুষসঙ্গরহিতা। যদ্বা। অসশ্চতঃ প্রবেষ্টৃ পুরুষ রহিতান যজ্ঞগৃহান্ তৎপুরুষপ্রবেশায় দ্বারাভিমানিন্য এতৎ সজ্ঞিকা অগ্নি বিশেষমূর্তয়ঃ বি শ্রয়ন্তাং বিশেষেণ সেবন্তাম্। দ্বারসেবয়া তত্র পুরুষপ্রবেশেন বা কিং প্রয়োজনমিতি তদুচ্যতে। অদ্য অস্মিন্ দিনে নূনম্ অবশ্যং যষ্টবে যষ্টুম। চকারাৎ দিনান্তরেষ্বপি ইতি দ্রষ্টব্যম্॥

মন্ত্রার্থ। দেবীদ্বার উদ্ঘাটিত হউক। দ্বারাভিমানিনী সংজ্ঞক অগ্নিমূর্তির সেবা কর। সেই দ্বারা যজ্ঞবর্ধক এবং দ্যুতিমান ও জনশূন্য ছিল। এই জন শূন্য যজ্ঞশালায় অবশ্যই অদ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইবে।৬

নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্যজ্ঞ উপ হ্বয়ে। ইদং নো বর্হিরাসদে ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। নক্ত শব্দ উষঃ শব্দশ্চ লোকে কালবিশেষবাচিনৌ। ইহ তু তৎকালাভিমানি বহ্নিমূর্তিদ্বয়ে প্রযুজ্যতে। নক্তোষাসা নক্তোষোনামিকে বহ্নিমূর্তিং অস্মিন প্রবর্তমানে যজ্ঞ কর্মণি উপহ্বয়ে আহ্বয়ামি। কিমর্থম্। নঃ অস্মদীয়ম্ ইদং বেদ্যামাস্তীর্ণ বর্হিঃ দর্ভম্ আসদে আসত্তুং প্রাপ্তুম্। কীদৃশ্যৌ সুপেশসা শোভন রূপযুক্তে। নক্তং চ উষাশ্চ নক্তোষসা। দ্বিতীয়াদ্বিশ্চস্য সুপাং সুলুক (পা সূ ৩।১।৩৯) ইতি আকার। সুপেশসা শোভনং পেশো রূপং যয়োস্তে। পূর্ববৎ আকার।৭

মন্ত্রার্থ। শোভন রূপযুক্ত নক্ত ও উষা* কালাভিমানিনী বহ্নিমূর্তিদ্বয়কে আমি এই যজ্ঞে কুশাসন গ্রহনার্থ সাদর আহ্বান করিতেছি।

৬৬। বুদ্ধিমান। ৬৭। ঘৃত পূর্ণ স্রুকাদি স্থাপন হেতু ঘৃতযুক্ত।

* নক্ত ও উষা অর্থে রাত্রি ও প্রাতঃকাল। এই স্থলে এই দুই শব্দ তৎকালসম্ভূত অগ্নি বিশেষ।

তা সুজিহ্বা উপ হ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী। যজ্ঞং নো যক্ষতামিমম্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। তচ্ছব্দোঽত্র সর্বনামত্বাৎ প্রসিদ্ধার্থবাচী। তা তৌ যাজ্ঞিকানাং প্রসিদ্ধৌ দ্বাবগ্নী উপ হ্বয়ে আহ্বয়ামি। নঃ অস্মদীয়ম্ ইমং যজ্ঞং যক্ষতাং তৌ উভৌ যজতাম্ অনুতিষ্ঠিতাম্। কীদৃশৌ। সুজিহ্বৌ শোভন জিহ্বোপেতৌ প্রিয়বচনৌ শোভন জ্বালৌ বা ইত্যর্থঃ। হোতারা হোম নিষ্পাদকৌ দৈব্যা দৈব্যৌ দেবসংবন্ধিনৌ। অত এব ইমৌ অগ্নি দৈব্যহোতৃনামকৌ কবী মেধাবিনৌ ॥ সু জিহ্বৌ। শোভন জিহ্বা যয়োস্তৌ। যক্ষতাং যজতাম্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। যাজ্ঞিকগণের নিকট প্রসিদ্ধ মেধাবী সুজিহ্ব[৬৮] হোম নিষ্পাদক দৈব্য হোতৃ নামক অগ্নিদ্বয়কে আমাদের যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আমি শ্রদ্ধাভরে আহ্বান করিতেছি। ৮

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র মহীশব্দো মহত্ত্বগুণযুক্তাং ভারতীমাচষ্টে অন্যেষু আপ্রীসূক্তেষু সদৃশেষু ইলা সরস্বতী ভারতী ইতি আম্নাতত্বাৎ। ইলাদিশব্দাভিধেয়া বহ্নিমূর্তয়ঃ তিস্রঃ দেবীঃ দীপ্যমানাঃ বর্হিঃ বেদ্যামাস্তীর্ণং সীদন্তু প্রাপ্নুবন্তু। কীদৃশ্য। ময়োভুবঃ সুখোৎ-পাদিকাঃ অস্রিধঃ শোষেণ ক্ষয়েণ বা রহিতাঃ ॥ ৯

মন্ত্রার্থ। সুখোৎপদিকা ও ক্ষয়রহিতা সরস্বতী, ইলা ও মহী[৬৯] অগ্নিমূর্তি রূপে দীপ্যমান দেবীত্রয় এই যজ্ঞে আসিয়া কুশাসনে উপবেশন করুন।৯

ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপ হ্বয়ে। অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। ত্বষ্টারং ত্বষ্টনামকমগ্নিম্ ইহ কর্মণি উপ হ্বয়ে। কীদৃশম্। অগ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং বিশ্বরূপং বহুবিধরূপোপেতম্। সঃ অস্মাকম্ কেবলঃ অসাধারণঃ অস্তু। ইতরযজ-মানেভ্যোঽপ্যধিকমনুগ্রহং করোত্বিত্যর্থঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। ত্বষ্টা নামক অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। ইনি বিশ্বরূপ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ। অপরাপর জন অপেক্ষা কেবল আমাদিগকে তিনি অধিক অনুগ্রহ করুন।১০

৬৮। শোভন জিহ্বোপেত, প্রিয়বচনযুক্ত

৬৯। মহত্ত্বগুণযুক্তা ভারতী

অব সৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ। প্র দাতুরস্তু চেতনম্ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে বনস্পতে এতন্নামকাগ্নে দেব হবির্ভুগ্‌ভ্যঃ দেবেভ্যঃ **অস্মদীয়ং** হবিঃ অব **সৃজ সমর্পয় ইত্যর্থঃ।** প্র দাতুঃ যজমানস্য চেতনং পরলোকবিষয়ং **বিজ্ঞানং** ত্বৎ প্রসাদাৎ অস্তু ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে বনস্পতি নামক অগ্নি হবির্ভুক দেবগণের নিকট আমাদের হবিঃ সমর্পণ করুন। আপনার প্রসাদে হব্যদাতা যজমানের ধর্ম চেতনা বা পরলোক বিষয়ক বিজ্ঞান লাভ হউক।১১

স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে। তত্র দেবাঁ উপ হ্বয়ে ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। স্বাহাশব্দো হবিষ্প্রদানবাচী সন্ এতন্নামকমগ্নিবিশেষং লক্ষয়তি। তদগ্নি সংপাদিতং যজ্ঞম্ ইন্দ্রায় ইন্দ্রতুষ্ট্যর্থং যজনঃ যজমানস্য গৃহে ঋত্বিজঃ কৃণোতন কুরুত। তত্র যজ্ঞে দেবান্ উপ হ্বয়ে ॥১২

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের তুষ্টির নিমিত্ত স্বাহা[১০] নামক অগ্নির দ্বারা যজমানের গৃহে ঋত্বিকগণ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। আমি এই যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।১২

১০। হবিঃ প্রদান বাচী স্বাহা শব্দ অগ্নি নামে ব্যবহৃত।

চতুর্দশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি ও দেবতা অগ্নি।

ঐভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে। দেবেভির্যাহি যক্ষি চ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে এভিঃ অস্মিন্ যজ্ঞে সংভাবিতৈঃ বিশ্বেভিঃ দেবেভিঃ সর্বৈ-দেবৈঃ সহ সোমপীতয়ে সোমপানোপেতযাগার্থং দুবঃ অস্মদীয়াং পরিচর্যাং গিরঃ অস্মদীয়াঃ স্তুতিশ্চ প্রতি আ যাহি আগচ্ছ। যক্ষি চ আগত্য যজ চ॥ সোমস্য পীতির্যস্মিন যাগে স সোমপীতিঃ। তস্মৈ তাদর্থে চতুর্থী ॥১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি সম্ভাবিত বিশ্বদেবগণ সহ এই যজ্ঞে সোমপানার্থ আসুন এবং আমাদের সেবা ও স্তুতি গ্রহণ এবং যজ্ঞ সুসম্পন্ন করুন ॥:

আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্র তে ধিয়ঃ। দেবেভিরগ্ন আ গহি ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে বিপ্র মেধাবিন্ অগ্নে কণ্বাঃ মেধাবিন ঋত্বিজঃ ত্বা যজ্ঞনিষ্পাদকং ত্বাম্ আ অহূষত আহ্বয়ন্তি। তথা তে ধিয়ঃ ত্বদীয়ানি কর্মাণি গৃণন্তি কথয়ন্তি। ততো হে অগ্নে দেবেভিঃ দেবৈঃ সহ আ গহি আগচ্ছ। বিপ্র ইত্যাদিষু চতুর্বিংশতিসংখ্যাকেষু মেধাবিনামসু 'কণ্বঃ ঋভুঃ' (নি ৩।১৫।৭) ইতি পঠিতম্ ।২

মন্ত্রার্থ। হে মেধাবী অগ্নি, ঋত্বিক্‌বৃন্দ কণ্বপুত্রগণ যজ্ঞনিষ্পাদক আপনাকে আহ্বান করিতেছি। আমরা আপনার কর্মাবলীর মহিমা কীর্তনে নিযুক্ত রহিয়াছি। হে অগ্নি এই যজ্ঞে দেবগণ সহ আগমন করুন ।২

ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগম্। আদিত্যান্মারুতং গণম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রাদিদেবান্ মারুতং মরুতাং বায়ুনাং সংবন্ধিনং গণং চ অগ্নে যক্ষি ইতি পদদ্বয়মনুবর্ততে ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, ইন্দ্র, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র ও অগ্নি, পূষণ, ভগ, আদিত্যগণ[৭১] ও মরুৎগণকে যথোচিত যজ্ঞভাগ দান করুন ।৩

৭১। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তে এই ছয় আদিত্য উল্লিখিত।—মিত্র, অর্যমা, দক্ষ, বরুণ, ভগ ও অংশ। নবম মণ্ডলের ১১৫ সূক্তে

প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্রাদিদেবাঃ বঃ যুষ্মদর্থম্ ইন্দবঃ সোমাঃ প্র ভ্রিয়ন্তে প্রকর্ষেণ সংপাদ্যন্তে? কীদৃশাঃ। মৎসরাঃ তৃপ্তিকরাঃ। মৎসরঃ সোমো মন্দতেস্তৃপ্তিকর্মণঃ (নিরু ২।৫) ইতি যাস্কঃ। মাদয়িষ্ণবঃ হর্ষহেতবঃ দ্রপ্সাঃ বিন্দুরূপাঃ মধ্বঃ মধুরাঃ চমূষদঃ চমূষু চমসাদিপাত্রেষবস্থিতাঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্রাদি দেবগণ, আপনাদের জন্য তৃপ্তিকর, আনন্দজনক, সুমধুর বিন্দুরূপ সোমরস প্রকৃষ্টরূপে প্রস্তুত ও চমসাদি পাত্রে রক্ষিত হইতেছে।৪

ঈলতে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ। হবিষ্মন্তো অরংকৃত ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বাম্ ঈলতে ঋত্বিজঃ স্তুবন্তি। কীদৃশাঃ। অবস্যবঃ। অবনং রক্ষণং তদ্ধেতূন্ দেবানিচ্ছন্তঃ। কণ্বাসঃ মেধাবিনঃ বৃক্তবর্হিষঃ আস্তরণার্থং ছিন্নদর্ভাঃ হবিষ্মন্তঃ হবির্যুক্তাঃ অরংকৃতঃ অলংকর্তারঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আস্তরণার্থ ছিন্নদর্ভা[72] হবির্যুক্ত অলংকৃত মেধাবী কণ্বপুত্রগণ আপনার রক্ষণ কামনায় আপনার স্তব করিতেছে।৫

ঘৃত পৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ। আ দেবান্ত্‌সোমপীতয়ে ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বা ত্বাং যে অশ্বাঃ রথেন বহন্তি। কীদৃশাঃ। ঘৃতপৃষ্ঠাঃ

সাত আদিত্য ও দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তে আট আদিত্য উল্লিখিত। সুতরাং ঋগ্বেদ অনুসারে আদিত্য ছয় বা সাত বা আটজন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই আট আদিত্য উল্লিখিত—ধাতা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের সূর্য্য। অদিতি দিত্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। দিত্‌ ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে ব্যবহৃত হয়। যাহা অখণ্ড অচ্ছিন্ন ও অসীম তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি বুঝায়। যাস্কমতে অদিতি, আদি দেবমাতা বা দেবগণের জনয়িত্রী। মোক্ষ মূলার বলেন, বস্তুত প্রাচীন দেবতা অদিতি অনন্তের আদিতম নামরূপে আবিষ্কৃত। ডক্টর রথ বলেন, অনাদি অনন্ত অদিতিই দিব্য জ্যোতিঃ।

৭২। বিছাইবারজন্য কুশ ছিন্ন করিয়া

পৃষ্ঠাজস্বেন দীপ্তপৃষ্ঠাঃ মনোযুজঃ মনঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ রথে যুজ্যমানাঃ। বহ্নয়ঃ বোঢ়ারঃ তৈরশ্বৈঃ সোমপীতয়ে সোমপানহেতুযাগার্থং দেবান্ আ বহ ইতি শেষঃ। **ঘৃতপৃষ্ঠাঃ।** 'ঘৃ ক্ষরণদীপ্তোঃ'। ঘৃতং দীপ্তং পৃষ্ঠং যেষাং তে ঘৃত পৃষ্ঠাঃ। মনসা যুজ্যতে ইতি **মনোযুজঃ** ।৬

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, যে অশ্বগণ আপনাকে রথে বহন করে, সেইগুলি **পৃষ্টাঙ্গ** বলিয়া **দীপ্তপৃষ্ঠা** ও মনঃ সঙ্কল্প মাত্রই রথে সংযোজনীয় বাহক। সেই অশ্বগণদ্বারা দেবগণকে সোমপানার্থ এই সোমযাগে আনয়ন করুন ।৬

তান্ যজত্রাঁ ঋতাবৃধোঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধি। মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য় ॥৭

সায়ন-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বান্ ইন্দ্রাদীন্ দেবান্ যজত্রান্ যজনীয়ান ঋতাবৃধঃ সত্যস্ত যজ্ঞস্ত বা বর্ধকান্ পত্নীবতঃ পত্নীযুক্তান্ কৃধি কুরু। হে সুজিহ্ব শোভনজিহ্বোপেত মধ্বঃ মধুরস্ত সোমস্ত ভাগং দেবান্ পায়য় ।৭

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি সেই যজ্ঞবর্দ্ধক (বা সত্য বর্দ্ধক) ইন্দ্রাদি যজত্রগণকে[৭৩] পত্নীযুক্ত করুন। হে সুজিহ্ব সুমধুর সোমভাগ দেবগণকে পান করান ।৭

যে যজত্রা য ঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া। মধোরগ্নে বষট্কৃতি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। যে দেবাঃ যজত্রাঃ যষ্টাঃ তথা যে দেবাঃ ঈড্যা স্তুত্যা তে সর্বেপি বষট্কৃতি বষট্কারকালে বষট্কারযুক্তে যাগে বা হে অগ্নে তে ত্বদীয়য়া জিহ্বয়া মধোঃ মধুরস্ত সোমস্ত ভাগং পিবন্তু ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, যে দেবগণ যষ্টব্য[৭৪] ও যে দেবগণ ঈড্য[৭৫] বষট্কার[৭৬] কালে আপনার জিহ্বা দ্বারা তাঁহারা সুমধুর সোমভাগ পান করুন ।৮

আকীং সূর্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্দেবাঁ উষর্বুধঃ। বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। বিপ্রঃ মেধাবী হোতা হোমনিষ্পাদকোঽগ্নিঃ উষর্বুধঃ উষঃকালে যাগগমনায় প্রবুধ্যমানান্ বিশ্বান্ দেবান্ সূর্যস্ত সংবন্ধিনঃ রোচনাৎ স্বর্গলোকাৎ ইহ কর্মণি আকীং বক্ষতি আবহতু ॥৯

৭৩। যজনীয়, ৭৪। যজনীয়, ৭৫। স্তুত্য।

৭৬। যজ্ঞে সোমাদি দেবগণকে উৎসর্গ করিতে বষট্ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

মন্ত্রার্থ। হোম নিষ্পাদক এবং মেধাবী অগ্নিদেব ঊষাকালে জাগরিত দেবগণকে সূর্যদীপ্ত স্বর্গলোক হইতে এখানে আনয়ন করুন।৯

বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা। পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং বিশ্বেভিঃ সর্বৈঃ পূষভগাদিভির্দেবৈঃ ইন্দ্রেণ বায়ুণা মিত্রস্য সংবন্ধিভিঃ ধামভিঃ তেজোভির্মূর্তিবিশেষরূপৈশ্চ সহ সোম্যং সোমসংবন্ধি মধু মধুরং ভাগং পিব ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি ইন্দ্র, মিত্র, বায়ু, পুষা ও ভগাদি সর্বদেবের তেজসমুহের সহিত এই যজ্ঞে সোমমধু পান করুন।১০

ত্বং হোতা মনুর্হিতোঽগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি। সেমং নো অধ্বরং যজ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে মনুর্হিতঃ মনুষ্যা হোত্রাদিরূপেণ মনুষ্যেণ হিতঃ সংপাদিতঃ হোতা হোমনিষ্পাদকো যঃ ত্বং যজ্ঞেষু সীদসি তিষ্ঠসি সঃ ত্বং নঃ অস্মদীয়ম্ ইমম্ অধ্বরং যজ্ঞং যজ নিষ্পাদয়।১১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি যজমান কর্তৃক দেবগণের আহ্বাতারূপে নিযুক্ত; আপনি আমাদের যজ্ঞে আগমন পূর্বক শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন করুন।১১

যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ। তাভির্দেবাঁ ইহা বহ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে দেব অগ্নে রোহিতঃ রোহিচ্ছব্দাভিধেয়াস্ত্বদীয়া বড়বা রথে যুক্ষ্ব যোজয়। হিশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ। কীদৃশীঃ। অরুষীঃ গতিমতীঃ হরিতঃ হর্তুং রথারূঢ়ান্ পুরুষান্ নেতুং সমর্থাঃ। তাভি বড়বাভিঃ ইহ অস্মিন্ কর্মণি দেবান্ আ বহ ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে দেব অগ্নি, গতিশীল বহন সমর্থ অরুষী; হরিৎ ও রোহিত নামক অশ্বগণকে আপনার রথে যোজন পূর্বক দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।১২

———

পঞ্চদশ সূক্ত

এই সূক্তের ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি এবং দেবতা ইন্দ্রাদিদেবগণ।

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। মৎসরাসস্তদোকসঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ঋতুনা সহ সোমং পিব। ইন্দবঃ পীয়মানাঃ সোমাঃ ত্বা ত্বাম্ আ বিশন্তু। কীদৃশাঃ। মৎসরাসঃ তৃপ্তিকরাঃ তদোকসঃ তন্নিবাসাঃ। সর্বদা ত্বদুদরস্থায়িন ইত্যর্থঃ ॥

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ঋতু[৭৭] সহ এই সোম পান করুন। সর্বদা আপনার উদরস্থায়ী তৃপ্তিকর পীয়মান সোমরস আপনাতে প্রবেশ করুক।১

মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্যজ্ঞং পুনীতন। যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ ঋতুনা সহ পোত্রাৎ পোতৃনামকস্য ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ সোমং পিবত। ততোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং পুনীতন শোধয়ত। হে সুদানবঃ শোভন দাতারো মরুতঃ হি যস্মাৎ যূয়ং স্থ যুষ্মাকং শোধয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধং তস্মাৎ শোধয়তেত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, ঋতু সহ পোতৃ নামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে সোমপান করুন। হে সুদাতৃবৃন্দ, আপনারা যথার্থ শোধক। আমাদের এই যজ্ঞ শোধন[৭৮] করুন।২

অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা। ত্বং হি রত্নধা অসি ।।৩

সায়ণ-ভাষ্য। গ্নাশব্দঃ স্ত্রীবাচী। তথা চ যাস্ক আহ 'মেনা গ্না ইতি স্ত্রীণাং মেনা মানয়ন্ত্যেনা গ্না গচ্ছন্ত্যেনাঃ (নিরু ৩-২১) ইতি। গ্না অস্য সন্তীতিগ্নাবান্। নেষ্টৃশব্দোঽত্র ত্বষ্টারং দেবমাহ; কস্মিংশ্চিৎ দেবসত্রে নেষ্টৃত্বেন ত্বষ্টুর্বৃতত্বাৎ। হে গ্নাবঃ পত্নীযুক্ত নেষ্টঃ ত্বষ্টঃ নঃ অস্মদীয়ং যজ্ঞম্ অভি গৃনীহি অভিতো দেবাণাং সমীপে স্তুহি। ঋতুনা সহ ত্বং সোমং পিব। হি যস্মাৎ ত্বং রত্নধাঃ অসি রত্নানাং দাতাসি দাতা ভবসি তস্মাৎ সোমং পাতুমর্হসীত্যর্থঃ ॥৩

৭৭। সংবৎসরের ঋতু, দেবরূপে উপাসিত ৭৮। পবিত্র।

মন্ত্রার্থ। হে সপত্নীক নেষ্টৃদেব[৭৯] দেবগণের সমীপে আমাদের যজ্ঞের প্রশংসা করুন। আপনি রত্নদাতা ও সোমপানের উপযুক্ত। আপনি ঋতুগণসহ এই সোম পান করুণ।৩

অগ্নে দেবাঁ ইহা বহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু। পরি ভূষ পিব ঋতুনা ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে দেবান্ ইহ অস্মিন্ কর্মণি আ বহ। ততঃ যোনিষু স্থানেষু ত্রিষু সবনেষু সাদয় দেখানুপবেশয়। ততস্তান্ পরি ভূষ অলংকুরু। ঋতুনা সহ ত্বং সোমং পিব।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়নপূর্বক সবনত্রয়ে* উপবেশন করিতে বলুন। অনন্তর তাঁহাদিগকে অলংকৃত করিয়া ঋতুগণ সহ সোমপানে প্রবৃত্ত হউন।৪

ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোম মৃতূঁরনু। তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতম্ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসংবন্ধাৎ রাধসঃ ধনভূতাৎ পাত্রাৎ সোমং পিব। কিং কৃত্বা। ঋতুননু ঋতুদেবাননুস্যত্য। ঋতবোঽপি পিবন্ত্বিত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ তবেৎ তব সখ্যম্ অস্তৃতম্ ঋতুনামবিচ্ছিন্নং তস্মাৎ ঋতুভিঃ সহ পানং যুক্তম ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ব্রাহ্মণাচ্ছংসি নামক ঋত্বিকের ধনযুক্ত পাত্র হইতে ঋতুদেবগণ সহ সোমপান করুন। কারণ ঋতুগণের সহিত আপনার সখ্য অবিচ্ছিন্ন।৫

যুবং দক্ষং ধৃত ব্রত মিত্রাবরুণ দূলভম্। ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে ধৃতব্রতা স্বীকৃত কর্মাণৌ মিত্রাবরুণা হে মিত্রনামকবরুণ নামকৌ দেবৌ যুবম্ উভৌ যুবাম্ ঋতুনা সহাস্মদীয়ং যজ্ঞম্ আশাথে ব্যাপ্নুথঃ। কীদৃশং যজ্ঞং। দক্ষং প্রবৃদ্ধং দূলভম্ দুর্দহং শত্রুভিদগ্ধুং বিনাশয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে ধৃতব্রত[৮০] মিত্র ও বরুণদেব আপনারা উভয়ে ঋতুদেবগণ সহ এই প্রবৃদ্ধ ও দুর্দহ[৮১] যজ্ঞে ব্যাপ্ত হউন।৬

৭৯। কোন দেবসত্রে নেষ্টৃরূপে প্রবৃত্ত হওয়ায় ত্বষ্টৃদেবই নেষ্টৃরূপে সম্বোধিত।

৮০। স্বীকৃত কর্ম, ব্রতধারী। ৮১। শত্রুগণ কর্তৃক অদহনীয়, অনাশনীয়।

* তিনটি যজ্ঞস্থানে।

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে। যজ্ঞেষু দেবমীলতে ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। অধ্বরে অগ্নিষ্টোমে প্রকৃতিরূপে যজ্ঞেষু বিকৃতিরূপেষু উকৃথ্যাদিষু চ দেবম্ অগ্নিম্ ঈলতে ঋত্বিজঃ স্তুবন্তি। কীদৃশা ঋত্বিজঃ। দ্রবিণসঃ ধনার্থিনঃ গ্রাবহস্তাসঃ অভিষবসাধন পাষাণধারিণঃ। কীদৃশং দেবং। দ্রবিণোদাঃ ধনপ্রদম্। যদ্বা। ধন-প্রদোঽগ্নিঃ সোমং পিবন্থিতি শেষঃ। তমেতং মন্ত্রং যাস্ক এবং নির্বক্তি—'দ্রবিণোদাঃ কস্মাদ্ধনং দ্রবিণমুচ্যতে যদেনদভিদ্রবন্তি বলং বা দ্রবিণং যদেনেনাভিদ্রবন্তি তস্য দাতা দ্রবিণোদাস্তস্যৈষা ভবতি। দ্রবিণোদা দ্রবিণসঃ (নিরু ৮।১২) ইত্যাদি। সোঽয়ং যাস্কোক্তো নির্বচনপ্রপঞ্চঃ তস্মিন্নেব গ্রন্থেঽবগন্তব্যঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। ধনার্থী ঋত্বিক্‌বৃন্দ প্রকৃতিস্বরূপ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে ও বিকৃতি স্বরূপ উকৃথ্যাদি স্তোত্রে সোমাভিষবার্থ হস্তে পাষাণ[৮২] ধারণ পূর্বক ধনপ্রদ অগ্নিদেবের স্তব করিতেছে।৭

দ্রবিণোদা দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে। দেবেষু তা বনামহে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। দ্রবিনোদাঃ দেবঃ নঃ অস্মভ্যং বসূনি ধনানি দদাতু যানি ধনানি শৃণ্বিরে হবিরূপযুক্তত্বেন শ্রুয়ন্তে। তা তানি চ সর্বানি ধনানি দেবেষু নিমিত্তভূতেষু বনামহে সংভজামঃ। ধনৈর্দেবান্ যষ্টুং তানি স্বীকুর্ম ইত্যর্থঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। যে সকল ধনের কথা শোনা যায় ধনদাতা দেবগণ আমাদিগকে সেই ধন সমূহ দান করুন। দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থ আমরা সেই সব ধন গ্রহণ করিব।৮

দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত। নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। দ্রবিণোদাঃ দেবঃ ঋতুভিঃ সহ নেষ্ট্রাৎ নেষ্টুসংবন্ধিপাত্রাৎ পিপীষতি সোমং পাতুমিচ্ছতি। ততো হে ঋত্বিজঃ ইষ্যত হোম স্থানে গচ্ছত। গত্বা চ জুহোত হোমং কুরুত। হুত্বা প্র তিষ্ঠত চ হোমস্থানাৎ স্থানান্তরং প্রতি প্রস্থানমপি কুরুত।৯

মন্ত্রার্থ। ধনদ দেবগ। ঋতুদেবগণ সহ নেষ্টার পাত্র হইতে সোমপানে সমুৎসুক। হে ঋত্বিক্‌গণ হোমস্থানে গমন কর, হোম কর এবং হোমান্তে হোমস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান কর।৯

৮২। প্রস্তর খণ্ড।

যত্ত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদো যজামহে। অধ স্মা নো দদির্ভব ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে দ্রবিণোদঃ দেব যৎ যস্মাৎ কারণাৎ ঋতুভিঃ সহ ত্বাং যজামহে। অধ ইত্যয়ং নিপাতস্তচ্ছব্দার্থঃ। তস্মাৎ কারণাৎ নঃ অস্মভ্যং দদিঃ ধনস্য দাতা ভব স্ম অবশ্যং ভব। তুরীয়ং চতুর্ণাং পূরণম্ ।১০

মন্ত্রার্থ। হে দ্রবিনোদা[৮৩], যেহেতু ঋতুদেবগণ সহ আপনাকে চতুর্থবার অর্চনা করিতেছি, সেই হেতু আপনি আমাদিগকে ধনদান করুন ।১০

অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা। ঋতুনা যজ্ঞবাহসা ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ মধু মাধুর্যোপেতং সোমং পিবতম্। কীদৃশৌ। দীদ্যগ্নী দ্যোতমানাহবনীয়াদ্যগ্নিযুক্তৌ শুচিব্রতা শুদ্ধকর্মাণৌ ঋতুনা ঋতুদেবতয়া সহ যজ্ঞবাহসা যজ্ঞস্য নির্বাহকৌ ।১১

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিনীদ্বয়, আপনারা দ্যুতিমান আহবনীয়াদি অগ্নিযুক্ত, শুচিব্রত[৮৪] ও ঋতুদেবতা সহ যজ্ঞ নির্বাহক। আপনারা মধুর সোম পান করুন ১১

গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি। দেবান্দেবয়তে যজ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে সন্ত্য ফলপ্রদাগ্নিদেব গার্হপত্যেন গৃহপতি সংবন্ধিনা রূপেণ যুক্তঃ সন্ ঋতুনা ঋতুদেবেন সহ যজ্ঞনীঃ যজ্ঞস্য নির্বাহকঃ অসি। তস্মাৎ ত্বং দেবয়তে দেববিষয় কামনাযুক্তায় যজমানায় দেবান্ যজ ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে ফলপ্রদ অগ্নিদেব, আপনি গার্হপত্য[৮৫] অগ্নিরূপে ঋতুদেব সহ যজ্ঞের নির্বাহক। সেইজন্য দেবকামী যজমানের নিমিত্ত দেবগণকে যজন [৮৬] করুন ।১২

৮৩। ধনদাতা ৮৪। শুভকর্ম ৮৫। গৃহপতি সম্বন্ধীয় ৮৬ অর্চনা।

ষোড়শ সূক্ত

ঋষিচ্ছন্দাদি পূর্ববৎ।

আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে। ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র বৃষণং কামানাং বর্ষিতারং ত্বাং সোমপীতয়ে সোমপানার্থং হরয় ত্বদীয়া অশ্বাঃ আ বহন্তু অস্মিন কর্মণ্যানয়ন্তু। তথা সূরচক্ষসঃ সূর্যসমানপ্রকাশ-যুক্তা ঋত্বিজস্ত্বাং মন্ত্রৈঃ প্রকাশয়ন্ত্বিতি শেষঃ।

মন্ত্রার্থ। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রদেব, আপনার অশ্বগণ সোমপানার্থ আপনাকে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে আনয়ন করুক। সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী ঋত্বিক্‌বৃন্দ আপনাকে মন্ত্রদ্বারা প্রকাশ করিতেছে॥১

ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপ বক্ষতঃ। ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হরি শব্দ ইন্দ্ররথস্য বোঢ়ারৌ অশ্বৌ আচষ্টে। তথা চ শ্রুত্যন্তরং—'হর্য়োঃ স্থাতা' ইতি, হরিভ্যাং ত্বেন্দ্রো দেবতাং গময়তু (তৈ সং ১।৪।২৮।৭ ; ১।৬।৪।৩) ইতি চ। এতদেবাভিপ্রেত্য নিঘণ্টুকার আহ—'হরী ইন্দ্রস্য (নি ১।১৫।১) ইতি। তাদৃশৌ হরী ইমাঃ যাগার্থং বেদ্যাম্ আসাদিতত্বেন পুরোবর্তিনীঃ ধানাঃ ভ্রষ্টযবতণ্ডুলানুদ্দিশ্য সুখতমে রথে ইন্দ্রম্ অবস্থাপ্য ইহ অস্মিন্ কর্মণি উপ বক্ষতঃ বেদিসমীপে বহতাম্। কীদৃশীর্ধানাঃ ঘৃতস্নুবঃ অলংকরণোপস্তরণাভিধারণেন ঘৃতস্রাবিনীঃ।২

মন্ত্রার্থ। হরিনামক অশ্বদ্বয় ইন্দ্ররথের বাহক। উহারা সুখতমে রথে ইন্দ্রকে ঘৃতস্রাবী ভ্রষ্টযবতণ্ডুলাদির নিকট বা যজ্ঞবেদী সমীপে বহন করুক।২

ইন্দ্র প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রম্ প্রযত্যধ্বরে। ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। । প্রাতঃ কর্মারম্ভে প্রাতঃসবনে ইন্দ্রং হবামহে আহ্বয়ামঃ। তথৈব অধ্বরে সোমযাগে প্রযতি প্রগচ্ছতি প্রারম্ভ বর্তমানে সতি মাধ্যংদিনে সবনে তম্ ইন্দ্রম্ হবামহে। তথা যজ্ঞসমাপ্ত্যবসরে তৃতীয় সবনে সোমস্য পীতয়ে সোমপানার্থং হবামহে।৩

মন্ত্রার্থ। প্রাতঃসবনকালে আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করি। যজ্ঞ সম্পাদন কালে মাধ্যন্দিন সবনে আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করি। যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে তৃতীয় সবনেও সোমপানার্থ আমরা ইন্দ্রকে আহ্বান করি।৩

উপ নঃ সুতমা গহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ। সুতে হি ত্বা হবামহে ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র কেশিভিঃ কেসরযুক্তৈঃ হরিভিঃ অশ্বৈস্তং নঃ অস্মদীয়ং সুতম্ অভিষুতং সোমং প্রতি উপ সমীপে আ গহি আগচ্ছ। সুতে অভিষুতে সোমে নিমিত্তভূতে সতি যস্মাৎ কারণাৎ ত্বা হবামহে ত্বামাহ্বয়ামঃ তস্মাদাগচ্ছেতি পূর্বত্রান্বয় ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র কেশরযুক্ত অশ্বসমূহ সহ আমাদের যজ্ঞে অভিষুত সোম সমীপে আগমন করুন। সোমরস অভিষুত হওয়ায় আমরা আপনাকে আহ্বান করিতেছি।৪

সেমং নঃ স্তোমমা গহ্যুপেদং সবনং সুতম্। গৌরো ন তৃষিতঃ পিব ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র স ত্বং নঃ অস্মদীয়ম্ ইমং স্তোমং স্তুতিং প্রতি আ গহি আগচ্ছ। আগমনে হেতুরুচ্যতে। উপ দেবযজনসমীপে সুতম্ অভিষুতসোমযুক্তম্ ইদং ইদানীমনুষ্ঠীয়মানং সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম বর্ততে। তস্মাৎ গৌরো ন গৌরমৃগ ইব তৃষিতঃ সন্ ইমং সোমং পিব ॥

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আমাদের স্তুতির প্রতি কর্ণপাত করুন। দেব যজন সমীপে অভিযুত সোমযুক্ত প্রাতঃ সবনাদিরূপ কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। তৃষিত গৌরমৃগের ন্যায় এই সোমপান করুন।৫

ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধি বর্হিষি। তাঁ ইন্দ্র সহসে পিব ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দু শব্দঃ 'উন্দীক্লেদনে' ইতি ধাতোরুৎপন্নঃ। ইন্দবঃ ক্লেদনযুক্তাঃ ইমে বেদ্যামবস্থিতাঃ সোমাসঃ তত্তৎপাত্রগতাঃ সোমাঃ বর্হিষি যজ্ঞে অধি আধিক্যেন সুতাসঃ অভিষুতাঃ। হে ইন্দ্র সহসে বলার্থং তান্ সোমান্ পিব ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, পাত্রগত সোমরস আস্তীর্ণ কুশোপরি প্রচুর পরিমাণে অভিযুত হইয়াছে। আপনি শক্তিলাভার্থ সেই সোমরস পান করুন।৬

অয়ং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শংতমঃ। অথা সোমং সুতং পিব ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র অয়ম্ অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণঃ স্তোমঃ স্তোত্রবিশেষঃ অগ্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ সন্ তে তব হৃদিস্পৃক্ মনস্যঙ্গীকৃতঃ শংতমঃ সুখতম অস্তু। অথ স্তুতেরনন্তরং সুতম্ অভিষুতম্ সোমং পিব ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আমাদের এই স্তোত্রবিশেষ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় উহা আপনার হৃদয়স্পর্শী ও সুখকর হউক। আমাদের স্তুতি শ্রবণান্তে আপনি অভিযুত সোমপানে প্রবৃত্ত হউন ।৭

বিশ্বমিৎ সবনং সুতমিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি। বৃত্রহা সোম পীতয়ে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। বৃত্রহা শত্রুঘাতকঃ ইন্দ্রঃ সোমপীতয়ে সোমপানায় মদায় তৎপানজন্যহর্ষায় চ বিশ্বমিৎ সর্বমপি সুতম্ অভিষুত সোমযুক্তং সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম গচ্ছতি ॥৮

মন্ত্রার্থ। বৃত্রহা[৮৭] ইন্দ্র সোমপান জনিত হর্ষলাভার্থ সোমযুক্ত সমস্ত প্রাতঃ-সবনাদিতে গমন করেন ।৮

সেমং নঃ কামমা পৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো। স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে শতক্রতো সঃ ত্বং নঃ অস্মদীয়ম্ ইমং কামং কাম্যমানং ফলং গোভিরশ্বৈ চ সহ আ পৃণ সর্বতঃ পূরয়। বয়মপি স্বাধ্যঃ সুষ্ঠু সর্বতো ধ্যানযুক্তাঃ সন্তঃ ত্বা ত্বাং স্তবাম ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে শতক্রতু আপনি গাভী ও অশ্বসমূহ দ্বারা সর্বতোভাবে আমাদের সকল কামনা পূরণ করুন। আমরাও ঐকান্তিক ভাবে ধ্যানযুক্ত হইয়া আপনার স্তব করি ।৯

৮৭। শত্রুঘাতক।

সপ্তদশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি এবং ইন্দ্র ও বরুণ ইহার দেবতা।

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে। তা নো মৃলাত ঈদৃশে ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। অহম্ অনুষ্ঠাতা সম্রাজোঃ সমীচীন রাজ্যোপেতয়োঃ সম্যগ্ দীপ্যমানয়োর্বা ইন্দ্রা বরুণয়োঃ দেবয়ো সংবন্ধি অবঃ রক্ষণম্ আ বৃণে সর্বতঃ প্রার্থয়ে। তা তৌ দেবৌ ঈদৃশে এবংবিধে অস্মদীয়বরণে নিমিত্তভুতে সতি মৃলাতঃ অস্মান্ সুখয়তঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। আমি যজ্ঞানুষ্ঠাতা দেব সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের রক্ষণ সর্বদা প্রার্থনা করি। এই রূপে প্রার্থিত হইলে তাঁহারা উভয়ে আমাদিগকে সুখী করিবেন।১

গন্তারা হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্তারা চর্ষণীনাম্ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্রাবরুণৌ অবসে অবিতুমনুষ্ঠাতারং রক্ষিতুং মাবতঃ মদ্বিধস্য বিপ্রস্য ব্রাহ্মণর্ত্বিজঃ হবম্ আহ্বানং গন্তারৌ স্থঃ হি প্রাপ্তিশীলৌ ভবথঃ খলু। কীদৃশৌ। চর্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধর্তারৌ যোগক্ষেম সংপাদনেন ধারয়িতারৌ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ও বরুণ, মদ্বিধ বিপ্রের[৮৮] রক্ষণার্থ মদীয় আহ্বান গ্রহণ করুন। যোগক্ষেম সম্পাদন দ্বারা আপনারা উভয়ে মনুষ্যগণের ধারয়িতা।২

অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তা বাম্ নেদিষ্ঠমীমহে ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্র বরুণৌ অনুকামম্ অস্মদীয়াভিলাষমনু রায়ঃ ধনস্য প্রদানেন আ তর্পয়েথাং সর্বতোঽস্মাংস্তৃপ্তান্ কুরুতম্। বয়ং যদা যদা ধনং কাময়ামহে তদা তদা প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। তা বাং তাদৃশৌ যুবাং নেদিষ্ঠম্ অতিশয়েন সামীপ্যং যথা ভবতি তথা ঈমহে যাচামহে। কালবিলম্বমন্তরেণ ধনং দাতব্যমিত্যর্থঃ। সপ্ত দশসু যাজ্ঞাকর্মসু ঈমহে (নিত ১৯।১) ইতি পঠিতম্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ও বরুণ আমাদের অভিলষতি ধনদান পূর্বক আমাদিগকে সর্বদা

৮৮। **ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ,** যজ্ঞানুষ্ঠাতা।

পরিতৃপ্ত করুণ। আমরা আপনাদের অতিশয় সামীপ্য কামনা করি। কাল বিলম্ব না করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন।৩

যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাম্। ভূয়াম বাজদান্নাম্।।৪

সায়ণ-ভাষ্য। হি যস্মাৎ কারণাৎ শচীনাম্ অস্মদীয় কর্মণাং সংবন্ধি সোমরূপং হবিঃ যুবাকু বসতীবর্যৈকধনাত্মকৈরুদকৈঃ পয়ঃসক্ত্বাদিদ্রব্যান্তরৈশ্চ মিশ্রিতম্। তথা সুমতীনাং শোভনবুদ্ধিযুক্তানামৃত্বিজাং স্তোত্ররূপং বচনমপি যুবাকু নানাবিধৈঃ স্তুত্যগুণৈঃ মিশ্রিতম্। তস্মাৎ কারণাৎ হে ইন্দ্রাবরুণৌ তথাবিধং হবিঃ স্বীকুর্বতীর্যু বয়ো প্রসাদাদ্বয়ং বাজদান্নাম অন্ন প্রদানাং পুরুষাণাং মধ্যে মুখ্যা ভূয়াম ভবেম। অপঃঅপ্নঃ-ইত্যাদিযু ষড়্‌বিংশতি সংখ্যাকেষু কর্মনামসু 'শচী শমী' (নি ২।১।২২) ইতি পঠিতম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ও বরুণ, যেহেতু আমাদের যজ্ঞীয় সোমরূপ হবিঃ বিবিধ উত্তম দ্রব্যে মিশ্রিত এবং সুমতি[৮৯] ঋত্বিকগণের স্তোত্র নানাবিধ স্তুত্যগুণে মিশ্রিত হইয়াছে, সেই হেতু আপনাদের প্রসাদে আমরা যেন যজ্ঞান্নদাতা পুরুষদের মধ্যে মুখ্য হই।৪

ইন্দ্রঃ সহস্রদান্নাং বরুণঃ শংস্যানাম্। ক্রতুর্ভবত্যুকথ্যঃ ।।৫

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ম্ ইন্দ্রঃ সহস্রদান্নাং সহস্রসংখ্যাক ধন প্রদানং মধ্যে ক্রতুঃ ধনদানস্থ কর্তা ভবতি প্রভূতং দদাতীত্যর্থঃ। তথা বরুণঃ শংস্যানাং স্তুত্যানাং মধ্যে উক্‌থ্যঃ স্তুত্যো ভবতি অতিশয়েন স্তুত্য ইত্যর্থঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। যেরূপ ইন্দ্র সহস্র ধনদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ বরুণ স্তুতিভাজনদের মধ্যে স্তুত্যতম।৫

তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনম্।।৬

সায়ণ-ভাষ্য। । তয়োরিৎ পূর্বোক্তয়োরিন্দ্রাবরুণয়োরেব অবসা রক্ষণেন বয়ম অনুষ্ঠাতারঃ সনেম সংভজেম ধনমিতি শেষঃ। নি ধীমহি চ। প্রাপ্তে ধনে যাবদপেক্ষিতং তাবদ্ভুক্ত্বা ততোঽবশিষ্টং ধনং কচিন্নিধিরূপেণ স্থাপয়ামশ্চ। উত অপি চ প্ররেচনং ভুক্তান্নিহিতাচ্চ প্রকর্ষেণাধিকং ধনং স্যাৎ সংপদ্যতাম্ ॥৬

৮৯। সুবুদ্ধিযুক্ত

মন্ত্রার্থ। তাঁহাদের রক্ষণ দ্বারা ধনলাভ করিব ও প্রাপ্তধন ভোগান্তে অবশিষ্ট ধন নিধিরূপে সঞ্চয় করিব। ভুক্ত ও নিহিত ধন অপেক্ষা অধিক ধন আমরা যেন প্রাপ্ত হই।৬

ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে অস্মানৎসু জিগ্যুষস্কৃতম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ বাং যুবামুভৌ অহং হুবে আহ্বয়ামি। কিমর্থম্। চিত্রায় মণিমুক্তাদিরূপেণ বিবিধায় রাধসে ধনায়। তত আহূতৌ যুবাম্ অস্মান্ অনুষ্ঠাতৃন সু জিগ্যুষঃ শত্রু বিষয়ে সুষ্ঠু জয়যুক্তান্ কৃতং কুরুতম্ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ও বরুণ, আপনাদের উভয়কে আমি মণিমুক্তাদিরূপ বিবিধ ধনলাভার্থ আহ্বান করিতেছি। এইরূপে আপনারা আহুত হইয়া আমাদিগকে শত্রু সম্বন্ধে জয়যুক্ত করুন।৭

ইন্দ্রাবরুণ নূ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা। অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছতম্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ ধীষু অস্মদীয় বুদ্ধিষু বাং যুবাং সিষাসন্তীষু সনিতুং সংভক্তুং সম্যক্ সেবিতুমিচ্ছন্তীষু তদানীম্ আ সমন্তাৎ অস্মভ্যং শর্ম সুখং নূ নু অতিশয়েন ক্ষিপ্রং যচ্ছতং দত্তম্। ষড়বিংশতি-সংখ্যাকেষু ক্ষিপ্রনামসু 'নু মক্ষু' (নি ২।১৫।১) ইতি পঠিতম্। তস্য দ্বিরাবৃত্তিবলাদতিশয়ো লভ্যতে ॥৮

মন্ত্রার্থ। যে ইন্দ্র ও বরুণ আমাদের বুদ্ধি আপনাদের সম্যক সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। আপনি আমাদিগকে শীঘ্র সুখ দান করুন।৮

প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তুতিম ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ যাম্ অস্মৎকর্তৃকাং শোভন স্তুতিং প্রতি হুবে যুবামুভৌ আহ্বয়ামি। কিংচ সধস্তুতিং যুবয়োরুভয়োঃ সাহিত্যেন ক্রিয়মাণায়াঃ স্তবক্রিয়ায়াঃ যাং সুষ্টুতিং প্রতিলভ্য ঋধাথে যুবাং বর্ধার্থ তাদৃশৌ সুষ্টুতিঃ শোভনস্তুতিহেতুভূত ঋকসমূহ বামশ্নোতু যুবাং ব্যাপ্নোতু ॥

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ও বরুণ, মৎকৃত যে স্তুতি দ্বারা আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি এবং আপনাদের উভয়ের সম্বন্ধে যে স্তব ক্রিয়া আপনারা বর্ধিত করিয়াছেন সেই শোভনীয় ঋক্ সমূহ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

অষ্টাদশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি ও ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি ইহার দেবতা।

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ব্রহ্মণস্পতে এতন্নামকদেব সোমানম্ অভিষবস্য কর্তারং স্বরণং দেবেষু প্রকাশনবন্তং কৃণুহি কুরু। অত্র দৃষ্টান্তঃ। কক্ষীবন্তম্ এতন্নামকমৃষিম্। ইবশব্দোঽত্রাধ্যাহর্তব্যঃ। কক্ষীবান্ যথা দেবেষু প্রসিদ্ধস্তদ্বদিত্যর্থঃ। যঃ কক্ষীবানৃষিঃ ঔশিজঃ উশিজঃ পুত্রঃ। তমিবেতি পূর্বত্র যেজানা। কক্ষীবতোঽনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধি-স্তৈত্তিরীয়ৈরাম্নায়তে—এতং বৈ পর আটনারঃ কক্ষীবাঁ ঔশিজো বীতহব্যঃ শ্রায়সস্ত্রসদস্যুঃ পৌরুকুৎস্যঃ প্রজাকামা অচিন্বত' (তৈ সং ৬।৬।৫।৩) ইতি। ম্বগন্তরেঽপি ঋষিত্ব-কথনেনানুষ্ঠাতৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে—'অহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ' (ঋ সং ৪।২৬।১) ইতি। তস্মাৎ অস্যানুষ্ঠাতারং প্রতি দৃষ্টান্তত্বং যুক্তম্। সোঽয়ং মন্ত্রো যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতঃ—'সোমানং সোতারং প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে কক্ষীবন্তমিব য ঔশিজঃ। কক্ষীবান্ কক্ষ্যাবানৌশিজ উশিজঃ পুত্র উশিগ্বষ্টেঃ কান্তিকর্মণোঽপি ত্বয়ং মনুষ্যকক্ষ এবাভিপ্রেতঃ স্যাত্তং সোমানং সোতারং মা প্রকাশনবন্তং কুরু ব্রহ্মণস্পতে (নিরু ৬।১০) ইতি। অস্মিন্ মন্ত্রে সোমানমিতি পাদেন কৃণুহি ব্রহ্মণ ইতি পাদেন সূচিতং তাৎপর্যং তৈত্তিরীয়া আমনন্তি—'সোমানং স্বরণমিত্যাহ সোমপীথমেবাব রুন্ধে। কৃণুহি ব্রহ্মণস্পত ইত্যাহ ব্রহ্মবর্চসমেবাব রুন্ধে (তৈ সং ১।৫।৮।৪) ইতি ॥১

মন্ত্রার্থ। হে ব্রহ্মস্পতি[২০] সোমাভিষবকারী (যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের) মধ্যে আমাকে উশিজের পুত্র ঋষি কক্ষিবানের[২১] মত দেবগণের নিকট প্রসিদ্ধ করুন।

২০। মোক্ষমুলার তৎকৃত Origin and growth of religion পুস্তকে (৩৬৬-৩৬৭ পৃষ্ঠায়) বলেন, ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি স্তুতিদেব। এই দুই শব্দ বৃহ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বৃহ ধাতুর দুই অর্থ, বর্ধন ও বাক্য। ডক্টর রথ ব্রহ্ম শব্দের এই সাত অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন—প্রার্থনা, মন্ত্র, পবিত্রবাক্য, জ্ঞান, সততা, পরমাত্মা ও পুরোহিত। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তবকারী ঋত্বিক্ এবং স্তুতি বা প্রার্থনা। সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদক ডক্টর উইলসন বলেন, "ব্রহ্মণদেবের এক বিশেষ প্রকাশ অগ্নি। কতিপয়

যো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্ধনঃ। স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ ব্রহ্মণস্পতিঃ রেবান্ ধনবান্ যঃ চ অমীবহা রোগানাং হন্তা বসুবিৎ ধনলব্ধা পুষ্টিবর্ধনঃ পুষ্টের্বর্ধয়িতা যঃ চ তুরঃ ত্বরোপেত শীঘ্রফলদঃ সঃ ব্রহ্মণস্পতি নঃ অস্মান্ সিষক্তু সেবতাম্। পরিগৃহ্যানুগৃহ্ণাত্বিত্যর্থঃ। অত্র সিযুক্তু শব্দস্য সেবার্থত্বং যাস্ক আহ-'সিষক্তু সচন ইতি সেবমানস্য (নিরু ৩।২১) ইতি। প্রত্যায়কৌ শব্দাবিতি শেষঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। যে ব্রহ্মণস্পতি ধনবান্, রোগহন্তা, ধনদাতা, পুষ্টিবর্ধক ও শীঘ্রফলপ্রদাতা তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ পূর্বক অনুগৃহীত করুন।২

মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্ মর্ত্যস্য। রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে।।৩

সায়ণ-ভাষ্য। অররুষঃ মর্ত্যস্য উপদ্রবং কর্তুমস্মৎ সমীপং প্রাপ্তস্য শত্রুরূপস্য মনুষ্যস্য ধূর্তিঃ হিংসকঃ শংসঃ শংসনম্। অধিক্ষেপ ইত্যর্থঃ। তাদৃশো বাগ্বিশেষঃ ন অস্মান্ মা প্রণক্ মা সংপৃণক্তু। শত্রুণা প্রযুক্তোঽধিক্ষেপঃ কদাচিদস্মান্মা প্রাপ্নোত্বিত্যর্থঃ। তদর্থং হে ব্রহ্মণস্পতে নঃ অস্মান্ রক্ষ পালয় ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে ব্রহ্মণস্পতি, উপদ্রবকারী মনুষ্যের হিংসাকার্য ও নিন্দাবাক্য আমাদিগকে স্পর্শ না করুক। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।৩.

স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ। সোমো হিনোতি মর্ত্যম্ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রঃ দেবঃ যং মর্তং যক্ষ্যমাণং হিনোতি প্রাপ্নোতি বর্ধয়তি বা। তথা ব্রহ্মণস্পতিঃ দেবো হিনোতি। তথা সোমঃ হিনোতি। সঃ ঘ স এব যজমানঃ বীরঃ বীর্যযুক্তঃ সন্ ন রিষ্যতি ন বিনশ্যতি ॥৪

বিবৃতি অনুসারে ঋগ্বেদ অগ্নি হইতে উদ্ভুত। মনু সংহিতার টীকাকার মেধাতিথির মতে ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত ও শব্দ অগ্নি সম্বন্ধীয়।"

৯১। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৫ হইতে ১২৫ সূক্তের ঋষি কক্ষিবান। ঋগন্তরে ঋষি বামদেব কর্তৃক কক্ষিবান উল্লিখিত ও তাঁহার ঋষিত্ব কথিত। কক্ষিবানের উপাখ্যান মহাভারতে ও মৎস্যপুরাণে এবং বায়ুপুরাণে পাওয়া যায়। কলিঙ্গরাজ সন্তান কামনায় তাঁহার রাণীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সঙ্গত হইতে আদেশ দেন। রাণী সহবাসার্থ স্বয়ং না যাইয়া দাসী উশিজকে প্রেরণ করেন। দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে ও উশিজের গর্ভে কক্ষিবান জাত হন।

মন্ত্রার্থ। যে মনুষ্যকে ইন্দ্রদেব বা ব্রহ্মণস্পতিদেব বা সোমদেব সম্বন্ধ করেন সেই বীর বী যুক্ত হন, কদাপি বিনাশ প্রাপ্ত হন না ।৪

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্যম্। দক্ষিণা পাত্বংহসঃ ।।৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ব্রহ্মণস্পতে ত্বং তং মর্ত্যম্ অনুষ্ঠাতারং মনুষ্যম্ অংহসঃ পাপাৎ পাহীতি শেষঃ। তথা সোমঃ পাতু ইন্দ্রশ্চ পাতু দক্ষিণাখ্যা দেবতা চ পাতু ।৫

মন্ত্রার্থ। হে ব্রহ্মণস্পতি, আপনি ইন্দ্র ও সোম ও দক্ষিণানামক[৯২] দেবতা মর্ত্যকে, মনুষ্যকে পাপ হইতে রক্ষা করুন ।৫

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষম্ ।।৬

সায়ণ-ভাষ্য। মেধাং লব্ধুং সদসস্পতিম্ এতন্নামকং দেবম্ অযাসিসং প্রাপ্তবানস্মি। কীদৃশম্। অদ্ভুতম্ আশ্চর্যকরং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং সোমপানে সহচারিত্বাৎ কাম্যং কমনীয়ং সনিং ধনস্য দাতারম্ ।৬

মন্ত্রার্থ। মেধালাভার্থ আমি আশ্চর্যকর ইন্দ্রপ্রিয়[৯৩] কমনীয় ও ধনদাতা সদসস্পতিকে[৯৪] যাচ্ঞা করিতেছি ।৬

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন। স ধীনাং যোগমিন্বতি ।।৭

সায়ণ-ভাষ্য। যজ্ঞঃ অয়মনুষ্ঠাতব্যঃ বিপশ্চিতশ্চন বিদুষোঽপি যজমানস্য যস্মাৎ সদসস্পতিদেবাৎ ঋতে ন সিধ্যতি স অয়ং সদসস্পতির্দেবঃ ধীনাং মনোঽনুষ্ঠানবিষয়াণাম্- স্পদ্বুদ্ধীনামনুষ্ঠেয়কর্মণাং বা যোগং সংবন্ধম্ ইন্বতি ব্যাপ্নোতি। যজমানমনুগৃহ্য তদীয়ং যজ্ঞং নিষ্পাদয়তীত্যর্থঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। বিদ্বান্ যজমানের অনুষ্ঠাতব্য যজ্ঞ যে সদসস্পতির প্রসাদ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না সেই সদসস্পতি আমাদের মন বা বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের যোগ[৯৫] ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তিনিই যজমানকে অনুগৃহীত করিয়া তাঁহার যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

৯২। যজ্ঞান্তে দানই দক্ষিণা। এখানে দক্ষিণা দেবীরূপে আহুত হয়েছেন।

৯৩। সোমপানে ইন্দ্রের সহচর।

৯৪। সদস বা সমিতির পতি, কর্তা, রক্ষক। এখানে অগ্নির এক নাম ও ইন্দ্র সখা।

৯৫। সম্বন্ধ সংযোগ।

আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরম্। হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। আৎ অনন্তরমেব হবিষ্কৃতিং হবিঃ সম্পাদন যুক্তম্ যজমানম্ ঋধ্নোতি সদসস্পতির্দেবো বর্ধয়তি। হবির্দানানন্তরমেব ফলং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। তথাবিধ ফলসিদ্ধয়ে অধ্বরং যজমানেনানুষ্ঠীয়মানং যজ্ঞং প্রাঞ্চং প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তমবিঘ্নেন পরিসমাপ্তিযুক্তং কৃণোতি করোতি। হোত্রা হূয়মানা দেবতা তুষ্টা সতী যজমানং প্রখ্যাপয়িতুং দেবেষু গচ্ছতি। যদ্বা। হোত্রা অস্মদীয়স্তুতিরূপা বাক্ দেবান্ পরিতোষয়িতুং দেবেষু গচ্ছতি। 'শ্লোকঃ ধারা' ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশংসু বাঙ্‌নামসু 'হোত্রা গীঃ' (নি ১।১১।৩৫) ইতি পঠিতম্। হবিষ্কৃতিম্। হবিষঃ কৃতিঃ সংপাদনং যস্য যজমানস্য সোঽয়ং হবিষ্কৃতিঃ। অধ্বরম্। ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। সদসস্পতি দেব[৯৬] হব্যসম্পাদক যজমানকে বর্দ্ধন করেন। অনন্তর ফলসিদ্ধির জন্য নির্বিঘ্নে তাঁহার যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং তাঁর প্রসাদে আমাদের স্তুতি দেবগণকে প্রাপ্ত হয় ।৮

নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমম্। দিবো ন সদ্মমখসম্ ।।৯

সায়ণ-ভাষ্য। নরাশংসম্ এতন্নামকং দেববিশেষম্। যদ্বা অবয়বার্থব্যুৎপত্ত্যা সদসস্পতি দেবতাপরোঽয়ং শব্দঃ। ব্যুৎপত্তিং চ যাস্কো দর্শয়তি—'নরাশংসে যজ্ঞ ইতি কাত্থক্যো নরা অস্মিন্নাসীনাঃ শংসন্ত্যগ্নিরিতি শাকপুণির্নরৈঃ প্রশস্যো ভবতি (নিরু ৮।৬) ইতি। অত্র অগ্নিবৎ সদসস্পতেরপি নরৈঃ শস্যমানত্বাৎ নরাশংসত্বম্। এতমেবাভিপ্রায়ং হৃদি নিধায় ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে—'প্রজা বৈ নরো বাক্ শংসঃ' (ঐ. ব্রা. ৬।২৭) ইতি। অতো মনুষ্যৈঃ শস্যমানো যঃ সদসস্পতির্যো বা নরাশংসনামকো দেবঃ তম্ অপশ্যম্ শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা দৃষ্টবানস্মি। কীদৃশম্। সুধৃষ্টমম্ অত্যাধিক্যেন ধার্ষ্ট্যযুক্তং সপ্রথস্তমম্ অতিশয়েন প্রখ্যাতং সদ্মমখসং প্রাপ্ততেজস্কম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ দিবো ন দ্যুলোকানিব। আদিত্যচন্দ্রাদি-ভিরধিষ্ঠিতা দ্যুলোক বিশেষা যথা তেজস্বিনঃ তদ্বদয়ং নরাশংসস্তেজস্বীত্যর্থঃ ॥৯

৯৬। সদস বা সমিতির পতি, কর্তা, রক্ষক। এখানে অগ্নি এক নাম বা ইন্দ্রের প্রিয় সখা।

মন্ত্রার্থ। আমি নরাশংস[৯৭] নামক দেববিশেষকে দেখিয়াছি তিনি সুপ্রখ্যাত; ধার্ষ্টযুক্ত ও প্রাপ্ত তেজস্ক[৯৮]।

উনবিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি এবং দেবতা অগ্নি ও মরুৎগণ।

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্র হূয়সে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যচ্ছব্দঃ সর্বনাম তচ্ছব্দপর্যায়। হে অগ্নে যো যজ্ঞঃ চারুঃ অঙ্গ-বৈকল্যরহিতঃ ত্যং তথাবিধং চারুমধ্বরং প্রতিলভ্য গোপীথায় সোম পানায় প্র হূয়সে প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে তস্মাৎ অস্মিন্নধ্বরে ত্বং মরুদ্ভিঃ দেববিশেষৈঃ সহ আগহি আগচ্ছ। সেয়মৃক্ যাস্কেনৈব ব্যাখ্যাতা—'তং প্রতি চারুমধ্বরং সোমপানায় প্রহূয়সে সোঽগ্নে মরুদ্ভি সহাগচ্ছ' (নিরু ১০।৩৬ ইতি ॥১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, অঙ্গবৈকল্য রহিত যজ্ঞে সোমপানার্থ আপনি আহুত হইতেছেন। আপনি এই যজ্ঞে মরুৎগণ সহ আগমন করুন।১

নহি দেবো ন মর্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে মহঃ মহতঃ তব সংবন্ধিনং ক্রতুং কর্মবিশেষমুল্লঙ্ঘ্যপরঃ নহি উৎকৃষ্টঃ দেব ন ভবতি খলু। তথা মর্ত্যঃ মনুষ্যশ্চ পর ন ভবতি। যে মনুষ্যাস্ত্বদীয়ং ক্রতুমনুতিষ্ঠন্তি যে চ দেবাস্ত্বদীয়ে ক্রতৌ ইজ্যন্তে তে এবোৎকৃষ্টা ইত্যর্থঃ। মরুদ্ভিরিত্যাদি পূর্ববৎ ॥২

৯৭। ইহাও অগ্নির এক নাম এবং ব্রহ্মণস্পতি ও সদসস্পতির দেবত্ব প্রমাণ করে। কাঠক্য অনুসারে নরাশংস যজ্ঞমূর্তি। নরগণ যাহাকে (প্র) শংসা করেন, তিনি নরাশংস। শাকপূণি মতে ইনি অগ্নি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। নরগণ কর্তৃক প্রশংশিত ও সদসস্পতি হইতে অভিন্ন নরাশংস দেবকে বেদ দৃষ্টিতে আমি দেখিয়াছি।

৯৮। আদিত্য ও চন্দ্রাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত দ্যুলোকের ন্যায় তেজস্বী বা দীপ্তিশালী।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি মহৎ। উৎকৃষ্টতর কোন দেবতা বা মনুষ্য আপনার যজ্ঞ উল্লঙ্ঘনে সমর্থ নয়। আপনি মরুৎগণ সহ এই যজ্ঞে যোগদান করুন।২

যে মহো রজসো বিদুর্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে যে মরুতঃ মহো রজসঃ মহত উদকস্য বর্ষণপ্রকারং বিদুঃ তৈঃ মরুদ্ভিঃ ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশা মরুতঃ। বিশ্বেসর্বে সপ্তবিধগণোপেতাঃ সপ্তগণা বৈ মরুতঃ (তৈ সং ২।২।১১।১) ইতি শ্রুতেঃ। দেবাসঃ দ্যোতমানাঃ অদ্রুহঃ দ্রোহরহিতা বর্ষণেন সর্বভূতোপকারিত্বাৎ। তথা চ উপরিষ্টাদাম্নায়তে-'উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরোষিণঃ' (ঋ সং ৫।৫৫।৫) ইতি। শাখান্তরেঽপি মন্ত্রান্তরস্য ব্রাহ্মণ-মেবমাম্নায়তে—'মরুতাং পৃষতয় স্থেত্যাহ মরুতো বৈ বৃষ্ট্যা ঈশতে' (তৈ. ব্রা ৩।৩।১।৪) ইতি। রজঃ শব্দো যাস্কেন বহুধা ব্যাখ্যাতঃ—'রজো রজতের্জ্যোতী রজঃ উচ্যত উদকং রজ উচ্যতে লোকা রজাংস্যুচ্যন্তেঽসৃগহনী রজসী উচ্যতে (নিরু ৪।১৯) ইতি ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, যে দ্যুতিমান দ্রোহরহিত[৯৯] সপ্তবিধ মরুৎগণ মহাবৃষ্টি বর্ষণে[১০০] সমর্থ তাঁহাদের সহিত আপনি এই যজ্ঞে আসুন।৩

য উগ্রা অর্কমানৃচুরনধৃষ্টাস ওজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। যে মরুতঃ উগ্রাঃ তীব্রাঃ সন্তঃ অর্কম্ উদকম্ আনৃচুঃ অর্চিতবন্তঃ বর্ষণেন সংপাদিতবন্ত ইত্যর্থঃ। তৈঃ মরুদ্ভিঃ ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশা মরুতঃ। ওজসা বলেন অনাধৃষ্টাসঃ অতিরস্কৃতাঃ সর্বেভ্যোঽপি প্রবলা ইত্যর্থঃ। অর্কশব্দস্যোদকবাচিত্বং বাজ-সনেয়িন আমনন্তি—'আপো বা অর্কঃ' (শ ব্রা. ১০।৬।৫।২) ইতি। তন্নির্বচনং চ ত এবামনন্তি —'সোঽর্চন্নচরত্তস্যার্চত আপোঽজায়ন্তার্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বম্' (শ ব্রা ১০।৬।৫।১) ইতি। স জগৎ সৃষ্ট্বা হিরণ্যগর্ভ উদকং স্রষ্টুমুদ্যুক্তোঽর্চন্ সত্যসংকল্পমহিম-প্রখ্যাপনেন স্বাত্মানং পূজয়ন্নচরৎ। তথা পূজয়তো হিরণ্যগর্ভস্য সকাশাদুদকমুৎপন্নম্। তদনীমর্চতো মত্তঃ কমভূদিত্যবোচৎ। তেনোদকস্য অর্কনাম নিষ্পন্নমিত্যর্থঃ ॥৪

৯৯। জল বর্ষণ দ্বারা সর্বভূতের উপকারী

১০০। সমুদ্র হইতে জল কর্ষণ পূর্বক মরুৎগণ বৃষ্টিদান করেন।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, যে উগ্র[১০১] অধৃষ্ট[১০২] ওজঃ সম্পন্ন মরুৎগণ প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন।৪

যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। যে মরুতঃ শুভ্রত্বাদিগুণোপেতাঃ তৈঃ মরুদ্ভিঃ ইত্যন্বয়ঃ। শুভ্রাঃ শোভনাঃ ঘোর বর্পসঃ উগ্ররূপধরাঃ সুক্ষত্রাসঃ শোভন ধনোপেতাঃ রিশাদসঃ হিংসকানাং ভক্ষকাঃ। মঘম্ ইত্যাদিষ্বষ্টাবিংশতি সংখ্যাকেষু ধননামসু 'ক্ষত্রংভগ' (নি ২।১০।৯) ইতি পঠিতম্। ঘোর বর্পসঃ। ঘোরং বর্পো যেষাম্ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, যে মরুৎগণ শুভ্র[১০৩], উগ্ররূপ ও সুধনযুক্ত এবং হিংসকদিগের ভক্ষক, তাহাদের সহিত এই যজ্ঞস্থলে আগমন করুন।৫

যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ।৬

সায়ণ-ভাষ্য। যে মরুতঃ নাকস্যাধি দুঃখরহিতস্য সূর্যস্যোপরি দিবি দ্যুলোকে রোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ স্বয়মপি দীপ্যমানাঃ আসতে তৈঃ মরুদ্ভিঃ ইত্যন্বয়ঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, যে মরুৎগণ স্বয়ং দীপ্যমান ও সূর্যের ঊর্দ্ধেস্থিত দুঃখরহিত দ্যুলোকে দীপ্তি দান করেন, তাঁহাদের সহিত এই শুভযজ্ঞে আসুন।৬

য ঈঙ্খয়ন্তি পর্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্ মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। যে মরুতঃ পর্বতান্ মেঘান্ ঈঙ্খয়ন্তি চালয়ন্তি তথা অর্ণবং উদকযুক্তং সমুদ্রং তিরঃ কুর্বন্তীতি শেষঃ। নিশ্চলস্য জলস্য তরঙ্গাদ্যুৎপত্তয়ে চালনং তিরস্কারঃ। তৈঃ মরুদ্ভি ইত্যন্বয়ঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, যে মরুৎগণ মেঘসমূহকে চালিত ও নিশ্চল সমুদ্রকে তরঙ্গান্বিত করেন, তাঁহাদের সহিত আগমন করুন ॥৭

১০১। তীব্র।

১০২। অতিরস্কৃত বলশালী, সর্বাপেক্ষা প্রবল।

১০৩। শুভ্রত্বাদি গুণযুক্ত, শোভমান।

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তিরঃ সমুদ্রমোজসা। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। যে মরুতঃ রশ্মিভিঃ সূর্যকিরণৈঃ সহ আ তন্বন্তি আপ্লুবন্তি আকাশমিতি শেষঃ। কিংচ ওজসা স্বকীয় বলেন সমুদ্রং তিরস্কুর্বন্তি তৈঃ মরুদ্ভিঃ ইত্যন্বয়। তন্বন্তি। তনু বিস্তারে ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, যে মরুৎগণ, সূর্যরশ্মি সহ সমগ্র আকাশকে পরিব্যাপ্ত ও স্বকীয় বলে বিশাল সমুদ্রকে চালিত করেন, তাঁহাদের সহিত আগমন করুন ।৮

অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু। মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে পূর্বপীতয়ে পূর্বকালে প্রবৃত্তায় পানায় ত্বাং প্রতি সোম্যং মধু সোমসংবন্ধিনং মধুররসম্ অভি সৃজামি সর্বতঃ সংপাদয়ামি। অতস্ত্বং মরুদ্ভিঃ সহ অত্র আগচ্ছ ॥৯

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দং নিবারয়ন্
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরঃ।

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ পরমেশ্বর বৈদিক মার্গপ্রবর্তক শ্রীবীরবুক্কভূপালসাম্রাজ্যধুরংধরেণ সায়ণাচার্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ প্রকাশে ঋকৃসংহিতা ভাষ্যে প্রথমাষ্টকে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনার প্রথম পানের নিমিত্ত সুমধুর সোমরস প্রদান করিতেছি। আপনি মরুৎগণ সহ এই শুভ যজ্ঞে উপস্থিত হউন ॥৯

ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীগণেশায় নমঃ

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্।

প্রথমাষ্টক দ্বিতীয়োঽধ্যায়।

বিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি ও দেবতা ঋভুগণ।

অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো বিপ্রেভিরাসয়া। অকারি রত্নধাতমঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ। তে চাত্র সূক্তে দেবতাঃ। তৎসংঘ জায়মানবাচিনা জন্মশব্দেন একবচনান্তেন অত্র নির্দিশ্যতে। জন্মনে জায়মানায় ঋভুসংঘরূপায় দেবায় তৎ প্রীত্যর্থম্ অয়ং স্তোমঃ স্তোত্রবিশেষঃ বিপ্রেভিঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ আসয়াঃ স্বকীয়েনাস্যেন অকারি নিষ্পাদিতঃ। কীদৃশ স্তোমঃ। রত্নধাতমঃ অতিশয়েন রমনীয়মণিমুক্তাদিধনপ্রদঃ। স্তোত্রেণ তুষ্টা ঋভবো ধনং প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। জায়মান ঋভুসংঘরূপ দেবতার প্রীত্যর্থ রমণীয় মণিমক্তাদি ধনপ্রদ এই স্তোত্রবিশেষ মেধাবী ঋত্বিক্ গণ কর্তৃক স্বীয় মুখে রচিত হইয়াছে। এই স্তোত্র দ্বারা তুষ্ট হইয়া ঋভুগণ[১] ধন দান করিবেন।১

১। সায়ণের মতে ঋভুগণ মনুষ্য হইয়াও তপস্যা দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যত্র সায়ণ কর্তৃক উদ্ধৃত বচন অনুসারে আদিত্যের রশ্মিসমূহও ঋভুগণ বলিয়া উক্ত হন। অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা। ঋভু, বিভু ও বাজ নামে সুধন্বার তিন পুত্র ছিলেন। তাঁহারা স্বীয় কর্ম্মফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হন ও সূর্য্যলোকে বাস করেন।

গ্রীস দেশীয় আখ্যায়িকা অনুসারে অরফিউস নামক গায়ক, স্ত্রীর অন্তকাল আসন্ন হইলে নিজ গীত দ্বারা মৃত্যুরাজকে তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া

য ইন্দ্রায় বচোযুজা ততক্ষুর্মনসা হরী। শমীভির্যজ্ঞমাশত ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যে ঋভবঃ ইন্দ্রায় ইন্দ্রপ্রীত্যর্থং বচোযুজা তাড়নাদিকং বিনা বাঙ্মাত্রেণ রথে যুজ্যমানৌ সুশিক্ষিতৌ হরী এতন্নামকাবশ্বৌ মনসা ততক্ষুঃ সংপাদিতবন্তঃ। ঋভূণাং সত্যসংকল্পত্বাৎ তৎসংকল্পমাত্রেণ ইন্দ্রস্যাশ্বৌ সংপন্নাবিত্যর্থঃ। তে ঋভবঃ শমীভিঃ গ্রহচমসাদি নিষ্পাদনরূপৈঃ কর্মভিঃ যজ্ঞম্ অস্মদীয়ম্ আশত ব্যাপ্তবন্তঃ। অপঃ অপ্নঃ ইত্যাদিষু ষড়বিংশতি সংখ্যাকেষু কর্মনামসু 'শমী শিশী (নি ২।১।২৩) ইতি পঠিতম্ ॥২

মন্ত্রার্থ। হরি নামক অশ্বদ্বয় তাড়নাদিবিনা বাক্যমাত্রে রথে সংযোজিত হয়। সেই সুশিক্ষিত অশ্বযুগলকে সত্য সংকল্প ঋভুগণ সংকল্পমাত্র ইন্দ্রের প্রীতির জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই ঋভুগণ গ্রহ-চমসাদি উপকরণ দ্রব্যসহ আমাদের এ যজ্ঞ ব্যাপ্ত করিয়াছেন ।২

তক্ষন্নাসত্যাভ্যাং পরিজমানং সুখং রথম্। তক্ষন্ধেনুং সবর্দুঘাম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। না সত্যাভ্যাম্ অশ্বিদেবপ্রীত্যর্থং রথং তক্ষন্ ঋভবো দেবাঃ কংচিদ্রথমতক্ষন্ তক্ষণেন সংপাদিতবন্তঃ। কীদৃশম্। পরিজমানং পরিতো গন্তারং সুখং উপর্যুপবেশনে সুখকরম্। কিং চ ধেনুং কাচিদ্গাং তক্ষন্। ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ তক্ষতিরত্র সংপাদনবাচী। কীদৃশীং ধেনুম্। সবর্দুঘাং সবরঃ ক্ষীরস্য দোগ্ধ্রীম্ ॥ নাসত্যাভ্যাম্। ন বিদ্যতে সত্যং যয়ো স্তৌ অসত্যৌ। ন অসত্যৌ। না সত্যৌ। সবর্দুঘাম। সবঃ পয়ঃ দোগ্ধীতি সবর্দুঘা ॥৩

মন্ত্রার্থ। ঋভুগণ অশ্বিদ্বয়েরই প্রীতির হেতু উপবেশনে সুখকর ও সর্বতোগামী একখানি রথ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং এক ক্ষীর দোগ্ধ্রী গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

আনেন। কিন্তু পথে তিনি স্ত্রীর প্রতি ঔৎসুক্য সহকারে দৃষ্টিপাত করায় তার স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যান। বেদজ্ঞ মোক্ষমূলার বলেন, অরফিউস ঋভু বা অর্ভু'র রূপান্তর মাত্র এবং উক্ত গল্পের ভাবার্থ এই যে সূর্য্য উষার দিকে তাকাইলেই অর্থাৎ সূর্য্য উদিত হইলেই উষা অন্তর্হিত হন। তিনি আরও বলেন, উর্বশীও পুরুরবার যে আখ্যান বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিবৃত, তাহারও মূলার্থ এইরূপ। কারণ উর্বশীর আদি অর্থ উষা।

যুবানা পিতরা পুনঃ সত্যমন্ত্রা ঋজূযবঃ। ঋভবো বিষ্ট্যক্রত ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। ঋভব এতন্নামকা দেবাঃ পিতরৌ স্বকীয়ৌ মাতাপিতরৌ পূর্বং বৃদ্ধাবপি পুনঃ যুবানা তরুণৌ অক্রত কৃতবন্তঃ। কীদৃশাঃ। সত্যমন্ত্রাঃ অবিতথমন্ত্রসামর্থ্যোপেতাঃ। পুরশ্চরণাদ্যনুষ্ঠানেন সিদ্ধমন্ত্রত্বাৎ যদ্যৎফলমুদ্দিশ্য মন্ত্রাঃ প্রযুজ্যন্তে তত্তৎফলং তথৈব সংপদ্যতে। তস্মাৎ জীর্ণয়োঃ পিত্রোর্যুবত্বং সংপাদয়িতুম্ সমর্থা ইত্যর্থঃ। ঋজূযবঃ ঋজুতামাত্মন ইচ্ছন্তঃ ছলরহিতা ইত্যর্থঃ। অতএব এতেষামনুষ্ঠিতা মন্ত্রাঃ সিধ্যন্তি। বিষ্টী বিষ্টয়ো ব্যাপ্তিযুক্তাঃ। সর্বেষু কার্যেষু এতদীয়স্য মন্ত্রসামর্থ্যস্যাপ্রতিঘাতোঽত্র ব্যাপ্তি রুচ্যতে। ঋভু শব্দং যাস্ক এবং নির্বক্তি—'ঋভব উরু ভান্তীতি বর্তেন ভান্তীতি বর্তেন ভবন্তীতি বা (নিরু ১১।১৫) ইতি ॥৪

মন্ত্রার্থ। ঋজুতাপ্রিয়[৩] ও সর্বকর্মে ব্যাপ্ত এবং সিদ্ধমন্ত্র[৪] ঋভুদেবগণ স্বকীয় বৃদ্ধ মাতাপিতাকে পুনরায় তারুণ্য মণ্ডিত[৫] করিয়াছিলেন ॥৪

সং বো মদাসো অগ্মতেন্দ্রেণ চ মরুত্বতা। আদিত্যেভিশ্চ রাজভিঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋভব যুষ্মাকং সংবন্ধিনঃ মদাসঃ মদহেতবঃ সোম্যঃ ইন্দ্রেণ চ আদিত্যেভিঃ আদিত্যৈঃ চ সম্ অগ্মত সংগতাঃ। ঋভুণামিন্দ্রাদিত্যৈ সহ সোমপানং তৃতীয় সবনেঽস্তি। অতএব আবাহননিগদঃ আশ্বলায়নেনৈবং পঠিত—'ইন্দ্রমাদিত্যবন্তমৃভুমন্তং বিভুবন্তং বাজবন্তং বৃহস্পতিবন্তং বিশ্বদেব্যাবন্তমাবহ (আশ্ব শ্রৌ ৫।৩) ইতি। কীদৃশেনেন্দ্রেণ। মরুত্বতা মরুদ্ভির্যুক্তেন। অতএব মন্ত্রান্তরমেবমাম্নায়তে-'মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যংতে অস্তু (ঋ সং ৮।৯৬।৭) ইতি। কীদৃশৈরাদিত্যেভিঃ। রাজভিঃ দীপ্যমানৈঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ঋভুগণ, মরুৎগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের ও দীপ্যমান আদিত্যগণের সহিত আপনাদের একত্র সান্ধ্য সবনে[৬] (তৃতীয় সবনে) হর্ষদায়ক সোমরস নিবেদন করা হয় ॥৫

উত ত্যং চমসং নবং ত্বষ্টুর্দেবস্য নিষ্কৃতম্। অকর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। উত অপি চ ত্বষ্টুঃ এতন্নামকস্য দেবস্য সংবন্ধী তক্ষণব্যাপারঃ নবং

২। নাসত্যদ্বয়। ৩। ছলরহিত। ৪। পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হইলে যে ফলের উদ্দেশ্য উক্তমন্ত্র জপ করা হয়, তৎফল অচিরেই লাভ হয়। ৫। যৌবন সম্পন্ন। ৬। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে, তৃতীয় বা সান্ধ্য সবনে

নূতনং ত্যং চমসং তং সোমধারণক্ষমং কাষ্ঠপাত্রবিশেষং নিষ্কৃতং নিঃশেষেন সংপাদিতম-করোদিতি শেষঃ। তক্ষণব্যাপারকুশলস্য ত্বষ্টুঃ শিষ্যাঃ ঋভবঃ তেন নির্মিতং তমেকং চমসং পুনরপি চতুরঃ অকর্ত চতুর্ধা বিভক্তাংশ্চমসান্ কৃতবন্তঃ একস্য চতুর্বিধত্বকরুণরূপোঽয়মার্থো মন্ত্রান্তরেঽপি বিস্পষ্টঃ 'একং চমসং চতুরঃ কৃণোতন' (ঋ সং ১।১৬১।২) ইতি ॥৬

মন্ত্রার্থ। ত্বষ্টাদেবের নূতন চমস[৭] নিঃশেষে নির্মিত হইয়াছিল। নির্মান-কুশলী ত্বষ্টার[৮] শিষ্য ঋভুগণ সেই এক চমসকে চারিখানি চমসে তক্ষণ[৯] করিয়াছিলেন, পুনরায় চারখানি করিয়াছিলেন।৬

তে নো রত্নানি ধত্তন ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে। একমেকং সুশস্তিভিঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। পূর্বাসৃক্ষু যে প্রতিপাদিতা ঋভবঃ তে যূয়ং সুশস্তিভিঃ শোভনৈরস্মদীয়শংসনৈর্যুক্তাঃ সন্তঃ নঃ অস্মাকং সংবন্ধিনে সুন্বতে সোমাভিষবং কুর্বতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি সুবর্ণ মণিমুক্তাদীনি ধনানি একমেকং ক্রমেণ প্রত্যেকং ধত্তন প্রযচ্ছত। সুবর্ণাদীনাং মধ্যে প্রতিদ্রব্যং যাবদপেক্ষিতং তাবদিতি বিবক্ষয়া একমেকমিত্যুক্তম্। কীদৃশানি রত্নানি। ত্রিরা ত্রিবারম্ আবৃত্তানি। উত্তমানি মধ্যমাস্য-ধমানি চ ইত্যেবং রত্নানাং ত্রিরাবৃত্তিঃ। কিং চ সাপ্তানি সপ্তসংখ্যানিষ্পন্নবর্গরূপাণি কর্মাণি চ ধত্তন সংপাদয়ত। কীদৃশানি সাপ্তানি। ত্রিরা ত্রিবারম্ আবৃত্তানি। অগ্ন্যাধেয় দর্শপূর্ণ-মাসাদিনাং সপ্তানাং হবির্যজ্ঞানামেকো বর্গঃ। ঔপাসনহোমো বৈশ্বদেবমিত্যাদীনাং সপ্তানাং পাকযজ্ঞানাং বর্গো দ্বিতীয়ঃ। অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম ইত্যাদীনাং সপ্তানাং সোমসংস্থানাং বর্গস্তৃতীয়ঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ঋভুগণ, আপনারা আমাদের শোভনীয় স্তবাদি প্রাপ্ত হইয়া সোমাভি-ষবকারী যজমানকে সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদি রমণীয় ত্রিবিধ[১০] রত্ন ও সপ্তসংখক ত্রিবর্গরূপ[১১] কর্ম একে একে দান করুন।

আদিত্য, ঋভু ও বিভু এবং বাজ ও বৃহস্পতি বা বিশ্বদেব সহ ইন্দ্রকে সোম প্রদান বিধেয়। ৭। সোমরস ধারণক্ষম কাষ্ঠ পাত্র বিশেয। ৮। দেবগণের অস্ত্রাদি নির্মাতা ত্বষ্টা, পুরাণের বিশ্বকর্মা। ত্বষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৯। নির্মাণ। ১০। উত্তম, মধ্য ও অধম। ১১। অগ্ন্যাধেয় দর্শপূর্ণ মাসাদি সপ্ত হবিযজ্ঞে প্রথমবর্গ, বিশ্বদেবাদির ঔপাসনহোমরূপ সপ্ত পাকযজ্ঞ দ্বিতীয়বর্গ এবং অগ্নিষ্টোমাদিসপ্ত সোমসংস্থান তৃতীয়বর্গ।

অধারয়ন্ত বহ্নয়োঽভজন্ত সুকৃত্যয়া। ভাগং দেবেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। বহ্নয়ঃ চমসাদিসাধন নিষ্পাদনেন যজ্ঞস্য বোঢারঃ ঋভবঃ অধারয়ন্ত পূর্বং মনুষ্যত্বেন মরণযোগ্যা অপি অমৃতত্বলাভেন প্রাণান্ ধারিতবন্তঃ। তথা চ মন্ত্রান্তর-মাম্নায়তে—'মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশু' (ঋ সং ১।১১০।৪) ইতি। কিংচৈতে সুকৃত্যয়া যজ্ঞসাধন দ্রব্য সংপাদনরূপেণ শোভনব্যাপারেণ দেবেষু মধ্যে স্থিতাঃ 'যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং ভাগং হবির্লক্ষণম্ অভজন্ত সেবিতবন্তঃ। অয়মর্থঃ সৌধন্বনা যজ্ঞিয়ং ভাগমানশ (ঋ সং ৩।৬০।১) ইত্যাদি মন্ত্রান্তরে বিস্পষ্টঃ। ব্রাহ্মণেঽপি 'ঋভবো বৈ দেবেষু তপসা সোমপীথমভ্যজয়ন্ (ঐ ব্রা ৩।৩০) ইত্যাদ্যুপাখ্যানং বিস্পষ্টম্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। চমসাদি দ্রব্য সম্পাদন দ্বারা যজ্ঞের বাহক ঋভুগণ মরণধর্মা হইয়াও অমৃতত্ব লাভ পূর্বক চিরকাল প্রাণধারণ ও স্বকীয় সুকৃতিবলে দেবগণের মধ্যে থাকিয়া যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করেন।৮

একবিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি মেধাতিথি ও দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি।

ইহেন্দ্রাগ্নী উপ হ্বয়ে তয়োরিৎস্তোমমুশ্মসি।
তা সোমং সোমপাতমা ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ইহ অস্মিন্ কর্মনি ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ উপহ্বয়ে আহ্বায়মি তয়োরিং ইন্দ্রাগ্ন্যোরেব স্তোমং স্তোত্রং উশ্মসি কাময়ামহে। সোমপাতমা অতিশয়েন সোমং পাতুং ক্ষমৌ তৌ দ্বৌ দেবৌ সোমং পিবতাম্ ইতি শেষঃ।

মন্ত্রার্থ। এই যজ্ঞে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়কে আমি আহ্বান করি এবং তাঁহাদের স্তোত্রই কামনা করি। সেই সোমপানক্ষম দেবতাযুগল সোমপান করুন।১

তা যজ্ঞেষু প্র শংসতেন্দ্রাগ্নী শুম্ভতা নরঃ। তা গায়ত্রেষু গায়ত ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে নরঃ মনুষ্যাঃ ঋত্বিজঃ তা পূর্বোক্তৌ তৌ ইন্দ্রাগ্নী যজ্ঞেষু অনুষ্ঠীয়মানকর্মসু প্র শংসত শস্ত্রৈঃ। তথা শুম্ভত নানাবিধৈরলংকারৈঃ শোভিতৌ কুরুত। তথা তা পূর্বোক্তৌ তাবিন্দ্রাগ্নী গায়ত্রেষু গায়ত্রীচ্ছন্দস্কেষু মন্ত্রেষু সামরূপেণ গায়ত ॥২

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্‌গণ পূর্বোক্ত ইন্দ্র ও অগ্নির স্তুতি কর এবং তাঁহাদের নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিত কর। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্রে সামগান কর।২

তা মিত্রস্য প্রশস্তয় ইন্দ্রাগ্নী তা হবামহে। সোমপা সোমপীতয়ে ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। মিত্রস্য স্নেহবিষয়স্য মম অনুষ্ঠাতুঃ প্রশস্তয়ে তা পূর্বোক্তৌ দেবৌ সংপদ্যেতাম্ ইতি শেষঃ। যদ্বা। মিত্রস্য মম সংবন্ধিনৌ তাবিন্দ্রাগ্নী প্রশস্তয়ে প্রশংসিতুমিচ্ছামঃ ইতি শেষঃ। সোমপা সোমপানক্ষমৌ তা পূর্বোক্তৌ ইন্দ্রাগ্নী সোমপীতয়ে সোমপানার্থং হবামহে আহ্বয়ামঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। এই যজ্ঞানুষ্ঠাতার প্রশংসার জন্য আমরা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি। সোমপানক্ষম দেবতাযুগলকে সোমপানার্থ আমরা আহ্বান করি।৩

উগ্রা সন্তা হবামহ উপেদং সবনং সুতম্। ইন্দ্রাগ্নী এহ গচ্ছতাম্ ।৪

সায়ণ-ভাষ্য। সুতম্ অভিষবোপেতম্ ইদম্ অনুষ্ঠীয়মানং সবনং প্রাতঃ সবনাদিরূপং কর্ম উপ সামীপ্যেন প্রাপ্তুম্ উগ্রা সন্তা বৈরিবধাদিষু ক্রুরৌ সন্তৌ দেবৌ হবামহে আহ্বয়ামঃ। ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ ইহ কর্মণি আগচ্ছতাম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। সোমাভিষবযুক্ত প্রাতঃ সবনাদি যজ্ঞকর্মের সমীপে বৈরীবধাদিতে উগ্র[১২] ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা অবিলম্বে এইস্থানে আগমন করুন।৪

তা মহান্তা সদস্পতী ইন্দ্রাগ্নি রক্ষ উব্জতম্। অপ্রজাঃ সন্ত্বত্রিণঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। তৌ পূর্বোক্তৌ ইন্দ্রাগ্নী রক্ষঃ রাক্ষসজাতিম্ উব্জতম ঋজু কুরুতং

১২। ক্রুর, অগ্রণী, উৎসুক।

ক্রৌর্যং পরিত্যাজয়তমিত্যর্থঃ। কীদৃশৌ। মহান্তা মহান্তৌ গুণৈরধিকৌ সদস্পতী সভাপালকৌ। তয়োঃ প্রসাদাৎ অত্রিণঃ ভক্ষকাঃ রাক্ষসাঃ অপ্রজাঃ অনুৎপন্নাঃ সন্তু ॥৫

মন্ত্রার্থ। সুমহৎ ও সভাপালক ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয় রাক্ষসজাতিকে ক্রৌর্যমুক্ত করুন। তাঁহাদের প্রসাদে ভক্ষক রাক্ষসবৃন্দ অপ্রজ ১৩ হউক।৫

তেন সত্যেন জাগৃতমধি প্রচেতুনে পদে। ইন্দ্রাগ্নী শর্ম যচ্ছতম্ ।।৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্রাগ্নী সত্যেন অবশ্যফলপ্রদানাদবিতথেন তেন অস্মাভিরনুষ্ঠিতেন কর্মণা প্রচেতুনে প্রকর্ষেণ ফলভোগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গলোকাদিস্থানে অধি জাগৃতং আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতম্। ততঃ অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছতং সুখং গৃহং বা দত্তম্। গয়ঃ-কৃদরঃ ইত্যাদিষুদ্বাবিংশতিসংখ্যাকেষু গৃহনামসু 'শর্ম বর্ম' (নি ৩।৪।২১) ইত্যুক্তম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র ও অগ্নি এই অবশ্যফলপ্রদ যজ্ঞকর্মের জন্য আপনারা ফলভোগজ্ঞাপক স্বর্গলোকে জাগরিত হউন এবং আমাদিগকে স্থায়ী সুখ এবং গৃহাদি দান করুন।৬

দ্বাবিংশ সূক্ত

দ্বাবিংশ সূক্তের ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি এবং দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সবিতা, অগ্নি, বিষ্ণু প্রভৃতি।

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র হোতা অধ্বর্যুমুদ্দিশ্য ব্রূতে। হে অধ্বর্যো প্রাতর্যুজা প্রাতঃসবনগ্রহেণ সংযুক্তাবশ্বিনৌ দেবৌ বি বোধয় বিশেষেণ প্রবুদ্ধৌ কুরু। অশ্বিনৌ প্রবুদ্ধৌ চাশ্বিনৌ দেবৌ অস্য অভিষবসংস্কারযুক্তস্য সোমস্য পীতয়ে পানায় ইহ কর্মণি আ গচ্ছতাম্ ॥১

১৩। প্রজাহীন, সন্ততি রহিত।

মন্ত্রার্থ। হোতা বলিতেছেন, হে অধ্বর্য্যুবৃন্দ, প্রাতঃ সবন গ্রহণার্থ সংযুক্ত অশ্বি-দেবদ্বয়কে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ কর। অশ্বিনী যুগল প্রবুদ্ধ হইয়া অভিষব সোমরস পান করিতে এই যজ্ঞে আগমন করুন ।১

যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা। অশ্বিনা তা হবামহে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যা উভা অশ্বিনা দেবা যাবুভাবশ্বিনৌ দেবৌ সুরথা শোভনরথযুক্তৌ রথীতমা রথিনাং মধ্যে অতিশয়েন রথিনৌ দিবিস্পৃশা দ্যুলোক নিবাসিনৌ তা হবামহে তাদৃশাবশ্বিনাবাহ্বয়ামহে ॥২

মন্ত্রার্থ। যে অশ্বিনীদ্বয় সুরথা ১৪, রথীতমা১৫ ও দ্যুলোকনিবাসী তাঁহাদিগকে আমি সাদরে আহ্বান করি ।২

যা বাং কশা মধুমত্যশ্বিনা সূনৃতাবতী। তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ দেবৌ বাং যুবয়োঃ সংবন্ধিনী যা কশা অশ্ব-তাড়নী বিদ্যতে তয়া সহাগত্য যজ্ঞম্ অস্মদীয়ং মিমিক্ষতং সোমরসেন সেক্তুমিচ্ছতম্। কশয়াশ্বান্ দৃঢ়ং তাড়য়িত্বা সহসা সমাগত্য ভবদ্বিষয়াং সোমরসাহুতিং নিষ্পাদয়িতুমুদ্যুক্তৌ ভবতমিত্যর্থঃ। কীদৃশীকশা। মধুমতী। 'অর্ণঃ ক্ষোদঃ' ইত্যাদিষু একশত সংখ্যাকেষু উদকনামসু 'মধুপুরীষম্' (নি ১।১২।১১) ইতি পঠিতম্। তস্মাৎ উদকবতীত্যুক্তং ভবতি। অশ্বস্য শীঘ্রগত্যা যৎ স্বেদোদকং স্রবতি তেনেয়ং কশা ক্লিন্নেত্যর্থঃ। সূনৃতাবতী প্রিয়-সত্যবাগযুক্তা। তীব্রেণ কশাতাড়নেন যো ধ্বনির্নিষ্পদ্যতে তাড়নবেলায়াম্ অশ্বারূঢ়েন চ য আক্রোশঃ ক্রিয়তে তদুভয়ং শীঘ্রগমনহেতুত্বেন যজমানস্য প্রিয়ম্। যদ্বা 'শ্লোক ধারা' ইত্যাদিষু সপ্তপঞ্চাশদ্বাঙনামসু 'কশা ধিষণা' (নি ১।১১।৪৩) ইতি পঠিতম্। অশ্বিনোর্বা বাক্ মধুমতী মাধুর্যোপেতা পারুষ্যরহিতা সূনৃতাবতী প্রিয়ত্বসত্যত্বোপেতা ফলপ্রদান-বিষয়েত্যর্থঃ। তয়া বাচা যুক্তৌ যজ্ঞং মিমিক্ষতমিতি যোজনীয়ম্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিনীদ্বয়, আপনাদের উভয়ের যে কশা১৬, মধুমতী১৭ ও সুধ্বনিযুক্ত১৮ তদ্দ্বারা অশ্ব সমুহকে দৃঢ়ভাবে তাড়না পূর্বক সহসা আসিয়া সোমরসে আমাদের যজ্ঞকে সুসিক্ত করুন ।৩

১৪। শোভনীয় রথযুক্ত। ১৫। রথীশ্রেষ্ঠ। ১৬। অশ্বতাড়নী

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ। অশ্বিনা সোমিনো গৃহম্ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। অশ্বিনা হে অশ্বিনৌ দেবৌ যুবাং সোমিনঃ সোমবতো যজমানস্য গৃহং প্রতি রথেন গচ্ছথঃ স মার্গো বাং যুবয়োঃ দূরকে দূরদেশে নহি অস্তি ন বর্ততে খলু। যদ্বা। যত্র গৃহে গচ্ছথ তচ্চ গৃহং দূরে ন ভবতি ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, সোমবান যজমানের গৃহে স্বীয় রথে চড়িয়া আসুন। সেই মার্গ দূরদেশে অবস্থিত নহে; অথবা যে গৃহে যাইতেছেন তাহা দূর দেশে বিরাজিত নহে।৪

হিরণ্যপানিমূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্।৫

সায়ণ-ভাষ্য। উতয়ে অস্মদ্রক্ষণার্থং সবিতারং দেবং উপ হ্বয়ে আহ্বয়ামি। সঃ চ সবিতা দেবঃ এতন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যদেবতা ভূত্বা পদং যজমানেন প্রাপ্যং স্থানং চেত্তা জ্ঞাপয়িতা ভবতি। কীদৃশং সবিতারং। হিরণ্যপাণিং যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণম্। যদ্বা। দেবকর্তৃকে যাগে সবিতা স্বয়মৃত্বিগ্‌ভূত্বা ব্রহ্মত্বেন অবস্থিতঃ। তদানীং কস্মাংচিদিষ্টৌ অধ্বর্যবঃ তস্মৈ সবিত্রে ব্রহ্মণে প্রাশিত্রনামকং পুরোডাশ ভাগং দত্তবন্তঃ। তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিত্রাগৃহীতং সৎ তদীয়পানিং চিচ্ছেদ। ততঃপ্রাশিত্রস্য দাতারোঽধ্বর্যবঃ সুবর্ণময়ং পাণিং নির্মায় প্রক্ষিপ্তবন্তঃ। সোঽয়মর্থঃ কৌষিতকি ব্রাহ্মণে সমাম্নাতঃ—'সবিত্রে প্রাশিত্রং প্রতিজহুস্তত্তস্য পাণী প্রচিচ্ছেদ তস্মৈ হিরন্ময়ৌ প্রতিদধুস্তস্মাদ্ধিরণ্য পাণিরিতি স্তুতঃ' ইতি। হিরণ্যশব্দ পাণি শব্দ চ যাস্ক এব নির্বক্তি—'হিরণ্যং কস্মাদ্ধি্রয়ত আয়ম্যমানমিতি বা হ্রিয়তে জনাজ্জনমিতি বা হিতরমণং ভবতীতি বা হৃদয়রমণং ভবতীতি বা হর্যতের্বা স্যাৎপ্রেপ্সাকর্মণঃ (নিরু ২।১০) ইতি। তথা 'পাণিঃ পণায়তে পূজাকর্মণঃ' (নি ২।২৬) ইতি ॥৫

১৭। উদকবতী। একশত উদক নামের মধ্যে মধু অন্যতম। দ্রুতগমনে অশ্বগাত্রে যে স্বেদোদক জন্মে তাহার দ্বারা কশা সিক্ত হয়।

১৮। তীব্র কশা তাড়ন হেতু যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় এবং অশ্বারূঢ় ব্যক্তি যে আক্রোশ শব্দ উচ্চারণ করেন তাহা অশ্বের গতি দ্রুততর করে বলিয়া যজমানের অতি প্রিয়, আনন্দ দায়ক হয়।

মন্ত্রার্থ। আত্মরক্ষণার্থ হিরণ্য পাণি[১৯] সবিতা[২০] দেবকে আমি আহ্বান করিতেছি। তিনি এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা হইয়া যজমানের প্রাপ্য পদ জ্ঞাপন করেন।৫

অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপ স্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র হোতা সামগমৃত্বিজম্ অন্যং বা শস্ত্রিণং ব্রূতে। অবসে অস্মাৎ রক্ষিতুং সবিতারম্ উপ স্তুহি। তস্য সবিতুঃ সংবন্ধীনি ব্রতানি সোমযাগাদিরূপাণি উশ্মসি কাময়ামহে। কীদৃশং সবিতারম্। অপাংনপাতং জলস্য চ পালকম্। সংতাপেন শোষকমিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হোতা সামগ ঋত্বিককে অথবা অন্য কোন স্তোত্র পাঠককে বলিতেছেন, আমাদের রক্ষণার্থ জলশোষক দেবতা সবিতাকে স্তুতি কর। আমরা সেই সবিতার সোমযাগাদিরূপ ব্রতাদি কামনা করি।৬

১৯। যজমানকে দানার্থ সুবর্ণধারী। কৌষিতকী ব্রাহ্মনোক্ত আখ্যায়িকায় আছে, অগ্নিদেবের অনুরোধে সোমযাগে সবিতা স্বয়ং ঋত্বিক্ হইয়া ব্রহ্মার স্থানে বসিলেন। অধ্বর্যুগণ তাঁহাকে তৎস্থানে অবস্থিত দেখিয়া ব্রহ্মারূপ সবিত্রকে প্রাশিত্র নামক পুরোডাশের ভাগ দিলেন। সেই প্রাশিত্র হস্তে লইয়া সবিতা স্বীয় হস্তদ্বয় কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর প্রাশিত্রের দাতা অধ্বর্যুগণ সুবর্ণময় হস্ত নির্মাণপূর্বক সবিতাকে দিলেন। উক্ত আখ্যায়িকায় আছে যে সবিতা স্বীয় হস্ত দ্বয় ছেদন করায় তাঁহাকে দুইটি স্বর্ণহস্ত দেওয়া হয়।

২০। সূর্য আদিম আর্য্যদিগের উপাস্য দেবতা। সেই জন্য আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তাঁহার উপাসনা প্রচলিত ছিল। গ্রীকদের হেলিয়স্ শব্দ সূর্য শব্দের অপভ্রংশ। লাটিনদের সল ও টিউটনদের টায়ার (Tyr) ও প্রাচীন ইরানীয়দের খোরসেদ সূর্য শব্দের অপভ্রংশ। মোক্ষ মুলার কৃত Science of Language গ্রন্থে আছে মৃগয়াপ্রিয় জার্মানগণের টায়ারদেব ব্যাঘ্রের মুখে হস্ত স্থাপন করায়, ব্যাঘ্র সেই হস্ত দংশন করিয়া ফেলে। একই আখ্যান বা উপমা ভিন্ন দেশে ভিন্নরূপে প্রচলিত।

সূর্য ও সবিতা সম্বন্ধেও যাস্কের মত নিম্নে প্রদত্ত হইল। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার বিদূরিত ও সূর্যকিরণ আকাশে বিস্তৃত হয় তখন সবিতা, সায়ণের মতে

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্ ॥৭

সায়ন-ভাষ্য। বসোঃ নিবাসহেতোঃ চিত্রস্য সুবর্ণরজতাদিরূপেণ বহুবিধস্য রাধসঃ ধনস্য বিভক্তারম্ অস্য যজমানস্য এতাবদ্ধনদানম্ উচিতমিতি বিভাগকারিণম্ নৃচক্ষসং মনুষ্যানাং প্রকাশ কারিণং সবিতারং হবামহে। কৌ বীতকিন এতস্যা ঋচো ব্যাখানরূপে ব্রাহ্মণে সবিতুর্বিভাগহেতুত্বম্ এব সমামনন্তি—'যদেতদ্বসোশ্চিত্রং রাধস্তদেষ সবিতা বিভক্তাভ্যঃ প্রজাভ্যো বিভজতি' ইতি ॥৭

মন্ত্রার্থ। নিবাস হেতুভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি বহুবিধ ধনের বিভাজক ও মনুষ্যগণের প্রকাশক সবিতাদেবকে আমরা শ্রদ্ধাভরে আহ্বান করি।

সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। সখিভূতা হে ঋত্বিজঃ আ নি ষীদত সর্বোত্রোপবিশত। নঃ অস্মাকম্ অয়ং সবিতা নু ক্ষিপ্রং স্তোম্যঃ স্তুতিযোগ্যঃ রাধাংসি ধনানি দাতা প্রদাতুমুদ্যুক্তঃ এষ সবিতা শুম্ভতি শোভতে। সমানাঃ সন্তঃ খ্যান্তি প্রকাশন্তে ইতি সখায়ঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে সখিভূতা ঋত্বিক্‌গণ, চারিদিকে উপবেশন কর। সবিতাদেবকে অবিলম্বে স্তুতি কর। ধনদানে উদ্যোক্তা সবিতাদেব এই যজ্ঞে শোভা পাইতেছেন।৮

অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরূপ। ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে উশতী কাময়মানাঃ দেবানাং পত্নীঃ ইন্দ্রাণ্যাদ্যাঃ ইহ দেবযজন দেশে আ বহ। তথা ত্বষ্টারং দেবং সোমপীতয়ে সোমপানার্থম্ উপসমীপে আ বহ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, দেবগণের আকাঙ্খিণী পত্নী ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণকে এই দেবযজন দেশে আনয়ন করুন। ত্বষ্টাদেবকে সোমপানার্থ এই যজ্ঞ সমীপে লইয়া আসুন।৯

আ গ্না অগ্ন হবামহে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীম্।

বরূত্রীং ধিষণাং বহ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে, অবসে অস্মানবিতুং গ্নাঃ দেবপত্নীঃ ইহ আ বহ। তথা

সূর্যের উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি তাহা সবিতা এবং উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি তাহা সূর্য।

হে যবিষ্ঠ যুবতমাগ্নে হোত্রাং হোম নিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং ভারতীং ভরতনামকস্য আদিত্যস্য পত্নীং বরূত্রীং বরণীয়াং ধিষণাং বাগ্দেবীং চ আ বহ। 'বাগ্বৈ ধিষণা' ইতি বাজসনেয়কম্। 'ভরত আদিত্যঃ' (নিরু ৮।১৩) ইতি যাস্কেন উক্তত্বাৎ তস্যপত্নী-ভারতী ইত্যুচ্যতে ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আমাদের রক্ষণার্থ দেবপত্নীগণকে এখানে আনয়ন করুন। হে যবিষ্ঠ[২১] হোমনিষ্পাদিকা অগ্নিপত্নী ভারতী[২২] ও বরণীয়া ধিষণাকে* এস্থলে লইয়া আসুন।১০

অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচন্তাম্ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। দেবীঃ দেব্যঃ দেবপত্ন্যঃ অবসা রক্ষণেন মহঃ মহতা শর্মণা চ সুখেন চ সহ নঃ অস্মান্ অভি সচন্তাম্ আভিমুখ্যেন সেচন্তাম্। কীদৃশো দেব্যঃ। নৃপত্নীঃ মনুষ্যানাং পালয়িত্র্যঃ। অচ্ছিন্নপত্রাঃ অচ্ছিন্নপক্ষাঃ। ন হি পক্ষিরূপাণাং দেবপত্নীনাং পক্ষাঃ কেনচিৎ ছিদ্যন্তে ॥১১

মন্ত্রার্থ। অচ্ছিন্ন পক্ষা[২৩] মনুষ্যপালিকা দেবপত্নীগণ সম্যকরক্ষণ- ও সুমহৎ সুখ দান দ্বারা আমাদের অভিমুখে শুভতম দৃষ্টিপাত করুন।১১

ইহেন্দ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে। অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। ইহ অস্মিন্ কর্মণি স্বস্তয়ে অস্মাকম্ বিনাশয় সোমপীতয়ে সোমপানায় চ ইন্দ্রবরুণাগ্নীনাং পত্নীঃ আহ্বয়ামি ॥১২

মন্ত্রার্থ। এই যজ্ঞে আমাদের স্বস্তির[২৪] জন্য ইন্দ্রাণী[২৫], বরুণানী[২৬] ও অগ্নায়ীকে[২৭] সোমপানার্থ আমি ভক্তিভরে আহ্বান করিতেছি।১২

২১। যুবতম। ২২। ভরত নামক আদিত্যের পত্নী। * বাগ্দেবী।

২৩। সায়ণ বলেন, দেবপত্নীগণ পক্ষীরূপিনী ও তাঁহাদের পক্ষ কাহারও দ্বারা ছিন্ন হয় না।

২৪। অবিনাশ, মঙ্গল। ২৫। ইন্দ্রপত্নী। ২৬। বরুণপত্নী। ২৭। অগ্নিপত্নী।

মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্।

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। মহী মহতী দ্যৌঃ দ্যুলোকদেবতা পৃথিবী ভূমিদেবতা চ নঃ অস্মদীয়ম্ ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাংস্বেকীয় সারভূতেন রসেন মিমিক্ষতাং সেক্তুমিচ্ছতান। তথা ভরীমভিঃ ভরণৈঃ পোষণৈ নঃ অস্মান্ পিপৃতাম্ উভে দেব্যৌ পূরয়তাম্।১৩

মন্ত্রার্থ। মহৎ দৌ দেবতা ও পৃথিবী দেবতা আমাদের যজ্ঞ স্বকীয় সারভূত রস দ্বারা সিক্ত করুন। এই দেবী দ্বয় পুষ্টির দ্বারা আমাদিগকে পূর্ণ করুন।১৩

তয়োরিদ্ধৃতবৎপয়ো বিপ্রা রিহন্তি ধীতিভিঃ। গন্ধর্বস্য ধ্রুবে পদে ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। গন্ধর্বস্য ধ্রুবং পদম্ অন্তরিক্ষম্। তথা চ তাপনীয় শাখায়াং সমাম্নায়তে—'যক্ষ গন্ধর্বাপ্সরোগণ সেবিতমন্তরিক্ষম্' (পূর্ব তা ১।২) ইতি। তেনান্তরিক্ষেণ আকাশে বর্তমানয়োঃ তয়োরিৎ দ্যাবা পৃথিব্যোরেব সংবন্ধি পয়ঃ জলং ঘৃতবৎ ঘৃতসদৃশং বিপ্রা মেধাবিনঃ প্রাণিনঃ ধীতিভিঃ কর্মভিঃ রিহন্তি লিহন্তি। যদ্বা ঘৃতবৎ ঘৃতং সাবং তেনোপেতং রিহন্তি ॥১৪

মন্ত্রার্থ। যক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের ধ্রুবপদ অন্তরিক্ষ বা আকাশ, দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যবর্তী। বিপ্রগণ স্বীয় কর্মবলে অন্তরীক্ষে যাইয়া ঘৃতবৎ সারবান্ জলপান করেন।১৪

স্যোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে পৃথিবী স্যোনত্বাদিগুণযুক্তা ভব। স্যোন শব্দো বিস্তীর্ণবাচী। তথা চ বাজসনেয় ব্রাহ্মণে স্যোনশব্দোপেতং কংচিন্মন্ত্রমুদাহৃত্য ব্যাখ্যাতম্—'ইন্দ্রস্যোরুমাবিশ স্যোনঃ স্যোনমিতি বিস্তীর্ণো বিস্তীর্ণমিত্যেব তদাহ' ইতি। যদ্বা স্যোন-শব্দঃ সুখবাচী (নিরু ৩।৬।১৫)। তথা চ যাস্ক বাক্যমুদাহরিষ্যতে। অনৃক্ষরা কণ্টকরহিতা নিবেশনী নিবেশস্থানভূতা সপ্রথঃ বিস্তারযুক্তং শর্ম শরণং ন অস্মভ্যং যচ্ছ হে পৃথিবী দেহি। তামেতামৃচমুদাহৃত্য যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে—'সুখা নঃ পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশন্যৃক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতেঃ কণ্টকঃ কন্তপো বা কৃন্ততের্বাকণ্টতের্বা স্যাদ্গতিকর্মণ উদ্গততমো ভবতি যচ্ছ নঃ শর্ম শরণং সর্বতঃ পৃথু (নিরু ৯।৩২) ইতি ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে পৃথিবী[২৮] দেবতা[২৯] আপনি সুখদা বিস্তীর্ণা কণ্টকরহিতা ও আমাদের নিবাসস্থান ভূতা হউন এবং আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।

পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ সপ্ত ধামভিঃ সপ্তভির্গায়ত্র্যাদিভিশ্ছন্দোভিঃ সাধন ভূতৈঃ যতঃ পৃথিব্যাঃ যস্মাদ্ভূপ্রদেশাৎ বিচক্রমে বিবিধং পাদক্রমণং কৃতবান্। অতঃ অস্মাৎ পৃথিবী প্রদেশাৎ নঃ অস্মান্ দেবাঃ অবন্তু। বিষ্ণোঃ পৃথিব্যাদিলোকেষু ছন্দোভিঃ সাধনৈর্জয়ং তৈত্তিরিয়া আমনন্তি—'বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাল্লোঁকাননপজয্য-মভ্যজয়ন্'। (তৈ সং ৫।২।১।১) ইতি। বিষ্ণোস্ত্রিবিক্রমাবতারে পাদত্রয়ক্রমণস্থ পৃথিব্য-পাদানম্। পৃথিবী প্রদেশাদ্রক্ষণং নাম ভূলোকে বর্তমানানং পাপনিবারণম্।১৬

মন্ত্রার্থ। পরমেশ্বর বিষ্ণু গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্তবৈদিক ছন্দ[৩০] সহিত যে পৃথিবী হইতে পরিক্রমা করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে সংরক্ষণ[৩১] করুন।১৬

২৮। দ্যুলোক দেবতা। বৈদিক দৌঃশব্দ গ্রীকদের জিউস, লাটিনদের জপিতর ও জার্মানদের তিউ বা জিউ রূপে পরিণত।

২৯। পূজাকালে আসনশুদ্ধিতে পৃথ্বী দেবীরূপে পূজিতা হন।

৩০। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, পঙক্তি, অনুষ্টুপ, উষ্ণিক্, বৃহতী ও জগতী।

৩১। ত্রিবিক্রম অবতারে বিষ্ণু তিন পদেক্ষেপে ত্রিভুবন অতিক্রম করেন। রোসেন সাহেব পরিক্রমার লাটিন অনুবাদ কধরন transgressus (transgress)। বিষ্ণু শব্দের ধাত্বর্থ, যিনি পৃথিবীতে বিশতি, প্রবেশ করেন বা ব্যাপ্নোতি পরিব্যাপ্ত হন। যাস্ক বলেন, যাহা কিছু বিদ্যমান তাহা বিষ্ণু কর্তৃক পরাজিত, পরিব্যাপ্ত। শাকপুণিমতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গে বিষ্ণু ত্রিপাদ স্থাপন করেন। ঔর্ণনাভ বলেন, প্রাতঃকালে পৃথিবীস্থ উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্যাহ্নে অন্তরীক্ষে অবস্থান ও সন্ধ্যায় গয়শিরে বা অস্তাচলে অস্তগমন, বিষ্ণুর এই ত্রিপাদ বিক্ষেপ। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলেন। বিষ্ণুই আদিত্য। আদিত্য পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে ও স্বর্গে সূর্য্যরূপে বিরাজ করেন।

ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূলহমস্য পাংসুরে ॥১৭

সায়ণ-ভাষ্য। বিষ্ণুঃ ত্রিবিক্রমাবতারধারী ইদং প্রতীয়মানং সর্বং জগদুদ্দিশ্য বি চক্রমে বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্। তদা ত্রেধা ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ পদং নি দধে স্বকীয়ং পাদং প্রক্ষিপ্তবান্। অস্য বিষ্ণোঃ পাংসুরে ধুলিযুক্তে পাদস্থানে সমূলহম্ ইদং সর্বং জগৎ সম্যগন্তর্ভূতম্। সেয়মৃক্ যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতা—'বিষ্ণুর্বিশতের্বা, ব্যশ্নোতের্বা যদিদং কিংচ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ সমূলহমস্য পাংসুরে প্যায়নেঽন্তরিকে পদং ন দৃশ্যতেঽপি বোপমার্থে স্যাৎ পাংসুর ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি পাংসব পাদৈ সূয়ন্ত ইতি বা পন্নাঃ শেরত ইতি বা পংসনীয়া ভবন্তীতি বা' (নিরু :২।১৮।১৯) ইতি ॥১৭

মন্ত্রার্থ। ত্রিবিক্রম অবতারধারী[৩২] বিষ্ণুদেব সমগ্রজগৎ পরিক্রমা করিয়াছিলেন, ত্রিভুবনে ত্রিবিধ পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধুলিযুক্ত পদে জগৎ সম্যক্ রূপে আবৃত হইয়াছিল।১৭

ত্রীনি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপাঃ অদাভ্যঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥১৮

সায়ণ-ভাষ্য। অদাভ্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্য গোপাঃ সর্বস্য জগতঃ রক্ষকঃ বিষ্ণুঃ পৃথিব্যাদি স্থানেষু অতঃ এতেষু ত্রীনি পদানি বিচক্রমে। কিংকুর্বন্। ধর্মাণি অগ্নি-হোত্রাদীনি ধারয়ন্ পোষয়ন্ ॥১৮

মন্ত্রার্থ। বিষ্ণুদেব সর্বজগতের সংরক্ষক ও তাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তিনি ধর্মসমূহ ধারণ অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ পোষণ পূর্বক পৃথিব্যাদি ত্রিলোকে তিন পদ পরিক্রমা করিয়াছিলেন।১৮

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখাঃ ॥১৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিগাদয়ঃ বিষ্ণোঃ কর্মাণি পালনাদীনি পশ্যত। যত যৈঃ কর্মভিঃ ব্রতানি অগ্নিহোত্রাদীনি পস্পশে সর্বো যজমানঃ স্পৃষ্টবান্ বিষ্ণোরনুগ্রহাৎ অনুতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ তাদৃশো বিষ্ণুঃ ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ যোজ্যঃ অনুকূলঃ সখা ভবতি। বিষ্ণোঃ

৩২। ভূলোকে বর্তমান মনুষ্যগণের পাপ নিবারণ।

ইন্দ্রাম্নুকুল্যং 'ত্বষ্টা হতপুত্রঃ' ইত্যনুবাকে 'অথ বৈ তর্হি বিষ্ণু' (তৈ সং ২।৪।১২।২) ইত্যাদিনা প্রপঞ্চেন তৈত্তিরীয়া আমনন্তি ॥১৯

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিকবৃন্দ, তোমরা বিষ্ণুর পালনাদি কর্ম দেখ! বিষ্ণুর অনুগ্রহে সকল যজমান অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম সম্পাদনে সমর্থ হন। এই বিষ্ণু ইন্দ্রদেবের[৩৩] যোগ্য সখা।১৯

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥২০

সায়ণ-ভাষ্য। সূরয়ঃ বিদ্বাংসঃ ঋত্বিগাদয়ঃ বিষ্ণোঃ সংবন্ধি পরমম্ উৎকৃষ্টং তৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সর্বদা পশ্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দিবীব, আকাশে যথা আততং সর্বতঃ প্রসৃতং চক্ষুঃ নিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি তদ্বৎ ॥২০

মন্ত্রার্থ। আকাশে সর্বত্র বিচারী চক্ষু যেরূপ বিশদ দর্শন করে, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ বিষ্ণুর পরম পদ বা স্বর্গস্থান শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে সর্বদা দর্শন করেন[৩৪] ।২০

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্ ॥২১

সায়ণ-ভাষ্য। পূর্বোক্তং বিষ্ণোঃ যৎ পরমং পদম্ অস্তি তৎ পদং বিপ্রাসঃ মেধাবিনঃ সমিন্ধতে সম্যক্ দীপয়ন্তি। কীদৃশাঃ। বিপন্যব বিশেষেণ স্তোতারঃ জাগৃবাংসঃ শব্দার্থয়োঃ প্রমাদরাহিত্যেন জাগরূকাঃ ।২১

মন্ত্রার্থ। সদা জাগরূক[৩৫] স্তোতৃবৃন্দ সেই বিষ্ণুর পরমপদ[৩৬] সর্বদা প্রদীপ্ত করেন[৩৭] ।২১

৩৩। ইন্দ্রানুকুল্যে বিষ্ণু কর্তৃক ত্বষ্টা হতপুত্র হন। ৩৪। এই ঋক্ সর্বপূজার আচমন মন্ত্র। ৩৫। প্রমাদ রহিত। ৩৬। শাস্ত্র প্রসিদ্ধ স্বর্গলোক। ৩৭। শেষ ছয় মন্ত্র বিষ্ণুসূক্ত নামে অভিহিত।

ত্রয়োবিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র মেধাতিথি এবং দেবতা বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি .

তীব্রাঃ সোমাসঃ আ গহ্যাশীর্বন্তঃ সুতা ইমে।

বায়ো তান্ প্রস্থিতান্ পিব ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে বায়ো ইমে সোমাসঃ ঐন্দ্রবায়বগ্রহাদিরূপাঃ সোমাঃ সুতাঃ অভিযুতাঃ। তে চ তীব্রাঃ প্রভূতত্বাৎ তর্পয়িতুং সমর্থাঃ আশীর্বন্তঃ আশীর্যুক্তাঃ অতস্ত্বম্ আ গহি অস্মিন্ কর্মণি আগচ্ছ। প্রস্থিতান্ উত্তরবেদিং প্রতি অনীতান্ তান্ সোমান্ পিব ॥১

মন্ত্রার্থ। হে বায়ু, সুপাকযুক্ত তীব্রতম[৩৮] সোমরস সমূহ অভিযুত হইয়াছে। আপনি এই যজ্ঞে আসিয়া উত্তরবেদিতে অনীত সোমসমূহ পান করিয়া তৃপ্ত হউন।১

উভা দেবা দিবিস্পৃশেন্দ্রবায়ূ হবামহে। অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। দিবিস্পৃশা দ্যুলোকবর্তিনৌ উভা দেবা দ্বৌ দেবৌ ইন্দ্রবায়ূ হবামহে আহ্বয়ামঃ। কিমর্থম্। অস্য সোমস্য পীতয়ে। অসকৃৎ ব্যাখ্যাতম্ ॥২

মন্ত্রার্থ। দ্যুলোকবর্তী দেবদ্বয় ইন্দ্রকে ও বায়ুকে আমি এই সোমপানার্থ আহ্বান করিতেছি।২

ইন্দ্র বায়ু মনোজুবা বিপ্রা হবন্ত ঊতয়ে। সহস্রাক্ষা ধিয়স্পতী ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ ঋত্বিগ্‌ যজমানাঃ ঊতয়ে রক্ষণার্থম্ ইন্দ্র বায়ু হবন্তে আহ্বয়ন্তি। কীদৃশৌ মনোজুবৌ মন ইব বেগবত্তরৌ সহস্রাক্ষা সহস্র নয়ন যুক্তৌ। যদ্যপি ইন্দ্রএব সহস্রাক্ষঃ তথাপি ছত্রিন্যায়েন বায়ুরপি তথোচ্যতে। ধিয়স্পতী কর্মণঃ বুদ্ধের্বা পালকৌ ॥৩

মন্ত্রার্থ। বিপ্রগণ[৩৯] আত্মরক্ষার্থ মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন সহস্রাক্ষ[৪০] কর্মপালক (বা বুদ্ধিপালক) ইন্দ্রকে ও বায়ুকে[৪১] আহ্বান করিতেছে।

৩৮। প্রভূত ও তৃপ্তিকর। ৩৯। মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ, যজমানগণ। ৪০। সহস্রনয়ন-যুক্ত। ৪১। যদিও ইন্দ্রই সহস্রাক্ষ তথাপি ছত্রীন্যায়ে বায়ুকেও সহস্রাক্ষ বলা হইয়াছে।

মিত্রং বয়ং হবামহে বরুণং সোমপীতয়ে। জজ্ঞানা পূতদক্ষসা ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। বয়ম্ অনুষ্ঠাতারঃ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং মিত্রং বরুণং চ উভৌ আহ্বয়ামঃ। কীদৃশাবুভৌ। জজ্ঞানা কর্মপ্রদেশে প্রাদুর্ভবন্তৌ পূতদক্ষসা শুদ্ধবলৌ ॥৪

মন্ত্রার্থ। মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয় শুদ্ধ বল ও যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হন। যজ্ঞানুষ্ঠাতা আমরা তাঁহাদের উভয়কে সোমপানার্থ সাদর আহ্বান করিতেছি।৪

ঋতেন যাবৃতাবৃধাবৃতস্য জ্যোতিষস্পতী। তা মিত্রাবরুণা হুবে ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। যৌ মিত্রাবরুণৌ ঋতেন সত্যবচনেন যজমানানুগ্রহকারিণা ঋতাবৃধৌ ঋতম্ অবশ্যংভাবিতয়া সত্যং কর্মফলং তস্য বর্ধকৌ ঋতস্য সত্যস্য প্রশস্তস্য জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য পতী পালকৌ। শ্রুত্যন্তরে মিত্রাবরুণয়োঃ অদিতি পুত্রত্বেন শ্রুতত্বাৎ দ্বাদশাদিত্যে-ষন্তর্ভূতত্বেন জ্যোতিষ্পালকত্বং যুক্তম্। শ্রুত্যন্তরে চ 'অষ্টৌ' পুত্রাসো অদিতেঃ ইত্যুপক্রম্য 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' (তৈ আ ১।১৩।২।৩) ইত্যাদিকমাম্নাতম্। তা মিত্রাবরুণা তথাবিধৌ মিত্রাবরুণৌ হুবে আহ্বয়ামি।৫

মন্ত্রার্থ। যে মিত্র ও বরুণ[৪২] সত্যবচনের দ্বারা যজমানের অনুগ্রহকারী এবং যজ্ঞের ফলবর্দ্ধক ও জ্যোতি পালক, তাঁহাদিগকে আমি আহ্বান করি।৫

বরুণঃ প্রাবিতা ভুবন্মিত্রো বিশ্বাভিরূতিভিঃ করতাং নঃ সুরাধসঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ং বরুণঃ অস্মাকং প্রাবিতা ভুবৎ প্রকর্ষেণ রক্ষকো ভবতু। মিত্রঃ চ বিশ্বাভিরূতিভিঃ সর্বাভিঃ রক্ষাভিঃ প্রাবিতা ভুবৎ। তাবুভাবপি নঃ অস্মান্ সুরাধসঃ প্রভূতধনযুক্তান্ করতাং কুরুতাম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। এই বরুণদেব আমাদের প্রকৃষ্ট রক্ষক হউন। মিত্রদেবও সকলপ্রকারে আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহারা আমদের প্রভূত ধনযুক্ত করুন।

৪২। অন্য শ্রুতি অনুসারে মিত্র ও বরুণ অদিতির পুত্ররূপে দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্ভূক্ত। অন্য আর এক শ্রুতির মতে অদিতির অষ্টপুত্রের মধ্যে মিত্র ও বরুণ পরিগণিত। সুতরাং তাঁহাদের জ্যোতিঃ পালকত্ব যুক্তিসঙ্গত।

মরুত্বন্তং হবামহ ইন্দ্রমা সোমপীতয়ে। সজূর্গণেন তৃম্পতু ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। মরুত্বন্তং মরুদ্ভির্যুক্তম ইন্দ্রং সোমপীতয়ে সোমপানায় আ হবামহে আহ্বয়ামঃ। স চ ইন্দ্রঃ গণেন মরুৎ সমূহেন সজুঃ সহ তৃম্পতু তৃপ্তো ভবতু ॥৭

মন্ত্রার্থ। মরুৎগণসহ ইন্দ্রদেবকে সোমপানার্থ আমরা আহ্বান করি। সেই ইন্দ্র মরুৎসমূহ সহ সোমপানে তৃপ্ত হউন।৭

ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুদ্গণা দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ। বিশ্বে মম শ্রুতা হবম্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে দেবাসঃ ইন্দ্রমরুদ্রূপাঃ বিশ্বে সর্বে যূয়ং মম হবম্ আহ্বানং শ্রুত শৃণুত। কীদৃশাঃ। ইন্দ্রজ্যেষ্ঠাঃ। ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠো মুখ্যো যেষতে তথাবিধাঃ মরুদ্গণাঃ মরুৎসমূহরূপাঃ। পূষরাতয়ঃ। পূষাখ্যো দেবো রাতিঃ দাতা যেষাম্ ইন্দ্রমরুতাংতে পূষরাতয়ঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ ইন্দ্র আপনাদের জ্যেষ্ঠ[৪৩]। পূষানামক দেবতা আপনাদের ধনদাতা। আপনারা সকলে আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন।৮

হত বৃত্রং সুদানব ইন্দ্রেণ সহসা যুজা। মা নো দুঃশংস ঈশত ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে সুদানবঃ শোভনদানযুক্তাঃ মরুদ্গণাঃ সহসা বলবতা যুজা যোগ্যেন ইন্দ্রেন সহ বৃত্রং শত্রুং হত নাশয়ত। দুঃশংসঃ দুষ্টেন শংসনেন কীর্তনেন যুক্তো বৃত্রো নঃ অস্মান্ প্রতি মা ঈশত সমর্থো মা ভূৎ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে সুদানযুক্ত মরুৎগণ। বলবান্ ইন্দ্রদেবের সাহায্যে বৃত্রকে[৪৪] বিনাশ করুন। সেই দুঃশংস[৪৫] বৃত্র আমাদের উপর আধিপত্য করিতে সমর্থ না হয়।৯

বিশ্বান্দেবান্ হবামহে মরুতঃ সোমপীতয়ে। উগ্রা হি পৃশ্নিমাতরঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। মরুতঃ মরুৎসংজ্ঞকান্ বিশ্বান্ সর্বান্ সোমপীতয়ে হবামহে সোমপানার্থম্ আহ্বয়ামঃ। তে চ মরুতঃ উগ্রাঃ শত্রুভিরসহ্যবলাঃ পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্নি নানা বর্ণযুক্তায়া ভূমেঃ পুত্রাঃ। হি শব্দঃ প্রসিদ্ধ্যর্থঃ। সা চ প্রসিদ্ধিঃ 'পৃশ্নেঃ পুত্রাঃ' (ঋ সং ৫।৫৮।৫) ইতি মন্ত্রান্তরাদবগন্তব্যা ॥১০

৪৩। যাহাদের মধ্যে ইন্দ্র জ্যেষ্ঠ্য মুখ্য। ৪৪। শত্রুকে। ৪৫। দুর্মুখ।

মন্ত্রার্থ। মরুৎ সংজ্ঞক সর্বদেবকে আমরা সোমপানার্থ আহ্বান করি। সেই মরুৎগণ উগ্রতম[৪৬] ও পৃশ্নিপুত্র[৪৭] ॥১০

জয়তামিব তন্যতুর্মরুতামেতি ধৃষ্ণুয়া। যচ্ছুভং যাথনা নরঃ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। মরুতাং দেবানাং তন্যতুঃ শব্দঃ ধৃষ্ণুয়া ধার্ষ্ট্যযুক্তঃ সন্ এতি গচ্ছতি। কেষামিব। জয়তাং বিজয়যুক্তানাং শূরাণাং ভটানাম্ ইব। হে নরঃ নেতারঃ মরুতঃ যূয়ং যৎ যদা শুভং শোভনং দেবযজনং যাথন প্রাপ্নুথ। তদা ত্বদীয়ঃ শব্দো গচ্ছতীতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে নেতৃস্থানীয় মরুৎগণ, যখন আপনারা শুভতম দেবযজন (যজ্ঞকার্য) প্রাপ্ত হন। তখন বিজয়ী শূরের ন্যায় ধার্ষ্ট্যযুক্ত হর্ষধ্বনি করেন।১২

হস্কারাদ্বিদ্যুতস্পর্যতো জাতা অবন্তনঃ। মরুতো মৃলয়ন্তু নঃ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হস্কারাৎ দীপ্তিকরাৎ বিদুতঃ বিশেষেণ দীপ্যমানাৎ অতঃ অন্তরিক্ষাৎ পরি জাতাঃ সর্বত উৎপন্না মরুতঃ নঃ অস্মান্ অবন্তু রক্ষন্তু। তথাবিধাঃ মরুতঃ নঃ অস্মান্ মৃলয়ন্তু সুখয়ন্তু ॥১২

মন্ত্রার্থ। দীপ্তিকর বিদ্যুদ্দাম[৪৮] হইতে উৎপন্ন মরুৎগণ আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা করুন ও সুখী করুন।১২

আ পূষঞ্চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ। আজা নষ্টং যথা পশুম্।১৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে পূষন্ চিত্রবর্হিষং বিচিত্রৈর্দর্ভৈর্যুক্তং ধরুনং যাগস্য ধারকং সোমং দিবঃ আ দ্যুলোকাৎ আহর ইতি শেষঃ। পূষা বিশেষ্যতে। আঘৃণে আগত-দীপ্তিযুক্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। হে অজ গমনশীল যথা লোকে নষ্টং পশুং মহারন্যাদৌ অন্বীক্ষ্য কশ্চিদাহরতি তদ্বৎ ॥১৩

মন্ত্রার্থ। হে দীপ্তিযুক্ত শীঘ্রগামী পূষা! গৃহপালিত পশু হারাইয়া গেলে যেমন লোকে মহারণ্য হইতেও উহাকে অন্বেষণ করিয়া আনে, তদ্রূপ আপনি বিচিত্রকুশযুক্ত যজ্ঞধারক সোমরস দ্যুলোক[৪৯] হইতে আমাদিগের জন্য আহরণ করুন।১৩

৪৬। যাঁহাদের বল শত্রুগণের অসহ্য। ৪৭। পৃশ্নি অর্থ নানাবর্ণযুক্ত। নানা-বর্ণযুক্ত মরুৎগণের মাতা কে? সায়াণের মতে পৃশ্নি নানাবর্ণযুক্ত ভূমি বা পৃথিবী, নিঘণ্ট মতে আকাশ ও ডক্টর রথের মতে মেঘ। ৪৮। অন্তরীক্ষ। ৪৯। আকাশ।

পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূলহং গুহা হিতম্। অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষম্ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। আঘৃণিঃ পূষা রাজানং সোমম্ অবিন্দৎ অলভৎ। কীদৃশম্। অপগূলহং অত্যন্তগূঢ়ম্। তত্র হেতুঃ। গুহা হিতং গুহাসদৃশে দুর্গমে দ্যুলোকে স্থিতং তথা চিত্রবর্হিষম্ ॥১৪

মন্ত্রার্থ। দীপ্তিশালী পূষা গুহাস্থিত[৫০] অতিগূঢ়[৫১] বিচিত্রকুশযুক্ত ও দীপ্যমান সোমরস লাভ করিলেন ॥১৪

উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড়্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ। গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। উতো অপি চ সঃ পূষা মহ্যং যজমানায় ইন্দুভিঃ যাগহেতুভিঃ সোমৈঃ যুক্তান্ ষট বসন্তাদীন ঋতূন্ অনুসেষিধৎ অনুক্রমেণ পুনঃ পুনর্নয়ন্ বর্ততে ইতি শেষঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গোভিঃ বলীবর্দৈঃ যবং ন চর্কৃষৎ। ন শব্দ উপমার্থঃ। যথা যবমুদ্দিশ্য ভূমিং প্রতি সংবৎসরং পুনঃ পুনঃ কৃষতি তদ্বৎ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। যেমন কৃষক গরু দ্বারা যবের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর পুনঃ পুনঃ ভূমি কর্ষণ করে। তদ্রূপ পূষা আমাদের জন্য সোমরস সহিত বসন্তাদি ছয় ঋতু ক্রমান্বয়ে বারবার আনয়ন করেন ।১৫

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাম্। পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। অধ্বরীয়তাম্ অধ্বরমাত্মন ইচ্ছতাম্ অস্মাকম্ অম্বয়ঃ মাতৃস্থানীয়া আপঃ। তথা চ কৌষীতকী ব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে—অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিরিত্যাপো বা অম্বয়' ইতি। তা আপঃ অধ্বভিঃ দেবযজনমার্গৈঃ যন্তি গচ্ছন্তি। কীদৃশ্য আপঃ। জাময়ঃ হিতকারিণ্যো বন্ধবঃ। তথা মধুনা মাধুর্যরসেন যুক্তং পয়ঃ পৃঞ্চতীঃ গবাদিষু যোজয়ন্ত্যঃ ॥১৬

মন্ত্রার্থ। আমরা যজ্ঞকামী। আমাদের দেবযজন স্থানে মাতৃস্থানীয়া অম্বুরাশি[৫২] প্রবাহিত হইতেছে। ঐ অম্বুরাশি আমাদের হিতকারিনী বান্ধবী ও গাভী সমূহের মধ্যে মাধুর্য্যরস দুগ্ধে সঞ্চারিত করে ।১৬

৫০। লুক্কায়িত। ৫১। গুহাসদৃশ দুর্গম দ্যুলোকে অবস্থিত।

৫২। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ইহা উক্ত হইয়াছে।

অমূর্যা উপ সূর্যে যাভির্বা সূর্যঃ সহ। তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্ ॥১৭

সায়ণ-ভাষ্য। যাঃ অমূঃ আপঃ সূর্যে উপ সমীপেন অবস্থিতাঃ। 'আপঃ সূর্যে সমাহিতাঃ' (তৈ আ ১৷৮৷১) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বা অথবা সূর্যঃ যাভিঃ অদ্ভিঃ সহ বর্ত্ততে। পূর্বত্রাপাং প্রাধান্যম্ উত্তরত্র সূর্যস্যেতি বিশেষঃ। তাঃ তাদৃশ্য আপো নঃ অস্মদীয়ম্ অধ্বরং যাগং হিন্বন্ত প্রীণয়ন্ত ॥১৭

মন্ত্রার্থ। যে জলরাশি সূর্য সমীপে আছে অথবা সূর্য যে জলরাশি সহ[৫৩] বর্তমান তাহা আমাদের যজ্ঞকে প্রীতিকর করুক।১৭

অপো দেবীরুপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥১৮

সায়ণ-ভাষ্য। নঃ অস্মদীয়াঃ গাবঃ যত্র যাস্বপ্সু পিবন্তি পানং কুর্বন্তি তা অপো দেবীঃ উপ হ্বয়ে আহ্বয়ামি। সিন্ধুভ্যঃ স্যন্দনশীলাভ্যোঽদ্ভ্যো হবিঃ কর্ত্বং অস্মাভিঃ কর্তব্যম্।১৮

মন্ত্রার্থ। আমাদের গাভীসমূহ যে জল পান করে সেই জলদেবীকে আমি আহ্বান করি। সিন্ধুদেবীকে বা স্যন্দনশীলা জলদেবীকে হব্যদান আমাদের অবশ্য কর্তব্য।১৮

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। দেবা ভবত বাজিনঃ ॥১৯

সায়ণ-ভাষ্য। অপ্সু জলেষু অন্তঃ মধ্যে অমৃতং পীযূষং বর্ততে। তস্য অবিকারত্বাৎ। 'অমৃতং বা আপঃ' (তৈ সং ৫৷৬৷২৷১-২) ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। তথৈব অপ্সু ভেষজম্ ঔষধং বর্ততে। ক্ষুদ্রোগনিবর্তকস্য অন্নস্য অপকার্যত্বাৎ। উত অপি চ তাদৃশীনাম্ অপাং দেবতানাং প্রশস্তয়ে প্রশংসার্থং হে দেবাঃ ঋত্বিজাদয়ো ব্রাহ্মণাঃ। 'এতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যদ্ব্রাহ্মণাঃ' (তৈ সং ১৷৭৷৩৷১) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বাজিনঃ বেগবন্তঃ ভবত। শীঘ্রং স্তুতিং কুরুতেত্যর্থঃ ॥ ১৯

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ, জলদেবীর প্রশংসায় উৎসাহী হও, কারণ জল মধ্যে অমৃত বিদ্যমান এবং জল বিকার রহিত। জল মধ্যে ভেষজও অবস্থিত বলিয়া জলপানে ক্ষুৎ রোগের নিবৃত্তি হয়। পিপাসা দূরীভূত হয়।১৯

৫৩। জলের প্রাধান্য সূর্যরই।

অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশংভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ ॥২০

সায়ণ-ভাষ্য। অপ্সু জলেষু অন্তঃ মধ্যে বিশ্বানি ভেষজা সর্বাণি ঔষধানি সন্তীতি মে মহ্যং মন্ত্রদর্শিনে মুনয়ে সোমঃ দেবঃ অব্রবীৎ। তথা বিশ্বশংভুবং সর্বস্য জগতঃ সুখকরম্ এতন্নামকং চ অগ্নিং চ অপ্সু বর্তমানং সোমোঽব্রবীৎ। তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ 'অগ্নেস্ত্রয়ো জ্যায়াংসঃ' ইত্যনুবাকে 'সোঽপঃ প্রাবিশৎ' (তৈ সং ২।৬।৬।১) ইতি অগ্নেঃ অপ্সু প্রবেশমামনন্তি। লতাগুল্ম বৃক্ষমূলাদীনাম্ ঔষধানাং বৃষ্টিজন্যত্বেন জলবর্তিত্বং প্রসিদ্ধম্। বিশ্ব ভেষজীঃ বিশ্বানি ভেষজানি যাসু তথাবিধাঃ অপঃ অপি অব্রবীৎ ॥২০

মন্ত্রার্থ। আমি মন্ত্রদর্শী মুনি। সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার ভেষজ জল মধ্যে অবস্থিত। কারণ লতা-গুল্ম-বৃক্ষ-মূলাদি সর্বপ্রকার ঔষধি বৃষ্টি হইতে জাত। তিনি আমাকে আরও বলিয়াছেন যে সমস্ত জগতের সুখকর অগ্নিও জল মধ্যে বর্তমান।

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে ॥২১

সায়ণ-ভাষ্য। হে আপঃ মম তন্বে শরীরার্থং বরূথং রোগনিবারকম্ ভেষজম্ ঔষধং পৃণীত পূরয়ত। কিংচ জ্যোক্ চিরং সূর্যং দৃশে দ্রষ্টুং নীরোগা বয়ং শক্নুবাম ইতি শেষঃ ॥২১

মন্ত্রার্থ। হে আপঃ আমার শরীরের জন্য রোগ নিবারক ভেষজ পরিপুষ্ট করুন। আমরা যেন নীরোগ থাকিয়া সূর্যকে চিরজীবন দেখিতে পারি।২১

ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিং চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেষ উতানৃতম্ ॥২২

সায়ণ-ভাষ্য। ময়ি যজমানে যৎ কিং চ দুরিতম্ অজ্ঞানাৎ নিষ্পন্নং বা অথবা অহং যজমানঃ অভিদুদ্রোহ সর্বতো বুদ্ধিপূর্বকং দ্রোহং কৃতবানস্মি বা অথবা শেপে সাধুজনং শপ্তবানস্মীতি যৎ অস্তি উত অপি চ অনৃতম্ উক্তবান্ ইতি যৎ অস্তি তৎ ইদং সর্বমপরাধজাতং প্র বহত মত্তোঽপনীয় প্রবাহেণান্যতো নয়ত ॥২২

মন্ত্রার্থ। আমার যাহা কিছু অজ্ঞানজ অপরাধ ও অপকর্ম আছে, অথবা আমি বুদ্ধিপূর্বক (সজ্ঞানে) যে অন্যায় করিয়াছি, অথবা সাধুজনকে আমি যে অভিশাপ দিয়াছি, অথবা যে অনৃত (অসত্য) বলিয়াছি, হে জল, আমার সেই সকল অপরাধ ও অপকর্ম আপনি অপসারণ করুন। সে সমস্ত ধৌত করুন।২২

আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥২৩

সায়ণ-ভাষ্য। অদ্য অস্মিন্ দিনে অবভৃথার্থম্ আপঃ অন্বচারিষং জলান্যনু-প্রতিষ্টোঽস্মি। প্রবিশ্য চ রসেন জলসারেণ সমগস্মহি সংগতাঃ স্মঃ। হে অগ্নে পয়স্বান্ জলে বর্তমানত্বেন পয়োযুক্তঃ ত্বম্ আ গহি। অস্মিন্ কর্মণ্যাগচ্ছ। তং মা তাদৃশং স্নাতং মাং বার্চসা তেজসা সং সৃজ সংযোজয় ॥২৩

মন্ত্রার্থ। অদ্য অবগাহন হেতু জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুসিক্ত হইয়াছি। হে অগ্নে, আপনি জলমধ্যে বর্তমান বলিয়া উহা পয়স্বান, পয়োযুক্ত। আপনি এই যজ্ঞে আসিয়া সুস্নাত আমাকে তেজপূর্ণ করুন।২৩

সং মাগ্নে বর্চসা সৃজ সং প্রজয়া সমাযুষা।
বিদ্যুর্মে অস্য দেবা ইন্দ্রো বিদ্যাৎসহ ঋষিভিঃ ॥২৪

সায়ণ ভাষ্য। হে অগ্নে বচঃ প্রজায়ুর্ভিঃ মাং সংযোজয়। দেবাঃ সোমপাতারঃ অস্য মে যজমানস্য বিদ্যুঃ অনুষ্ঠানং জানীয়ুঃ। কিংচ ইন্দ্রঃ চ ঋষিগণৈঃ সহ মমানুষ্ঠানং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ ॥২৪

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আমাকে তেজ সম্পন্ন করুন এবং সন্ততি ও পরমায়ুদানে সমৃদ্ধ করুন। সোমপায়ী দেবগণ এবং ঋষিগণ সহ ইন্দ্র আমার যজ্ঞানুষ্ঠান অবগত হউন।২৩

———

চতুর্বিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি অজিগর্তের পুত্র শুনঃশেপ ও দেবতা অগ্ন্যাদি।

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎপিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। কস্য ইত্যনয়র্চা শুনঃশেপো যূপে বদ্ধঃ কাংদিশীকঃ কং দেবম্ উপধাবানি ইতি বিচিকিৎসতি। তথা চ আম্নায়তে—'হন্তাহং দেবতা উপধাবামীতি স প্রজাপতিমেব প্রথমং দেবতানামুপসসার' (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। বয়ং শুনঃশেপনামকাঃ অমৃতানাং দেবতানাং মধ্যে কতমস্য কিংজাতীয়স্য কস্য দেবস্য চারু শোভনং নাম মনামহে উচ্চারয়ামঃ। কঃ দেবো মাং মুমূর্ষুং পুনঃ অপি মহ্যৈ মহত্যৈ অদিতয়ে পৃথিব্যৈ দাৎ দদ্যাৎ। তেন দানেন অহমমৃতঃ সন্ পিতরং মাতরং চ দৃশেয়ং পশ্যেয়ম্। 'কো বৈ নাম প্রজাপতি' (ঐ ব্রা ৩।২১) ইতি শ্রুতে কস্য ইতি শব্দ সামান্যাৎ অনয়া প্রজাপতিরেব উপস্থতঃ ইতি গম্যতে ॥১

মন্ত্রার্থ। অজিগর্তের পুত্র শুনঃশেপ[৫৪] যূপবদ্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোন দেবতার সমীপে আমি মুক্তিলাভার্থ যাইব? তিনি দেবগণের মধ্যে প্রথম প্রজাপতির নিকটে যাইয়া বলিলেন, অমরগণের মধ্যে কোন্ দেবতার চারু[৫৫] নাম উচ্চারণ করিব? কোন্ দেবতা মুমূর্ষু আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে মুক্তিদান করিবেন? সেই দানে অমৃত হইয়া আমি পিতা মাতাকে দেখিতে পাইব।

৫৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃ শেপের উপাখ্যান পাওয়া যায়। রামায়ণের প্রথম কাণ্ডের একষষ্ঠিতম অধ্যায়েও এই আখ্যায়িকা বিদ্যমান। তথায় শুনঃশেপ ঋচিকের পুত্র ও অযোধ্যার রাজা অম্বরীষের নিকট নরবলি প্রদানার্থ শতগাভী মূল্যে বিক্রীত। পথিমধ্যে পুষ্কর হ্রদের নিকটে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রকে দেখিতে পান ও স্বীয় মুক্তি লাভের জন্য তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করেন। যূপবদ্ধ অবস্থায় বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্র জপের ফলে ইন্দ্রদেব যূপকাষ্ঠের সমীপে আবির্ভূত হন ও তাহাকে যূপ মুক্ত করেন। ইহা

সুস্পষ্ট যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বা ঋগ্বেদ হইতে এই উপাখ্যান রামায়ণে স্থানলাভ করিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদ্বয় শ্লেগেল ও গোরেসিওর মতে বিশ্বামিত্র তাহাকে যথাক্রমে দুই গাথা ও একমন্ত্র শিক্ষা দেন। গোরেসিও আরও বলেন যে, শুনঃশেপ ঋকৃমন্ত্র দ্বারা দেবেন্দ্রকে তুষ্ট করেন।

মনুসংহিতায় (১০।১০৫) এই উপাখ্যান বিবৃতির পর উক্ত হইয়াছে যে, অজিগর্ত স্বীয় পুত্র শুনঃশেপকে বলিদানার্থ দিয়া কোন পাপ করেন নাই; কারণ তিনি নিজেকে এবংস্বপরিবারবর্গকে অনাহারে মরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুত্রদানে বাধ্য হন। মনু-সংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্ট অজিগর্তের পুত্রের নাম শুনঃশেপ রাখিয়া বলেন বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে ইহা বিবৃত। সম্ভবতঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্য নাম বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত উপাখ্যান বিস্তৃত আকারে বর্ণিত; কিন্তু তথায় রাজার নাম হরিশ্চন্দ্র। ঐ রাজার কোনও পুত্র না থাকায় তিনি বরুণদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন ও প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রথম পুত্রকে তিনি বরুণ হস্তে সমর্পণ করিবেন। বরুণোপাসনার ফলে হরিশ্চন্দ্র রোহিত নামক প্রথম পুত্র লাভ করেন; কিন্তু বরুণ যখন উক্তপুত্র দাবী করিলেন তখন রাজা নানা অছিলায় এক সময় হইতে অন্য সময়ে বলিদান বিলম্বিত করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে রোহিত প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতার মুখে নিজের ভাবী দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া বলিরূপে উৎসৃষ্ট হইতে আন্তরিক অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে কয়েক বৎসর কাটাইলেন। অবশেষে তথায় বিপন্ন ঋষি অজিগর্তের সহিত রোহিতের সাক্ষাৎ হইল। রোহিত তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শুনঃশেপকে তৎপরিবর্তে বলিরূপে বরুণকে দান করিতে সম্মত করাইলেন। ইহারই ফলে শুনঃশেপ বলিদানার্থ যুপকাষ্ঠে বদ্ধ হইলেন। তখন যজ্ঞরত পুরোহিত বিশ্বামিত্রের পরামর্শে দেবগণকে কাতর প্রার্থনা করিয়া তিনি মুক্ত হন। ডক্টর রাজেন্দ্র লাল মিত্র বিবেচনা করেন, ঋগ্বেদের যুগে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিত হোরেস উইলসন মন্তব্য করেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষায় বলিদান স্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত আছে। উহাতে লিখিত আছে যে, অজিগর্ত স্বপুত্র শুনঃ শেপকে শুধু যুপবদ্ধ করেন নাই। পরন্তু তাহাকে বধ করিবার জন্য একটি ছুরিও সংগ্রহ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও মনুসংহিতার অনুবর্তী হইয়া অজিগর্তের পুত্রের নাম শুনঃশেপ ও রাজার নাম হরিশ্চন্দ্র রাখেন। বিষ্ণুপুরাণে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে উল্লিখিত এবং তাঁহাকে দেবরাত (দেবদত্ত) বলা

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। ইত্থং প্রথময়া ঋচা বিচিকিৎসাং কৃত্বা প্রজাপতেঃ সকাশাৎ তং দেবম্ অগ্নিং নিশ্চিত্য অনয়া তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে—'তং প্রজাপতিরুবাচাগ্নির্বৈ দেবানাং নেদিষ্ঠস্তমে বোপধাবেতি সোঽগ্নিমুপসসারাগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানামিত্যেতয়র্চা (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। পূর্ববৎ যোজনা। দাৎ দদাতু দৃশেয়ং পশ্যানি ইত্যেবম্ আশীঃ-পরত্বেন পদদ্বয়ং যোজ্যম ॥২

মন্ত্রার্থ। শুনঃশেপকে প্রজাপতি বলিলেন, অগ্নির নিকটে যাও। শুনঃশেপ অবিলম্বে অগ্নি সকাশে যাইয়া বলিলেন দেবগণের মধ্যে যিনি প্রথম সেই অগ্নির চারু নাম আমি উচ্চারণ করি। তিনি আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে মুক্ত করুন। আমি যেন আমার মাতা পিতাকে অচিরে দেখিতে পাই।২

অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্যাণাম্। সদাবন্ভাগমীমহে ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অথ অগ্নিনা প্রেরিতঃ সন্ সবিতারম্ অভি ত্বা ইত্যনেন তৃচেন প্রার্থয়তে। তথৈব শ্রূয়তে—'তমগ্নিরুবাচ সবিতা বৈ প্রসবানামীশে তমেবোপধাবেতি স সবিতারমুপসসারাভি ত্বা দেব সবিতরিত্যেতেন তৃচেন (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। হে সদাবন্ সদা সর্বদা রক্ষক হে সবিতঃ দেব বার্যাণাং বরণীয়াণাং ধনানাম্ ঈশানং স্বামিনং ত্বাং প্রতি ভাগং ভজনীয়ং ধনম্ অভি সর্বতঃ ঈমহে যাচামহে ॥৩

মন্ত্রার্থ। অগ্নিদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শুনঃশেপ সবিতাদেবের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, 'হে সদা রক্ষক দেবতা, আপনি বরণীয় ধনসমূহের ঈশান, স্বামী। আপনার নিকট সর্বপ্রকার ভোগ্যধন সর্বদা যাচ্ঞা করি।৩

হইয়াছে। পরবর্তী শাস্ত্রসমূহে দেখা যায়, শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পোষ্যপুত্র ও প্রথম পুত্র। বিশ্বামিত্রের অন্যান্য পুত্রগণ শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেন; কারণ তিনি অসভ্য ও সমাজচ্যুত জাতি সমূহের প্রতিষ্ঠাতা। ভাগবতে শুনঃশেপকে যূপবদ্ধ পুরুষ পশু বলা হইয়াছে। ৫৫। শোভন, শুভ।

যশ্চিদ্ধি ত ইত্থা ভগঃ শশমানঃ পুরা নিদঃ। অদ্বেষো হস্তয়োর্দধে ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে সবিতঃ যঃ ভগঃ ভজনীয়ো ধনবিশেষঃ তে তব হস্তয়োর্দধে ধৃতোঽভূৎ তং ধনবিশেষম্ ঈমহে ইতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। চিচ্ছব্দঃ পূজার্থে হিশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। ধনস্য পূজ্যত্বং সর্বত্র প্রসিদ্ধম্। তামেব পূজ্যত্ব প্রসিদ্ধিং বিশদয়তি। ইত্থা শশমানঃ অনেন প্রকারেণ শস্যমানঃ স্তুয়মানঃ। ধনস্তুতি প্রকারং চ সর্বে জানন্তি। নন্থ স্বকীয়ে ধনে বৈরিভিঃ অপহৃতে সতি বৈরিগৃহীতং ধনং সর্বো লোকো নিন্দতি দ্বেষ্টি চ। অতো ধনস্তুতিঃ ন নিয়তা ইত্যাশঙ্ক্যাহ। নিদঃ পুরা অদ্বেষঃ নিন্দায়াঃ পূর্বং স্বকীয়ত্বেন ব্যবস্থিতে সতি তদানীং দ্বেষরহিতঃ। তস্মাৎ স্বকীয়ত্বাভিপ্রায়েণ স্তূয়মানত্বমুক্তমিত্যর্থঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে সবিতা, যে প্রশংসিত, অনিন্দিত, দ্বেষ রহিত ভজনীয় ধন রাশি আপনি হস্তদ্বয়ে সর্বদা ধারণ করেন, আমি তাহাই কামনা করি।৪

ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা। মূর্ধানং রায় আরভে ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে সবিতঃ তে ত্বদীয়াঃ বয়ং শুনঃ-শেপনামানঃ ভগভক্তস্য ধনেন সংযুক্তস্য তবাবসা রক্ষণেন উদশেম উৎকর্ষেণ ব্যাপ্নুমঃ। কিং-কর্তুম্। রায়ঃ ধনস্য মূর্ধানম্ উৎকর্ষম্ আরভে প্রারব্ধুম্। ধনিকত্ব প্রসিদ্ধ্যা ব্যাপ্তা ভূয়ামেত্যর্থঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে সবিতা দেবতা, আপনি, ধনৈশ্বর্য যুক্ত। আপনার রক্ষণ দ্বারা পূজাধনের উৎকর্ষসাধন করিব ও ধনীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিব।৫

নহি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরন্তীর্ন যে বাতস্য প্রমিনন্ত্যভ্বম্ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। অথ সবিতা প্রেরিতঃ শুনঃশেপঃ এতদাদিসূক্তশেষেণ উত্তরেণ চ সূক্তেন বরুণং তুষ্টাব। তথা চ শ্রূয়তে—'তং সবিতোবাচ বরুণায় বৈ রাজ্ঞে নিযুক্তোঽসি তমেবোপধাবেতি স বরুণং রাজানমুপসসারাত উত্তরাভিরেকত্রিংশতা' (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। হে বরুণ পতয়ন্তঃ প্রৌঢ়ে বিয়ত্যুৎপতন্তঃ অমী দৃশ্যমানাঃ বয়শ্চন শ্যেনাদয়ঃ পক্ষিণোঽপি তে ক্ষত্রং ত্বদীয়ং শরীরবলং নহি আপুঃ নৈব প্রাপ্তাঃ। ত্বৎ সদৃশং শরীর-বলং পক্ষিণামপি নাস্তীত্যর্থঃ। তথা সহঃ ত্বদীয়ং পরাক্রমং তব সামর্থ্যমপি ন প্রাপুঃ।

তথা মন্যুং ত্বদীয়ং কোপমপি ন প্রাপুঃ। ত্বয়ি ক্রুদ্ধে সতি সোঢ়ুমশক্তা ইত্যর্থঃ। অনিমিষং সর্বদা চরন্তীঃ প্রবাহরূপেণ গচ্ছন্ত্যঃ আপঃ ত্বদীয়ং বলং ন প্রাপুঃ। বাতস্য বায়োঃ যে গতিবিশেষাঃ ত্বদীয়ম্ অভ্ব বেগং ন প্রমিনন্তি ন হিংসন্তি। অতিক্রমং কর্তুং ন শক্তা ইত্যর্থঃ। তেঽপি ন প্রাপুরিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। অনন্তর সবিতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শুনঃশেপ বরুণের নিকট যাইয়া বলিলেন, হে দেব, এই আকাশে উড্ডীয়মান শ্যেনাদি পক্ষিকুল আপনার ক্ষত্র[৫৬] পরাক্রম ও মন্যু[৫৭] প্রাপ্ত হয় নাই। অনিমিষ[৫৮] প্রবাহমান জল ও বায়ুর গতি আপনার তীব্র গতি অতিক্রম করিতে পারে না।৬

অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। পূতদক্ষঃ শুদ্ধবলঃ বরুণঃ রাজা অবুধ্নে মূলরহিতে অন্তরীক্ষে তিষ্ঠন্ বনস্য বননীয়স্য তেজসঃ স্তূপং সংঘম ঊর্ধ্বম্ উপরিদেশ দদতে ধারয়তি। নীচীনাঃ স্থুঃ। ঊর্ধ্বদেশে বর্তমানস্য বরুণস্য রশ্ময় ইত্যধ্যাহার্যম্। তে হ্যধোমুখ্যস্তিষ্ঠন্তি। এষাং রশ্মীনাং বুধ্নঃ মূলম্ উপরি তিষ্ঠতীতি শেষঃ। তথা সতি কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ প্রাণাঃ অস্মে অস্মাসু অন্তর্নিহিতাঃ স্থাপিতাঃ স্যুঃ মরণং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ।৭

মন্ত্রার্থ। শুদ্ধবল রাজা বরুণ মূলবহিত অন্তরীক্ষ হইতে স্তবনীয় তেজঃস্তূপ উর্দ্ধদেশে ধারণ করেন। সেই রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ হইলেও উহাদের মূল উর্দ্ধে বিদ্যমান। উহাদের দ্বারা প্রজ্ঞাপক প্রাণসমূহ আমাদের অন্তরে নিহিত থাকে।৭

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পন্থামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। বরুণঃ রাজা সূর্যায় সূর্যস্য পন্থাং মার্গম্ উরুং বিস্তীর্ণং চকার। হিশব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। উত্তরায়ণদক্ষিণায়নমার্গস্য বিস্তারঃ প্রসিদ্ধঃ। কিমর্থমেবং কৃতবান্ ইতি তদুচ্যতে। অন্বেতবা উ অনুক্রমেণ উদয়াস্তময়ৌ গন্তুমেব। তথা অপদে পাদরহিতে

৫৬। শারীর-বল। ৫৭। ক্রোধ। ৫৮। সর্বক্ষণ, অবিরত।

অন্তরিক্ষে পাদা প্রতিধাতবে পাদৌ প্রক্ষেপ্তুম্ অকঃ মার্গং কৃতবান্। পূর্বত্র রথস্য মার্গঃ অত্র পাদয়োরিতি বিশেষঃ। যদ্বা অপদে যূপে বদ্ধেন ময়া গন্তুমশক্যে ভূপ্রদেশে পাদৌ প্রক্ষেপ্তুম্ উপায়ং বন্ধবিমোচনরূপং করোত্বিত্যর্থঃ। উত অপি চ হৃদয়াবিধশ্চিৎ অস্মদীয়বেধকস্য শত্রোরপি অপবক্তা অপবদিতা নিরাকর্তা ভবতু ॥৮

মন্ত্রার্থ। রাজা বরুণ সূর্যমার্গ[৫৯] উদয় ও অস্তগমনার্থ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। পদরহিত অন্তরীক্ষে সূর্যের পদক্ষেপনার্থ তিনি পথ[৬০] প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি আমার হৃদয়-বিদ্ধকারী শত্রুর নিরাকর্তা[৬১] হউন।৮

শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্র মুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে রাজন্ বরুণ তে তব শতং ভিষজঃ বন্ধনিবারকাণি শতসংখ্যাকাণি ঔষধানি বৈদ্যা বা সন্তি। তে তব সুমতিঃ অস্মদনুগ্রহবুদ্ধিঃ উর্বী বিস্তীর্ণা গভীরা গাম্ভীর্যোপেতা স্থিরা অস্তু। নির্ঋতিম্ অস্মদনিষ্টকারিনীং নির্ঋতিং পাপদেবতাং পরাচৈঃ পরাঙমুখাং কৃত্বা দূরে অস্মত্তো ব্যবহিতে দেশে স্থাপয়িত্বা তাং বাধস্ব। কৃতং চিৎ অস্মাভিরনুষ্ঠিতমপি এনঃ পাপম্ অস্মৎ প্র মুমুগ্ধি প্রকর্ষেণ মুক্তং নষ্টং কুরু।৯

মন্ত্রার্থ। হে রাজা বরুণ, আপনার শত ও সহস্র রোগ নিবারক ঔষধ বা বৈদ্য আছেন। আমাদের প্রতি আপনার সুমতি[৬২] বিস্তীর্ণ ও গভীর ও সুস্থির হউক। আমাদের অনিষ্টকারিণী নির্ঋতিকে[৬৩] পরাঙ্মুখ করিয়া অতি দূরে রাখুন। আমাদের অনুষ্ঠিত পাপসমূহ হইতে অচিরে আমাদিগকে মুক্ত করুন।৯

অমী চ ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।
অদধ্বানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চন্দ্রমা নক্তমেতি ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। অমী রাত্রাবস্মাভির্দৃশ্যমানাঃ ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি—ঋক্ষা ইতি হ স্ম বৈ পুরা সপ্ত ঋষীনাচক্ষতে' ইতি। যদ্বা ঋক্ষাঃ সর্বেঽপি

৫৯। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নামক দুই মার্গের বিস্তার। ৬০। সূর্যরথের মার্গ। ৬১। তিরস্কারক। ৬২। অনুগ্রহ বুদ্ধি। ৬৩। ঋত অর্থে নিয়ম বা সত্য বা যজ্ঞ, নির্ঋত অর্থে অনিয়ম বা অসত্য বা পাপ। তাহা হইতে পাপ দেবীর নাম নির্ঋতি।

নক্ষত্রবিশেষাঃ। 'ঋক্ষাঃ স্তৃভিরিতি নক্ষত্রাণাম' (নিরু ৩।২০) ইতি যাস্কেন উক্তত্বাৎ। উচ্চা উচ্চৈঃ উপরি দ্যুপ্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতাঃ যে সান্তি তে ঋক্ষাঃ নক্তং রাত্রৌ দদৃশ্রে সর্বৈরপি দৃশ্যন্তে। দিবা অহনি কুহ চিৎ ঈয়ুঃকাপি গচ্ছেয়ু। ন দৃশ্যান্তে ইত্যর্থঃ। বরুণস্য রাজ্ঞ ব্রতাণি কর্মাণি নক্ষত্রদর্শনাদিরূপাণি অদব্ধানি কেনাপি অহিংসিতানি। কিং চ বরুণস্য আজ্ঞয়ৈব চন্দ্রমাঃ নক্তং রাত্রৌ বিচাকশৎ বিশেষেণ দীপ্যমানঃ এতি গচ্ছতি ।১০

মন্ত্রার্থ। ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল[৬৪] দ্যুলোকে স্থাপিত ও রাত্রিকালে দৃশ্যমান। উহা দিবা-ভাগে কোথায় গমন করে? বরুণ রাজার নক্ষত্র দর্শনাদিরূপ কর্মসমূহ অপ্রতিহত। বরুণদেবের আজ্ঞায় চন্দ্রমা রাত্রিতে দীপ্যমান হন ।১০

তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ মুমূর্ষুরহং ত্বাং প্রতি তৎ আয়ুঃ যামি যাচে। কীদৃশঃ। ব্রহ্মণা প্রৌঢ়েণ স্তোত্রেণ বন্দমানঃ স্তুবন্। সর্বত্র যজমানঃ অপি হবির্ভিঃ তৎ আয়ুঃ আ শাস্তে প্রার্থয়তে। ত্বং চ ইহ কর্মণি অহেলমানঃ অনাদরমকুর্বন্ বোধি অস্মদপেক্ষিতং বুধ্যস্ব। হে উরুশংস বহুভিঃ স্তুত্য নঃ অস্মদীয়ম্ আয়ুঃ মা প্র মোষীঃ প্রমুষিতং মা কুরু। সপ্তদশসংখ্যাকেষু যাচ্ঞা কর্মসু 'ঈমহে যামি' (নি ৩।১৯।১) ইতি পঠিতম্। চা শব্দ-লোপশ্ছান্দসঃ ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ, মুমূর্ষু আমি স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া আপনার নিকট সেই আয়ু যাচঞা করি, যাহা যজমান সর্বত্র হব্য দ্বারা প্রার্থনা করে। অনাদর না করিয়া আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন। হে বহু স্তুত্য দেবতা। আমার পরমায়ু প্রমুষিত[৬৫] করিবেন না ।১১

তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।
শুনঃশেপো যমহ্বদগৃভীতঃ সো অস্মান্রাজা বরুণো মুমোক্তু ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। তদিৎ তদেব বরুণবিষয়ং স্তোত্রং নক্তং রাত্রৌ মহ্যং শুনঃশেপায়

৬৪। সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ বা ভল্লুক বলা হয়। ইংরাজীতে বলে great bear। ঋচ্ বা অর্চ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা অর্চনা করা। উজ্জ্বল অর্থে এই ধাতু হইতে

আহুঃ কর্তব্যত্বেনাভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি। তথা দিবা অপি তৎ এব আহুঃ। হৃদঃ মদীয় মনসো নিষ্পন্নঃ অয়ং কেতঃ প্রজ্ঞাবিশেষোঽপি তৎ এব কর্তব্যত্বেন আ বি চষ্টে সর্বতো বিশেষেণ প্রকাশয়তি। গৃভীতঃ গৃহীতঃ যুপে বদ্ধঃ শুনঃশেপঃ এতন্নামক জনঃ যং বরুণম্ অহ্বত আহূতবান্ সঃ বরুণঃ রাজা অস্মান্ শুনঃশেপান্ মুমোক্তু বন্ধাৎ মুক্তং করোতু ॥১২

মন্ত্রার্থ। লোকে আমাকে দিব্যরাত্রি এইকথা বলিতেছে এবং আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও তাহাই প্রকাশ করিতেছে, যুপেবদ্ধ হইয়া শুনঃশেপ বরুণকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই রাজা বরুণ আমাদিগকেও বন্ধনমুক্ত করুন।১২

শুনঃশেপো হ্যহ্বদ্‌গৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বি মুমোক্তু পাশান্ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। গৃভীতঃ বন্ধনায় গৃহীতঃ ত্রিসংখ্যাকেষু দ্রুপদেষু দ্রোঃ কাষ্ঠস্য যুপস্য পদেষু প্রদেশ বিশেষেষু বদ্ধঃ শুনঃশেপঃ আদিত্যম্ অদিতেঃ পুত্রং যং বরুণম্ অহ্বত আহূতবান হি যস্মাদেবং তস্মাৎ সঃ বরুণঃ রাজা এনং শুনঃশেপম্ অব সসৃজ্যাৎ অবসৃষ্টং বন্ধনাৎ বিমুক্তং করোতু। বিমোকপ্রকার এব স্পষ্টীক্রিয়তে। বিদ্বান্ বিমোক-প্রকারাভিজ্ঞঃ অদব্ধঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ বরুণঃ পাশান্ বন্ধনরজ্জু বিশেষান্ বি মুমোক্তু বিচ্ছিদ্যৈনং মুক্তং করোতু ॥১৩

মন্ত্রার্থ। বন্ধনার্থ গৃহীত ও ত্রিসংখ্যক যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ শুনঃশেপ অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই বিদ্বান ও অহিংসিত বরুণ শুনঃশেপকে মুক্তি দিন, তার পাশমুক্ত করুন।১৩

অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।
ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ তে তব হেলঃ ক্রোধং নমোভি নমস্কারৈঃ ঈমহে

উজ্জ্বল লোমধারী ভল্লুকের নাম ঋক্ষ হয় এবং উজ্জ্বল সপ্তর্ষি নক্ষত্রক ঋক্ষ নামে অভিহিত হয়। কালক্রমে লোকে ঋক্ষ শব্দের নক্ষত্র অর্থ বিস্মৃত হইল এবং সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অর্থ ভল্লুক নক্ষত্র করিল। ঋক্ষ শব্দের আর এক অর্থ ঋষি।

৬৫। ক্ষীণ, শেষিত।

অবনয়ামঃ। তথা যজ্ঞৈঃ সাঙ্গানুষ্ঠানেন পূজ্যৈঃ হবির্ভিঃ অব ঈমহে বরুণং পরিতোষ্য ক্রোধমপনয়ামঃ। হে অসুর অনিষ্টক্ষেপনশীল প্রচেতঃ প্রকর্ষেণ প্রজ্ঞাযুক্ত রাজন্ দীপ্যমান বরুণ অস্মভ্যম্ অস্মদর্থং ক্ষয়ন্ অস্মিন্ কর্মণি নিবসন্ কৃতানি অস্মাভিরনুষ্ঠিতানি এনাংসি পাপানি শিশ্রথঃ শ্রথিতানি শিথিলানি কুরু।১৪

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ নমস্কার দ্বারা আপনার ক্রোধ অপয়ন করি। পূজা হব্য দ্বারাও আপনার ক্রোধ অপনয়ন করি। হে অনিষ্টক্ষেপনশীল, হে রাজন, হে প্রচেত বরুণ এই যজ্ঞে নিবাসপূর্বক আমাদের পাপরাশি শিথিল করুন।১৪

উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ উত্তমম্ উৎকৃষ্টং শিরসি বদ্ধং পাশম্ অস্মৎ অস্মত্তঃ উৎ শ্রথায় উৎকৃষ্য শিথিলং কুরু। অধমং নিকৃষ্টং পাদেঽবস্থিতং পাশম্ অব শ্রথায় অধস্তাদবকৃষ্য শিথিলী কুরু। মধ্যমং নাভিপ্রদেশগতং পাশং বি শ্রথায় বিযুজ্য শিথিলী কুরু। অথ অনন্তরং হে আদিত্য আদিতেঃ পুত্র বরুণ বয়ং শুনঃশেপ তব ব্রতে ত্বদীয়ে কর্মণি অদিতয়ে খণ্ডনরাহিত্যায় অনাগসঃ অপরাধরহিতাঃ স্যাম ভবেম॥ ১৫

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ আমার মস্তকস্থ উত্তম পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দিন; আমার পাদদ্বয়ে অবস্থিত অধম পাশ নিম্ন দিয়া খুলিয়া দিন এবং আমার নাভিদেশস্থ মধ্যম পাশও শিথিল করুন। হে অদিতি তনয় আমরা আপনার ব্রতখণ্ডন না করিয়া অপরাধ রহিত হইয়া থাকিব।১৫

পঞ্চবিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি অজিগর্তপুত্র শুনঃশেপ ও দেবতা বরুণ

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতম্। মিনীমসি দ্যবিদ্যবি ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ যথা লোকে বিশঃ প্রজাঃ কদাচিৎ প্রমাদং কুর্বন্তি তথা বয়মপি তে তব সংবন্ধি যচ্চিদ্ধি যদেব কিংচিৎ ব্রতং কর্ম দ্যবিদ্যবি প্রতিদিনং প্র মিনীমসি প্রমাদেন হিংসিতবন্তঃ। তদপি ব্রতং প্রমাদ পরিহারেণ সাঙ্গং কুরু ইতি শেষঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে বরুণদেব, লোকে যেমন কদাচিৎ প্রমাদ[৬৮] করে, তদ্রূপ আমরাও প্রতিদিন আপনার ব্রতসাধনে ক্বচিৎ প্রমাদ করিয়া থাকি। প্রমাদ পরিহার পূর্বক আমাদের শুভ ব্রত সাঙ্গ করুন।১

মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ। মা হৃণানস্য মন্যবে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ জিহীলানস্য অনাদরং কৃতবতঃ হত্নবে হন্তুঃ পাপিহননশীলস্য তব সংবন্ধিনে ত্বৎ কর্তৃকায় বধায় ন অস্মান্ মা রীরধঃ সংসিদ্ধান বিষয়ভূতান্ মা কুরু। হৃণানস্য হৃণীয়মানস্য ক্রুদ্ধস্য তব মন্যবে ক্রোধায় মা অস্মান্ রীরধঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ, অনাদরকারী ও হননশীল হইয়া আমাদিগকে বধ করিবেন না; আমাদের প্রতি আপনার ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না।২

বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সংদিতম্। গীর্ভির্বরুণ সীমহি ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ মৃলীকায় অস্মৎসুখায় তে তব মনঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ বি সীমহি বিশেষেণ বধ্নীমঃ প্রসাদয়াম ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রথীঃ রথস্বামী সংদিতং সম্যক্ খণ্ডিতং দূরগমনেন শ্রান্তম্ অশ্বং ন অশ্বমিব। যথা স্বামী শ্রান্তমশ্বং ঘাসপ্রদানাদিনা প্রসাদয়তি তদ্বৎ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ, রথী যেমন দূর স্থান গমনে শ্রান্ত অশ্বকে তৃণ প্রদানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করে, তদ্রূপ আমরা সুখের জন্য আপনার মনকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করিতেছি।৩

৬৮। ভ্রম

পরা হি মে বিমন্যবঃ পতন্তি বস্যইষ্টয়ে। বয়ো ন বসতীরূপ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ মে মম শুনঃশেপস্য বিমন্যবঃ ক্রোধরহিতা বুদ্ধয়ঃ বস্যইষ্টয়ে বসীয়সঃ অতিশয়েন বসুমতো জীবনস্য প্রাপ্তয়ে পরা পতন্তি পরাঙ্‌মুখাঃ পুনরাবৃত্তি রহিতাঃ প্রসরন্তি। হিশব্দঃ অস্মিন্নর্থে সর্বজন প্রসিদ্ধিমাহ। পরাপতনে দৃষ্টান্তঃ। বয়ো ন। পক্ষিণে যথা বসতীঃ নিবাস স্থানানি উপ সমীপ্যেন প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ, পক্ষিগণ যেমন নিবাস স্থানের অভিমুখে ধাবমান হয়, আমার ক্রোধ রহিত বুদ্ধিবৃত্তি সমূহ সেইরূপ ধন প্রাপ্তির জন্য প্রসারিত হইতেছে।৪

কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে। মৃলীকায়োরুচক্ষসম্ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। মৃলীকায় অস্মৎসুখায় বরুণং কদা কস্মিন্ কালে আ করামহে অস্মিন্ কর্মণি আগতং করবাম। কীদৃশম্। ক্ষত্রশ্রিয়ং বলসেবিতং নরং নেতারং উরুচক্ষসং বহূনাং দ্রষ্টারম্। ক্ষত্রশ্রিয়ম্। ক্ষত্রাণি শ্রয়তীতি ক্ষত্রশ্রীঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। ক্ষত্রশ্রী[৬৯], নায়ক ও বহুদ্রষ্টা[৭০] বরুণকে সুখলাভের জন্য কবে আমরা এই যজ্ঞে আনিতে পারিব।৫

তদিৎ সমানমাশাতে বেনন্তা ন প্র যুচ্ছতঃ। ধৃতব্রতায় দাশুষে ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। ধৃতব্রতায় অনুষ্ঠিত কর্মণে দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় বেনন্তৌ কাময়মানৌ মিত্রাবরুণাবিতি শেষঃ। তাবুভৌ সমানং সাধারণং তদিৎ অস্মাভির্দত্তং তদেব হবিঃ আশাতে অশ্নুবাতে। ন প্র যুচ্ছতঃ কদাচিদপি প্রমাদং ন কুরুতঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। ধৃতব্রত[৭১] হব্যদাতা যজমানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মিত্র ও বরুণ এই সাধারণ হব্য গ্রহণ করিতেছেন, অগ্রাহ্য করিতেছেন না।৬

বেদা যো বীনাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাম্। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। অন্তরিক্ষেণ পততাম্ আকাশমার্গেণ গচ্ছতাং বীনাং পক্ষিণাং পদং যঃ বরুণঃ বেদঃ। তথা সমুদ্রিয়ঃ সমুদ্রেঽবস্থিতঃ বরুণঃ নাবঃ জলে গচ্ছন্ত্যাঃ পদং বেদ জানাতি সোঽস্মান বন্ধনান্মোচয়ত্বিতি শেষঃ ॥৭

৬৯। বলবান্। ৭০। বহুজনের দর্শক। ৭১। যজ্ঞানুষ্ঠাতা।

মন্ত্রার্থ। যিনি অন্তরীক্ষগামী[৭২] পক্ষীকুলের পথ জানেন এবং সমুদ্রে অবস্থিত নৌকাসমূহের পথও অবগত আছেন, সেই বরুণ আমাদের বন্ধনসমূহ শিথিল করুন।৭

বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদ য উপজায়তে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। ধৃতব্রতঃ স্বীকৃত কর্ম্মবিশেষো যথোক্ত মহিমোপেতো বরুণঃ প্রজাব্রতঃ তদা তদোৎপদ্যমান প্রজাযুক্তান্ দ্বাদশ মাসঃ চৈত্রাদীন্ ফাল্গুনান্তান্ বেদ জানাতি। যঃ ত্রয়োদশোঽধিকমাসঃ উপজায়তে সংবৎসর সমীপে স্বয়মেবোৎপদ্যতে তমপি বেদ। বাক্য-শেষঃ পূর্ব্ববৎ ॥৮

মন্ত্রার্থ। যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদক চৈত্র হইতে ফাল্গুনান্ত দ্বাদশ-মাস জানেন এবং প্রতি তিন চান্দ্র বৎসরে[৭৩] যে একটি (ত্রয়োদশ) মাস বা মলমাস স্বতঃ উৎপন্ন হয় তাহাও জানেন। সেই বরুণ আমাদিগকে পাশমুক্ত করুন।৮

বেদ বাতস্য বর্তনিমুরোঋর্ষ্বস্য বৃহতঃ। বেদ যে অধ্যাসতে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। উরোঃ বিস্তীর্ণস্য ঋষ্বস্য দর্শনীয়স্য বৃহতঃ গুণৈরধিকস্য বাতস্য বায়োঃ বর্তনিং মার্গং বেদ বরুণো জানাতি। যে দেবাঃ অধ্যাসতে উপরি তিষ্ঠন্তি তানপি বেদ জানাতি ॥৯

মন্ত্রার্থ। যিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয় ও মহৎ বায়ুর মার্গ জানেন এবং উর্দ্ধলোক বাসী দেবতাগণকেও যিনি জানেন সেই বরুণদেব আমাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করুন ॥৯

নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা। সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। ধৃতব্রতঃ পূর্বোক্তঃ বরুণ পস্ত্যাসু দৈবীষু প্রজাসু আ নি ষসাদ আগত্য নিষন্নবান্। কিমর্থম্। প্রজানাং সাম্রাজ্যসিদ্ধ্যর্থং সুক্রতুঃ শোভন কর্মা ॥১০

মন্ত্রার্থ। ধৃতব্রত শোভন কর্মা বরুণদেব দৈবী[৭৪] প্রজাগণের মধ্যে সাম্রাজ্যসিদ্ধির জন্য আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন।

৭২। আকাশমার্গচারী।

৭৩। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণ দ্বারা যে সৌর বৎসর গণনা করা হয়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করিলে তদপেক্ষা কয়েকদিন কম হইয়া যায়। সেইজন্য সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধানার্থ প্রত্যেক তৃতীয় চান্দ্র বর্ষে একটি অধিক মাস ধরিয়া

অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি। কৃতানি যা চ কর্ত্বা ।১১

সায়ণ-ভাষ্য। অতঃ অস্মাৎ বরুণাৎ বিশ্বানি অদ্ভুতা সর্বাণ্যাশ্চর্যাণি চিকিত্বাং প্রজাবান্ অভি পশ্যতি সর্বতোঽবলোকয়তি যা কৃতানি যান্যাশ্চর্যানি পূর্বং বরুণেন সংপাদিতানি। চকারাৎ অন্যানি যান্যাশ্চার্যানি কর্ত্বা ইতঃ পরং কর্তব্যানি তানি সর্বাণ্যভিপশ্যতীতি পূর্বত্রান্বয়ং ॥১১

মন্ত্রার্থ। বরুণ কর্তৃক যে সকল অদ্ভুত ঘটনা পূর্বে সম্পাদিত হইয়াছে বা পরে হইবে, প্রজ্ঞাবান্ লোকে তৎসমুদয় অবলোকন করেন।১১

স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথাকরৎ।
প্র ণ আয়ূংসি তারিষৎ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। সুক্রতুঃ শোভন প্রজ্ঞঃ সঃ আদিত্যঃ বরুণঃ বিশ্বাহা সর্বেষহঃসু নঃ অস্মান্ সুপথা শোভন মার্গেণ সহিতান্ করৎ করোতু। কিং চ নঃ অস্মাকম্ আয়ূংসি প্র তারিষৎ প্রবর্ধয়তু ॥১২

মন্ত্রার্থ। সেই শোভন প্রাজ্ঞ অদিতিপুত্র বরুণদেব আমাদিগকে সর্বদিন সুপথগামী করুন, আমাদের আয়ুবৃদ্ধি করুন।১২

বিভ্রদদ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজম্।
পরিস্পশো নি ষেদিরে ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। হিরণ্যয়ং সুবর্ণময়ং দ্রাপিং কবচং বিভ্রৎ ধারয়ন্ বরুণঃ নির্ণিজং পুষ্টং স্বশরীরং বস্ত আচ্ছাদয়তি। স্পশঃ হিরণ্যস্পর্শিনো রশ্ময়ঃ পরি নি ষেদিরে সর্বতো নিষণ্ণাঃ ॥১৩

মন্ত্রার্থ। হিরণ্ময় কবচ ধারণ করিয়া বরুণ পরিপুষ্ট স্বশরীর আচ্ছাদিত রাখেন এবং উহা হইতে হিরণ্যস্পর্শী রশ্মিজাল চারিদিকে বিকীর্ণ হয়।১৩

ত্রয়োদশ মাসযুক্ত ধরা হয়। উহাকে মলিম্লুচ বা মলমাস বলে। অতি সুপ্রাচীন কালেও বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করিতেও জানিতেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ৭৪। স্বর্গীয় সঙ্গতি, দেবতা।

ন যং দিপ্সন্তি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জনানাম্।
ন দেবমভিমাতয়ঃ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। দিপ্সবঃ হিংসিতুমিচ্ছন্তো বৈরিণঃ যং ন দিপ্সন্তি ভীতাঃ সন্তো হিংসিতুমিচ্ছাং পরিত্যজন্তি। জনানাং প্রাণিনাং দ্রুহ্বাণঃ দ্রোগ্ধারোঽপি যং বরুণং প্রতি ন দ্রুহ্যন্তি। অভিমাতয়ঃ পাপ্মাণঃ। পাপ্মা বা অভিমাতিঃ (তৈ সং ২।১।৩৫) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। দেবং তং বরুণং ন স্পৃশন্তি ॥১৪

মন্ত্রার্থ। বৈরিগণ ভীত হইয়া বরুণের প্রতি বৈরিতা পরিত্যাগ করে। প্রাণী-পীড়কগণ তাঁহাকে পীড়াদানে অসমর্থ। পাপীগণ সেই দেবের প্রতি পাপাচরণ করিতে পারে না।১৪

উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা। অস্মাকমুদরেষ্বা ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। উত অপি চ যঃ বরুণঃ মানুষেষু যশঃ অন্নম্ আ চক্রে সর্বতঃ কৃতবান্ স বরুণঃ কুর্বন্নপি আ সর্বতঃ অসামি সংপূর্ণং চক্রে ন তু ন্যূনং কৃতবান্। বিশেষতঃ অস্মাকম্ উদরেষু আ সর্বতঃ চক্রে ॥১৫

মন্ত্রার্থ। বরুণ মানুষের জন্য, আমাদের উদরের জন্য যে অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কদাপি ন্যূন নহে, তাহা সদা সম্পূর্ণ। ৫

পরা মে যন্তি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু। ইচ্ছন্তীরুরুচক্ষসম্ ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। উরুচক্ষসং বহুভির্দ্রষ্টব্যং বরুণম্ ইচ্ছন্তীঃ মে ধীতয়ঃ শুনঃশেপস্য বুদ্ধয়ঃ পরা যন্তি পরাঙ্মুখা নিবৃত্তি রহিতা গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গাবো ন। যথা গাবঃ গব্যূতীরনু গোষ্ঠানি অনুলক্ষ্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥১৬

মন্ত্রার্থ। বরুণ বহুজন দ্বারা দৃষ্ট হন। গাভী সমূহ যেমন গোষ্ঠের দিকে ধাবিত হয় তদ্রূপ আমার বুদ্ধিবৃত্তি সেইরূপ নিবৃত্তি রহিত হইয়া বরুণ অভিমুখে নিবেশিত হইতেছে।১৬

সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতম্। হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ম ॥১৭

সায়ণ-ভাষ্য। যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ মে মজ্জীবনার্থং মধুরং হবিঃ আভৃতং শুনঃশেপাখ্যে কর্মণি সংপাদিতম্ অতঃ কারণাৎ হোতেব হোমকর্তেব ত্বমপি প্রিয়ং হবিঃ

ক্ষদসে অশ্নাসি। পুনঃ হবিঃ স্বীকারাদূর্ধ্বং তৃপ্তস্ত্বং জীবন্নহং চ নু অবশ্যং সং বোচাবহৈ সংভূয় প্রিয়বার্তাং করবাবহৈ ॥১৭

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ, যেহেতু মজ্জীবনার্থ মধুর হবি প্রস্তুত হইয়াছে, হোম কর্তার ন্যায় আপনিও সেই প্রিয় হবি ভক্ষণ করুন। হবি পানে আপনি তৃপ্ত ও আমি জীবিত থাকিয়া পরস্পর প্রিয় বার্তা গাহিব।১৭

দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি। এতা জুষত মে গিরঃ ॥১৮

সায়ণ-ভাষ্য। বিশ্বদর্শতং সর্বৈর্দর্শনীয়ম্ অস্মদনুগ্রহার্থমত্রাবির্ভূতং বরুণং দর্শং নু অহং দৃষ্টবান খলু। ক্ষমি ক্ষমায়াং ভূমৌ রথঃ বরুণ সংবন্ধিনম্ অধি দর্শম্ আধিক্যেন দৃষ্টবানস্মি। এতাঃ উচ্যমানাঃ মে গিরঃ মদীয়াঃ স্তুতীঃ জুষত বরুণঃ সেবিতবান্ ॥১৮

মন্ত্রার্থ। সর্বজনের দর্শনীয় ও আমাদের অনুগ্রহার্থ এক্ষণে আবির্ভূত বরুণদেবকে আমি দেখিয়াছি, ভূমিতে তাঁহার দিব্যরথ মৎকর্তৃক বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়াছে এবং আমার স্তুতিও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।১৮

ইমং মে বরুণ শ্রুধি হবমদ্যা চ মৃলয়। ত্বামবস্যুরা চকে ॥১৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে বরুণ মে মদীয়ম্ ইমং হবম্ আহ্বানং শ্রুধি শৃণু। কিং চ অদ্য অস্মিন্ দিনে মৃলয় অস্মান্ সুখয়। অবস্যুঃ রক্ষণেচ্ছুঃ অহং ত্বাং বরুণম্ আভিমুখ্যেন চকে শব্দয়ামি স্তৌমীত্যর্থঃ ॥১৯

মন্ত্রার্থ। হে বরুণ, মদীয় আহ্বান শ্রবণ করুন এবং অদ্য আমাকে সুখী করুন। আপনার রক্ষণপ্রার্থী হইয়া আমি আপনাকে স্তুতি করিতেছি।১৯

ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি। স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥২০

সায়ণ-ভাষ্য। হে মেধির মেধাবিন্ বরুণ ত্বং দিবশ্চ দ্যুলোকস্যাপি গ্মশ্চ ভূলোকস্যাপি এবমাত্মকস্য বিশ্বস্য সর্বস্য জগতো মধ্যে রাজসি দীপ্যসে। সঃ তাদৃশঃ ত্বং যামনি ক্ষেমপ্রাপণে অস্মদীয়ে প্রতি শ্রুধি প্রতিশ্রবণম্ আজ্ঞাপনং কুরু। রক্ষিষ্যামি ইতি প্রত্যুত্তরং দেহীত্যর্থ ॥২০

মন্ত্রার্থ। হে মেধাবী বরুণ, দ্যুলোকে ও ভূলোকে এবং সমগ্রবিশ্বে আপনি অতিশয় দীপ্যমান রহিয়াছেন। ক্ষেম প্রাপ্তির জন্য মদীয় প্রার্থনা শুনিয়া আপনি কৃপা করিয়া সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তর দিন।৩০

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত। অবাধমানি জীবসে ॥২১

সায়ণ-ভাষ্য। নঃ অস্মাকম্ উত্তমং শিরোগতং পাশম্ উৎ মুমুগ্ধি উৎকৃষ্য মোচয়। মধ্যমম্ উদরগতং পাশং বি চৃত বিযুজ্য নাশয়। জীবসে জীবিতুম্ অধমানি মদীয়ান্ পাদগতান্ পাশান্ অব চত অবকৃষ্য নাশয় ॥২১

মন্ত্রার্থ। হে বরুণদেব, মদীয় শিরোস্থিত উত্তমপাশ আপনি মোচন করুন, মদীয় উদরগত মধ্যম পাশ মোচন করুন এবং মদীয় পাদগত অধমপাশ মোচন করুন। এই মহতী পৃথিবীতে আমরা যেন চিরকাল বাঁচিয়া থাকি।২১

ষড়বিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ও দেবতা পূর্ববৎ।

বসিষ্বা হি মিয়েধ্য বস্ত্রাণ্যূর্জাং পতে। সেমং নো অধ্বরং যজ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। বরুণেন অগ্নিস্তুতৌ প্রেরিতঃ শুনঃশেপঃ এতদাদিসূক্তদ্বয়েন অগ্নিমস্তৌৎ। তথা চ আম্নায়তে—'তং বরুণ উবাচাগ্নির্বৈ দেবানাং মুখং সুহৃদয়তমস্তং নু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম ইতি সোঽগ্নিং তুষ্টাবাত উত্তরাভির্দ্বাবিংশত্যা (ঐ ব্রা, ৭।১৬) ইতি। হে মিয়েধ্য মেধসা যজ্ঞস্য যোগ্য উর্জাং পতে অন্নানাং পালকাগ্নে বস্ত্রানি আচ্ছাদকানি তেজাংসি বসিষ্ব আচ্ছাদয়। প্রজ্বলিতস্তেজসা ভবেত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ প্রজ্বলিতঃ তস্মাৎ স তাদৃশস্ত্বং নঃ অস্মদীয়ম্ ইমম্ অধ্বরম্ যজ নিষ্পাদয় ॥১

মন্ত্রার্থ। বরুণ কর্তৃক অগ্নিস্তব করিতে প্রেরিত হইয়া শুনঃশেপ এইস্তবে অগ্নিকে তুষ্ট করিলেন। হে যজ্ঞভাজন অন্নপালক অগ্নিদেব, স্বকীয় তেজোরাশিতে আপনি প্রজ্বলিত হউন এবং তদবস্থায় আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

নি নো হোতা বরেণ্যঃ সদা যবিষ্ঠ মন্মভিঃ। অগ্নে দিবিত্মতা বচঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। সদা যবিষ্ঠ সর্বদা যুবতম হে অগ্নে বরেণ্যঃ বরণীয়স্ত্বং নঃ অস্মাকং

১৪

হোতা হোম নিষ্পাদকো ভূত্বা দিবিত্মতা দীপ্তিমতা বচঃ বচসা স্তূয়মানঃ সন্ নি ষীদ ইতি শেষঃ। কীদৃশস্ত্বম্। মন্মভিঃ তেজোভির্যুক্ত ইতি শেষঃ।২

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি সর্বদা যবিষ্ঠ, বরেণ্য ও তেজোময়। আপনি আমাদের হোম নিষ্পাদক হইয়া এবং আমাদের দীপ্ত বাক্যে স্তুত হইয়া উপবেশন করুন।২

আ হি ষ্মা সূনবে পিতাপির্যজত্যাপয়ে। সখা সখ্যে বরেণ্যঃ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বরেণ্যঃ বরণীয়ঃ পিতা পিতৃস্থানীয়ঃ ত্বং সূনবে পুত্রস্থানীয়ায় মহ্যম্ অভীষ্টং দেহীতি শেষঃ। হি স্ম ইতি নিপাতদ্বয়ং সর্বথেত্যমুমর্থমাচষ্টে। অভীষ্টদানে দৃষ্টান্তদ্বয়মুচ্যতে। যথা। আপিঃ বন্ধুঃ আপয়ে বন্ধবে আ যজতি হি স্ম। সর্বথা দদাতীতি শেষঃ। সখা প্রিয়ঃ সখ্যে প্রিয়ায় অভিষ্টং সর্বথা দদাতি তথা ত্বমপি দেহি॥৩

মন্ত্রার্থ। যেমন পিতা পুত্রকে বন্ধু তাহার বন্ধুকে অথবা সখা তাহার প্রিয় সখাকে সর্বদা দান করেন তদ্রূপ হে বরণীয় অগ্নিদেব, আমার প্রতি সর্বদা দানশীল হউন এবং আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন।৩

আ নো বর্হী রিশাদসো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
সীদন্তু মনুষো যথা॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বরুণাদয়ো দেবাঃ ত্বদ্বন্ধবঃ ত্বয়া প্রেরিতা রিশাদসঃ হিংসকানদস্তঃ নঃ অস্মদীয়ং বর্হিঃ যজ্ঞম্ আ সীদন্তু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা মনুষঃ প্রজাপতের্যজ্ঞমাসীদন্তি তদ্বৎ॥

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, শত্রুনাশক বরুণ মিত্র ও অর্যমা দেবত্রয় আপনার প্রিয় বন্ধু। তাঁহারা যেমন মনুর যজ্ঞে উপবেশন করিয়াছিলেন তদ্রূপ আপনি এই যজ্ঞে কুশাসন গ্রহণ করুন।৪

পূর্ব্য হোতরস্য নো মন্দস্ব সখ্যস্য চ। ইমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে পূর্ব্য অস্মদাদেঃ পূর্বমুৎপন্ন হোতঃ হোম নিষ্পাদকাগ্নে নঃ অস্মদীয়স্য অস্য প্রবর্তমানস্য যজ্ঞস্য সখ্যস্য চ অস্মদনুগ্রহস্য চ সিদ্ধ্যর্থং মন্দস্ব ত্বং হৃষ্টো ভব। ইমা অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানাঃ গিরঃ উ ষু স্তুতিরূপা বাচোঽপি শ্রুধি শৃণু॥৫

মন্ত্রার্থ। হে হোমনিস্পাদক অগ্নিদেব, আপনি আমাদের পূর্বে উৎপন্ন। আমাদের যজ্ঞে ও মিত্রতায় আপনি হৃষ্ট হউন এবং আমাদের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন।৫

যচ্চিদ্ধি শশ্বতা তনা দেবং দেবং যজামহে। ত্বে ইদ্ধূয়তে হবিঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে যচ্চিদ্ধি যদ্যপি শশ্বতা শাশ্বতেন নিত্যেন তনা বিস্তৃতেন হবিষা দেবংদেবম্ অন্যমন্যং বরুণেন্দ্রাদিরূপং নানাবিধং দেবতাবিশেষং যজামহে তথাপি তৎ হবিঃ সর্বং ত্বে ইং ত্বয্যেব হূয়তে। অতো দেবতান্তরবিষয়ো যাগোঽপি ত্বদীয়ৈব সেবেত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, শাশ্বত বিস্তৃত হব্য দ্বারা বরুণেন্দ্রাদি দেবগণকে আমরা যে হোম করি তৎ সমুদায় হব্য আপনাকেই প্রদত্ত হয়। দেবতান্তরবিষয়ক যজ্ঞও আপনাকে প্রাপ্ত হয়।৬

প্রিয়ো নো অস্তু বিশ্‌পতির্হোতা মন্দ্রো বরেণ্যঃ।
প্রিয়াঃ স্বগ্নয়ো বয়ম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। বিশ্‌পতিঃ বিশাং প্রজানাং পালকঃ হোতা হোম নিস্পাদকঃ মন্দ্রঃ হৃষ্টঃ বরেণ্যঃ বরণীয়োঽগ্নিঃ নঃ অস্মাকং প্রিয়ঃ অস্তু। বয়ম্ অপি স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ সন্তঃ তব প্রিয়াঃ ভূয়াস্মেতি শেষঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। সর্ব প্রজাপালক হোমনিস্পাদক হর্ষযুক্ত ও বরণীয় অগ্নিদেব, আমাদের প্রিয় হউন এবং আমরাও শোভনাগ্নি যুক্ত হইয়া আপনার প্রিয়পাত্র হই।৭

স্বগ্নয়ো হি বার্যম্ দেবাসো দধিরে চ নঃ। স্বগ্নয়ো মনামহে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ দেবাসঃ দীপ্যমানা ঋত্বিজঃ ন অস্মদীয়ং বার্যং বরণীয়ং হবিঃ হি যস্মাৎ দধিরে ধৃতবন্তঃ তস্মাদ্বয়ং স্বগ্নয়ঃ শোভনাগ্নিযুক্তাঃ সন্তঃ মনামহে ত্বাং যাচামহে ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, যেহেতু শোভনীয় অগ্নিযুক্ত দীপ্যমান দেবগণ আমাদের বরণীয় হব্য ধারণ করিয়াছেন, সেই হেতু আমরাও শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হইয়া আপনাকে যাচ্ঞা করিতেছি।৮

অথা ন উভয়েষামমৃত মর্ত্যানাম্। মিথঃ সন্তু প্রশস্তয়ঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে অমৃত মরণরহিতাগ্নে অথ কর্মানুষ্ঠানানন্তরং মর্ত্যানাং মনুষ্যানাং নঃ অস্মাকম্ অস্মৎ স্বামিনস্তব চ উভয়েষাং মিথঃ পরস্পরং প্রশস্তয়ঃ প্রশংসারূপা বাচঃ সন্তু। সম্যগনুষ্ঠিতেমিতি যজমান বিষয়া প্রশংসা সম্যগনুগৃহীতমিত্যগ্নিবিষয়া ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি অমর, মরণ রহিত এবং আমরা মর্ত্য, মরণশীল। আপনি আমাদের স্বামী, প্রভু। আসুন আমরা পরস্পর প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করি।*

বিশ্বেভিরগ্নে অগ্নিভিরিমং যজ্ঞমিদং বচঃ। চনো ধাঃ সহসো যহো ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। সহসঃ বলস্য যহো পুত্র হে দেবতারূপ অগ্নে বিশ্বেভিঃ অগ্নিভিঃ সর্বৈরাহবনীয়াদিভির্যুক্তস্ত্বম্ ইমম্ অস্মদীয়ং যজ্ঞম্ ইদম্ অস্মদীয়ম্ বচঃ স্তোত্রং চ সেবমানঃ চনঃ অন্নং ধাঃ অস্মভ্যঃ ধেহি ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে বলের পুত্র অগ্নিদেব, আহবনীয়াদি সর্বাগ্নিযুক্ত হইয়া আপনি মদীয় যজ্ঞ ও স্তোত্র গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে অন্নদান করুন।১০

সপ্তবিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি অজিগর্তপুত্র শুনঃশেপ ও দেবতা অগ্নি।

অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ। সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। অধ্বরাণাং যজ্ঞানাং সম্রাজন্তং সম্রাটস্বরূপং স্বামিনম্ অগ্নিং ত্বাং নমোভিঃ স্তুতিভিঃ বন্দধ্যৈ বন্দিতুং প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। বারবন্তং বাল-

* 'যজ্ঞ সম্যক অনুষ্ঠিত' ইহাই যজমান বিষয়া প্রশস্তি এবং 'যজ্ঞ সম্যক্ অনুগৃহীত'— ইহা অগ্নিবিষয়া প্রশস্তি।৯

যুক্তম্ অশ্বং ন অশ্বমিব। অশ্বো যথা বালৈর্বাধকান্ মশকমক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিরস্মদ্বিরোধিনঃ পরিহরসীত্যর্থঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনি যজ্ঞের সম্রাটস্বরূপ[৭৯] ও বালযুক্ত[৮০] অশ্বসদৃশ। আমরা যথোচিত স্তুতি দ্বারা আপনার বন্দনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। অশ্ব যেমন স্বীয় পুচ্ছ দ্বারা মশকমক্ষিকাদি বাধকগণকে অনায়াসে পরিহার করে তদ্রূপ আপনি স্বতেজে আমাদের বিরোধিগণকে দূরীভূত করুন।১

স ঘা নঃ সূনুঃ শবসা পৃথুপ্রগামা সুশেবঃ। মীঢ়্বাঁ অস্মাকং বভূয়াৎ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। সঃ ঘ স এবাগ্নিঃ নঃ অস্মাকং সুশেবঃ সুসুখো ভবত্বিতি শেষঃ। কীদৃশঃ। শবসা বলস্য সূনুঃ পুত্রঃ পৃথুপ্রগামাঃ পৃথুপ্রগমনঃ কিংচ অস্মাকং মীঢ়্বান্ কামানাং বর্ষিতা বভূয়াৎ ভবতু ॥২

মন্ত্রার্থ। সেই অগ্নি বলপুত্র ও পৃথুগমন[৮১]। তিনি আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হউন এবং আমাদিগকে কাম্য বস্তু সকল দান করুন।২

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ। পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ ।৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বিশ্বায়ুঃ ব্যাপ্তগমনঃ সঃ ত্বং দূরাচ্চ দূরেঽপি আসাচ্চ আসন্ন দেশেঽপি অঘায়োঃ অঘং পাপমনিষ্টং কর্তুমিচ্ছতঃ মর্ত্যাৎ মনুষ্যাৎ বৈরিণঃ নঃ অস্মান্ সদমিৎ সর্বদৈব নি পাহি নিতরাং পালয় ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে সর্বত্রগামী অগ্নিদেব, আপনি দূর স্থানে অথবা নিকটতম প্রদেশেও পাপাচারী মনুষ্যগণ হইতে আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা করুন।৩

ইমমূ ষূ ত্বমস্মাকং সনিং গায়ত্রং নব্যাংসম্। অগ্নে দেবেষু প্র বোচঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বম্ অস্মাকম্ অস্মৎ সংবন্ধিনম্ ইমমূ ষু পুরোদেশে অনুষ্ঠীয়-মানমপি সনিং হবির্দানং নব্যাংসং নবতরং গায়ত্রং স্তুতিরূপং বচোঽপি দেবেষু দেবানামগ্রে প্র বোচঃ প্রবূহি ॥৪

৭৯। স্বামীতুল্য। ৮০। পুচ্ছযুক্ত। ৮১। মন্থরগতি।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আমাদের পুরোদেশে অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের কথা ও নূতন গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত স্তোত্রের কথা দেবগণের নিকটে বলুন ।৪

আ নো ভজ পরমেষ্বা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বস্বো অন্তমস্য ।।৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে পরমেষু উৎকৃষ্টেষু দ্যুলোকবর্তিষু বাজেষু অন্নেষু নঃ অস্মান্ আ ভজ সর্বতঃ প্রাপয়। মধ্যমেষু অন্তরীক্ষলোকবর্তিষু বাজেষু আ ভজ। অন্তমস্য অন্তিকতমস্য ভূলোকস্য সংবন্ধীনি বস্বঃ বসূনি শিক্ষ দেহি ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আমাদিগকে দ্যুলোকবর্তী পরম[৮২] অন্ন, অন্তরীক্ষলোকবর্তী মধ্যম অন্ন প্রদান করুন। আমাদিকে ভূলোকবর্তী অন্তিকস্থ[৮৩] ধনরত্ন দান করুন ।৫

বিভক্তাসি চিত্রভানো সিন্ধোরূর্মা উপাক আ। সদ্যো দাশুষে ক্ষরসি ।।৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে চিত্রভানো বিচিত্ররশ্মিযুক্তাগ্নে বিভক্তা বিশিষ্টস্য ধনস্য প্রাপয়িতা অসি। তত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে। আকার উমপার্থঃ। যথা সিন্ধোঃ নদ্যাঃ উপাকে সমীপে ঊর্মৌ ঊর্মিং তরঙ্গোপলক্ষিতং কুল্যাদি প্রবাহং বিভজন্তি তদ্বৎ। দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় সদ্যঃ তদানীমেব ক্ষরসি কর্মফলভূতাং বৃষ্টিং করোযি ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে চিত্রভানু[৮৪] সিন্ধু[৮৫] সমীপে তরঙ্গমালার ন্যায় আপনি ধনের বিভাগ কর্তা। হব্যদাতা যজমানকে আপনি সদ্য কর্মফল বর্ষণ করেন ।৬

যমগ্নে পৃৎসু মর্ত্যমবা বাজেষু যং জুনাঃ। স যন্তা শশ্বতীরিষঃ ।।৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে পৃৎসু সংগ্রামেষু যং মর্ত্যং যজমানম্ অবাঃ অবসি রক্ষসি। যং পুরুষং বাজেষু সংগ্রামেষু জুনাঃ প্রেরয়সি। সঃ নরো যজমানঃ শশ্বতীরিষ নিত্যান্যন্নানি যন্তা নিয়ন্তৃং সমর্থো ভাতি ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, সংগ্রামে আপনি যে মর্তকে (যজমান) রক্ষা করেন এবং যে পুরুষকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন, সে নিত্য অন্নলাভে সমর্থ হয় ।৭

৮২। উত্তম, উৎকৃষ্ট। ৮৩। নিকটবর্তী।

৮৪। বিচিত্র রশ্মি অগ্নি। ৮৫। নদী।

নকিরস্য সহন্ত্য পর্যেতা কয়স্য চিৎ। বাজো অস্তি শ্রবায্যঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে সহন্ত্য শত্রুনামভিভবনশীলাগ্নে অস্য তদ্ভক্তস্য যজমানস্য কয়স্য চিৎ কস্যাপি পর্যেতা নকিঃ আক্রমিতা নাস্তি। কিংচ অস্য যজমানস্য শ্রবায্যঃ শ্রবনীয়ঃ বাজঃ অস্তি বলবিশেষোঽস্তি ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে শত্রুজয়ী অগ্নিদেব, আপনার ভক্তজনকে কেহ আক্রমণ করিতে পারে না; কারণ তাহার শ্রবনীয় বলবিশেষ বিদ্যমান।৮

স বাজং বিশ্বচর্ষণিরর্বদ্ভিরস্তু তরুতা। বিপ্রেভিরস্তু সনিতা ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য: বিশ্বচর্ষণিঃ সর্বৈর্মনুষ্যৈরুপেতঃ সঃ অগ্নিঃ অর্বদ্ভিঃ অশ্বৈঃ বাজং সংগ্রামং তরুতা তারয়িতা অস্তু। বিপ্রেভিঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহিতঃ তুষ্টোঽগ্নিঃ সনিতা ফলস্য দাতা অস্তু ॥৯

মন্ত্রার্থ। সর্ব মনুষ্য পূজিত অগ্নিদেব অশ্ববলে আমাদিগকে যুদ্ধে জয়ী করুন। মেধাবী ঋত্বিকগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি ফলদাতা হউন।৯

জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়।
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে জরাবোধ জরয়া স্তুত্যা বোধমানাগ্নে বিশেবিশে তত্তদ্যযমানরূপপ্রজানুগ্রহার্থং যজ্ঞিয়ায় যজ্ঞসংবন্ধানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং তৎ দেবযজন বিবিড্‌ঢি প্রবিশ। যজমানোঽপি রুদ্রায় ক্রূরায়াগ্নয়ে তুভ্যং দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোমং স্তোত্রং করোতীতি শেষঃ। অত্র যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্—'জরাস্তুতির্জরতেঃ স্তুতি কর্মণস্তাং বোধ তয়া বোধয়িতরিতি বা তদ্বিবিড্‌ঢি তৎকুরু মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য যজনায় স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ম্ (নিরু ১০।৮) ইতি। জরাবোধ। জরয়া স্তুত্যা বোধো যস্যাসৌ জরাবোধঃ। যদ্বা জরয়াঃ বোধাতে ইতি জরাবোধঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে জরাবোধ*। ভিন্ন ভিন্ন যজমানকে অনুগৃহীত ও তাহাদের যজ্ঞ সিদ্ধ করিবার জন্য আপনি যজ্ঞে প্রবেশ করেন। আপনি রুদ্র[৮৬] আপনাকে সমীচীন স্তবে স্তুতি করিতেছে।১০

জরা = স্তুতি, তদদ্বারা যিনি প্রবুদ্ধ বা জাগ্রত হন

৮৬। ক্রূর।

স নো মহাঁ অনিমানো ধূমকেতুঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ। ধিয়ে বাজায় হিন্বতু ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। সঃ অগ্নিঃ নঃ অস্মান্ ধিয়ে কর্মণে বাজায় অন্নায় চ হিন্বতু প্রীণয়তু। কীদৃশঃ। মহান্ গুণাধিকঃ অনিমানঃ নিমানবর্জিতঃ অপরিচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। ধূমকেতুঃ ধূমেন জ্ঞাপ্যমানঃ পুরুশ্চন্দ্রঃ বহুদীপ্তিঃ ॥১১

মন্ত্রার্থ। অগ্নি মহৎগুণান্বিত, অপরিচ্ছিন্ন, বহুদীপ্তিযুক্ত ও ধূমকেতু[৮৭]। তিনি আমাদের যজ্ঞে ও অন্নে প্রসন্ন হউন।১১

স রেবাঁইব বিশ্‌পতির্দৈব্যঃ কেতুঃ শৃণোতু নঃ।
উক্‌থৈরগ্নির্বৃহদ্ভানুঃ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। সঃ অগ্নিঃ উক্‌থৈঃ স্তোত্রৈর্যুক্তান্ নঃ অস্মান্ শৃণোতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ রেবানিব। যথা লোকে ধনবান্ রাজা বন্দিনাং স্তোত্রং শৃণোতি তদ্বৎ। কীদৃশঃ। বিশ্‌পতিঃ প্রজাপালকঃ দৈবঃ দেবানাং সংবন্ধী। অগ্নির্বৈদেবানাং হোতা (ঐ ব্রা ৩।১৪) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। কেতুঃ দূতবৎ জ্ঞাপকঃ। অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীৎ (তৈ·সং ২।৫।১।৫) ইতি শ্রুতেঃ। বৃহদ্ভানুঃ প্রৌঢ়রশ্মিঃ ॥১২

মন্ত্রার্থ। অগ্নি প্রজাপালক, দেবগণের হোতা, দেবদূত, স্তোত্র-ভাজন ও প্রৌঢ়রশ্মি-যুক্ত। যেমন প্রজাপালক বন্দিগণের স্তোত্র শ্রবণ করেন, সেইরূপ অগ্নিও আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন ॥১২

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যঃ।
যজাম দেবান্যদি শক্নবাম মা জ্যায়সঃ শংসমা বৃক্ষি দেবাঃ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। অগ্নিনা প্রেরিতঃ শুনঃশেপো বিশ্বান দেবান্ অনয়া তুষ্টাব। তথা চ আম্নায়তে—'তমগ্নিরুবাচ বিশ্বান্নু দেবান্ স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম্ ইতি স বিশ্বানদেবাংস্তুষ্টাব নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো ইত্যেতয়র্চা' (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। মহান্তো গুণৈরধিকাঃ। অর্ভকা গুণৈর্ন্যূনাঃ। যুবানঃ তরুণাঃ। আশিনাঃ বয়সা ব্যাপ্তা বৃদ্ধাঃ। যথোক্তচতুর্বিধদেহযুক্তেভ্যো দেবেভ্যো নমোঽস্তু। যদি শক্নবাম কথংচিৎ ধনাদিসংপত্ত্যা-

---

৮৭। ধূমরূপকেতুবিশিষ্ট।

শক্তাশ্চেৎ তদানীং দেবান্ যজাম। হে দেবাঃ জ্যায়সঃ জ্যেষ্ঠস্য দেবতা বিশেষস্য আ সর্বতঃ প্রস্তৃতং শংসং স্তোত্রং মা বৃক্ষি অহং বিচ্ছিন্নং মা কার্ষম্॥১৩

মন্ত্রার্থ। অগ্নি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শুনঃশেপ বিশ্বদেবগণকে এই স্তোত্র দ্বারা তুষ্ট করেন।—আমি মহৎ দেবগণকে নমস্কার করি। আমি অর্ভক[৮৮] দেবগণকে নমস্কার করি। আমি যুবা দেবগণকে নমস্কার করি। আমি বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার করি। (এইরূপে চতুর্বিধ দেহযুক্ত দেবগণকে আমি নমস্কার করি।) যদি কখনও সাধ্য ও সামর্থ লাভে সমর্থ হই তখন নিশ্চয়ই দেবযজন করিব। হে দেবগণ, আমি যেন কখনও বৃদ্ধ দেবের স্তোত্র ত্যাগ না করি।.৩

অষ্টাবিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি অজিগর্তপুত্র শুনঃশেপ ও দেবতা ইন্দ্র।

যত্র গ্রাবা পৃথুবুধ্ন ঊর্ধ্বো ভবতি সোতবে।
উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥১

যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র যত্র যস্মিন্ অগ্নঃসবে কর্মণি সোতবে অভিষবার্থং গ্রাবা পাষাণঃ পৃথুবুধ্নঃ স্থূলমূলঃ ঊর্ধ্বঃ উন্নতঃ ভবতি তস্মিন্ উলূখলসুতানাম্ উলূখলেনাভিষুতানাং রসম্ অবেং স্বকীয়ত্বেনাবগত্যৈব জল্গুলঃ ভক্ষয়॥১

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, যে অগ্নঃসব[৮৯] কর্মে অভিষবার্থ স্থূলমূল পাষাণ[৯০] উন্নত করা হয় তাহাতে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস স্বকীয় জানিয়া পান করুন।

৮৮। শিশু। ৮৯। যজ্ঞকর্মে। ৯০। প্রস্তর গ্রাব।

সায়ণ-ভাষ্য। যত্র যস্মিন্ কর্মনি অধিষবণ্যা উভে অধিষবণফলকে দ্বাবিব জঘনা জৌ জঘন-প্রদেশাবিব। জঘনং জঙ্ঘন্যতেঃ (নিরু ২০) ইতি যাস্কঃ। কৃতা বিস্তীর্ণে কৃতে সংপাদিতে। অন্যৎ পূর্ববৎ॥

মন্ত্রার্থ। যে যজ্ঞে দুই জঘন প্রদেশবৎ অভিষব ফলকদ্বয় বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলুখল দ্বারা অভিষুত সোমরস স্বকীয় জানিয়া পান করন।২

যত্র নার্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে। উলুখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। যত্র যস্মিন্ কর্মণি নারী পত্নী অপচ্যবং শালায়াঃ নির্গমনম্ উপচ্যবং চ শালাপ্রাপ্তিংচ শিক্ষতে অভ্যাসং করোতি। অন্যৎপূর্বক॥৩

মন্ত্রার্থ। যে যজ্ঞে নারী[৯১] যজ্ঞশালায় প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন অভ্যাস করে, হে ইন্দ্র, সেই যজ্ঞে উলুখলে অভিযুত সোমরস স্বকীয় জানিয়া আপনি পান করুন।

যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীন্যমিতবা ইব।
উলুখল সুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। যত্র যস্মিন্ কর্মণি মন্থাম আশিরমথনহেতুং মন্থানং বিবধ্নন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রশ্মীন্ অশ্ববন্ধনার্থান প্রগ্রহান্ যমিতবাইব নিয়ন্তুমিব। অন্যৎ পূর্ববৎ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, অশ্ববন্ধনার্থ প্রগ্রহ[৯২] বা সংযম রজ্জুন্যায় দৃঢ় রজ্জুদ্বারা যে যজ্ঞে মন্থনদণ্ড বদ্ধ হয়, সেই যজ্ঞে উলুখলদ্বারা প্রস্তুত সোমরস স্বকীয় জানিয়া পান করুন।৪

যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহেগৃহ উলুখলক যুজ্যসে।
ইহ দ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে উলুখলক যচ্চিদ্ধি যদ্যপি ত্বমবরাতার্থং গৃহে গৃহে যুজ্যসে তথাপি ইহ বৈদিকে কর্মণি তীব্রমুসলপ্রহারেণ দ্যুমত্তমম্ অতিশয়েন দীপ্তং প্রভূতধ্বনিযুক্তং শব্দং

৯১। সমগ্র ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক উলসসন বলেন—নারীর প্রবেশ বা বহির্গমন অপেক্ষা উলুখল বা নোড়ার উঠা-নামা অর্থই অধিকতর সমীচীন।

৯২। লাগাম।

বদ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জয়তামিব দুন্দুভিঃ। যথা যুদ্ধে জয়ং প্রাপ্নুবতাং রাজ্ঞাং দুন্দুভিঃ মহান্তং ধ্বনিং করোতি তদ্বৎ। উলূখলশব্দং যাস্ক এবং ব্যাখ্যাতবান্—'উলূখলমুরুকরং বোর্ধ্বখং বোর্করং বোরু মে কুর্বিত্যব্রবীত্তদুলূখলমভবদুরুকরং বৈ তত্তদুলূখলমিত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণেতি চ ব্রাহ্মণম্ (নিরু ৯।২০) ইতি ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে উলূখল, যদিও তুমি গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হও, তথাপি এই বৈদিক কর্মে যুদ্ধজয়ীদের দুন্দুভির ন্যায় তুমি প্রভূত ধ্বনিযুক্ত শব্দ কর।

উত স্ম তে বনস্পতে বাতো বি বাত্যগ্রমিৎ।
অথো ইন্দ্রায় পাতবে সুনু সোমমুলূখল ।।৬

সায়ণ-ভাষ্য। উত অপি চ হে বনস্পতে উলূখলরূপ বৃক্ষ তে অগ্রমিৎ তব পুরত এব বাতো বি বাতি স্ম। ত্বরোপেতমুসলপ্রহারৈর্বায়ুর্বিশেষেণ প্রসরতি খলু। অথো অনন্তরং হে উলূখল ইন্দ্রায় ইন্দ্রোপকারার্থং পাতবে পাতুং সোমং সুনু সোমাভিষবং কুরু ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে উলূখলরূপ বনস্পতি তোমার সম্মুখে বিশেষভাবে বায়ু বহিতেছে। অতএব হে উলূখল ইন্দ্রের পানার্থ তুমি সোমরস অভিষব কর।৬

আয়জী বাজসাতমা তা হ্যুচ্চা বিজর্ভৃতঃ।
হরী ইবান্ধাংসি বপ্সতা ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে উলূখলমুসলে আয়জী সর্বতো যজ্ঞসাধনে বাজসাতমা অতিশয়েন অন্নপ্রদে তা হি তে খলু উচ্চা প্রৌঢ়ধ্বনির্যথা ভবতি তথা বিজর্ভৃতঃ বিশেষেণ পুনঃ পুনর্বিহারং কুরুতঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অন্ধাংসি অন্নানি চণকাদীনি খাদ্যানি বপ্সতা ভক্ষয়ন্তৌ হরীইব ইন্দ্রস্যাশ্বাবিব। অত্র যাস্ক এবং ব্যাচখ্যৌ—'আয়জীআযষ্টব্যে অন্নানাং সংভক্তৃতমে যে হ্যুচ্চৈর্বিহ্রিয়েতে হরী ইবান্নানি ভুঞ্জানে') (নিরু ৯।৩৬) ।৭

মন্ত্রার্থ। হে অন্নপ্রদ যজ্ঞের উপকরণযুক্ত উলূখলরূপ মুষলদ্বয়,—ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় চনকাদি খাদ্য সমূহ চর্বন কালে যেরূপ শব্দ করে তোমরা উভয়ে সেইরূপ প্রৌঢ় ধ্বনিযুক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ বিহার কর।৭

তা নো অদ্য বনস্পতী ঋষ্বাবৃষ্বেভিঃ সোতৃভিঃ।
ইন্দ্রায় মধুমৎসুতম্‌ ।।৮

সায়ণ-ভাষ্য। অদ্য অস্মিন্‌ কর্মণি হে বনস্পতী উলূখলমুসলরূপৌ তৌ যুবাম্‌ ঋষ্বেভিঃ দর্শনীয়ৈঃ সোতৃভিঃ অভিষবহেতুভিঃ সহ ঋষ্বৌ দর্শনীয়ৌ ভূত্বা ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং মধুমৎ মাধুর্যোপেতং সোমদ্রবং নঃ অস্মদীয়ং সুতং অভিষুণুতম্‌ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে দর্শনীয় বনস্পতিদ্বয়[২৪] সুদর্শন অভিষব ফলক দ্বয় দ্বারা তোমরা অদ্য ইন্দ্রের জন্য সুমধুর সোমরস প্রস্তুত কর ।৮

উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর সোমং পবিত্র আ সৃজ। নি ধেহি গোরধি ত্বচি ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিগ্বিশেষ হরিশ্চন্দ্র দেবতা পক্ষে হে হরিশ্চন্দ্র ইতি বা চম্বোঃ সোমস্য ভক্ষত্বসংপাদকয়োঃ অধিষবণফলকয়োঃ শিষ্টম্‌ অভিষবরাহিত্যেন অবশিষ্টং সোমম্‌ উত ভর শকটস্যোপরি হর। সোমম্‌ অভিষুতং সোমং পবিত্রে দশা পবিত্রে আ সৃজ আনীয় প্রক্ষিপ। প্রক্ষেপে সতি অবশিষ্টং সোমং গোঃ ত্বচি আনডুহে চর্মণি অধি নি ধেহি অধ্যারোপ্য স্থাপয় ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্‌ (অথবা দেবতা পক্ষে হরিশ্চন্দ্র) সোমাভিষব ফলকদ্বয় হইতে অবশিষ্ট সোমরস আনিয়া দশপবিত্রে[২৫] নিক্ষেপ কর। অনন্তর অবশিষ্ট সোমরস গো চর্মে স্থাপন কর ।৯

২২। উলূখলরূপবৃক্ষ। ২৩। ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি। ২৪। উলূখলরূপ মুসলদ্বয়।
২৫। মেষলোমের ছাঁকনি।

ঊনত্রিংশ সূক্ত

ইহার দেবতা ও ঋষি পূর্ববৎ।

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। বিশ্বৈর্দেবৈঃ প্রেরিতঃ শুনঃশেপঃ এতদাদিকাভিঃ দ্বাবিংশতি সংখ্যাকাভিঃ ঋগ্‌ভিঃ ইন্দ্রং তুষ্টাব। তথা চ ব্রাহ্মণং—'তং বিশ্বে দেবা উচুরিন্দ্রো বৈ দেবানামোজিষ্টো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমস্তং তু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম ইতি চ ইন্দ্রং তুষ্টাব যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা ইত্যেতেন সূক্তেনোত্তরস্য চ পঞ্চদশভিঃ' (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। হে সোমপাঃ সোমস্য পাতঃ সত্য সত্যবাদিন্ ইন্দ্র যচ্চিদ্ধি যদ্যপি বয়ম্ অনাশস্তা ইব স্মসি অপ্রশস্তা ইব ভবামঃ, তথাপি হে তুবীমঘ বহুধন ইন্দ্র ত্বং গোষু অশ্বেষু শুভ্রিষু শোভনেষু সহস্রেষু সহস্রসংখ্যাকেষু চ নিমিত্ত ভূতেষু নঃ অস্মান্ আ শংসয় সর্বতঃ প্রশস্তান কুরু। অস্মদ্দোষমনপেক্ষ গবাদীন্ প্রযচ্ছেত্যর্থঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। (বিশ্বদেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শুনঃশেপ এই সকল স্তোত্রে ইন্দ্রকে তুষ্ট করিলেন)—হে সোমপায়ী সত্যবাদী ইন্দ্রদেব, যদিও আমরা কোনও প্রশংসার যোগ্য নহি তথাপি হে ঐশ্বর্যশালী দেবতা, আমাদের অক্ষমতা উপেক্ষাপূর্বক আমাদিগকে শোভনীয় ও সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দিয়া প্রশংসনীয় করুন।১

শিপ্রিন্বাজানাং পতে শচীবস্তব দংসনা।

আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে শচীবঃ শক্তিমন্ শিপ্রিন্ শোভনহনুযুক্ত বাজানাং পতে অন্নানাং পালক তব দংসনা কর্মবিশেষোঽনুগ্রহরূপঃ সর্বদা বর্ততে। অন্যৎ পূর্ববৎ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে শক্তিমান ইন্দ্রদেব আপনি অন্নপালক, বহুধনশালী ও শোভনীয় হনুযুক্ত। আপনার অনুগ্রহ চিরকাল বিদ্যমান। আমাদের অক্ষমতা উপেক্ষাপূর্বক শোভনীয় ও সহস্র সংখ্যক গো ও অশ্ব দান করিয়া আমাদিগকে প্রশংসনীয় করুন।২

নি ষ্বাপয়া মিথূদৃশা সস্তামবুধ্যমানে।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। মিথূদৃশা পরস্পরং সংগতত্বেন দৃশ্যমানে যমদূত্যৌ নি ষ্বাপয় নিতরাং সুপ্তে কুরু। তে চ অস্মান্ মারয়িতুম্ অবুধ্যমানে সত্যৌ সস্তাং নিদ্রাং প্রাপ্নুতাম্। অন্যৎ পূর্ববৎ ॥৩

মন্ত্রার্থ। যে যমদূতীদ্বয় পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করে তাহাদিগকে সুপ্তিমগ্ন করুন। তাহারা গভীর নিদ্রায় অচেতন হইলে আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। হে বহু ধনশালী ইন্দ্রদেব আমাদিগকে শোভনীয় ও সহস্রসংখ্যক গো ও অশ্ব দিয়া প্রশংসনীয় করুন।৩

সসন্তু ত্যা অরাতয়ো বোধন্তু শূর রাতয়ঃ।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবিমঘ। ৪

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যা অস্মাভিরদৃশ্যমানাঃ পরোক্ষাস্তাঃ অরাতয়ঃ অদানশীলাঃ শত্রবঃ সসন্তু নিদ্রাং কুর্বন্তু। হে শূর শৌর্যযুক্তেন্দ্র রাতয়ঃ দানশীলাঃ বন্ধবঃ বোধন্তু অস্মান্ বুধ্যন্তাম্। অন্যৎ পূর্ববৎ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে শূর[৯৯] আমাদের অদৃশ্য[১০০] অরাতিগণকে[১০১] নিদ্রামগ্ন করুন ও বন্ধুগণকে জাগরিত রাখুন। হে বহু ধনশালী ইন্দ্র আমাদিগকে শোভনীয় ও সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দিয়া প্রশংসনীয় করুন।৪

সমিন্দ্র গর্দভং মৃণ নুবন্তং পাপয়ামুয়া।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র অমুয়া অনয়া অস্মাভি শ্রূয়মাণয়া পাপয়া নিন্দারূপয়া বাচা নুবন্তং স্তুবন্তম্ অপকীর্তিং প্রকটয়ন্তমিত্যর্থঃ। তাদৃশং গর্দভং গর্দভসমানং বৈরিণং সং মৃণ সম্যক্ মারয়। যথা গর্দভঃ শ্রোতুমশক্যং পরুষং শব্দং করোতি তথা শত্রুরপি। অন্যৎ পূর্ববৎ।৫

৯৯। শৌর্য্যযুক্ত। ১০০। পরোক্ষ। ১০১। অদাতা, অমিত্র শত্রু।

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র যেমন গর্দভ শ্রুতিকটু পরুষ[১০২] শব্দ করে, তদ্রূপ গর্দভ সমান ঐ বৈরিগণ পাপ বচন দ্বারা আপনার অপকীর্তি রটনা করিতেছে। আপনি তাহাদিগকে সত্বর বধ করুন এবং শোভনীয়ও সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দিয়া আমাদিগকে ইহলোকে প্রসিদ্ধ করুন।৫

পতাতি কুণ্ডৃণাচ্যা দূরং বাতো বনাদধি।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। বাতঃ অস্মৎপ্রতিকুলো বায়ুঃ কুণ্ডৃণাচ্যা কুটিলগত্যা স স্মান্ পরিত্যজ্য বনাদধি অরণ্যাদপ্যধিকং দূরং দেশং পতাতি পততু। অন্যৎ পূর্ববৎ ॥৬

মন্ত্রার্থ। প্রতিকুল বায়ু কুটিলগতিতে বন হইতেও দূর দেশে পতিত হউক। হে ধনশালী ইন্দ্রদেব, শোভনীয় ও সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্বদানে আমাদিগকে প্রশংসনীয় করুন।৬

সর্বং পরিক্রোশং জহি জম্ভয়া কৃকদাশ্বম্।
আ তূ ন ইন্দ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। পরিক্রোশম্ অস্মদ্বিষয়ে সর্বতঃ আক্রোশকর্তারং সর্বং পুরুষংজহি মারয়। কৃকদাশ্বম্ অস্মদ্বিষয়ে হিংসাপ্রদং শত্রুং জম্ভয় মারয়। অন্যৎপূর্ববৎ। পরিক্রোশম্। ক্রুশ আহ্বানে। পরিতঃ ক্রোশয়তীতি পরিক্রোশঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ধনশালী ইন্দ্রদেব, আমাদের আক্রোশকারী পুরুষ সকলকে বিনাশ করুন। আমাদের হিংসাকারী সর্বশত্রুকে নিহত করুন। আমাদের অক্ষমতা উপেক্ষা পূর্বক হে বহুধনশালী ইন্দ্র, শোভনীয় ও সহস্র সংখ্যক গো ও অশ্বদানে আমাদিগকে প্রশংসনীয় করুন।৭

———

১০২। কর্কশ।

ত্রিংশ সূক্ত

দেবতা ও ঋষি পূর্ববৎ

আ ব ইন্দ্রং ক্রিবিং যথা বাজয়ন্তঃ শতক্রতুম্‌।
মংহিষ্টং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। বাজয়ন্তঃ অন্নমিচ্ছন্তো বয়ং শুনঃশেপাঃ হে ঋত্বিগযজমানা বঃ যুষ্মাকং সংবর্দ্ধিনমিমম্‌ ইন্দ্রম্‌ ইন্দুভিঃ সোমৈঃ আ সিঞ্চে সর্বতঃ সিঞ্চামহে তর্পয়ামঃ কীদৃশম্‌। শতক্রতুং শত সংখ্যাককর্মোপেতং মংহিষ্ঠম্‌ অতিশয়েন প্রবৃদ্ধম্‌। সেচনে দৃষ্টান্তঃ। যথা যেন প্রকারেণ ক্রিবিম্‌ অবটং জলেন পূরয়ন্তি তদ্বৎ। ক্রিবিশব্দঃ 'বব্রি কাট্টঃ' ইত্যাদিষু চতুর্দশসু কূপনামসু 'ক্রিবিঃ কূপঃ সূদঃ' (নি ৩।২৩।৮) ইতি পঠিতম্‌।

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্‌গণ, লোকে যেরূপ ক্রিবিকে[১০৩] জল পূর্ণ করে তদ্রূপ আমরা অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া তোমাদের শতক্রতু[১০৪] বিশিষ্ট ও অতিবৃদ্ধ ইন্দ্রদেবকে সোমরসের দ্বারা পরিতৃপ্ত করি।১

শতং বা যঃ শুচীনাং সহস্রং বা সমাশিরাম্‌। এদু নিম্নং ন রীয়তে ॥২

সায়ন-ভাষ্য। যঃ ইন্দ্রঃ শুচীনাং শুদ্ধানাং সোমানাং শতং বা শতসংখ্যাকং সমূহং বা সমাশিরাং সমীচীনেন আশিরাখ্যেন শ্রপণদ্রব্যেণোপেতানাং সোমানাং সহস্রং বা সহস্রসংখ্যাকং সমূহং বা এদু রীয়তে আগচ্ছত্যেব। সোঽস্মানমুগৃহ্লাত্বিতি শেষঃ। সোমপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ। নিম্নং ন। যথা নিম্ন প্রদেশম্‌ আপঃ আপ্লুবন্তি তদ্বৎ ॥২

মন্ত্রার্থ। জল যেমন স্বতঃই নিম্নভূমিকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র শতশুচি[১০৫] সোমরসের নিকট এবং আশীর নামক সহস্র শ্রপণ দ্রব্যমিশ্রিত সোমরসের নিকট স্বতঃই সমাগত হন। তিনি আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।২

১০৩। চৌদ্দকূপ নামের অন্যতম। ১০৪। শতসংখ্যক যজ্ঞোপেত।

১০৫। শুদ্ধ।

সং যন্মদায় শুষ্মিণ এনা হ্যস্যোদরে। সমুদ্রো ন ব্যচো দধে ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। যং পূর্বোক্তং শতং সহস্রং বা শুষ্মিণে বলবত ইন্দ্রস্য মদায় মদার্থং সংগতং ভবতি। এনা হি অনেনৈব শতেন সহস্রেণ চ অস্য ইন্দ্রস্য উদরে ব্যচঃ ব্যাপ্তিঃ দধে ধৃতা ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সমুদ্র ন সমুদ্র ইব। যথা সমুদ্র মধ্যে জলং ব্যাপ্তং তদ্বৎ ॥৩

মন্ত্রার্থ। এই শত বা সহস্র সোমরস বলবান ইন্দ্রের হর্ষের জন্য সংগত[১০৬] হয়। যেমন সমুদ্র মধ্যে সর্বত্র জল ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রের উদর ইহার দ্বারা পূর্ণ হয়।৩

অয়মু তে সমতসি কপোত ইব গর্ভধিম্। বচস্তচ্চিন্ন ওহসে ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র অয়মু অয়মপি দৃশ্যমানঃ সোমঃ তে ত্বদর্থং সংপাদিতঃ। যং সোমং সমতসি সম্যক সাতত্যেন প্রাপ্নোষি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। কপোত ইব। যথা কপোতাখ্যঃ পক্ষী গর্ভধিং গর্ভধারিনীং কপোতীং প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। তচ্চিৎ তস্মাদেব কারণাৎ নঃ অস্মদীয়ং বচঃ ওহসে প্রাপ্নোষি ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, এই সোম আপনার নিমিত্ত সম্পাদিত। কপোত যেমন গর্ভধারিনী কপোতীকে গ্রহণ করে, সেইরূপ আপনিও ইহাকে সম্যক্ সাতত্য সহ[১০৭] সাদরে গ্রহণ করুন। এই হেতু আমাদের প্রার্থনাও শ্রবণ করুন।৪

স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র রাধানাং পতে ধনানাং পালক গির্বাহঃ গীর্ভিরুহ্যমান বীর শৌর্যোপেত যস্য তে তব স্তোত্রম্ ঈদৃশং ভবতি তস্য তব বিভূতিঃ লক্ষ্মীঃ সূনৃতা প্রিয়সত্যরূপা অস্তু ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ধনপালক স্তুতি ভাজন বীর, যখন আপনার এরূপ স্তোত্র, তখন আপনার বিভূতি[১০৮] সূনৃত[১০৯] হউক।৫

ঊর্ধ্বস্তিষ্ঠা ন ঊতয়েঽস্মিন্বাজে শতক্রতো। সমন্যেষু ব্রবাবহৈ ॥৬

১০৬। একত্রিত, মিলিত। ১০৭। সততা।

১০৮। লক্ষ্মী। ১০৯। প্রিয় ও সত্যস্বরূপ।

সায়ণ-ভাষ্য। হে শতক্রতো শত সংখ্যাক কর্মোপেত অস্মিন্ প্রসক্তে বাজে সংগ্রামে নঃ অস্মাকং **উতয়ে** রক্ষণায় **উর্ধ্বঃ** উন্নতঃ উৎসুকঃ তিষ্ঠ ভব। ত্বং চ অহং চ মিলিত্বা অন্যেষু কার্যান্তরেষু সং ব্রবাবহৈ সম্যক্ বিচারয়াব ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে শতক্রতো, এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হউন। অন্যান্য কার্যের বিষয় আপনি ও আমি মিলিত হইয়া বিস্তৃত বিচার করিব।৬

যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। যোগে যোগে প্রবেশে প্রবেশে তত্তৎকর্মোপক্রমে বাজে বাজে কর্মবিঘাতিনি তস্মিংস্তস্মিন্ সংগ্রামে তবস্তরম্ অতিশয়েন বলিনম্ ইন্দ্রমূতয়ে রক্ষার্থং সখায়ঃ সখিবৎ প্রিয়া বয়ং হবামহে আহ্বয়াম ॥৭

মন্ত্রার্থ। সর্বকর্মের উপক্রমে ও বিভিন্ন সংগ্রামে আমরা অতিশয় বলবান্ ইন্দ্রকে প্রিয় সখার ন্যায় রক্ষণার্থ আহ্বান করি।৭

আ ঘা গমদ্যদি শ্রবৎ সহস্রিণীভিরূতিভিঃ। বাজেভিরূপ নো হবম্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। যদি শ্রবৎ যদ্যয়ম্ ইন্দ্রঃ নঃ অস্মদীয়ং হবম্ আহ্বানম্ শৃণুয়াৎ তদানীং স্বয়মেব সহস্রিণীভিরূতিভিঃ বহুভিঃ পালনৈঃ বাজেভিঃ অন্নৈশ্চ সহ উপ সমীপে আ ঘ অবশ্যম্ আগমৎ আগচ্ছেৎ ॥৮

মন্ত্রার্থ। যদি ইন্দ্র আমাদের আহ্বান শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং সহস্রপালন[১১০] ও বহু অন্ন সহ অবশ্যই আমাদের সমীপে আগমন করিবেন।৮

অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্। যং তে পূর্বং পিতা হুবে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। প্রত্নস্য পুরাতনস্য ওকসঃ স্থানস্য স্বর্গরূপস্য সকাশাৎ তুবিপ্রতিং বহূন্ যজমানান্ প্রতিগন্তারং নরং পুরুষম্ ইন্দ্রম্ অনু হুবে অনুক্রমেণ কর্মসু আহ্বয়ামি। যং তে ত্বাম্ ইন্দ্রং পিতা অস্মদীয়ো জনকঃ পূর্বং পুরা স্বকীয়ানুষ্ঠানকালে হুবে আহূতবান্। ত্বম্ আহ্বয়ামতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৯

মন্ত্রার্থ। স্বর্গরূপ রত্নস্থান[১১১] হইতে ইন্দ্র বহুলোকের নিকট গমন করেন। পুরাতন-

১১০। সহস্র রক্ষণ কার্যের সহিত। ১১১। দেবলোক।

আবাস হইতে আমি তাঁহাকে আহ্বান করি, যাঁহাকে আমাদের পিতা **স্বকীয় অনুষ্ঠানে** পুরাকালে আহ্বান করিয়াছিলেন।৯

তং ত্বা বয়ম্ বিশ্ববারা শাস্মহে পুরুহূত। সখে বসো জরিতৃভ্যঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে বিশ্ববার সর্বৈর্বরণীয় পুরুহূত বহুভিঃ **স্বস্বকর্মণ্যাহূত সখে** সখিবৎ প্রিয় বসো নিবাসহোতা ইন্দ্র তং পূর্বোক্তগুণযুক্তং ত্বাং জরিতৃভ্যঃ স্তোতৃণামনুগ্রহার্থম্ আ শাস্মহে প্রার্থয়ামহে ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে বিশ্ববার[১১২] আপনি বহুলোক **দ্বারা স্ব স্ব কর্মে** আহূত হন। প্রিয়সখা ও নিবাসহেতু আপনার স্তোতৃগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।১০

অস্মাকং শিপ্রিণীনাং সোমপাঃ সোমপাব্নাম্।

সখে বজ্রিনৎ সখীনাম্ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে সোমপাঃ সোমস্যপাতঃ সখে সখিবৎ প্রিয় বজ্রিন্ বজ্রযুক্তেন্দ্র সখীনাং সখিবৎ প্রিয়াণাং সোমপাব্নাং সোমস্য পাতৃণাম্ অস্মাকং শিপ্রিণীনাং দীর্ঘাভ্যাং হনূভ্যাং নাসিকাভ্যাং বা যুক্তানাং গবাং সমূহ ত্বং প্রসাদাদস্ত্বিতি শেষঃ।১১

মন্ত্রার্থ। হে সোমপায়ী সখা, বজ্রধারী ইন্দ্রদেব, আমরাও সোমপায়ী এবং আপনার প্রিয়সখা। আমাদের দীর্ঘনাসিক গাভীসমূহ আপনার প্রসাদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।১১

তথা তদস্তু সোমপাঃ সখে বজ্রিন্তথা কৃণু। যথা ত উশ্মসীষ্টয়ে ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে সোমপাঃ সখে বজ্রিন্ ইষ্টয়ে অভিলষিতার্থং তে তব অনুগ্রহং যথা যেন প্রকারেণ উশ্মসি বয়ং কাময়ামহে ত্বং তথা কুরু। ত্বৎ প্রসাদাৎ তৎ অভীষ্টং তথা অস্তু ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে সোমপায়ী সখা, বজ্রধারী ইন্দ্রদেব, আপনি এরূপ আচরণ করুন যেন

১১২। সর্বজন বরণীয়।

আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আমরা আপনার অনুগ্রহ কামনা করি। আপনার প্রসাদে সেই অভীষ্ট অচিরে সুসিদ্ধ হউক।১২

রেবতীর্নঃ সধমাদ ইন্দ্রে সন্তু তুবিবাজাঃ। ক্ষুমন্তো যাভির্মদেম ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। ক্ষুমন্তঃ অন্নবন্তো বয়ং যাভিঃ গোভিঃ সহ মদেম হৃষ্যেম ইন্দ্র সধমাদে অস্মাভিঃ সহ হর্ষযুক্তে সতি নঃ অস্মাকং তা গাবঃ রেবতীঃ ক্ষীরাজ্যাদিধনবত্যঃ তুবিবাজাঃ প্রভূতবলাশ্চ সন্তু ॥১৩

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রদেব তুষ্ট হইলে আমাদের গাভী সমূহ ক্ষীরাজ্যাদি ধনযুক্তা (দুগ্ধবতী) ও প্রভুত বলশালিনী হইবে। আমরা সেই গাভী হইতে খাদ্য পাইয়া অন্নবান ও হৃষ্ট হইব।১৩

আ ঘ ত্বাবানত্মনাপ্তঃ স্তোতৃভ্যো ধৃষ্ণবিয়ানঃ। ঋণোরক্ষং চ চক্র্যোঃ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ধৃষ্ণো ধার্ষ্ট্যযুক্ত ইন্দ্র ত্বাবান্ ত্বৎসদৃশো দেবতা বিশেষঃ ত্মনাপ্তঃ ত্বদনুগ্রহবশাৎ স্বয়মেব আপ্ত সন্ ইয়ানঃ অস্মাভির্যাচ্যমান স্তোতৃভ্যঃ স্তোতৃণামনুগ্রহায় তদভীষ্টমর্থং ঘ অবশ্যম্ আ ঋণোঃ আনীয় প্রক্ষিপতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। চক্র্যোঃ রথস্য চক্রয়ো অক্ষং ন যথা অক্ষং প্রক্ষিপন্তি তদ্বৎ ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে ধৃষ্ণ[১১৩] রথচক্রদ্বয় অক্ষকে যেমন ফিরাইয়া আনে তদ্রূপ আপনার ন্যায় দেবতা আমাদের দ্বারা যাচিত হইয়া স্তোতৃবৃন্দের অভীষ্ট অর্থ অবশ্যই আনিয়া দিবেন।১৪

আ যদ্দুবঃ শতক্রতবা কামং জরিতৄনাম্। ঋণোরক্ষং ন শচীভিঃ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে শত ক্রতো ইন্দ্র যদ্দুবঃ ধনং কামিতার্থরূপম্ আ স্তোতৃভিরাপ্তব্যমস্তি তং কামং জরিতৃণাং স্তোতৃণামনুগ্রহায় আ ঋণোঃ আনীয় প্রক্ষিপসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শচীভিঃ কর্মভিঃ শকটোচিতব্যাপারবিশেষৈঃ অক্ষং ন যথা অক্ষং প্রক্ষিপন্তি তদ্বৎ ॥১৫

১১৩। ধার্ষ্ট্যযুক্ত, সাহসী।

মন্ত্রার্থ। হে শতক্রতু, যেরূপ শকটের গতি অক্ষকে ফিরাইয়া আনে সেইরূপ আপনি স্তোত্র গানকারীদিগের কাম্যধন তাহাদের কামনা অনুসারে অর্পণ করেন।১৫

শশ্বদিন্দ্রঃ পোপ্রুথদ্ভির্জিগায় নানদদ্ভিঃ। শাশ্বসদ্ভির্ধনানি।
স নো হিরণ্যরথং দংসনাবান্ত্স নঃ সনিতা সনয়ে স নোঽদাৎ ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। তুষ্টেন ইন্দ্রেন দত্তং হিরণ্যরথম্ অনয়া প্রতিজগ্রাহ। তথা চ ব্রাহ্মণং—'তস্মা ইন্দ্রঃ স্তূয়মানঃ প্রীতো মনসা হিরণ্য রথং দদৌ তমেতয়া প্রতীয়ায় শশ্বদিন্দ্র ইতি (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। ইন্দ্রঃ শশ্বৎ সর্বদা ধনানি বৈরিসম্বন্ধীনি জিগায় জিতবান্ অশ্বৈরিতি শেষঃ। কীদৃশৈঃ। পোপ্রুথদ্ভিঃ ঘাসভক্ষণানন্তরভাবিনম্ ওষ্ঠশব্দং কুর্বদ্ভিঃ নানদদ্ভিঃ নাদম্ আস্যগতং হেষাশব্দং কুর্বদ্ভিঃ শাশ্বসদ্ভিঃ পুনঃপুনর্ভৃশং বা শ্বসদ্ভিঃ। দংসনাবান্ কর্মবান্ সনিতা দাতা সঃ ইন্দ্রঃ নঃ অস্মাকং সনয়ে সংভজনার্থং হিরণ্যরথং স্বুবর্ণেন নির্মিতং রথম্ অদাত দত্তবান্। 'স নঃ স সঃ' ইতি দ্বিরুক্তিরাদরার্থম্ ॥১৬

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের যে অশ্বসমূহ তৃণ ভক্ষণান্তে তৃপ্তিসূচক ওষ্ঠশব্দ করে, হ্রেষা রব করে ও পুনঃপুনঃ শ্বাসত্যাগ করে, সেই অশ্বগণ দ্বারা ইন্দ্র সর্বদা বৈরীধন জয় করেন। কর্মবান্ ও দানশীল ইন্দ্রদেব আমাদের সম্ভোগার্থ হিরণ্ময়[১১৪] শ্রেষ্ঠ রথ দিয়াছেন।১৬

অশ্বিনাবশ্বাবত্যেষা যাতং শবীরয়া। গোমদ্দস্রা হিরণ্যবৎ।১৭

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রেণ প্রেরিতঃ শুনঃশেপঃ অশ্বিনৌ তুষ্টাব। তথা চ ব্রাহ্মণং-'তমিন্দ্র উবাচাশ্বিনৌ নু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম ইতি সোঽশ্বিনৌ তুষ্টাবাত উত্তরেণ তৃচেন (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। হে অশ্বিনৌ অশ্বাবত্যা বহুভিরশ্বৈর্যুক্তয়া শবীরয়া প্রের্যমাণয়া ইষা অন্নেন সহ আ যাতম্ অস্মিন্ কর্মণি আগচ্ছতম্। হে দস্রা অশ্বিনৌ যুবয়োঃ প্রসাদাৎ গোমৎ বহুভির্গোভির্যুক্তং হিরণ্যবৎ বহুনা হিরণ্যেন যুক্তম্ অস্মদীয়ং গৃহমস্ত্বিতি শেষঃ ॥১৭

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র দ্বারা প্রেরিত হইয়া শুনঃশেপ অশ্বিনীদ্বয়কে এই স্তবে তুষ্ট করেন। হে অশ্বিদ্বয়, বহু অশ্বের দ্বারা প্রেরিত প্রচুর অন্নসহ এই যজ্ঞে আগমন করুন। হে শত্রু বিনাশক, আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও হিরণ্যযুক্ত হউক।১৭

১১৪। স্বুবর্ণ নির্মিত।

সমানযোজনো হি বাঁ রথো দস্রাবমর্ত্যঃ। সমুদ্রে অশ্বিনেয়তে ॥১৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে দস্রৌ অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সংবন্ধী রথঃ সমানযোজনঃ তুল্য-যোজনঃ যুবয়োর্দ্বয়োরেকরথারূঢ়ত্বাৎ উভয়ার্থং সকৃদেব যুজ্যতে। যুক্তঃ স রথঃ অমর্ত্যঃ বিনাশরহিতঃ অপ্রতিহতগতিরিত্যর্থঃ। অতএব হে অশ্বিনৌ হি যস্মাৎ সমুদ্রে অন্তরিক্ষে ঈয়তে গচ্ছতি। অন্তরিক্ষনামসু পঠিতং সমুদ্রশব্দং যাস্ক এবং ব্যাচখ্যৌ—সমুদ্র কস্মাৎ-সমুদ্‌ দ্রবন্ত্যস্মাদাপঃ সমভিদ্রবন্ত্যেনমাপঃ সংমোদন্তেঽস্মিন্‌ভূতানি সমুদকো ভবতি সমুনত্তীতি বা (নি ২।১০) ইতি ॥১৮

মন্ত্রার্থ। হে শত্রুনাশক অশ্বিনীদ্বয়, আপনাদের উভয়ের জন্য সংযোজিত শ্রেষ্ঠরথ বিনাশরহিত, অপ্রতিহতগতি ও অন্তরীক্ষচারী ॥১৮

ন্যঘ্ন্যস্য মূর্ধনি চক্রং রথস্য যেমথুঃ। পরি দ্যামন্যদীয়তে ॥১৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ যুবাম্ অঘ্ন্যস্য হন্তুং বিনাশয়িতুমশক্যস্য দৃঢ়স্য পর্বতস্য মূর্ধনি উপরি চক্রং ভবদীয়রথসংবন্ধ্যেকং চক্রং নি যেমথুঃ নিয়মিতবন্তৌ। অন্যৎ চক্রং পরি দ্যাং দ্যুলোকস্য পরিতঃ ঈয়তে গচ্ছতি ॥১৯

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিনীদ্বয় আপনাদের রথের একচক্র বিনাশরহিত পর্বতমস্তকে স্থাপিত হইয়াছে এবং অন্য চক্র আকাশের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে।

কস্ত উষঃ কধপ্রিয়ে ভুজে মর্তো অমর্ত্যে। কং নক্ষসে বিভাবরি ॥২০

সায়ণ-ভাষ্য। অশ্বিভ্যাং প্রেরিতঃ শুনঃশেপঃ উষসং তুষ্টাব। তথা চ ব্রাহ্মণং—'তমশ্বিনা উচতুরুষসং নু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম ইতি চ উষসং তুষ্টাব। ত উত্তরেণ তৃচেন তস্য হ স্মর্চ্যৃক্তায়াং বি পাশো মুমুচে কনীয় ঐক্ষ্বাকস্যোদরং ভবত্যুত্তমস্যামেবর্চ্যৃক্তায়াং বি পাশো মুমুচেঽগদ ঐক্ষ্বাক আস' (ঐ ব্রা ৭।১৬) ইতি। হে কধপ্রিয়ে স্তুতিপ্রিয়ে অমর্ত্যে মরণরহিতে উষঃ এতচ্ছব্দাভিধেয়ে উষঃকালাভিমানিনি দেবতে ভুজে তব ভোগায় মর্তঃ মনুষ্যঃ কঃ বিদ্যতে। হে বিভাবরি বিশেষপ্রভাবযুক্তে উষো দেবী কং পুরুষং নক্ষসে প্রাপ্নোষি তবোচিতং ভোগং দাতুং ন কোঽপি মনুষ্য সমর্থঃ। অত এব ত্বং কমপি পুরুষং ভোগাপেক্ষয়া ন প্রাপ্নোষি। ঈদৃশস্তব মহিমেত্যর্থঃ ॥২০

মন্ত্রার্থ। অশ্বিদ্বয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শুনঃশেপ উষাদেবীকে এই স্তোত্রে তুষ্ট করেন।—হে স্তুতিপ্রিয়া, মরণরহিতা উষাদেবী, কোন্ মনুষ্য আপনাকে যথোচিত ভোগদানে সমর্থ হয়? হে বিভাবরি[১১৫] সম্ভোগার্থ কোন পুরুষ আপনাকে প্রাপ্ত হন না। ইহাই আপনার মহিমা।২০

বয়ং হি তে অমন্মহ্যান্তাদা পরাকাৎ। অশ্বে ন চিত্রে অরুষি।।২১

সায়ণ-ভাষ্য। অশ্বে ব্যাপনশীলে চিত্রে চায়নীয়ে অরুষি আরোচমানে উষঃ কালাভিমানিনি দেবতে তব স্বরূপম্ আন্তাৎ সমীপপর্যন্তম্ আ পরাকাৎ দূরপর্যন্তম্ বয়ং মনুষ্যাঃ ন অমন্মহি ন বোদ্ধুং সমর্থাঃ। হি শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। দেবতা মহিম্নঃ পারাবারযোরজ্ঞানমস্মাসু প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ।২১

মন্ত্রার্থ। হে ব্যাপনশীলা বিচিত্র বর্ণা দীপ্যমানা উষা, আমরা নিকট বা দূর হইতে আপনার মহিমা বুঝিতে সমর্থ নহি। কারণ দেবতা মহিমারূপ পারাবারের অবিজ্ঞান আমাদিগের মধ্যে চিরকাল প্রসিদ্ধ।২১

ত্বং ত্যেভিরা গহি বাজেভির্দুহিতর্দিবঃ। অস্মে রয়িং নি ধারয়।।২২

সায়ণ-ভাষ্য। হে দিবঃ দুহিতঃ দ্যুদেবতায়াঃ পুত্রি উষো দেবি ত্যেভিঃ বাজেভিঃ তৈরন্নৈঃ সহ ত্বম্ আ গহি অত্রাগচ্ছ। অরমে অস্মাসু রয়িং ধনং নি ধারয় নিতরাং স্থাপয়।।২২

মন্ত্রার্থ। হে স্বর্গ দুহিতে উষা দেবি[১১৬]। আমাদের যজ্ঞে অন্নাদি সহ অবিলম্বে আগমন করুন এবং আমাদিগকে প্রচুর ধনপ্রদান করুন।২২

১১৫। বিশেষ প্রভাবযুক্ত।

১১৬। উষাকালের অভিমানিনীদেবতা। উষা আর্য্যদের প্রাচীন উপাস্য দেবতা। আর্য্য জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তাঁহার নাম ও উপাসনা দেখা যায়। রাজেন্দ্র লাল মিত্র তৎকৃত Indo-Aryans নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন ঋগ্বেদে উষার বিভিন্ন ছয়টি নাম পাওয়া যায়।—অর্জুনী, বৃষয়, দহনা, উষা, সরমা ও সরন্যু। এই সকল নাম গ্রীকদের মধ্যেও প্রচলিত; যথা—Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and

একত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি আঙ্গিরস হিরণ্যস্তূপ ও দেবতা অগ্নি

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোঽজায়ন্ত মরুতো ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং প্রথমঃ আদ্যঃ আঙ্গিরসানামৃষীণাং সর্বেষাং জনকত্বাৎ। তাদৃশঃ অঙ্গিরোনামক ঋষিঃ অভবঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং—'যেঽঙ্গারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্ (ঐ ব্রা ৩।৩৪) ইতি। তথা স্বয়ং দেব ভূত্বা দেবানাম্ অন্যেষাং শিবঃ শোভনঃ সখা অভব। তব ব্রতে ত্বদীয়ে কর্মণি কবয়ঃ মেধাবিনঃ বিদ্মনাপসঃ জ্ঞানেন ব্যাপ্নুবানাঃ জ্ঞাতকর্মাণো বা ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ দীপ্যমানায়ুধাঃ মরুতঃ মরুৎসংজ্ঞকাঃ দেবাঃ অজায়ন্ত ॥১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি অঙ্গিরা[১১৭] ঋষিগণের আদি ঋষি ছিলেন। অনন্তর দেবতা হইয়া দেবগণের শিব[১১৮] সখা হইয়াছেন। আপনার শুভকর্মে মেধাবী, জ্ঞাত কর্মা[১১৯] ও উজ্জ্বল আয়ুধধারী মরুৎগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।১

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ কবির্দেবানাং পরি ভূষসি ব্রতম্।
বিভুর্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় মেধিরো দ্বিমাতা শয়ুঃ কতিধা চিদায়বে ॥২

Erinys বৈদিক ও গ্রীক আখ্যায়িকার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। গ্রীসদেশীয় আখ্যায়িকাতে আছে, Apollo (সূর্য) Daphne (দহনা) দেবীর পশ্চাতে ধাবমান হন ও তাঁহাকে ধরামাত্র Daphne বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই আখ্যায়িকার অর্থ, সূর্য উদয় হইলেই উষা শেষ হয়। ঋগ্বেদের একস্থানে উষাকে অহনা বলা হইয়াছে। গ্রীসদেশে সুবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী Athene বৈদিক অহনার অপভ্রংশ মনে হয়। গ্রীকগণকে Athenians বলা হয়। Athenian শব্দের অর্থ উষাপুত্র।

১১৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, অঙ্গিরা ঋষিগণ প্রথমে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার মাত্র ছিলেন। অঙ্গিরা নামে প্রকৃত একটি সুপ্রাচীন ঋষিবংশ আমাদের দেশে অগ্নিপূজার প্রচলন করেন।

১১৮। শোভনীয়, মঙ্গলময়। ১১৯। জ্ঞান বাপ্ত।

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং প্রথমঃ আদ্যঃ অঙ্গিরস্তমঃ অতিশয়েন অঙ্গিরা ভূত্বা কবিঃ মেধাবী সন্ দেবানাম্ অন্যেষাং ব্রতং কর্ম পরি ভূষসি পরিতঃ অলংকরোষি। কীদৃশস্ত্বম্। বিশ্বস্মৈ ভুবনায় সমস্তলোকানুগ্রহার্থং বিভুঃ বহুবিধঃ। আহবনীয়াদ্যনেকরূপধারীত্যর্থঃ। মেধিরঃ মেধাবান্ দ্বিমাতা দ্বয়োঃ অরণ্যোঃ উৎপন্নঃ। যদ্বা দ্বয়োর্লোকয়োঃ নির্মাতা। আযবে মনুষ্যার্থং কতিধা চিৎ কতিভিঃ প্রকারৈঃ সর্বত্র শয়ুঃ শয়ান। তত্তন্মনুষ্যগৃহেঽবস্থিতস্য তব প্রকারা ইয়ন্ত ইতি ন কেনাপি জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি অঙ্গিরসঋষিকুলের মধ্যে প্রথম ও সর্বোত্তম দেবতা, আপনি সমস্ত লোকের অনুগ্রহার্থ আহবনীয়াদি বহু রূপধারী ও দেবগণের যজ্ঞ সমূহ অলংকৃতকারী। আপনি সমস্তজগতের বিভু, মেধাবান ও দ্বিমাতৃক[১২০]। আপনি সকলের কল্যানার্থ মনুষ্যগৃহে বহুরূপে বিরাজিত।২

ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব সুক্রতুয়া বিবস্বতে।
অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্যেঽসঘ্নোর্ভারমযজো মহো বসো ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং মাতরিশ্বনে প্রথমঃ মুখ্যো ভূত্বা বর্তসে। 'অগ্নির্বায়ুরাদিত্যঃ' (নিরু ৭।৭) ইতি বায়্বপেক্ষয়া সর্বত্র মুখ্যত্বাবগমাৎ। তাদৃশস্ত্বং সুক্রতুয়া শোভনকর্মেচ্ছয়া বিবস্বতে পরিচরতে যজমানায় আবির্ভব প্রকটোভব। তব সামর্থ্যং দৃষ্ট্বা রোদসী দ্যাবাপৃথিবৌ অরেজেতাম্ অকম্পেতাম্। 'ভ্যসতে রেজতে ইতি ভয়বেপনয়োঃ' (নিরু ৩।২১) ইতি যাস্কঃ। হোতৃবূর্যে হোতৃবরণযুক্তে কর্মণি ভারং ভরণম্ অসঘ্নো ঊঢ়বানসি। হে বসো নিবাস হেতো বহ্নে মহঃ পূজ্যান্ দেবান্ অযজঃ ইষ্টবানসি ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি মাতরিশ্বার অগ্রগামী, আপনি শোভনীয় যজ্ঞকর্মের আকাঙ্খায় পরিচর্যারত যজমানের নিকট প্রকটিত হন। আপনার বিপুল সামর্থ্য দর্শনে পৃথিবী ও দ্যুলোক প্রকম্পিত হয়। আপনি হোতারূপে বৃত হইলে যজ্ঞভার বহন করেন। হে নিবাসহেতু আপনি পূজনীয় দেবগণের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।৩

ত্বমগ্নে মনবে দ্যামবাশয়ঃ পুরূরবসে সুকৃতে সুকৃত্তরঃ।
শ্বাত্রেণ যৎপিত্রোর্মুচ্যসে পর্যা ত্বা পূর্বমনয়ন্নাপরং পুনঃ ॥৪

১২০। দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণে উৎপন্ন অথবা লোকদ্বয়ের নির্মাতা

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং. মনবে মনোরনুগ্রহার্থং দ্যাং দ্যুলোকম্ অবাশয়ঃ শব্দিতবানসি। পুণ্যকর্মভিঃ সাধ্যো দ্যুলোক ইতি প্রকটিতবানসি। সুকৃতে তবপরিচরণং কুর্বতে পুরূরবসে এতন্নামকস্য রাজ্ঞোঽনুগ্রহার্থং সুকৃত্তরঃ অতিশয়েন শোভনফলকার্যভূঃ। যৎ যদা পিত্রোঃ অরণ্যোঃ শ্বাত্রেণ ক্ষিপ্রমথনেন পরি মুচ্যসে পরিতো মুক্তো ভবসি উৎপদ্যসে ইত্যর্থঃ। তদানীং ত্বা অরণ্যোৎপন্নং ত্বাং পূর্বং বেদেঃ পূর্বদেশম্ আ অনয়ন্ আহবনীয়ত্বেন স্থাপিতবন্তঃ। পুনঃ পশ্চাৎ অপরং পশ্চিমদেশম্ আ অনয়ন্ গার্হপত্যরূপেণ প্রাপিতবন্তঃ। আহবনীয় কর্মানুষ্ঠানাদূর্ধ্বং গার্হপত্যরূপেণ ধারিতবন্তঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি মনুকে[১২১] বলিয়াছিলেন যে, পুণ্য কর্ম দ্বারা স্বর্গ পাওয়া যায়। রাজা পুরূরবা[১২২] সুকৃতি করায় আপনি তাঁহাকে শোভনীয় ফল দান করিয়াছিলেন। যখন আপনি আপনার পিতৃরূপ কাষ্ঠদ্বয়ের ক্ষিপ্র ঘর্ষণে উৎপন্ন হন তখন আপনি প্রথমে যজ্ঞবেদীর পূর্বদিকে আহবনীয় অগ্নিরূপে স্থাপিত হন ও পরে পশ্চিম দিকে গার্হপত্য অগ্নিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।৪

ত্বমগ্নে বৃষভঃ পুষ্টিবর্ধন উদ্যতস্রুচে ভবসি শ্রবায্যঃ।
য আহুতিং পরি বেদা বষট্কৃতিমেকায়ুরগ্রে বিশ আবিবাসসি ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং বৃষভঃ কামানাং বর্ষিতা পুষ্টিবর্ধনঃ যজমানস্য ধনাদি-পোষাভিবৃদ্ধি হেতুঃ উদ্যত স্রুচে উদ্ধতয়া স্রুচা যুক্তায় যজমানায় তদনুগ্রহার্থং শ্রবায্যঃ মন্ত্রৈঃ শ্রবণীয় ভবসি। যঃ যজমানঃ বষট্কৃতিং বষট্কারযুক্তাম্ আহুতিং পরি বেদ পরিতো জানাতি সমর্পয়তীত্যর্থঃ। একায়ুঃ মুখ্যান্নঃ ত্বম্ অগ্রে প্রথমং তং যজমানং বিশঃ তদনুকূলাঃ প্রজাঃ আবিবাসসি সর্বতঃ প্রকাশয়সি ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি অভীষ্টবর্ষী ও পুষ্টিবর্দ্ধক। যখন যজমান স্রুচ উন্নত করে, তখন শ্রবায্যঃ মন্ত্রসমূহ দ্বারা আপনি শ্রবণীয় হন। যে যজমান বষট্ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আহুতি দান করে, হে মুখ্যতম অন্নদাতা, আপনি প্রথমে তাহাকে ও পরে অন্যান্য সকলকে আলোক দান করেন।৫

১২১। যাস্কমতে মনু বিবস্বানের পুত্ররূপে সবর্ণার গর্ভে জাত হন।

১২২। বিষ্ণু পুরাণে আছে, রাজা পুরূরবা কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন পূর্বক ত্রিবিধ যজ্ঞাগ্নি প্রস্তুত করেন।

ত্বমগ্নে বৃজিনবর্তনিং নরং সক্মন্‌পিপর্ষি বিদথে বিচর্ষণে।
যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে দভ্রেভিশ্চিৎসমৃতা হংসি ভূয়সঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে বিচর্ষণে বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নে ত্বং বৃজিনবর্তনিং বিপ্লুতমার্গং সদাচাররহিতং নরং পুরুষং সক্মন্ সচনীয়ে সমবেতুং যোগ্যে বিদথে কর্মণি পিপর্ষি পালয়সি পূরয়সি বা। সৎকর্মানুষ্ঠানযুক্তং করোষীত্যর্থঃ। যঃ ত্বং পরিতক্ম্যে পরিতো গন্তব্যে ধনে ধনবৎ শূরাণাং প্রিয়তমে শূরসাতা শূরৈঃ সংভজনীয়ে যুদ্ধে দভ্রেভিশ্চিং অল্পৈরপি শৌর্যরহিতৈঃ পুরুষৈঃ। 'দভ্রমর্ভকমিত্যল্পস্য' (নিরু ৩।২০) ইতি যাস্কঃ। সমৃতা সম্যক্ যোদ্ধুং প্রাপ্তে সতি তদনুগ্রহার্থং ভূয়সঃ প্রৌঢ়ান্ প্রতিপক্ষিণঃ শত্রূন্ হংসি মারয়সি। ঈদৃশস্তব মহিমেত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে বিচর্ষণ[১২৩] অগ্নিদেব, আপনি সন্মার্গচ্যুত পুরুষকে তাহার উদ্ধার যোগ্য কর্মে নিযুক্ত করেন ; সৎকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করেন। চতুর্দিকে যুদ্ধ আরম্ভ ও সম্যকরূপে বিস্তৃত হইলে আপনি অল্পসংখ্যক শৌর্য রহিত সৈন্য দ্বারা প্রতিপক্ষীয় প্রৌঢ় বীরগণকে নিধন করেন। ঈদৃশ আপনার মহিমা।৬

ত্বং ত্বমগ্নে অমৃতত্ব উত্তমে মর্তং দধাসি শ্রবসে দিবেদিবে।
যস্তাতৃষাণ উভয়ায় জন্মনে ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আ চ সূরয়ে ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং তং মর্তং তথাবিধং ত্বৎসেবিনং মনুষ্যং দিবেদিবে প্রতিদিনং শ্রবসে অন্নার্থম্ উত্তমে অমৃতত্বে উৎকৃষ্টমরণরহিতে পদে দধাসি ধারয়সি। যঃ যজমানঃ উভয়ায় জন্মনে দ্বিবিধ জন্মার্থং দ্বিপদাং চতুষ্পদাং চ লাভায়েত্যর্থ। ততৃষাণঃ অতিশয়েন তৃষ্ণাযুক্তো ভবতি তস্মৈ সূরয়ে অভিজ্ঞায় যজমানায় ময়ঃ সুখং 'যদ্বৈ সুখং তন্ময়' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। প্রয়ঃ চ অন্নমপি আ কৃণোষি সর্বতঃ করোষি ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি সে মনুষ্যকে দিনে দিনে অন্নের জন্য উৎকৃষ্ট ও মরণরহিত পদে ধারণ করেন যে দ্বিপদ ও চতুষ্পদ উভয়রূপে জন্ম লাভার্থ অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হয়। সে অভিজ্ঞ যজমানকে আপনি প্রচুর সুখ ও অন্ন দান করেন।৭

১২৩। বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত।

ত্বং নো অগ্নে সনয়ে ধনানাং যশসং কারুং কৃণুহি স্তবানঃ।
ঋধ্যাম কর্মাপসা নবেন দেবৈর্দ্যাবা পৃথিবী প্রাবতং নঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে স্তবানঃ স্তূয়মানঃ ত্বং নঃ অস্মাকং ধনানাং সনয়ে দানার্থং যশসং যশোযুক্তং কারুং কর্মণাং কর্তারং পুত্রং কৃণুহি কুরু। নবেন নূতনেন অপসা প্রাপ্তেন ত্বদ্দত্তেন পুত্রেণ কর্ম যাগদানাদিরূপম্ ঋধ্যাম বর্ধয়াম্। হে দ্যাবা পৃথিবী উভে দেবতে দেবৈঃ অন্যৈঃ সহ নঃ অস্মান্ প্রাবতং প্রকর্ষেণ রক্ষতম্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আমরা ধনলাভের জন্য আপনার স্তুতি করি। আপনি আমাদিগকে যশস্বী ও যজ্ঞসম্পাদক পুত্র দান করুন। আমরা নূতন পুত্র লাভ করিলে যজ্ঞদানাদি পুণ্যকর্ম বৃদ্ধি পাইবে। হে দ্যু ও পৃথিবী, অন্যান্য দেবগণের সহিত আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন।৮

ত্বং নো অগ্নে পিত্রোরূপস্থ আ দেবো দেবেষ্বনবদ্য জাগৃবিঃ।
তনুকৃদ্বোধি প্রমতিশ্চ কারবে ত্বং কল্যাণ বসু বিশ্বমোপিষে ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অনবদ্য দোষ রহিত অগ্নে দেবেষু সর্বেষু মধ্যে জাগৃবিঃ জাগরূকঃ ত্বং পিত্রো মাতৃপিতৃরূপয়ো দ্যাবাপৃথিব্যোঃ উপস্থে সমীপস্থানে বর্তমানঃ সন্ নঃ অস্মাকং তনূকৃৎ পুত্ররূপশরীরকারী ভূত্বা বোধি বুধ্যস্ব। অনুগৃহাণেত্যর্থঃ। তথা কারবে কর্মকর্ত্রে যজমানায় প্রমতিশ্চ অনুগ্রহরূপপ্রকৃষ্টমতিযুক্তশ্চ ভবেতি শেষঃ। হে কল্যাণ মঙ্গলরূপ অগ্নে ত্বং বিশ্বং বসু সর্বমপি ধনম্ ওপিষে যজমানার্থমাবপসি ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে অনবদ্য* অগ্নিদেব, আপনি দেবগণের মধ্যে একমাত্র জাগরূক। আপনার মাতাপিতা রূপ দ্যুলোক ও পৃথিবীর সমীপে থাকিয়া আপনি আমাদিগকে পুত্র-দানে অনুগৃহীত করুন। হে কল্যাণকারী অগ্নিদেব, যজ্ঞকর্তা যজমানের প্রতি আপনি সুপ্রসন্ন হউন। আপনি যজমানের জন্য সর্ববিধ ধন বপন করিয়াছেন।৯

ত্বমগ্নে প্রমতিস্ত্বং পিতাসি নস্ত্বং বয়স্কৃত্তব জাময়ো বয়ম্।
সং ত্বা রায়ঃ শতিনঃ সং সহস্রিণঃ সুবীরং যন্তি ব্রতপামদাভ্য ॥১০

---

* দোষরহিত।

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং প্রমতিঃ অস্মদনুগ্রহরূপপ্রকৃষ্টমতিযুক্তোঽসি। তথা ত্বং নঃ অস্মাকং পিতা পালকঃ অসি। তথা ত্বং বয়স্কৃৎ আয়ুষ্যপ্রদোঽসি। বয়ম্ অনুষ্ঠাতারঃ তব জাময়ঃ বন্ধবঃ। হে অদাভ্য কেনাপি অহিংসনীয় অগ্নে সুবীরং শোভন পুরুষযুক্তং ব্রতপাং কর্মণঃ পালকং ত্বাং শতিনঃ শতসংখ্যাযুক্তাঃ রায়ঃ ধনানি সং যন্তি সম্যক্ প্রাপ্নবুন্তি। তথা সহস্রিণঃ সহস্রসংখ্যাকাঃ রায়ঃ সং যন্তি ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্নমতি, আপনি আমাদের পিতৃতুল্য এবং দীর্ঘ আয়ুপ্রদানকারী। আমরা আপনার প্রিয় বন্ধু। হে অহিংসনীয় অগ্নিদেব, আপনি শোভন পুরুষযুক্ত ও ব্রতপালক। শত ও সহস্র ধন আপনাকে প্রাপ্ত হয়।১০

ত্বামগ্নে প্রথমমায়ুমায়বে দেবা অকৃণ্বন্নহুষস্য বিশ্‌পতিম্।
ইলামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং পিতুর্যৎপুত্রো মমকস্য জায়তে ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বাং প্রথমং পুরা দেবাঃ আয়বে আয়োঃ মনুষ্যরূপস্য নহুষস্য এতন্নামকরাজবিশেষস্য আয়ুং মনুষ্যরূপং বিশ্‌পতিং সেনাপতিম্ অকৃণ্বন্ কৃতবন্তঃ। তথা মনুষস্য মনোঃ ইলাম্ এতন্নামধেয়াং পুত্রীং শাসনীং ধর্মোপদেশকর্ত্রীম্ অকৃণ্বন কৃতবন্তঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়েরাম্নায়তে—'ইলা বৈ মানবী যজ্ঞানূকাশিন্যাসীং' (তৈ ব্রা ১।১।৪।৪) ইতি। বাজসনেয়িনোঽপ্যেবমামনন্তি 'প্রযাজানুযাজানাং মধ্যে মামবকল্পয় ময়া সর্বানবাপ্‌স্যসি কামানিতি সা মনুমন্বশাদিতি যৎ শাৎ' ইতি। যৎ মদা মমকস্য মদীয়স্য হিরণ্যস্তূপসংবন্ধিনঃ যঃ পিতা অঙ্গিরা তস্য পিতু পুত্রঃ জায়তে। তদানীং হে অগ্নে ত্বমেব পুত্ররূপ আসীরিতি শেষ ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, পুরাকালে আপনাকে দেবগণ রাজা নহুষের মনুষ্যরূপধারী সেনাপতি করিয়াছিলেন এবং পুত্রী ইলাকে মনুর ধর্মোপদেষ্টা করিয়াছিলেন। হে অগ্নি, যখন মদীয় পিতা অঙ্গিরা বর্তমান ছিলেন। তখন তাঁহার পিতার পুত্ররূপে আপনি বিদ্যমান ছিলেন।১১

ত্বং নো অগ্নে তব দেব পায়ুভির্মঘোনো রক্ষ তন্বশ্চ বন্দ্য।
ত্রাতা তোকস্য তনয়ে গবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে বন্দ্য বন্দনীয় অগ্নে দেব ত্বং তব পায়ুভিঃ ত্বদীয়ৈঃ পালনৈঃ

মঘোনঃ ধনযুক্তান্ নঃ অস্মান্ রক্ষ। তথা তন্বশ্চ তনূঃ পুত্রদেহানপি রক্ষ। তোকস্য অস্মদীয়স্য পুত্রস্য যঃ তনয়োঽস্মৎ পৌত্রাদিঃ তব ব্রতে ত্বদীয়ে কর্মণি অণিমেষং নিরন্তরং রক্ষমাণঃ সাবধানো বর্ততে তস্মিন্ যা গাবঃ সন্তি তাসাং গবাং ত্রাতা রক্ষকঃ অসি। ঈদৃশস্য তব অস্মদ্রক্ষণে কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে বন্দনীয় অগ্নিদেব, আপনার প্রসাদে আমরা ধনযুক্ত। আপনার পালনী শক্তি দ্বারা আমাদিগকে এবং আমাদের পুত্রদের দেহও রক্ষা করুন। আমার পৌত্রাদি আপনার শুভ ব্রতে নিরন্তর নিযুক্ত আছে। সর্বদা আপনি তাহাদের গাভী সমূহের রক্ষক হউন॥১২

ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুরন্তরোঽনিষঙ্গায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।
যো রাতহব্যোঽবৃকায় ধায়সে কীরেশ্চিন্মন্ত্রং মনসা বনোষি তম্॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং যজ্যবে যজ্যোঃ যজমানস্য পায়ুঃ পালকঃ অন্তরঃ সমীপবর্তী সন্ অনিষঙ্গায় রক্ষোভিরসংবদ্ধায় যজ্ঞায় চতুরক্ষঃ দিক্‌চতুষ্টয়েঽপি ইন্দ্রিয়স্থানীয়-জ্বালাযুক্তঃ ইধ্যসে দীপ্যসে। অবৃকায় অহিংসকায় ধায়সে পোষকায় তুভ্যং রাতহব্যঃ দত্তহবিষ্কঃ য যজমানোঽস্তি কীরেশ্চিৎ স্তোতুরেব সতঃ তস্য সংবন্ধিনং মন্ত্রং ত্বদীয়স্তোত্ররূপং মনসা ত্বদীয়েন চিত্তেন বনোষি যাচষি॥১৩

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনি যজমানের পরিপালক। আপনি যজ্ঞকে বিঘ্নমুক্ত করিবার জন্য চতুরক্ষরূপে[১২৪] দীপ্যমান রহিয়াছেন। আপনি অহিংসক ও পোষক। হব্যদাতা যজমানের স্তুতি মন্ত্র আপনি মনের সহিত গ্রহণ করেন।১৩

ত্বমগ্ন উরুশংসায় বাধতে স্পার্হং যদ্রেক্ণঃ পরমং বনোষি তৎ।
আধ্রস্য চিৎপ্রমতিরুচ্যসে পিতা প্র পাকং শাস্সি প্র দিশো বিদুষ্টরঃ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং উরুশংসায় বহুভি স্তোতব্যায় বাঘতে ঋত্বিজে তদুপকরার্থং স্পার্হং স্পৃহণীয়ং পরমম উত্তমম্ যদ্রেক্ণঃ ধনমস্তি তৎ ধনং বনোষি অনুষ্ঠাতা লভতাম্ ইতি কাময়সে। তথা ত্বম্ আধ্রস্য চিৎ সর্বতো ধারনীয়স্য পোষণীয়স্য দুর্বলস্য

১২৪। শ্রুতিতে আছে, দেবগণ দেবযজনে অধ্যবসায়ী হইয়া দিক্‌সমূহ জানিতেন না। সেই ভ্রম দক্ষিণ দিক্‌গত অগ্নি-দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

যজমানস্যাপি প্রমতিঃ প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্তঃ পিতা পালকঃ ইত্যভিজ্ঞৈঃ উচ্যসে। তথা বিদুষ্টরঃ অতিশয়েনাভিজ্ঞস্ত্বং পাকং শিশুম্। 'পোতঃপাকোঽর্ভকো ডিম্ভঃ' (অমরকোষ ২।৫।৩৮) ইত্যভিধানাৎ। যাস্কোঽপ্যেবমাহ—'পাকঃ পক্তব্যো ভবতি' (নিরু ৩।১২)। তথাবিধং যজমানং প্র শাস্সি প্রকর্ষেণ অনুশিষ্টং করোষি। তথা দিশ প্রাচ্যাদিকাঃ প্রশাস্সি। ত্বদীয়শাসনাভাবে অনুষ্ঠাতৃণাং বিভ্রমঃ স্যাৎ। তথা চ শ্রুয়তে—'দেবা বৈ দেবযজন মধ্যবসায় দিশো ন প্রাজানন্' ইতি। স ভ্রমো দক্ষিণাদি দিগত অগ্নিনা নিবর্ততে। তদপি তত্রৈবাম্নাতং—'পথ্যাং স্বস্তিমজয়ন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্নগ্নিনা দক্ষিণা (তৈ সং ৬।১।৫ ১-২) ইতি। ঐতরেয়িণাপি তথৈবাম্নাতম্—'অথ এতং বরমবৃণীত ময়ৈব প্রাচীং দিশং প্রজানাথাগ্নিনা দক্ষিণাম্, (ঐ ব্রা ১।৩) ইতি ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, স্তবকারী ঋত্বিক্ স্পৃহনীর পরমধন প্রাপ্ত হউক—ইহা আপনি কামনা করেন। লোকে বলে, পোষনীয় যজমানের প্রতি আপনি সুপ্রসন্নমতি পিতৃতুল্য। আপনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ, অর্ভক যজমানকে শাসন করেন এবং প্রাচ্যাদি[১২৫] দিক্ নির্ণয় করেন।১৪

ত্বমগ্নে প্রযতদক্ষিণং নরং বর্মেব স্যূতং পরি পাসি বিশ্বতঃ।
স্বাদুক্ষদ্মা যো বসতৌ স্যোনকৃজ্জীবয়াজং যজতে সোপমা দিবঃ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং প্রযতদক্ষিণং যেন যজমানেন ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণা দত্তা তাদৃশং নরং পুরুষং যজমানং বিশ্বতঃ সর্বতঃ পরি পাসি সম্যক্ পালয়সি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। স্যূতং নিশ্ছিদ্রত্বেন সূচীভিঃ সম্যক্ নিষ্পাদিতং বর্মেব যথা কবচং যুদ্ধে পালয়তি তদ্বৎ। স্বাদুক্ষদ্মা স্বাদ্বন্নঃ বসতৌ নিবাসভূতে স্বগৃহে স্যোনকৃৎ অতিথীনাং সুখকারী যঃ যজমানঃ জীবযাজং জীবযজন সহিতং যজ্ঞং যদ্বা জীবনিষ্পাদ্যং যজতে অনুতিষ্ঠতি স যজমানঃ দ্বিবঃ স্বর্গস্য উপমা দৃষ্টান্তো ভবতি। যথা সর্গোঽনুষ্ঠাতৃণ সুখয়তি তথা ত্বমপি ঋত্বিগাদীনিত্যর্থঃ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, যে যজমান ঋত্বিক্‌গণকে উচিৎ দক্ষিণা দান করিয়াছে তাহাকে আপনি নিশ্ছিদ্র বর্মের[১২৬] ন্যায় সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেন। যে যজমান সুস্বাদু

১২৫। দিক্ চতুষ্টয়ের ইন্দ্রিয় স্থানীয়। ১২৬। কবচ।

অন্ন দ্বারা অতিথিদের সুখী করিয়া স্বগৃহে পশুবলি যুক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করে সে স্বর্গের উপমা স্থল হয় ।১৫

ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো ন ইমমধ্বানং যমগাম দূরাৎ ।
আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভৃমিরস্যৃষিকৃন্মর্ত্যানাম্ ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং নঃ অস্মৎ সংবন্ধিনীম্ ইমাম্ ইদানীম্ সংপাদিতাং শরনিং হিংসাং ব্রতলোপরূপাং মীমৃষঃ ক্ষমস্ব। তথা ত্বদীয়সেবাম্ অগ্নিহোত্রাদিরূপাং পরিত্যজ্য দূরাৎ দূরদেশং যম্ ইমমধ্বানম্ অগাম বয়ং গতবন্তঃ তমপি ক্ষমস্বেতি শেষঃ। সোম্যানাং সোমার্হাণামনুষ্ঠাতৃণাং মর্ত্যানাং ত্বম্ আপ্যাদিগুণযুক্তঃ অসি। আপিঃ প্রাপণীয়ঃ পিতা পালকঃ প্রমতি প্রকৃষ্টমননযুক্তঃ ভৃমিঃ ভ্রামকঃ কর্মনির্বাহক ইত্যর্থঃ। ঋষিকৃৎ দর্শনকারী। অনুজিঘৃক্ষয়া প্রত্যক্ষো ভবসীত্যর্থঃ ।।১৬

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আমাদের এই যজ্ঞ কার্য্যে সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি ক্ষমা করুন। অগ্নি হোত্রাদি রূপ আপনার সেবা পরিত্যাগ পূর্বক আমরা বিপথে গিয়াছি। আমাদের সেই দোষও আপনি ক্ষমা করুন। সোমাভিষবকারী মনুষ্যদিগের নিকট আপনি অনায়াসে প্রাপনীয় ও পিতৃতুল্য, প্রসন্নমতি ও কর্ম নির্বাহক। আপনি তাহাদের প্রত্যক্ষ দর্শন দিন।১৬

মনুষ্বদগ্নে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরো যযাতিবৎসদনে পূর্ববচ্ছুচে।
অচ্ছ যাহ্যা বহা দৈব্যং জনমা সাদয় বর্হিষি যক্ষি চ প্রিয়ম্ ॥১৭

সায়ণ ভাষ্য। হে শুচে শুদ্ধিযুক্ত অঙ্গির অঙ্গনশীল হবিরাদানায় তত্র তত্র গমনশীল অগ্নে অচ্ছ আভিমুখ্যেন সদনে দেবযজনদেশে যাহি গচ্ছ। তত্র চত্বারো দৃষ্টান্তাঃ। মনুষ্বৎ যথা মনুঃ অনুষ্ঠান দেশে গচ্ছতি, অঙ্গিরস্বৎ যথা চ অঙ্গিরাঃ গচ্ছতি, যযাতিবৎ যথা যযাতির্নাম রাজা গচ্ছতি' পূর্ববৎ অন্যে চ পূর্বপুরুষাঃ যথা গচ্ছন্তি। যথা মন্বাদয়ো যজ্ঞে গচ্ছান্তি তদ্বৎ। অথবা মন্বাদীনাং যজ্ঞে যথা বং গচ্ছসি তদ্বৎ। গত্বা চ দৈব্যং দেবতাসমূহরূপং জনম্ আ বহ অস্মিন কর্মণি আনয়। আনীয় চ বর্হিষি আস্তীর্ণে দর্ভে আ সাদয় তান দেবান উপবেশয়। উপবেশ্য চ প্রিয়ম্ অভীষ্টং হবিঃ যক্ষি চ দেহি ।।১৭

মন্ত্রার্থ। হে বিশুদ্ধ অগ্নি, হে অঙ্গিরা! মনু ও অঙ্গিরা বা রাজা যযাতি ও অন্যান্য পূর্বপুরুষবৎ আপনি অগ্রবর্তী হইয়া হব্য গ্রহণার্থ যজ্ঞস্থলে গমন করুন। এই যজ্ঞে আপনি দেবগণকে আনয়ন করুন ও কুশাসনে উপবেশনান্তর তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রিয় হব্য দান করুন।১৭

এতে নাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যত্তে চকৃমা বিদা বা।
উত প্র ণেষ্যভি বস্যো অস্মান্তসং নঃ সৃজ সুমত্যা বাজবত্যা ॥১৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে এতেন অস্মৎ প্রযুক্তেন ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ ববৃধস্ব অতিবৃদ্ধো ভব। শক্তী বা বিদা বা অস্মদীয় শক্ত্যা চ অস্মদীয় জ্ঞানেন চ তে তব যৎ স্তোত্রং চকৃম বয়ং কৃতবন্তঃ। এতেন ব্রহ্মণা ইতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। উত অপি চ অস্মান্ অনুষ্ঠাতৃণ বস্যঃ বসুমত্তরত্বলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্র ণেষি প্রকর্ষেণ প্রাপয়। নঃ অস্মান্ বাজবত্যা প্রভূতান্নযুক্তয়া সুমত্যা অনুষ্ঠান-বিষয়য়া শোভন বুদ্ধ্যা সং সৃজ সংযোজয়।১৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি এই ব্রহ্ম[১২৭] দ্বারা আপনি সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন। আমাদের শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে এই স্তোত্র রচিত। ইহার দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ ধন দান করুন এবং আমাদিগকে প্রভূত অন্নযুক্ত শোভনীয় বা শুদ্ধ বুদ্ধি প্রদান করুন।১৮

দ্বাত্রিংশ সূক্ত

ঋষিচ্ছন্দাদি পূর্ববৎ

ইন্দ্রস্য নু বীর্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনত্পর্বতানাম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। বজ্রী বজ্রযুক্তঃ ইন্দ্রঃ প্রথমানি পূর্বসিদ্ধানি মুখ্যানি বা যানি বীর্যাণি পরাক্রমযুক্তানি কর্মাণি চকার তস্য ইন্দ্রস্য তানি বীর্যাণি নু ক্ষিপ্রং প্রব্রবীমি। কানি বীর্যাণীতি তদুচ্যতে। অহিং মেঘম্ অহন্ হতবান্। তদেতদেকং বীর্যম্। অনু পশ্চাৎ

১২৭। মন্ত্র।

অপঃ জলানি ততর্দ হিংসিতবান্ ভূমৌ পাতিতবানিত্যর্থঃ। ইদং দ্বিতীয়ং বীর্যম্। পর্বতানাং সংবন্ধিনীঃ বক্ষণাঃ প্রবহণশীলাঃ নদীঃ প্র অভিনৎ ভিন্নবান কূলদ্বয় কর্ষণেন প্রবাহিতবানিত্যর্থঃ। ইদং তৃতীয়ং বীর্যম্ এবং উত্তমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ ॥১

মন্ত্রার্থ। বজ্রী ইন্দ্র স্বীয় বীর্য দ্বারা প্রথমে যে সকল পরাক্রমের কর্ম করিয়াছিলেন, সেইগুলি বর্ণনা করিতেছি। ইন্দ্রের প্রথম বীর্য্য তিনি অহিকে, মেঘকে হনন করিয়াছিলেন। অতঃপর বৃষ্টিবর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় বীর্য্য। কুলদ্বয়কর্ষণ পূর্বক তিনি প্রবহনশীলা পর্বতীয় নদীসমূহকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় বীর্য্য।১

অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রাইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। পর্বতে শিশ্রিয়াণম্ আশ্রিতম্ অহিং মেঘং অহন্ হতবান্। অস্মৈ ইন্দ্রায় স্বর্যং সুষ্ঠু প্রেরণীয়ং যদ্বা শব্দনীয়ং স্তত্যং ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা বজ্রম্ ততক্ষ তনুকৃতবান্। তেন বজ্রেণ মেঘে ভিন্নে সতি স্যন্দমানাঃ প্রস্রবণযুক্তাঃ আপঃ সমুদ্রম্ অঞ্জঃ সম্যক্ অব জগ্মু প্রাপ্তাঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বাশ্রাঃ বৎসান্প্রতি হম্বারবেণোপেতাঃ ধেনবঃ ইব। যথা ধেনবঃ সহসা বৎসগৃহে গচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥২

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র পর্বতাশ্রিত অহিকে[১২৮] হনন করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য ত্বষ্টা[১২৯] যে শব্দকারী ও সুদূরপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন সেই বজ্র দ্বারা মেঘ বিদীর্ণ হওয়ায়, গাভী যেমন সবেগে হম্বা রব করিতে করিতে বৎসের দিকে যায় বৃষ্টিরূপে ভূপতিত জলরাশি সেইরূপ স্রোতরূপে সবেগে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল।

১২৮। মেঘের বৈদিক নাম অহি বা বৃত্র। ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন। বৃত্র ও বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকা আর্যজাতির বিভিন্ন শাখায় প্রচলিত। ইরানীয়গণের আবেস্তা গ্রন্থে বৃত্র হন্তার অনেক উপাসনা দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও ঐরূপ উপাখ্যান প্রচলিত। কক্স সাহেব তৎকৃত Introduction to mythology and folklore গ্রন্থে (পৃঃ ৩৪) বলেন, "বৈদিক অহি গ্রীস দেশে একিস্ বা এক্কিড বা দানবরূপে পুনরাবির্ভূত। একিস্ তাহার কুণ্ডলী

বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। বৃষায়মাণঃ বৃষ ইবাচরন্ ইন্দ্রঃ সোমম্ অবৃণীত বৃতবান্। ত্রিকদ্রুকেষু জ্যোতিঃ গৌঃ আয়ু ইত্যেতন্নামকা ত্রয়ো যাগাঃ ত্রিকদ্রুকাঃ উচ্যন্তে। তেষু সুতস্য অভিষুতস্য সোমস্যাংশম্ অপিবৎ পীতবান্। মঘবা ধনবান্ ইন্দ্রঃ সায়কং বন্ধকং বজ্রম্ আ অদত্ত স্বীকৃতবান্। তেন চ বজ্রেণ অহীনাং মেঘানাং মধ্যে প্রথমজাং প্রথমোৎপন্নং মেঘম্ অহন্ হতবান্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র বৃষবৎ বেগে সোমগ্রহণ ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞত্রয়ে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন। মঘবান ইন্দ্রদেব সায়ক বজ্র গ্রহণ ও সেই বজ্র প্রহারে অহিগণের মধ্যে প্রথমজাতকে বধ করিয়াছিলেন।৩

যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আৎসূর্যং জনয়নদ্যামুষাসং তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। উত অপি চ হে ইন্দ্র যৎ যদা অহীনাং মেঘানাং মধ্যে প্রথমজাং প্রথমোৎপন্নং মেঘম্ অহন্ হতবানসি আৎ তদনন্তরং মায়িনাং মায়োপেতানামসুরানাং সংবন্ধিনীঃ মায়াঃ প্র অমিনাঃ প্রকর্ষেণ নাশিতবানসি। অনন্তরং সূর্যম্ উষসম্ উষঃকালং দ্যাম্ আকাশং চ জনয়ন্ উৎপাদয়ন্ আবরক মেঘ নিবারণেন প্রকাশয়ন বর্ত্তসে। তাদীত্না তদানীম্ আবরকান্ধকারাভাবাৎ শত্রুং ঘাতকং বৈরিণং ন বিবিৎশে কিল ত্বং ন লব্ধবান্ খলু ॥৪

দ্বারা শত্রুকে বধ করে। কারবারস ব্যতীত অন্য এক কুকুর হারকিউলিস কর্তৃক পরাজিত হয়। সেই কুকুর কাববারসের ন্যায় টাইফাওল ও একিড়না হইতে উৎপন্ন।" মোক্ষমূলার তৎকৃত **Chips from a German work shop** গ্রন্থে বলেন, দ্বিতীয় কুকুর অরথ্রস নামে বিদিত এবং ইহা বৈদিক বৃত্রের রূপান্তর বলিয়া আমার বিশ্বাস। গ্রীসদেশে বৈদিক বৃত্রের কুকুররূপে পুনরাবির্ভাবে আমাদের বিস্মিত হওয়া অনুচিত। অরথ্রস বিজয়ী হারকিউলিসে আমরা বৃত্র হন্তাকে আবিষ্কার করি।"

১২৯। বিশ্বকর্মা।

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র যখন আপনি অহিগণের প্রথম জাতকে হনন করেন তখন মায়াবীদের মায়া নিঃশেষে বিনাশ কবার পর সূর্যদেব, উষাকাল ও আকাশ প্রকাশিত হওয়ায় আববক অন্ধকার অভাবে আব কোন শত্রু অবশিষ্ট রহিল না ।৪

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ম ইন্দ্রঃ বজ্রেণ সংপাদিতো যো মহান্ বধঃ তেন বজ্রেণ বৃত্রতরম্ অতিশয়েন লোকানাম্ আবরকম্ অন্ধকাররূপম্। যদ্বা বৃত্রৈঃ আবরণৈঃ সর্বান্ শত্রূন্ তবতি তং বৃত্রম্ এতন্নামকমসুরং ব্যংসং বিগতাংসং ছিন্নবাহুঃ যথা ভবতি তথা অহন্ হতবান্। অংসচ্ছেদে দৃষ্টান্তঃ। কুলিশেন কুঠারেণ বিবৃক্না বিশেষতশ্ছিন্নানি স্কন্ধাংসীব। যথা বৃক্ষ স্কন্ধাশ্ছিন্না ভবন্তি তদ্বৎ। তথা সতি অহিঃ বৃত্রঃ পৃথিব্যাঃ উপরি উপপৃক্ সামীপ্যেন সংপৃক্তঃ শয়তে শয়নং করোতি ছিন্নকাষ্ঠবৎ ভূমৌ পততীত্যর্থঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। সর্বলোকের আবরক বৃত্রাসুরকে ইন্দ্রদেব প্রলয়কারী মহাবজ্র দ্বারা ছিন্ন বাহু করিয়া বিনাশ করিলেন। কুঠারছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথ্বিপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া শায়িত আছে, ছিন্নকাষ্ঠবৎ ভূপতিত আছে।

অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। দুর্মদঃ দুষ্টমদোপেতো দর্পযুক্তো বৃত্রঃ অযোদ্ধেব যোদ্ধৃরহিত ইব ইন্দ্রম্ আ জুহ্বে হি আহূতবান্ খলু। কীদৃশমিন্দ্রম্। মহাবীরং গুণৈঃ মহান্ ভূত্বা শৌর্যোপেতং তুবিবাধং বহুনা বাধকং ঋজীষং শত্রুণামপার্জকম্। অস্য ঈদৃশস্য ইন্দ্রস্য সংবন্ধিনো যে শত্রুবধ্যঃ সন্তি তেষাং বধানাং সমৃতিং সংগমং নাতারীৎ পূর্বোক্তো দুর্মদঃ তরীতুং নাশক্নোত্। ইন্দ্রশত্রুঃ ইন্দ্রঃ শত্রুর্ঘাতকো যস্য বৃত্রস্য তাদৃশো বৃত্রঃ ইন্দ্রেণ হত নদীষু পতিতঃ সন্ রুজানাঃ নদীঃ সং পিপিষে সম্যক্ পিষ্টবান্। সর্বান্ লোকানাবৃণ্বতো বৃত্রদেহস্য পাতেন নদীনাং কূলানি তত্রত্যপাষানাদিকং চূর্ণীভূতমিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। দুর্মদ[১৩০] বৃত্র স্বীয় সমকক্ষ যোদ্ধা নাই ভাবিয়া মহাবীর বহুবিনাশী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। সেই হেতু সে ইন্দ্রের বধকর্ম হইতে পরিত্রাণ পাইল না। ইন্দ্র শত্রু বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়া নদীগর্ভে পতিত হইল। বৃত্র দেহপাতে নদী কুল ও তত্রস্থ পাষাণাদি চূর্ণীকৃত হইল।৬

অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। অপাৎ বজ্রেণ ছিন্নত্বাৎ পাদরহিতঃ অহস্তঃ হস্তরহিতঃ বৃত্র ইন্দ্রম্ উদ্দিশ্য অপৃতন্যৎ পৃতনাং যুদ্ধম্ ঐচ্ছৎ। দ্বেষাধিক্যেন বহুধা বিদ্ধোঽপি যুদ্ধং ন পরিত্যক্ত-বানিত্যর্থঃ। অস্য হস্তপাদহীনস্য বৃত্রস্য সানৌ পর্বত সানুসদৃশে প্রৌঢ়স্কন্ধে অধি উপরি বজ্রম আ জঘান ইন্দ্রঃ আভিমুখ্যেন প্রক্ষিপ্তবান্। অশক্তস্যাপি যুদ্ধেচ্ছায়াং দৃষ্টান্তঃ। বধ্রিঃ ছিন্নমুষ্কঃপুরুষঃ বৃষ্ণঃ রেতঃ সেচন সমর্থস্য পুরুষান্তরস্য প্রতিমানং সাদৃশ্যং বভূষন্ প্রাপ্তুমিচ্ছন্ যথা ন শক্নোতি তদ্বদয়মিতি শেষঃ। স বৃত্রঃ পুরুত্রা বহুষবয়বেষু ব্যস্তঃ বিবিধং ক্ষিপ্তঃ তাড়িতঃ সন্ অশয়ৎ ভূমৌ পতিতবান্ ॥৭

মন্ত্রার্থ। বজ্রাঘাতে হস্তপদহীন হইয়াও বৃত্র ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কামনা করিল। সে দ্বেষাধিক্য হেতু বহুধা বজ্রবিদ্ধ হইয়াও যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিল না। পর্বতের সানুতুল্য বৃত্রের প্রৌঢ়স্কন্ধে ইন্দ্রদেব বজ্র আঘাত করিলেন। যেমন পুরুষত্বহীন[১৩১] ব্যক্তি পুরুষত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ লাভে বৃথা যত্ন করে তদ্রূপ বৃত্র ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে বৃথা চেষ্টিত হইল। সর্বাবয়বে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সে ধরাশায়ী হইল।৭

নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যন্ত্যাপঃ।
যশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পৎসুতঃ শীর্বভূব ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। অমুয়া অমুষ্যাং পৃথিব্যাং শয়ানং পতিতং মৃতং বৃত্রম্ আপঃ জলানি অতি যন্তি অতিক্রম্য গচ্ছন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ভিন্নং বহুধাভিন্নকূলং নদং ন সিন্ধুমিব। যথা বৃষ্টিকালে প্রভূতা আপো নদ্যাঃ কূলং ভিত্ত্বা অতিক্রম্য গচ্ছন্তি তদ্বৎ। কীদৃশ্য আপঃ। মনো রুহাণাঃ নৃণাং চিত্তমারোহন্ত্যঃ। পুরা বৃত্রে জীবতি সতি তেন নিরুদ্ধা

১৩০। দর্পযুক্ত। ১৩১। রেতঃ সেচন সামর্থহীন।

মেঘস্থিতা আপো ভূমৌ বৃষ্টা ন ভবন্তি তদানীং নৃণাং মনঃ খিদ্যতে। মৃতেত বৃত্রে নিরোধরহিতা আপো বৃত্র শরীরমুল্লঙ্ঘ্য প্রবহন্তি। তদা বৃষ্টিলাভেন মনুষ্যাস্তুষ্যন্তীত্যর্থঃ। তদেতদুত্তরার্ধেন স্পষ্টীক্রিয়তে। বৃত্র জীবনদশায়াং মহিনা স্বকীয়েন মহিম্না যাশ্চিৎ যা এব মেঘগতাঃ অপঃ পর্যতিষ্ঠৎ পরিবৃত্য স্থিতবান্। অহিঃ বৃত্রো মেঘঃ তাসাম্ অপাং পৎসুতঃশীঃ পাদস্যাধঃশয়ানঃ বভুব। যদ্যপ্যপাং পাদো নাস্তি তথাপ্যদ্ভির্বৃত্রস্য অভিলঙ্ঘিতত্বাৎ পাদস্যাধঃশয়নমুপপদ্যতে ॥৮

মন্ত্রার্থ। যেমন বৃষ্টিকালে জলরাশি ভগ্ন নদীকূল অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ মনোহর জলরাশি ভূপতিত বৃত্রদেহকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। জীবদ্দশায় নিজ মহিমা দ্বারা বৃত্রাসুর যে মেঘগত জলরাশিকে নিরুদ্ধ করিয়াছিল, বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হইতে দেয় নাই, এক্ষণে সেই জলস্রোতের পদতলে সে নিঃশব্দে শায়িত রহিয়াছে।৮

নীচাবয়া অভবদ্বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। বৃত্রপুত্রা বৃত্রঃ পুত্রো যস্যা মাতুঃ সেয়ং মাতা বৃত্রপুত্রা নীচাবয়াঃ ন্যগ্ভাবং প্রাপ্তা হতা অভবৎ পুত্রং প্রহারাদ্রক্ষিতুং পুত্রদেহস্যোপরি তিরশ্চী পতিতবতীত্যর্থঃ। তদানীম্ অয়ম্ ইন্দ্রঃ অস্যাঃ মাতুঃ অব অধোভাগে বৃত্রস্যোপরি বধঃ হননসাধনমায়ুধং জভার প্রহৃতবান্। তদানীং সূঃ মাতা উত্তরা উপরিস্থিতা আসীৎ। পুত্রঃ তু অধোভাগস্থিতঃ আসীৎ। সা চ দানুঃ দানবী বৃত্রমাতা শয়ে মৃতা শয়নং কৃতবতী। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ধেনুঃ লোকপ্রসিদ্ধা গৌঃ সহবৎসা ন যথা বৎসসহিতা শয়নং করোতি তদ্বৎ ॥৯

মন্ত্রার্থ। বৃত্রমাতা দনু[১৩২] মৃত পুত্রের দেহোপরি তির্য্যকভাবে পতিত রহিল। সেই সময় ইন্দ্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রনিক্ষেপ করিলে, মাতা উপরে এবং পুত্র নীচে রহিল। অতঃপর ধেনু যেরূপ বৎস সহ শয়ন করে, তদ্রূপ বৃত্রের মাতা দনু পুত্র বৃত্র সহিত শয়ন করিল।৯

অতিষ্ঠন্তীনাম নিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।
বৃত্রস্য নিণ্যং হি চরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। বৃত্রস্য শরীরম্ আপঃ বি চরন্তি বিশেষেণ উপরি আক্রম্য প্রবহন্তি। কীদৃশং শরীরম্। নিণ্যং নির্নামধেয়ম্। অপ্সু মগ্নত্বেন গূঢত্বাৎ তদীয়ং নাম ন কেনাপি জ্ঞায়তে। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। কাষ্ঠানাম্ অপাং মধ্যে নিহিতং নিক্ষিপ্তম্। কীদৃশানাম্ কাষ্ঠানাম্। অতিষ্ঠন্তীনাং স্থিতি রহিতানাং অনিবেশনানাম্ উপবেশন রহিতানাং প্রবহণস্বভাবত্বাৎ এতাসাং মনুষ্যবন্ন ক্বাপি স্থিতি সংভবতি। ইন্দ্র শত্রুঃ বৃত্রঃ জলমধ্যে শরীরে প্রক্ষিপ্তে সতি দীর্ঘং তমঃ দীর্ঘং নিদ্রাত্মকং মরণং যথা ভবতি তথা আশয়ৎ সর্বতঃ পতিতবান্ ॥১০

মন্ত্রার্থ। স্থিতি রহিত, বিশ্রাম রহিত কাষ্ঠবৎ জল মধ্যে নিহিত, নামহীন বৃত্র-দেহের উপর দিয়া জলস্রোত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইন্দ্রশত্রু বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায়[১৩৩] অভিভূত রহিয়াছে।১০

দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। দাস পত্নীঃ দাসঃ বিশ্বোপক্ষপণহেতুঃ বৃত্রঃ পতিঃ স্বামী যাসাম্ অপাং তাঃ দাসপত্নীঃ। অতএব অহিগোপাঃ। অহির্বৃত্রো গোপা রক্ষকো যাসাং তাঃ। গোপনং নাম স্বচ্ছন্দেন যথা ন প্রবহন্তি তথা নিরোধনম্। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। আপঃ নিরুদ্ধাঃ অতিষ্ঠন্ ইতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পণিনেব গাবঃ। পণিনামকোঽসুরো গা অপহৃত্য বিলে স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারমাচ্ছাদ্য যথা নিরুদ্ধবাংস্তথেত্যর্থঃ। অপাং যৎ বিলং প্রবহণ দ্বারম্ অপিহিতং বৃত্রেণ নিরুদ্ধম্ আসীৎ তৎ বিলং প্রবহণদ্বারং বৃত্রং জঘন্বান্ হতবান্ ইন্দ্রঃ অপ ববার অপবৃতমকরোৎ বৃত্রকৃতমপাং নিরোধং পরিহৃতবান্। অত্র যাস্কঃ— দাস পত্নীর্দাসাধিপত্ন্যো দাসী দস্যতেরুপদাসয়তি কর্মাণ্যহিগোপা অতিষ্ঠন্নহিনা গুপ্তাঃ। অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষেঽয়মপীতরোঽহিরেতস্মাদেব—নির্হ্রসিতোপসর্গ আহন্তীতি। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ। পণির্বণিগ্ ভবতি পণিঃ পণনাদ্বণিক্ পণ্যং নেনেক্তি। অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ। বিলং ভবং ভবতি বিভর্তের্বৃত্রং জঘ্নিবানপববার তদ্বৃত্রো বৃণোতের্বা যদবৃণোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। যদবর্তত তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে। বর্ততের্বা বর্ধতের্বা (নিরু ২।১৭) ইতি ॥১১

মন্ত্রার্থ। পণি নামক অসুর দ্বারা গাভীসমূহ যেরূপ গহ্বরে গুপ্ত ছিল, বৃত্রপত্নীগণ অহি রক্ষিত হইয়া সেরূপ নিরুদ্ধ হইয়াছিল। জলরাশির প্রবাহ দ্বার রুদ্ধ ছিল। বৃত্রকে বধ করিয়া ইন্দ্রদেব সেই দ্বার মুক্ত করিলেন।১১

অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্তবে সপ্ত সিন্ধূন্॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। সৃকে বজ্রে। 'সৃকঃ বৃকঃ' (নি ২।২০।৬) ইতি বজ্রনামসু পঠিতত্বাৎ। দেবঃ দীপ্যমানঃ সর্বায়ুধকুশলঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ বৃত্রঃ যৎ যদা ত্বা ত্বাং প্রত্যহন্ প্রতিকুলত্বেন প্রহৃতবান তৎ তদানীং ত্বম্ অশ্ব্যো বারঃ অশ্বসংবন্ধী বালঃ অভবঃ। যথাশ্বস্য বালোঽনায়াসেন মক্ষিকাদীন্নিবারয়তি তদ্বৎ বৃত্রমগণয়িত্বা নিরাকৃতবাণিত্যর্থঃ। কিং চ গাঃ পণিনাপহৃতাং ত্বম্ অজয়ঃ জিতবান্। হে শূর শৌর্যযুক্ত ইন্দ্র সোমম্ অজয়ঃ জিতবান্। তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ—'ত্বষ্টা হতপুত্রঃ' ইত্যস্মিন্নুপাখ্যানে সমামনন্তি—'স যজ্ঞবেশসং কৃত্বা প্রাসহা সোমমপিবৎ' (তৈ সং ২।৪।১২) ইতি। সপ্ত সিন্ধূন্ ইমং মে গঙ্গে (ঋ সং ১০।৭৫।৫) ইত্যস্যামৃচ্যাম্নাতা গঙ্গাদ্যাঃ সপ্ত সংখ্যাকা নদীঃ সর্তবে সর্তুং প্রবাহরূপেণ গন্তুম্ অবাসৃজঃ ত্যক্তবান্। বৃত্রকৃতং প্রবাহনিরোধং নিরাকৃতবাণিত্যর্থঃ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, যখন সর্বায়ুধকুশল অদ্বিতীয় দীপ্যমান বৃত্রাসুর আপনার বজ্রের প্রতি আঘাত করিয়াছিল, তখন অশ্ব যেরূপ পুচ্ছদ্বারা মক্ষিকাদি অনায়াসে বিতাড়িত করে তদ্রূপ আপনি সেই আঘাত নিবারণ করিয়াছিলেন। হে শৌর্যবান ইন্দ্রদেব, আপনি পণি কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহকে জয় করিয়াছেন। সোমরস জয় করিয়াছেন। আপনি গঙ্গাদি সপ্তসিন্ধুর[১৩৪] রুদ্ধ স্রোতকে মুক্ত করিয়াছেন।১২

নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিং চ।
ইন্দ্রশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরিভ্যো মঘবা বি জিগ্যে॥১৩

১৩৪। পৌরাণিক আখ্যায়িকা অনুসারে গঙ্গা অবরোহণ পথে নিম্নোক্ত সপ্ত স্রোতে বিভক্ত—পূর্বদিকে নলিনী, পাবনী ও হ্লাদিনী, পশ্চিমে চক্ষু, সীতা ও সিন্ধু এবং দক্ষিণে ভাগীরথী বা মূল গঙ্গা। মহাভারতের এক স্থানে এই সপ্ত নদীর নাম বাস্বোপসর, নলিনী, পাবনী, গঙ্গা, সীতা, সিন্ধু ও জম্বুনদী। মহাভারতের অন্য এক স্থানে, গঙ্গা,

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রং নিষেদ্ধুং বৃত্রো যান্ বিদ্যুদাদীন মায়য়া নির্মিতবান্ তে সর্বেঽপ্যেনং নিষেদ্ধুমশক্তাঃ। সোঽয়মর্থোঽনেন মন্ত্রেনোচ্যতে। অস্মৈ ইন্দ্রার্থং নির্মিতা বিদ্যুৎ ন সিষেধ ইন্দ্রং ন প্রাপ্নোৎ। তথা তন্যতুঃ গর্জনং যাং মিহং সেচনং যাং বৃষ্টিম্ অকিরৎ বৃত্রো বিক্ষিপ্তবান্ সাপি বৃষ্টিঃ ন সিষেধ। হ্রাদুনিং চ অশনিমপি যাং বৃত্রঃ প্রযুক্তবান্ সাপি ন সিষেধ। ইন্দ্রশ্চ অহিশ্চ ইন্দ্রবৃত্রা বু ভাবপি যং যদা যুযুধাতে যুদ্ধং কৃতবন্তৌ। তদানীং বিদ্যুদাদয়ো ন প্রাপ্তা ইতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। উত অপি চ মঘবা ধনবানিন্দ্রঃ অপরীভ্যঃ অপরাভ্যঃ অন্যাসামপি বৃত্র নিমিতানাং মায়ানাং সকাশাৎ বি জিগ্যে বিশেষেণ জিতবান্॥১৩

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কালে অহি স্বীয় মায়া বলে ইন্দ্রের প্রতি যে বিদ্যুৎ বা মেঘ গর্জন বা জল বর্ষণ বা বজ্র প্রয়োগ করিয়াছিল তৎসমুদায় বীর ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না। ইন্দ্রদেব বৃত্রকৃত অন্যান্য মায়াও অনায়াসে জয় করিলেন।১৩

অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র জঘ্নুষঃ বৃত্রং হতবতঃ তব হৃদি চিত্তে যৎ যদি ভীরগচ্ছৎ ন হতমানস্মীতি বুদ্ধ্যা ভয়ং প্রাপ্নুয়াৎ তর্হি অহেঃ বৃত্রস্য যাতারং হন্তারং কমপশ্য ত্বত্তোঽন্যং কং পুরুষং দৃষ্টবানসি। তাদৃশস্য পুরুষান্তরস্যাভাবাৎ মা ভূৎ তব ভয়মিত্যর্থঃ। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ ত্বং নব চ নবতিং চ স্রবন্তীঃ একোনশতসংখ্যাকাঃ প্রবহন্তীর্নদীঃ প্রাপ্য রজাংসি তত্রত্যান্যুদকানি অতরঃ তীর্ণবানসি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শ্যেনো ন। শ্যেন-নামকো বলবান্ পক্ষীব দূরগমনাত্তব ভয়মাসীদিতি গম্যতে। তদ্বয়ং মা ভূদিত্যভিপ্রায়ঃ।

যমুনা, প্লক্ষগ, রথস্থ, সরযূ, সোমতী ও গণ্ডকী সপ্ত নদী রূপে বর্ণিত। যাস্ক কর্তৃক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত এক বাক্যে আমরা এই দশ নদীর নাম নাই—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পুরুষ্ণী, অসিক্নী, মরুৎ বৃধ, বিতস্তা, আর্জিকিয়া ও সুশোমা। এই দশ নদীর মধ্যে পুরুষ্ণী ইরাবতীর সহিত অভিন্ন। আর্জিকিয়ে৷ বিপাশার সহিত এবং সুশোমা সিন্ধুর সহিত অভিন্ন। সাধারণতঃ সপ্ত সিন্ধুর নাম গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী।

তচ্চ দূরগমনং ব্রাহ্মণে সমাম্নাতম্—'ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা নাস্তৃষীতি মন্যমানঃ পরাঃ পরাবতোঽগচ্ছৎ' (ঐ ব্রা ৩।১৫) ইতি। তৈত্তিরীয়াশ্চামনন্তি—'ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা পরাং পরাবতমগচ্ছদপারাধমিতি মন্যমানঃ' (তৈ সং ২।৫।৩।৬) ইতি ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, অহিকে বধ করিবার সময় যখন আপনার হৃদয়ে ভীতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন আপনি অন্য কোন বৃত্রহন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, যে ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় আপনি দ্রুতবেগে নবনবতী নদী ও জলাশয় অতিক্রম পূর্বক দূর দেশে গমন করিয়াছিলেন। আপনার সেই ভয় না হওয়াই উচিত।:৪

ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিণো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। বজ্রবাহুঃ ইন্দ্রঃ শত্রৌ হতে সতি নিঃসপত্নো ভূত্বা যাতঃ গচ্ছতো জঙ্গমস্য অবসিতস্য একত্রৈব স্থিতস্য স্থাবরস্য শান্তস্য শৃঙ্গরাহিত্যেন প্রহরণাদাবপ্রবৃত্তস্যাশ্বগর্দভাদেঃ শৃঙ্গিণঃ শৃঙ্গোপেতস্যোগ্রস্য মহিষবলীবর্দাদেশ্চ রাজা অভূৎ। সেদু স এবেন্দ্রঃ চর্ষনীণাং মনুষ্যাণাং রাজা ভূত্বা ক্ষয়তি নিবসতি। তা তানি পূর্বোক্তানি জঙ্গমাদীনি সর্বাণি পরি বভূব ব্যাপ্তবান্। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অরান্ ন নেমিঃ। যথা রথচক্রস্য পরিতো বর্তমানা নেমিঃ অরান্ নাভৌ কীলিতান্ কাষ্ঠবিশেষান্ ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। বজ্রবাহু ইন্দ্র মহা শত্রু বৃত্র বধান্তে স্থাবর ও জঙ্গমাদির এবং অশ্বগদভাদি শান্ত[১৩৫] এবং মহিষ ও বলীবর্দাদি শৃঙ্গী পশুর রাজা হইলেন। তিনি মনুষ্যগণেরও রাজাধিরাজ হইয়া নিবাস করিতেছেন। যেমন রথচক্রের নেমি মধ্যস্থলে কীলিত কাষ্ঠসমূহকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ ইন্দ্র জঙ্গমাদি সমস্তকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন।১৫

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দং নিবারয়ণ। পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ।
ইতি·· সায়ণামাত্যেন বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে ঋক্‌সংহিতাভাষ্যে
প্রথমাষ্টকে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

———

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রয়ত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি আঙ্গিরস হিরণ্যস্তূপ ও দেবতা ইন্দ্র

এতায়ামোপ গব্যন্ত ইন্দ্রমস্মাকং সু প্রমতিং বাবৃধাতি।
অনামৃণঃ কুবিদাদস্য রায়ো গবাং কেতং পরমাবর্জতে নঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। দেবাঃ পরস্পরমেবং কথয়ন্তি। হে দেবাঃ গব্যন্তঃ পণিনামকেনাসুরেণাপহৃতা অস্মদীয়া গাঃ প্রাপ্তুমিচ্ছন্তো যূয়ং এত আগচ্ছত। যুষ্মাভিঃ সহিতা বয়ম্ ইন্দ্রং গবানয়নক্ষমম্ উপ অয়াম প্রাপ্নবাম। স চেন্দ্রঃ অনামৃণঃ হিংসকরহিতঃ সন্ অস্মাকম্ দেবানাং প্রমতিং গোলাভেন হর্ষয়িত্বা প্রকৃষ্টাং বুদ্ধিং সুবরৃধাতি সুষ্ঠু বর্দ্ধয়তি। আৎ অনন্তরং স ইন্দ্রঃ অস্য রায়ঃ ধনস্য গবাং গোরূপস্য সংবন্ধি পরং কেতং উৎকৃষ্টং জ্ঞানং নঃ অস্মাকং কুবিৎ আবর্জতে অধিকং প্রাপয়তি ॥১

মন্ত্রার্থ। (দেবগণ পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছেন) হে দেবগণ, পণি নামক অসুর কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহ পুনঃ প্রাপ্তির অভিলাষে এক্ষণে আমরা সকলেই ইন্দ্রের নিকট গমন করি। তিনি হিংসারহিত ও সুমতি বর্দ্ধক। তিনি আমাদিগকে গোরূপ ধন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট জ্ঞান উপদেশ করিবেন।১

উপেদহং ধনদামপ্রতীতং জুষ্টাং ন শ্যেনো বসতিং পতামি।
ইন্দ্রং নমস্যন্নুপমেভিরর্কৈর্যঃ স্তোতৃভ্যো হব্যো অস্তি যামন্ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ ইন্দ্রঃ স্তোতৃভ্যঃ স্তোতৃণামনুষ্ঠাতৃণামনুগ্রহার্থং যামন্ তদীয়শত্রুভিঃ সহ প্রবৃত্তে যুদ্ধে হব্যঃ অস্তি তৈরাহ্বাতব্যো ভবতি ত্বম্ ইন্দ্রম্ অহম্ অনুষ্ঠাতা উপেৎ পতামি উপাপ্নোম্যেব। কিংকুর্বন্। উপমেভিঃ উপমানস্থানীয়ৈরুত্তমৈঃ অর্কৈঃ স্তোত্রৈঃ সহ নমস্যন্ পূজয়ন্। কীদৃশমিন্দ্রম্। ধনদাং ধনপ্রদম্ অপ্রতীতম্ অপ্রতিগতং বলিভিরতিরস্কৃতমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রপ্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তঃ। জুষ্টাং পূর্বৈঃ সেবিতাং বসতিং

স্বকীয়নীড়রূপাং নিবাসভূমিং শ্যেনঃ ন। যথা শ্যেননামকো বেগবান্ পক্ষী স্বকীয়স্থানং প্রতি আদরেণ ধাবতি তদ্বৎ অহম্ ইন্দ্রং ত্বরয়া প্রাপ্নোমি ॥২

মন্ত্রার্থ। যে ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্তোতৃবৃন্দের আহ্বাতব্য[১] হন সেই ধনপ্রদ অজেয় ইন্দ্রকে আমি, বেগবান শ্যেন পক্ষী যেমন পূর্ব সেবিত স্বীয় কুলায় সাদরে গমন করে, তদ্রূপ উত্তম স্তোত্র দ্বারা পূজা করিয়া আহ্বান করি।২

নি সর্বসেন ইষুধীঁরসক্ত সমর্যো গা অজতি যস্য বষ্টি।
চোষ্কূয়মাণ ইন্দ্র ভূরি বামং মা পণির্ভূরস্মদধি প্রবৃদ্ধ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। সর্বসেনঃ কৃৎস্নসেনাযুক্তঃ ইষুধীন্ বাণানামাধারভূতান্ নিষঙ্গান্ নি অসক্ত নিতরাং পৃষ্ঠভাগে সংযোজিতবান্। অর্যঃ স্বামিরূপ ইন্দ্রঃ যস্য দেবস্য বষ্টি অসুরেণাপহৃতা গা প্রদাতুং কাময়তে তস্য দেবস্য গৃহে তাঃ গাঃ সম্ অজতি সম্যক্ প্রাপয়তি। হে প্রবৃদ্ধ প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র ভূরি বামং প্রভূতং গোরূপং ধনং চোষ্কূয়মাণঃ অস্মভ্যং প্রযচ্ছন্ অস্মদধি অস্মাসু পণিঃ মা ভূঃ ব্যবহারী মা ভূয়াঃ। গবাং মূল্যং মা যাচস্বেত্যর্থঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। সর্বসেনানায়ক ইন্দ্রদেব বাণপূর্ণ ইযুধি পৃষ্ঠভাগে সংযোজিত করিয়াছেন। আর্য[২] ইন্দ্র অসুর কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার নিকট প্রেরণ করেন। হে প্রবৃদ্ধ[৩] ইন্দ্র, আমাদিগকে গোরূপ ধনদান পূর্বক ব্যবসায়ীর ন্যায় মূল্য চাহিবেন না।৩

বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ঘনেন এঁকশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র।
ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ।৪

১। আরাধ্য, স্তোতব্য। ২। ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতে এখানে আর্য্য শব্দের অর্থ স্বামীরূপ। আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঋ ধাতুর অর্থ চাষ করা। সুতরাং আর্য্য শব্দের ধাত্বর্থ কৃষক বা কৃষি ব্যবসায়ী। মনে হয় আদিকালে আর্য্যগণ কৃষিজীবী ছিলেন। আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়াছেন। বেদাচার্য্য মোক্ষমূলার তৎকৃত Science of Language পুস্তকে বলেন, ইরাণ, আর্মেনীয়, আলবেনীয়, ককেশাস উপত্যকাবাসী আইরণ, গ্রীসের উত্তরে আরীয়, জার্মানীয় মধ্যে আরিয়াই এবং এরিন বা আয়ারল্যাণ্ড আর্য্য নামের পরিচয় বহন করিতেছে। ৩। প্রকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ধনিনং বহুধনোপেতং দস্যুং চোরং বৃত্রং ধনেন কঠিনেন বজ্রেণ বধীর্হি ত্বং হতবান্ খলু। ধনিত্বং বাজসনেয়িনোঽপি স্পষ্টমামনন্তি—'বৃত্রস্যান্তঃ সর্বেদেবাঃসর্বাশ্চ বিদ্যাঃ সর্বাণি হবীংষি চাসন' ইতি। উপসাকেভিঃ সমীপবর্তিভিঃ শক্তিযুক্তৈর্মরুদ্ভিঃ সহিতো ভূত্বা একশ্চরন। প্রহর্তুং স্বয়মেক এব গচ্ছন্। যদ্যপি মরুতঃ সমীপে বর্তন্তে তথাপি তে প্রোৎসাহযন্ত্যেব ন তু বৃত্রং প্রহরন্তি। প্রহর্তা তু স্বয়মেক এব। তথা চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং—'মরুতো হৈনং নাজহুঃ প্রহর ভগবো বীরয়স্বেত্যেবৈনমেতাং বাচং বদন্ত উপতিষ্ঠন্ত' (ঐ ব্রা ৩।২০) ইতি। ধনোরধি ইন্দ্র সংবন্ধিনো ধনুষ উপরি বিষুণক্ বিবিধং নাশমুদ্দিশ্য যদ্বা 'বিষক্ সর্বতাঃ তে বৃত্রানুচরাঃ ব্যায়ন্ বিবিধমাগচ্ছন্। আগত্য চ অযজ্বানঃ যজ্ঞবিরোধিনঃ সন্তঃ সনকাঃ এতন্নামকা বৃত্রানুচরঃ প্রেতিমিয়ুঃ মরণং প্রাপ্তাঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, শক্তিশালী মরুৎগণ সমীপবর্তী থাকিলেও আপনি একাকী ধনবান দস্যু বৃত্রকে কঠিন বজ্রের আঘাতে বধ করিয়াছিলেন। যজ্ঞবিরোধী সনকেরা আপনার ধনু হতে বিনাশ উদ্দেশ করে নানা দিক হইতে আসিয়া আপনার বাণ প্রহারে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।৪

পরা চিচ্ছীর্ষা ববৃজস্ত ইন্দ্রায়জ্বানো যজ্বভিঃ স্পর্ধমানাঃ।
প্র যদ্দিবো হরিবঃ স্থাতরুগ্র নিরব্রতাঁ অধমো রোদস্যোঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র তে বৃত্রানুচরাঃ শীর্ষা স্বকীয়ানি শিরাংসি পরা চিৎ পরাঙমুখান্যেব কৃত্বা ববৃজুঃ গতবন্তঃ। কীদৃশাস্তে। অযজ্বানঃ স্বয়ং যাগরহিতাঃ প্রত্যুত যজ্বভিঃ যাগানুষ্ঠাতৃভিঃ সহ স্পর্ধমানাঃ। হে হরিবঃ হরিনামকাশ্বযুক্ত স্থাতঃ স্থিতিযুক্ত যুদ্ধে পলায়ন রহিত উগ্র শৌর্যযুক্তেন্দ্র ত্বং যদা দিবঃ অন্তরিক্ষাৎ রোদস্যোঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ সকাশাচ্চ অব্রতান্ ব্রতরহিতান্ বৃত্রানুচরান্ নি প্র অধমঃ নিঃশেষেণ ধমনং কৃতবানসি তদানীং ত্বদীয়মুখবায়ুনা ক্ষুন্নাঃ সন্তো ববৃজুরিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, সেই যাগরহিত ও যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের বিরোধী বৃত্রানুচরগণ পরাঙ্মুখ হইয়াছে, মস্তক অবনত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। হে উগ্রদেব[৪] আপনি হরি

৪। শূর, শৌর্যশীল।

নামক অশ্বযুক্ত, ও মহাযুদ্ধে পলায়ন রহিত। আপনি স্বর্গলোক এবং অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে ব্রতহীন বৃত্রানুচরগণকে নিঃশোষিত করিয়াছেন।৫

অযুযুৎসন্ননবদ্যস্য সেনামযাতয়ন্ত ক্ষিতয়ো নবগ্বাঃ।
বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ প্রবদ্ভিরিন্দ্রাচ্চিতয়ন্ত আয়ন্ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। অনবদ্যস্য গর্হনীয়দোষরহিতস্যেন্দ্রস্য সেনাংপ্রতি অযুযুৎসন্ বৃত্রস্যানুচরা যোদ্ধুমৈচ্ছন্। তদানীং নবগ্বাঃ নবনীয়গতয়ঃ স্তোতব্যচরিত্রাঃ। যদ্বা। অঙ্গিরসাং সত্রমাসীনানাং মধ্যে যে নবভির্মাসৈরবাপ্তফলা উত্থিতাস্তেষাং নবগ্বা ইতি সংজ্ঞা। 'নবগ্বাসঃ সুতসোমাস ইন্দ্রম্' (ঋ গং ৫।২৯।১২) ইত্যাদিষু তথাভিহিতত্বাৎ। ক্ষিতয়ঃ মনুষ্যা অঙ্গিরঃ প্রভৃতয়ঃ। 'ক্ষিতয়ঃ কৃষ্টয়ঃ (নি ২।৩।৬) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অযাতয়ন্ত। যুদ্ধার্থমিন্দ্রং নানাবিধৈর্মন্ত্রৈঃ প্রোৎসাহিতবন্তঃ। ইন্দ্রে যোদ্ধুং গতে সতি নিরষ্টাঃ তেনেন্দ্রেন নিরাকৃতা বৃত্রানুচরাঃ চিতয়ন্তঃ স্বকীয়ামশক্তিং জ্ঞাপয়ন্তঃ ইন্দ্রাৎ ইন্দ্রস্য সকাশাৎ প্রবদ্ভিঃ প্রবণৈঃ পলায়িতুং সুশকৈর্মার্গৈঃ আয়ন দূরে গতবন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বৃষায়ুধঃ বৃষেণ সেচন সমর্থেন পুংস্ত্বযুক্তেন শূরেণ সহ যুদ্ধং কুর্বন্তঃ। বধ্রয়ঃ ন নপুংসকা ইব। 'নিসর্গপণ্ডো বধ্রিশ্চ' ইত্যাদিস্মৃতিষু প্রয়োগঃ। তে যথা প্রবলেন দূরে নিরাকৃতা ভবন্তি তদ্বৎ ॥৬

মন্ত্রার্থ। তাহারা অনবদ্য[৫] ইন্দ্রের সেনার সহিত যুদ্ধ কামনা করিয়াছিল। সচ্চরিত্র অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। পৌরুষ সম্পন্ন বীরগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যেমন নপুংসকগণ ভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ বৃত্রানুচরবৃন্দ শূর ইন্দ্র দ্বারা যুদ্ধে নিরাবৃত হইয়া স্বকীয় অশক্তি জানিযা সহজ পথে দূরে পলায়ন করিল।৬

ত্বমেতান্রুদতো জক্ষতশ্চায়োধয়ো রজস ইন্দ্র পারে।
অবাদহো দিব আ দস্যুমুচ্চা প্র সুন্বতঃ স্তুবতঃ শংসমাবঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং রুদতঃ রোদনং কুর্বতঃ জক্ষতঃ ভক্ষণং হসতং বা কুর্বতঃ চ এতান্ দ্বিবিধানপি বৃত্রানুচরান্ রজসঃ পারে অন্তরিক্ষস্য পরভাগে রজঃশব্দোঽন্ত-

---

৫। গর্হনীয়, দোষ রহিত।

রিক্ষবাচী, 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' (নিরু ৪।১৯) ইত্যুক্তত্বাৎ। অযোধয়ঃ যুদ্ধমকরোঃ যুদ্ধেন মারিতবানিত্যর্থঃ। 'দস্যুম্ উপক্ষয়িতারং বৃত্রং দিবঃ আ দ্যুলোকাদানীয় উচ্চা উৎকর্ষেণ অবাদহঃ দগ্ধবানসি। বৃত্রং সপরিবারং বিনাশ্য তত ঊর্ধ্বং সুম্বতঃ সোমাভিষবং কুর্বতঃ স্তবতঃ স্তোত্রং কুর্বতো যজমানস্য শংসং স্তুতিং প্র আবঃ প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি রোদনকারী ও হাস্যরত দ্বিবিধ বৃত্রানুচরদের সহিত অন্তরীক্ষের পরভাগে যুদ্ধ করিয়াছেন। আপনি দ্যুলোক হইতে দস্যু বৃত্রকে আনিয়া নিঃশেষে দগ্ধীভূত করিয়াছেন। আপনি সপরিবার বৃত্রাসুরকে বিনাশ পূর্বক সোমাভিষবকারী ও স্তুতিকারীর স্তুতি রক্ষা করিয়াছেন।৭

চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যা হিরণ্যেন মণিনা শুম্ভমানাঃ।
ন হিন্বানাসস্তিতিরুস্ত ইন্দ্রং পরি স্পশো অদধাতসূর্যেণ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। যে বৃত্রানুচরাঃ পৃথিব্যাঃ ভূমেঃ পরীণহম্ আচ্ছাদনং সর্বতো ব্যাপ্তিং চক্রাণাসঃ কুর্বাণাঃ হিরণ্যেন হিরণ্যযুক্তেন মণিনা কণ্ঠবাহ্বাদিগতেন মণ্যাদ্যাভরণেন শুম্ভমানাঃ শোভমানাঃ হিন্বানাসঃ বর্ধমাণাঃ সন্তো বর্তন্তে তে তথাবিধা বৃত্রানুচরাঃ ইন্দ্রং যুদ্ধায়োদ্যন্তং ন তিতিরুঃ জেতুং ন সমর্থা আসন্। তদানীংস ইন্দ্রঃ স্পশঃ বাধকান্ বৃত্রানুচরান্ সূর্যেণ আদিত্যেন পরি অদধাৎ পরিহিতান্ ব্যবহিতানকরোৎ। তথা চ ব্রাহ্মণম্ —'আদিত্যো হ্যেবোদ্যন্ পুরস্তাদ্রক্ষাংস্যপহন্তি' (তৈ সাং ২।৬।৩।৬) ইতি॥

মন্ত্রার্থ। বৃত্রাসুরের অনুচরবৃন্দ সমগ্র পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়াছিল। তাহারা কণ্ঠ, বাহু প্রভৃতি অঙ্গে মণি প্রভৃতি হিরন্ময় আভরণে শোভমান ও বর্দ্ধমান হইয়াও ইন্দ্রজয়ে সমর্থ হয় নাই। শূর ইন্দ্র সেই বাধক বৃত্রানুচরগণকে সূর্য দ্বারা অনায়াসে ব্যবহিত, পরাজিত করিয়াছিলেন।৮

পরি যদিন্দ্র রোদসী উভে অবুভোজীর্মহিনা বিশ্বতঃ সীম।
অমন্যমানাঁ অভি মন্যমানৈর্নির্ব্রহ্মভিরধমো দস্যুমিন্দ্র ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র যৎ যদা রোদসী উভে দ্যুলোকভূলোকাবুভৌ মহিনা ত্বদীয়েন মহিম্না বিশ্বতঃ সীং সর্বতঃ পরিগৃহ্য পরি অবুভোজীঃ পরিতো ভুক্তবানসি তদানীং ত্বম্ অমন্যমানান্ মন্ত্রার্থমনুধ্যাতুমশক্তানপি কেবল পাঠকান্ যজমানান্ অভি মন্যমানৈঃ

অস্মদীয়া এতে যজমানা রক্ষনীয়া ইত্যভিমানং কুর্বন্তিঃ ব্রহ্মভিঃ মন্ত্রৈঃ দস্যুং চোরং বৃত্রাদি-রূপমসুরং নিঃ অধমঃ নিঃসারিতবানসি। 'ধমতির্গতিকর্মা' (নিরু ৬।২) ইতি যাস্কঃ ।।৯

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি স্বমহিমায় দ্যুলোক ও ভূলোক সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া সম্ভোগ করিতেছেন এবং ব্রহ্মবলে বৃত্রাদি অসুরগণকে নিঃসারিত করিয়াছেন। সেই মন্ত্রার্থ অনুধ্যানে অশক্ত ও কেবলমাত্র পাঠক যজমানকেও রক্ষা করিবার মানস করুন।৯

ন যে দিবঃ পৃথিব্যা অন্তমাপুর্ন মায়াভির্ধনদাং পর্যভূবন্।
যুজং বজ্রং বৃষভশ্চক্র ইন্দ্রো নির্জ্যোতিষা তমসো গা অদুক্ষৎ ।।১০

সায়ণ-ভাষ্য। যে জলবিশেষাঃ দিবঃ দ্যুলোকাৎ পৃথিব্যাঃ অন্তং ভূমেঃ স্থানং ন আপুঃ ন প্রাপ্তাঃ। মেঘরূপমাপন্নেন বৃত্রেণ নিরুদ্ধত্বাৎ। অত এব ভূমিপ্রাপ্ত্যভাবাৎ ধনদাং ধনপ্রদাং ভূমিং মায়াভিঃ সস্যোপকারাদিভিঃ কর্মভিঃ ন পর্যভূবন্ পরিতো ন ব্যাপ্তাঃ। জল-পানসস্যাভিবৃদ্ধ্যাদ্যুপকারং ন চক্রুরিত্যর্থঃ। তদানীময়ন্ ইন্দ্রঃ মেঘ ভেদনায় বজ্রং যুজং স্বহস্তযুক্তং চক্রে। ততঃ জ্যোতিষা দ্যোতমানেন ব্রজেণ তমসঃ অন্ধকাররূপান্‌মেঘান্ গাঃ গমনশীলান্যুদকানি নিঃ অধুক্ষৎ নিঃশেষেণ দগ্ধবান্। মেঘং ভিত্ত্বা জলং বৃষ্টবানিত্যর্থঃ ।।১০

মন্ত্রার্থ। যখন জলসমূহ মেঘরূপাপন্ন বৃত্র কর্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া দ্যুলোক হইতে পৃথিবীতে পতিত হইল না এবং ধনপ্রদ পৃথিবীকে উপকারী শস্যদ্বারা পূর্ণ করিল না তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র মেঘভেদনার্থ হস্তে বজ্রধারণ করিলেন এবং দ্যুতিমান বজ্রদ্বারা অন্ধকাররূপ কালমেঘ হইতে পতনোন্মুখ জলরাশি নিঃশেষে দোহন করিলেন।১০

অনু স্বধামক্ষরন্নাপো অস্যাবর্ধত মধ্য আ নাব্যানাম্।
সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্র ওজিষ্ঠেন হন্মনাহন্নভি দ্যূন্ ।।১১

সায়ণ-ভাষ্য। আপঃ জলানি অস্য ইন্দ্রস্য স্বধাম্ অন্নং ব্রীহ্যাদিরূপমনুলক্ষ্য অক্ষরন মেঘাদ্‌ভ্রষ্টা অভবন্। তদানীময়ং বৃত্রঃ নাব্যানাং নাবা তরণ যোগ্যানাং বহ্বীনামপাং মধ্যে আ সমন্তাৎ অবর্ধত বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ। প্রভূতজলে বর্তমানোঽপি ন মমার কিংতু অভিবৃদ্ধ এব। তদানীম্ ইন্দ্রঃ সধ্রীচীনেন সহগচ্ছতা মনসা যুক্তং তং বৃত্রম্ ওজিষ্ঠেন অতিবল-যুক্তেন হন্মনা হনন সাধনেন বজ্রেন অভি দ্যূন্ কতিচিদ্দিবসানভিলক্ষ্য অহন্ তেষু দিবসেষু

হতবান্। জল মধ্যে পতিত স্যাপি বৃত্রস্য মনো যত্রেন্দ্রস্তিষ্ঠতি তত্রৈব সহ গচ্ছতি তাদৃশমভিজ্ঞায় স হতবানিত্যর্থঃ ॥১২

মন্ত্রার্থ। প্রকৃতি অনুসারে জলরাশি ব্রীহি যবাদি শস্যের নিমিত্ত মেঘ হইতে বৃষ্টি রূপে পতিত হইল। সেই সময় বৃত্র নৌকাগম্য নদীসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, প্রভূত জলমধ্যে থাকিয়াও সে মরিল না। তখন ইন্দ্রদেব দৃঢ় সংকল্প বৃত্রাসুরকে ওজিষ্ঠ, অতি শক্তিশালী প্রাণনাশক বজ্রায়ুধ দ্বারা কয়েক দিবসেব মধ্যেই বিনাশ করিলেন।১১

ন্যাবিধ্যদিলীবিশস্য দৃড়্হা বি শৃঙ্গিণমভিনচ্ছুষ্ণমিন্দ্রঃ।
যাবত্তরো মঘবন্ যাবদোজো বজ্রেণ শত্রুমবধীঃ পৃতন্যুম ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। ইলী বিশস্য ইলায়া ভূমেবিলে শয়ানস্য বৃত্রস্য সংবন্ধীনি। 'ইলাবিলশয়স্য' (নিরু ৬।১৯) ইতি যাস্কঃ। দৃঢ়হা দৃংহিতানি অসুরেণ নিরুদ্ধানি প্রভূতান্যুদকানি ইন্দ্রঃ ন্যবিধ্যৎ নিতরাং বিদ্ধবান্। যদ্বা দৃঢ়হানি প্রবলানি সৈন্যানি নিতরাং বিদ্ধবান্। তত উর্ধ্বং শৃঙ্গিণং গোমহিষাদি শৃঙ্গসমানৈরায়ুধৈরূপেতং শুষ্ণং জগতঃ শোষকং বৃত্রং বি অভিনৎ বিবিধং তাড়িতবান্। হে মঘবন্ ধনযুক্তেন্দ্র তব যাবত্তর যাবান্ বেগোঽস্তি যাবদোজঃ যাবদ্বলমস্তি তেন সর্বেণ যুক্তস্ত্বং পৃতন্যুং পৃতনাং যুদ্ধমিচ্ছন্তং শত্রুং বৃত্রং ব্রজেণ অবধীঃ হতবানসি ॥১২

মন্ত্রার্থ। ইলিবিশের* প্রবল সৈন্যকে ইন্দ্র ভীষণ ভাবে বিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং গোমহিষাদির শৃঙ্গতুল্য আয়ুধোপেত জগৎ শোষক শুষ্ণকেও বিবিধ প্রকারে তাড়না করিয়াছিলেন। হে মঘবন.[৮] আপনার যে পরিমাণ বেগ ও বল আছে, তৎ দ্বারা যুদ্ধকামী শত্রুকে বজ্রদ্বারা হনন করিয়াছিলেন।১২

---

* ইলীবিশ ও শুষ্ণ এ দুটিই বৃত্রের বিশেষণ।

ইলীবিশ = ইলায়া ভূমেবিলে শয়ানস্য-বৃত্রস্য।

শুষ্ণ = জগতঃ শোষকং বৃত্রং।

৮। ধনযুক্ত।

অভি সিধ্মো অজিগাদস্য শত্রূন্বি তিগ্মেন বৃষভেণা পুরোঽভেৎ।
সং বজ্রেণাসৃজদ্বৃত্রমিন্দ্রঃ প্র স্বাং মতিমতিরচ্ছাশদানঃ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। অস্য ইন্দ্রস্য সিধ্মঃ সাধকো বজ্রঃ শত্রূন্ অভি ইন্দ্রবৈরিণোঽভিলক্ষ্য অজিগাৎ গতবান্। জিগাতির্গতিকর্মা। গাতি জিগাতি (নি ২।১৪।১১৩) ইতি গতিকর্মসু পাঠাৎ। স চ ইন্দ্র তিগ্মেন তীক্ষ্ণেন বৃষভেণ শ্রেষ্ঠেনায়ুধেন তেন বজ্রেণ পুরঃ বৃত্রস্য পুরাণি বি অভেৎ বিভিন্নং ভিন্নবান্। তত সঃ ইন্দ্রঃ বজ্রেণ স্বকীয়েন বৃত্রং সম অসৃজৎ সংযোজিতবান্। সংযোজ্য চ শাশদানঃ বৃত্রং হিংসন্ স্বাং মতিং স্বকীয়াং হর্ষোপেতাং বুদ্ধিং প্র অতিরৎ প্রকর্ষেণ বর্ধিতবান্ ॥১৩

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের কার্য সাধনকারী বজ্র বৈরীগণকে লক্ষ করিয়া পতিত হইয়াছিল। সেই তীক্ষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ আয়ুধ দ্বারা বীর ইন্দ্র বৃত্রের নগর সমূহকে নানা ভাবে বিদীর্ণ করেন। অনন্তর তিনি বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া বৃত্রকে বধ করেন এবং বৃত্র বধান্তে আপন স্বমতিকে[১] সমৃদ্ধ করেন।১৩

আবঃ কুৎসমিন্দ্র যস্মিঞ্চাকন্ প্রাবো যুধ্যন্তং বৃষভং দৃশদ্যুম্।
শফচ্যুতো রেণুর্নক্ষত দ্যামু চ্ছৈত্রেয়ো নৃষাহ্যায় তস্থৌ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র কুৎসম্ এতন্নামকং গোত্র প্রবর্তকমৃষিম্ আবঃ রক্ষিতবাণসি। যস্মিন্ কুৎসে চাকন্ স্তুতিং কাময়মানো বর্তসে। তং কুৎসমিতি পূর্বত্রান্বয়া। তথা দশদ্যুম্ এতন্নামকং দশসু দিক্ষু দীপ্যমানমৃষিং প্রাবঃ প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি। কীদৃশম্। যুধ্যন্তং স্বকীয়ৈঃ শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্বন্তং বৃষভং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠম্। শফচ্যুতঃ ত্বদীয়াশ্বস্য শফাৎ পতিতঃ রেণুঃ ধূলিঃ দ্যাং দ্যুলোকং নক্ষত প্রাপ্নোতি। শ্বৈত্রেয়ঃ শ্বিত্রাখ্যায়া যোষিতঃ পুত্রঃ পুরা শত্রুভয়াজ্জলে মগ্নঃ সন্ ত্বদনুগ্রহাৎ নৃসহ্যায় নৃভিঃ পুরুষৈঃ সোঢ়ব্যায় উৎ তস্থৌ জলাদুত্থিতবান্।১৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র আপনি যে গোত্র প্রবর্তক ঋষি কুৎসের স্তুতি কামনা করেন সেই কুৎসকে আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন। দশদিকে দীপামান গুণশালী ও যুদ্ধরত ঋষিবর

১। স্ববুদ্ধি, উৎসাহ।

দশহ্যুকেও আপনি প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছেন। আপনার অশ্বের শফচ্যুত[10] ধূলিকণা দ্যুলোক স্পর্শ করে। পুরাকালে শত্রু ভয়ে জলমগ্ন শ্বৈত্রেয়[11] আপনার অনুগ্রহে জল হইতে উত্থিত হইয়া পুরুষাগ্রণী হইয়াছিলেন।।১৪

আবঃ শর্মং বৃষভং তুগ্র্যাসু ক্ষেত্রজেষে মঘবঞ্ছ্বিত্র্যং গাম্।

জ্যোক্ চিদত্র তস্থিবাংসো অক্রঞ্ছত্রূয়তামধরা বেদনাকঃ।।১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র শ্বিত্র্যং শ্বিত্রায়াঃ পুত্রং পুর্বোক্তম্ পুরুষম্ আব রক্ষিতবানসি। কিমর্থম্। ক্ষেত্রজেষে শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধবেলায়াং ক্ষেত্র প্রাপ্ত্যর্থম। কীদৃশম্। শমং ত্বদীয়পরিপালনেন চিত্তব্যাকুলতাং পরিত্যজ্য শান্তং বৃষভং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং তুগ্র্যাসু গাং জলেষু গতং মগ্নমিতার্থঃ। 'তুগ্র্যা বূর্বু'রম্' (নি ১।১২।২৭) ইতি উদকনামসু পঠিতত্বাৎ। অত্র অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধে জ্যোক্ চিৎ চিরকালমপি তস্থিবাংশ অবস্থিতাঃ সন্তঃ অক্রন্ যে বৈরিণঃ শত্রুত্বমকুর্বৎ। শত্রূয়তাং শত্রুনাত্মন ইচ্ছতাং তেষাম্ অধরা বেদনা নিকৃষ্টানি দুঃখানি ত্বম্ অকঃ কুরু ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে মঘবন্[12], শমতাগুণযুক্ত শ্রেষ্ঠ ও জলমগ্ন শ্বিত্রাপুত্র শ্বৈত্রেয়কে আপনি ক্ষেত্র প্রাপ্তির জন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। যে শত্রুতাকামী বৈরীগণ আমাদের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বেদনা ও অসহ্য দুঃখ দান করুন।।১৫

চতুস্ত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তুপ ও দেবতা অশ্বিদ্বয়

ত্রিশ্চিন্নো অদ্যা ভবতং নবেদসা বিভুর্বাং যাম উত রাতিরশ্বিনা।

যুবোর্হি যন্ত্রং হিম্যেব বাসসোঽভ্যায়ংসেন্যা ভবতং মনীষিভিঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে নবেদসা অশ্বিনা মেধাবিনৌ অশ্বিদেবৌ। নবেদা ইতি মেধাবিনাম্ 'নবেদাঃ কবিঃ মনীষী (নি ৩।১৫।৯) ইতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। তাদৃশৌযুবাং

১০। ক্ষুর হইতে পতিত। ১১। শ্বিত্রা নাম্নী নারীরপুত্র। ১২। ধনবান্।

ত্রিশ্চিৎ ত্রিবারমপি অদ্য অস্মিন্ কর্মণি নঃ অস্মদর্থং ভবতম্ আগতৌ ভবতম্। অত্র ত্রিঃ ইতি বচনং সবনত্রয়াপেক্ষম্ আদরাতিশয়দ্যোতনার্থং বা। ত্রিষত্যা হি দেবাঃ (তৈ ব্রা ৩।২।৮) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। বাং যুবয়োঃ যামঃ গমন সাধনভূতো রথঃ বিভু ব্যাপ্তঃ। উত অপি চ রাতিঃ দানং বিভুরিতিশেষঃ। যুবোঃ যুবয়োরুভয়োঃ যন্ত্রং হি পরস্পরনিয়মরূপ সংবন্ধবিশেষোঽস্তি খলু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বাসসঃ সূর্য্যরশ্ম্যাচ্ছাদনযুক্তস্য বাসরস্য হিম্যেব হিমযুক্তয়া রাত্র্যেব। যথা রাত্র্যা সহ দিবসস্য সংবন্ধঃ কদাচিদপি নাপৈতি তদ্বৎ। যুবামুভৌ মনীষিভিঃ মেধাবিভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ। মনীষীতি মেধাবিনাম্, মনীষী মন্ধাতা (নি ৩।১৫।১১) ইতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। অভ্যায়ংসেন্যা অভিতো নিয়ন্তব্যৌ অনুগ্রহবশাৎ তদধীনৌ ভবতম্॥১

মন্ত্রার্থ। হে মেধাবী অশ্বিদ্বয়, অদ্য আপনারা আমাদের সবনত্রয়ে তিনবার[১৩] আগমন করুন। আপনাদের রথ বহুব্যাপ্ত ও আপনাদের দান বহুব্যাপী। যেমন সূর্যরশ্মিময় দিবসের সহিত হিমযুক্ত রাত্রির পরস্পর নিয়মরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তদ্রূপ আপনাদের উভয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ চিরস্থায়ী। আপনারা উভয়ে অনুগ্রহ পূর্বক মনীষী ঋত্বিকৃগণের বশবর্তী হউন।১

ত্রয়ঃ পবয়ো মধুবাহনে রথে সোমস্য বেনামনু বিশ্ব ইদ্বিদুঃ।
ত্রয়ঃ স্কম্ভাসঃ স্কভিতাস আরভে ত্রির্নক্তং যাথস্ত্রির্বশ্বিনা দিবা॥২

সায়ণ-ভাষ্য। মধুবাহনে মধুরদ্রব্যাণাং নানাবিধখাদ্যাদীনাং বহনেন যুক্তেঽশ্বিনোঃ সংবন্ধিনি রথে পবয়ঃ বজ্রসমানা দৃঢ়াচক্রবিশেষাঃ ত্রয়ঃ ত্রিসংখ্যাকাঃ সন্তি। ইৎ ইত্থং চক্রত্রয়সদ্ভাবপ্রকারং বিশ্বে সর্বে দেবাঃ সোমস্য চন্দ্রস্য বেনাং কমনীয়াং ভার্যামভিলক্ষ্য যাত্রায়াং বিদুঃ জানন্তি। যদা সোমস্য বেনয়া সহ বিবাহস্তদানীং নানাবিধ খাদ্যযুক্তং চক্রত্রয়োপেতং প্রৌঢ়ং রথমারুহ্য অশ্বিনৌ গচ্ছত ইতি সর্বে দেবা জানন্তীত্যর্থঃ। তস্য রথস্যোপরি স্কম্ভাসঃ স্তম্ভবিশেষ্যাঃ ত্রয়ঃ ত্রিসংখ্যাকাঃ স্কভিতাসঃ স্থাপিতাঃ। কিমর্থম্। আরভে আরব্ধুম্ অবলম্বিতুম্। যদা রথস্বরয়া যাতি তদানীং পতনভীতি নিবৃত্ত্যর্থং হস্তালম্বনভূতাঃ

১৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।২।৩।৮) আছে, ত্রি সত্যাঃ হি দেবাঃ। ইহার অর্থ, দেবগণ সত্যনিষ্ঠ।

স্তম্ভা ইত্যর্থঃ। হে অশ্বিনা যুবাং তাদৃশেন রথেন নক্তং রাত্রৌ ত্রিঃ যাথঃ ত্রিবারং গচ্ছথঃ। তথা দিবা দিবসেঽপি ত্রিঃ যাথঃ। রাত্রাবহনি চ রথমারুহ্য পুনঃ পুনঃ ক্রীড়থ ইত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। কমনীয়া ভার্য্যা বেনার সহিত বিবাহোদ্দেশ্যে চন্দ্রের গমন কালে অশ্বিদ্বয় যে রথে গমন করেন তাহা বিবিধ মধুর খাদ্যসামগ্রীবাহী ও বজ্রবৎ দৃঢ় চক্রত্রয় যুক্ত ছিল। দেবগণ ইহা নিশ্চিত জানেন। অতি দ্রুত গমন কালে, পতনভীতি নিবারণের জন্য উক্ত রথে হস্তাবলম্বনার্থ তিন স্তম্ভ স্থাপিত হইত। হে অশ্বিদ্বয় সেই রথে আপনি রাত্রিকালে তিনবার এবং দিবাভাগে তিনবার গমন করেন। যেন দিনে রাত্রে বার বার রথারোহনে ক্রীড়া করেন।২

সমানে অহন্ত্রিরবদ্য গোহনা ত্রিরদ্য যজ্ঞং মধুনা মিমিক্ষতম্।
ত্রির্বাজবতীরিষো অশ্বিনা যুবং দোষা অস্মভ্যমুষসশ্চ পিন্বতম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ দেবৌ যুবং যুবামুভৌ সমানে অহন্ একস্মিন্নস্থানদিনে ত্রিরবদ্যগোহনা ত্রিবারমনুষ্ঠানগতানং দোষাণাং সংবরণকারিণৌ ভবতম্। অদ্য অস্মিন্ দিনে যজ্ঞং যজ্ঞগতং হবিঃ মধুনা মধুররসেন ত্রি মিমিক্ষতং ত্রিবারং সিঞ্চতম্। কিং চ দোষাঃ। উপযশ্চ রাত্রির্দিবসাংশ্চ রাত্রিষু দিবসেষু-চ নৈরন্তর্যেন বাজবতীঃ বলকারিণীঃ ইষঃ অন্নানি অস্মভ্যং পিন্বতং সিঞ্চতং প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিনী দেবদ্বয় আপনারা এক দিনে তিন বার যজ্ঞানুষ্ঠানের দোষ সমূহ সংবরণ[১৪] করুন। অদ্য তিনবার আমাদের যজ্ঞের হবি মধুর রসে সিক্ত করুন এবং দিবা রাত্রি নিরন্তর বলকারী অন্নাদি দ্বারা আমাদিগকে ভরণ করুন।

ত্রির্বতির্যাতং ত্রিরণুব্রতে জনে ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রেধেব শিক্ষতম্।
ত্রির্নান্দ্যং বহত মশ্বিনা যুবং ত্রিঃ পৃক্ষো অস্মে অক্ষরেব পিন্বতম্ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা যুবং ত্রির্বতির্যাতম্ অস্মদীয়বর্তন সাধনং গৃহং ত্রির্যাতং ত্রিবারং প্রাপ্নুতম্। তথা অনুব্রতে অস্মাদনুকুল ব্যাপার যুক্তে জনে ত্রিং যাতং ত্রিবারং তদনুগ্রহায় গচ্ছতম্, ত্রিঃ সুপ্রাব্যে ত্রিবারং সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ ভবদ্ভ্যাং রক্ষনীয়ে প্রবর্তমানানস্মান্

১৪। নিবারণ, সংশোধন।

ত্রেধৈব ত্রিভিরেব প্রকারৈঃ শিক্ষতম্। পুনঃপুনরনুষ্ঠানমুপদেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। তথা নান্দ্যং নন্দনীয়ং সংতোষকরং ফলং ত্রিঃ বহতং প্রাপয়তম্। অস্মে অস্মাসু পৃক্ষঃ অন্নং ত্রিঃ পিন্বতং ত্রিবারং প্রযচ্ছতম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অক্ষরেব। অক্ষরাণ্যুদকানি। 'অক্ষরা স্রোতঃ তৃপ্তি' (নি ১।২।৩২) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। তানি পর্জ্জন্যো যথা প্রযচ্ছতি তদ্বৎ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আমাদের গৃহে তিনবার আগমন করুন। আমাদের অনুকূল ব্যাপারে নিযুক্ত জনের নিকট অনুগ্রহপূর্বক তিনবার আসুন। আপনাদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে রক্ষনীয় জনের নিকট তিনবার আসুন এবং আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ তিন প্রকার শিক্ষদান করুন। আমাদিগকে তিন বার[১৫] আনন্দজনক ফলপ্রদান করুন। যেমন পর্জন্য প্রচুর জল দান করেন, তদ্রূপ তিনবার আমাদের অন্নদান করুন।৪

ত্রির্নো রয়িং বহতমশ্বিনা যুবং ত্রির্দেবতাতা ত্রিরুতাবতং ধিয়ঃ।
ত্রিঃ সৌভগত্বং ত্রিরুত শ্রবাংসি ন স্ত্রিষ্ঠং বাং সূরে দুহিতা রুহদ্রথম্ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা যুবং নঃ অস্মান্ রয়িং ধনং ত্রি বহতং ত্রিবারং প্রাপয়তম্। দেবতাতা দেবতাতৌ দেবৈর্যুক্তে কর্মণি ত্রিঃ ত্রিবারমাগচ্ছতমিতি শেষঃ। উত অপি চ ধিয়ঃ অস্মদ্বুদ্ধীঃ ত্রিঃ ত্রিবারং রক্ষতম্। সৌভগত্বং সৌভাগ্যং ত্রিঃ বহত-মিতি শেষঃ। উত অপি চ শ্রবাংসি অন্নানি নঃ অস্মভ্যং ত্রিঃ বহতম্। বাং যুবয়োঃ সংবন্ধিনং ত্রিষ্ঠং চক্রত্রয়েঽবস্থিতং রথং সূরে সূর্যস্য দুহিতা পুত্রী। 'দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা' (নিরু ৩।৪) ইতি যাস্কঃ। সা আরূঢ়বতী।৫

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আমাদিগকে তিনবার ধনদান করুন। আমাদের দেবযুক্ত কর্মানুষ্ঠানে তিন বার আগমন করুন। তিন বার আমাদের বুদ্ধি রক্ষা করুন। তিন বার আমাদিগকে সৌভাগ্য দান করুন। তিন বার আমাদিগকে অন্ন দান করুন। আপনাদের চক্রত্রয়যুক্ত রথে সূর্যের দুহিতা আরূঢ়া হইয়াছেন।৫

ত্রির্নো অশ্বিনা দিব্যানি ভেষজা ত্রিঃ পার্থিবানি ত্রিরু দত্তমদ্ভ্যঃ।
ওমানং শংযোর্মমকায় সূনবে ত্রিধাতু শর্ম বহতং শুভস্পতী ॥৬

১৫। পুনঃ পুনঃ।

সায়ন-ভাষ্য। হে অশ্বিনা নঃ অস্মভ্যং দিব্যানি দ্যুলোকবর্তীনি ভেষজা ঔষধানি ত্রিঃ দত্তম্। তথা পার্থিবানি পৃথিব্যামুৎপন্নান্যৌষধানি ত্রিঃ দত্তম্। অদ্ভ্যঃ উ অন্তরিক্ষ-সকাশাদপৌষধানি ত্রিঃ দত্তম্। আপঃ ইত্যন্তরিক্ষনাম্ 'আপঃ পৃথিবী ভূঃ' (নি ১৩৮) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। শংযোঃ এতন্নামকস্য বৃহস্পতিপুত্রস্য। তে শংযুং বার্হস্পত্যম্-ব্রুবন্ (তে সং ২।৬।১০।১) ইতি ব্রাহ্মণান্তরাৎ। তস্য সংবন্ধিনম্ ওমানং সুখ বিশেষং মমকায় সূনবে মদীয়ায় পুত্রায় দত্তম্। হে শুভস্পতী শোভনস্যৌষধজাতস্য পালকৌ যুবাং ত্রিধাতু বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শমনবিষয়ং সুখং বহতং প্রাপয়তম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আমাদিগকে দিব্যলোকের ভেষজ[১৬] তিন বার দান করুন। আমাদিগকে তিনবার পার্থিব ঔষধি দান করুন। অন্তরীক্ষ হইতে ভেষজ আনিয়া তিনবার আমাদিগকে দিন। যেমন বৃহস্পতির পুত্র শংযুকে আপনারা পালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মদীয় সন্তানকে সদা সুখী করুন। হে শোভনীয় ঔষধিপালক! বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্ম নামক শারীরিক ধাতুত্রয় শমন বিষয়ক সুখ আমাদিগকে দান করুন।৬

ত্রির্নো অশ্বিনা যজতা দিবেদিবে পরি ত্রিধাতু পৃথিবীমশায়তম্।
ত্রিস্রো নাসত্যা রথ্যা পরাবত আত্মেব বাতঃ স্বসরাণি গচ্ছতম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা দিবে দিবে প্রতিদিনম্। দিবে দিবে দ্যবি দ্যবি (১।৯।১১) ইতি অহর্নামসু পঠিতত্বাৎ। যজতা যষ্টব্যৌ যুবাং নঃ অস্মদীয়াং পৃথিবীং বেদিরূপাং ভূমিং পরি সর্বতঃ প্রাপ্য ত্রিধাতু কক্ষ্যাত্রয়যুক্তে আস্তীর্ণে বর্হিষি ত্রিঃ ত্রিবারম্ অশায়তং শয়নং কুরুতম্। হে রথ্যা রথ্যৌ রথস্বামিনৌ ত্রিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকাঃ ঐষ্টিকপাশুকসৌমিকরূপা বেদীঃ গচ্ছতম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ। স্বসরাণি শরীরাণি আত্মেব বাতঃ। যথা প্রাণিনামাত্মভূতঃ প্রাণবায়ুস্তদীয়ানি শরীরাণি গচ্ছতি তদ্বৎ ৭

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা আমাদের পূজনীয়। প্রতিদিন তিনবার এই বেদিরূপ পৃথিবীতে আসিয়া কক্ষাত্রয় যুক্ত আস্তীর্ণ কুশোপরি শয়ন করুন। হে নাসত্য রথীদ্বয়! প্রাণিগণের আত্মারূপ প্রাণবায়ু যেরূপ শরীর সমূহে আগমন করে, তদ্রূপ আপনারা ঐষ্টিক[১৭] পাশুক[১৮] ও সৌমিক[১৯] রূপ তিনটি যজ্ঞস্থানে আগমন করুন।৭

১৬। ঔষধ। ১৭। ঘৃত। ১৮। পশু। ১৯। সোমরস।

ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিস্ত্রয় আহাবাস্ত্রেধা হবিষ্কৃতম্।
তিস্রঃ পৃথিবীরুপরী প্রবা দিবো নাকং রক্ষেথে দ্যুভিরক্তুভির্হিতম্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা সপ্তমাতৃভিঃ। 'ইমং মে গঙ্গে' (ঋ সং ১৫।৭৫।৫) ইত্যাদিমন্ত্রোক্তাঃ সপ্তসংখ্যাকা গঙ্গাদ্য নদ্যো মাতর উৎপাদিকা যেষাং জলবিশেষাণাং তে সপ্তমাতরঃ। তৈঃ সিন্ধুভিঃ স্যন্দনস্বভাবৈর্জলৈর্বসতীবরীনামভিঃ ত্রিঃ সোমাভিষবঃ কৃত ইতি শেষঃ। তথা চাগ্যত্র ব্রাহ্মণে সমাম্নাতম্—'অষ্টৌ কৃত্বোঽভিষুনীতি একাদশ কৃত্বো দ্বিতীয়ং দ্বাদশ কৃত্বস্তৃতীয়ম্' (তৈ সং ৬।৪।৫ ১-২) ইতি। আহাবাঃ যথোক্তজলযুক্তস্য সোমস্যাধারভূতা কূপসদৃশাঃ ত্রয়ঃ ত্রি সংখ্যাকা দ্রোণকলশাধবনীয়পূতভৃদাখ্যা নিষ্পন্না ইতি শেষঃ। তেষু ত্রিষুপাত্রবিশেযেষু ত্রেধা ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ সবনত্রয়গতৈঃ হবিষ্কৃতং সোমাখ্যং হবিঃ সংপাদিতম্ দ্রব্যং বর্ততে ইতি শেষঃ। তিস্রঃ পৃথিবীরুপরি ত্রিভ্যঃ পৃথিব্যাদিলোকেভ্য উর্ধ্বং প্রবা প্রবন্তৌ গচ্ছন্তৌ যুবাং দিবো নাকং দ্যুলোকসংবন্ধিনমাদিত্যং রক্ষেথে। কীদৃশম্ নাকম্। দ্যুভিঃ অহোভিঃ অক্তুভিঃ রাত্রিভিশ্চ হিতং স্থাপিতম্। অহনি সূর্য উদেতি রাত্রাবস্তং গচ্ছতীত্যেবমহোরাত্রাভ্যাং সূর্যো ব্যবস্থাপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয় গঙ্গাদি সপ্ত নদীমাতার জলে তিনটি সোমাভিষব প্রস্তুত হইয়াছে। দ্রোণকলস, আধবনীয় ও পূতভৃৎ নামক তিনটীকলস প্রস্তুত হইয়াছে এবং তিন সবনের হব্য রক্ষিত হইয়াছে। আপনারা উভয়ে পৃথিব্যাদি ত্রিলোকের উর্দ্ধে গমন পূর্বক অহোরাত্র সমন্বিত আকাশের সূর্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন।৮

ক্ব ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ব ত্রয়ো বন্ধুরো যে সনীড়াঃ।
কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য যেন যজ্ঞং নাসত্যোপয়াথঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে নাসত্যৌ অশ্বিনৌ ত্রিবৃত্তঃ ত্রিসংখ্যাকৈরশ্রিভিরুপেতস্য ভবদীয়স্য রথস্য ঈষাদ্বয়ং পূর্বভাগে সংযুজ্যতে। সেয়ম্ একা অশ্রিঃ। পৃষ্ঠভাগে বিযুজ্যতে। তত্র কোণদ্বয়ং সংপদ্যতে। ঈদৃশস্য রথস্য সংবন্ধীনি ত্রী চক্রা ত্রীণি চক্রাণি ক্ব। কুত্র স্থিতা-নীত্যস্মাভির্ন দৃশ্যতে। যে কাষ্ঠ বিশেষাঃ। সনীড়াঃ। নীড়ং গৃহসদৃশং রথস্যোপরি উপবেশস্থানম্। তেন সহ বর্তন্তে ইতি সনীড়াঃ। তে কাষ্ঠ বিশেষাঃ বন্ধুরঃ নীড়া-বন্ধনাধারভূতাঃ ত্রয়ঃ অক্ষেণ সহিতে দ্বে ঈর্ষে ইত্যেবং ত্রিসংখ্যাকাঃ। ক্ব কুত্রঃ স্থিতা

ইত্যস্মাভির্ন জ্ঞায়তে। বাজিনঃ বলবতঃ রাসভস্য ভবদীয়াশ্বস্থানীয়স্য গর্দভস্য যোগঃ রথে যোজনং কদা। কস্মিন কালে নিষ্পন্নম্ ইত্যস্মাভির্ন দৃশ্যতে। যেন চক্রত্রয়নীড় কাষ্ঠত্রয়রাসভযোজন সহিতেন রথেন যজ্ঞম্ অস্মদীয়ং যাগস্থানম্ উপয়াথঃ যুবাং প্রাপ্নুথঃ। তাদৃশস্য রথস্যেতি পূর্বত্রান্বয়ঃ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে নাসত্য[21] অশ্বিদ্বয়, আপনার ত্রিকোণ রথের চক্রত্রয় কোথায়? রথোপরি গৃহসদৃশ কাষ্ঠময় উপবেশন স্থান তিনটি কোথায়? সেইগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বলবান রাসভ[22] কখন আপনাদের রথে যুক্ত হইয়া আপনাদিগকে এই শুভ যজ্ঞে অনয়ন করিবে।৯

আ নাসত্যা গচ্ছতং হূয়তে হবির্মধ্বঃ পিবতং মধুপেভিরাসভিঃ।
যুবোর্হি পূর্বং সবিতোষসো রথমৃতায় চিত্রং ঘৃতবন্তমিষ্যতি॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে নাসত্যৌ অশ্বিনৌ ইহ কর্মণি আ গচ্ছতম্। অত্রাস্মাভিঃ হবিঃ হূয়তে। যুবাং চ মধুপেভি মধুরদ্রব্যপানযুক্তৈঃ আসভিঃ ভবদীয়ৈরাস্যৈ মধ্বঃ মধুর দ্রব্যাণি হবীংষি পিবতম্। সবিতা সূর্যঃ উষসঃ পূর্বম্ উষঃকালাৎপুরা যুবয়োরশ্বিনোঃ সংবন্ধিনং রথম্ ঋতায় অস্মদ্যজ্ঞার্থম্ ইষ্যতি হি প্রেরয়তি খলু। কীদৃশম্। চিত্রং পূর্বৌক্তৈশ্চক্রত্রয়াদিভিঃ বিচিত্রং ঘৃতবন্তম্ অক্ষাঞ্জনসাধনেন ঘৃতেনোপেতং॥১০

মন্ত্রার্থ। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়, আসুন, এই যজ্ঞে আমরা হব্যদান করিতেছি। আপনারা মধুপায়ী মুখ দ্বারা এই মধুর হব্যদ্রব্য পান করুন। উষাকালের পূর্বেই সবিতাদেব আপনাদের বিচিত্র ও ঘৃতোপেত রথ যজ্ঞে আগমনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।১০

আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নী রপাংসি মৃক্ষতং সেধতং দ্বেষো ভবতং সচাভুবা॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে নাসত্যা অসত্যেনানৃতেন রহিতৌ অশ্বিদেবৌ যুবাং ত্রিভিরেকাদশৈঃ 'যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থ' (ঋ সং ১।১৩৯।১১) ইত্যাদিমন্ত্রপ্রতিপাদিতৈস্ত্রি-

২০। ঋগ্বেদের ১০।৭৫।৫ মন্ত্রে গঙ্গা উল্লিখিত।

২১। ন+অসত্য (অনৃত)। নাসত্য শব্দের অর্থ অসত্যরহিত, অনৃতবর্জিত।

২২। গর্দভ।

সংখ্যাকৈঃ একাদশাত্মকবর্গত্রয়গতৈর্দেবৈঃ সহ মধুপেয়ং সোমাত্মকং মধুরদ্রব্য পানম্ অভিলক্ষ্য ইহ অস্মিন দেবযজন দেশে আ যাতম্ আগচ্ছতম্। আয়ুঃ অস্মদীয়মায়ুষ্যং প্র তারিষ্টং প্রবর্ধয়তম্। রপাংসি অস্মদীয়ানি পাপানি নিঃ মৃক্ষতং নিঃশেষেণ শোধয়তম্। দ্বেষ দ্বেষকর্তৃন সেধতং প্রতিষেধতম্। সচাভুবা অস্মাভিঃ সহাবস্থিতৌ ভবতম্॥

মন্ত্রার্থ। হে নাসত্য অশ্বিদ্বশ, (ত্রিগুণ একাদশ) তেত্রিশ দেবগণ[২৩] সহ মধুর সোমরস পানার্থ এই দেবযজন স্থানে আগমন করুন। আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করুন। আমাদের পাপরাশি নিঃশেষে খণ্ডন করুন। আমাদের দ্বেষকারীগণকে প্রতিষেধ করুন এবং আমাদের সহিত অবস্থান করুন।১১

আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেনার্বাঞ্চং রয়িং বহতং সুবীরম্।
শৃণ্বন্তা বামবসে জোহবীমি বৃধে চ নো ভবতং বাজসাতৌ।১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেন অপ্রতিহতগতিত্বাৎ ত্রিষুলোকেষু বর্তমানেন রথেন সহ নঃ অস্মাকম্ অর্বাঞ্চম্ অভিমুখং সুবীরং শোভনৈর্বীরৈঃ পুত্রভৃত্যাদি-ভিরূপেতং রয়িম্ ধনম্ আ বহতম্ আনীয় প্রাপয়তম্। শৃণ্বন্তৌ অস্মদীয়স্তুতিং শৃণ্বন্তৌ বাংযুবাম্ অবসে অস্মদ্রক্ষনার্থং জোহবীমি আহ্বয়ামি। ন অস্মাকং বাজসাতৌ সংগ্রামে। 'বাজসাতৌ মহাধনে, (নি ২।১৭।৩৬) ইতি সংগ্রামনামসু পাঠাৎ। বৃধে বর্ধনায় চ ভবতম্॥১২

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয় অপ্রতিহতগতি ও ত্রিলোকে বর্তমান ত্রিকোণ রথ দ্বারা বীরপুত্র ও বিশ্বস্ত ভৃত্যাদিযুক্ত ধন আমাদের সম্মুখে আনয়ন করুন। আত্মরক্ষার্থ আমরা আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আমাদের বৃদ্ধি সাধন ও সংগ্রামে বলদান করুন।১২

২৩। ঋগ্বেদে তেত্রিশ বৈদিক দেবতার কথা উল্লিখিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।৪।১০।১) আছে, আকাশে এগার, পৃথিবীতে এগার এবং অন্তরীক্ষে এগার মোট তেত্রিশ দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।৭।২) আছে। অষ্ট বসু, একাদশরুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, আকাশ ও পৃথিবী এই তেত্রিশ দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (২।১৮) অনুসারে এগার প্রযাজ দেবতা এগার অনুযাজ দেবতা ও এগার উপযাজ দেবতা। বিষ্ণুপুরাণ

পঞ্চত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি অঙ্গিরাপুত্র হিরণ্যস্তূপ ও দেবতা সবিতা

হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি মিত্রাবরুণাবিহাবসে।
হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি দেবং সবিতারমূতয়ে ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। স্বস্তয়ে অস্মাকমবিনাশায়। 'স্বস্তীত্যবিনাশনাম' (নিরু ৩।২১) ইতি যাস্কঃ। প্রথমম্ আদৌ অগ্নিং হ্বয়ামি। ইহ অস্মিন্ কর্মণি অবসে অস্মদ্রক্ষণায় মিত্রাবরুণৌ হ্বয়ামি। জগতঃ জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য নিবেশনীম্ উপবেশনহেতুভূতাং রাত্রীং রাত্রিদেবতাং হ্বয়ামি। জঙ্গমাঃ সর্বে প্রাণিনো দিবসে স্বস্বব্যাপারান্ কৃত্বা স্ব স্ব গৃহে রাত্রৌ উপবিশন্তীতি প্রসিদ্ধম্। উতয়ে অস্মদ্রক্ষণার্থং সবিতারং দেবং হ্বয়ামি।

মন্ত্রার্থ। স্বস্তি বা অবিনাশের জন্য প্রথমে আমরা অগ্নিকে আহ্বান করি। এই যজ্ঞকর্মে আমাদের রক্ষণার্থ মিত্রকে ও বরুণকে আহ্বান করি। জঙ্গম প্রাণিকুলের বিশ্রামহেতুভূত রাত্রি[২৪] দেবতাকে আহ্বান করি। আমাদের রক্ষার জন্য আমরা সবিতা দেবকে আহ্বান করি।১

আ কৃষ্ণেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েণ সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥২

বলে, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, প্রজাপতি ও বষট্‌কার, এই তেত্রিশ দেবতা। এই তেত্রিশ বৈদিক দেবতা হইতে পুরাণাদি গ্রন্থে তেত্রিশ কোটী দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক কার্য বা দৃশ্যকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া দেবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ কর্ম সমূহের কর্তা ও নিয়ন্তা যে কেবল এক ঈশ্বর তাহা ঋগ্বেদের বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

২৪। ইহা প্রসিদ্ধ যে সর্ব প্রাণী দিবসে স্ব স্ব কর্ম সমাপন ও রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে বিশ্রাম করে।

সায়ণ-ভাষ্য। সবিতা সূর্যঃ কৃষ্ণেন রজসা কৃষ্ণবর্ণেন লোকেন। 'কৃষ্ণং কৃষ্যতেনি-কৃষ্টোবর্ণঃ' (নি ২-২০) ইতি যাস্কঃ। 'লোকা রজাংস্যুচন্তে' (নিরু ৪।১৯) ইতি চ। অন্তরিক্ষলোকো হি সূর্যাগমনাৎ পুরা কৃষ্ণবর্ণো ভবতি। তেনান্তরিক্ষমার্গেণ অ বর্তমানঃ পুনঃপুনরাগচ্ছন্ অমৃতং দেবং মর্ত্যং মনুষ্যং চ নিবেশয়ন্ স্বস্বস্থানেঽবস্থাপয়ন্। যদ্বা অমৃতং মরণ রহিতং প্রাণং মর্ত্যং মরণসহিতং শরীরং চ নিবেশয়ন্। তথা চারণ্যকাণ্ডে 'অমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ' (ঋ সং ১।১৬৪।৬৮) ইত্যেতস্য মন্ত্রভাগস্য ব্যাখ্যানরূপে ব্রাহ্মণে যথোক্তোঽর্থোবগম্যতে 'মর্ত্যানি হীমানি শরীরানি অমৃতৈষ' দেবতা (ঐ আ ২।.।৮) ইতি যথোক্তগুণোপেতঃ সবিতা দেব ভুবনানি সর্বান্ লোকান্ পশ্যন্ অবেক্ষমাণঃ প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। হিরণ্যয়েন সুবর্ণনির্মিতেন রথেন আ যাতি অস্মৎ সমীপমাগচ্ছতি ॥২

মন্ত্রার্থ। সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্তরীক্ষলোক কৃষ্ণবর্ণ থাকে। সে অন্তরীক্ষমার্গে সবিতা পুনঃপুনঃ আসিয়া দেবতাগণকে[২৫] ও মনুষ্যগণকে সচেতন করেন এবং হিরণ্ময় রথারোহনে ভুবন সমুদয় দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করেন।২

যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাম্।
আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোঽপ বিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। দেবঃ দীপ্যমানঃ সবিতা প্রবতা প্রবণবতা মার্গেণ যাতি গচ্ছতি। তথা উদ্বতা উৎকৃষ্টেনোর্ধ্বদেশ যুক্তেন মার্গেণ যাতি। উদয়ানন্তরং আমধ্যাহ্নমূর্ধ্বো-মার্গঃ। তত উপরি আসায়ং প্রবণো মার্গ ইতি বিবেকঃ। তথা যজতঃ যষ্টব্যঃ স দেবঃ শুভ্রাভ্যাং শ্বেতাভ্যাং হরিভ্যাম্ অশ্বাভ্যাং যাতি দেবযজন দেশে গচ্ছতি। সবিতা দেবঃ বিশ্বা দুরিতা সর্বাণি পাপানি অপ বাধমানঃ বিনাশয়ন্ পরাবতঃ দূরদেশাৎ। 'পরাবত' (নি ৩।২৬।৫) ইতি দূরনামসু পঠিতত্বাৎ। তাদৃশাৎ দ্যুলোকাৎ আ যাতি যাগদেশে আগচ্ছতি।

২৫। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।৮) আছে, 'মর্তানি হীমানি শরীরানি অমৃতৈষ্য দেবতা'। ইহার অর্থ শরীরধারী প্রাণিগণ মরণশীল এবং দেবতা অমৃত।

মন্ত্রার্থ। দীপ্তিশালী দেব সবিতা উর্ধ্ব মার্গে এবং অধোমার্গে ভ্রমণ করেন। উদয়ের পরে মধ্যাহ্ণ পর্য্যন্ত উর্ধ্ব মার্গ এবং তৎপরে অস্তগমন বা সায়ংকাল পর্য্যন্ত প্রবণমার্গ বা অধোমার্গ। সেই যজনীয় দেবতা সুশুভ্র অশ্বদ্বয়দ্বারা দেবযজন দেশে গমন করেন। তিনি সর্ববিধ অন্ধকার (পাপ) বিনাশ করিতে করিতে দূর দেশ হইতে আসিতেছেন ।৩

অভীবৃতং কৃশনৈর্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং যজতো বৃহন্তম্।
আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা রজাংসি তবিষীং দধানঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। সবিতা রথম্ আস্থাৎ আস্থিতবান্ আরূঢ়বানিত্যর্থঃ। কীদৃশম্ অভীবৃতম্ অভিতো বর্তমানম্। তথা কৃশনৈর্বিশ্বরূপং সুবর্ণেন নানারূপম্। 'কৃশনং লোহম্' (নি ১।২।৭) ইতি সুবর্ণনামসু পাঠাৎ। ক্বচিৎ সুবর্ণনির্মিতগজপঙক্তিঃ ক্বচিদশ্বপঙ্ক্তিঃ ক্বচিন্মনুষ্যপঙ্ক্তিরিত্যেবং বহুরূপত্বম্। হিরণ্যশম্যম্। অশ্বানাং স্কন্ধেষু রথযোজনবেলায়াং নিয়ন্তুং প্রক্ষেপ্যমাণাঃ শঙ্কবঃ শম্যাঃ। তাঃ সুবর্ণময্যোরথে বর্তন্তে। বৃহতং প্রৌঢ়ম্। কীদৃশঃ সবিতা। যজতঃ যষ্টব্যঃ চিত্রভানু বিবিধরশ্মিযুক্তঃ কৃষ্ণা রজাংসি অন্ধকারযুক্ততয়া কৃষ্ণবর্ণান্ লোকানুদ্দিশ্য তমোনিবারনার্থং তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং দধানঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। যজনীয় চিত্রভানু[২৭] সবিতা অন্ধকারময় লোকসমূহের তমো নিবারনার্থ স্বতেজে প্রদীপ্ত হইয়া নানা বর্ণে বিচিত্রিত সুবর্ণ শঙ্কুযুক্ত[২৮] সমীপবর্তী বৃহৎ রথে আরোহণ করিলেন।

বি জনাঞ্ছ্যাবা শিতি পাদো অরব্যন্রথং হিরণ্য প্রউগম্ বহন্তঃ।
শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা ভুবনানি তস্থুঃ ।।৫

সায়ণ-ভাষ্য। শ্যাবাঃ এতন্নামকাঃ সূর্যস্যাশ্বাঃ। 'শ্যাবাঃ সবিতুঃ (নি ১।১৫।৮) ইতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ। তে চ শিতিপাদঃ শ্বেতৈঃ পাদৈরূপেতাঃ হিরণ্যপ্রউগম্। রথস্য মুখম্ ঈষয়োরগ্রং যুগবন্ধনস্থানং প্রউগমিত্যুচ্যতে। তচ্চাত্র সুবর্ণময়ম্।

২৭। বিচিত্র রশ্মিযুক্ত।

২৮। অশ্বগণের স্কন্ধে রথযোজন কালে নিক্ষিপ্যমান নিয়ন্ত্রণ-রজ্জু।

তদ্যুক্তং রথং বহন্তঃ জনান্ প্রাণিনঃ বি অখ্যন্ বিশেষেণ প্রকাশিতবন্ত ইত্যর্থঃ শশ্বৎ সর্বদা বিশঃ প্রজাঃ দৈব্যস্য ইতরদেব সংবন্ধিনঃ সবিতুঃ প্রেরকস্য সূর্যস্য উপস্থে সমীপস্থানে তস্থুঃ স্থিতবত্যঃ। ন কেবলং প্রজাঃ কিং তর্হি বিশ্বা ভুবনানি সর্বে। লোকাঃ প্রকাশায় সূর্যসমীপে তস্থুঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। শ্বেতপদযুক্ত শ্যাবাশ্বগণ সুবর্ণযুগ বিশিষ্ট রথ বহনপূর্বক জনগণের নিকট আলোক প্রকাশ করিতেছেন। দেবসবিতার সমীপে সর্বদা জনগণ ও বিশ্বভুবন বিদ্যমান।

তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।
আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু য উ তচ্চিকেতৎ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। দ্যাবঃ স্বর্গোপলক্ষিতাঃ প্রকাশমানা লোকাঃ তিস্রঃ ত্রিসংখ্যাকাঃ সন্তি। তত্র দ্বৌ লোকৌ সবিতুঃ সূর্যস্য উপস্থা সমীপস্থানে বর্তেতে ; দ্যুলোকভূলোকয়োঃ সূর্যেণ প্রকাশিতত্বাৎ। একা মধ্যমা ভূমিরন্তরিক্ষলোকঃ যমস্য ভুবনে পিতৃপতেগৃহে বিরাষাট্ বিরান্ গন্তৄন সহতে। প্রেতাঃ পুরুষা অন্তরিক্ষমার্গেণ যমলোকে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অমৃতা অমৃতানি চন্দ্রনক্ষত্রাদীনি জ্যোতীংষি জলানি বা অধি তস্থুঃ সবিতারমধিগম্য স্থিতানি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রথ্যম্ আণিং ন। রথাদ্বহিঃ অক্ষচ্ছিদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ কীল বিশেষঃ আণিরিত্যুচ্যতে। রথসংবন্ধিনম্ আণিম্ অধিগম্য যথা রথস্তিষ্ঠতি তদ্বৎ। যঃ তু মানবঃ তৎ সবিতৃরূপং চিকেতৎ জানাতি স মানবঃ ইহ অস্মিন্ বিষয়ে ব্রবীতু কথয়তু। কেনাপি বক্তুমশক্যঃ সবিতুর্মহিমেত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। দ্যুলোকাদি তিন লোক বর্তমান ; তন্মধ্যে দুই লোক দ্যুলোক ও ভূলোক সূর্য কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎ সমীপস্থ। অপর লোক অন্তরীক্ষ লোক, পিতৃলোকপতি যম রাজের[২৯] গৃহে গমনকারী প্রেত পুরুষগণের পথ। প্রেতগণ অন্তরীক্ষমার্গে

২৯। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে 'যম' পরলোকের রাজারূপে বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবস্বান্ কর্তৃক সরণ্যুর গর্ভে অশ্বিদ্বয় জাত হন এবং যম ও তাঁহার ভগিনী যমীরও জন্ম হয়। বিবস্বান্ অর্থে আকাশ। সরণ্যু

যমলোকে গমন করেন। যেমন রথ আণির[৩০] উপর অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ অমর চন্দ্রনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক সূর্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত। যিনি সবিতাকে জানেন, তিনিই এই বিষয়ে নিশ্চয় বলিতে পারেন। সূর্যের মহিমা কোনও মানব ব্যক্ত করিতে পারে না।৬

বি সুপর্ণো অন্তরীক্ষাণ্যখ্যদ্‌গভীরবেপা অসুরঃ সুনীথঃ।
ক্বেদানীং সূর্যঃ কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং রশ্মিরস্যা ততান ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। সুপর্ণঃ শোভন পতনঃ সূর্যস্য রশ্মিঃ। সুপর্ণাঃ ইতি পঞ্চদশ রশ্মিনামানি (নি ১।৫।১৫) ইতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। অন্তরিক্ষাণি অন্তরিক্ষোপলক্ষিতানি লোকত্রয় স্থানানি বি অখ্যৎ বিশেষেণ খ্যাপিতবান্ প্রকাশিতবান্। কীদৃশো রশ্মিঃ। গভীর বেপাঃ গম্ভীর কম্পনঃ। রশ্মেঃ প্রকম্পনং চলনং কেনাপি দ্রষ্টুমশক্যমিত্যর্থঃ। অসুরঃ সর্বেষাং প্রাণদঃ। তথা চান্যত্র আম্নায়তে—'সর্বেষাং ভূতাণাং প্রাণানাদায়োদেতি' (তৈঃ আ ১।১৪।১) ইতি। সুনীথঃ সুনয়নঃ শোভন প্রাপণঃ। মার্গ প্রকাশনেন অভীষ্ট দেশং প্রাপয়তীত্যর্থঃ। তাদৃশ রশ্মিযুক্তঃ সূর্যঃ ইদানীং রাত্রৌ ক্ব কুত্র বর্ততে। তদেতদ্রহস্যং কশ্চিকেত কো জানাতি। ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্য সূর্যস্য রশ্মিঃ কৃতমাং দ্যাম্ আ ততান কং দ্যুলোকং রাত্রৌ ব্যাপ্তবান্। এতদপি কো জানাতি ॥৭

মন্ত্রার্থ। গম্ভীর কম্পন বিশিষ্ট প্রাণদ[৩১] সুপর্ণ রশ্মি[৩২] অন্তরীক্ষাদি তিন লোক বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সূর্যদেব কোথায় কে জানে? কোন্ দিব্যলোকে সূর্য্যের রশ্মিজাল বিস্তৃত হইয়াছে ইহাও কেহ জানে না।৭

অর্থে উষাকাল এবং যম ও যমী অর্থে দিবস ও রজনী। পূর্বদিককে জীবনের উৎপত্তিস্থল বলে ঋষিরা ধারণা করতেন এবং পশ্চিম দিককে জীবনের অবসান মনে করতেন। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অন্তর্হিত হতেন; জীবনের পথ ভ্রমণ করে পরলোকের পথ দেখাতেন। এইরূপে পরবর্তীকালে যম পরলোকের রাজারূপে কল্পিত হয়।

৩০। রথের বাহিরে অক্ষছিদ্রে প্রক্ষিপ্ত কীল বিশেষ।

৩১। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।১৪।১) আছে, সর্বেষাং ভূতানাং প্রাণান্ আদায় উদেতি। ইহার অর্থ সূর্য্যদেব সর্বভূতের প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়া উদিত হন।

৩২। নিরুক্তে প্রদত্ত সূর্যরশ্মির পনেরটি নামের মধ্যে সুপর্ণ একটি।

অষ্টৌ ব্যখ্যৎককুভঃ পৃথিব্যা স্ত্রী ধন্ব যোজনা সপ্ত সিন্ধূন্।
হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেব আগাদ্দধদ্রত্না দাশুষে বার্যাণি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। পৃথিব্যাঃ সংবন্ধিনীঃ অষ্টৌ ককুভঃ প্রাচ্যাদ্যাশ্চতস্রো দিঃ আগ্নেয্যাদ্যাশ্চতস্রো বিদিশ ইত্যেবমষ্টৌ দিশঃ ব্যখ্যৎ সবিতা প্রকাশিতবান্। তথ যোজনা প্রাণিনঃ স্বস্ব ভোগেন সোজয়িতৃন্ ধন্ব অন্তরিক্ষোপলক্ষিতান্ ত্রী ত্রিসংখ্যাকা পৃথিব্যাদি লোকান্ সপ্ত সিন্ধুন্ গঙ্গাদিনদীঃ সমুদ্রান্বা সবিতা ব্যখ্যৎ। হিরণ্যাক্ষঃ হিত রমনীয়চক্ষুর্যুক্তো হিরণ্যময়াক্ষো বা সবিতা দেবঃ আগাৎ ইহাগচ্ছতু। কিং কুর্বন দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় বার্যাণি বরণীয়ানি রত্নানি দধৎ প্রযচ্ছন্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। সবিতা পৃথিবীর অষ্টদিক[৩৩] প্রকাশিত এবং প্রাণীবর্গকে স্ব স্ব ভোগে সংযোজিত করিয়াছেন। তিনি পৃথিব্যাদি তিনলোক ও গঙ্গাদি সপ্ত সিন্ধু প্রকাশিত করিয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ সবিতা হব্যদাতা যজমানকে বরণীয় ধনরত্ন দান করিয়া এখানে আগমন করুন ।৮

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীয়তে।
অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভি কৃষ্ণেণ রজসা দ্যামৃণোতি ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হিরণ্যপাণিঃ স্বুবর্ণময়হস্তযুক্তঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতুং হিরণ্যং হস্তে ধৃতবান্। বিচর্ষণিঃ বিবিধ দর্শনযুক্তঃ। বিচর্ষণিঃ পশ্যত্যর্থঃ। 'বিচর্ষণিঃ বিশ্বচর্ষণি (নি ৩।১১।৬) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। সবিতাদেবঃ উভে দ্যাবা পৃথিবী অন্তঃ উভয়োঃ লোকিয়োর্মধ্যে ঈয়তে গচ্ছতি। অমীবাং রোগাদি বাধাম্ অপ বাধতে সম্যক নিরাকরোতি। তথা সূর্যং বেতি গচ্ছতি। যদ্যপি সবিতৃ সূর্যয়োরেকদেবতাত্বং তথাপি মূর্তিভেদেন গন্তৃগন্তব্যভাবঃ। কৃষ্ণেন তমসঃ কর্ষকেণ নিবর্তকেন রজসা তেজসা দ্যাম আকাশম্ অভি ঋণোতি সর্বতো ব্যাপ্নোতি ॥৯

মন্ত্রার্থ। হিরণ্যপানি[৩৪] বিবিধ দর্শনযুক্ত সবিতা স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে গমন

৩৩। পূর্বাদি চারিদিক এবং অগ্নি, বায়ু, ঈশান ও নৈঋৎ কোন।

৩৪। স্বুবর্ণময় হস্তযুক্ত; অথবা হব্যদাতা যজমানকে দান করিবার জন্য হিরণ্য হস্তে লইয়া।

করিতেছেন এবং সর্বব্যাধি নিরাকরণ করিতেছেন। তিনি সূর্য্যের[৩৫] নিকট যাইতেছেন এবং তমোবিনাশক তীব্র তেজ দ্বারা আকাশ মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছেন।৯

হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ স্ববাঁ যাত্বর্বাঙ্।
অপসেধন্ রক্ষসো যাতুধানানস্থদ্দেবঃ প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হিরণ্যহস্তঃ অসুরঃ প্রাণদাতা সুনীথঃ সুষ্ঠু নেতা প্রশস্য ইত্যর্থঃ। 'সুনীথঃ পাকঃ' (নি ৩।৭।৮) ইতি প্রশস্য নামসু পাঠাৎ। সুমৃলীকঃ সুষ্ঠু সুখয়িতা স্ববান ধনবান্ অবাঙ্ অভিমুখঃ কর্মদেশে গচ্ছতু। কিং চায়ং দেবঃ প্রতি দোষং প্রতি রাত্রি গৃণানঃ স্তূয়মানঃ অস্থাৎ স্থিতবান্। কিং কুর্বন্। রক্ষসঃ বাধকত্বেন রক্ষণ নিমিত্ত ভূতান্ 'রক্ষো রক্ষিতব্যমস্মাৎ' (নিরু ৪।১৮) ইতি যাস্কঃ। যাতুধানান্ অসুরান্ অপসেধন্ নিরাকুর্বন্ ॥১০

মন্ত্রার্থ। হিরণ্যহস্ত প্রাণদাতা,* সুষ্ঠুনেতা, সুখদাতা ও ধনবান সবিতা স্বীয় কর্মদেশে গমন করুন। এই দেবতা প্রতি রাত্রি রাক্ষস ও যাতুধান[৩৬] সমূহকে নিরাকরণ পূর্বক আমাদের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন।১০

৩৫। যদিও সূর্য্য ও সবিতা অভিন্ন দেবতা তথাপি মূর্তিভেদে গন্তা ও গন্তব্য ভাব ভিন্ন। (১৭৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখুন)

৩৬। ঋগ্বেদে, যাতুধান একপ্রকার মায়াবী পাপমতি অসুর, ইরানীয়দের জেন্দ-আবেস্তায় তাহাদের নাম যাতুমান্। ৩৭। দেবকামী

*মূলে অসুর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং সায়ন অসুর অর্থে প্রাণদায়ী বা অনিষ্ট ক্ষেপনশীল (অস্ ধাতুর অর্থে ক্ষেপন) দেবতা করেছেন। এই বিশেষণ সবিতা, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের প্রতিও প্রযুক্ত হয়েছে।

আদিম আর্যগণ উপাস্যদেবকে অসুর বা দেব বলতেন। বহুকাল পরে আর্যদের মধ্যে বিবাদ ও বিচ্ছেদের ফলে দুটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় এবং এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্যদের নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। সেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করেন। তাহারাই প্রাচীন হিন্দু; এবং অন্য সম্প্রদায় প্রাচীন ইরানীয়। ইরানীয়গণ উপাস্যদের সাধারণ নাম অসুর দিলেন এবং হিন্দুদের উপাস্যদেবগণকে নিন্দা করতে লাগলেন এবং হিন্দুগণ উপাস্যদের নাম দিলেন দেব এবং ইরাণীয়দের উপাস্য অসুরদের নিন্দায় মুখর হলেন।

যে তে পন্থাঃ সবিতঃ পূর্ব্যাসোঽরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে।
তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভি রক্ষা চ নো অধি চ ব্রুহি দেব ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে সবিতঃ তে তব পন্থাঃ মার্গাঃ পূর্ব্যাসঃ পূর্বসিদ্ধাঃ অরেণবঃ ধূলি রহিতাঃ অন্তরিক্ষে সুকৃতাঃ সুষ্ঠু সম্পাদিতাঃ। সুগেভিঃ সুষ্ঠু গন্তুং শক্যৈঃ তেভিঃ পথিভিঃ তৈর্মার্গৈরাগত্য অদ্য অস্মিন্ দিনে নঃ অস্মান্ রক্ষ চ পালনমপি কুরু। তথা হে দেব নঃ অস্মান্ অনুষ্ঠাতৃন্ অধি ব্রুহি চ দেবানামগ্রেঽধিকত্বেন কথয় চ ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে সবিতা, আপনার মার্গসমূহ পূর্বসিদ্ধ, ধূলিরহিত ও অন্তরীক্ষে সুনির্মিত। সেই সুগম মার্গে আসিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করুন। হে বরেণ্য দেবতা, আমাদের কথা দেবগণের অগ্রে আরও অধিক করিয়া বলুন।১১

ষট্‌ত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব ও দেবতা অগ্নি

প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবয়তীনাম্।
অগ্নিং সূক্তেভির্বচোভিরীমহে যং সীমিদন্য ঈলতে ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিগ্‌ যজমানাঃ দেবয়তীনাং দেবান্ কাময়মানাণাং পুরূণাং বহূনাং বিশাং প্রজারূপাণাং বঃ যুষ্মাকমনুগ্রহায় যহ্বং মহান্তম্। 'যহ্বঃ ববক্ষিস্ত' (নি ৩।৩।১৩) ইতি মহন্নামসু পাঠাৎ। অগ্নিং সূক্তেভির্বচোভিঃ সূক্তরূপৈর্বাক্যৈঃ প্র ঈমহে প্রকর্ষেণ যাচামহে। 'ঈমহে যামি' (নি ৩।১৯।১) ইতি যাচ্ঞা কর্মসু পাঠাৎ। অন্যে ইৎ অন্যেঽপি ঋষয়ঃ যম্ অগ্নিং সীং সর্বতঃ ঈলতে স্তুবন্তি। তমগ্নিমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥ ১

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্ যজমানবৃন্দ, দেবয়তি[৩৭] বহু প্রজার মধ্যে তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহৎ অগ্নিকে সূক্তরূপ বাক্যে প্রকৃষ্টরূপে যাচ্ঞা করিতেছি। অন্যান্য ঋষিবৃন্দও সেই অগ্নিদেবকে সর্বদা স্তব করেন।

৩৭। দেবকামী।

জনাসো অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং হবিষ্মন্তো বিধেম তে।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা ইহাবিতা ভবা বাজেষু সন্ত্য ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। জনাসঃ অনুষ্ঠাতারো জনাঃ সহোবৃধং বলস্য বর্ধয়িতারম্ অগ্নিং দধিরে ধৃতবন্তঃ। হবিষ্মন্তঃ হবির্যুক্তা বয়ং হে অগ্নে তে ত্বাং বিধেম পরিচরেম। বিধতিঃ পরিচরণকর্মা। 'বিধেম সপর্যতি' (নি ৩।৫।২) ইতি পরিচরণ কর্মসু পঠিতত্বাৎ। বাজেষু অন্নেষু সন্ত্য দানশীল হে অগ্নে স ত্বম্ অদ্য অস্মিন্ দিনে ইহ কর্মণি নঃ অস্মান্ প্রতি সুমনাঃ শোভন মনস্কঃ অবিতা রক্ষিতা ভব ॥২

মন্ত্রার্থ। যজ্ঞানুষ্ঠাতা জনগণ বলবর্ধক অগ্নিদেবকে ধারণ করিয়াছে। হে অগ্নি, আমরা হবির্যুক্ত হইয়া আপনার পরিচর্য্যা করি। আপনি অন্নদাতা হইয়া এই যজ্ঞে আমাদের প্রতি সুমনা[৩৮] হউন এবং আমাদের রক্ষক হউন।২

প্র ত্বা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
মহস্তে সতো বি চরন্ত্যর্চয়ো দিবি স্পৃশন্তি ভানবঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে হোতারং হোমনিষ্পাদকমাহ্বাতারং বা বিশ্ববেদসং সর্বজ্ঞং দূতং দেবানাং দূত্যে প্রবৃত্তম্। অগ্নির্বৈ দেবানাং দূত আসীৎ ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তাদৃশং ত্বাং প্র বৃণীমহে প্রকর্ষেণ বরণং কুর্মঃ। মহঃ মহতঃ সতঃ নিত্যং বর্তমানস্য তে তব অর্চয়ঃ দীপ্তয়ঃ বি চরন্তি বিবিধং প্রচরন্তি। ভানবঃ ত্বদীয়া রশ্ময়ঃ দিবি দ্যুলোকে স্পৃশন্তি তত্রত্যান্ প্রাণিনঃ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি দেবগণের হোতা, দেবদূত ও বিশ্ববেদ[৩৯]। আমরা আপনাকে বরণ করি। আপনি মহৎ ও নিত্য এবং আপনার দীপ্তি বিস্তৃত হইতেছে। আপনার রশ্মিজাল দ্যুলোক স্পর্শ ও তত্রস্থ প্রাণিগণকে প্রকাশ করিতেছে।৩

দেবাসস্ত্বা বরুণো মিত্রো অর্যমা সং দূতং প্রত্নমিন্ধতে।
বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি ত্বয়া ধনং যস্তে দদাশ মর্ত্যঃ ॥৪

৩৮। শোভনমনস্ক, প্রসন্নমনা, ৩৯। সর্বজ্ঞ।

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বরুণাদয়স্ত্রয়ঃ দেবাসঃ দেবাঃ প্রত্নং পুরাতনং দূতং ত্বাং সম্ ইন্ধতে সম্যক্ দীপয়ন্তি যঃ মর্ত্যঃ মনুষ্যো যজমানঃ তে তুভ্যং দদাশ হবির্দত্তবান্ সঃ যজমানঃ ত্বয়া সহায়ভূতেন বিশ্বং সর্বং ধনং জয়তি ।৪

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, আপনি প্রত্নদূত[৪০]। বরুণ, মিত্র ও অর্যমা আপনাকে সুদীপ্ত করিতেছেন। যে যজমান আপনাকে হব্যদান করে, সে আপনার অনুগ্রহে সর্বধন জয় করে ।৪

মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি।
তে বিশ্বা সংগতানি ব্রতা ধ্রুবা যানি দেবা অকৃণ্বত ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং মন্দ্রঃ হর্ষহেতুঃ হোতা দেবানামাহ্বাতা বিশাং যজমানরূপাণাং প্রজানাং গৃহপতিঃ গৃহস্য পালকং দূতঃ দেবদূতঃ অসি। ত্বে ত্বয়ি বিশ্বা ব্রতা সর্বাণি কর্মাণি সংগতানি। ব্রতং কর্বরম (নি ২।১।৭) ইতি কর্মনামসু ব্রতশব্দঃ পঠিতঃ। পৃথিব্যাদয়ঃ দেবাঃ ধ্রুবা স্থিরাণি যানি কর্মাণি অকৃণ্বত কৃতবন্তঃ। পৃথিবী ধারয়তি পর্জন্যো বর্ষতি সূর্যঃ প্রকাশয়তি। তান্যেতানি ত্বয়ি সংগতানীতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি যজমানের হর্ষদাতা ও দেবগণের আহ্বাতা। আপনি যজমানগণের গৃহ পালক ও দেব গণের দূত। দেবগণ যে সকল অমোঘ ব্রত[৪২] সম্পাদন করেন, তাহা আপনাতে সঙ্গত[৪৩] হয় ।৫

ত্বে ইদগ্নে সুভগে যবিষ্ঠ্য বিশ্বমা হূয়তে হবিঃ।
স ত্বং নো অদ্য সুমনা উতাপরং যক্ষি দেবান্তসুবীর্যা ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে যবিষ্ঠ্য যুবতম অগ্নে সুভগে সৌভাগ্যযুক্তে ত্বে ইৎ ত্বয্যেব বিশ্বং সর্বং হবিঃ আ হূয়তে সর্বতঃ প্রক্ষিপ্যতে। স ত্বং নঃ অস্মান্ প্রতি সুমনা শোভন মনস্কো ভূত্বা অদ্য অস্মিন্ দিনে উত অপি চ অপরং শ্বঃ পরশ্ব ইত্যাদিকমুত্তরং কালং সর্বস্মিন্নপি কালে নৈরন্তর্যেণ সুবীর্যা শোভন বীর্যোপতান্ দেবান যক্ষি যজ ॥৬

৪০। পুরাতন দেবদূত। ৪১। স্থির। ৪২। কর্ম। ৪৩। মিলিত।

মন্ত্রার্থ। হে যবিষ্ঠ[৪৪] সুভগ[৪৫] দেবতা, আপনার উদ্দেশ্যেই সমস্ত হবিঃ হোমাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্নমনা হইয়া অদ্য, আগামী দিবস বা পরশ্ব বা সর্ব-উত্তর কালে নিরন্তর সুবীর্য্য[৪৬] দেবগণকে অর্চনা করুন।৬

তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।
হোত্রাভিরগ্নিং মনুষঃ সমিন্ধতে তিতির্বাংসো অতি স্রিধঃ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে নমস্বিনঃ অন্নযুক্তা নমস্কারযুক্তা বা। 'নমঃ আয়ুঃ সূনৃতা' (নি ২।৭।২২) ইতি অন্ননামসু পাঠাৎ নমঃ শব্দস্যান্নবাচিত্বম্। তাদৃশা যজমানাঃ স্বরাজং স্বতো দীপ্যমানং তং ঘেং তমেব পূর্বোক্ত সর্বগুণবিশিষ্টং ত্বাম্ ইত্থা অনেন প্রকারেণ হবিষ্প্রদানাদিরূপেণ উপ আসতে। মনুষঃ মনুষ্যা যজমানাঃ হোত্রাভিঃ সপ্তভিঃ বষট্কর্তৃভিঃ। 'সপ্ত হোত্রাঃ প্রাচীর্বষট্কুর্বন্তি' (তৈ ব্রা ২।৩।৬৪) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অগ্নিং তাং সমিন্ধতে সম্যগ্‌ দীপয়ন্তি। কীদৃশা মনুষ্যাঃ। স্রিধঃ শক্রন্ অতি তিতির্বাংসঃ অতিশয়েন তরন্তঃ॥৭

মন্ত্রার্থ। নমস্কার পূর্বক যজমানগণ সেই স্বতোদীপ্ত (স্বয়ং দীপ্তিমান) অগ্নিদেবকে দ্রব্যদানাদি দ্বারা উপাসনা করেন। শত্রুজয়েচ্ছু মনুষ্যগণ হোত্রদের[৪৭] দ্বারা সেই অগ্নিকে সমিদ্ধ[৪৮] করে।৭

ঘ্নন্তো বৃত্রমতরন্রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে।
ভুবৎ কণ্বে বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু॥৮

৪৪। যুবতম। ৪৫। সৌভাগ্যযুক্ত। ৪৬। বীর্যশালী। ৪৭। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৩।৬।৪) আছে, "সপ্তহোত্রা প্রাচীর্বষট্ কুর্বন্তি।" ইহার অর্থ সাত হোতা যজ্ঞে বষট্ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এই সাত হোতা বা ঋত্বিক্ বা পুরোহিত যথা--যজমান, যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন (২) হোতা, যিনি মন্ত্র পাঠ করেন (৩) উদ্গাতা, যিনি মন্ত্রগান করেন (৪) পোতা, যিনি হব্য প্রস্তুত করেন। (৫) নেষ্টা, যিনি হব্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন (৬) ব্রহ্মা, যিনি সমুদায় তত্ত্বাবধান করেন (৭) রক্ষ, যিনি দ্বার রক্ষা করেন।

৪৮। প্রদীপ্ত।

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে যুষ্মন্তঃ ত্বং সহায়েনেতরে দেবাঃ প্রহরন্তঃ বৃত্রম্ অতরন্ তীর্ণবন্তঃ। তদনন্তরং রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ অপঃ অন্তরিক্ষং চ ক্ষয়ায় প্রাণিনাং নিবাসার্থম্ উরু বিস্তারো যথা ভবতি তথা চক্রিরে। অপঃ শব্দোঽন্তরিক্ষবাচী। 'আপঃ পৃথিবী' (নি ১।৩।৮) ইতি তন্নামস্থ পঠিতত্বাৎ। ভবাংস্তু কণ্বে কণ্বনামকে মহর্ষৌ বৃষা কামানাং বর্ষিতা দ্যুম্নী ধনবান্ আহুতঃ সর্বতো হোমযুক্তশ্চভুবৎ ভবতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গবিষ্টিষু গোবিষয়েচ্ছাযুক্তেষু সংগ্রামেষু অশ্বঃ ক্রন্দন্ শব্দং কুর্বন্ যথাভীষ্টপ্রাপকস্তথেতি শেষঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, অন্যান্য দেবগণ আপনার সহায়তায় প্রহার পূর্বক বৃত্রবধ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা প্রাণীবর্গের নিবাসার্থ স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ লোকত্রয় বিস্তার করিয়াছেন। অগ্নি ধনবান, তিনি গোজয়ার্থ যুদ্ধে শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় সর্বতোভাবে আহুত হয়ে মহর্ষি কণ্বকে অভীষ্ট দ্রব্য বর্ষণ করুন।৮

সং সীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ।
বি ধূমমগ্নে অরুষং মিয়েধ্য সৃজ প্রশস্ত দর্শতম্ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে সং সীদস্ব বর্হিষ্যুপবিশ। মহান্ অসি গুণাধিকো ভবসি। দেববীতমঃ অতিশয়েন দেবান্ কাময়মানঃ শোচস্ব দীপ্যস্ব। হে মিয়েধ্য মেধার্হ প্রশস্ত উৎকৃষ্ট অগ্নে অরুষং গমনশীলং দর্শতং দর্শনীয়ং ধূমং বি সৃজ বিশেষেণ সংপাদয় ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি কুশাসনে উপবেশন করুন। আপনি মহৎ, গুণাধিক এবং দেবগণকে অতিশয় কামনা করেন। হে মেধাবী উৎকৃষ্ট দেবতা, আপনি দীপ্তি যুক্ত হউন এবং গতিশীল ও দর্শনীয় ধুমরাশি বিশেষ ভাবে উৎপন্ন করুন।৯

যং ত্বা দেবাসো মনবে দধুরিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন।
যং কণ্বো মেধ্যাতিথির্ধনস্পৃতং যং বৃষা যমুপস্তুতঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে হব্যবাহন হবিষো বাহকাগ্নে মনবে মনোরনুগ্রহায় দেবাসঃ সর্বেদেবাঃ যজিষ্ঠম্ অতিশয়েন পূজ্যং যষ্টৃতমং বা যং ত্বাম্ ইহ দেবযজন দেশে দধুঃ ধৃতবন্তঃ। মেধ্যাতিথিঃ মেধার্হৈরতিথিভি যুক্তঃ কণ্ব এতন্নামকো মহর্ষিঃ যংত্বাং ধনস্পৃত

ধনেন প্রীণয়িতারং কৃত্বা দধে ইতি শেষঃ। তথা বৃষা ইন্দ্রঃ যং ত্বাং দধে। তথা উপস্তুতঃ অন্যোঽপি স্তোতা যজমানো যং ত্বাং দধে। স ত্বং সং সীদস্বেতি পূর্বত্রান্বয়ঃ।১০

মন্ত্রার্থ। হে হব্যবাহন[৪৯] আপনি অতিশয় পূজনীয় দেবতা। সর্বদেব, মনুকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আপনাকে এই যজ্ঞস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন। ধনদানে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। ঋষি কণ্ব মেধার্হ[৫০] অতিথি বৃন্দ সহিত আপনাকে ধারণ করিয়াছেন। বর্ষণকারী ইন্দ্রদেব এবং অন্য স্তোতাও আপনাকে ধারণ করিয়াছেন।১০

যমগ্নিং মেধ্যাতিথিঃ কণ্ব ঈধ ঋতাদধি।
তস্য প্রেষো দীদিয়ুস্তমিমা ঋচস্তমগ্নিং বর্ধয়ামসি ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। মেধ্যাতিথিঃ যাগযোগ্যা অতিশয় ঋত্বিগ্রূপা যস্য তাদৃশঃ কণ্বঃ ঋষিঃ ঋতাদধি আদিত্যাদধ্যাহৃত্য যম অগ্নিম্ ঈধে দীপ্তবান্ তস্য অগ্নেঃ ইষঃ গমন স্বভাবা রশ্ময়ঃ প্র দীদিয়ুঃ প্রকর্ষেণ দীপ্যন্তে। তথা তম্ অগ্নিম্ ঈমাঃ অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানাঃ ঋচঃ বর্ধয়ন্তীতি শেষঃ। বয়মপি তমগ্নিং বর্ধয়ামসি স্তোত্রৈর্বর্ধয়াম ॥১১

মন্ত্রার্থ। অর্চনাভাজন ঋত্বিক্‌বৃন্দ যাঁহার প্রিয়জন, সেই ঋসি কণ্ব অগ্নিকে আদিত্য অপেক্ষা অধিক দীপ্তিমান করিয়াছেন। সেই অগ্নির গমনশীল রশ্মি সমূহ প্রদীপ্ত রহিয়াছে। এই ঋক সমূহ অগ্নিকে বর্ধিত করিতেছে এবং স্তোত্রাবলী দ্বারা আমরাও উহাকে বর্ধিত করিতেছি।১১

রায়স্পূর্ধি স্বধাবোঽস্তি হি তেঽগ্নে দেবেষ্বাপ্যম্।
ত্বং বাজস্য শ্রুত্যস্য রাজসি স নো মৃল মহাঁ অসি ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে স্বধাবঃ অন্নবন্ অগ্নে। 'স্বধা অর্ক' (নি ২।৭।১৭) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অস্মাকং রায় ধনানি পূর্ধি পূরয় দেহি বা। 'পূর্ধি পূরয় দেহীতি বা' (নি ৪।৩) ইতি যাস্কঃ। হে অগ্নে তে তব দেবেষ্বাপ্যং প্রাপনীয়ং সখ্যম্ অস্তি হি বিদ্যতে খলু। ত্বং শ্রুত্যস্য শ্রবণীয়স্য বাজস্য অন্নস্য রাজসি ঈশ্বরো ভবসি। স ত্বং নঃ অস্মান মৃড় সুখয়। মহান্ গুণৈরধিকঃ অসি ॥১২

৪৯। হবির্বাহক। ৫০। প্রশস্ত, অর্চনীয়।

মন্ত্রার্থ। হে অন্নবান অগ্নি আমাদের ধনাভাব পূরণ করুন। আপনার অনুগ্রহে দেবগণ আমাদের প্রাপনীয় হন। আপনি শ্রেষ্ঠ অন্নের ঈশ্বর ও সুমহৎ। আপনি আমাদিগকে সদা সুখী করুন।১২

ঊর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
ঊর্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে যূপ যদ্বা যুপাত্মকদারুনিষ্ঠাগ্নে নঃ অস্মাকম্ উতয়ে রক্ষণায় ঊর্ধ্বঃ উন্নতঃ তিষ্ঠ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সবিতা দেবো ন। যথা সূর্যো দেব উন্নতস্তিষ্ঠতি তদ্বৎ। ঊর্ধ্বঃ উন্নতঃসন্ বাজস্য সনিতা দাতা ভবিষ্যসি। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ অঞ্জিভিঃ আজ্যেন যূপম্ অঞ্জদ্ভিঃ বাঘদ্ভিঃ যজ্ঞং বহদ্ভি ঋত্বিগ্ভিঃ সহ বিহ্বয়ামহে অন্নদানায় ত্বাং বিশেষেণাহ্বয়ামঃ। তস্মাদন্নস্য দাতা ভবেতি পূর্বত্রান্বয় ॥১৩

মন্ত্রার্থ। হে যূপরূপে দারুনিষ্ঠ অগ্নি, যেমন সবিতাদেব ঊর্ধ্বস্থিত হন, তেমনি আপনিও আমাদের রক্ষণার্থ উন্নত হউন। উন্নত হইয়া আপনি অবিলম্বে আমাদের অন্নদাতা হউন। আমরা অন্নলাভার্থ যজ্ঞ সম্পাদকের দ্বারা বিশেষ প্রকারে আপনাকে আহ্বান করিতেছি।১৩

ঊর্ধ্বো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং সমত্রিণং দহ।
কৃধী ন ঊর্ধ্বাঞ্চরথায় জীবসে বিদা দেবেষু নো দুবঃ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে যূপ যদ্বা তন্নিষ্ঠাগ্নে ঊর্ধ্বঃ উন্নতঃ সন্ নঃ অস্মান কেতুনা জ্ঞানেন অংহসঃ পাপাৎ নি পাহি নিতরাং পালয়। বিশ্বম্ অত্রিণম্ সর্বমত্তারং ভক্ষকং রাক্ষসং সং দহ সম্যগ্ ভস্মীকুরু। নঃ অস্মান্ ঊর্ধ্বান্ উন্নতান্ কৃধি কুরু। কিমর্থম্। চরথায় লোকে চরণায় জীবসে জীবনায় চ নঃ অস্মাকম্ দুবঃ ধনং হবিঃ স্বরূপং দেবেষু বিদাঃ লম্ভয় ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে যুপনিষ্ঠ অগ্নিদেব, আপনি উন্নত হইয়া জ্ঞানালোক দ্বারা আমাদিগকে সর্বপাপ হইতে রক্ষা করুন। আমাদের ভক্ষক রাক্ষসগণকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করুন।

৫১। যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঘর্ষণে অগ্নিজাত হয়

আমাদিগকে উন্নত করুন, যেন আমরা সগৌরবে এই লোকে বিচরণ করিতে পারি। আমাদের হব্যরূপ ধন দেবগণের নিকট বহন করুন যেন আমরা জীবিত থাকিতে পারি।১৪

পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তে ররাব্ণঃ।
পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্য ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে হে বৃহদ্ভানো বৃহন্তো ভানবো যস্য তাদৃশ হে যবিষ্ঠ্য যুবতম হে অগ্নে নঃ অস্মান্ রক্ষসঃ বাধকাদ্রাক্ষসাদেঃ পাহি পালয়। তথা অরাব্ণঃ ধনাদীনা-মদাতৃরূপাৎ ধূর্তেঃ হিংসকাৎ পাহি। তথা রিষতঃ হিংসকাব্যাঘ্রাদেঃ সকাশাৎ পাহি। উত বা অথবা জিঘাংসতঃ হন্তুমিচ্ছতঃ শত্রোঃ সকাশাৎ পাহি ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে বৃহৎ ভানু[৫২] যুবতম অগ্নিদেব আমাদিগকে বাধক রাক্ষসাদি হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে ধনাদির অদাতা ধূর্তগণ[৫৩] হইতেও রক্ষা করুন। আমাদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ও জিঘাংসা পরায়ণ শত্রু হইতে রক্ষা করুন।১৫

ঘনেব বিষ্বগ্বি জহ্যরাবণস্তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক।
যো মর্ত্যঃ শিশীতে অত্যক্তুভি র্মা নঃ স রিপুরীশত ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে তপুর্জম্ভ তপ্যমানরশ্মিযুক্তাগ্নে অরাব্ণঃ অস্মভ্যং দেয়স্য ধনস্য অদাতৃণ বৈরিণঃ বিষ্বক সর্বতঃ বি জহি বিশেষেণ মারয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ঘনেব। যথা কঠিনেন দণ্ডপাষাণাদিনা ভাণ্ডাদিভঙ্গং করোতি তদ্বৎ। যঃ অন্যোঽপি রিপুঃ অস্মধ্রুক্ অস্মদ্বিষয় দ্রোহকারী ভৎর্সনাদিনা বাধতে। যঃ চ অন্যঃ মর্ত্যঃ মনুষ্যঃ শত্রুঃ অক্তুভিঃ আয়ুধৈঃ অতি শিশীতে তনূকরোতি অস্মান্ প্রহরতীত্যর্থঃ। স রিপুঃ ভৎর্সন প্রহারকারী দ্বিবিধোঽপি শত্রুঃ নঃ অস্মান্ প্রতি মা ঈশত ঈশ্বরঃ শক্তো মা ভূৎ ॥১৬

মন্ত্রার্থ। হে তপ্তরশ্মিযুক্ত অগ্নিদেব, যেমন কঠিন দণ্ড বা পাষাণাদি দ্বারা লোকে মৃন্ময় ভাণ্ডাদি ভগ্ন করে, তদ্রূপ যে বৈরিগণ ধন দান করে না, তাহাদিগকে কঠোর

৫২। বৃহৎ রশ্মিযুক্ত। ৫৩। হিংসক, যে ধন দান করে এরূপ ধূর্ত লোক।

আঘাতে সংহার করুন। যে দ্রোহকারী-রিপুগণ আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা অন্য যে শত্রুগণ আমাদের প্রতি আয়ুধাদি প্রয়োগ করে, তাহারা যেন কদাপি আমাদের প্রভু না হয়।১৬

অগ্নির্ববনে সুবীর্যমগ্নিঃ কণ্বায় সৌভগম্।
অগ্নিঃ প্রাবন্মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ সাতা উপস্তুতম্॥১৭

সায়ণ-ভাষ্য। অগ্নিঃ দেবঃ সুবীর্যং শোভন বীর্যোপেতং ধনমুদ্দিশ্য ববনে যাচিতঃ। সঃ অগ্নিঃ কণ্বায় মহর্ষয়ে সৌভগং শোভন ধনাদিরূপং ভাগ্যং প্রাযচ্ছদিতি শেষঃ। তথা অগ্নিঃ মিত্রা অস্মন্মিত্রাণি প্রাবং প্রকর্ষেণ রক্ষিতবান্। উত অপি চ মেধ্যাতিথিং মেধয়োগ্যৈরতিথিভিরূপেতমৃষিং প্রাবং। তথা উপস্তুতম্ অন্যমপি স্তোতারং যজমানং সাতৌ ধনাদি দান নিমিত্তং প্রাবদিতি শেষঃ॥১৭

মন্ত্রার্থ। অগ্নিদেব সুবীর্য্যের উদ্দেশ্যে যাচিত হইতেছেন। তিনি মহর্ষি কণ্বকে সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের মিত্রগণকে রক্ষা করিয়াছেন এবং মেধযোগ্য[৫৪] অর্চনাভাজন অতিথি বৃন্দ সহিত ঋষি কণ্বকেও প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছেন। ধনাদি দানার্থ অন্য যে কোন যজমান তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছেন, অগ্নি তাহাকেও রক্ষা করিয়াছেন। ১৭

অগ্নিনা তুর্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবং হ বামহে।
অগ্নির্নযন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্বীতিং দস্যবে সহঃ॥১৮

সায়ণ-ভাষ্য। অগ্নিনা সহাবস্থিতান্ তুর্বশনামকং যদুনামকম্ উগ্রদেবনামকং চ রাজর্ষীন্ পরাবতঃ দূরদেশাং হবামহে আহ্বয়ামঃ। স চ অগ্নিঃ নববাস্তনামকং বৃহদ্রথনামকং তুর্বীতিনামকং চ রাজর্ষীন্ নয়ং ইহানয়তু। কীদৃশোঽগ্নি। দস্যবে সহ অস্মদুপদ্রবহেতোশ্চোরস্যাভিভবিতা॥১৮

মন্ত্রার্থ। দস্যুদমনকারী অগ্নির সহিত রাজর্ষি তুর্বশ ও যদু[৫৫] ও উগ্রদেবকে দূরদেশ

৫৪। যজ্ঞনিষ্ঠ।

৫৫। পুরাণ অনুসারে যদু ও তুর্বশ, রাজা যযাতির দুই পুত্র।

হইতে আহ্বান করিতেছি অগ্নিদেব রাজর্ষি নববাস্ত্ব, বৃহদ্রথ এবং তুর্বীতিকেও এই যজ্ঞে আনয়ন করুন অগ্নিদেব আমাদের উপদ্রবকারী চৌরগণকে অভিভূত করিয়াছেন ।১৮

নি ত্বামগ্নে মনুর্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে ।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ ॥১৯

সায়ন-ভাষ্য । হে অগ্নে জ্যোতিঃ প্রকাশরূপং ত্বাং শশ্বতে বহুবিধায় জনায় মনুঃ প্রজাপতিঃ নি দধে দেব যজন দেশে স্থাপিতবান্ । হে অগ্নে ত্বম্ ঋতজাতঃ ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্তভূতেনোৎপন্নঃ উক্ষিতঃ হবির্ভিস্তর্পিতঃ সন্ কণ্বে এতন্নামকে মহর্ষৌ দীদেথ দীপ্তবানসি । যম্ অগ্নিং কৃষ্টয়ঃ মনুষ্যাঃ । 'কৃষ্টয়ঃ চর্ষণয়ঃ' (নি ২।৩।৭) ইতি মনুষ্যনামসু পঠিতত্বাৎ । নমস্যন্তি নমস্কুর্বন্তি । স ত্বমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ।

মন্ত্রার্থ । হে অগ্নিদেব । আপনি জ্যোতিঃরূপ । বিবিধ জাতীয় জনগণের জন্য প্রজাপতি মনু আপনাকে দেবযজন স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন । হে অগ্নিদেব, আপনি ঋতজাত[৫৬] ও হব্য দ্বারা তৃপ্ত হইয়া মহর্ষি কণ্বের প্রতি দীপ্তিমান হইয়াছেন । মনুষ্যগণ আপনাকে নমস্কার করিতেছে ।১৯

ত্বেষাসো অগ্নেরমবন্তো অর্চয়ো ভীমাসো ন প্রতীতয়ে ।
রক্ষস্বিনঃ সদমিদ্যাতুমাবতো বিশ্বং সমত্রিণং দহ ॥২০

সায়ণ-ভাষ্য । অগ্নেঃ অর্চয়ঃ জালাঃ ত্বেষাসঃ দীপ্তাঃ অমবন্তঃ বলবন্তঃ ভীমাসঃ ভয়ংকরাঃ । অত প্রতীতয়ে অস্মাভিঃ প্রত্যেতুং ন শক্যা ইতি শেষঃ । হে অগ্নে রক্ষস্বিনঃ বলবতঃ যাতুমাবতঃ যাতুধানানসুরান্ সদমিৎ সর্বদৈব সং দহ সম্যগভস্মীকুরু । তথা বিশ্বং সর্বং অত্রিণং ভক্ষকং অস্মদ্বাধকং শত্রুং সং দহ ॥২০

মন্ত্রার্থ । অগ্নির অর্চিসমূহ দীপ্তিমান, বলবান ও ভয়ংকর এবং উহাকে প্রত্যয় করা যায় না । হে অগ্নি, বলবান্ রাক্ষসদের, যাতুধানদের এবং বিশ্বভক্ষক অস্মৎবাধক শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে দহন করুন ।২০

---

৫৬ । ঋত = যজ্ঞ, তন্নিমিত্ত উৎপন্নঅগ্নি ।

সপ্তত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ঘোর পুত্র কণ্ব ও দেবতা মরুৎগণ

ক্রীলং বঃ শর্ধো মারুতমনর্বাণং রথেশুভম্। কণ্বা অভি প্র গায়ত ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে কণ্বাঃ কণ্বগোত্রোৎপন্না মহর্ষয়ঃ। যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ। বঃ যুষ্মদর্থং মারুতং মরুৎসমূহরূপং শর্ধঃ বলম্ অভি প্র গায়ত অভিতঃ প্রকর্ষেণ স্তুধ্বম্। কীদৃশং শর্ধঃ। ক্রীলং বিহরণশীলম্ অনর্বাণং ভ্রাতৃব্যরহিতম্। অতএব শ্রুত্যান্তরব্রাহ্মণেন ব্যাখ্যাতম্ 'অনর্বা প্রেহীত্যাহ ভ্রাতৃব্যো বা অর্বা ভ্রাতৃব্যাপনুত্ত্যৈ' (তৈ সং ৬৷৩৷৮৷৪) ইতি। রথেশুভং স্বকীয় রথেঽবস্থায় শোভমানম্ ॥

মন্ত্রার্থ। হে কণ্বগোত্রোৎপন্ন ঋষিবৃন্দ, তোমরা বিহরণশীল ও ভ্রাতৃব্য[৫৭] রহিত মরুৎগণের উদ্দেশ্যে স্তবগান কর। তাঁহারা স্বকীয় রথে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতেছেন।১

যে পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ।

অজায়ন্ত স্বভানব ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যে মরুতঃ পৃষত্যাদিভিঃ সাকং স্বভানবঃ স্বকীয় দীপ্তি যুক্তাঃ অজায়ন্তঃ ইতি সংপন্নাঃ। পৃষত্যো বিন্দুযুক্তা মৃগ্যো মরুদ্বাহনভূতাঃ। 'পৃষত্যো মরুতাম্' (ন ১৷১৫৷৬) ইতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ। ঋষ্টয় আয়ুধানি। বাশ্যঃ শব্দবিশেষা পরকীয় সেনাভিতিহেতবঃ। 'বাশী বাণী' (নি ১৷১১৷১১) ইতি বাঙ্‌নামসু পঠিতত্বাৎ। অঞ্জয়োঽলংকরণানি। তান স্তুম ইতি শেষঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। তাঁহারা স্বদীপ্তিশালী ও বিন্দুযুক্ত মৃগ রূপ বাহনের সহিত পরকীয় সেনাভীতি হেতু গর্জনকারী ও বিবিধ আয়ুধে সজ্জিত এবং নানা অলঙ্কারে শোভিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।২

৫৭। শত্রুহীন।

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্।

নি যামঞ্চিত্রমৃঞ্জতে ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। এষাং মরুতাং হস্তেষু স্থিতাঃ কশাঃ স্ব স্ব বাহনতাড়নহেতবঃ যদ্বদান্ যদ্বদন্তি যং ধ্বনিং কুর্বন্তি তং ধ্বনিম্ ইহেব অত্রৈব স্থিত্বা শৃণ্বে শৃণোমি। স ধ্বনিবিশেষঃ যামন্ সংগ্রামে চিত্রং বিবিধং শৌর্যং নি ঋঞ্জতে নিতরামলংকরোতি। 'ঋঞ্জতিঃ প্রসাধন কর্মা' (নিরু ৬।২১) ইতি যাস্কঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। এই মরুৎগণের হস্তস্থিত কশাসমূহ স্ব স্ব বাহন তাড়নার্থ যে ধ্বনি করিতেছে তাহা আমি এখানে থাকিয়া শুনিতেছি। সেই ধ্বনি সংগ্রামে নানা শৌর্য্য বৃদ্ধি করে।৩

প্র বঃ শর্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে।

দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিজঃ বঃ যুষ্মাকং সংবন্ধিনে শর্ধায় প্রসহনশীলায় ঘৃষ্বয়ে শত্রু-ঘর্ষণযুক্তায় ত্বেষদ্যুম্নায় দীপ্যমানযশসে। 'দ্যুম্নং দ্যোততের্যশোবান্নং বা' (নিরু ৫।৫) ইতি যাস্কঃ। শুষ্মিণে বলবতে। 'শুষ্মং শুষ্মম্' (নি ২।৯।১১) ইতি বলনামসু পাঠাৎ। এবংভূতায় মরুদ্গণায় ব্রহ্ম হবির্লক্ষণমন্নমুদ্দিশ্য প্র গায়ত স্তুধ্বম্। কীদৃশং ব্রহ্ম। দেবত্তং দেবৈর্দত্তং দেবতানুগ্রহাল্লবধম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিকৃবৃন্দ তোমরা প্রসহনশীল, শত্রুধর্ষণকারী, দীপ্যমান, যশঃপূর্ণ ও বলবান্ মরুৎগণের উদ্দেশ্যে দেবানুগ্রহে লব্ধ ব্রহ্ম[৫৮] গান কর।৪

প্র শংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীলং যচ্ছর্ধো মারুতম্।

জম্ভে রসস্য বাবৃধে ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। গোষু মরুন্মাতৃভূত পৃশ্নি প্রভৃতিষু ধেনুষবস্থিতম্। 'পৃশ্ন্যৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতাঃ' (তৈ সং ২।২।১১।৪) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অঘ্ন্যম্ অহন্তব্যং

৫৮। স্তোত্র

ক্রীলং বিহারোপেতং মারুতং মরুৎ সংবন্ধি শর্ধঃ প্রসহন শীলং তেজো যৎ অস্তি তৎ প্র শংস হে ঋত্বিক্‌সমূহ স্তুহি। রসশু গোক্ষীররূপস্য সংবন্ধি তৎ তেজঃ জম্ভে মুখে উদরে বা ববৃধে বৃদ্ধমভূৎ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিক্ সমূহ, যে মরুৎগণ মাতৃভূত পৃশ্নি রূপ ধেনুর মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাদের বিনাশরহিত ক্রীড়াশীল প্রসহনশীল তেজের স্তুতি কর। বৃষ্টি আস্বাদনে সেই তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছে।৫

কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ গ্মশ্চ ধূতয়ঃ।
যৎ সীমন্তং ন ধূনুথ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। দিবশ্চ দ্যুলোকস্যাপি গ্মশ্চ ভূলোকস্যাপি। 'গৌঃ গ্মা' (নি ১।১।২) ইতি ভূনামসু পঠিতত্বাৎ। ধূতয়ঃ কম্পনকারিণো হে নরঃ নেতারো মরুতঃ বঃ যুষ্মাকং মধ্যে আ সমন্তাৎ বর্ষিষ্ঠঃ বৃদ্ধতমঃ কঃ। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ সীং সর্বতঃ অন্তং ন বৃক্ষাগ্রমিব ধূনুথ চালয়থ। তস্মাৎ কারণাৎ কম্পয়িতৃণাং যুষ্মাকং মধ্যে কঃ প্রবল ইতি প্রশ্ন ॥৬

মন্ত্রার্থ। দ্যুলোক ও ভূলোকের কম্পনকারী হে বীরগণ, আপনাদের মধ্যে বর্ষিষ্ঠ[৫৯] কে? আপনারা চারিদিক বৃক্ষাগ্রবৎ পরিচালিত করিতেছেন।৬

নি বো যামায় মানুষো দধ্র উগ্রায় মন্যবে।
জিহীত পর্বতো গিরিঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ বঃ যুষ্মাকং যামায় গমনার্থং মানুষঃ গৃহস্বামী কশ্চিন্মনুজঃ নি দধ্রে গৃহ দাঢ্যার্থং দৃঢ়ং স্তম্ভং নিক্ষিপ্তবান্। ভবদীয়গমনেন চালিতং গৃহং পতিষ্যতীতি ভীত্যা তন্নিবারণায় দৃঢ়স্তম্ভপ্রক্ষেপঃ। কীদৃশায় যামায়। উগ্রায় তীব্রায় মন্যবে চালনার্থমভিমন্যমানায়। যুজ্যতে হি ভবদ্গমনাদ্ভীতিঃ। যতো ভবদ্গত্যা চালিতঃ পর্বতঃ বহুবিধ পর্বযুক্ত গিরিঃ শিখরী জিহীত গচ্ছেৎ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনাদের উগ্র ও প্রবল গতির ভয়ে মনুষ্যগণ অবনত হইয়াছে কারণ আপনাদের উগ্র[৬০] ও প্রবল গতিতে বহু পর্বযুক্ত গিরিও[৬১] ভূপতিত হয়।

৫৯। জ্যেষ্ঠ, প্রবল। ৬০। তীব্র। ৬১। শিখরী।

যেষামজ্মেষু পৃথিবী জুজুর্বাঁ ইব বিশ্পতিঃ।
ভিয়া যামেষু রেজতে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ যেষাং যুষ্মাকং যামেষু গমনেষু অজ্মেষু ক্ষেপকেষু সংসু পৃথিবী ভূমিঃ রেজতে কম্পতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জুজুর্বাইব বিশ্পতিঃ। যথা বয়োহানিরোগাদিনা জীর্ণঃ প্রজাপালকো রাজা বৈরিভয়াৎ কম্পতে তদ্বৎ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনাদের তীব্র গতিক্রমে পদার্থ সমূহ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং পৃথিবীও বৃদ্ধ ও রোগাদি দ্বারা জীর্ণ প্রজা পালকের ন্যায় শত্রু ভয়ে কম্পিত হইল।৮

স্থিরং হি জানমেষাং বয়ো মাতুর্নিরেতবে।
যৎসীমনু দ্বিতা শবঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। এষাং মরুতাং জানং জন্মস্থানমাকাশং স্থিরং হি চলন রহিতং খলু। মাতুঃ মরুতাং জননীস্থানীয়াদাকাশাৎ বয়ঃ পক্ষিণঃ নিরেতবে নির্গন্তুং সমর্থা ভবন্তীতি শেষঃ। তাদৃশাদাকাশাদ্ভবজ্জন্মেতি মরুতাং স্তুতিঃ। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ শবঃ ভবদীয়ং বলম্ অনুক্রমেণ সীং সর্বতঃ দ্বিতা দ্বিত্বেন দ্যাবাপৃথিব্যোর্বিভজ্য বর্ততে। অতো ভবদীয়ং জানং স্থিরং হি ইতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৯

মন্ত্রার্থ। তাঁহাদের জন্মস্থান আকাশ সুস্থির[৬২] এবং তাঁহাদের মাতৃ স্বরূপ[৬৩] আকাশ হইতে বল নির্গত হইতে পারে। যেহেতু আপনাদের ভীমবল দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়লোকের সর্বত্র বর্তমান। তাদৃশ আকাশ হইতে আপনাদের শুভজন্ম হইয়াছে।৯

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্মেষত্নত।
বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যে পূর্বপ্রকৃতাঃ গিরঃ সূনবঃ বাচ উৎপাদকা মরুতঃ। বায়বো হি তাল্বোষ্ঠাদিষু সংচরন্তো বাচমুৎপাদয়ন্তি। অজ্মেষু স্বকীয়েষু গমনেষু সৎসু কাষ্ঠাঃ অপঃ। 'আপোঽপি কাষ্ঠা উচ্যন্তে ক্রান্ত্বা স্থিতা ভবন্তি (নিরু ২।১৫) ইতি যাস্কঃ। উদু উৎকর্ষে-

---

৬২। চলন রহিত, অকম্পিত। ৬৩। জননী স্থানীয়।

নৈব অত্রৈত অতনিষত বিস্তারিত বন্তঃ। উদকং বিস্তার্য তৎপানার্থং বাশ্রাঃ হুম্ভারবোপেতা গাঃ অভিজ্ঞু জাম্বাভিমুখ্যং যথা ভবতি তথা যাতবে গন্তুং প্রেরিতবন্ত ইতি শেষঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। মরুৎগণ বাক্যের উৎপাদক; কারণ বায়ুসমূহ তালু ও ওষ্ঠাদিতে সঞ্চরণ পূর্বক বাক্য উৎপন্ন করে। আপনাদের প্রবল গমনে জলস্রোত বিস্তৃত হয় এবং গাভীগণ হাম্বারব পূর্বক জানু পর্যন্ত সেই জলে নিমগ্ন হইয়া জলপান করে।১০

ত্যং চিদ্ধা দীর্ঘং পৃথুং মিহো নপাতমমৃধ্রম।
প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যং চিদ্ধ প্রসিদ্ধো যো মেঘস্তমপি মেঘং যামভিঃ স্বকীয়গমনৈঃ প্র-চ্যাবয়ন্তি মরুতঃ প্রকর্ষেণ গময়ন্তি। **কীদৃশম্।** দীর্ঘম্ আযামোপেতং পৃথুং তির্যগ্বিস্তৃতং মিহো নপাতং সেচনীয়স্য জলস্য ন পাতয়িতারং বৃষ্টিমকুর্বন্তমিত্যর্থঃ। অমৃধ্রং কেনাপ্যহিংস্যম ॥

মন্ত্রার্থ। যে মেঘ প্রসিদ্ধ, দীর্ঘ, পৃথু[৬৪] ও জল বর্ষণ করে না এবং কাহারও দ্বারা হিংসনীয় নয়, সেই মেঘকেও মরুৎগণ স্বকীয় প্রবল গতি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে চালিত করেন।১১

মরুতো যদ্ধ বো বলং জনাঁ অচুচ্যবীতন।
গিরীনচুচ্যবীতন ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ যদ্ধ যস্মাদেব কারণাৎ বঃ যুষ্মাকং বলং অস্তি অস্মাদেব কারণাৎ জনান্ প্রাণিনঃ অচুচ্যবীতন স্ব স্ব ব্যাপারেষু প্রেরয়ত। তথা গিরীন্ মেঘান্ অচুচ্যবীতন প্রেরয়ত ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, যেহেতু আপনাদের বল অসীম সেইহেতু আপনারা জনগণকে[৬৫] স্বস্ব ব্যাপারে প্রেরিত এবং মেঘদিগকে চালিত করেন।১২

যদ্ধ যান্তি মরুতঃ সং হ ব্রুবতেঽধ্বন্না।
শৃণোতি কশ্চিদেষাম্ ॥১৩

৬৪। তির্য্যকভাবে বিস্তৃত। ৬৫। মনুষ্যদের।

সায়ণ-ভাষ্য। যদ্ধ যদা খলু মরুতঃ যান্তি গচ্ছন্তি তদানীম্ অধ্বন্না মার্গে সর্বতঃ সং ব্রুবতে হ সংভূয় ধ্বনিমবশ্যং কুর্বন্তি। এষাং মরুতাং সংবন্ধিনং শব্দং কশ্চিৎ যঃ কোঽপি শৃণোতি ॥১৩

মন্ত্রার্থ। যখন মরুৎগণ গমন করেন তখন তাহাদের গতি পথে সর্বতোভাবে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তাহা অবশ্যই সকলেরই শ্রুতিগোচর হয়।১৩

প্র যাত শীভমাশুভিঃ সন্তি কণ্বেষু বো দুবঃ।
তত্রো ষু মাদয়াধ্বৈ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ আশুভিঃ বেগবদ্ভিঃ স্বকীয়ৈর্বাহনৈঃ শীভং শীঘ্রম্। শীভং তুষু তুযম্ (নি ২।১৫।৯) ইতি ক্ষিপ্রনামসু পাঠাৎ। প্র যাত প্রকর্ষেণ কর্মভূমিং গচ্ছত। কণ্বেষু মেধাবিষ্বনুষ্ঠাতৃষু বঃ যুষ্মাকং দুবঃ দুবাংসি পরিচরণানি সন্তি। তত্রো ষু তেষ্বেব পরিচারকেষু কণ্বেষু মাদয়াধ্বৈ তৃপ্তা ভবত ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ বেগবান স্বস্ববাহনে শীঘ্র কর্মভূমিতে আগমন করুন। মেধাবী কণ্বগণ আপনাদের পরিচর্য্যা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই পরিচারক কণ্বগণের প্রতি সদা তৃপ্ত হউন।১৪

অস্তি হি ষ্মা মদায় বঃ স্মসি ষ্মা বয়মেষাম্।
বিশ্বং চিদায়ুর্জীবসে ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ বঃ যুষ্মাকং মদায় তৃপ্তয়ে অস্তি হি স্ম অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানং হবির্বৈ বিদ্যতে খলু। এষাং যুষ্মাকং ভৃত্যভূতাঃ বয়ং স্মসি স্ম বিদ্যামহে খলু। জীবসে জীবিতুং বিশ্বং চিদায়ুঃ সর্বমপ্যায়ুঃ প্রযচ্ছতেতি শেষঃ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনাদের তৃপ্তির জন্য আমাদিগের দ্বারা প্রস্তুত হব্য বিদ্যমান। আমরা সমস্ত পরমায়ু জীবিত থাকিবার জন্য আপনাদের চিরভৃত্য হইয়াছি।১৫

অষ্টাত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব ও দেবতা মরুৎগণ।

কদ্ধ নূনং কধপ্রিয় পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ।
দধিধ্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ কদ্ধ কদা খলু নূনম্ অবশ্যং হস্তয়োঃ দধিধ্বে যুয়মস্মান হস্তে ধারয়থ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পিতা পুত্রং ন হস্তয়ো। যথা লোকে পিতা হস্তয়োঃ স্বকীয়ং পুত্রং ধারয়তি তদ্বৎ। কীদৃশা মরুতঃ। কধপ্রিয়ঃ স্তুতিপ্রীতাঃ বৃক্তবহিষঃ। বৃক্তং ছিন্নং বর্হির্দর্ভো যেষাং মরুতাং যজমানায় তে মরুতঃ তথাবিধাঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনারা স্তুতি প্রিয় এবং আপনাদের জন্য কুশ ছিন্ন হইয়াছে। পিতা যেরূপ পুত্রকে হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ করে, তদ্রূপ কবে আপনারা আমাদের হস্তধারণ করিবেন ?১

ক্ক নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ।
ক্ক বো গাবো ন রণ্যন্তি ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ নূনম্ ইদানীং ক্ক যুয়ং কুত্র স্থিতাঃ। কং কদা বঃ যুষ্মাকম্ অর্থম্ অরণং দেবযজনদেশে গমনম্। বিলম্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ। দিবঃ গন্ত দ্যুলোকাদাগচ্ছত। পৃথিব্যাঃ ন গন্ত ভূলোকান্মা গচ্ছত। বঃ যুষ্মান্ ক্ক রণ্যন্তি। দেবজনরূপায়াঃ পৃথিব্যা অন্যত্র কুত্র শব্দয়ন্তি। যজমানাঃ স্তবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গাবো ন। যথা গাবো রণন্তি শব্দয়ন্তি তদ্বৎ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, এখন আপনারা কোথায় সংস্থিত আছেন ? কখন এই যজ্ঞস্থলে আসিবেন ? দ্যুলোক হইতে সত্বর এখানে আগমন করুন ; কিন্তু পৃথিবী হইতে কদাপি যাইবেন না। যেমন গাভীগণ শব্দ করে সেইরূপ এখানে যজমানগণ আপনাদের স্তব করিতেছে ।২

ক বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক সুবিতা।
কোঽবিশ্বানি সৌভগা ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ বঃ যুষ্মাকং সংবন্ধীনি নব্যাংসি নবতরাণি সুম্না প্রজাপশুরূপাণি ধনানি প্রজা বৈ পশবঃ সুম্নম্' (তৈ স ৫।৪।৬।৬) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ক কুত্র বর্ত্তন্তে। তথা সুবিতা শোভনানি প্রাপ্যাণি মণিমুক্তাদীনি ভবদীয়ানি ক কুত্র বর্ত্তন্তে। বিশ্বানি সর্বাণি সৌভগা সৌভাগ্যরূপাণি গজাশ্বাদীনি কো কুত্র বা বর্ত্তন্তে। ভবদীয়ৈঃ সুম্নাদিভিঃ সর্বৈঃ সহাগন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনাদের প্রজাপশুরূপ নূতন ধনসমূহ কোথায়? আপনাদের মণিমুক্তাদি শোভনীয় রত্ন কোথায়? আপনাদের সৌভাগ্যরূপ গজাশ্বাদি সম্পদ সমূহ বা কোথায় আছে? তৎসমুদয় সহ এই শুভ যজ্ঞে আগমন করুন।৩

যদ্যূয়ং পৃশ্নিমাতরো মর্তাসঃ স্যাতন।
স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে পৃশ্নিনামকধেনুপুত্রাঃ মরুতঃ যূয়ং যদ্যপি মর্তাসঃ মনুষ্যাঃ স্যাতন ভবেত তথাপি বঃ যুষ্মাকং স্তোতা যজমানঃ অমৃতঃ স্যাৎ দেবো ভবেৎ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে পৃশ্নিপুত্রগণ, যদ্যপি আপনারা মনুষ্য হইতেন, আপনাদের স্তোতা যজমানও অমর হইত।৪

মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ।
পথা যমস্য গাদুপ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ বঃ যুষ্মাকং জরিতা স্তোতা অজোষ্যঃ অসেব্যঃ মা ভূৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মৃগো ন যবসে। তথা তৃণে ভক্ষণীয়ে মৃগঃ কদাচিদপ্যসেব্যো ন ভবতি কিন্তু সর্বদা তৃণং ভক্ষয়তি তদ্বৎ। কিং চ স স্তোতা যমস্য পথা যমলোকসংবন্ধিমার্গেণ মা উপ গাৎ মা গচ্ছতু। তস্য মরণং মা ভূদিত্যর্থঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, যেমন ভক্ষণীয় তৃণক্ষেত্রে মৃগ কদাপি অসেব্য[৬৬] থাকে না।

৬৬। সেবাহীন, অভুক্ত।

তদ্রূপ আপনাদের স্তোতাও আপনাদের সেবা রহিত হইত না। কদাচ যমলোকের যাত্রী হইত না।৫

মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ।
পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ ন অস্মান্ নির্ঋতিঃ রক্ষোজাতি দেবতা মো ষু বধীৎ সর্বথা বধং মা কার্যীৎ। কীদৃশী। পরাপরা উৎকৃষ্টাদপ্যুৎকৃষ্টা অতিবলেত্যর্থঃ। অত এব দুর্হণা কেনাপি হন্তুং দুঃশক্যা। সা নির্ঋতিঃ তৃষ্ণয়া সহ পদীষ্ট পততু। অস্মদীয়া তৃষ্ণা বাধিকা নির্ঋতিশ্চ বিনশ্যত্বিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, নিঃঋতি[৬৭] অতিশয় বলবতী এবং তাহার বিনাশসাধন অতীব দুঃশক্য। সেই নিঃঋতি দেবতা যেন আমাদের বধ না করে। সে যেন আমাদের তৃষ্ণার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৬

সত্যং ত্বেষাং অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ।
মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। ধন্বঞ্চিৎ মরুদেশেঽপি রুদ্রিয়াসঃ রুদ্রেণ পালিতত্বাৎ তদীয়া আ সবতঃ অবাতাং বায়ুরহিতাং মিহং বৃষ্টিং কৃণ্বন্তি কুর্বন্তি তদেতৎ সত্যম্। কীদৃশা রুদ্রিয়াসঃ। তেষাঃ দীপ্তাঃ অমবন্তঃ বলবন্তঃ। মরুতাং রুদ্রপালনমাখ্যানেষু প্রসিদ্ধম্ ॥৭

মন্ত্রার্থ। ইহা সত্য যে, মারুৎগণ রুদ্রপালিত, বলবান ও দীপ্তিমান এবং তাঁহারা মরুদেশেও বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন।৭

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।
যদেষাং বৃষ্টিরসর্জি ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। বাশ্রেব শব্দযুক্তা প্রস্নুতস্তনবতী ধেনুরিব বিদ্যুৎ মেঘস্থা দৃশ্যমানা সতী মিমাতি শব্দং করোতি। বিদ্যুদ্বেলায়াং হি মেঘগর্জনং প্রসিদ্ধম্। মাতা ধেনুঃ বৎসং

৬৭। পাপপুরুষ।

ন বৎসমিব সিষক্তি ইয়ং বিদ্যুৎ মরুত সেবতে। সিষক্তি সেবনার্থঃ। সিষুক্ত সচত ইতি সেবমানস্য' (নিরু ৩-২১) ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ। যৎ যস্মাৎ কারণাৎ এষাং মরুতাং সংবন্ধিনী বৃষ্টিরসর্জি গর্জনসহিতে বিদ্যুৎকালে বৃষ্টা ভবতি, তস্মাৎ বিদ্যুতো মরুৎসেবনমুপপন্নম ॥৮

মন্ত্রার্থ। প্রস্নুত স্তনবতী ধেনুবৎ মেঘস্থ বিদ্যুৎ গর্জন করিতেছে। সর্বদা বিদ্যুৎ-কালেই মেঘগর্জন হয়। গাভী যেরূপ সস্নেহে বৎসের সেবা করে, তদ্রূপ বিদ্যুৎ মরুৎগণের সেবা করিতেছে। এই হেতু মরুৎগণ গর্জন সহিত বৃষ্টিদান করিলেন।৮

দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জন্যেনোদবাহেন।
যৎপৃথিবীং ব্যুন্দন্তি ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ উদবাহেন উদকধারিণা পর্জন্যেন মেঘেন সূর্যমাচ্ছাদ্য দিবা চিৎ অহন্যপি তমঃ কৃণ্বন্তি অন্ধকারং কুর্বন্তি। যৎ যদা পৃথিবীং ভূমিং ব্যুন্দন্তি বিশেষেণ ক্লেদয়ন্তি তদানীমতিবৃষ্টিকালে তমঃ কুর্বন্তীতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। উদবাহনে উদকানি বহতীতি উদবাহঃ ॥৯

মন্ত্রার্থ। মরুৎগণ উদকধারী পর্জন্য দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন করিয়া দিবা কালেও অন্ধকার করিতেছেন এবং পৃথিবীকে বৃষ্টিপাতে বিশেষভাবে জলসিক্ত করিতেছেন।৯

অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবম্।
অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। মরুতাং সংবন্ধিনঃ স্বনাৎ অধ ধ্বনের্গর্জনরূপাদনন্তরং পার্থিবং পৃথিবী সংবন্ধি বিশ্বং সদ্ম সর্বং গৃহম্ আ সমন্তাৎ অরেজত ইতি শেষঃ। তথা মানুষাঃ গৃহবর্তিনো মনুষ্যা অপি প্র অরেজন্ত প্রকর্ষেণ কম্পিতবন্তঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। মরুৎগণের ভীষণ গর্জনে পৃথিবীস্থ গৃহাদি সমস্তাৎ[৬৮] কম্পিত এবং মনুষ্যগণও প্রকৃষ্টরূপে কম্পিত হয়।১০

৬৮। যুগপৎ, এককালে।

মরুতো বীলুপানিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু ।
যাতেমখিদ্রয়ামভি ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ যূয়ং বীলুপাণিভিঃ দৃঢ়হস্তৈঃ সহিতাঃ সন্তঃ রোধস্বতীরনু কূলযুক্তা নদীরনুলক্ষ্য অখিদ্রয়ামভিঃ অচ্ছিন্নগমনৈঃ যাতেং গচ্ছতৈব ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনার দৃঢ় পদ অশ্বদ্বারা বিচিত্র কূলযুক্ত নদীর তীর দিয়া অপ্রহিতত গতিতে গমন করুন ।১১

স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা অশ্বাস এষাম্ ।
সুসংস্কৃতা অভীশবঃ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ এষাং বঃ যুষ্মাকং নেময়ঃ রথচক্রবলয়াঃ স্থিরাঃ সন্তঃ। তথা রথা অশ্বাসঃ অশ্বাশ্চ স্থিরা সন্তু। অভীশবঃ অঙ্গুলয়ঃ, 'অভীশবঃ, দীধিতয়ঃ' (নি ২-৫-২০) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। সুসংস্কৃতাঃ অশ্ববন্ধন-রজ্জুপরিগ্রহণে স্বলংকৃতাঃ সাবধানাঃ সন্তু ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনাদের রথের নেমিসমূহ[৬৯] দৃঢ় হউক, রথ ও অশ্বসমূহ দৃঢ় হউক। আপনাদের অঙ্গুলিসমূহ সুসংস্কৃত হউক, অশ্ববন্ধন-রজ্জু পরিগ্রহণে স্বলংকৃত ও সাবধান হউক ।১২

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিম্ ।
অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতম্ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিকসমূহ তনা তনয়া দেবতা স্বরূপং প্রকাশয়ন্ত্যা গিরা বাচা ব্রহ্মণস্পতিং মন্ত্রস্য হবির্লক্ষণসান্নস্য বা পালকং মরুদ্গণম্ অগ্নিং দর্শতং দর্শনীয়ং মিত্রং ন মিত্রমপি জরায়ৈ স্তোতুম্ অচ্ছ আভিমুখ্যেন বদ ব্রূহি ॥১৩

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিকবৃন্দ দেবতার স্বরূপপ্রকাশক বাক্যদ্বারা ব্রহ্মণস্পতিকে (বা মন্ত্রপালক মরুৎগণকে), অগ্নিকে ও দর্শনীয় মিত্রকে আমাদের সম্মুখে স্তব করুন ।১৩

৬৯। রথচক্রের বলয়সমূহ।

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্যইব ততনঃ।

গায় গায়ত্রমুক্থ্যম্ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিকসমূহ আস্যে স্বকীয়মুখে শ্লোক স্তোত্রং মিমীহি নির্মিতং কুরু। তং চ শ্লোকং ততনঃ বিস্তারয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পর্জন্যইব। যথা মেঘো বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ। উক্থ্যং শস্ত্রযোগ্যং গায়ত্রং গায়ত্রীচ্ছন্দস্কং সূক্তং গায় পঠ ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিকবৃন্দ স্বীয় আস্যে[৭০] শ্লোক[৭১] রচনা করুন এবং পর্জন্যের ন্যায় তাহা বিস্তার করুন। যেমন মেঘ বৃষ্টি দান করে তদ্রূপ আপনাদের শ্লোক বিস্তৃত হউক। আপনারা উক্থ স্তুতিযুক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত সূক্ত পাঠ করুন।১৪

বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণম্।

অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋত্বিকসংঘ মারুতং মরুৎ সংবন্ধিনং গণং সমূহং বন্দস্ব নমস্কুরু স্তুতি বা। কীদৃশং গণম্। ত্বেষং দীপ্তং পনস্যুং স্তুতি যোগ্যম্ অর্হকিণম্ অর্চনোপেতম্। অস্মে অস্মাকম্ ইহ অস্মিন্ কর্মণি বৃদ্ধা অসন্ মরুতঃ প্রবৃদ্ধা ভবন্তু ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে ঋত্বিকসংঘ দীপ্তিমান ও স্তুতিযোগ্য ও অর্চনোপেত মরুৎগণকে নিষ্ঠাভরে বন্দনা করুন। আমাদের এই যজ্ঞ কর্মে তাঁহারা যেন প্রবৃদ্ধ হন।১৫

———

৭০। মুখে। ৭১। স্তোত্র।

নবত্রিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব ও দেবতা মরুৎগণ।

প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্ন মানমস্যথ।

কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ধূতয়ঃ স্থাবরাদীনাং কম্পনকারিণঃ মরুতঃ যৎ যদা মানং মননীয়ং যুষ্মদ্বলং পরাবতঃ দূরাৎ। 'আরে পরাবতঃ' (নি ৩।২৬।৫) ইতি দূরনামসু পাঠাৎ। ইত্থা অস্মাদন্তরিক্ষাৎ প্র অস্যথ ভূমৌ প্রক্ষিপথ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শোচির্ন তেজ ইব। যথা সূর্যস্য তেজোঽন্তরিক্ষাৎ ভূমৌ প্রক্ষিপ্যতে তদ্বৎ। তদানীং যূয়ং কস্য যজমানস্য ক্রত্বা ক্রতুনা সংগচ্ছধ্বে ইতি শেষঃ। তথা কস্য যজমানস্য বর্পসা স্তোত্রেণ সংগচ্ছধ্বে। কং যজমানমুদ্দিশ্য যাথ দেবযজন দেশে গচ্ছথ। কং হ কং খলু যজমানমনুগৃহ্ণীথেতি শেষঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে স্থাবরাদির কম্পনকারী মরুৎগণ যেমন সূর্য্যের তেজোরাশি দূরবর্তী অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পতিত হয়, তদ্রূপ দূর হইতে আলোকের ন্যায় যখন আপনাদের মাননীয় তেজ এই যজ্ঞভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয় তখন কোন যজমানের যজ্ঞ দ্বারা বা কোন্ স্তোত্র দ্বারা আপনারা আকৃষ্ট হন এবং কোথায় কোন্ যজমানকে অনুগৃহীত করিবার উদ্দেশ্যে গমন করেন?

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলু উত প্রতিষ্কভে।

যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ বঃ আয়ুধা যুষ্মাকমায়ুধানি পরাণুদে শত্রূণামপনোদনায় স্থিরা সন্তু স্থিরাণি ভবন্তু। উত অপি চ প্রতিষ্কভে শত্রূণাং প্রতিবন্ধায় বীলু সন্তু দৃঢ়ানি সন্তু। যুষ্মাকং তবিষী বলং পনীয়সী অতিশয়েন স্তোতব্যং ভবতু। মায়িনঃ অস্মাসু ছদ্মচারিণঃ মর্ত্যস্য মনুষ্যস্য শত্রোঃ মা বলং মা ভবতু ॥২

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনাদের আয়ুধসমূহ শত্রুদের অপনোদনার্থ দৃঢ় হউক। শত্রুগণের প্রতিরোধার্থও আপনাদের আয়ুধসমূহ কঠিন হউক। আপনাদের বল

আমাদিগের নিকট অতিশয় স্তোতব্য হউক। মায়ী মর্তের[৭২] বল যেন আমাদের প্রশংসনীয় না হয়।২

পরা হ যৎ স্থিরং হথ নরো বর্তয়থা গুরু।
বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যা ব্যাশাঃ পর্বতানাম্॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে নরঃ নেতারো মরুতঃ যৎ যদা স্থিরং বস্তু পরা হথ বৃক্ষাদিকং পরাহতং ভগ্নং কুরুথ। গুরু পাষণাদিকং গুরুত্বোপেতং বর্তয়থ প্রেরয়থ। তদানীং পৃথিব্যাঃ সংবন্ধিনঃ বনিন্ বনবতো বৃক্ষান্ বি যাথন বিযুজ্য মধ্যে গচ্ছথ। অরণ্যগতানাং নিবিড়ানাং বৃক্ষাণাং মধ্যে যস্য কস্যাপি বৃক্ষস্য ভগ্নত্বাদিতর বৃক্ষাণাং পরস্পর বিয়োগেন প্রৌঢ়ো মার্গো ভবতি। তথা পর্বতানান্ আশাঃ পর্বতপার্শ্বদিশঃ বি যাথন বিযুজ্যগচ্ছথ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে নেতৃবৃন্দ, যখন আপনারা বৃক্ষাদি স্থির বস্তুকে ভগ্ন করেন, অথবা পাষাণাদি গুরুবস্তুকে পরিচালিত করেন তখন পৃথিবীস্থ বনবৃক্ষের মধ্য দিয়া বা পর্বত পার্শ্বস্থ প্রৌঢ় মার্গ[৭৩] দিয়া আপনারা গমন করেন।৩

নহি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন ভূম্যাং রিশাদসঃ।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো নূ চিদাধৃষে॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে রিশাদশঃ শত্রুহিংসকা মরুতঃ অধি দ্যবি দ্যুলোকস্যোপরি বঃ যুষ্মাকং শত্রুঃ নহি বিবিদে ন চ বভূব। তথা ভূম্যাম্ অপি শত্রুঃ ন বভূব। হে রুদ্রাসঃ রুদ্রপুত্রা মরুতঃ যুষ্মাকম্ একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যানাং ভবতাঃ যুজা যোগেন পরস্পরৈকমত্যেন আধৃষে বৈরিণাং সর্বতো ধর্ষণায় তবিসী বলং নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব তনা অস্তু বিস্তৃতা ভবতু॥৪

মন্ত্রার্থ। হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ, দ্যুলোকে আপনাদের শত্রু নাই এবং ভূলোকেও আপনাদের শত্রু নাই। হে রুদ্রপুত্রগণ, আপনারা উনপঞ্চাশ মরুৎ পরস্পর মিলিত হউন এবং বৈরিগণের ধর্ষনার্থে শীঘ্র আপনাদের বল বিস্তৃত হউক।৪

৭২। ছদ্মচারী মনুষ্যের, শত্রুর

৭৩। বায়ুবেগে অরণ্যস্থিত নিবিড় বৃক্ষরাজির কোনটি ভগ্ন বা কোনটি হেলিয়া পড়িলে যে বৃহৎ মার্গ, পথ সৃষ্টি হয়।

প্র বেপয়ন্তি পর্বতান্বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন্।
প্রো আরত মরুতো দুর্মদাইব দেবাসঃ সর্বয়া বিশা ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। পর্বতান্ মেরুহিমবদাদীন্ প্র বেপয়ন্তি মরুতঃ প্রকর্ষেণ কম্পয়ন্তি। বনস্পতীন্ বটাশ্বত্থাদীন্ বি বিঞ্চন্তি পরস্পর বিযুক্তান্ কুর্বন্তি। হে মরুতঃ দেবাসঃ দেবাঃ সর্বয়া বিশা প্রজয়া সহিতা যূয়ং প্রো আরত প্রকর্ষেণৈব সর্বতো গচ্ছথ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দুর্মদাইব। যথা মদোন্মত্তাঃ স্বেচ্ছয়া সর্বতঃ ক্রীড়ন্তি তদ্বৎ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, মেরুযুক্ত ও হিমবানাদি পর্বতসমূহকে আপনারা প্রকৃষ্টরূপে কম্পিত করিতেছেন এবং বট অশ্বত্থাদি বনস্পতিসমূহকে পরস্পর বিযুক্ত করিতেছেন। যেমন মদোন্মত্ত প্রাণীগণ স্বেচ্ছায় সর্বত্র ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনার উনপঞ্চাশ দেবতা একত্রিত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সর্বত্র গমন করুন।৫

উপো রথেষু পৃযতীরযুগধ্বং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ।
তা বো যামায় পৃথিবী চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ রথেষু ভবদীয়েষু পৃষতীঃ বিন্দুযুক্তা মৃগীঃ উপো সামীপ্যেনৈব অযুগ্ধ্বং যোজিতবন্তঃ। প্রষ্টি এতৎ সংজ্ঞকো বাহনত্রয় মধ্যবর্তী যুগ বিশেষঃ রোহিতঃ মৃগাবান্তরজাতির্লোহিতবর্ণঃ বহতি রথং নয়তি। বঃ যুষ্মাকং যামায় গমনায় পৃথিবী চিৎ অন্তরিক্ষমপি আ অশ্রোৎ আভিমুখ্যেন অশৃণোৎ অনুজানাতীত্যর্থঃ। পৃথিবীত্যন্তবিক্ষণাম, পৃথিবী ভূঃ স্বয়ংভু (নি ১।৩।৯) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। মানুষাঃ ভূলোকবর্তিনঃ পুরুষাঃ অবীভয়ন্ত স্বয়ং ভীতাঃ সন্তোঽন্যেষামপি ভীতিমুৎপাদিতবন্তঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনারা রথসমূহে চিত্রিত বিন্দুযুক্ত মৃগী সংযোজিত করিয়াছেন। লোহিত মৃগ প্রষ্টি* হইয়া আপনাদের রথ বহন করিতেছে। আপনাদের আগমন পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেছে। ভূলোকবর্তী মনুষ্যগণ স্বতঃই ভীত হইয়াছেন এবং মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীরও ভীতি উৎপন্ন হইয়াছে।৬

* বাহনত্রয় মধ্যবর্তী যুগ বিশেষ সায়ণ, প্রষ্টি অর্থ Leader.—মোক্ষমুলার

আ বো মক্ষু তনায় কং রুদ্রা অবো বনীমহে।
গন্তা নূনং নোঽবসা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে রুদ্রাঃ রুদ্রপুত্রা মরুতঃ তনায় কং অস্মদীয়পুত্রার্থং **মক্ষু** শীঘ্রং বঃ যুষ্মদীয়ম্, অবঃ রক্ষণম্ আ বৃনীমহে সর্বতঃ প্রার্থয়ামহে। মক্ষু ইতি ক্ষিপ্রনাম, 'নু মক্ষু' (নি ২।১৫।২) ইতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। পুরা পূর্বস্মিন কালে কর্মান্তরেষু নঃ অবসা অস্মদীয় রক্ষণেন নিমিত্তেন যূয়ং যথা প্রাপ্তবন্তঃ ইত্থা অনেন প্রকারেণ বিভ্যুষে ভীতিযুক্তায় কণ্বায় মেধাবিনে যজমানায় তদনুগ্রহার্থং নূনং ক্ষিপ্রং গন্ত প্রাপ্নুত ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, আমাদের পুত্রের জন্য শীঘ্র আপনাদের সংরক্ষণ প্রার্থনা করি। পুরাকালে যজ্ঞান্তরে যেমন আপনারা আমাদের রক্ষণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীতিযুক্ত যজমান কণ্বকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই যজ্ঞে শীঘ্র আসুন।৭

যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্যেষিত আ যো নো অভ্‌ব ঈষতে।
বি তং যুযোত শবসা ব্যোজসা বি যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে মরুতঃ যঃ যঃ কশ্চিৎ অভ্‌বঃ শত্রুঃ যুষ্মেষিতঃ যুষ্মাভিঃ প্রেষিতঃ মর্ত্যেষিতঃ মারকৈরন্যৈর্বা প্রেষিতঃ সন্ নঃ অস্মান্ প্রতি আ ঈষতে আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোতি, তং শত্রুং শবসা অন্নেন বি যুযোত বিভক্তং কুরুত। তথা ওজসা বলেন বি যুযোত। যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ যুষ্মৎ সংবন্ধিভিঃ রক্ষণৈশ্চ বি যুযোত ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, যে কোন শত্রু আপনাদের দ্বারা প্রেষিত অথবা অন্য মানুষ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাদের সম্মুখীন হয় তাহার অন্ন ও ওজঃ[৭৪] হরণ করুন এবং আপনাদের সহায়তা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করুন।৮

অসামি হি প্রযজ্যবঃ কণ্বং দদ প্রচেতসঃ।
অসামিভির্মরুত আ ন ঊতিভির্গন্তা বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। অসামি হি সম্পূর্ণমেব যথা ভবতি তথা প্রযজ্যবঃ **প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ** প্রচেতসঃ **প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তা** হে **মরুতঃ** কণ্বং মেধাবিনং যজমানমেতন্নামকমৃষিং বা দদ

৭৪। খাদ্য ও বল।

ধারয়ত। হি যস্মাৎ যূয়ং কণ্বনামকমৃষিং ধারিতবন্তস্তস্মাৎ কারণাৎ অসামিভিঃ উতিভিঃ সংপূর্ণৈ রক্ষণৈঃ নঃ অস্মান্ প্রতি আ গন্ত আগচ্ছত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ। যথা বিদ্যুতো বৃষ্টিং গচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে মরুৎগণ, আপনারা সম্পূর্ণরূপে যজনীয় ও প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত। আপনারা মেধাবী যজমান কণ্ব ঋষিকে ধারণ করুন। যেরূপ বিদ্যুৎ বৃষ্টিসহ আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ আপনারাও সম্পূর্ণ রক্ষণ সহিত আমাদের নিকট আগমন করুন।৯

অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবোঽসামি ধূতয়ঃ শবঃ।
ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যব ইষুং ন সৃজত দ্বিষম্ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে সুদানবঃ শোভনদানোপেতাঃ মরুতঃ অসামি সংপূর্ণম্ ওজঃ বলং বিভৃথ ধারয়থ। হে ধূতয় কম্পনকারিনো মরুতঃ অসামি সংপূর্ণম্ শবঃ বলং পরিমন্যবে কোপপরিবৃতায় ঋষিদ্বিষে ঋষীণাং দ্বেষং কুর্বতে শত্রবে তদ্বিনাশার্থং দ্বিষং দ্বেষকারিণং হন্তারং সৃজত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ইষুঃ ন। যথা শত্রোরুপরি বাণং মুঞ্চতিতদ্বৎ। অত্র নিরুক্তম্—'অসামি সামি প্রতিষিদ্ধং সামি স্যতে। অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবঃ। অসুসমাপ্তং বলং বিভৃথ কল্যাণদানাঃ' (নিরু ৬।২৩) ইতি ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে শোভনীয় দান সম্পন্ন মরুৎগণ, আপনারা পূর্ণ তেজ ধারণ করুন। হে কম্পনকারিগণ, আপনাদের পর্ণ বল প্রকাশ করুন। যেমন ধনুর্ধারী ব্যক্তি তদীয় শত্রুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে সেইরূপ ঋষিদ্বেষী, ক্রোধপরবশ শত্রুগণের বিনাশার্থ ইষুর ন্যায় আপনাদের ক্রোধ প্রেরণ করুন।১০

———

চত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ঘোর পুত্র-কণ্ব ও দেবতা ব্রহ্মণস্পতি।

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে।
উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানব ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ব্রহ্মণস্পতে এতন্নামক দেব উত্তিষ্ঠ অস্মদনুগ্রহায় ত্বদীয়নিবাসাদুত্থানং কুরু। দেবযন্ত দেবান্ কাময়মানা বয়ং ত্বা ত্বাম ঈমহে যাচামহে। সুদানবঃ শোভনদান যুক্তাঃ মরুতঃ উপ প্র যন্তু সমীপে প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তু। হে ইন্দ্র ত্বং সচা ব্রহ্মণস্পতিনা সহ প্রাশূঃ সোমস্য প্রাশকো ভব। যদ্বা বৃত্রস্য হিংসকো ভব ॥১

মন্ত্রার্থ। হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদের অনুগ্রহার্থ আপনার নিবাস হইতে উত্থান করুন। দেবগণকে কামনা করিয়া আমরা আপনাকে যাচ্ঞা করিতেছি। শোভনদানযুক্ত মরুৎগণ নিকট দিয়া গমন করুন। হে ইন্দ্র, আপনি ব্রহ্মণস্পতি সহ সোমরস সেবন করুন।১

ত্বামিদ্ধি সহসস্পুত্র মর্ত্য উপব্রুতে ধনে হিতে।
সুবীর্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত যো ব আচকে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে সহসস্পুত্র বলস্য বহুপালক ব্রহ্মণস্পতে। 'পুত্রঃ পুরু ত্রায়তে নিপরণাদ্বা' (নিরু ২।১১) ইতি নিরুক্তম্। মর্ত্যঃ মনুষ্যঃ হিতে শত্রুষু প্রক্ষিপ্তে ধনে নিমিত্তভূতে সতি ত্বামিৎ ত্বামেব উপব্রুতে হি সমীপং প্রাপ্য স্তৌতি খলু। তদ্ধনসংপাদনায় প্রার্থয়তে ইত্যর্থঃ। হে মরুতঃ যঃ ধনার্থী মর্ত্যঃ বঃ যুষ্মান ব্রহ্মণস্পতি সহিতান্ আচকে স্তৌতি স মর্ত্যঃ স্বশ্ব্যং শোভনাশ্বযুক্তং সুবীর্যং শোভন বীর্যযুক্তং চ ধনং দধীত ধারয়েৎ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে বলপুত্র ব্রহ্মণস্পতি, শত্রুগণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ধনের নিমিত্ত মর্ত্য আপনার স্তব করে। হে মরুৎগণ, যে ধনার্থী মানুষ ব্রহ্মণস্পতির সহিত আপনাদিগকে স্তব করে, সে শোভনীয় অশ্বযুক্ত ও বীর্য যুক্ত ধন প্রাপ্ত হয়।২

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা।
অচ্ছা বীরং নর্যং পঙ্‌ক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ব্রহ্মণস্পতি দেবঃ প্রৈতু অস্মান্ প্রাপ্নোতু। সূনৃতা দেবী প্রিয়-সত্যরূপা বাগ্দেবতা প্র এতু অস্মান্ প্রাপ্নোতু। দেবাঃ ব্রহ্মণস্পত্যাদয়ো দেবতাঃ বীরং শত্রুং নিঃশেষেণ দূরে প্রেরয়ন্তু। তং নর্যং মনুষেভ্যো হিতং পঙ্‌ক্তিরাধসং ব্রাহ্মণোক্ত-হবিষ্পঙ্‌ক্ত্যাদিভিঃ সমৃদ্ধং যজ্ঞং প্রতি নঃ অস্মান্ অচ্ছ আভিমুখ্যেন নয়ন্তু ॥৩

মন্ত্রার্থ। ব্রহ্মণস্পতিদেব আমাদিগের নিকট আগমন করুন। সুনৃতা দেবী, (প্রিয় সত্যরূপা বাগ্দেবী) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। ব্রহ্মণস্পত্যাদি দেবগণ আমাদিগের শত্রুকে নিঃশেষে দূরে প্রেরণ করুন এবং আমাদিগকে হিতকারী ও হব্যযুক্ত যজ্ঞের অভিমুখে লইয়া যান।৩

যো বাঘতে দদাতি সূনরং বসু স ধত্তে অক্ষিতি শ্রবঃ।
তস্মা ইলাং সুবীরামা যজামহে সুপ্রতূর্তিমনেহসম্।৪

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ যজমানঃ বাঘতে ঋত্বিজে সূনরং সুষ্ঠু নেতব্যং বসু ধনং দদাতি সঃ যজমানো ব্রহ্মণস্পতেঃ প্রসাদাৎ অক্ষিতি ক্ষয়রহিতং শ্রবঃ অন্নং ধত্তে ধারয়তি। তস্মৈ তাদৃশ যজমানায় ইলাম্ এতন্নামধেয়াং মনোঃ পুত্রীং 'ইলা বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্যাসীৎ' (তৈ, ব্রা, ১।১।৪।৪) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। আ যজামহে বয়ং ঋত্বিজঃ সর্বতো যজামঃ। কীদৃশীমিলাম্। সুবীরাং শোভনৈর্বীরৈর্ভটৈর্যুক্তাং সুপ্রতূর্তিং সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ হিংসাকারিণীম্ অনেহসং কেনাপ্যহিংস্যাম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। যে যজমান ঋত্বিককে গ্রহণযোগ্য ধন দান করে, সে ব্রহ্মণস্পতির প্রসাদে অক্ষয় ধনের অধিকারী হয়। তাঁহার জন্য আমরা ইলা[৭৫] নামধেয়া মনুপুত্রীর নিকট সর্বদা যাচ্ঞা করি। সেই ইলা সুবীরা[৭৬], তিনি শত্রুকে হনন করেন। তাঁহাকে কেহ হনন করিতে পারে না।৪

৭৫। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৪।৪) আছে, "ইলাবৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিনী আসীৎ"।

৭৬। শোভনীয় বীর ভটযুক্তা।

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যম্।
যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দেবা ওকাংশি চক্রিরে ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। ব্রহ্মণস্পতিঃ দেবঃ উক্থ্যং শস্ত্রযোগ্যং মন্ত্রং নূনম্ অবশ্যং প্র বদতি হোতৃমুখে স্থিতঃ সন্ প্রক্রতে। যস্মিন্ মন্ত্রে ইন্দ্রাদয়শ্চ সর্বে দেবাঃ ওকাংসি স্থানানি চক্রিরে। তাদৃশং সর্বদেবপ্রতিপাদকং মন্ত্রমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। ব্রহ্মণস্পতিদেব অবশ্যই উক্থার্হ[৭৭] মন্ত্র[৭৮] হোতৃমুখে অবস্থিত হইয়া উচ্চারণ করেন। সেই সর্বদেবপ্রতিপাদক মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অর্যমাদি দেবগণ বিরাজ করেন।৫

তমিদ্বোচেমা বিদথেষু শংভুবং মন্ত্রং দেবা অনেহসম্।
ইমাং চ বাচং প্রতিহর্যথা নরো বিশ্বেদ্বামা রো অশ্নবৎ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে দেবাঃ ব্রহ্মণস্পতিপ্রভৃতয়ঃ তমিং তমেব ইন্দ্রাদিসর্বদেবতা-প্রতিপাদকং মন্ত্রং বিদথেষু যজ্ঞেষু বোচেম বয়মৃত্বিজো ব্রবাম। কীদৃশম্। শংভুবং সুখস্য ভাবয়িতারম্ অনেহসম্ অহিংসনীয়ং দোষরহিতম্। হে নরঃ নেতারো দেবাঃ ইমাম্ অস্মাভিরুচ্যমানাং মন্ত্ররূপাং বাচং প্রতিহর্যথ চ। যয়ং কাময়ধ্বে-চেৎ তর্হি বিশ্বেৎ সর্বাপি বামা বননীয়া বাক্ বঃ যুষ্মান্ অশ্নবৎ ব্যাপ্নুয়াৎ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবগণ, ইন্দ্রাদি সর্বদেবতা প্রতিপাদক সুখপ্রাপক ও হিংসা-দোষরহিত সেই মহামন্ত্র যজ্ঞসমূহে আমরা ঋত্বিকগণ উচ্চারণ করি। হে নেতৃস্থানীয় দেবগণ, আমাদের দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্ররূপ বাক্য যদি আপনারা কামনা করেন, তাহা হইলে কমনীয় বাক্যসকল আপনারা লাভ করিবেন।৬

কো দেবয়ন্তমশ্নবজ্জনং কো বৃক্তবর্হিষম্।
প্রপ্র দাশ্বান্‌পস্ত্যাভিরস্থিতান্তর্বাবৎক্ষয়ং দধে ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। দেবয়ন্তং দেবান কাময়মানং জনং কঃ অশ্নবৎ ব্রহ্মণস্পতিব্যতিরিক্তঃ কো নাম দেবো ব্যাপ্নুয়াৎ। তথা বৃক্তবর্হিষম্ অনুষ্ঠানায় ছিন্নবর্হিষম্ যজমানং কঃ নাম

৭৭। স্তোত্র যোগ্য, সুপবিত্র। ৭৮। গুপ্তভাষণযোগ্য শব্দ।

অন্যো দেবোহশ্নবৎ। দাশ্বান্ হবির্দত্তবান্ যজমানঃ পস্ত্যাভিঃ মনুষ্যৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ প্রপ্র অস্থিত দেবযজনদেশং প্রতি প্রস্থিতবান্। অন্তর্বাবৎ অন্তঃস্থিতবহুধনোপেতম্ যদ্বা। অন্তঃস্থিত পুত্রপৌত্রাদিপ্রযুক্ত বহুবিধ বাগুপেতং ক্ষয়ং নিবাসস্থানং গৃহং দধে ধৃতবান্ ভবতি ॥৭

মন্ত্রার্থ। যিনি দেবগণকে কামনা করেন, তিনি ব্রহ্মণস্পতি ব্যতীত অন্য কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হন? যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ কুশ ছিন্ন করেন তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন অন্য কোন দেবতা আসেন? হব্যদাতা যজমান ঋত্বিকগণ সহ যজ্ঞস্থলে প্রস্থান করিয়াছেন, তিনি অন্তঃস্থিত পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত বহুবিধ ধনোপেত নিবাসস্থানে গমন করিয়াছেন।

উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভির্ভয়ে চিৎসুক্ষিতিং দধে।
নাস্য বর্তা ন তরুতা মহাধনে নার্ভে অস্তি বজ্রিণঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। ব্রহ্মণস্পতির্দেবঃ ক্ষত্রং বলম্ উপ পৃঞ্চীত স্বাত্মনি সংপৃক্তং কুর্যাৎ। ততঃ রাজভিঃ বরুণাদিভিঃ সহ হন্তি শত্রূন্ মারয়তি। ভয়ে চিৎ ভীতিহেতৌ যুদ্ধেঽপি সুক্ষিতিং দধে সুষ্ঠু নিবাসস্থৈর্যং ধারয়তি ন তু পলায়তে। বজ্রিণঃ বজ্রাদ্যায়ুধবতঃ অস্য ব্রহ্মণস্পতেঃ মহাধনে প্রভূতধননিমিত্তে যুদ্ধে বর্তা প্রবর্তয়িতা অন্যঃ কোঽপি ন অস্তি স্বয়মেব প্রবর্ততে ইত্যর্থঃ। মহাধনে ইতি সংগ্রাম নাম, 'মহাধনে সমীকে (নি ২।১৭।৪১) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। তথা তরুতা তরণস্যোল্লঙ্ঘনস্য কর্তা অন্যঃ কোঽপি ন অস্তি। তথৈব অর্ভে স্বল্পে যুদ্ধেঽপ্যন্য প্রবর্তয়িতা ন অস্তি ॥৮

মন্ত্রার্থ। ব্রহ্মণস্পতি দেবতা স্বদেহে বল সংগ্রহ করুন। তিনি বরুণাদি দেবগণ সহ শত্রুনাশ করেন। ভয়ংকর যুদ্ধেও তিনি স্বস্থানে স্থির থাকেন, পলায়ন করেন না। বজ্রাদি আয়ুধধারী ব্রহ্মণস্পতিকে মহাযুদ্ধে কিংবা স্বল্পযুদ্ধে প্রোৎসাহ অথবা নিরুৎসাহ করে এরূপ কেহই নাই ; তিনি স্বয়ংই সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।৮

একচত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব ও দেবতা বরুণাদি দেবতা।

যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্যমা।
নূ চিৎ স দভ্যতে জনঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তাঃ বরুণাদয়ো দেবাঃ যং যজমানং রক্ষন্তি সঃ জনঃ যজমানঃ নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব দভ্যতে দম্নোতি শত্রূন্ হিনস্তি ॥১

মন্ত্রার্থ। প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবত্রয়[৭৯] বরুণ, মিত্র ও অর্যমা যে যজমানকে রক্ষা করেন, সেই যজমান ক্ষিপ্রবেগে শত্রুসমূহকে দমন করেন। কেহই তাহার হিংসা করিতে পারে না।১

যং বাহুতেব পিপ্রতি পান্তি মর্ত্যং রিষঃ।
অরিষ্ট সর্ব এধতে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যং যজমানং পিপ্রতি বরুণাদয়ো দেবা ধনৈঃ পূরয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বাহুতেব। স্বকীয়ো বাহুবর্গোঽপেক্ষিতং ধনমানীয় যথা পূরয়তি তদ্বৎ। তথা যং মর্ত্যং মনুষ্যং যজমানং রিষঃ হিংসকাৎ পান্তি রক্ষন্তি সঃ সর্বঃ যজমানঃ অরিষ্টঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ এধতে বর্ধতে ॥২

মন্ত্রার্থ। বরুণাদি দেবত্রয় যে যজমানকে নিজহস্ত দ্বারা ধন পূর্ণ করেন ও সকল হিংসক হইতে রক্ষা করেন, সে কদাপি কাহারও দ্বারা হিংসিত হয় না ও নির্বিঘ্নে সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।২

বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি রাজান এষাম্।
নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ ॥৩

৭৯। এই তিন দেবতার একত্র উল্লেখ ঋগ্বেদে বহুস্থানে দেখা যায়। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলেন, মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি দেবতা এবং অর্যমা উভয়ের মধ্যবর্তী দেবতা। তিনি অন্য স্থানে বলেন, অর্যমা অহোরাত্রি বিভাগের কর্তা সূর্য্য।

সায়ণ-ভাষ্য। রাজানঃ বরুণাদয়ঃ এষাং স্বকীয় যজমানানাং পুরঃ পুরস্তাৎ দুর্গা গন্তুং দুঃশকানি শত্রুনগরাণি বি ঘ্নন্তি বিশেষেণ নাশয়ন্তি। তথা দ্বিষঃ শত্রুনপি বি ঘ্নন্তি। তথা দুরিতা যজমান সংবন্ধীনি দুরিতানি তিরঃ নয়ন্তি বিনাশং প্রাপয়ন্তি ॥৩

মন্ত্রার্থ। বরুণাদি রাজগণ স্বকীয় যজমানগণের জন্য শত্রুদের দুর্গ[৮০] ধ্বংস করেন, শত্রুগণকেও বিনাশ করেন এবং তাহাদের দুরিত সমূহ[৮১] অপনয়ন করেন।৩

সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে।
নাত্রাবখাদো অস্তি বঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে আদিত্যাসঃ ঋতং যতে যজ্ঞং গচ্ছতে ভবৎসমূহায় পন্থাঃ মার্গঃ সুগঃ সুষ্ঠুগন্তুং শক্যঃ অনৃক্ষরঃ কণ্টকরহিতশ্চ। অত্র অস্মিন্ কর্মণি বঃ যুষ্মাকম্ অবখাদঃ অবমন্তব্যঃ খাদো জুগুপ্সিতহবির্বিশেষঃ ন অস্তি। তস্মাদিহাগন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে আদিত্যগণ, আপনাদের যজ্ঞে আগমনের পথ কণ্টক রহিত ও সুখগম্য। এই যজ্ঞে আপনাদের জন্য হেয় দ্রব্য প্রস্তুত হয় নাই।৪

যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা।
প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে নরঃ নেতারঃ আদিত্যাঃ যং যজ্ঞম্ ঋজুনা পথা অবিকলেন মার্গেন নয়থ পারং প্রাপয়থ সঃ যজ্ঞঃ বঃ ধীতয়ে যুষ্মৎপানায়োপভোগায় প্র নশৎ প্রাপ্নোতু ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে দেবনেতা আদিত্যগণ, যে যজ্ঞে আপনারা ঋজুপথে[৮২] আগমন করেন, সেই যজ্ঞ আপনাদের উপভোগ্য হউক।৫

স রত্নং মর্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত অনা।
অচ্ছা গচ্ছত্যস্তৃতঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে আদিত্যাঃ সঃ তাদৃশো ভবদ্ভিরনুগৃহীতঃ মর্ত্যঃ মনুষ্যো যজমানঃ

৮০। দুঃশক বা দুর্গম শত্রুপুরী। ৮১। পাপ। ৮২। অবিকল মার্গ।

অস্তৃতঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ রত্নং রমনীয়ং বিশ্বং বসু সর্বং ধনম্ অচ্ছ আভিমুখ্যেন গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। উত অপি চ ত্মনা আত্মনা স্বেন সদৃশং তোকম্ অপত্য গচ্ছতি ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে আদিত্যগণ, আপনাদের দ্বারা অনুগৃহীত মানুষ কাহারো দ্বারা হিংসিত না হইয়া রমনীয় ধনরত্ন সমূহ সম্মুখেই প্রাপ্ত হয় এবং স্বসদৃশ অপত্য লাভ করে।৬

কথা রাধাম্ সখায়ঃ স্তোমং মিত্রস্যার্যম্ণঃ।
মহি প্সরো বরুণস্য ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে সখায়ঃ সখিভূতা ঋত্বিজঃ মিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং মহি মহৎ প্সরঃ রূপম্। অতস্তদনুরূপং স্তোমং স্তোত্রং কথা কেন প্রকারেণ রাধাম্ সাধয়ামঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে সখাগণ (ঋত্বিকৃগণ) মিত্র, অর্যমা ও বরুণ দেবত্রয়ের মহত্ত্বের অনুরূপ স্তোত্র কি প্রকারে সাধন করিব।৭

মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতি বোচে দেবয়ন্তম্।
সুম্নৈরিদ্ব আ বিবাসে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে মিত্রাদয়ো দেবাঃ দেবয়ন্তং দেবান্ কাময়মানং যঃ শত্রুর্হন্তি ঘ্নন্তং তাদৃশং শত্রুং বঃ যুষ্মভ্যং মা প্রতি বোচে দুরুক্তকথনভীত্যাহং ন কথয়ামি। তথা যজমানং যঃ শত্রুঃ শপতি তমপি শপন্তং মা প্রতি বোচে ভবদ্ভিরেব বিচার্য শিক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। অহং তু সুম্নৈরিৎ ধনৈরেব বঃ যুষ্মান্ আ বিবাসে সর্বতঃ পরিচরামি ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে মিত্রাদিদেবগণ, দেবাকাংক্ষী যজমানকে যে শত্রু বিনাশ করে এবং যে শাপ দেয়, দুরুক্তি কথন ভয়ে তাহাদের বিরুদ্ধে আপনাদের নিকট কোন অভিযোগ করি না। তাহা আপনাদেরই বিচার্য বিষয়। আমি কেবল ধনাদি দ্বারা আপনাদের পরিচর্য্যা করি।৮

চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্বিভীয়াদা নিধাতোঃ।
ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। ঘ্নন্তং শপন্তং চ মা প্রতিবোচে ইতি যদুক্তং তত্রোপপত্তিরুচ্যতে।

দুরুক্তায় ন স্পৃহয়েৎ দুষ্টং বাক্যং ন কাময়েৎ কিংতু দুরুক্তাৎ বিভীয়াৎ। তত্রাবশিষ্টো মন্ত্রভাগঃ সর্বোঽপি দৃষ্টান্তঃ। চিৎ ইত্যুপমার্থে বর্ততে। অক্ষদ্যুতং কুর্বতোরুভয়োর্মধ্যে যঃ পুমান্ চতুরঃ চতুঃ সংখ্যাকান্ কপর্দকান্ দদমানাৎ দদতো হস্তে ধারয়তঃ পুরুষাৎ আ নিধাতোঃ কপর্দকনিপাত পর্যন্তং বিভীয়াৎ অস্য জয়ো ভবিষ্যতি ন ভবিষ্যতি ইত্যন্যো ভীতিং প্রাপ্নুয়াৎ। অত্র যথা ভয়ং তথা দুরুক্তাদ্ভেতব্যমিতি ধর্মরহস্যম্। তস্মাদহং মন্তং শপন্তং মা প্রতিবোচে ইত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র নিরুক্তং 'চতুরোঽক্ষান্ ধারয়ত ইতি তদ্যথা কিপবাদ্বিভীয়াদেবমেব দুরুক্তাদ্বিভীযান্ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ (নিরু ৩।১৬) ইতি ॥৯

মন্ত্রার্থ। অক্ষক্রীড়ায় যে ব্যক্তি চারিটী মাত্র কপর্দক হস্তে ধাবণ করে, কপর্দক ক্ষেপণ পর্য্যন্ত অন্যপক্ষ যেরূপ তাহার জয় বা পরাজয় হইবে ভাবিয়া তাহাকে ভয় করে, তদ্রূপ যজমান দুরুক্তি কামনা করে না, সদা দুরুক্তি[৮৩] হইতে ভয় পায়।৯

দ্বিচত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব ও দেবতা পূষা।

স পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ।

সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পুরঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে পূষণ্ জগৎপোষক পৃথিব্যভিমানিদেবঃ অধ্বনঃ মার্গাৎ সং তির অস্মানভীষ্টস্থানং সম্যক্ প্রাপয়। অংহঃ বিঘ্নহেতুং পাপ্মানং বি তির বিনাশয়। পূষা বিষেষ্যতে। বিমুচো নপাৎ জলবিমোচকহেতোর্মেঘস্য পুত্র। নপাৎ ইতি পুত্রনাম, 'নপাৎ প্রজা' (নি ২।২।১৩) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। শ্রুত্যন্তরে 'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' ইতি জলাৎ ভূম্যুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। তথা অন্যত্রাপি উদক সারত্বং পৃথিব্যাঃ শ্রূয়তে 'তদ্যদপাং সার আসীত্তৎসমহন্যত সা পৃথিব্যভবৎ' ইতি। মেঘস্য জলধারিত্বাদুদকপুত্র এব মেঘপুত্রো ভবতি।. ন চ পৃথিব্যা মেঘপুত্রত্বে পূষ্ণঃ কিমায়াতমিতি বাচ্য, পৃথিব্যা এব পূষত্বাৎ।

৮৩। দুষ্ট বাক্য, পরনিন্দা।

তথা চ শ্রুত্যন্তরে কস্তচিন্মন্ত্রস্থ ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে 'পূষাধ্বনঃ পাত্বিত্যাহেয়ং বৈ পূষা' ইতি। তন্নির্বচনং চান্যত্রৈবমাম্নায়তে—'ইয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিং চ (শ. ব্রা. ১৪।৪।২।২৫) ইতি। হে দেব পূষন্ নঃ পুরঃ অস্মাকং পুরতঃ প্র সক্ষ্ব প্রসক্তো ভব।' পুরতো গচ্ছেত্যর্থঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে দেব পূষা[৮৪], মার্গপারে আমাদের অভীষ্ট স্থান সম্যক্ প্রাপ্ত করাইয়া দিন ও আমাদের বিঘ্নকারক পাপরাশি বিনাশ করুন; হে জলবিমোচক মেঘের পুত্র[৮৫] আমাদের অগ্রে গমন করুন।১

যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।
অপ স্ম তং পথো জহি ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে পূষন্ যঃ প্রতিপক্ষী নঃ অস্মান্ আদিদেশতি অনেন মার্গেণ গন্তব্যম্ ইত্যেবমাজ্ঞাপয়তি। কীদৃশঃ। অঘঃ আহন্তা বৃকঃ অস্মদীয়স্য ধনস্য আদাতা অপহর্তেত্যর্থঃ। দুঃশেবঃ সেবিতুং দুঃশকো দুষ্টসুখো বা। তং তাদৃশং প্রতিপক্ষিণং পথঃ মার্গাৎ অপ জহি স্ম অবশ্যমপাকুরু ॥২

মন্ত্রার্থ। হে পূষা, যে প্রতিপক্ষী আমাদের ধনাপহর্তা, আঘাতকারী ও দুষ্টাচারী এবং আমাদিগকে বিপথে পরিচালিত করে, তাহাকে আমাদের গন্তব্য পথ হইতে অবশ্যই অপসারিত করুন।২

অপ ত্যং পরিপন্থিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতম্।
দূরমধি স্রুতেরজ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যং তাদৃশং পূর্বোক্তগুণযুক্তং স্রুতেঃ মার্গাৎ অধি দূরম্ অত্যন্ত দূরদেশং প্রতি অপ অজ অপগময়। কীদৃশম্। পরিপন্থিনং মার্গ প্রতিবন্ধকং মুষীবাণং

৮৪। জগৎ পোষক ও পৃথিবীর অভিমানী দেবতা। শত পথ ব্রাহ্মণে (১৪।৪।২।২৫) আছে, 'ইয়ং বৈ পূষা, ইয়ং হি ইদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।' ইহার অর্থ, ইনিই পূষা, ইনিই সমস্তকে পোষণ করেন।

৮৫। অনেক সময় মেঘমধ্য হইতে সূর্য্য বাহির হন, এ জন্য পূষাকে মেঘপুত্র বলা হয়।

তস্কররূপম্। মুষীবা ইতি তস্করস্য নাম, মুষীবান্ মলিম্লুচঃ (নি ৩।২৪।১১) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। হুরশ্চিতং কৌটিল্যানাং সংচেতারম্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। তাদৃশ তস্কররূপ কুটিলচিত্ত পরিপন্থীকে[৮৬] আমাদের গন্তব্য পথ হইতে অত্যন্ত দূর দেশে সরাইয়া দিন।৩

ত্বং তস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্যচিৎ।
পদাভি তিষ্ঠ তপুষিম্ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে পূষন্ ত্বং তস্য চোরস্য তপুষিং পরসংতাপকং দেহং পদাভি তিষ্ঠ ভবদীয়েন পাদেনাক্রম্য তিষ্ঠ। কীদৃশস্য। দ্বয়াবিনঃ প্রত্যক্ষাপহার পরোক্ষাপহারশ্চেতি যদ্দ্বয়ং তদ্যুক্তস্য অঘশংসস্য অস্মাস্বঘমনিষ্টং শংসত। অঘশংস ইতি তস্করনাম, মলিম্লুচঃ অঘশংসঃ বৃকঃ (নি ৩।২৪।১৩) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। কস্য চিৎ অনির্দিষ্ট বিশেষস্য কস্যাপি ॥৪

মন্ত্রার্থ। যে চোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই অপহরণ করে এবং অন্যের অনিষ্ট কামনা করে হে পূষা, তাহার পরসন্তাপক দেহ আপনার পদ দ্বারা বিদলিত করুন।৪

আ তত্তে দস্র মন্তুমঃ পুষন্নবো বৃণীমহে।
যেন পিতৃনচোদয়ঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে মন্তুমঃ জ্ঞানবন্ দস্র দর্শনীয় যদ্বা বৈর্যুপক্ষয়কারিন্ পূষন্ তে ত্বদীয়ং তৎ অবঃ তাদৃশঃ রক্ষণম্ আ বৃনীমহে সর্বতঃ প্রার্থয়ামহে, যেন রক্ষণেন পিতৃন্ অঙ্গিবঃ প্রভৃতীন্ পিতৃদেহান্ অচোদয় প্রেরিতবানসি। তদ্রক্ষণমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে শত্রু বিনাশী ও জ্ঞানবান্ পুষা, আপনার যে রক্ষণ দ্বারা অঙ্গিরা প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণ অসীম প্রেরণা পাইয়াছিলেন, আমরা সেই রক্ষণ প্রার্থনা করি।৫

অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম।
ধনানি সুষণা কৃধি ॥৬

৮৬। মার্গের প্রতি বন্ধক।

সায়ণ-ভাষ্য। হে বিশ্বসৌভগ কৃৎস্নধনযুক্ত যদ্বা কৃৎস্নসৌভাগ্যযুক্ত হিরণ্যবাশীমত্তম অতিশয়েন স্বর্বর্ণময়ায়ুধবন্ পূষন্ অধ পূর্বোক্তাস্মদীয় প্রার্থনানন্তরং নঃ অস্মাকং ধনানি স্বর্বর্ণমণিমুক্তাদিনী স্বষণা সুষ্ঠু দানযুক্তানি কৃধি কুরু ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে সর্ব সৌভাগ্য সম্পন্ন, হিরণ্ময় আয়ুধবান ও লোকশ্রেষ্ঠ পূষা ! আপনি আমাদিগকে পূর্বোক্ত প্রার্থনা অনুসারে স্বর্বর্ণ-মণি-মুক্তাদি ধন দানে নিযুক্ত হউন ।৬

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু ।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। সশ্চতঃ অস্মদ্বাধনায় প্রাপ্নুবতঃ শত্রূন্ নঃ অতি অস্মানতিক্রম্য নয় অন্যত্র প্রাপয়। নঃ অস্মান্ সুগা সুষ্ঠু গন্তুং সক্যেন সুপথা শোভন মার্গেণ কৃণু গন্তৃন্ কুরু। হে পূষন্ ইহ অধ্বনি ক্রতুং প্রজ্ঞানমস্মদ্রক্ষণরূপং বিদঃ জানীহি ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে পূষা, যে শত্রুগণ আমাদিগকে বাধা দেয় তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যান। এই সুখগম্য ও শোভনীয় পথে আমাদিগকে সর্বদা চালিত করুন এবং এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় করুন ।৭

অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে ।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে পূষন্ সুযবসং শোভনতৃণোপলক্ষিতং সর্বৌষধিযুক্তং দেশম্ অভি নয় অস্মানভিতঃ প্রাপয়। অধ্বনে মার্গায় নবজ্বারঃ নূতনঃ সংতাপঃ ন ভবত্বিতি শেষঃ। মার্গে গচ্ছতামস্মাকমিদানীংতনঃ ক্লেশঃ কোঽপি মা ভূদিত্যর্থঃ। গতার্থমন্যৎ। সুযবসং। শোভনং যবসং যস্মিন্ দেশে স সুযবসো দেশঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে পূষা, আমাদিগকে সর্বৌষধি যুক্ত দেশে লইয়া যান। এই পথে যেন আমাদের নূতন সন্তাপ (ক্লেশ) না হয়। এই পথে আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত আপনি অব্যর্থ উপায় করুন ।৮

শগ্ধি পূর্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরম্ ।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে পূষন্, শগ্ধি অস্মানমুগ্রহীতুং শক্তো ভব। পূর্ধি অস্মদ্গৃহং ধনেন পূরয়। কিংচ প্র যংসি অন্যদপ্যপেক্ষিতং বস্তু প্রযচ্ছ। শিশীহি অস্মান্ সর্বেষু মধ্যে তীক্ষ্ণীকুরু তেজস্বিনঃ কুরু ইত্যর্থঃ উদরম্ অস্মদীয়ং প্রাসি মৃষ্টান্নেন সোমরসেন বা পূরয়। অন্যৎ পূর্ববৎ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে পুষা, আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হউন। আমাদের গৃহ ধনপূর্ণ করুন এবং অভীষ্ট বস্তু দান করুন। আমাদিগকে সকলের মধ্যে তীক্ষ্ণতেজা করুন এবং মিষ্টান্ন বা সোমরস দ্বারা আমাদের উদর পূর্ণ করুন। আমাদিগকে এই পথে রক্ষণার্থ অমোঘ উপায় অবলম্বন করুন।৯

ন পূষণং মেথামসি স্থক্তৈরভি গৃণীমসি।
বস্থূনি দস্মমীমহে ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। পূষণং দেবং ন মেথামসি বয়ং ন তু নিন্দামঃ। কিংতু স্থক্তৈঃ বেদগতৈঃ অভি গৃণীমসি সর্বত্র স্তুমঃ। দস্মং দর্শনীয়ং পূষণং প্রতি বস্থূনি ধনানি ঈমহে যাচামহে ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে দর্শনীয় পূষাদেব, আপনাকে আমরা নিন্দা করি না, বেদগত স্থক্ত দ্বারা আপনার স্তুতি করি। আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাচ্ঞা করি।১০

ত্রিচত্বারিংশ স্থক্ত

ইহার ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব ও দেবতা রুদ্রাদি।

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীড়হুষ্টমায় তব্যসে।
বোচেম শংতমং হৃদে ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। কং কদা রুদ্রায় এতন্নামকায় দেবায় শংতমম্ অতিশয়েন স্থখকরং স্তোত্রং বোচেম পঠেম। কীদৃশায়। প্রচেতসে প্রকৃষ্ট জ্ঞান যুক্তায় মীড়হুষ্টমায় সেক্তৃতমায় অভীষ্টকামবর্ষায়েত্যর্থঃ। তব্যসে অতিশয়েন প্রবৃদ্ধায় হৃদে অস্মদীয়হৃন্নিষ্ঠায় ॥১

মন্ত্রার্থ। আমাদের হৃদয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত, অভীষ্ট বর্ষক ও অতিমহৎ রুদ্রদেব অধিষ্ঠিত আছেন। কবে আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে অতিশয় সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব।১

যথা নো অদিতিঃ করৎপশ্বে নৃভ্যো যথা গবে।
যথা তোকায় রুদ্রিয়ম্ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অদিতিঃ ভূমিঃ নঃ অস্মাকং রুদ্রিয়ং রুদ্রসংবন্ধি ভেষজং যথা যেন প্রকারেণ সিধ্যতি করৎ তথা করোতু। কিংচ যথা যেন প্রকারেণ পশ্বে অস্মদীয়াশ্বমহিষাদিপশবে নৃভ্যঃ অস্মদীয়পুরুষেভ্যো বিশেষেণ গবে গোজাতয়ে হিতং রুদ্রিয়ং সিধ্যতি তথা করোতু। কিংচ তোকায় অস্মদীয়াপত্যায় রুদ্রিয়ং যথা সিধ্যতি তথা করোতু। ভেষজস্য রুদ্রসংবন্ধিত্বং মন্ত্রান্তরে সমাম্নাতং—'যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহভেষজো। শিবা রুদ্রস্য ভেষজী' (তৈ সং ৪।৫। ০।১) ইতি। গবাদিবিষয় ভেষজং চান্যত্র স্পষ্টমাম্নাতং 'ভেষজং গবেহশ্বায় পুরুষায় ভেষজমথো অস্মভ্যং ভেষজং সুভেষজম্' (তৈ সং ১।৮।৬।১) ইতি ॥২

মন্ত্রার্থ। অদিতি[৮৭] আমাদের জন্য রুদ্রীয়[৮৮] ভেষজ প্রদান করুন। আমাদের অশ্ব-মহিষাদি পশু, গাভী এবং অপত্যের জন্যও তিনি রুদ্রীয় ভেষজ প্রদান করুন।২

যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি।
যথা বিশ্বে সজোষসঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। মিত্রো বরুণঃ চ নঃ অস্মান্ যথা যেন প্রকারেণ চিকেততি অনুগ্রাহ্যত্বেন জানাতি। রুদ্রঃ অপি যথা চিকেততি। সজোষসঃ সমানপ্রীতয়ঃ বিশ্বে সর্বে দেবাঃ যথা চিকেতন্তি তথা ভবন্থিতি শেষঃ। যদ্বা যথাশব্দোপেতমন্ত্রদ্বয়স্য তথা কদা বোচেমেতি পূর্বত্রান্বয়ঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। যেমন মিত্র, বরুণ ও রুদ্র আমাদিগকে অনুগ্রাহ্য[৮৯] যজমান বলিয়া জানেন, তদ্রূপ সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণও আমাদিগকে জানুন।

৮৭। ভূমি। ৮৮। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ভেষজের রুদ্রসম্বন্ধিত্ব উক্ত হইয়াছে
৮৯। অনুগ্রহ যোগ্য।

গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজম্ ।
তচ্ছংযোঃ সুম্নমীমহে ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। রুদ্রম্ অভিলক্ষ্য বয়ং শংযো বৃহস্পতিপুত্রস্য সংবন্ধি তৎ প্রসিদ্ধং সর্বপ্রজাভ্যোঃ হিতং সুম্নং সুখম্ ঈমহে যাচামহে। কীদৃশং রুদ্রম্। গাথপতিং স্তুতি পালকং মেধপতিং যজ্ঞপালকং জলাষভেষজং সুখরূপৌষধোপেতম্। যদ্বা উদকরূপৌষধোপেতম্। উদকং হি রুদ্রনামাভিমন্ত্রিতং সৎ ঔষধং ভবতি ॥৪

মন্ত্রার্থ। স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক ও উদক রূপ ঔষধি যুক্ত রুদ্রের নিকট আমরা বৃহস্পতিপুত্র শংযুর ন্যায় সুখ যাচ্ঞা করি।৪

যঃ শুক্রইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে।
শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ রুদ্রঃ সূর্যঃ ইব শুক্রঃ সূর্যবদ্দীপ্তিমান হিরণ্যমিব রোচতে। যথা সর্বেষাং প্রাণিনাং হিরণ্যং প্রীতিকবং ভবতি তথা রুদ্রোঽপি। স চ দেবানাং সর্বেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ বস্তুঃ নিবাসহেতুশ্চ ॥৫

মন্ত্রার্থ। যে রুদ্রদেব[৯০] সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান ও হিরণ্যবৎ উজ্জ্বল এবং সর্ব প্রাণী প্রীতিকর, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিবাসের হেতু,৫

শং নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে।
নৃভ্যো নারিভ্যো গবে ॥৬

৯০। উভয় যাস্ক ও সায়ণের মতে রুদ্র শব্দের অর্থ অগ্নি। অন্যত্র মরুৎগণকে রুদ্রাসঃ বলা হইয়াছে। সায়ণ 'রুদ্রাসঃ' অর্থে রুদ্রপুত্রা মরুতঃ বলেছেন (৩৯ সূক্ত ৪ ঋক্)। অতএব রুদ্র মরুৎগণের পিতা। রুদ ধাতুর অর্থ শব্দ করা বা গর্জন করা বা রোদন করা। অতএব রুদ্র অগ্নিরূপী ঝড়ের পিতা, শব্দায়মান দেব। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে রুদ্রের আদিম বৈদিক অর্থ বজ্র বা বজ্রধারী মেঘ ব্রাহ্মণস্পতি অর্থে স্তুতিদেব, বিষ্ণু অর্থে সূর্যদেব এবং রুদ্র অর্থে বজ্রদেব—ইহা ঋগ্বেদের বিভিন্নসূক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়।

সায়ণ-ভাষ্য। নঃ অস্মাকং সংবন্ধিভ্যঃ অর্বদাদিভ্যঃ সুগং সুষ্ঠু গম্যং শং সুখং করতি দেবঃ করোতি। অর্বতে অশ্বায়। অব্যএশব্দোঽশ্বনাম, অর্বা বাজী (নি ১।১৪।৩) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। মেষায় মেষজাতিপুরুষায় মেষ্যে তজ্জাতীয়স্ত্রিয়ৈ নৃভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ নারিভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ গবে গোজাতয়ে ॥৬

মন্ত্রার্থ। তিনি আমাদের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, নারী ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ দান করেন।৬

অস্মে সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাম্।
মহি শ্রবস্তু বিনৃম্নম ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে সোম দেব নৃণাং পুরুষাণাং শতস্য পর্যাপ্তাং শ্রিয়ম্ অস্মে অস্মাসু অধি নি ধেহি আধিক্যেন স্থাপয়। তথা মহি মহৎ তুবিনৃম্ণং প্রভূতবলযুক্তং শ্রবঃ অন্নম্ অধি নি ধেহি ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে সোমদেব, আমাদিগকে শত পুরুষের ধন এবং মহৎ ও প্রভূত বলযুক্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে দান করুন।৭

মা নঃ সোমপরিবাধো মারাতয়ো জুহুরন্ত।
আ ন ইন্দো বাজে ভজ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। সোমপবিবাধঃ সোমস্য পরিতো বাধকা যাগরহিতাঃ নঃ অস্মান্ মা জুহুরন্ত মা হিংসন্ত। তথা অরাতয়ঃ শত্রবঃ মা জুহুরন্ত। হে ইন্দো সোম বাজে বলবিষয়েঽন্নবিষয়ে বা নঃ অস্মান্ আ ভজ সর্বতঃ সেবস্ব।

মন্ত্রার্থ। সোম বাধকগণ[৯১] ও অরাতিগণ[৯২] যেন আমাদিগকে হিংসা না করে। হে সোম অন্নদানে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।৮

যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য।
মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষন্তীঃ সোম বেদঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে সোম তে তব সংবন্ধিন্যঃ যাঃ প্রজাঃ সন্তি স্তোত্রং বা কুর্বন্তি তাঃ

৯১। যাগরহিত, যজ্ঞহীন। ৯২। অদাতা, শত্রু।

প্রজাঃ মূর্ধা শিরঃস্থানীয়স্ত্বং নাভা সংনহনযুক্তে যজ্ঞগৃহে বেনঃ কাময়স্ব। কীদৃশস্য তে। অমৃতস্য মরণরহিতস্য পরস্মিন্ধামন্নতস্য উত্তমে স্থানে প্রাপ্তস্য। হে সোম আভূষন্তীঃ সর্বসত্ত্বামলংকুর্বন্তীঃ প্রজাঃ বেদঃ জানীহি ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে সোম, আপনি অমর[৯৩] ও উত্তম স্থান প্রাপ্ত। যে সকল যজমান আপনার স্তব করে, আপনি শিরোস্থানীয় হইয়া যজ্ঞগৃহে তাহাদিগকে কামনা করেন। যে যজমানগণ আপনাকে অলংকৃত করে, আপনি তাহাদিগকে অবশ্যই জানেন।৯

চতুশ্চত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ও দেবতা অগ্নি।

অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্বমদ্যা দেবাঁ উষর্বুধঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বম্ উষসঃ উষোদেবতায়াঃ সকাশাৎ রাধঃ ধনং দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় আ বহ আনীয় প্রাপয়। সোঽগ্নির্বিশেষ্যতে। অমর্ত্য মরণ রহিত জাতবেদঃ জাতানাং বেদিতঃ। তমেতং শব্দং যাস্ক ব্যাচষ্টে—'জাতবেদাঃ কস্মাৎ। জাতানি বেদ জাতানি বৈনং বিদুর্জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনো জাতবিদ্যো বা জাত প্রজ্ঞানো যত্তজ্জাতঃ পশূনবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমিতি ব্রাহ্মণম্। তস্মাৎ সর্বানৃতূনপশবোঽগ্নিমভিসর্পন্তীতি চ' (নিরু ৭।১৯) ইতি। কীদৃশং রাধ। বিবস্বৎ বিশিষ্টনিবাসোপেতং চিত্রং নানাবিধম্। কিংচ অদ্য অস্মিন্ দিনে উষর্বুধঃ উষঃকালে প্রবুদ্ধান্ দেবান আ বহ ॥১

৯৩। মরণ রহিত।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনি অমর্ত্য ও জাতবেদ[৯৪] (বা জাত বিত্ত)। উষার নিকট হইতে আপনি বিশিষ্ট নিবাসযুক্ত ও বিভিন্ন ধন হব্যদাতা যজমানকে আনিয়া দিন। অদ্য উষাকালে প্রবুদ্ধ দেবগণকে লইয়া আসুন।১

জুষ্টো হি দূতো অসি হব্যবাহনোঽগ্নে রথীরধ্বরাণাম্।
সজূরশ্বিভ্যামুষসা সুবীর্যমস্মে ধেহি শ্রবো বৃহৎ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বং জুষ্টত্বাদিবিশেষগুণযুক্তঃ অসি। জুষ্টঃ সেবিতঃ দূতঃ দেবানাং বার্তাহারঃ হব্যবাহনঃ হবিষো বোঢ়া অধ্বরাণাং ক্রতুনাং রথীঃ রথস্থানীয়ঃ। তথা চ মন্ত্রান্তরং ব্রাহ্মণেনৈব ব্যাখ্যাতং—'রথীরধ্বরাণামিত্যাহৈষ হি দেবরথঃ' (তৈ সং ২।৫।৯।২) ইতি। ব্রাহ্মণান্তরং চ—রথীরধ্বরাণামিত্যাহ রথো হ বা এষ ভূতো দেবেভ্যো হব্যং বহতি' ইতি। তাদৃশস্ত্বম্ অশ্বিভ্যাং দেবতাভ্যাং উষসা দেবতয়া চ সজূঃ সহিতো ভূত্বা সুবীর্যং শোভন বীর্যো পেতং বৃহৎ প্রভূতং শ্রবঃ অন্নম্ অস্মে ধেহি অস্মাসু প্রক্ষিপ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি জুষ্টত্বাদি[৯৫] বিশিষ্ট গুণ যুক্ত। আপনি দেবগণের সেবিত দূত, হব্যবাহন[৯৬] ও যজ্ঞের রথী[৯৭]। আপনি অশ্বিদ্বয় ও উষার সহিত শোভনীয় বীর্যযুক্ত ও প্রভূত অন্ন আমাদিগকে দান করুন।২

অদ্যা দূতং বৃণীমহে বসুমগ্নিং পুরুপ্রিয়ম্।
ধূমকেতুং ভাঋজীকং ব্যুষ্টিষু যজ্ঞানামধ্বরশ্রিয়ম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অদ্য অস্মিন্ দিনে অগ্নিং বৃণীমহে প্রার্থয়ামহে। কীদৃশম্। দূতং বার্তাহারং বসুং নিবাসহেতুং পুরুপ্রিয়ং বহূনাং প্রিয়ং ধূমকেতুং ধূমরূপধ্বজ যুক্তং ভাঋজীকং প্রসিদ্ধভাসালংকৃতম্। 'ভাঋজীকঃ প্রসিদ্ধভাঃ' (নিরু৹৬।৪) ইতি যাস্কবচনম্। ব্যুষ্টিষু উষঃকালেষু যজ্ঞানাং যজমানানাম্ অধ্বরশ্রিয়ং যাগসেবিনম্ ॥৩

৯৪। যাস্কমতে জাতবিদ্য, জাত প্রজ্ঞ বা জাতধন, সর্বভূতজ্ঞ।

৯৫। সেবিতত্ব। ৯৬। হব্যবাহক। ৯৭। রথস্থানীয়, তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, অগ্নি দেবরথ।

মন্ত্রার্থ। অদ্য আমরা দেবদূত[৯৮], নিবাসেরহেতু, বহুপ্রিয়, ধূমকেতু[৯৯], প্রসিদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডিত ও উষাকালে যজমানের যজ্ঞসেবী অগ্নিকে বরণ করি।৩

শ্রেষ্ঠং যবিষ্ঠমতিথিং স্বাহুতং জুষ্টং জনায় দাশুষে।
দেবাঁ অচ্ছা যাতবে জাতবেদসমগ্নিমীলে ব্যুষ্টিষু॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। ব্যুষ্টিষু উষঃকালেষু দেবাম্ ইতরান্ সর্বদেবান্ অচ্ছ আভিমুখ্যেন যাতবে গন্তুম্ অগ্নিং দেবম্ ঈলে স্তৌমি। কীদৃশম্। শ্রেষ্ঠম্ অতিশয়েন প্রশস্তং যবিষ্ঠং যুবতমম্ অতিথিং সততগমনক্ষমং স্বাহুতং সুষ্ঠু আ সমন্তাৎ হোমাধিকরণঃ দাশুষে হবির্দত্তবতে জনায় যজমানায় জুষ্টং প্রীতং জাতবেদসং জাতানাং বেদিতারম্॥৪

মন্ত্রার্থ। অগ্নি শ্রেষ্ঠ[১০০], যবিষ্ঠ, সতত অতিথি[১০১], সকলের আহুত, হব্যদাতার প্রতি সুপ্রীত ও জাতবেদ[১০২]। উষাকালে দেবগণের অভিমুখে গমনার্থ অগ্নিদেবকে আমি স্তুতি করি।৪

স্তবিষ্যামি ত্বামহং বিশ্বস্যামৃত ভোজন।
অগ্নে ত্রাতারমমৃতং মিয়েধ্য যজিষ্ঠং হব্যবাহন॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অমৃত মরণরহিত বিশ্বস্য ভোজন কৃৎস্নস্য জগতঃ পালক হব্যবাহন হবিষো বোঢ়ঃ মিয়েধ্য যজ্ঞার্হ এবংবিধ হে অগ্নে বিশ্বস্য ত্রাতারং সর্বস্য জগতো রক্ষকম্ অমৃতং মরণরহিতং যজিষ্ঠম্ অতিশয়েন যষ্টারং ত্বামহম্ অনুষ্ঠাতা স্তবিষ্যামি স্তুতিং করিষ্যামি॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অমর, সর্বজগৎপালক, হব্যবাহী, যজ্ঞার্হ, অগ্নি, আপনি বিশ্বত্রাতা, মরণ রহিত ও যজ্ঞ নির্বাহক। আমি আপনাকে স্তব করিব।৫

সুশংসো বোধি গৃণতে যবিষ্ঠ্য মধুজিহ্বঃ স্বাহুতঃ।
প্রস্কণ্বস্য প্রতিরন্নায়ুর্জীবসে নমস্যা দৈব্যং জনম্॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে যবিষ্ঠ্য যুবতমাগ্নে ত্বং গৃণতে স্তবতে যজমানার্থং সুশংসঃ সুষ্ঠু

৯৮। বার্তাহার। ৯৯। ধূমরূপ ধ্বজাযুক্ত। ১০০। সুপ্রশস্ত। ১০১। গমনক্ষম। ১০২। জাতগণের বেদিতা, সর্বভুতজ্ঞ।

শংসনীয়ঃ মধুজিহ্বঃ মাদয়িতৃজ্বালঃ স্বাহুতঃ সুষ্ঠু আভিমুখ্যেন হুতঃ সন্ বোধি অস্মদভিপ্রায়ং বুধ্যস্ব। কিংচ প্রস্কণ্বস্য এতন্নামকস্য কণ্বপুত্রস্য মহর্ষেঃ। 'প্রস্কণ্বঃ কণ্বস্য পুত্রঃ কণ্বপ্রভবঃ' (নি ৩।১৭) ইতি যাস্কবচনাৎ। তস্য জীবসে জীবনার্থম্ আয়ুঃ প্রতিরন্ প্রকর্ষেণ বর্ধয়ন্ দৈব্যং দেবসংবন্ধিনং জনং নমস্য পূজয় ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে যবিষ্ঠ অগ্নি, আপনি যজমানের স্তুতিভাজন ও মধুজিহ্ব[১০৩]। আপনি আহুত হইয়া আমাদের অভিপ্রায় উপলব্ধি করেন। আপনি মহর্ষি প্রস্কণ্বের জীবনার্থ প্রকৃষ্ট আয়ুবৃদ্ধি করুন ও সেই দেবপ্রাণ জনকে সম্মান করুন।৬

হোতারং বিশ্ববেদসং সং হি ত্বা বিশ ইন্ধতে।
স আ বহ পুরুহুত প্রচেতসোঽগ্নে দেবাঁ ইহ দ্রবৎ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হোতারাং হোমনিষ্পাদকং বিশ্ববেদসং সর্বজ্ঞং ত্বামাগ্নিং বিশঃ প্রজা সম্ ইন্ধতে হি সম্যগ্দীপয়ন্তি খলু। হে পুরুহুত বহুভিরাহুত অগ্নে স ত্বং প্রচেতসঃ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানযুক্তান্ দেবান্ ইহ কর্মণি দ্রবৎ ক্ষিপ্রম্ আ বহ আভিমুখ্যেন প্রাপয়। দ্রবৎ ইতি ক্ষিপ্রনাম, 'দ্রবৎ ওষম্' (নি ২।১৫।৩) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নিদেব আপনি হোমনিষ্পাদক ও জাতবেদা[১০৪]। লোকে আপনাকে দীপ্তিমান করে। আপনি বহুজনের আহুত ও প্রচেতা[১০৫]। দেবগণকে এই যজ্ঞে শীঘ্র আনয়ন করুন।৭

সবিতারমুষসমশ্বিনা ভগমগ্নিং ব্যুষ্টিষু ক্ষপঃ।
কণ্বাসস্ত্বা সুতসোমাস ইন্ধতে হব্যবাহং স্বধ্বর ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে স্বধ্বর শোভনযাগযুক্তাগ্নে ব্যুষ্টিষু উষঃকালেষু সবিত্রাদীন্ দেবান্ আবহ ইত্যনুবর্ততে। স্বধ্বর ইত্যাহবনীয়াগ্নেঃ সংবোধনম্। অগ্নিম্ ইতি হবিষ উদ্দেশ্যং দেবতান্তরমুচ্যতে। সুতসোমাসঃ অভিষুত সোমাঃ কণ্বাসঃ মেধাবিন ঋত্বিজঃ হব্যবাহং হবিষঃ প্রাপকমাহবনীয়ং ত্বাম্ ইন্ধতে দীপয়ন্তি ॥৮

১০৩। যাঁহার শিখারূপ জিহ্বা আনন্দ দায়ক।

১০৪। সর্বজ্ঞ। ১০৫। প্রকৃষ্ট স্থানযুক্ত।

মন্ত্রার্থ। হে শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত আহ্বনীয় অগ্নিদেব, প্রাতঃকালে সবিতা, উষা, অশ্বিদ্বয়, ভগ ও অগ্নিকে লইয়া আস্থন।. হব্যবাহী, মেধাবী ঋত্বিক কণ্বেরা সোমরস অভিষবান্তে আপনাকে প্রদীপ্ত করিতেছে।৮

পতির্হ্যধ্বরাণামগ্নে দূতো বিশ্নামসি।
উষর্বুধ আ বহ সোমপীতয়ে দেবাঁ অদ্য স্বর্দৃশঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বিশাং প্রজানাং সংবন্ধিনো যেঽধ্বরা যাগাস্তেষাং পতিঃ পালকস্ত্বং দূতঃ অসি হি দেবানাং বার্তাহারো ভবসি খলু। উষর্বুধঃ উষঃকালে প্রবুদ্ধান স্বর্দৃশঃ সূর্যদর্শিনী দেবান্ অদ্য অস্মিন্ দিনে সোমপীতয়ে সোমপানার্থম্ আ বহ আভিমুখ্যেন প্রাপয় ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি সর্বজনের যজ্ঞপালক, আপনি দেবদূত। অদ্য উষাকালে প্রবুদ্ধ সূর্যদর্শী দেবগণকে সোম পানের জন্য আনয়ন করুন।৯

অগ্নে পূর্বা অনূষসো বিভাবসো দীদেথ বিশ্বদর্শতঃ।
অসি গ্রামেষ্ববিতা পুরোহিতোঽসি যজ্ঞেষু মানুষঃ ॥১০

সায়ন-ভাষ্য। হে বিভাবসো বিশিষ্ট প্রকাশনরূপধনবন্ অগ্নে বিশ্বদর্শতঃ সর্বৈর্দর্শনীয়স্ত্বং পূর্বাঃ উষসঃ অনু অতীতানুষঃকালাননুলক্ষ্য দীদেথ দীপ্ত বানসি। তাদৃশস্ত্বং গ্রামেষু জননিবাসস্থানেষু অবিতা অসি রক্ষকো ভবসি। যজ্ঞেষু অনুষ্ঠেয় কর্মসু পুরোহিতঃ বেদেঃ পূর্বস্যাং দিশ্যবস্থিতঃ মানুষঃ অসি ঋত্বিগ্ যজমানানাং মনুষ্যাণাং হিতোঽসি।১০

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, হে বিভাবসো[১০৬] আপনি সকলের দর্শনীয় এবং উষা অতীত হইলে দীপ্তিমান হন। আপনি গ্রাম সমূহে রক্ষক, যজ্ঞ সমূহে পূরোহিত ও মদীয় যজ্ঞ বেদীর পূর্বে মানুষ রূপে অবস্থিত।১০

নি ত্বা যজ্ঞস্য সাধনমগ্নে হোতারমৃত্বিজম্।
মনুষ্বদ্দেব ধীমহি প্রচেতসং জীরং দূতমমর্ত্যম্ ॥১১

১০৬। প্রভাসম্পন্ন।

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে দেব মনুষ্বৎ যথা মনুর্যাগদেশে নিদধাতি তদ্বদ্বয়ং ত্বানিং ধীমহি অত্র স্থাপয়ামঃ। কীদৃশম্। যজ্ঞস্য সাধনং যজ্ঞনিষ্পাদকং হোতারমৃত্বিজং ঋতৌ বসন্তাদিকে যষ্টারং প্রচেতসং প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তং জীরং শত্রূণাং বয়োহানিকরং দূতঃ দেবানাং দূতস্থানীয়ম্ অমর্ত্যং দূতস্থানীয়ম্ অমর্ত্যং মরণ রহিতম্ ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনি যজ্ঞ নিষ্পাদক, আপনি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্, প্রকৃষ্ট জ্ঞান যুক্ত এবং শত্রুগণের আয়ুক্ষয়কারী। আপনি দেবগণের দূত ও মরণ রহিত। আমরা মনুর ন্যায় আপনাকে এই যজ্ঞস্থানে স্থাপন করি।১১

যদ্দেবানাং মিত্রমহঃ পুরোহিতোঽন্তরো যসি দূত্যম্।
সিন্ধোরিব প্রস্বনিতাস ঊর্মযোঽগ্নের্ভ্রাজন্তে অর্চয়ঃ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে মিত্রমহঃ মিত্রাণাং পূজকাগ্নে যৎ যদা পুরোহিতঃ ত্বং বেদেঃ পূর্বস্যাং দিশি স্থাপিতঃ অন্তরঃ দেবযজন মধ্যে বর্তমানঃ সন্ দেবানাং দূত্যং দূতকর্ম যাসি প্রাপ্নোষি, তদানীম্ অগ্নেঃ তব অর্চয়ঃ দীপ্তয়ঃ ভ্রাজন্তে দীপ্যন্তে। এত দৃষ্টান্তঃ। সিন্ধোরিব। যথা সমুদ্রস্য প্রস্বনিতাসঃ প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্তাঃ ঊর্ময়ঃ তরঙ্গা ভ্রাজন্তে তদ্বৎ ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে মিত্রমহ[১০৭] অগ্নিদেব, পুরোহিত রূপে যজ্ঞ মধ্যে থাকিয়া যখন আপনি দেবগণের দূতের কর্ম করেন, তখন সমুদ্রের প্রকৃষ্ট ধ্বনিযুক্ত ঊর্মিমালার[১০৮] ন্যায় আপনার অর্চিঃসমূহ[১০৯] দীপ্তিমান হয়।১২

শ্রুধি শ্রুৎকর্ণ বহ্নিভির্দেবৈরগ্নে সযাবভিঃ।
আ সীদন্তু বর্হিষি মিত্রো অর্যমা প্রাতর্যাবাণো অধ্বরম্ ॥১৩

সায়ণ ভাষ্য। হে শ্রুৎকর্ণ শ্রবণসমর্থাভ্যাং কর্ণাভ্যাং যুক্ত অগ্নে শ্রুধি অস্মদীয়ং বচনং শৃণু। যঃ মিত্রঃ দেবো যশ্চ অর্যমা যে চান্যে প্রাতর্যাবাণঃ প্রাতঃকালে দেবযজনং গচ্ছন্তো দেবাস্তৈঃ সর্বৈঃ সযাবভিঃ আহবনীয়াগ্নিনা ত্বয়া সমানগতিভিরন্যৈঃ বহ্নিভির্দেবৈঃ সহ অধ্বরং ক্রতুমুদ্দিশ্য বর্হিষি দর্ভে আ সীদন্তু উপবিশন্তু ॥১৩

১০৭। মিত্রগণের পূজক। ১০৮। তরঙ্গসমূহ। ১০৯। শিখা সমূহ।

মন্ত্রার্থ। হে শ্রুৎকর্ণ[১১০] অগ্নিদেব, আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন। মিত্র, অর্যমা ও অন্যান্য যে দেবগণ প্রাতঃকালে দেবযজ্ঞে গমন করেন, আপনার সহগামী হব্যবাহী সেই দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আপনি কুশে উপবেশন করুন।১৩

শৃণ্বন্তু স্তোমং মরুতঃ সুদানবোঽগ্নিজিহ্বা ঋতাবৃধঃ।
পিবতু সোমং বরুণো ধৃতব্রতোঽশ্বিভ্যামুষসা সজূঃ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। মরুতঃ দেবাঃ স্তোমম্ অস্মদীয়ং স্তোত্রং শৃণ্বন্তু। কীদৃশাঃ। সুদানবঃ সুষ্ঠু ফলস্য দাতারঃ অগ্নিজিহ্বাঃ অগ্নির্জিহ্বাস্থানীয়ো মুখ্যো যেষু মরুৎসু তাদৃশাঃ ঋতাবৃধঃ সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্ধকাঃ। তথা ধৃতব্রতঃ গৃহীতকর্মা বরুণঃদেবঃ অশ্বিভ্যাং দেবাভ্যাম্ উষসা দেবতয়া সজূঃ সহ সোমং পিবতু॥১৪

মন্ত্রার্থ। মরুৎগণ সুফলদাতা, অগ্নি জিহ্ব[১১১] ও যজ্ঞ বর্ধক। তাঁহারা আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন। ধৃতব্রত[১১২] বরুণদেব, অশ্বিদ্বয় ও উষার সহিত সোমপান করুন।১৪

পঞ্চ চত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ও দেবতা অগ্নি।

ত্বমগ্নে বসূঁরিহ রুদ্রাঁ আদিত্যাঁ উত।
যজা স্বধ্বরং জনং মনুজাতং ঘৃতপ্রুষম্॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বম ইহ কর্মণি বস্বাদীন্ যজ। উত অপি চ জনম্ অন্যমপি দেবতারূপং প্রাণিনং যজ। কীদৃশম্। স্বধ্বরং শোভন যাগযুক্তং মনুজাতং মনুনা প্রজাপতিনোৎপাদিতং ঘৃতপ্রুষম্ উদকস্য সেক্তারম্॥১

১১০। শ্রবণ সমর্থ কর্ণদ্বয় যুক্ত। ১১১। অগ্নি যাহাদের জিহ্বা স্থানীয় বা মুখ্য। ১১২। গৃহীত কর্মা।

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আপনি এই যজ্ঞে বসুগণের, রুদ্রগণের ও আদিত্যগণের অর্চনা করুন এবং শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত ও জলসেচক মনুজগণকেও[১১৩] যজন[১১৪] করুন।১

শ্রুষ্টীবানো হি দাশুষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।
তান্ রোহিদশ্ব গির্বণস্ত্রয়স্ত্রিংশতমা বহ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বিচেতসঃ বিশিষ্ট প্রজ্ঞানাঃ দেবাঃ দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় শ্রুষ্টীবানো হি। শ্রুষ্টিঃ ফলস্য দানম্। তদ্ভাজঃ খলু। হে রোহিদশ্ব রোহিন্নামকৈরশ্বৈরুপেত গির্বণঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভির্বননীয়াগ্নে। গির্বণা দেবো ভবতি গীর্ভিরেনং বনয়ন্তি' (নিরু ৬।১৪) ইতি যাস্কঃ। ত্রয়স্ত্রিংশতম্ অনয়া সংখ্যয়া সংখ্যাতান্ তান্ দেবান্ আ বহ ইহানয় ॥২

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে বিশিষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগণ হব্যদাতাকে ফলদান করেন। হে রোহিৎনামক অশ্বযুক্ত স্তুতিভাজন অগ্নিদেব, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতাকে লইয়া এই যজ্ঞে সত্বর আগমন করুন।২

প্রিয়মেবদত্রিবজ্জাতবেদো বিরূপবৎ।
অঙ্গিরস্বন্মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধি হবম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে মহিব্রত প্রভূতকর্মন্ জাতবেদ অগ্নে প্রস্কণ্বস্য কণ্বপুত্রস্য মহর্ষেঃ হবম্ আহ্বানম্ শ্রুধি শৃণু। তত্র চত্বারো দৃষ্টান্তঃ। প্রিয়মেধাত্রিবিরূপাঙ্গিরো নামকা এতেষামাহ্বানং যথা শৃনৌষি তদ্বৎ। অত্র নিরুক্তং—'প্রিয়মেধঃ প্রিয়া অস্য মেধা যথৈতেষামৃষীণামেবং প্রস্কণ্বস্য শৃণু হ্বানম্। প্রস্কণ্বঃ কণ্বস্য পুত্রঃ কণ্বপ্রভবো যথা প্রাগ্রম' ইতি বিরূপো নানারূপো মহিব্রতো মহাব্রতঃ (নিরুঃ ৩।১৭) ইতি চ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে প্রভূতকর্মা জাতবেদা[১১৫] অগ্নিদেব যেমন আপনি প্রিয়মেধা, অত্রি বিরূপ ও অঙ্গিরা নামক ঋষি চতুষ্টয়ের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তেমনি মহর্ষি প্রস্কণ্বের আহ্বান শ্রবণ করুন।৩

১১৩। প্রজাপতি কর্তৃক উৎপাদিত। ১১৪। অর্চনা।
১১৫। সর্বভূতজ্ঞ।

মহিকেরব উতয়ে প্রিয়মেধা অহূষত।
রাজন্তমধ্বরাণামগ্নিং শুক্রেণ শোচিষা ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। মহিকেরবঃ প্রৌঢ়কর্মাণঃ প্রিয়মেধাঃ প্রিয়েণ যজ্ঞেনোপেতা ঋষয় উতয়ে রক্ষার্থম্ অগ্নিম্ অহূষত আহূতবন্তঃ। কীদৃশম্ অধ্বারাণাং যজ্ঞানাং মধ্যে শুক্রেণ শোচিষা শুদ্ধেন প্রকাশেন রাজন্তং দীপ্যমানম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। প্রৌঢ়কর্মা প্রিয়মেধা[১১৬] ঋষিগণ রক্ষনার্থ যজ্ঞমধ্যে বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ তে দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আহ্বান করিয়াছিলেন।৪

ঘৃত্রাহবন সন্ত্যেমা উ ষু শ্রুধী গিরঃ।
যাভিঃ কণ্বস্য সূনবো হবন্তেঽবসে ত্বা ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঘৃতাহবন ঘৃতেনাহূয়মান সনয় ফলপ্রদাগ্নে ইমা উ গিরঃ অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানা অপি স্তোত্ররূপা বাচঃ সু শ্রুধি সুষ্ঠু শৃণু। কণ্বস্য মহর্ষেঃ সূনবঃ পুত্রাঃ যাভিঃ গীর্ভিঃ অবসে স্বরক্ষার্থং ত্বা হবন্তে ত্বামাহ্বয়ন্তি ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ঘৃতাহুত ফলপ্রদ অগ্নি মহর্ষি কণ্বের পুত্রগণ যে স্তুতিদ্বারা স্বরক্ষার্থ আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই স্তুতি সমূহ শ্রবণ করুন।৫

ত্বাং চিত্রশ্রবস্তম হবন্তে বিক্ষু জন্তবঃ।
শোচিষ্কেশং পুরুপ্রিয়াগ্নে হব্যায় বোড়হবে ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে চিত্রশ্রবস্তম অতিশয়েন বিবিধহবীরূপান্নযুক্ত পুরুপ্রিয় বহূনাং যজমানানাং প্রীতিকর অগ্নে ত্বাং হব্যায় বোড়হবে হবির্বোঢ়ুং বিক্ষু জন্তবঃ প্রজাসুৎপন্না যজমানাঃ হবন্তে আহ্বয়ন্তি। কীদৃশম্। শোচিষ্কেশং দীপ্তিরূপকেশোপেতম্। তথা চ বাজসনেয়িন আমনন্তি—'শোচন্তঃ ইব হ্যেতস্য সমিদ্ধস্য রশ্ময়ঃ কেশাঃ ইতি ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নিদেব, আপনি প্রভূত ও বিবিধ হবিঃ রূপ অন্নযুক্ত এবং বহুজনের প্রীতিভাজন এবং দীপ্তিরূপ কেশযুক্ত। আপনাকে যজমানগণ দেবগণের নিকট হবির্বহনার্থ আহ্বান করে।৬

১১৬। প্রিয়মেধ (যজ্ঞ) যুক্ত।

নি ত্বা হোতার মৃত্বিজং দধিরে বসুবিত্তমম্
শ্রুৎকর্ণং সপ্রথস্তমং বিপ্রা অগ্নে দিবিষ্টিষু ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ দিবিষ্টিষু যাগেষু ত্বাং নি দধিরে স্থাপিতবন্তঃ। কীদৃশম্। হোতারম্ আহ্বাতারম্ ঋত্বিজম্ ঋতুষু যজনশীলং বসুবিত্তমম্ অতিশয়েন ধনস্য লম্ভয়িতারং শ্রুৎকর্ণং চ শ্রবণযোগ্যকর্ণোপেতং সপ্রথস্তমম্ অতিশয়েন প্রখ্যাতম্ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নিদেব, বিপ্রগণ আপনাকে এই যজ্ঞে স্থাপন করিয়াছেন। আপনি দেবগণের আহ্বাতা, যজনশীল, বহুধনদাতা, আপনার কর্ণ শ্রবণসমর্থ ও আপনার খ্যাতি অতিশয় প্রখ্যাত।৭

আ ত্বা বিপ্রা অচুচ্যবুঃ সুতসোমা অভিপ্রয়ঃ।
বৃহদ্ভা বিভ্রতো হবিরগ্নে মর্তায় দাশুষে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে সুতসোমাঃ অভিযুতসোমযুক্তাঃ বিপ্রাঃ মেধাবিনঃ ঋত্বিজঃ প্রয়ঃ অভি হবির্লক্ষণমন্নমভিলক্ষ্য ত্বা আ অচুচ্যবুঃ ত্বামাগময়ন্তি। কীদৃশম্ ত্বাম্। বৃহৎ মহান্তং ভাঃ ভাসমানম্। কীদৃশা বিপ্রাঃ। দাশুষে মর্তায় হবিষ্প্রদস্য যজমানস্য সংবন্ধি হবিঃ বিভ্রতঃ ধারয়ন্তঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নিদেব, আপনি মহান ও ভাস্বর। হব্যদাতা যজমানের জন্য হব্য-দ্রব্য ধারণপূর্বক মেধাবী ঋত্বিক্‌বৃন্দ সোমরস অভিষবান্তে অন্নের নিকট আপনাকে আহ্বান করিতেছে।৮

প্রাতর্যাব্ণঃ সহস্কৃত সোমপেয়ায় সন্ত্য।
ইহাদ্য দৈব্যং জনং বর্হিরা সাদয়া বসো ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে সহস্কৃত বলেন মথিত সন্ত্য ফলদানঃ বসো নিবাসহেতুভূতাগ্নে ইহ দেবযজনদেশে অদ্য অস্মিন দিনে সোমপেপায় সোমপানার্থং প্রাতর্যাব্ণঃ প্রাতরাগচ্ছতো দেবান্ দৈব্যঃ জনম্ অন্যমপি দেবতাজনং বর্হিঃ আ সাদয় যজ্ঞং প্রাপয় ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নিদেব আপনি বলমথিত,[১১৭] ফলদাতা ও নিবাসহেতু। অদ্য এই যজ্ঞে প্রাতে আগমনকারী দেবগণকে ও অন্য দৈব্যজনকে[১১৮] সোমপানার্থ কুশোপরি আনয়ন করুন।৯

অর্বাঞ্চং দৈব্যং জনমগ্নে যক্ষ্ব সহূতিভিঃ।

অয়ং সোমঃ সুদানবস্তং পাত তিরোঅহ্ন্যম্ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে অর্বাঞ্চম্ অভিমুখং দৈবং জনং দেবতারূপং প্রাণিনং সহূতিভিঃ সমানাহ্বানৈর্দেবান্তরৈঃ সহ যক্ষ্ব যজ। হে সুদানবঃ সুষ্ঠু ফলদাতারো দেবাঃ অয়ং সোমঃ যুষ্মদর্থং সোমঃ পুরতো বর্ততে। তং সোমং পাত পিবত। কীদৃশম্। তিরোঅহ্ন্যম্ এতন্নাকম্। পূর্বস্মিন্ অহ্নি অভিষুতো যঃ সোমঃ উত্তরেঽহনি হূয়তে তস্যৈতন্নামধেয়ম্ ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নিদেব, সম্মুখস্থ দৈবজনকে দেবগণের সহিত সমান আহ্বান দ্বারা অর্চনা করুন। হে দানশীল দেবগণ, পূর্বদিনে অভিযূত সোমরস আপনাদের জন্য সম্মুখে বর্তমান রহিয়াছে। ইহা অদ্য পান করুন।১০

ষট্‌চত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ও দেবতা অশ্বিদ্বয়।

এযো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ।

স্তুযে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। এযো এষৈবাস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানা প্রিয়া সর্বেষাং প্রীতিহেতুঃ অপূর্ব্যা পূর্বেষু মধ্য রাত্র্যাদিকালেষু বিদ্যমানা ন ভবতি, কিন্তু ইদানীংতনী উষাঃ উষো দেবতা দিবঃ দ্যুলোকস্য সকাশাদাগত্য বুচ্ছতি তমো বর্জয়তি। হে অশ্বিনৌ বাং যুবাং বৃহৎ প্রভূতং যথা ভবতি তথা স্তুযে স্তৌমি ॥১

১১৭। বলপূর্বক ঘর্ষণে উৎপন্ন। ১১৮। দেবতাভাজন, দেবতারূপ প্রাণী।

মন্ত্রার্থ। আমাদের দৃশ্যমান প্রিয় উষা এর পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন না। সম্প্রতি তিনি দ্যুলোক হইতে আসিয়া তমোনাশ করিতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়, আপনাদের প্রভূত স্তব করি।১

যা দস্রা সিন্ধুমাতরা মনোতরা রয়ীণাম্।
ধিয়া দেবা বসুবিদা ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। যা দেবা যাবুভাবশ্বিনৌ বক্ষ্যমাণগুণযুক্তৌ তৌ স্তবে ইতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। কীদৃশৌ। দস্রৌ দর্শনীয়ৌ সিন্ধুমাতরা সমুদ্রমাতৃকৌ। যদ্যপি সূর্যাচন্দ্রমসাবেব সমুদ্রজৌ তথাপ্যশ্বিনোঃ কেষাংচিন্মতে তদ্রূপত্বাৎ তথাত্বম্। রয়ীণাং ধনানাং মনোতরা মনসা তারয়িতারৌ ধিয়া কর্মণা বসুবিদা নিবাসস্থানস্য লম্ভয়িতারৌ ॥২

মন্ত্রার্থ। অশ্বিদয় দর্শনীয় সমুদ্রপুত্র[১১৯] দেবতা। তাঁহারা মনের দ্বারা[১২০] ধন দান করেন। আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারা আমাদিগকে নিবাসস্থানও প্রদান করেন।২

বচ্যন্তে বাং ককুহাসো জূর্ণায়ামধি বিষ্টপি।
যদ্বাং রথো বিভিষ্পতাৎ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ সংবন্ধী রথঃ জূর্ণায়াং নানা শাস্ত্রৈঃ স্তুতায়াম্ অধি বিষ্টপি স্বর্গলোকে যৎ যদা বিভিঃ অশ্বৈঃ পতাৎ পততি গচ্ছতি তদানীং বাং যুবয়োঃ ককুহাসঃ স্তুতয়ঃ বচ্যন্তে অস্মাভিরুচ্যন্তে ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, যখন আপনাদের রথ প্রশংসিত স্বর্গলোকে অশ্বগণ দ্বারা নীত হয়, তখন আমরা আপনাদের স্তবোচ্চারণ করি।৩

হবিষা জারো অপাং পিপর্তি পপুরিনরা।
পিতা কুটস্য চর্ষণিঃ ॥৪

১১৯। যদিও সূর্য এবং চন্দ্র সমুদ্রজাত তথাপি কাহারো কাহারো মতে অশ্বিদ্বয়ও সমুদ্র হইতে জাত। ১২০। সঙ্কল্পমাত্র।

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ দেবৌ অপাং জারঃ স্বকীয় তাপেনোদকানাং জরয়িতা সূর্যঃ হবিষা অস্মদ্দত্তেন পিপর্তি দেবান্ পূরয়তি। উদিতে সূর্যে হবিষ্প্রদানাৎ সূর্যস্য পূরকত্বং দ্রষ্টব্যম্। অতঃ সূর্যোদয়কালে যুবাভ্যামাগন্তব্যমিত্যর্থঃ। কীদৃশো জারঃ। পপুরিঃ উক্তক্রমেণ পূরণস্বভাবঃ পিতা পালকঃ কুটস্য চর্ষণিঃ কর্মণো দ্রষ্টা। অত্র নিরুক্তং—'হবিষাপাং জরয়িতা পিপর্তি পপুরিরিতি পৃণাতিনিগমৌ বা প্রীণতিনিগমৌ বা পিতা কৃতস্য কর্মণশ্চায়িতাদিত্য' (নিরু ৫।২৪) ইতি ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, সূর্য্যদেব পূরণকারী, পালনকারী ও যজ্ঞদ্রষ্টা। সূর্য্য স্বীয় তাপে জল শোষণ করেন ও আমাদের হব্য দ্বারা দেবগণকে পূরণ করেন। অতএব আপনারা উভয়ে কৃপা পূর্বক সূর্য্যোদয় কালে আসিবেন।৪

আদারো বাং মতীনাং নাসত্যা মতবচসা।
পাতং সোমস্য ধৃষ্ণুযা ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে মতবচসা অভিমতস্তোত্রৌ নাসত্যা অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ মতীনাং বুদ্ধীনাম্ আদারঃ প্রেরকো যঃ সোমোঽস্তি সোমস্য তং সোমং পাতং যুবাং পিবতম্। কীদৃশং সোমম্। ধৃষ্ণুয়া ধর্ষণশীলম্। মদকরত্বেন তীব্রমিত্যর্থঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে নাসত্যদ্বয়, আমাদের প্রিয় স্তোত্র শ্রবণপূর্বক আপনাদের বুদ্ধি পরিচালক মদকর* সোমরস পান করুন।৫

যা নঃ পীপরদশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্তিরঃ
তামস্মে রাসাথামিষম্ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী রসবীর্যাদিরূপজ্যোতির্যুক্তা যা ইট অন্নং নঃ অস্মান্ পীপরৎ পারয়েৎ তৃপ্তিং প্রাপয়েৎ। কিং কৃত্বা। তমঃ দারিদ্র্যরূপমন্ধকারং তিরঃ অন্তর্হিতং বিনষ্টং কৃত্বা তাম্ ইষং তাদৃশমন্নম্ অস্মে অস্মভ্যং রাসাথাং যুবাং দত্তম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিনী দেবদ্বয়, যে রসবীর্যাদিরূপ জ্যোতির্ম্ময়অন্ন দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার বিনাশক ও তৃপ্তিদায়ক, তাহা আমাদিগকে দান করুন।৬

---

* তীব্র।

আ নো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে।
যুঞ্জাথামশ্বিনা রথম ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা মতীনাং স্তুতীনাং পারায় গন্তবে পারং গন্তুং নাবা নৈরূপেণ গমনসাধনেন নঃ অস্মান্ প্রতি আ যাতং সমুদ্রমধ্যাদাগচ্ছতম্। ভূমাবাগন্তুং রথং ভবদীয়ং যুঞ্জাথাং সাশ্বংকুরুতম্ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিনীদেবদ্বয়, স্তুতি সমূহের পারে গমনার্থে সমুদ্রের মধ্য হইতে নৌকারূপে আমাদের নিকটে আসুন। স্থলপথে আগমনার্থ আমাদের অভিমুখে আপনাদের রথে অশ্ব সংযোজিত করুন।৭

অবিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধুনাং রথঃ।
ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ দিবস্পৃথু দ্যুলোকাদপি বিস্তীর্ণম্ অরিত্রং গমন সাধনং নৌরূপং সিন্ধুনাং সমুদ্রাণাং তীর্থে অবতরণ প্রদেশে বিদ্যতে ইতি শেষঃ। রথঃ চ ভূমৌ গন্তুং বিদ্যতে। ইন্দবঃ সোমাঃ ধিয়া ভবদ্বিষয়েণ কর্মণা যুযুজ্রে যুক্তা বিভূবুঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিনীদেবদ্বয়, দ্যুলোক হইতেও বিস্তীর্ণ নৌকা, সমুদ্রের অবতরণ প্রদেশে বিদ্যমান। ভূমিতে গমনার্থ রথও বর্তমান। আপনাদের জন্য যজ্ঞকর্মে সোমরস পস্তুত হইয়াছে।৮

দিবস্কন্বাস ইন্দবো বসু সিন্ধুনাং পদে।
স্বং বব্রিং কুহ ধিত্সথঃ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে কণ্বাসঃ কণ্বপুত্রাঃ। যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ। অশ্বিমাবিত্থং পৃচ্ছতেতি শেষঃ। কথমিতি তদুচ্যতে। দিবঃ দ্যুলোক সকাশাৎ ইন্দবঃ সূর্যরশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। সিন্ধুনাম্ অপাং বৃষ্টিরূপাণাং স্যন্দনস্বভাবানাং পদে স্থানেঽন্তরিক্ষে বসু অস্মদাদিনিবাসহেতুভূতমুষঃকালীনং জ্যোতিরাবির্ভূতমিতি শেষঃ। অস্মিন্নবসরে যুবাং স্বং বব্রিং স্বকীয়ং রূপং কুহ ধিত্সথঃ কুত্র স্থাপয়িতুমিচ্ছথঃ। অত্রাগত্য প্রদর্শনীয়মিতি তাৎপর্যার্থঃ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে কণ্বপুত্রগণ, অশ্বিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা কর, দ্যুলোক হইতে কি সূর্যরশ্মিসমূহ আবির্ভূত হয়। বৃষ্টির উৎপত্তিস্থানে অন্তরিক্ষে আমাদের নিবাসহেতু উষাকালীন জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়। হে অশ্বিদ্বয়, আপনাদের নিজ নিজ রূপ ইহার মধ্যে কোন্‌স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করেন ?৯

অভূদু ভা উ অংশবে হিরণ্যং প্রতি সূর্যঃ।
ব্যখ্যজ্জিহ্বয়াসিতঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। ভা উ সূর্যস্য দীপ্তিস্তু অংশবে উষঃকালীনরশ্মিসিদ্ধ্যর্থম্ অভূদু প্রাদুর্ভূতৈব। সূর্যঃ চ হিরণ্যং প্রতি স্বকীয়োদয়েন হিরণ্যসদৃশোঽভূৎ। অগ্নিশ্চ অসিতঃ স্বকীয়দীপ্তেঃ সূর্যপ্রবেশেন স্বয়ং কৃষ্ণো ভূত্বা জিহ্বয়া স্বকীয়য়া জ্বালয়া ব্যখ্যৎ প্রকাশিতবান্। তস্মাদয়মশ্বিনোর্যুবয়োরাগমন কাল ইত্যর্থঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। সূর্যের দীপ্তি উষাকালীন আলোক উৎপন্ন করিয়াছিল। সূর্য উদিত হইয়া হিরণ্যবৎ শোভমান ছিলেন এবং অগ্নিও স্বীয় দীপ্তির সূর্যপ্রবেশহেতু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আপন জিহ্বা দ্বারা প্রকাশমান ছিলেন।১০

অভূদু পারমেতবে পন্থা ঋতস্য সাধুয়া।
অদর্শি বি স্রুতির্দিব ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। ঋতস্য সূর্যস্য পারমেতবে রাত্রেঃ পারভূতমুদয়াদ্রিং গন্তুং পন্থাঃ মার্গঃ সাধুয়া সমীচীনঃ অভূদু নিষ্পন্ন এব। দিবঃ দ্যোতনাত্মকস্য সূর্যস্য স্রুতিঃ প্রসৃতা দীপ্তিঃ বি অদর্শি বিশেষেণ দৃষ্টা। তস্মাদশ্বিনৌ যুবাভ্যামাগন্তব্যম্ ॥১১

মন্ত্রার্থ। রাত্রির পারে উদয়াদ্রিতে গমনার্থ সূর্য্যের সুন্দরপথ নির্মিত হইয়াছিল। দ্যুতিমান সূর্যদেব হইতে প্রসৃত দীপ্তি দৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা আগমন করুন।১১

তত্তদিদাশ্বিনোরবো জরিতা প্রতি ভূষতি।
মদে সোমস্য পিপ্রতোঃ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। জরিতা স্তোতা অশ্বিনোঃ সংবন্ধি তত্তদিৎ পুনঃপুনঃ কৃতং সর্বমপি

অবঃ অস্মদ্বিষয়ং রক্ষণং প্রতি ভূষতি প্রত্যেকমলং করোতি। তদা তদা প্রশংসতীত্যর্থঃ। কীদৃশয়োরশ্বিনোঃ। মদে হর্ষে নিমিত্তভূতে সতি সোমস্য পিপ্রতোঃ সোমং পূরয়তো ॥১১

মন্ত্রার্থ। অশ্বিদ্বয় হর্ষহেতু সোমপান করেন। স্তোতা পুনঃপুনঃ তাঁহাদের রক্ষণকার্য্যের প্রশংসা করেন।১২

বাবসানা বিবস্বতি সোম পীত্যাগিরা।
মনুষ্বচ্ছংভূ আ গতম্ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে শংভু সুখস্য ভারয়িতারাবশ্বিনৌ মনুষ্বৎ মনাবিব বিবস্বতি পরিচরণবতি যজমানে ববসানা নিবাসশীলৌ সোমস্য পীত্যা সোমস্য পান নিমিত্তং গিরা স্তুতি নিমিত্তং চ আ গতম্ আগচ্ছতম্।

মন্ত্রার্থ। হে সুখদাতা অশ্বিদ্বয়, আপনারা যেরূপ মনুতে নিবাস করিয়াছিলেন তদ্রূপ পরিচর্য্যাপরায়ণ যজমানের যজ্ঞস্থলে নিবাসশীল হইয়া সোমপান ও স্তুতিশ্রবণ নিমিত্ত আগমন করুন।১৩

যুবোরুসা অনু শ্রিয়ং পরিজমনোরুপাচরৎ।
ঋতা বনথো অক্তুভিঃ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ পরিজমনোঃ পরিতো গন্ত্রোঃ যুবোঃ যুবয়োরুভয়ো শ্রিয়ম অনু আগমনরূপাং শোভামনুসৃত্য উষাঃ উপাচরৎ উষাঃকালদেবতা ইহাগচ্ছতু। যুবয়োরাগতয়ো সতোঃ পশ্চাদাগতেত্যর্থঃ। যুবাং চ অক্তুভিঃ রাত্রিভিঃ ঋতা যজ্ঞগতানি হবীংষি বনথঃ কাময়েথে সংভজেথে ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা চতুর্দিকে বিচরশীল। আপনাদের আগমনরূপ শোভা অনুসরণপূর্বক পশ্চাতে উষাকাল আগমন করুন। রাত্রিকালে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের হবিঃ আপনারা গ্রহণ করুন।১৫

উভা পিবত অশ্বিনোভা নঃ শর্ম যচ্ছতম্।
অবিদ্রিয়াভিরূতিভিঃ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা উভা যুবামুভৌ পিবতং সোমপানং কুরুতম্। তত উর্ধ্বম্ উভাযুবামুভৌ অবিদ্রিয়াভিঃ প্রশস্তাভি উতিভিঃ রক্ষাভিঃ নঃ অস্মভ্যং শর্ম সুখং যচ্ছতম্ ॥১৫

ইতি সায়ণামাত্যেন বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ প্রকাশে ঋক্‌সংহিতা ভাষ্যে প্রথমাষ্টকে তৃতীযোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা উভয়ে সোমপান করুন। অনন্তর উভয়েই আপনাদের প্রশস্ত রক্ষণকর্ম দ্বারা আমাদিগকে চিরসুখ দান করুন।১৫

ঋগ্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

সপ্তচত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ও দেবতা অশ্বিদ্বয়।

অয়ং বাং মধুমত্তমঃ সুতঃ সোম ঋতাবৃধা।
তমশ্বিনা পিবতং তিরোঅহ্ন্যং ধত্তং রত্নানি দাশুষে ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋতাবৃধা ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্ধয়িতারৌ অশ্বিনা অশ্বিনৌ বাং যুবযোঃ অয়ং পুরোবর্তী সোমঃ সুতঃ অভিষুতঃ। কীদৃশঃ। মধুমত্তমঃ অতিশয়েন মাধুর্যবান। তিরোঅহ্ন্যং তিরোভূতে পূর্বস্মিন্ দিনে অভিষুতং তং সোমং পিবতম্। দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় রত্নানি রমণীয়ানি ধনানি ধত্তং প্রযচ্ছতম্ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে যজ্ঞবর্ধক (বা সত্যবর্ধক) অশ্বিদ্বয়, এই অতিশয় মধুর সোমরস পূর্বদিনে আপনাদের উভয়ের জন্য সযত্নে অভিষুত হইয়াছে। ইহা পান করুন ও হব্যদাতা যজমানকে রমণীয় ধন দান করুন।১

ত্রিবন্ধুরেণ ত্রিবৃতা সুপেশসা রথেনা যাতমশ্বিনা।
কণ্বাসো বাং ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত্যধ্বরে তেষাং সু শৃনুতং হবম্ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা ত্রিবন্ধুরেণ উন্নতানতরূপত্রিবিধবন্ধন কাষ্ঠযুক্তেন ত্রিবৃতা অপ্রতিহতগতিয়তা লোকত্রয়ে বর্তমানেন সুপেশসা শোভনসুবর্ণযুক্তেন রথেন আ যাতং ইহাগচ্ছতম্। কণ্বাসঃ কণ্বপুত্রা মেধাবিন ঋত্বিজো বা বাং যুবয়োঃ অধ্বরে যাগে ব্রহ্ম স্তোত্ররূপং মন্ত্রং হবির্লক্ষণমন্নং বা কৃণ্বস্তি কুর্বন্তি। তেষাং কণ্বানাং হবম্ আহ্বানং সু শৃণুতং সুষ্ঠ্যাদরেণ শৃণুতম্ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনাদের রথ ত্রিবন্ধনযুক্ত ও ত্রিকোণ। অপ্রতিহত-গতিতে লোকত্রয়ে বর্তমান ও সুবর্ণমণ্ডিত। উক্ত রথে এই যজ্ঞে আগমন করুন। কণ্বপুত্রেরা যজ্ঞস্থলে আপনাদের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপাঠ[১] করিতেছে। তাহাদের আহ্বান সাদরে শ্রবণ করুন।২

অশ্বিনা মধুমত্তমং পাতং সোমমৃতাবৃধা।
অথাদ্য দস্রা বসু বিভ্রতা রথে দাশ্বাংসমুপ গচ্ছতম্ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে ঋতাবৃধা যজ্ঞস্য বর্ধকৌ অশ্বিনৌ মধুমত্তমং সোমং পাতং পিবতম্। হে দস্রা অশ্বিনৌ সোমপানার্থম্ অথ অস্মদাহ্বানানন্তরম্ অদ্য অস্মিন্ দিনে রথে স্বকীয়ে বসু বিভ্রতা অস্মদুপযুক্তং ধনং ধারয়ন্তৌ দাশ্বাংসং হবিপ্রদং যজমানম্ উপগচ্ছতম্ সমীপে প্রাপ্নুতম্ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে যজ্ঞবর্ধক অশ্বিদ্বয়, সুমধুর সোমরস পান করুন। অতঃপর হে দস্রদ্বয়[২] অদ্য আমাদের আহ্বানে সোমপানার্থ স্বকীয় রথে উপযুক্ত ধন লইয়া হব্যদাতা যজমানের নিকট আসুন।৩

ত্রিষধস্থে বর্হিষি বিশ্ববেদসা মধ্বা যজ্ঞং মিমিক্ষতম্।
কণ্বাসো বাং সুতসোমা অভিদ্যবো যুবাং হবন্তে অশ্বিনা ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে বিশ্ববেদসা সর্বজ্ঞাবশ্বিনৌ ত্রিষধস্থে কক্ষ্যাত্রয়রূপেণাস্তীর্ণতয়া

১। স্তোত্রপাঠ ২। দর্শনীয় দেবদ্বয়।

ত্রিষু স্থানেষবস্থিতে বর্হিষি দর্ভে স্থিত্বা মধ্বা মধুরেণ রসেন যজ্ঞং মিমিক্ষতং সেক্তু-মিচ্ছতম্। হে অশ্বিনা বাং যুষ্মদর্থং সুতসোমাঃ. অভিষুতসোমযুক্তাঃ অভিষ্টবঃ অভিগত-দীপ্তয়ঃ কণ্বাসঃ যুবাম্ উভৌহবন্তে আহ্বয়ন্তে ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে বিশ্ববেদা[৩] দেবদ্বয়, কক্ষ্যাত্রয়ে স্থিত যজ্ঞকুশে অবস্থিত হইয়া সুমধুর সোমরস দ্বারা আমাদের যজ্ঞ সিক্ত করুন। হে অশ্বিদ্বয়. দীপ্তিমান কণ্বপুত্রগণ সুতসোম[৪] হইয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছে।৪

যাভিঃ কণ্বমভিষ্টিভিঃ প্রাবতং যুবমশ্বিনা।
তাভিঃ ষ্বস্মাঁ অবতং শুভস্পতী পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে অশ্বিনা যুবং যুবামুভৌ যাভিঃ অভিষ্টিভিঃ অপেক্ষিতাভিঃ রক্ষাভিঃ কণ্বং মহর্ষি প্রাবতং রক্ষিতবন্তৌ হে শুভস্পতী শোভনস্য কর্মণঃ পালকৌ তাভি রক্ষাভিঃ অস্মান্ অনুষ্ঠাতৄন্ ্ অবতং সুষ্ঠু রক্ষতম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা উভয়ে যে অপেক্ষিত[৫] রক্ষণ দ্বারা মহর্ষি কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন হে শুভস্পতী[৬] সেই রক্ষণকার্য দ্বারা আমাদিগকে, যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণকে সুষ্ঠুরূপে রক্ষা করুন।৫

সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা।
রয়িং সমুদ্রাদুত বা দিবস্পর্যস্মে ধত্তং পুরুস্পৃহম্ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে দস্রা দর্শনীয়াবশ্বিনৌ সুদাসে শোভনদানযুক্তায় রাজ্ঞে পিজবন পুত্রায় রথে বসু বিভ্রতা যুবাং পৃক্ষঃ অন্নং বহতং প্রাপিতবন্তৌ। সমুদ্রাৎ অন্তরিক্ষাৎ। সমুদ্রম্ ইতি অন্তরিক্ষনাম। 'সমুদ্রঃ অধ্বরম্' (নি ১।৩।১?) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। উত বা দিবস্পরি অথবা স্বর্গাৎ পর্যাহৃত্য পুরুস্পৃহং বহুভিঃ স্পৃহনীয়ং রয়িং ধনম্ অস্মে ধত্তম্ অস্মাসু স্থাপয়তম্ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে দস্রদ্বয়, আপনারা রথে ধন লইয়া রাজা পিজবনের পুত্র সুদাসকে[৭]

৩। সর্বজ্ঞ। ৪। অভিষুত সোমরস সমন্বিত। ৫। ঈপ্সিত। ৬। শুভকর্মের পরিপালক। ৭। সুষ্ঠু দদাতি ইতি সুদাঃ। পিজবনের পুত্র রাজা সুদাস ঋগ্বেদোক্ত রাজগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ভারত আদি দশজাতি তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি

অন্ন দান করিয়াছিলেন। তদ্রূপ বহুজনের স্পৃহনীয় দিব্যধন অন্তরীক্ষ বা স্বর্গ হইতে আহরণ পূর্বক আমাদের নিকট স্থাপন করুন।৬

যন্নাসত্যা পরাবতি যদ্বা স্থো অধি তুর্বশে।
অতো রথেন সুবৃতা ন আ গতং সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে নাসত্যা অসত্যরহিতাবশ্বিনৌ যৎ যদি যুবাং পরাবতি দূরদেশে স্থঃ বর্তেথে। যদ্বা অথবা অধি তুর্বশে অধিকে সমীপে স্থঃ। অতঃ অস্মাদ্দূরাৎ-সমীপাদ্বাসূর্যস্য রশ্মিভিঃ সাকং সূর্যোদয়কালে সুবৃতা শোভন বর্তনযুক্তেন রথেন নঃ অস্মান্ প্রতি আ গতং আগচ্ছতম্ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে নাসত্যদ্বয়, আপনারা দূরদেশেই থাকুন অথবা নিকটেই থাকুন, সূর্যোদয়কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত সুবৃত, সুনির্মিত রথে আমাদের নিকট আগমন করুন।৭

অর্বাঞ্চা বাং সপ্তয়োঽধ্বরশ্রিয়ো বহন্তু সবনেদুপ।
ইষং পৃঞ্চন্তা সুকৃতে সুদানব আ বর্হিঃ সীদতং নরা ॥৮

সায়ন-ভাষ্য। হে অশ্বিনৌ অধ্বরশ্রিয়ঃ যাগসেবিতঃ সপ্তয়ঃ অশ্বাঃ সবনেদুপ অস্মদনুষ্ঠেয়ানি ত্রীণি সবনান্যেবোপলক্ষ অর্বাঞ্চা অভিমুখৌ বাং যুবাং বহন্তু প্রাপয়ন্তু। হে নরা অশ্বিনৌ সুকৃতে সুষ্ঠু কর্মকারিণে সুদানবে শোভন দান যুক্তায় যজমানায় ইষম্ অন্নং পৃঞ্চন্তা সংযোজয়ন্তৌ যুবাং বর্হিঃ আ সীদতং দর্ভং প্রাপ্নুতম্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা সর্বদা যাগসেবী। আপনাদের সপ্ত অশ্ব আপনাদিগকে আমাদের অনুষ্ঠেয় সবনত্রয়ের অভিমুখে লইয়া আসুক। হে নরদ্বয়, আপনারা সুষ্ঠু কর্মকারী ও সুদানশীল যজমানকে অন্নদানান্তে যজ্ঞস্থলে কুশাসনে উপবেশন করুন।

তেন ন্যসত্যা গতং রথেন সূর্যত্বচা।
যেন শশ্বদূহথুর্দাশুষে বসু মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে ॥৯

তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। ঋগ্বেদে উল্লিখিত ভারত জাতির সহিত মহাভারতোক্ত ভারত জাতির কোন সম্বন্ধ আছে কি?

সায়ণ-ভাষ্য। হে নাসত্যা সূর্যত্বচা সূর্যসংবৃতেন সূর্যরশ্মিসদৃশেন বা তেন প্রসিদ্ধেন রথেন আ গতং আগচ্ছতম্। দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় বসু ধনং শশ্বৎ সর্বদা যেন রথেন উহথুঃ প্রাপিতবন্তৌ। তেন রথেনেতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। কিমর্থমাগমনমিতি তদুচ্যতে। মধ্বঃ মধুরস্য সোমস্য পীতয়ে সোমপানার্থম্ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে নাসত্যদ্বয়, আপনারা যে সূর্য্যসংবৃত[৮] বা সূর্য্যরশ্মি পরিবেষ্টিত রথে আরোহণ করিয়া হব্যদাতা যজমানকে সর্বদা ধনদান করেন, সেই রথে আরূঢ় হইয়া সুমধুর সোমরস পানার্থ আগমন করুন।

উক্থেভির্বাগবসে পুরূবসূ অর্কৈশ্চ নি হ্বয়ামহে।
শশ্বৎ কণ্বানাং সদসি প্রিয়ে হি কং সোমং পপথুরশ্বিনা ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। পুরূবসু প্রভূতধনাবশ্বিনৌ অবসে অস্মদ্রক্ষণার্থম্ উক্থেভিঃ শস্ত্রৈঃ অর্কৈশ্চ অর্চনসাধনৈ স্তোত্রৈশ্চ অর্বাক্ অস্মদাভিমুখ্যেন নি হ্বয়ামহে নিতরামাহ্বয়ামঃ। হে অশ্বিনা কণ্বানাং কণ্বপুত্রানাং মেধাবিনাং বা প্রিয়ে সদসি যজ্ঞস্থানে শশ্বৎ সর্বদা সোমং পপথুঃ হি কং যুবাং পীতবন্তৌ খলু ॥১০

মন্ত্রার্থ। আমরা আত্মরক্ষার্থ প্রভূত ধনশালী অশ্বিদ্বয়কে উক্থা[৯] ও অর্ক[১০] দ্বারা আমাদের অভিমুখে আহ্বান করিতেছি। হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা কণ্বপুত্রগণের চিরপ্রিয় যজ্ঞস্থানে সর্বদা সোমপান করুন।১০

৮। সৌরলোকে পরিবেষ্টিত। ৯। শস্ত্র বা স্তোত্র। ১০। অর্চনসাধন ঋকস্তুতি।

অষ্টচত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি প্রস্কণ্ব ও দেবতা উষা।

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে দুহিতর্দিবঃ দ্যুদেবতায়াঃ পুত্রি উষঃ উষঃকালদেবতে নঃ অস্মদর্থং বামেন ধনেন সহ ব্যুচ্ছ প্রভাতং কুরু। হে বিভাবরি উষোদেবতে বৃহতা প্রভূতেন। দ্যুম্নেন অন্নেন সহ ব্যুচ্ছ। হে দেবি ত্বং দাস্বতী দানযুক্তা সতী রায়া পশুলক্ষণেন ধনেন সহ ব্যুচ্ছ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে দেবদুহিতা[১১] উষাদেবী, আমাদের ধন দান করিয়া প্রভাত করুন। হে বিভাবরি, প্রভূত অন্নদান করিয়া প্রভাত করুন। হে দেবি, দানযুক্ত হইয়া ধন সহ প্রভাত করুন।১

অশ্বাবতী র্গোমতী র্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাম্ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অশ্বাবতীঃ বহ্বশ্বোপেতাঃ গোমতীঃ বহুভির্গোভির্যুক্তাঃ বিশ্বসুবিদঃ কৃৎস্নস্য ধনস্য সুষ্ঠু লম্ভয়িত্র্যঃ উষোদেবতাঃ বস্তবে প্রজানাং নিবাসায় ভূরি প্রভূতং যথা ভবতি তথা চ্যবন্ত প্রাপ্তাঃ। হে উষোদেবতে মা প্রতি মামুদ্দিশ্য সূনৃতাঃ প্রিয়হিতবাচঃ উদীরয় ব্রূহি। মঘোনাং ধনবতাং সংবন্ধি রাধঃ ধনং চোদ অস্মদর্থং প্রেরয় ॥২

মন্ত্রার্থ। উষাদেবী বহু অশ্বযুক্তা, বহুগাভী সম্পন্না ও সর্বধনের সুদাত্রী। প্রজাগণের নিবাসার্থ বহু ধন তিনি প্রাপ্ত আছেন। হে উষাদেবতা', সূনৃত[১২] বাক্য, বল এবং ধনবানগণের ধন আমাদের নিমিত্ত প্রেরণ করুন।১

১১। দ্যুদেবতার দুহিতা। ১২। প্রিয় ও হিত বাক্য।

উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাম্।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। উষাঃ দেবী উবাস পুরা নিবাসমকরোৎ প্রভাতং কৃতবতীত্যর্থঃ। চ নু অদ্যাপি উচ্ছাৎ ব্যুচ্ছতি প্রভাতং করোতি। কীদৃশী দেবী। রথানাং জীরা প্রেরয়িত্রী উষঃকালে হি রথা প্রের্যন্তে। অস্যাঃ উষসঃ আচরণেষু আগমনেষু যে রথাঃ দধ্রিরে ধৃতাঃ সজ্জীকৃতা ভবন্তি তেষাং রথানামিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। রথপ্রেরণে দৃষ্টান্তঃ। শ্রবস্যবঃ ধনকামাং সমুদ্রে ন যথা সমুদ্রমধ্যে নাবঃ সজ্জীকৃত্য প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে উষাদেবী, পুরাকালেও আপনি প্রভাত করিতেন এবং অদ্যপিও আপনি প্রভাত করিতেছেন। ধনকামী লোক যেমন বৃহৎ নৌকাসমূহ সজ্জিত করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করে, তদ্রূপ উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জিত হয়, তৎসমূহ তিনি সেরূপে প্রেরণ করেন।৩

উষো যে তে প্র যুঞ্জতে মনো দানায় সূরয়ঃ।
অত্রাহ তৎকণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাম।৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ তে তব যামেষু গমনেষু সৎসু যে সূরয়ঃ বিদ্বাংসঃ দানাভিজ্ঞাঃ দানায় ধনাদি দানার্থং মনঃ স্বকীয়ং প্র যুঞ্জতে প্রেরয়ন্তি। দানশীলা উদারাঃ প্রভবঃ প্রাতঃকালে দাতুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। এষাং দাতুমিচ্ছত্যম্ নৃণাং তৎ নাম দানবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধং নাম কণ্বতমঃ অতিশয়েন মেধাবী কণ্বঃ মহর্ষিঃ অত্রাহ অত্রৈব উষঃকালে গৃণাতি উচ্চারয়তি। যো দাতুমিচ্ছতি যশ্চ নাম গ্রহণেন দাতারং প্রশংসতি তাবুভাবপ্যুষঃকালে এব তথা কুরুত ইত্যুষসঃ স্তুতিঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে উষাদেবী, আপনার আগমনে সূরিগণ[১৩] ধনাদি দানে মনোনিবেশ করেন এবং অতিশয় মেধাবী কণ্বঋষি দানশীল ব্যক্তিগণের লোক প্রসিদ্ধ নাম উষাকালেই উচ্চারণ করেন।

১৩। দান ভিজ্ঞ বিদ্বানগণ।

আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুঞ্জতী।
জরয়ন্তী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎপাতয়তি পক্ষিণঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। উষাঃ দেবী প্রভুঞ্জতি প্রকর্ষেণ সর্বং পালয়ন্তী আ যাতি ঘ প্রতিদিন-মাগচ্ছতি খলু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সূনরী সুষ্ঠু গৃহকৃত্যস্য নেত্রী যোষেব গৃহিণীব। কীদৃশী উষাঃ। বৃজনং গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং জরয়ন্তী জরাং প্রাপয়ন্তী। অসকৃদুষ-স্যাবৃত্তায়াং বয়োহান্যা প্রাণিনো জীর্ণা ভবন্তি। কিং চ উষঃকালে পদ্বং পাদযুক্তং প্রাণিজাতম্ ঈয়তে নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্বস্বকৃত্যার্থং গচ্ছতি। কিং চ ইয়মুষাঃ পক্ষিণঃ উৎপাতয়তি। পক্ষিণো হ্যুষঃকালে সমুত্থায় তত্রতত্র ব্রজন্তি ॥৫

মন্ত্রার্থ। উষাদেবী গৃহকৃত্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে প্রকৃষ্টরূপে পালন করে প্রতিদিন শুভাগমন করেন। তিনি জঙ্গম প্রাণিসমূহকে জাগরিত করেন। তাঁহার আগমনে পদযুক্ত প্রাণিবর্গ নিদ্রাত্যাগ করিয়া স্ব স্বকর্মে প্রবেশ করে এবং পক্ষিকুল আকাশে উড্ডীয়মান হয় ।৫

বি আ সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী।
বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতি ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। যা দেবতা সমনং সমীচীন চেষ্টাবন্তং পুরুষং বি সৃজতি প্রেরয়তি। গৃহারামাদিচেষ্টাকুশলান্ পুরুষান্ উষঃকালঃ শয়নাদুত্থাপ্য স্বস্বব্যাপারে প্রেরয়তীতি প্রসিদ্ধম্। কিংচ উষাঃ অর্থিনঃ যাচকান্ বি সৃজতি। তেঽপি হ্যুষঃকালে সমুত্থায় স্বকীয়দাতৃগৃহে গচ্ছন্তি। ওদতী উষোদেবতা পদং স্থানং ন বেত্তি ন কাময়তে। উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ। হে বজিনীবতি উষোদেবতে তে ব্যুষ্টৌ ত্বদীয়ে প্রভাতকালে পাপ্তিবাংসঃ পতনযুক্তা বয়ঃ পক্ষিণঃ নকিঃ আসতে ন তিষ্ঠন্তি। কিংতু স্বস্বনীড়াদ্বিনির্গত্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে উষা, আপনি সমীচীন চেষ্টাযুক্ত পুরুষকে স্বকীয় কার্যে এবং অর্থীবৃন্দকে[১৪] স্বকীয় দাতার গৃহে প্রেরণ করেন। আপনি অধিক সময় থাকেন না,

---

১৪। যাচকগণকে, ভিক্ষুকগণকে।

শীঘ্র চলিয়া যান। হে যজ্ঞযুক্তা ও অন্নশালিনী উষা! আপনার আগমনে পক্ষিগণ স্ব স্ব নীড়ে অবস্থান না করিয়া বহির্গত হয়।৬

এষাযুক্ত পরাবতঃ সূর্যস্যোদয়নাদধি।
শতং রথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি যাত্যভি মানুষান্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। এষা উষোদেবী শতম্ অযুক্ত স্বকীয়ানাং রথানাং শতং যোজিতবতী। সুভগা সৌভাগ্যযুক্তা ইয়ম্ উষাঃ পরাবতঃ দূরস্থাৎ সূর্যস্যোদয়নাদধি সূর্যোদয়স্থানাদধিকাৎ দ্যুলোকাৎ মানুষান্ অভি মনুষ্যানুদ্দিশ্য রথেভিঃ শতসংখ্যাকৈঃ যুক্তৈঃ রথৈঃ বি যাতি বিশেষেণ গচ্ছতি ॥৭

মন্ত্রার্থ। উষাদেবী সুভাগা[১৫]। তিনি রথ যোজিত করিয়াছেন। তিনি সূর্যোদয় স্থানের উপরস্থ দিব্যলোক হইতে শত রথে মনুষ্যগণের নিকট দ্রুতবেগে আসিতেছেন।৭

বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। বিশ্বং সর্বং জগৎ জঙ্গমং প্রাণিজাতম্ উষসঃ চক্ষসে প্রকাশায় ননাম প্রহ্বী ভবতি। রাত্রৌ তমসি নিমগ্নাঃ সর্বে জনাস্তন্নিবারয়িত্রীমুষসমুপলভ্য নমস্কুর্বন্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। যস্মাদেষা সুনরী সুষ্ঠুনেত্রী অভিমতফলস্য প্রাপয়িত্রী উষাঃ জ্যোতিষ্কৃণোতি সর্বং প্রকাশয়তি। কিংচ মঘোনী মঘবতী ধনবতী দিবঃ দুহিতা দ্যুলোকসকাশাদুৎপন্না উষাঃ দ্বেষঃ দ্বেষ্টৄন্ অপ উচ্ছৎ অপবর্জয়তি। তথা স্রিধঃ শোষয়িতৄন্ অপ উচ্ছৎ অপবর্জয়তি। তস্মাদিষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারহেতুভূতামুষোদেবতাং বিশ্বং জগন্নমস্করোতীত্যর্থঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। তমোমগ্ন বিশ্বজগৎ তমোনাশ ও জ্যোতিঃপ্রকাশের জন্য উষাদেবীকে নমস্কার করিতেছে তিনি নেত্রী ও ধনবতী এবং দ্যুলোকদুহিতা। তিনি চরাচরকে প্রকাশিত করেন। তিনি বিদ্বেষীদের ও শোষণকারীদের অপসারিত করেন।৮

১৫। সৌভাগ্য যুক্তা।

উষ আ ভাহি ভানুনা চন্দ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহন্তী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিষু ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে দিবঃ দুহিতঃ দ্যুলোকস্য পুত্রি উষঃ উষোদেবতে চন্দ্রেণ সর্বেষা-মাহ্লাদকেন ভানুনা প্রকাশেন আ সমন্তাৎ ভাহি প্রকাশস্ব। কিং কুর্বতী। দিবিষ্টিষু দিবসেষু ভূরি প্রভূতং সৌভগং সৌভাগ্যম্ অস্মভ্যম্ আবহন্তী সংপাদয়ন্তী। তথা ব্যুচ্ছন্তী তমাংসি বর্জয়ন্তী ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে দ্যুলোক-পুত্রী উষাদেবি, সকলের আহ্লাদক আলোক সহ প্রকাশিত হউন। দিনে দিনে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দিন ও পার্থিব অন্ধকার বিদূরিত করুন।৯

বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি।
সানো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবম্ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে সূনরি উষোদেবি, বিশ্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণণং চেষ্টনং জীবনং প্রাণধারণং চ ত্বে হি ত্বয্যেব বর্ততে। যৎ যস্মাৎ ত্বং বি উচ্ছসি তমো বর্জয়সি। হে বিভাবরি বিশিষ্টপ্রকাশযুক্তে সা তাদৃশী ত্বং নঃ অস্মান্ প্রতি বৃহতা প্রৌঢ়েন রথেন আয়াহীতি শেষঃ। তথা হে চিত্রামঘে বিচিত্রধনযুক্তে উষোদেবি নঃ অস্মদীয়ং হবম্ আহ্বানং শ্রুধি শৃণু ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে উষাদেবি, বিশ্বের[১৬] প্রাণন[১৭] ও জীবন[১৮] আপনাতে বিদ্যমান, কারণ আপনি তমোনাশ করেন। হে বিভাবরি[১৯] আপনি বৃহৎ রথে আগমন করুন। হে বিচিত্রধনযুক্তা উষাদেবি, আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন।

উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।
তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে ত্বা গৃণন্তি বহ্নয়ঃ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ বাজং হবির্লক্ষণমন্নং হি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধং বংস্ব যাচস্ব স্বীকুর্বিত্যর্থঃ। যঃ বাজঃ চিত্রঃ চায়নীয়ঃ মানুষে মনুষ্যে জনে জাতে যজমানে বর্ততে

১৬। প্রাণী জগতের। ১৭। চেষ্টন। ১৮। প্রাণধারণ। ১৯। বিশিষ্ট প্রকাশযুক্তা।

তং বাজমিতি পূর্বত্রান্বয়ঃ। তেন কারণেন সুকৃতঃ সুষ্ঠু কৃতবতো যজমানান্ অধ্বরান্ হিংসারহিতান্ যাগান্। উপ আ বহ প্রাপয়। যে যজমানাঃ বহ্নয়ঃ যজ্ঞনির্বাহকাঃ ত্বা ত্বাং গৃণন্তি স্তুবন্তি তান্ সুকৃত ইতি পূর্বেণ সংবন্ধঃ। এতদুক্তং ভবতিঃ। যজমানৈঃ প্রত্তং হবিঃ স্বীকৃত্য পুনরপি তেষাং যজ্ঞং সংপাদয়েতি ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে উষা, মনুষ্যজনের যে বিচিত্র অন্ন আছে, তাহা গ্রহণ করুন এবং যে যজ্ঞনির্বাহকেরা আপনাকে স্তুতি করে, সেই শুভকর্মা যজমানগণকে আপনি হিংসারহিত শুভযজ্ঞে নিযুক্ত করুন।১১

বিশ্বন্দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়েঽন্তরিক্ষাদুষস্ত্বম্।
সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্থ্যঽমুষো বাজং সুবীর্যম্ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ ত্বং সোমপীতয়ে সোমপানায় অন্তরিক্ষলোকাৎ বিশ্বান্ সর্বান্ দেবান্ আ বহ অস্মদীয়ং দেবযজনদেশং প্রাপয়। হে উষঃ সা তাদৃশী ত্বং গোমৎ গোমন্তং বহুভির্গোভির্যুক্তং অশ্বাবৎ অশ্বৈরূপেতম্ উকৃথ্যং প্রশস্তং সুবীর্যং শোভনবীর্যোপেতং বাজম্ অন্নম্ অস্মাসু ধাঃ নিধেহি স্থাপয়েত্যর্থঃ ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে উষা আপনি অন্তরীক্ষলোক হইতে সর্বদেবতাকে আমাদের যজ্ঞে সোমপানার্থ আনয়ন করুন। হে উষা, আপনি আমাদিগকে বহু অশ্ব ও গো যুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্য্য সম্পন্ন প্রচুর অন্নদান করুন।১২

যস্যা রুশন্তো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা দদাতু সুগম্যম্ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। যস্যাঃ উষসঃ অর্চয়ঃ প্রকাশাঃ রুশন্তঃ শত্রূন্ হিংসন্তঃ ভদ্রাঃ কল্যাণাঃ প্রতি অদৃক্ষত প্রতিদৃশ্যন্তে, সা তথাভূতা উষাঃ নঃ অস্মভ্যং রয়িং দদাতু। কীদৃশং রয়িম্। বিশ্ববারং বিশ্বস্য বারকম্। যদ্বা। বিশ্বৈর্বরণীয়ম্। সুপেশসম্। পেশ ইতি রূপনাম্। শোভন রূপোপেতং সুগম্যং সুষ্ঠু গন্তব্যম্। যদ্বা। সুগম্যমিতি সুখনাম। তদ্ধেতুত্বাৎ তাচ্ছব্দ্যম্ ॥১৩

মন্ত্রার্থ। যে উষার অর্চিসমূহ শত্রুনাশপূর্বক কল্যাণরূপে দৃষ্ট হয়, তিনি আমাদিগকে বিশ্ববারক বা বিশ্ববরেণ্য, সুদর্শন ও সুখগম্য ধন প্রদান করুন।১৩

যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহূরেঽবসে মহি।
স। নঃ স্তোমাঁ। অভি গৃনীহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে মহি মহিতে পূজনীয়ে বা উষোদেবতে তাং যে চিদ্ধি যে খলু প্রসিদ্ধাঃ পূর্বে চিরংতনাঃ ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ উতয়ে রক্ষণায়। অব ইতি অন্ননাম্। অবশে অন্নায় চ জুহূরে জুহ্বিরে আহূতবন্তঃ সুক্তরূপৈর্মন্ত্রৈঃ স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। হে উষঃ সা তাদৃশী ত্বং রাধসা অস্মাভির্দত্তেন হবির্লক্ষণেন ধনেন শুক্রেণ শোচিষা দীপ্তেন তমো নিবারয়িতুং সমর্থেন তেজসা চোপলক্ষিতা সতী তেষামৃষীণামিব নঃ অস্মাকং স্তোমান্ অভি স্তুতিরভি-লক্ষ্য গৃনীহি সম্যক স্তুতমিতি শব্দ্য। অস্মদীয়াভিঃ স্তুতিভিঃ সংতুষ্টা ভবেত্যর্থঃ ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে পূজনীয় উষা, যেমন পূর্বতন ঋষিগণ (মন্ত্রদ্রষ্টাগণ) আপনাকে রক্ষণ ও অন্নলাভের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমরাও আপনাকে ঋকমন্ত্রে স্তব করিতেছি। আপনি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া আমাদের স্তুতিতে তুষ্ট হউন।১৪

উষো যদগ্ন ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র দেবি গোমতীরিষঃ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ ত্বম্ অদ্য অস্মিন্ প্রভাত সময়ে যৎ যস্মাৎ ভানুনা প্রকাশেন দিবঃ অন্তরিক্ষস্য দ্বারৌ দ্বারভূতৌ পূর্বাপরদিগ্‌ভাগাবন্ধকারেণাচ্ছাদিতৌ বি ঋণবঃ বিশ্লিষ্য প্রাপ্নোষি; তস্মাৎ ত্বং নঃ অস্মভ্যং ছর্দিঃ তেজস্বি গৃহং প্র যচ্ছতাৎ দেহি। কীদৃশং ছর্দিঃ। অবৃকং হিংসক রহিতং পৃথু বিস্তীর্ণম্। অপি চ হে দেবি দেবনশীলে গোমতীঃ বহুভির্গোভির্যুক্তাঃ ইষঃ অন্নানি। প্র ইত্যুপসর্গস্য আবৃত্তেঃ যচ্ছতাৎ ইত্যনুসজ্যতে। প্র যচ্ছতাৎ দেহি। ত্বদাগমনস্যাস্মদ্রক্ষনার্থত্বাদস্মদভীষ্টং গৃহাদিকং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। ছর্দিঃ ইতি গৃহনাম, 'ছর্দিঃ ছর্দিঃ' (নি-৪-১৮) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে উষা, অদ্য প্রভাতকালে জ্যোতি দ্বারা আপনি অন্তরীক্ষের দ্বারদ্বয়[২০]

২০। অন্ধকারে আচ্ছাদিত পূর্বাপর দিকভাগদ্বয়।

খুলিয়া দিয়াছেন ; অতএব আমাদিগকে হিংসক রহিত বিস্তীর্ণ গৃহ ও বহুগাভীযুক্ত অন্ন দান করুন ।১৫

সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্বাজিনীবতি ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ ন অস্মান্ রায়া ধনেন সং মিমিক্ষ্ব শংসিঞ্চ সংযোজয়েত্যর্থঃ। কীদৃশেন ধনেন। বৃহতা প্রভূতেন বিশ্বপেশসা। পেশ ইতি রূপনাম্। বহুবিধ রূপযুক্তেন। তথা ইলাভিঃ আ গোভিশ্চ অস্মান্ সং মিমিক্ষ্ব। ইলা ইতি গোনাম। 'ইলাজগতী' (নিঃ ২-১১-৪) ইতি তন্নামসুপাঠাৎ। আকারঃ সমুচ্চয়ে পদান্তে বর্তমানত্বাৎ। উক্তং চ—'এতস্মিন্নেবার্থে দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য এত্যাকারঃ' (নিরুঃ ১·৪) ইতি। কিংচ হে মহি মহনীয়ে উষোদেবতে দ্যুম্নেন যশসা সং মিমিক্ষ্ব। 'দ্যুম্নং দ্যোততের্যশো বান্নং বা' (নিরু ৫-৫) ইতি যাস্কঃ। কীদৃশেন দ্যুম্নেন। বিশ্বতুরা সর্বেষাং শত্রুণাং হিংসকেন। তথা হে বাজিনীবতি অন্নসাধনভূত ক্রিয়াযুক্তে বাজৈঃ অন্নৈঃ অস্মান্ সং মিমিক্ষ্ব। 'অন্নং বৈ বাজঃ' (শ ব্রা ৯-৩-৪-১) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥১৬

মন্ত্রার্থ। হে উষা, আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন এবং গাভী দান করুন। হে পূজনীয় উষাদেবি, আমাদিগকে সর্বশত্রুনাশক যশদান করুন। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়াসম্পন্ন উষা, আমাদিগকে অন্নদান করুন ।১৬

———

নবচত্বারিংশ সূক্ত

ইহার ঋষি কণ্বপুত্র প্রস্কণ্ব ও দেবতা উষা।

উষো ভদ্রেভিরা গহি দিবশ্চিদ্রোচনাদধি।
বহন্ত্বরুণপ্সব উপ ত্বা সোমিনো গৃহম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ উষোদেবতে ভদ্রেভিঃ ভন্দনীয়ৈঃ শোভনৈর্মার্গৈঃ দিবঃ অন্তরিক্ষলোকাৎ। রোচনাৎ রোচমানাৎ দীপ্যমানাৎ। অধিঃ উপর্য্যর্থঃ। উপরি বর্তমানাৎ। চিৎ ইতি পূজিতার্থঃ। পূজিতাৎ এবংবিধাদন্তরিক্ষলোকাৎ আগচ্ছ। হে উষঃ অরুণপ্সব অরুণবর্ণা গাবঃ সোমিনঃ সোমযুক্তস্য যজমানস্য গৃহং দেবযজনরূপং যজ্ঞগৃহং ত্বা ত্বাম্ উপ বহন্ত প্রাপয়ন্ত।১

মন্ত্রার্থ। হে উষা দেবতে, দীপ্যমান্ অন্তরীক্ষলোকের উর্দ্ধদেশ হইতে শোভনীয় মার্গ দ্বারা আগমন করুন। অরুণবর্ণ গাভীসমূহ* আপনাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে আনয়ন করুক।১

সুপেশসং সুখং রথং যমধ্যস্থা উষস্ত্বম্।
তেনা সুশ্রবসং জনং প্রাবাদ্য দুহিতর্দিবঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ ত্বং যং রথম্ অধ্যস্থাঃ অধিতিষ্ঠসি। কীদৃশং রথম্। সুপেশসং শোভনাবয়বং শোভনরূপযুক্তং বা। 'পেশ ইতি রূপনাম' (নিরু ৮-১১) ইতি যাস্কঃ। যদ্বা। শোভনহিরণ্যযুক্তম্। 'পেশঃ কৃশনম্' (নি ১-২-৩) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। সুখং শোভনেন খেন আকাশেন যুক্তং বিস্তৃতমিত্যর্থঃ যদ্বা। সুখহেতুভূতম্। অথবা সুখমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। সুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ। হে দিবঃ দুহিতঃ দ্যুলোকসকাশাৎ উৎপন্নে উষোদেবতে তেন রথেন অদ্য অস্মিন কালে সুশ্রবসং শোভনহবির্যুক্তং জনং যজমানং প্রাব প্রকর্ষেন গচ্ছ ॥ ২

---

* প্রাতঃকালের কিরণসমূহকে অথবা সে কিরণে রঞ্জিত মেঘমণ্ডলকে ঋগ্বেদে বহুস্থানে গাভী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মন্ত্রার্থ। হে উষা, আপনি দ্যুলোক হইতে উৎপন্না ও শোভনাবয়ব, সুখকর বৃহৎ রথে অধিষ্ঠিতা। আপনি সেই রথে আরোহণ করিয়া হব্যদাতা যজমানের নিকট অদ্য আগমন করুন।

বয়শ্চিত্তে পতত্রিণো দ্বিপচ্চতুষ্পদর্জুনি।
উষঃ প্রারন্নৃতূঁরনু দিবো অন্তেভ্যস্পরি ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে অর্জুনি শুভ্রবর্ণে উষঃ উষোদেবতে তে তব ঋতূঁরনু গমনান্যনুলক্ষ্য দ্বিপৎ দ্বিপাৎ মনুষ্যাদিকং চতুষ্পৎ গবাদিকং তথা পতত্রিণঃ পতত্রবন্তঃ পক্ষোপেতাঃ বয়শ্চিৎ পক্ষিণশ্চ দিবঃ অন্তেভ্যঃ আকাশপ্রান্তেভ্য পরি উপরি প্রারন্ প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তি। রাত্রাবন্ধকারেণাভিভূতাঃ সর্বে প্রাণিনঃ ত্বদাগমানন্তরং চেষ্টাবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে শুভ্রবর্ণা উষাদেবি, আপনার আগমনের সময় দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ গবাদি ও পক্ষযুক্ত বিহগাদি আকাশপ্রান্তের উপরিভাগে গমন করে। রাত্রিকালে অন্ধকারে অভিভূত থাকিয়া তাহারা উষাকালে চেষ্টাযুক্ত হয়।৩

ব্যুচ্ছন্তী হি রশ্মিভির্বিশ্বমাভাসি রোচনম্।
তাং ত্বামুষর্বসূযবো গীর্ভিঃ কণ্বা অহূষত ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ ব্যুচ্ছন্তী তমো বর্জয়ন্তী ত্বং রশ্মিভিঃ স্বকীয়ৈস্তেজোভিঃ বিশ্বং সর্বং ভূতজাতং রোচনং রোচমানং প্রকাশযুক্তং যথা ভবতি তথা আ ভাসি আ সমন্তাৎ প্রকাশসে। হি যস্মাদেবং তস্মাৎ তাং তাদৃশীং ত্বাং বসূযবঃ বসুকামাঃ কণ্বাঃ মেধাবিন ঋত্বিজঃ কণ্বগোত্রোৎপন্না বা মহর্ষয়ঃ গীর্ভিঃ স্তুতিলক্ষণৈর্বচোভিঃ অহূষতঃ স্তুতবন্ত ইত্যর্থঃ। কণ্ব ইতি মেধাবিনাম্, 'কণ্বঃ ঋভুঃ' (নি ৩।১৫।৭) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে উষাদেবি, আপনি স্বীয় রশ্মি দ্বারা তমো বিনাশ পূর্বক বিশ্বজগৎকে প্রকাশিত করেন। কণ্ব গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ ধনকামী হইয়া স্তুতিবাক্যে আপনাকে স্তব করিতেছে।৪

পঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি প্রস্কণ্ব ও দেবতা সূর্য।

উদু ত্যং জাতবেদসং দেব বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ সূর্যাশ্বাঃ যদ্বা সূর্যরশ্ময়ঃ সূর্যং সর্বস্য প্রেরকমাদিত্যম্ উদু বহন্তি ঊর্ধ্বং বহন্তি। উ ইতি পাদপূরণঃ। উক্তং চ—'মিতাক্ষরেষ্বনর্থকাঃ কমীমিদ্বিতি' (নিরু ১৯)। কিমর্থম্। বিশ্বায় বিশ্বস্মৈ ভুবনায় দৃশে দ্রষ্টুম। যথা সর্বে জনাঃ সূর্যং পশ্যন্তি তথোর্ধ্বং বহন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং সূর্যম্। ত্যং প্রসিদ্ধং জাতবেদসং জাতানাং প্রাণিনাং বেদিতারং জাতপ্রজ্ঞং জাতধনং বা দেবং দ্যোতমানম্। অত্র নিরুক্তম্—'উদ্বহন্তি তং জাতবেদসং দেবমশ্বাঃ কেতবো রশ্ময়ো বা সর্বেষাং ভূতানাং সংদর্শনায় সূর্যম্' (নিরু ১২ ১৫) ইতি ॥১

মন্ত্রার্থ। সূর্য দীপ্তিমান ও জাতবেদা[২১], তিনি সর্ব প্রাণীদের জানেন। তাঁর অশ্বগণ বা সূর্যরশ্মিসমূহ সমগ্র বিশ্বের দর্শনের জন্য তাঁহাকে উর্ধ্বে বহন করিতেছে।১

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যে তায়বে যথা প্রসিদ্ধাস্তস্করা ইব নক্ষত্রা নক্ষত্রাণি দেবগৃহরূপাণি 'দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি' (তৈ ব্রা ১।৫।২।৬) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যদ্বা। ইহ লোকে কর্মানুষ্ঠায় যে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি তে নক্ষত্ররূপেণ দৃশ্যন্তে। তথা চ শ্রূয়তে—'যো বা ইহ যজতেঽমুং স লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বম্ (তৈ ব্রা ১।৫।২।৫) ইতি। যদ্বা। তেষাং সুকৃতিনাং জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণ্যুচ্যন্তে 'সুকৃতাং বা এতানি জ্যোতীংষি যন্নক্ষত্রাণি (তৈ সং ৫।৪।১।৩) ইত্যাম্নানাৎ। যাস্কস্ত্বাহ—'নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্মনো

২১। জাতপ্রজ্ঞ বা জাতধন।

নেমানি ক্ষত্রানীতি চ ব্রাহ্মণম্' (নিরু ৩।২০) ইতি। তথাবিধানি নক্ষত্রাণি অক্তুভিঃ রাত্রিভিঃ সহ অপ যন্তি অপগচ্ছন্তি। বিশ্বচক্ষসে বিশ্বস্য সর্বস্য প্রকাশকস্য সূরায় সূর্যস্যাগমনং দৃষ্ট্বেতি শেষঃ। তস্করা নক্ষত্রাণি চ রাত্রিভিঃ সহ সূর্যং আগমিষ্যতীতি ভীত্যা পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ। তায়ুরিতি স্তেননাম, 'তায়ু তস্কর (নি ৩।২০) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ, অক্তুরিতি রাত্রিনাম, 'শর্বরী অক্তুঃ' (নি ১।৭।৪) ইতি তত্র পাঠাৎ।২

মন্ত্রার্থ। সমস্ত জগতের প্রকাশক (বিশ্বচক্ষু[২২]) সূর্যের আগমনে দেবগৃহরূপ[২৩] নক্ষত্র সমূহ তস্করের ন্যায় রাত্রির সহিত অপগত হয়।২

অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অস্য সূর্যস্য কেতবঃ প্রজ্ঞাপকাঃ রশ্ময়ঃ দীপ্তয় জনান্ অনুবি অদৃশ্রং ন্দাতান্ সর্বান্ অনুক্রমেণ প্রেক্ষন্তে। সর্বং জগৎ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ভ্রাজন্তঃ দীপ্যমানাঃ অগ্নয়ো যথা অগ্নয় ইব ॥৩

মন্ত্রার্থ। দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সূর্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সর্ব প্রাণীকে একে একে প্রেক্ষণ করিতেছে।৩

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য।
বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ॥৪

২২। বিশ্বের (সকলের) প্রকাশক।

২৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৫।২।৬) আছে, 'দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি'। ইহার অর্থ নক্ষত্রসমূহ দেবগৃহস্বরূপ। উক্ত ব্রাহ্মণে (১।৫।২।৫) আরও আছে 'যো বা ইহ যজতে অমুং স লোকং নক্ষতে তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বম। ইহার অর্থ, যিনি ইহলোকে এই যজ্ঞ করেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন এবং নক্ষত্ররূপে দৃষ্ট হন। ইহাই নক্ষত্র সমূহের নক্ষত্রত্ব। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫।৪।১।৩) আছে, 'সুকৃতাং বা এতানি জ্যোতীংষি যন্নক্ষত্রানি। ইহার অর্থ, সেই সুকৃৎগণের জ্যোতিঃসমূহ (সুকর্মসমূহ) নক্ষত্রসমূহ বলিয়া উক্ত হয়।

সায়ণ-ভাষ্য। হে সূর্য ত্বং তরণিঃ তরিতা অন্যেন গন্তুমশক্যস্য মহতোঽধ্বনো গন্তা অসি। তথা চ স্মর্যতে—'যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্ধেন ক্রমমান নমোঽস্তুতে' ইতি। যদ্বা। উপাসকানাং রোগাৎ তারয়িতাসি। 'আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ' ইতি স্মরণাৎ। তথা বিশ্বদর্শতঃ বিশ্বৈঃ সর্বৈ প্রাণিভির্দর্শনীয়ঃ। আদিত্য দর্শনস্য চণ্ডালাদি দর্শনজনিত পাপনির্হরণহেতুত্বাৎ। তথা চ আপস্তম্ভঃ—দর্শনে জ্যোতিষাং দর্শনম্' ইতি। যদ্বা বিশ্বং সকলং ভূতজাতং দ্রষ্টব্যং প্রকাশ্যং যেন স তথোক্তঃ। জ্যোতিষ্কৃৎ জ্যোতিষঃ প্রকাশস্য কর্তা। সর্বস্য বস্তুনঃ প্রকাশয়িতেত্যর্থঃ। যদ্বা। চন্দ্রাদীনাং রাত্রৌ প্রকাশয়িতা। রাত্রৌ হি অম্মায়েষু চন্দ্রাদিবিম্বেষু সূর্যকিরণাঃ প্রতিফলিতাঃ সন্তোঽন্ধকারং নিবারয়ন্তি যথা দ্বারস্থ দর্পণোপরি নিপতিতাঃ সূর্যরশ্ময়ো গৃহান্তর্গতং তমো নিবারয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিশ্বং ব্যাপ্তং রোচনং রোচমানমন্তরিক্ষম্ আ সমন্তাৎ ভাসি প্রকাশয়সি। যদ্বা হে সূর্য অন্তর্যামিতয়া সর্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্ তরণিঃ সংসারাব্ধেস্তারকঃ অসি। যস্মাৎ ত্বং বিশ্বদর্শতঃ বিশ্বৈঃ সর্বৈর্মুমুক্ষুভিঃ দর্শতঃ দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎ কর্তব্যঃ ইত্যর্থঃ। অধিষ্ঠান সাক্ষাৎকারে হ্যারোপিতং নিবর্ততে। জ্যোতিষ্কৃৎ জ্যোতিষঃ সূর্যাদেঃ কর্তা। তথা চাম্নায়তে—'চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত' (তৈ. আ. ৩।১২।৬) ইতি। ঈদৃশস্ত্বং চিদ্রূপতয়া বিশ্বংসর্বং দৃশ্যজাতং রোচনং রোচমানং দীপ্যমানং যথা ভবতি তথা আ ভাসি প্রকাশয়সি। চৈতন্যস্ফুরণে হি সর্বং জগৎ দৃশ্যতে। তথা চাম্নায়তে—'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' (ক উ ৫।১৫) ইতি ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে সূর্য্য, আপনি তরণি[২৪] তুল্য এবং দুর্গম ও মহৎ পথ ভ্রমণকারী[২৫]।

২৪। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, 'আরোগ্যম্ ভাস্করাদিচ্ছেৎ'। ইহার অর্থ, উপাসকগণ ভাস্কর হইতে আরোগ্য কামনা করিবে। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য কঠোপনিষদের বাক্য উদ্ধার পূর্বক তরণি শব্দের ব্যাখ্যা এই ভাবে করিয়াছেন—'অন্তর্যামীরূপে সূর্যদেব সর্বপ্রেরক পরমাত্মা, সাংসারাব্ধির তারক।

২৫। স্মৃতি শাস্ত্রে আছে—যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্ধেন ক্রমমান্ নমোঽস্তুতে। ইহার অর্থ, যে সূর্যদেব দুই সহস্র

আপনি সর্বপ্রাণীর দর্শনীয়[২৬]। আপনি জ্যোতির কর্তা[২৭]। সর্ব বস্তুর প্রকাশক। আপনি সমগ্র দীপ্যমান অন্তরীক্ষে প্রভার[২৮] বিস্তার করিতেছেন ।৪

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ ।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে সূর্য ত্বং দেবানাং বিশঃ মরুন্নামকান্ দেবান্। 'মরুতো বৈ দেবানাং বিশঃ' (তৈ সং ২-৫-৭) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তান মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবান্ প্রত্যঙ্ উদেষি তান্ প্রতিগচ্ছন্নুদয়ং প্রাপ্নোষি। তেষামভিমুখং যথা ভবতি তথেত্যর্থঃ ; তথা মানুষান্ প্রত্যঙ্ঙুদেষি। তেঽপি যথা অস্মদভিমুখ এব সূর্য উদেতীতি মন্যন্তে। তথা বিশ্বং ব্যাপ্তং স্বঃ স্বর্লোকং দৃশে দ্রষ্টুং প্রত্যঙ্ উদেষি। যথা স্বর্লোকবাসিনো জনাঃ স্বস্বাভিমুখ্যেন পশ্যন্তি তথোদেষীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। লোকত্রয়বর্তিনো জনাঃ সর্বেঽপি স্বস্বাভিমুখ্যেন সূর্যং পশ্যন্তীতি। তথা চাম্নায়তে 'তস্মাৎ সর্ব এব মন্যতে মাং প্রত্যুদগাৎ' (তৈ সং ৬-৫-৪ ২) ইতি ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে সূর্য্য, আপনি অন্তরীক্ষবাসী মরুৎগণের সম্মুখে উদিত হন। আপনি মর্ত্যলোকের জনগণের সম্মুখেও উদিত হন। আপনি স্বর্গলোকের দৃষ্টির জন্য উদিত

দুই শত দুই যোজন দীর্ঘ পথ এক নিমিষার্ধে অতিক্রম করেন, তাঁহাকে ভক্তিভবে নমস্কার করি।

২৬। আদিত্যদর্শনে চণ্ডালাদি দর্শনজনিত পাপ নাশ হয়। আপস্তম্ব সূত্রে আছে 'দর্শনে জ্যোতীষাং দর্শনম্'। ইহার অর্থ, চণ্ডালাদি অশুভদর্শনে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক দর্শন বিধেয়।

২৭। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২।১২।৬) আছে। চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।' ইহার অর্থ, তাঁহার মন হইতে চন্দ্র ও চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইল।

২৮। কঠ উপনিষদে (৫।১৫) আছে, 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। ইহার অর্থ, তিনি প্রকাশিত থাকায়, তাঁহার আলোকে অন্য সমস্ত প্রকাশিত হয়।

হন। সেই কারণে লোকত্রয়বর্তী জনগণ[২৯] স্ব স্ব লোক হইতে আপনাকে সম্মুখে দেখিতে পান।৫

যেনা পাবক চক্ষষা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে পাবক সর্বস্য শোধক বরুণ অনিষ্টনিবারক সূর্য ত্বং জনান্ জাতান্ প্রাণিনঃ ভুরণ্যন্তং ধারয়ন্তং পোষয়ন্তং বা ইমং লোকং যেন চক্ষসা প্রকাশেন অনু পশ্যসি অনুক্রমেন প্রকাশয়সি তং প্রকাশং স্তুম ইতি শেষঃ। যদ্বা উত্তরস্যামৃচি সংবন্ধঃ। তেন চক্ষসা ব্যেষীতি। তথা চ যাস্কেনোক্তং—তত্তে বয়ং স্তুম ইতি বাক্য-শেষোঽপি বোত্তরস্যামন্বয়স্তেন, ব্যেষি' (নিরু ১২-২২) ইতি ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে পাবক[৩০] বরুণ[৩১], আপনি জাত প্রাণীবর্গের ধারক (বা পোষক) রূপে বিশ্বজগৎকে যে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন, তাহাকে আমরা স্তব করি।৬

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা সিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে সূর্য ত্বং পৃথু বিস্তীর্ণং রজঃ লোকম্। 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' (নিরু ৪-১৯) ইতি যাস্কঃ। কং লোকম্। দ্যাম অন্তরিক্ষলোকং বি এষি বিশেষেণ গচ্ছসি। কিং কুর্বন্। অহা অহানি অক্তুভিঃ রাত্রিভিঃ সহ মিমানঃ উৎপাদয়ন্। আদিত্যগত্যধীনত্বাৎ অহোরাত্রবিভাগস্য। তথা জন্মানি জননবন্তি ভূতজাতানি পশ্যন্ প্রকাশয়ন্ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে সূর্য্য আপনি সেই আলোকে রাত্রির সহিত দিবাকে উৎপাদন এবং প্রাণীজগৎকে অবলোকন করিয়া বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ লোক ভ্রমণ করুন।৭

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥৮

২৯। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৬।৫।৪।২) আছে, তস্মাৎ সর্বমন্যতে মাং প্রত্যুদগাৎ।' ইহার অর্থ—তাই সকলে মনে করে, সূর্য আমার সম্মুখে উদিত হইয়াছেন।
৩০। সর্বশোষক। ৩১। অনিষ্টনিবারক।

সায়ণ-ভাষ্য। হে সূর্য দেব দ্যোতমান বিচক্ষণ সর্বস্য প্রকাশয়িতঃ সপ্ত সপ্তসংখ্যাকাঃ হরিতঃ অশ্বাঃ রসহরণশীলা রশ্ময়ো বা ত্বা ত্বাং বহন্তি প্রাপয়ন্তি। কীদৃশম্। রথে অবস্থিতমিতি শেষঃ। তথা শোচিষ্কেশম্। শোচীংষি তেজাংস্যেব যস্মিন্ কেশা ইব দৃশ্যন্তে তথোক্তঃ তম্। হরিতঃ ইতি আদিত্যাশ্বানাং সংজ্ঞা, 'হরিত আদিত্যস্য' (নি ১-১৫-৩) ইতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে দ্যুতিমান সূর্যদেব, আপনি সর্বজগতের প্রকাশক। হরিদ্বর্ণ[৩২] বা হরিত নামক সপ্ত অশ্ব আপনাকে রথে বহন করে। রশ্মিজালই আপনার কেশরাশি।৮

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥৯

সায়ণ ভাষ্য। সূরঃ সর্বস্য প্রেরকঃ সূর্যঃ শুন্ধ্যুবঃ শোধিকা অশ্বস্ত্রিয়ঃ তাদৃশীঃ সপ্ত সংখ্যাকাঃ অযুক্ত স্বরথে যোজিতবান্। কীদৃশ্যঃ। রথস্য নপ্ত্যঃ ন পাতয়িত্র্যঃ। যাভির্যুক্তিভিঃ রথো যাতি ন পততি তাদৃশীভিরিত্যর্থঃ। এবং ভূতাভিঃ তাভিঃ অশ্বস্ত্রীভিঃ স্বযুক্তিভিঃ স্বকীয়যোজনেন রথে সংবদ্ধাভিঃ যাতি যজ্ঞগৃহং প্রত্যাগচ্ছতি। অতস্তস্মৈ হবির্দাতব্যমিতি বাক্যশেষঃ ॥৯

মন্ত্রার্থ। সর্বপ্রেরক সূর্যদেব সপ্ত অশ্বীকে স্বরথে যোজিত করিলেন। সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদের দ্বারা রথ সচল হয়, কখনও নিপতিত হয় না। সূর্যদেব রথে আরোহণ করিয়া আমাদের যজ্ঞগৃহে আসিতেছেন। অতএব তাহাকেই হব্যদান কর্তব্য।৯

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। বয়ম্ অনুষ্ঠাতারঃ তমসস্পরি তমস উপরি রাত্রেরূর্ধ্বং বর্তমানং তমসঃ পাপাৎ পরি উপরি বর্তমানং বা পাপরহিতমিত্যর্থঃ। তথা চাম্নায়তে—'উদ্বয়ং তমসস্পরীত্যাহ পাপ্মা বৈ তমঃ পাপ্মানমেবাস্মাদপ হন্তি' (তৈ সং ৫-১-৮-৬) ইতি।

৩২। রসহরণশীল রশ্মিসমূহ।

জ্যোতিঃ তেজস্বিনম্ উত্তরম্ উদ্গততরমুৎকৃষ্টতরং বা দেবত্রা দেবেষু মধ্যে দেবং দানাদি-গুণযুক্তং সূর্যং পশ্যন্তঃ স্তুতিভির্হবির্ভিশ্চোপসীনাঃ সন্তঃ উত্তমম্ উৎকৃষ্টতমং জ্যোতিঃ সূর্যরূপম্ অগন্ম প্রাপ্নবাম্। তথা চ শ্রূয়তে—'অগন্ম জোতিরুত্তমমিত্যাহাসৌ বা আদিত্যো জ্যাতিরুত্তমমাদিত্যস্যৈব সাযুজ্যং গচ্ছতি' (তৈ সং ৫-১-৮-৬) ইতি। যুক্তং চৈতৎ, 'তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবন্তি' ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ ॥১০

মন্ত্রার্থ। আমরা যজ্ঞানুষ্ঠাতৃবৃন্দ অন্ধকারের ঊর্ধে উদ্গত জ্যোতিঃ দেখিয়া দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান সূর্যকে স্তুতি ও হব্য দ্বারা উপাসনা[৩৩] করি। সূর্যই উৎকৃষ্টতম দৃশ্যমান জ্যোতিষ্ক।১০

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবম্।
হৃদ্রোগং মম সূর্য হরিমানং চ নাশয় ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে সূর্য সর্বস্য প্রেরক মিত্রমহঃ সর্বেষামনুকূলদীপ্তি যুক্ত অদ্য অস্মিন কালে উদ্যন্ উদয়ং গচ্ছন্ উত্তরাম উদ্গততরাং দিবম অন্তরিক্ষম্ আরোহন আভিমুখ্যেন প্রাপ্নুবন্। যদ্বা। দিবম্ অন্তরিক্ষম্ উত্তরাম্ আরোহন উৎকর্ষেণ প্রাপ্নুবন্। এবং-বিধস্ত্বং মম হৃদ্রোগং হৃদয়গতমান্তরমূরোগং হরিমানং শরীরগত কান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগম্। যদ্বা। শরীরগতং হরিদ্বর্ণং রোগপ্রাপ্তং বৈবর্ণ্যমিত্যর্থঃ। তদুভয়মপি নাশয়। মাং স্তোতারমুভয়বিধাদ্রোগান্ মোচয়েত্যর্থঃ ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে সূর্য আপনি সর্ব প্রেরক ও সকলের অনুকূল দীপ্তিতে পূজ্য। অদ্য প্রাতে উদিত হইয়া ও উন্নত অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া আমাদের হৃদরোগ[৩৪] ও বৈবর্ণ্যাদি[৩৫] বাহ্যরোগ সমূহ বিনাশ করুন।১১

শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। মে মদীয়ং হরিমাণং শরীরগতং হরিদ্বর্ণস্য ভাবং শুকেষু তাদৃশং

৩৩। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, যে সূর্য্যের উপাসনা করে সে সূর্য্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, সূর্য্যত্ব লাভ করে। ৩৪। হৃদয়গত অন্তর রোগ। ৩৫। শারীরিক হরিদ্বর্ণ রোগ।

বর্ণং কাময়মানেষু পক্ষিষু তথা রোপণাকাসু শারিকাসু পক্ষিবিশেষেষু দধ্মসি স্থাপয়ামঃ। অথো অপি চ হারিদ্রবেষু হরিতালদ্রুমেষু তাদৃগ্বর্ণবৎসু মে মদীয়ং হরিমাণং নি দধ্মসি নিদধীমহি। স চ হরিমা তত্রৈব সুখেনাস্তাম্ অস্মান্ মা বাধিষ্টেত্যর্থঃ ॥১২

মন্ত্রার্থ। আমরা আমাদের হরিমা বা শরীরগত হরিদ্বর্ণ রোগ শুক ও সারিকা পক্ষীসমূহে স্থাপন করি; কারণ তাহারা তাদৃশ বর্ণ কামনা করে। অনন্তর হরিৎবর্ণ হরিতালদ্রুমেও আমাদের হরিমা স্থাপন করি। সেই হরিমা তথায় সুখে থাকুক। আমাদিগকে আক্রমণ না করুক।১২

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধম্ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ং পুরোবর্তী আদিত্যঃ অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্যঃ বিশ্বেন সহসা সর্বেণ বলেন সহ উদগা উদয়ং প্রাপ্তবান্। কিং কুর্বন। মহ্যং দ্বিষন্তং বন্ধয়ন্ সমোপ-দ্রবকারিণঃ হিংসন্ অপি চ অহং দ্বিষতে অনিষ্টকারিণে রোগায় মো রধং নৈব হিংসাং করোমি। সূর্য এব অস্মদনিষ্টকারিণং রোগং বিনাশয়ত্বিত্যর্থঃ ॥১৩

মন্ত্রার্থ। এই আদিত্য[৩৬] সর্বজ্যোতিঃ সহ উদিত হইয়াছেন এবং আমার উপদ্রব-কারী রোগসমূহ বিনাশ করিয়াছেন। আমি সেই অনিষ্টকারী রোগবিনাশে অক্ষম। সূর্য্যই অনিষ্টকারী রোগবিনাশে[৩৭] সমর্থ।১৩

৩৬। অদিতির পুত্র সূর্য।

৩৭। পঞ্চাশ সূক্তের ১১, ১২ ও ১৩ ঋকত্রয় চিত্র নামক পীড়া আরোগ্যের জন্য সূর্য্যের উদ্দেশ্যে পঠিত হয়। কথিত আছে যে সূর্য প্রস্কণ্ব ঋষি দ্বারা এই মন্ত্রে স্তুত হইয়া ঋষির শ্বেতি রোগ আরোগ্য করিয়াছিলেন।

একপঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি অঙ্গিরার পুত্র সব্য[৩৮] ও দেবতা ইন্দ্র।

অভি ত্যং মেষং পুরুহূতমৃগ্মিয়মিন্দ্রং গীর্ভির্মদতা বস্বো অর্ণবম্।
যস্য দ্যাবো ন বিচরন্তি মানুষা ভুজে মংহিষ্ঠমভি বিপ্রমর্চত ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যং তং প্রসিদ্ধং মেষং শক্রভিঃ স্পর্ধমানম্। যদ্বা। কণ্বপুত্রং মেধাতিথিং যজমানমিন্দ্রো মেষরূপেণাগত্য তদীয়ং সোমং পপৌ। স ঋষিস্তং মেষ ইত্যবোচৎ। অত ইদানীমপি মেষ ইতি ইন্দ্রঃ অভিধীয়তে। 'মেধাতিথের্মেষ' ইতি স্বব্রহ্মণ্যমন্ত্রৈকদেশস্য ব্যাখ্যানরূপং ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে—'মেধাতিথিং হি কণ্বায়নিং মেষো ভূত্বাজহার' ইতি। আগত্য সোমমপহৃতবানিত্যর্থঃ। পুরুহূতং পুরুভির্যজমানৈরাহুতং ঋগ্মিয়ম্ ঋগ্‌ভির্বিক্রিয়মানং স্তূয়মানমিত্যর্থঃ। স্তুত্যা হি দেবতা বিক্রিয়তে। যদ্বা। ঋগ্‌ভির্মীয়তে শব্দ্যতে ইতি ঋগ্মীঃ। তম্। বস্বো অর্ণবং ধনানামাবাসভূমিং এবং-গুণবিশিষ্টম্ ইন্দ্রং হে স্তোতারঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ অভি মদত আভিমুখ্যেন হর্ষং প্রাপয়ত। যস্য ইন্দ্রস্য কর্মাণি মানুষা মনুষ্যাণাং হিতানি বিচরন্তি বিশেষেণ বর্তন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দ্যাবো ন। যথা সূর্যরশ্ময়ঃ সর্বেষাং হিতকরাঃ। ভুজে ভোগায় মংহিষ্ঠম্ অতিশয়েন প্রবৃদ্ধং বিপ্রং মেধাবিনং তথাবিধম্ ইন্দ্রম্ অভি অর্চত অভিপূজয়ত ॥১

মন্ত্রার্থ। যজমানগণ কর্তৃক প্রার্থনীয়, ঋক্‌মন্ত্রে স্তবনীয়[৩৯] ও ধনার্ণব[৪০] সেই মেষ[৪১]

৩৮। ঋষি অঙ্গিরা ইন্দ্র সদৃশ পুত্র কামনাপূর্বক দেবতার উপাসনা করেন। তাঁহার সব্যাখ্য পুত্ররূপে ইন্দ্রই স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, এই জগতে মৎতুল্য কেহ না হউক। সেই সব্যই এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। ৩৯। বা বিক্রীয়মান। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বলেন, স্তুত্যা হি দেবতা বিক্রীয়তে। ইহা অর্থ, স্তুতিদ্বারাই দেবতা বিক্রীত হন। ৪০। ধনের আবাস-ভূমি। ৪১। যজমান কণ্বপুত্র মেধাতিথির নিকট ইন্দ্র মেষরূপে আসিয়া সোমপান করিয়াছিলেন। সেই ঋষি তাঁহাকে মেষ বলিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্র এখনও মেষ নামে অভিহিত হন।

ইন্দ্রকে স্তুতি দ্বারা হৃষ্ট কর। যেরূপ সূর্য্যরশ্মিসমূহ সর্বপ্রাণীর মঙ্গলকর সেইরূপ যাহার কর্মসমূহ মনুষ্যগণের হিত সাধক সেই ক্ষমতাপন্ন ও মেধাবী ইন্দ্রকে ধনভোগার্থ অর্চনা কর।

অভীমবন্বন্তস্বভিষ্টিমূতয়োঽন্তরিক্ষপ্রাং তবিষীভিরাবৃতম্।
ইন্দ্রং দক্ষাস ঋভবো মদচ্যুতং শতক্রতুং জবনী সূনৃতারুহৎ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। উতয়ঃ অবিতারো রক্ষিতারঃ দক্ষাসঃ দক্ষয়িতারঃ প্রবর্ধয়িতারঃ ঋভবঃ। উরু ভান্তি ইতি নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা ঋভবোঽত্র মরুত উচ্যন্তে। এবংভূতা মরুতঃ ইন্দ্রম্ অভীমবন্বন্ আভিমুখ্যেন খলু অভজন্ত। বৃত্রেণ সহ যুধ্যমানমিন্দ্রং সর্বে দেবাঃ পর্যত্যজন্। মরুতস্তু তথা ন পর্যত্যাক্ষুঃ। তথা চাম্নায়তে—বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ। 'মরুদ্ভিরিন্দ্র সখ্যং তে অস্তু' (ঋ সং ৮।৯৬।৭) ইতি। ব্রাহ্মণেঽপ্যাম্নাতং— 'মরুতো হৈনং নাজহুঃ' (ঐ ব্রা ৩।২০) ইতি। কীদৃশমিন্দ্রম্। স্বভিষ্টিং শোভনা-ভ্যেষণবন্তং শোভনাভিগমনমিত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষপ্রাম্। অন্তরিক্ষং দ্যুলোকং স্বতেজসা প্রাতি পূরয়তীতি অন্তরিক্ষপ্রাঃ। দ্বাদশস্বাদিত্যেষু ইন্দ্রস্য বিদ্যমানত্বাৎ। শাখান্তরেঽপি শ্রূয়তে—'তস্যা ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাঁশ্চাজায়েতাম্' (তৈ ব্রা ১।১।৯।৩) ইতি, ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাং-শ্চেত্যেতে' (তৈ আ ১।১৩।৩) ইতি চ। তবিষীভিরাবৃতম্। তবিষীতি বলনাম। 'তবিষী শুষ্মম' (নি ২।৯।৫) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। বলৈরাবৃতম্। অতিবলিনমিত্যর্থঃ। অতএব মদচ্যুতং শত্রুণাং মদস্য গর্বস্য চ্যাবয়িতারম্। কিং চ শতক্রতুং শত সংখ্যানাং ক্রতুনামাহর্তারং বহুবিধ কর্মাণং বা। পূর্বোক্তং তমিন্দ্রং জবনী বৃত্র বধং প্রতি প্রেরয়িত্রী সূনৃতা তৈর্মরুদ্ভিঃ প্রযুক্তা 'প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্ব' (ঐ ব্রা ৩।২০) ইতি ব্রাহ্মণোক্তরূপা প্রিয় সত্যাত্মিকা বাগপি আরুহৎ আরূঢ়বতী। বৃত্রবধং প্রতি সাপি বাক্ ইন্দ্রস্যোৎ-সাহকারিণ্যভূদিত্যর্থঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের আগমন শোভনীয়। তিনি বল সম্পন্ন, শত্রুগণের দর্পহারী ও শতক্রতু[৪২]। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম রূপে[৪৩] স্বতেজে তিনি অন্তরীক্ষ পূরণ করেন।

৪২। শত যজ্ঞ বিশিষ্ট বা বহুবিধকর্মা। ৪৩। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।১৩।৬) আছে, ইন্দ্রশ্চ বিবস্বাংশ্চেত্যেতে। ইহার অর্থ, ইন্দ্রও বিবস্বান আদিত্য।

বৃত্র-যুদ্ধে অন্যান্য দেবগণ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলেও মরুৎগণ তাঁহার রক্ষণে এবং বর্ধনে তৎপর হন এবং তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সহায়তা করেন এবং উৎসাহ* বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করেন।২

ত্বং গোত্রমঙ্গিরোভ্যোঽবৃণোরপোতাত্রয়ে শতদুরেষু গাতুবিৎ।
সসেন চিদ্বিমদায়াবহো বস্বাজাবদ্রিং বাবসানস্য নর্তয়ন্॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং গোত্রম্ অব্যক্তশব্দবন্তং বৃষ্ট্যুদকস্যাবরকং মেঘম্ অঙ্গিরোভ্যঃ অঙ্গিরসামৃষীণামর্থায় অপ অবৃণোঃ অপবরণং কৃতবানসি। বৃষ্টেরাবরকং মেঘং বজ্রেণোদ্ঘাট্য বর্ষণং কৃতবানসীত্যর্থঃ। যদ্বা। গোত্রং গোসমূহং পণিভিরপহৃতং গুহাসু নিহিতম্ অঙ্গিরোভ্যঃ ঋষিভ্যঃ অপ অবৃণোঃ গুহাদ্বারোদ্ঘাটনেন প্রকাশয়ঃ। উত অপি চঃ অত্রয়ে মহর্ষয়ে। কীদৃশায়। শতদুরেষু শতদ্বারেষু যন্ত্রেষসুরৈঃ পীড়ার্থং প্রক্ষিপ্তায় গাতুবিৎ মার্গস্য লম্ভয়িতাভূঃ। তথা বিমদায় চিৎ বিমদনাম্নে মহর্ষয়েঽপি সসেন অন্নেন যুক্তং বসু ধনম্ অবহঃ প্রাপিতবান্। তথা আজৌ সংগ্রামে জয়ার্থং ববসানস্য নিবসতো বর্তমানস্যান্যস্যাপি স্তোতুঃ অদ্রিং বজ্রং নর্তয়ন্ রক্ষণং কৃতবান-সীতিশেষঃ। অতস্তব মহিমা কেন বর্ণয়িতুং শক্যতে ইতি ভাবঃ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি অঙ্গিরা ঋষিদের জন্য অব্যক্ত শব্দযুক্ত বৃষ্টিজলাবরক মেঘ বজ্রদ্বারা উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। যখন শতদ্বার যন্ত্রে অসুরগণ কর্তৃক ঋষি অত্রি পীড়ার্থ প্রক্ষিপ্ত হন, তখন আপনিই তাহাকে মুক্তিপথ দেখাইয়াছিলেন। আপনি ঋষি বিমদকে অন্নযুক্ত ধন দান করিয়াছিলেন এবং সংগ্রামে বর্তমান স্তোতার জন্য আপনি আপন বজ্র চালন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।৩

ত্বমপামপিধানাবৃণোরপাধারয়ঃ পর্বতে দানুমদ্বসু।
বৃত্রং যদিন্দ্র শবসাবধীরহিমাদিৎ সূর্যং দিব্যারোহয়ো দৃশে॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বম্ অপাম্ উদকানাম্ অপিধানা অপিধানানি আচ্ছাদকান্

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।২০) আছে, প্রহর! ভগবো জহি বীরয়স্ব। ইহার অর্থ, হে ভগবান ইন্দ্রদেব বৃত্রকে প্রহার কর ও আপন বীরত্ব দেখান।

মেঘান্ অপ অবৃণোঃ অপাবরীষ্টাঃ। তথা পর্বতে পর্ববতি পূরস্থিতব্যপ্রদেশযুক্তে স্বকীয়-নিবাসস্থানে দানুমৎ দানুমতো হিংসাযুক্তস্ত। যদ্বা। দনুঃ অসুরমাতা সৈব দানুঃ। তদ্বতঃ। তাদৃশস্ত বৃত্রাদেঃ বসু ধনম্ অধারয়ঃ। শক্রন্ জিত্বা ত্বদীয়ং ধনমপহৃত্য স্বগৃহে ন্যচিক্ষিপঃ ইত্যর্থঃ। যদ্বা। দানুমৎ ইতি বসুবিশেষণম্। শোভনদানযুক্তমিত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র ত্বং যৎ যদা শবসা বলেন বৃত্রং ত্রয়াণাং লোকানামাবরীতারম্। তথা চ শাখান্তরে সমাম্নাতং—'যদিমান্ লোকানবৃনোত্তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্ (তৈ সং ২।৪।১২।২) ইতি। অহিং আ সমস্তাৎ হন্তারম্। তথা চ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি—'সোহগ্নীষোমাবভি-সংবভূব সর্বাং বিদ্যাং সর্বং যশঃ সর্বমন্নাদ্যং সর্বাং শ্রিয়ং স যৎ সর্বমেতৎসমভবত্তস্মাদহিঃ' ইতি। এবংভূতমসুরম্ অবধীঃ বধং প্রাপয়ঃ। আদিৎ অনন্তরমেব দিবি দ্যুলোকে দৃশে দ্রষ্টুং সূর্যম্ আরোহয়ঃ। বৃত্রেণাবৃতং সূর্যং তস্মাদ বৃত্রাৎ অমুমুচঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি উদকের আচ্ছাদক মেঘ সমূহকে অপসারিত করিয়াছিলেন। আপনি বৃত্রাদি দানবদের ধনরত্ন অপহরণপূর্বক পর্বতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আপনি লোকত্রয়ের আবরক[৪৪] বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর বৃত্র দ্বারা আবৃত সূর্য্যকে মুক্ত করিয়া লোকের দর্শনার্থ আকাশে আরূঢ় করিয়াছিলেন।৪

ত্বং মায়াভিরপ মায়িনোঽধমঃ স্বধাভির্যে অধি শুপ্তাবজুহ্বত।
ত্বং পিপ্রোর্নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ প্র ঋজিশ্বানং দস্যুহত্যেষ্বাবিথ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং মায়াভিঃ জয়োপায়জ্ঞানৈঃ। মায়েতি জ্ঞাননাম 'শচী মায়া' (নি ৩।৯।৯) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। যদ্বা। মায়াভিঃ লোকপ্রসিদ্ধৈঃ কপটৈঃ। মায়িনঃ উক্তলক্ষণমায়োপেতান্ বৃত্রাদীনসুরান্ অপ অধমঃ অপাজীগমঃ। 'ধমতির্গতিকর্মা' (নিরু ৬।২) ইতি যাস্কঃ। যে অসুরাঃ স্বধাভিঃ হবির্লক্ষনৈবন্নৈঃ শুপ্তৌ অধি শোভমানে স্বকীয়ে মুখে এব অজুহ্বত অহৌষুঃ নাগ্নৌ তানসুরানিতি পূর্বেণ সংবন্ধ। তথা চ কৌষীতকিভিরাম্নায়তে—'অসুরা বা আত্মন্নজুহবুরুদ্বাতেহগ্নৌ তে পরাভবন্' ইতি। বাজসনেয়িভিরপ্যাম্নাতং—'দেবাশ্চ হ বা অসুরাশ্চাস্পর্ধন্ত ততো

৪৪। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২।৪।১২।২) আছে, যৎ ইমান লোকান্ অবৃনোৎ তদ্ বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্। ইহার অর্থ, এই লোকত্রয়ের আবরণ বা আচ্ছাদনই বৃত্রের বৃত্রত্ব।

হ্যসুরা অভিমানেন কস্মৈ চ ন জুহুম ইতি স্বেষেবাস্যেষু জুহ্বতশ্চেরুস্তে পবাবভূবুঃ' ইতি। তথা হে নৃমণঃ নৃষু যজমানেষু রক্ষিতব্যেষু অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত ত্বং পিপ্রোঃ পুরয়িতুরেতন্নাম্নোঽসুরস্য পুরঃ পুরাণি নিবাস স্থানানি প্র অরুজঃ প্রাভাঙ্‌ক্ষীঃ। এবং কৃত্বা তেনাসুরেণোপক্রতম্ ঋজিশ্বানম্ ঋজু গমনমেতৎসংজ্ঞকং স্তোতারং দস্যুহত্যেষু দস্যুনামুপক্ষপয়িতৃণাং হননেন যুক্তেষু সংগ্রামেষু। যদ্বা। দস্যুনাং হননে নিমিত্তভূতেষু প্র আবিথ প্রকর্ষেণ ররক্ষিথ ॥৫

মন্ত্রার্থ। যে বৃত্রাদি মায়াবী অসুরগণ হব্যরূপ শোভমান অন্ন নিজ নিজ মুখে[৪৫] স্থাপন করিয়াছিল, হে ইন্দ্র আপনি তাহাদিগকে স্বীয় মায়া[৪৬] দ্বারা পরাস্ত করিয়াছিলেন। আপনি রক্ষনীয় যজমানগণের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত। আপনি পুরয়িতু নামক অসুরের নিবাসস্থান প্রিপ্রুনগর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং সেই অসুর কর্তৃক উপক্রুত স্তোতা ঋজিশ্বানকে দস্যুহস্তে হত্যা হইতে সম্যক্‌রূপে রক্ষ করিয়াছিলেন।৫

ত্বং কুৎসং শুষ্ণহত্যেষ্বাবিথারন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরম্।
মহান্তং চিদর্বুদং নি ক্রমীঃ পদা সনাদেব দস্যুহত্যায় জজ্ঞিষে ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং কুৎসং কুৎসসংজ্ঞকমৃষিং শুষ্ণহত্যেষু। শুষ্ণ শোষয়িতা। এতন্নাম্নোঽসুরস্য হনন যুক্তেষু সংগ্রামেষু আবিথ ররক্ষিত। তথা অতিথিগ্বায় অতিথিভির্গন্তব্যায় দিবোদাসায় শম্বরম্ এতন্নামানমসুরম্ অরন্ধয়ঃ হিংসাং প্রাপয়ঃ। তথা মহান্তং চিৎ অতিপ্রবৃদ্ধমপি অর্বুদম্ এতৎসংজ্ঞকমসুরং পদা পাদেন নি ক্রমীঃ নিতরামাক্রমিতাভূঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ সনাদেব চিরকালাদেবারভ্য দস্যুহত্যায় উপক্ষপয়িতৃনাং হননায় জজ্ঞিষে। সর্বদা ত্বং দস্যুহননশীলো ভবসীত্যর্থঃ ॥৬

৪৫। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে আছে, দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা করিলেন এবং অসুরগণ অভিমানে অগ্নিদেবকে অবহেলা করিয়া স্ব স্ব আস্যে হব্যদান করিল। বাজসনেয়িসংহিতা বলেন,—দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় অসুরগণ বিদ্বেষবশতঃ বলিল, আমরা কাহাকেও হব্য দিব না। সেই কারণে তাহারা নিজ নিজ মুখে হব্য দান করিল।

৪৬। যাস্কমতে মায়া শব্দের অর্থ জ্ঞান। এস্থলে জয়ের উপায় রূপ জ্ঞান।

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি শুষ্ণ নামক অসুরের সহিত সংগ্রামে ঋষি কুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি অতিথি বৎসল রাজা দিবোদাসকে রক্ষা করিতে শম্বরাসুরকে হনন করিয়াছিলেন। অতিপ্রবৃদ্ধ অর্বুদ নামক অসুরকে বারবার পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতএব আপনি দস্যুগণের হননশীল রূপেই জন্মিয়াছেন।৬

ত্বে বিশ্বা তবিষী সধ্র্যগ্‌ঘিতা তব রাধঃ সোমপীথায় হর্ষতে।
তব বজ্রশ্চিকিতে বাহ্বোর্হিতো বৃশ্চা শত্রোরব বিশ্বানি বৃষ্ণ্যা ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বে ত্বয়ি বিশ্বা তবিষী সর্বং বলং সধ্র্যক সধ্রীচীনং অপরাঙ্‌মুখং যথা ভবতি তথা হিতা নিহিতম্। তথা তব রাধঃ মনঃ সোমপীথায় হর্ষতে হৃষ্যতি। কিংচ তব বাহ্বোঃ হস্তয়োঃ হিতঃ অবস্থিতঃ বজ্রঃ চিকিতে অস্মাভির্জ্ঞায়তে। অতঃ শত্রোঃ শাতয়িতুর্বৈরিণঃ বিশ্বানি সর্বানি বৃষ্ণ্যা বৃষ্ণ্যানি বীর্যানি অব বৃশ্চ ছেদনং কুরু ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, নিঃসন্দেহে আপনাতে বিশ্ববল নিহিত আছে এবং আপনার মন সোমপানে হৃষ্ট হয়। আমরা জানি আপনার হস্তদ্বয়ে বজ্র অবস্থিত। অতএব বৈরীগণের সর্ববীর্য্য আপনি ছিন্ন করুন।৭

বি জানীহ্যার্যান্যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্।
শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন্ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং আর্য্যান্ বিদুষঃ অনুষ্ঠাতৄন্ বি জানীহি বিশেষেণ বুধ্যস্ব। যে চ দস্যবঃ তেষামনুষ্ঠাতৄণামুপক্ষপয়িতারঃ শত্রবঃ তানপি বি জানীহীতি শেষঃ। জ্ঞাত্বা চ বর্হিষ্মতে বর্হিষা যজ্ঞেন যুক্তায় যজমানায় অব্রতান্। ব্রতমিতি কর্মনাম। কর্মবিরোধিনস্তান্ দস্যুন্ রন্ধয় হিংসাং প্রাপয়। যদ্বা যজমানস্য বশং গময়। 'রধ্যতির্বশগমনে' (নিরু ৬।৩২) ইতি যাস্কঃ। কিং কর্বন্। শাসৎ দুষ্টানামনুশাসনং নিগ্রহং কুর্বন্। অতঃ শাকী শক্তিযুক্তস্ত্বং যজমানস্য চোদিতা প্রেরকো ভব। যজ্ঞবিঘাতকানসুরাংস্তিরস্কৃত্য যজ্ঞান্ যজমানৈঃ সম্যগনুষ্ঠাপয় ইতি ভাবঃ। অহমপি স্তোতা তে তব তা তানি পূর্বোক্তানি কর্মাণি বিশ্বেৎ সর্বাণ্যেব সধমাদেষু যজ্ঞেষু সহ মদনযুক্তেষু যজ্ঞেষু স্তোতুং চাকন কাময়ে ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, কাহারা যজ্ঞানুষ্ঠাতা আর্য্য এবং কাহারাই বা যজ্ঞ-বিরোধী দস্যু তাহা বিশেষভাবে অবগত হউন। দুষ্টজনকে নিগ্রহ পূর্বক যজ্ঞ-বিরোধী শত্রুগণকে যজ্ঞ-যুক্ত যজমানের বশীভূত করুন। আপনি শক্তিশালী অতএব যজ্ঞবিঘাতক অসুরগণকে দূরীভূত করিয়া যজ্ঞ সম্পাদক যজমানের সহায় হউন। আমি, স্তোতা আপনার হর্ষজনক যজ্ঞে আপনার মহিমা কীর্তন করিতে ইচ্ছা করি।৮

অনুব্রতায় রন্ধয়ন্নপব্রতানাভূভিরিন্দ্র শ্নথয়ন্ননাভুবঃ।
বৃদ্ধস্য চিদ্বর্ধতো দ্যামিনক্ষতঃ স্তবানো বম্রো বি জঘান সংদিহঃ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ ইন্দ্রঃ অনুব্রতায় অনুকূলকর্মণে যজমানায় অপব্রতান্ অপগতকর্মণঃ অযজমানান্ রন্ধয়ন্ হিংসয়ন্ বশীকুর্বন্ বা তথা আভুভিঃ। আভিমুখ্যেন ভবন্তীতি আভুবঃ স্তোতারঃ। তৈঃ অনাভুবঃ তদ্বিপরীতান্ শ্নথয়ন্ হিংসয়ন্ বর্ততে। বৃদ্ধস্য চিৎ বর্ধতঃ পূর্বং বৃদ্ধস্যাপি পুনর্বর্ধমানস্য দ্যামিনক্ষতঃ স্বর্গং ব্যাপ্নুবতঃ তস্যেন্দ্রস্য স্তবানঃ স্তুতিং কুর্বাণঃ। বম্রঃ স্তুত্যাদ্গিরণশীল এতৎসংজ্ঞক ঋষিঃ সংদিহঃ সম্যগুপচিতা বল্মীকবপাঃ বি জঘান। ইন্দ্রেণ পরিহৃতান্তরায়ঃ সন্ পৃথিব্যাঃ সারভূতং বল্মীকবপালক্ষণং যজ্ঞসংভারমাহার্যীদিত্যর্থঃ। তথা চ শাখান্তরে সমাম্নাতং—'যদ্বল্মীকবপাসংভারো ভবতি ঊর্জমেব রসং পৃথিব্যা অবরুন্ধে' (তৈ ব্রা ১।১।৩৪) ইতি॥৯

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রদেব যজ্ঞবিমুখগণকে যজ্ঞপ্রিয় যজমানগণের বশীভূত করিয়া ও অভিমুখ স্তোত্রবৃন্দদ্বারা স্তুতি পরাঙ্মুখদিগকে বিনাশ করিয়া স্বমহিমায় বিরাজ করেন। বর্ধনশীল ও স্বর্গব্যাপী ইন্দ্রের স্তুতি করিতে করিতে ঋষি বম্র সংগৃহীত যজ্ঞসম্ভার লইয়া গিয়াছিলেন।৯

তক্ষদ্যত্ত উশনা সহসা সহো বি রোদশী মজ্‌মনা বাধতে শবঃ।
আ ত্বা বাতস্য নৃমণো মনোযুজ আ পূর্যমাণমবহন্নভি শ্রবঃ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র যৎ যদা উশনা কাব্যঃ সহসা আত্মীয়েন বলেন তে সহঃ ত্বদীয়ং বলং তক্ষৎ তনূকৃতবান্। সম্যক্ তীক্ষ্ণমকার্যীদিত্যর্থঃ। তদা শবঃ ত্বদীয়ং বলং মজ্‌মনা সর্বস্য শোধকেন স্বতৈক্ষ্ণ্যেণ রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বি বাধতে। তে বিভীতঃ ইত্যর্থঃ। তথা চান্যত্রাম্নাতং—'যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাম্' (ঋ সং ২।১২।১) ইতি।

যদ্বা। রোদসী যস্মাদ্‌বৃত্রাদেঃ বিভীতঃ তং বাধতে ইত্যর্থঃ। হে নৃমণঃ নৃষু রক্ষিতব্যেষু যজমানেষনুগ্রহবুদ্ধিযুক্তেন্দ্র . আ পূর্যমাণং পূর্বোক্তেন বলেন আ সমন্তাৎ পূর্যমাণং ত্বা ত্বাং মনোযুজঃ মনোব্যাপারমাত্রেণ যুক্তাঃ বাতস্য বায়োঃ সংবন্ধিনঃ। তদ্বদ্বেগেন গচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ। এবংভূতা অশ্বাঃ শ্রবঃ অভি হবির্লক্ষণমন্নমভিলক্ষ্য আ অবহন্ আভিমুখ্যেন প্রাপয়ন্তু ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, যখন উশনা[৪৭] স্বীয় বলদ্বারা আপনার বলকে তীক্ষ্ণতর করিয়াছিল, তখন আপনার বল বিশুদ্ধ তীক্ষ্ণতা দ্বারা দ্যুলোক ও পৃথিবীকে বিভীত করিয়াছিল। আপনি রক্ষনীয় যজমানের প্রতি অনুগ্রহ বুদ্ধিযুক্ত। এইরূপ বলপূর্ণ হইলে আপনার সঙ্কল্পমাত্রে সংযোজিত ও বায়ুবৎ বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ আপনাকে আমাদেব যজ্ঞান্নের অভিমুখে লইয়া আসুক।১০

মন্দিষ্ট যদুশনে কাব্যে সচাঁ ইন্দ্রো বঙ্কূ বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি।
উগ্রো যয়িং নিরপঃ স্রোতসাসৃজদ্বি শুষ্ণস্য দৃংহিতা ঐরয়ৎপুরঃ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। যৎ যদা ইন্দ্রঃ উশনে কাময়মানে কাব্যে সচা সহ মন্দিষ্ট স্তুতোহভূৎ তদানীং বঙ্কূ বঙ্কুতরা অতিশয়েন কুটিলং গচ্ছন্তাবশ্বৌ অধি তিষ্ঠতি। রথে সংযোজ্য তমারোহতীত্যর্থঃ। যদ্বা বঙ্কুতরা অতিশয়েন বক্রং গচ্ছতি রথে বঙ্কূ বক্রগমনশীলাবশ্বৌ সংযোজোতি যোজনীয়ম্। উগ্রঃ উদ্গূর্ণস্তাদৃশঃ ইন্দ্রঃ যয়িং গমনযুক্তাৎ মেঘাৎ স্রোতসা প্রবাহরূপেণ অপ নিঃ অসৃজৎ জলানি নিরগময়ৎ। তথা শুষ্ণস্য সর্বস্য শোষয়িতুরসুরস্য দৃংহিতাঃ প্রবৃদ্ধাঃ পুবঃ নগরাণি নিবাসস্থানানি বি ঐরয়ৎ বিবিধং প্রেরিতবান্ ॥১১

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র যখন কমনীয় উশনার সহিত স্তুত হন, তখন তিনি বক্রগতি অশ্বদ্বয়ে অধিষ্ঠান করেন। উগ্র ইন্দ্র গমনশীল মেঘসমূহ হইতে স্রোতরূপে জল নির্গত ও শুষ্ণাসুরের বিস্তীর্ণ নগরসমূহ বিধ্বস্ত করিয়াছেন।১১

৪৭। উশনা বা শুক্রাচার্য্য অসুরগণের দূত বা গুরু। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, অগ্নি দেবগণের দূত ও উশনা অসুরগণের দূত ছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদে উশনা ইন্দ্রের হিতকারী ও ইন্দ্রকে বজ্রদান করেন।

আ স্মা রথং বৃষপাণেষু তিষ্ঠসি শার্যতাস্য প্রভৃতা যেষু মন্দসে।
ইন্দ্র যথা সুতসোমেষু চাকনোঽনর্বাণং শ্লোকমা রোহসে দিবি ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র কৌষীতকিন ইতিহাসমাচক্ষতে—'শার্য্যতনাম্নো রাজর্ষের্যজ্ঞে ভৃগুগোত্রোৎপন্নশ্চ্যবনো মহর্ষিরাশ্বিনং গ্রহমগৃহ্লাৎ। ইন্দ্রস্তং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধোঽভূৎ। তমিন্দ্রমনুনীয় পুনঃ সোমং তস্মৈ প্রাদাদিতি। অয়মর্থোঽস্যাং প্রতিপাদ্যতে। হে ইন্দ্র ত্বং বৃষপাণেষু। বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য সোমস্য পানানি বৃষপাণানি। তেষু নিমিত্তভূতেষু রথম্ আ তিষ্ঠসি স্ম স্বয়মেব রথমারুহ্য গচ্ছসি। ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ প্রবর্তয়িতেতি ভাবঃ। এবং চ সতি যেষু সোমেষু ত্বং মন্দসে হর্ষং প্রাপ্নোষি তাদৃশাঃ সোমাঃ শার্যাতস্য এতন্নাম্না রাজর্ষিঃ সংবন্ধিনঃ প্রভৃতাঃ প্রকর্ষেণ সংপাদিতাঃ। অভিষবাদি সংস্কারৈঃ সংস্কৃতা ইত্যর্থঃ। অতঃ সুতসোমেষু অভিষুতসোমযুক্তেষন্যদীয়েষু যজ্ঞেষু যথা চাকনঃ যথা কাময়সে এবমস্যাপি শার্যাতস্য সোমান্ কাময়স্ব। তথা সতি দিবি দ্যুলোকে অনর্বাণং গমনরহিতং স্থিরং শ্লোকং স্তোত্রলক্ষণং বচো যশো বা আ রোহসে প্রাপ্নোষি। যদ্বা। ইমং যজমানং দিবি দ্যুলোকে উক্তলক্ষণং যশঃ প্রাপয়সি ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি সেচনসমর্থ সোমরস পানের জন্য স্বয়ং রথে আরূঢ় হইয়া গমন করেন। আপনি ব্যতীত অন্য কেহ যজ্ঞ প্রবর্তক নহেন। যে সোমপানে আপনি হৃষ্ট হন, রাজর্ষি শর্যাতি[৪৮] সেই সোমরস অভিষবাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত করিয়াছেন। আপনি অন্য যজ্ঞে যেরূপ অভিষুত সোমরস কামনা করেন, তদ্রূপ শর্যাতির সোমরস কামনা করুন। তাহা হইলে তিনি স্বর্গলোকে স্থির যশ প্রাপ্ত হইবেন।১২

অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যবে কক্ষীবতে বৃচয়ামিন্দ্র সুন্বতে।
মেনাভবো বৃষণশ্বস্য সুক্রতো বিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা ॥১৩

৪৮। কৌষীতকি ইতিহাস অনুসারে ভৃগু-গোত্রোৎপন্ন চ্যবন ঋষি রাজর্ষির শর্যাতি কন্যার পানিগ্রহণ করেন। সেই উপলক্ষে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রদেব ও অশ্বিদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। ঋষি চ্যবন অশ্বিদ্বয়ের গ্রহনীয় হব্য স্বয়ং গ্রহণ করেন। ইহাতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। তখন ইন্দ্রকে অনুনয় বিনয় করিয়া পুনরায় সোমদান করা হয়।

সায়ণ-ভাষ্য। অত্রেয়মাখ্যায়িকা। অঙ্গরাজঃ কস্মিংশ্চিদ্দিবসে স্বকীয়াভির্যোষিদ্ভিঃ সহ গঙ্গায়াং জলক্রীড়াং চক্রে। তস্মিন্ সময়ে দীর্ঘতমা নাম ঋষিঃ স্বভার্যয়া পুত্র ভৃত্যাদিভিশ্চ দুর্বলত্বাৎ কিমপি কর্তুং ন শক্নোতীতি দ্বেষেণ গঙ্গামধ্যে প্রচিক্ষিপে। স চ ঋষিঃ কেনচিৎ প্লবেন অঙ্গরাজস্য ক্রীড়াদেশং প্রতি সমাজগাম। স চ রাজা সর্বজ্ঞং তমৃষিমবগত্য প্লবাদবতার্য়্যৈবমবোচৎ। হে ভগবন্ মম পুত্রো নাস্তি এষা মহিষী অস্যাং কংচিৎ পুত্রমুৎপাদয়েতি। স চ তথেত্যব্রবীৎ। সা মহিষী তু রাজানং প্রতি তথেত্যুক্তা অয়ং বৃদ্ধতরো জুগুপ্সিতো মম যোগ্যো ন ভবতীতি বুদ্ধ্যা স্বকীয়াম্ উশিক্ সংজ্ঞাং দাসীং প্রাহৈষীৎ। তেন চ সর্বজ্ঞেন ঋষিণা মন্ত্রপূতেন বারিণাভ্যুক্ষিতা সতী সৈব ঋষিপত্নী বভূব। তস্যামুৎপন্নঃ কক্ষীবান্নাম ঋষিঃ। স এব রাজ্ঞঃ পুত্রোঽভূৎ। স চ বহুবিধেন রাজসূয়াদিনেজে। তস্মৈ রাজ্ঞে তৎকৃতৈর্যজ্ঞৈঃ পরিতুষ্ট ইন্দ্রো বৃচয়াখ্যাং তরুনীং যোষিতং প্রাদাৎ। অয়মর্থঃ পূর্বার্ধে প্রতিপাদ্যতে। হে ইন্দ্র ত্বং মহতে প্রবৃদ্ধায় বচস্যবে ত্বদীয়স্তোত্রলক্ষণং বচ আত্মন ইচ্ছতে সুন্বতে তদ্দেবতাকেষু যজ্ঞেষু সোমাভিষবং কুর্বতে কক্ষীবতে এতন্নাম্নে রাজ্ঞে বৃচয়াং বৃচয়াখ্যাম্ অর্ভাম্ অল্পাম্। যুবতিমিত্যর্থঃ। এবংভূতাং স্ত্রিয়ম্ অদদাঃ। তথা সুক্রতো শোভনকর্মন্ শোভন প্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র ত্বং বৃষণশ্বস্য এতদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ মেনাভবঃ মেনা নাম কন্যকাভূঃ। তথা চ শাট্যায়নিভিঃ সুব্রহ্মণ্যামন্ত্রৈকদেশ ব্যাখানরূপ ব্রাহ্মণমেবমাম্নায়তে—'বৃষণশ্বস্য মেন ইতি বৃষণশ্বস্য মেনা ভূত্বা মঘবা কুল উবাস' ইতি। তাং চ প্রাপ্তযৌবনাং স্বয়মেবেন্দ্রশ্চকমে। তথা চ তাণ্ডিভিরাম্নাতং—'বৃষণশ্বস্য মেনা নাম দুহিতাস। তামিন্দ্রশ্চকমে' ইতি। অত উক্তরূপানি যানি কর্মাণি ত্বয়া কৃতানি তে তা ত্বদীয়ানি তানি বিশ্বেৎ সর্বাণ্যেব সবনেষু যজ্ঞেষু প্রবাচ্যা প্রকর্ষেণ বক্তব্যানি। স্তুতিভিঃ স্তোতব্যানীত্যর্থঃ ॥১৩

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি অভিষবকারী ও স্তবাকাংক্ষী বৃদ্ধ রাজা কক্ষীবান্‌কে[৪৯] বৃচয়া নাম্নী তরুণী ভার্য্যা প্রদান করিয়াছিলেন। হে শোভন প্রজ্ঞ ইন্দ্রদেব, আপনি

৪৯। অঙ্গরাজ কোন দিবসে নিজস্ত্রীগণসহ গঙ্গানদীতে জলক্রীড়ায় রত ছিলেন। সেই সময় দীর্ঘতমা ঋষি স্বীয় ভার্য্যা-পুত্র ভৃত্যাদি কর্তৃক 'দুর্বলতাহেতু কিছুই করিতে সমর্থ নন' এই দ্বেষে গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হন। ঋষি কোন প্লব দ্বারা অঙ্গরাজের ক্রীড়া স্থলে ভাসিয়া যান। অঙ্গরাজ ঋষিকে সর্বজ্ঞ জানিয়া প্লব হইতে তাঁহাকে নামাইয়া

রাজা বৃষণশ্চের মেনা[৫০] নাম্নী কন্যা হইয়াছিলেন। আপনার এই সকল কর্ম অভিষবনকালে বিশেষভাবে বর্ণনা করা উচিত।১৩

ইন্দ্রো অশ্রায়ি সুধ্যো নিরেকে পজ্রেষু স্তোমো দুর্যো ন যূপঃ।
অশ্বযুর্গব্যুরথযুর্ব সূযুরিন্দ্র ইন্দ্রায়ঃ ক্ষয়তি প্রযন্তা ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রঃ দেবঃ সুধ্যঃ শোভনকর্মণো যজমানান্ শোভন প্রজ্ঞান্ বা নিরেকে নৈর্ধন্যে নিমিত্তভূতে সতি তান্ রক্ষিতুম্ অশ্রায়ি অসেবিষ্ট। পজ্রেযু। পজ্রা ইত্যঙ্গিরসামাখ্যা। তথা চ শাট্যায়নিভিরাম্নাতং—পজ্রা বা অঙ্গিরসঃ পশুকামাস্ত-পোহতপ্যন্ত' ইতি। যেষুযজমানেষ্বঙ্গিরঃসু স্তোমঃ স্তোত্রং নিশ্চলং তিষ্ঠতি দুর্যো ন যূপঃ দ্বারি নিখাতা স্থূনেব। তান্ সুধ্যঃ ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ। তস্মাদিদানীমপি রায়ঃ প্রযন্তা ধনস্য প্রদাতা ইন্দ্র ইৎ ইন্দ্র এব যজমানানাং দাতুম্ অশ্বয়ুঃ অশ্বানিচ্ছন্। তথা গব্যুঃ গা ইচ্ছন্ রথযুঃ রথানিচ্ছন্ বসুয়ুঃ এবমন্যদপি যদ্ধনমস্তি তদপীচ্ছন্ ক্ষয়তি বর্ততে ॥১৪

মন্ত্রার্থ। শোভনকর্মা যজমানগণকে নৈর্ধন্যে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রদেব সেবিত হইয়াছেন। আঙ্গিরস ঋষিগণের স্তোত্র দ্বারস্থিত যূপের[৫১] ন্যায় অচল। ধনদাতা ইন্দ্রদেব যজমানদিগের জন্য অশ্ব, গাভী, রথ, ধন প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়া অবস্থিতি করেন।১৪

বলিলেন, 'হে ভগবন্! আমার পুত্রসন্তানাদি নাই। আমার এই মহিষীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করুন। ঋষি রাজার প্রস্তাবে সম্মত হন; কিন্তু তাহার মহিষী রাজাকে এই বিষয়ে সম্মতি দিলেও 'বৃদ্ধ ঋষি আমার যোগ্য নহে' ভাবিয়া স্বীয় দাসী উশিককে ঋষির নিকট প্রেরণ করেন। সর্বজ্ঞ ঋষি কর্তৃক মন্ত্রপূত বারি দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইয়া দাসী উশিক ঋষির পত্নী হন এবং তাহার গর্ভে কক্ষিবান্ ঋষি উৎপন্ন হন। তিনি রাজার পুত্ররূপে বহুবিধ রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তৎকৃত যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচয়া নাম্নী তরুণী প্রদান করেন।

৫০। ইন্দ্র বৃষণশ্চ রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন। পরে মেনাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার সহিত সহবাস আকাংক্ষা করেন। পৌরাণিক মেনা হিমালয়ের পত্নী।

৫১। স্থূণ।

ইদং নমো বৃষভায় স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসেঽবাচি।
অস্মিন্নিন্দ্র বৃজনে সর্ববীরাঃ স্মৎসূরিভিস্তব শর্মন্ত্স্যাম ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। ইদং পুরোবর্তি নমঃ স্তুতিলক্ষণং বচো হে ইন্দ্র তুভ্যম্ অবাচি অস্মাভি প্রাযোজি। কীদৃশায়। বৃষভায় বর্ষণশীলায় স্বরাজে স্বকীয়েন তেজসা রাজমানায় সত্যশুষ্মায়। শুষ্মমিতি বলনাম শত্রুণাং শোষকত্বাৎ। অবিতথবলযুক্তায়। তবসে অত্যন্তং প্রবৃদ্ধায়। যস্মাদেবং তস্মাৎ অস্মিন্ বৃজনে বর্জনবতি সংগ্রামে সর্ববীরাঃ। বিশেষেণ ঈরয়ন্ত্যমিত্রানিতি বীরা ভটাঃ। তাদৃশৈঃ সর্বৈর্ভটৈরূপেতা বয়ম্। স্মৎ ইতি নিপাতঃ সুশব্দার্থঃ। তব স্মৎ শর্মন ত্বয়া দত্তে শোভনে গৃহে সূরিভিঃ বিদ্বদ্ভিঃ পুত্রাদিভিঃ সহ স্যাম ভবেম নিবসেমেত্যর্থঃ। যদ্বা। তৎসংবন্ধিনি শোভনে যজ্ঞগৃহে সূরিভিঃ বিদ্বদ্ভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ স্যাম। শর্মেতি গৃহনাম, 'শর্ম বর্ম' (নি ৩।৪।২৩) ইতি পঠিতত্বাৎ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি সর্বাভীষ্ট বর্ষণশীল (বৃষ্টিদাতা) ও স্বরাট[৫২] এবং শত্রুশোষক। আপনি অবিতথ বলযুক্ত ও অত্যন্ত মহৎ। আমরা আপনাকে এই স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিতেছি যেন আমরা এই সংগ্রামে সর্ববীর সমন্বিত হইয়া আপনার প্রদত্ত শোভনীয় গৃহে বিদ্বান্ পুত্রাদি সহ বাস করি।১৫

দ্বিপঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি সব্য ও দেবতা ইন্দ্র।

ত্যং সু মেষং মহয়া স্বর্বিদং শতং যস্য সুভ্বঃ সাকমীরতে।
অত্যং ন বাজং হবনস্যদং রথমেন্দ্রং ববৃত্যামবসে সুবৃক্তিভিঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ত্যং তং প্রসিদ্ধং মেষং শত্রুভিঃ সহ স্পর্ধমানং স্বর্বিদম্। স্বরাদিত্যো দৌর্বা। তস্য বেদিতারং লব্ধারং বা। যদ্বা স্বঃ সুষ্ঠুরনীয়ং ধনং তস্য লম্ভয়িতারম্।

৫২। স্বতেজে বিরাজমান।

এবংগুণবিশিষ্টমিন্দ্রং হে অধ্বর্য্যা স্থ মহয় সম্যক পূজয়। যস্য ইন্দ্রস্য শতং শতসংখ্যাকাঃ সুভ্বঃ স্তোতারঃ সাকং সহৈব যুগপদেব ঈরতে স্তুতৌ প্রবর্ত্তন্তে। যদ্বা। যস্যেন্দ্রস্য রথং শতং সুভ্বঃ শত সংখ্যাকা অশ্বাঃ সাকং সহ ঈরতে গময়ন্তি। তম্ ইন্দ্রম্ অবসে অস্মদ্রক্ষণায় সুবৃক্তিভিঃ সুষ্ঠাবর্জকৈঃ স্তোত্রৈঃ রথম্ আ ববৃত্যাং রথং প্রত্যাবর্ত্তয়ামি। কীদৃশং রথম্। হবনস্যদং হবনমাহ্বানং যাগং বা প্রতি বেগেন গচ্ছন্তম্। বেগগমনে দৃষ্টান্তঃ। অত্যং ন বাজং গমনসাধনমশ্বমিব ॥১

মন্ত্রার্থ। হে অধ্বর্য্যুবৃন্দ, শত স্তোতা যাঁর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হয় ও যিনি আমাদিগকে স্বর্গলাভ করাইয়া দেন এবং শত্রুগণের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করেন, ইন্দ্রকে সেই মেষ সম্যক্‌রূপে পূজা কর। তাঁহার রথ ধাবমান অশ্ববৎ অতি বেগে যজ্ঞ অভিমুখ গমন করে। আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে সেই রথে আরোহণ করিবার জন্য আমি বহু স্তোত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি।১

স পর্বতো ন ধরুণেষ্বচ্যুতঃ সহস্রমূতিস্তবিষীষু বাবৃধে।
ইন্দ্রো যদ্বৃত্রমবধীন্নদীবৃতমুব্জন্নর্ণাংসি জর্হৃষাণো অন্ধসা ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অন্ধসা সোমলক্ষণেনান্নেন জর্হৃষাণঃ। অত্যর্থং হৃষ্যন ইন্দ্রো যৎ যদা বৃত্রং ত্রয়াণাং লোকানামাবরীতারমসুরম্ অবধীৎ হতবান্। কীদৃশং বৃত্র। নদীবৃতম্। নদনাৎ নদ্য আপঃ। তাসাভাববীতারম্। কিং কুর্বন্নিন্দ্রঃ। অর্ণাংসি জলানি উব্জন্ অধঃপাতয়ন্। তদানীং সঃ ইন্দ্রঃ পর্বতো ন পর্ববান্ শিলোচ্চয় ইব ধরুণেষু সর্বস্য ধারকেষূদকেষূ মধ্যে অচ্যুতঃ চলনরাহিত্যেন স্থিতঃ সহস্রমূতিঃ বহুবিধ রক্ষণবান্ তবিষীষু বলেষু বাবৃধে প্রবৃদ্ধো বভূব।২

মন্ত্রার্থ। সোমরূপ অন্নপ্রিয় ইন্দ্রদেব যখন লোকত্রয়ের আবরক ও নদীরোধক বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়া জলবর্ষণ করিলেন, তখন তিনি ধারাবাহী জলস্রোতের মধ্যে অচ্যুত[৫৩] পর্বৎবৎ[৫৪] অবস্থিত হইয়া সহস্ররূপে মনুষ্যরক্ষণপূর্বক প্রভূত বলপ্রাপ্ত হইলেন।২

স হি দ্বরো দ্বরিষু বব্র উধনি চন্দ্রবুধ্নো মদবৃদ্ধো মনীষিভিঃ।
ইন্দ্রং তমহ্বে স্বপস্যয়া ধিয়া মংহিষ্ঠরাতিং স হি পপ্রিরন্ধসঃ ॥৩

৫৩। অচল, চলনরহিত। ৫৪। পর্ববান শিলোচ্চয়বং।

সায়ণ-ভাষ্য। স পূর্বোক্ত গুণ বিশিষ্টঃ ইন্দ্রঃ দ্বরিষু আবরীতৃষু শত্রুষু দ্বরঃ হিঃ অতিশয়েনাবরীতা খলু। শত্রুজয়শীল ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ উধনি উদ্‌ধৃতজলবতি অন্তরিক্ষে বব্রঃ সংভক্তো ব্যাপ্য বর্ততে। অত এব চন্দ্রবুধ্নঃ সর্বাসাং প্রজানামাহ্লাদকমূলঃ অন্তরিক্ষস্য সর্বাহ্লাদকত্বাৎ। মদবৃদ্ধঃ। মাদ্যন্তি এভিরিতি মদাঃ সোমাঃ তৈর্বর্ধিতঃ। এবংভূতো য ইন্দ্রঃ মংহিষ্ঠরাতিং প্রবৃদ্ধধনং প্রবৃদ্ধদানং বা তম্ ইন্দ্রং মনীষিভিঃ মনস ঈষিতৃভিঃ প্রাজ্ঞৈর্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ স্বপস্যয়া ধিয়া শোভনকর্মযোগ্যয়া বুদ্ধ্যা অহ্বে আহ্বয়ামি। হি যস্মাৎ সঃ ইন্দ্রঃ অন্ধসঃ অন্নস্য অস্মদপেক্ষিতস্য পপ্রি পূরয়িতা ॥৩

মন্ত্রার্থ। সেই ইন্দ্রদেব আবরণকারী শত্রুদের জয় করেন ও জলবৎ অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত আছেন। তিনি সর্বজনের আনন্দের উৎস এবং সোমপানে বর্ধিত। মনীষি ঋত্বিক্‌গণ সহ আমি সেই প্রবৃদ্ধ দানশীল ইন্দ্রদেবকে শুভকর্মে যোগ্য বুদ্ধি দ্বারা আহ্বান করিতেছি কারণ তিনি আমাদের অপেক্ষিত অন্ন পুরণ করেন।৩

আ যং পৃণান্তি দিবি সদ্মবর্হিষঃ সমুদ্রংস্মুন ভ্‌ব়ঃ স্বা অভিষ্টয়ঃ।
তং বৃত্রহত্যে অনু তস্থুরূতয়ঃ শুষ্মা ইন্দ্রমবাতা অহ্রুতপ্সবঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। সদ্ম সদনং স্থানং বর্হিঃশব্দোপলক্ষিতো যজ্ঞো যেষাং সোমানাং তে সোমাঃ দিবি স্বর্গলোকেৎবস্থিতং যম্ ইন্দ্রম্ আ পৃণন্তি আ সমন্তাৎ পূরয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সুষ্ঠু ভবন্তীতি সুভ্‌বঃ নদ্যঃ সমুদ্রং ন। যথা নদ্যঃ সমুদ্রং পূরয়ন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। কীদৃশ্যো নদ্যঃ। স্বাঃ সমুদ্রস্য স্বভূতাঃ। তথা চাম্নায়তে—'সমুদ্রায় বয়ুনায় সিন্ধুনাং পতয়ে নমঃ (তৈ সং ৪।৩।১।৩) ইতি। অভিষ্টয়ঃ আভিমুখ্যেন গমনবত্যঃ উতয়ঃ অবিতারো মরুতঃ বৃত্রহত্যে বৃত্রহননে নিমিত্ত ভূতে সতি তম্ ইন্দ্রম্ অনু তস্থু অনুলক্ষ্য স্থিতা বভুবুঃ। কীদৃশা মরুতঃ। শুষ্মাঃ শত্রুণাং শোষয়িতারঃ অবাতাঃ। বান্তি প্রতিকুল্যেন গচ্ছন্তীতি বাতাঃ শত্রবঃ তদ্রহিতাঃ। অহ্রুৎপ্সবঃ অকুটিলরূপাঃ শোভনাবয়বা ইত্যর্থঃ।৪

মন্ত্রার্থ। সমুদ্রের আত্মীয়ভূত ও অভিমুখে ধাবিত নদীসমূহ যেমন সমুদ্রকে পূরণ করে সেইরূপ যজ্ঞীয় সোম স্বর্গলোকে ইন্দ্রকে পূরণ করে। শত্রুশোষক ও অপ্রতিহতগতি ও শোভনরূপ মরুৎগণ বৃত্রবধকালে ইন্দ্রের সহায়করূপে উপস্থিত ছিলেন।৪

অভি স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যতো রঘ্বীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ।
ইন্দ্রো যদ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্বলস্য পরিধীঁরিব ত্রিতঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। উতয়ঃ মরুতঃ মদে সোমপানেন হর্ষে সতি অস্য ইন্দ্রস্য যুধ্যতঃ বৃত্রেণ সহ যুধ্যমানস্য পুরতঃ স্ববৃষ্টিং স্বভূতবৃষ্টিমন্তং বৃত্রম অভি আভিমুখ্যেন সস্রুঃ জগ্মুঃ। রঘ্বীরিব প্রবণে। যথা গমনস্বভাবা আপো নিম্নদেশে গচ্ছন্তি। যৎ যদা অন্ধসা সোমলক্ষণেনান্নেন পীতেন ধৃষমাণঃ প্রগল্ভঃ সন্ বজ্রী বজ্রবান্ ইন্দ্রঃ বলস্য সংবৃণ্বতঃ এতৎসংজ্ঞকমসুরং ভিনৎ ব্যদারয়ৎ অবধীদিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ত্রিতঃ পরিধীনিব। দেবানাং হবির্লেপনিঘর্ষণায় অগ্নেঃ সকাশাৎ অপ্সু একতো দ্বিতস্ত্রিত ইতি ত্রয়ঃ পুরুষা জজ্ঞিরে। তথা চ তৈত্তিরীয়ৈঃ সমাম্নাতং—'সোঽঙ্গারেণাপঃ। অভ্যপাতয়ৎ। তত একতোঽজায়ত। স দ্বিতীয়মভ্যপায়তৎ। ততো দ্বিতোঽজায়ত। স তৃতীয়মভ্যপাতয়ৎ। ততস্ত্রিতোঽজায়ত (তৈ ব্রা ৩।২।৮।১০-১১) ইতি। তত্রোদক-পানার্থং প্রবৃত্তস্য কূপে পতিতস্য প্রতিরোধায় অসুরৈঃ পরিধয়ঃ পরিধায়কাঃ কূপস্যাচ্ছাদকাঃ স্থাপিতাঃ। তান্যথা স অভিনৎ তদ্বৎ ॥৫

মন্ত্রার্থ। সোমপানে হৃষ্ট হইয়া মরুৎগণ নিম্নদেশে বহমান স্রোতবৎ বৃত্রের সহিত যুদ্ধরত বজ্রী[৫৫] ইন্দ্রের সহায়করূপে বৃষ্টিযুক্ত বৃত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। যেমন ত্রিত[৫৬] পরিধি সমূহ ভেদ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইন্দ্র যজ্ঞান্ন দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া বলকে ভেদ করেন।

পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপো বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ।
বৃত্রস্য যৎ প্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজঘন্থ হন্বোরিন্দ্র তন্যতুম্ ॥৬

৫৫। বজ্রবান, বজ্রধারী।

৫৬। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ হইতে ত্রিত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আখ্যান দিয়াছেন। দেবগণের হবির্লেপ (হব্যচিহ্ন) নিঘর্ষনার্থ অগ্নি অঙ্গার দ্বারা জল হইতে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন পুরুষ পরপর সৃষ্টি করেন। ত্রিত উদক পানে প্রবৃত্ত হইয়া কূপে পড়িলেন। অসুরগণ তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য পরিধি সমূহ বা কূপের আচ্ছাদন সৃষ্টি করিল। ত্রিত অনায়াসে তাহা ভেদ করিলেন। যেমন ইন্দ্র

সায়ণ-ভাষ্য। যো বৃত্রঃ অপো বৃত্বী উদকান্যাবৃত্য রজসঃ বুধ্নম্ অন্তরিক্ষস্যোপরিপ্রদেশম আশয়ৎ আশ্রিত্যাশেত তস্য বৃত্রস্য প্রবণে প্রকর্ষেণ বননীয়েঽন্তরিক্ষে বর্তমানস্য দুর্গৃভিশ্বনঃ দুগ্রহব্যাপনস্য। তস্য হি ব্যাপনং ন কেনাপি গ্রহীতুং শক্যতে। স ইমান্ লোকানাবৃণোৎ' ইতি শ্রুতেঃ। এবংভূতস্য বৃত্রস্য হন্বোঃ মুখপার্শ্বয়োঃ হে ইন্দ্র যৎ যদা তন্যতুং প্রহারং বিস্তারয়ন্তং যদ্বা শব্দকারিণং বজ্রম্। তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়া। তন্যতুনা বজ্রেণ নিজঘন্থ নিতরাং প্রজহর্থ তদানীম্ ঈম্ এনং ত্বাম্ ইন্দ্রং ঘৃণা শত্রুজয়লক্ষণা দীপ্তিঃ পরি চরতি পরিতো ব্যাপ্নোতি। ত্বদীয়ং শবঃ বলং চ তিত্বিষে প্রদিদীপে ॥৬

মন্ত্রার্থ। যে বৃত্র জলরাশি রুদ্ধ করিয়া অন্তরীক্ষের উর্ধদেশ আশ্রয়পূর্বক বর্তমান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপন অসীম, হে ইন্দ্র, আপনি যখন সেই বৃত্রের হনুদ্বয়ে প্রহারকারী তীক্ষ্ণ বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন, তখন আপনার শত্রুজয়ী দীপ্তি পরিব্যাপ্ত ও আপনার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল ।৬

হ্রদং ন হি ত্বা ন্যৃষন্ত্যূর্মযো ব্রহ্মানীন্দ্র তব যানি বর্ধনা।
ত্বষ্টা চিত্তে যুজ্যং বাবৃধে শবস্ততক্ষ বজ্রমভিভূত্যোজসম্ ॥৭

অহি বা বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করেন, ত্রিত বা ত্রৈতনও তদ্রূপ যুদ্ধ করেন। এই কাহিনী ঋগ্বেদের নানা স্থানে পাওয়া যায়। ত্রিত বা ত্রৈতন প্রাচীন বৈদিক দেবতা। ইরানীয় আবেস্তায় ইহার নাম উল্লিখিত। যেমন ঋগ্বেদে অহিহন্তা ইন্দ্র উপাস্যদেবতা তদ্রূপ আবেস্তায় অজি-হন্তা থে‌্তনও ইরানীয়দের উপাস্য দেবতা। যেমন ঋগ্বেদের ত্রিত আপ্ত-বংশীয়, তদ্রূপ আবেস্তার থে‌্তনও আথা-বংশীয় ইরানীয় জেন্দ আবেস্তা রচনার প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে উক্ত ত্রৈতনের গল্প ইরানীয় ইতিহাসে প্রবেশ করিয়াছে। পারস্য দেশের প্রধান কবি ফার্দুসী স্বীয় সাহনামা নামক কাব্যে লিখিয়াছেন যে, পারস্য দেশে জোহক নামে ত্রিমস্তক-বিশিষ্ট রাজা ছিলেন এবং ফেরুদীন তাহাকে পরাজিত করেন; এই জোহক জেন্দ আবেস্তার অজিদহক ও বেদে অহি-হন্তা এবং এই ফেরুদীন জেন্দ আবেস্তার থে‌্তনও বৈদিক ত্রৈতন ব্যতীত অন্য কেহ নহে। গ্রীস দেশীয় উপাখ্যানে বৈদিক ত্রিতদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের প্রধান দেবতা জিউস এবং তাঁহার কন্যা এথেনী (সংস্কৃতে অহনা) ত্রিত কন্যা ত্রিতো জানাইয়া নামে অভিহিত। ৫৭। মুখ পার্শ্বদয়।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র যানি ব্রহ্মাণি স্তোত্রশস্ত্ররূপানি মন্ত্রজাতানি তব বর্ধনা বর্ধয়িতৃণি তানি ত্বা ত্বাং ন্যষন্তি হি নিতরাং প্রাপ্নুবন্ত্যেব। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ঊর্ময়ঃ জলপ্রবাহাঃ হ্রদং ন। যথা জলাশয়ং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ। ত্বষ্টা চিৎ স ত্বষ্টা চ দেবঃ তে তব যুজ্যং যোগ্যং শবঃ বলং ববৃধে প্রাবর্ধয়ৎ। অপি চ অভিভূত্যোজসং শত্রুণামভিভবিতৃণা ওজসা বলেন যুক্তং বজ্রং ততক্ষ তীক্ষ্ণীচকার ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, ঊর্মিমালা[৫৮] যেমন হ্রদ[৫৯] প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যে ব্রহ্মসমূহ[৬০] আপনাকে বর্ধন করে তৎসমুদয় আপনাকে প্রাপ্ত হয়। ত্বষ্টা আপনার যোগ্যবল বর্ধিত করিয়াছেন এবং আপনার শত্রুজয়ী ওজঃ[৬১] বজ্রকে তীক্ষ্ণীকৃত করিয়াছে।৭

জঘন্বাঁ উ হরিভিঃ সংভৃতক্রতবিন্দ্র বৃত্রং মনুষে গাতুয়ন্নপঃ।
অযচ্ছথা বাহ্বোর্বজ্রমায়সমধারয়ো দিব্যা সূর্যং দৃশে ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে সংভৃতক্রতো সংপাদিতকর্মন্ সংপাদিত প্রজ্ঞ বা ইন্দ্র মনুষে জনায় গাতুয়ন্ গাতুং মার্গমিচ্ছন বৃত্রং লোকানামাবরকমসুরং হরিভিঃ অশ্বৈর্যুক্তস্ত্বং জঘন্বান্ উ হতবান খলু। তদনন্তরম্ অপঃ বৃষ্ট্যুদকানি প্রাবর্তয় ইত্যধ্যাহারঃ। বাহ্বোঃ তদীয়য়োর্হস্তয়োঃ আযসম্ অযোময়ং বজ্রম্ অযচ্ছথাঃ অগ্রহীঃ। আকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। সূর্যং চ দিবি দ্যুলোকে দৃশে দ্রষ্টুং সর্বেযাম স্মাকং দর্শনায় অধারয়ঃ স্থাপয়াংচকৃষে ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে সিদ্ধপ্রজ্ঞ (বা সিদ্ধকর্মা) ইন্দ্রদেব। আপনি জনগণের নিকট আগমনার্থ অশ্বযুক্ত হইয়া লোকাবরক বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণ ও হস্তদ্বয়ে লৌহবজ্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমাদের দর্শনার্থ আকাশে সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন।

বৃহৎস্বশ্চন্দ্রমমবত্তদুকৃথ্যমকৃণ্বত ভিয়সা রোহণং দিবঃ।
যন্মানুষপ্রধনা ইন্দ্রমূতয়ঃ স্বর্নৃষাচো মরুতোঽমদন্ননু ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। বৃহৎ বৃহৎসাম স্তোতারো যজমানাঃ ভিয়সা বৃত্রভয়েন যৎ যদা উকৃথ্যম্ উকৃথার্হঃ স্তোত্রযোগ্যম্ অকৃন্বত অকুর্বন্। কীদৃশং বৃহৎসাম। স্বশ্চন্দ্রং স্বকীয়েন

৫৮। জলপ্রবাহসমূহ। ৫৯। জলাশয়। ৬০। স্তোত্রসমূহ। ৬১। শক্তি।

চন্দ্রেণাহ্লাদকেন তেজসা যুক্তং অভবৎ। অমতি শত্রূন্ রুজত্যনেনেতি অমো বলম্। তদ্ব্যুক্তম্। দিবঃ স্বর্গস্য রোহণম্ আরোহণহেতুভূতম্। এবংবিধেন স্তোত্রেণ বৃত্রাদ্ভীতা ইন্দ্রমস্তোষতেত্যর্থঃ। যৎ যদা মানুষপ্রধনাঃ। 'প্রকীর্ণান্যস্মিন্ ধনানি ভবন্তি' (নিরু ৯।২।৩) ইতি নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা প্রধনমিতি সংগ্রামনাম। মনুষ্যহিত সংগ্রামাঃ উতয়ঃ স্বঃ দ্যুলোকস্য রক্ষিতারঃ মরুতঃ নৃষাচঃ প্রাণরূপেন নৃন্ সেবমানা ভূত্বা ইন্দ্রম্ অপি তেনৈব রূপেণ অনু অমদন্ আনুপূর্বেণ হর্ষং প্রাপয়ন্। তদানীং স ইন্দ্রো বৃত্রবধং প্রতি উদ্যুক্তো বভূবেতি শেষঃ ॥৯

মন্ত্রার্থ। স্তোতৃবৃন্দ বৃত্রভয়ে যে স্তোত্র রচনা করিয়াছে, সেই স্তোত্র বৃহৎ, আহ্লাদজনক ও স্বকীয় তীক্ষ্ণ তেজে পরিপূর্ণ এবং স্বর্গের সোমপান স্বরূপ। তখন স্বর্গ রক্ষক মরুৎগণ মনুষ্যগণের জন্য যুদ্ধ করিয়া ও মনুষ্যগণকে পালন করিয়া ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।৯

দৌশ্চিদস্যামবাঁ অহেঃ স্বনাদয়োযবীদ্ভিয়সা বজ্র ইন্দ্র তে।
বৃত্রস্য যদ্বদ্বধানস্য রোদসী মদে সুতস্য শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। অমবান্ বলবান্ দৌশ্চিৎ দ্যুলোকোঽপি অস্য অহেঃ বৃত্রস্য স্বনাৎ শব্দাৎ ভিয়সা ভয়েন অযোযবীৎ অত্যর্থঃ পৃথগভূত আসীৎ। অকম্পতেত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র। তে তব সুতস্য অভিষবাদিভিঃ সংস্কৃতস্য সোমস্য পানেন মদে হর্ষে জাতে সতি ত্বদীয়ঃ বজ্রঃ রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বদ্বধানস্য বাধনশীলস্য বৃত্রস্য শিরঃ যৎযদা শবসা বলেন অভিনৎ অচ্ছিনৎ। তদানীং দ্যুলোকো ভয়রাহিত্যেন নিশ্চলো বভূবেতি শেষঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি অভিষবাদি দ্বারা সুসংস্কৃত সোমপানে হৃষ্ট হইলে যখন আপনার বজ্র দ্যুলোক ও পৃথিবীর বিঘ্নকারী বৃত্রাসুরের শিরচ্ছেদ করিয়াছিল, তখন অনন্ত আকাশও বৃত্রভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। অনন্তর ভয়রাহিত্যহেতু আকাশ নিশ্চল হইয়াছিল।১০

যদিন্ন্বিন্দ্র পৃথিবী দশভুজিরহানি বিশ্বা ততনন্ত কৃষ্টয়ঃ।
অত্রাহ তে মঘবন্বিশ্রুতং সহো দ্যামনু শবসা বর্হণা ভুবৎ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। যদিন্নু যদা খলু পৃথিবী দশভুজিঃ দশগুণিতা ভবেৎ যদি বা কৃষ্টয়ঃ সর্বে মনুষ্যাঃ বিশ্বা সর্বাণি অহানি ততনন্ত বিস্তারয়েয়ুঃ। হে মঘবন্ ধনবন্ ইন্দ্র অত্রাহ অত্রৈব পূর্বোক্তেষ্বেব দেশকালকর্তৃকেষু তে ত্বদীয়ং সহঃ বৃত্রবধাদিকারণং বলং বিশ্রুতং বিখ্যাতং প্রসিদ্ধম্। শবসা ত্বদীয়েন বলেন কৃতা বর্হণা বৃত্রাদের্বধরূপা ক্রিয়া দ্যামনু ভুবৎ অনুভবতি। যথা দ্যৌর্মহতো তথা ত্বৎকৃতং বৃত্রাদের্হিংসনমপি মহদিতি ভাবঃ ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে মঘবন্[৬২] আপনার স্ববলে সম্পন্ন বৃত্রবধাদি কার্য্য আকাশের ন্যায় মহৎ। যদি পৃথিবী দশগুণ বৃহৎ হইত ও মনুষ্যগণ চিরদিন জীবিত থাকিত, তাহা হইলে আপনার বৃত্রবধাদি কারক মহাবল যথাযথরূপে বিশ্রুত হইত।১১

ত্বমস্য পরি রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে ধৃষন্মনঃ।
চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোঽপঃ স্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবম্ ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। হে ধৃষন্মনঃ শত্রূণাং ধর্ষকমনোযুক্তেন্দ্র অস্য অস্মাভিঃ পরিদৃশ্যমানস্য ব্যোমনঃ ব্যাপ্তস্য অন্তরিক্ষস্য রজসঃ লোকস্য পরি উপরিপ্রদেশে বর্তমানঃ স্বভূত্যোজাঃ স্বভূতবলঃ ত্বম্ অবসে অস্মদ্রক্ষণার্থং ভূমিং ভূলোকং চকৃষে কৃতবানসি। কিংচ ওজসঃ বলবতাং বলস্য প্রতিমানং প্রতিনিধিরভূঃ। তথা স্ব সুষ্ঠু অরণীয়ং গন্তব্যম্। আপঃ ইতি অন্তরিক্ষনাম। অপঃ অন্তরিক্ষলোকং আ দিবং দ্যুলোকং চ পরিভূঃ পরিগ্রহীতা। পরিপূর্বো ভবতিঃ পরিগ্রহণার্থঃ। এষি প্রাপ্নোষি ॥১২

মন্ত্রার্থ। হে শত্রুধর্ষক ইন্দ্র, দৃশ্যমান পরিব্যাপ্ত অন্তরীক্ষের উর্ধ্বদেশে থাকিয়া আমাদের রক্ষণার্থ আপনি নিজ ভুজবলে এই ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি সর্ববলের প্রতিনিধি ও সুগন্তব্য অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত।১২

ত্বং ভুবঃ প্রতিমানং পৃথিব্যা ঋষ্ববীরস্য বৃহতঃ পতির্ভূঃ।
বিশ্বমাপ্রা অন্তরিক্ষং মহিত্বা সত্যমদ্ধা নকিরন্যস্ত্বাবান্ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্রং ত্বং পৃথিব্যাঃ প্রথিতায়া বিস্তীর্ণায়া ভূমেঃ। প্রতিমানং

৬২। ধনবান্ ইন্দ্রদেব।

ভুবঃ প্রতিনিধির্ভবসি। যথা ভূর্লোকো মহানচিন্ত্যশক্তিঃ এবং ত্বমপীত্যর্থঃ। তথা ঋষ্ববীরস্য। বীরয়ন্তি বিক্রান্তা ভবন্তীতি বীরা দেবাঃ। ঋষ্বা দর্শনীয়া বীরা যস্য স তথোক্তঃ। তস্য বৃহতঃ বৃংহিতস্য প্রবদ্ধস্য স্বর্গলোকস্য পতির্ভূঃ পালয়িতাসি। তথা অন্তরিক্ষম্ অন্তরা ক্ষান্তং দ্যাবাপৃথিব্যোর্মধ্যে বর্তমানমাকাশং বিশ্বং সর্বমপি মহিত্বা মহত্ত্বেন সত্যম্ আপ্রাঃ নিশ্চয়েন আ সমন্তাদপূরয়ঃ। অতঃ ত্বাবান্ তৎসদৃশঃ অন্যঃ কশ্চিৎ নকিঃ অস্তি নাস্তীতি যদেতৎ তৎ অদ্ধা সত্যমেব ॥১৩

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি প্রথিতা[৬৩] পৃথিবীর প্রতিনিধি স্বরূপ। যেমন ভূলোক মহৎ ও অচিন্ত্য শক্তি বিশিষ্ট, আপনিও তদ্রূপ শক্তিশালী। দর্শনীয় দেবগণের বৃহৎ স্বর্গলোকের পালয়িতাও আপনি। স্বকীয় মহত্ত্ব দ্বারা আপনি সমগ্র অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। অতএব আপনার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই।১৩

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনু ব্যচো ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ।
নোত স্ববৃষ্টিং মদে অস্য যুধ্যত একো অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্ ॥১৪

সায়ণ-ভাষ্য। যস্য ইন্দ্রস্য ব্যচঃ ব্যাপনং দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ন অনু আনশাতে প্রাপ্তুম্ সমর্থে বভূবতুঃ। তথা রজসঃ অন্তরিক্ষলোকস্যোপরি সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা আপো যস্য ইন্দ্রস্য তেজসঃ অন্তম্ অবসানং ন আনশুঃ ন প্রাপুঃ। উত অপি চ সোমপানেন মদে হর্ষে সতি স্ববৃষ্টিং স্বীকৃতবৃষ্টিং বৃত্রাদিং যুধ্যতঃ যুধ্যমানস্য অস্য ইন্দ্রস্য বলস্য অন্তং বৃত্রাদয়ঃ ন প্রাপুঃ। অতো হে ইন্দ্র একঃ ত্বম্ অন্যৎ স্বব্যতিরিক্তং বিশ্বং সর্বং ভূতজাতম্ আনুষক্ আনুষক্তং চকৃষে। সকলমপি ভূতজাতং ত্বদধীনমভূদিতি ভাবঃ ॥১৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী আপনার অপরিসীম ব্যাপ্তিবোধে অসমর্থ। অন্তরীক্ষের ঊর্ধস্থিত স্যন্দনশীল জলরাশি আপনার তেজের অন্ত অবগত নহে। আপনি একাই অন্য সমস্ত ভূতজগৎকে আপনার অধীন করিয়াছেন।১৪

আর্চন্নত্র মরুতঃ সস্মিন্নাজৌ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা।
বৃত্রস্য যদ্ভৃষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্দ্র প্রত্যানং জঘন্থ ॥১৫

৬৩। বিস্তীর্ণা।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বাং মরুতঃ অত্র অস্মিন্ সংগ্রামে আর্চন। 'প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্ব (ঐ ব্রা ৩।২০) ইত্যনেন বচনেন অপূজয়ন্। সস্মিন্ তস্মিন্ যদ্বা সর্বস্মিন্ আজৌ সংগ্রামে বিশ্বে দেবাসঃ তে সর্বে দানদিগুণযুক্তা মরুতঃ ত্বা ত্বাম্ অনু অমদন্ অনুক্রমেণ হর্ষং প্রাপয়ন্। যদ্বা ত্বদীয়মদানন্তরং তেঽপি মদং প্রাপ্তাঃ। হে ইন্দ্র ত্বং যৎ যদা ভৃষ্টিমতা। ভ্রংশয়তি শত্রুনিতি ভৃষ্টিঃ অশ্রিঃ। তদ্বতা বধেন হননসাধনেন বজ্রেণ। অশ্রিমত্বং চ বজ্রস্য ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং 'বজ্রো বা এষ যদ্যূপঃ সোঽষ্টাশ্রিঃ কর্তব্যোঽষ্টাশ্রির্বৈ বজ্রঃ (ঐ ব্রা ২।১) ইতি। তেন বজ্রেণ বৃত্রস্য আনং প্রতি আননং মুখং প্রতি যদ্বা শ্বাসহেতু ঘ্রাণং প্রতি নি জঘন্থ নিতরাং প্রাহার্ষিঃ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, মরুৎগণ এই সংগ্রামে আপনাকে অর্চনা করিয়াছিলেন। যখন আপনি অশ্রিযুক্ত[৬৪] বজ্র দ্বারা বৃত্রের মুখের উপর কঠোর আঘাত করিয়াছিলেন, তখন মরুদাদি দেবগণ ভীষণ সংগ্রামে আপনাকে হৃষ্ট দেখিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১৫

ত্রি পঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি সব্য ও দেবতা ইন্দ্র।

ন্যূ ষু বাচং প্র মহে ভরামহে গির ইন্দ্রায় সদনে বিবস্বতঃ।
নূ চিদ্ধি রত্নং সসতামিবাবিদন্ন দুষ্টুতির্দ্রবিণোদেষু শস্যতে।।১

সায়ণ-ভাষ্য। মহে মহতে ইন্দ্রায় সু বাচং শোভনাং স্তুতিং নি প্র ভরামহে নিতরাং প্রযুঞ্জমহে। উ ইতি পাদপূরণঃ। যতঃ বিবস্বতঃ পরিচরতো যজমানস্য সদনে যজ্ঞগৃহে ইন্দ্রায় গিরঃ স্তুতয়ঃ ক্রিয়ন্তে। হি যস্মাৎ স ইন্দ্র নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব রত্নং রমণীয়মসুরাণাং ধনম্ অবিদৎ বিন্দতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সসতামিব। যথা স্বপতাং পুরুষাণাং ধনং চোরঃ ক্ষিপ্রং লভতে তদ্বৎ। অতোঽস্মভ্যং ধনং দাতুং শক্ত ইতি ভাবঃ। দ্রবিণোদেষু ধনস্য দাতৃষু পুরুষেষু দুষ্টুতিঃ অসমীচীনা স্তুতিঃ ন শস্যতে নাভিধীয়তে। অতঃ সুবাচং প্র ভরামহে ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ।১

৬৪। শত্রুনাশক।

মন্ত্রার্থ। আমরা মহান্ ইন্দ্রের জন্য শোভনীয় স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করি এবং পরিচর্য্যারত যজমানের যজ্ঞগৃহে ইন্দ্রের স্তুতি করি। সুষুপ্ত পুরুষের ধনরাশি যেমন চোর ত্বরায় হস্তগত করে সেইরূপ ইন্দ্র অসুরগণের রমণীয় ধনরত্ন সত্বর অধিকার করিয়াছেন। অতএব তিনি আমাদিগকে ধনদানে সম্যক্ সমর্থ। ধনদাতা পুরুষগণের প্রতি অসমীচীন স্তুতিবাক্য অনুচিত।১

দুরো অশ্বস্য দুর ইন্দ্র গোরসি দুরো যবস্য বসুন ইনস্পতিঃ।
শিক্ষানরঃ প্রদিবো অকামকর্শনঃ সখা সখিভ্যস্তমিদং গৃণীমসি ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বম্ অশ্বস্য দুরঃ দাতা অসি। তথা গোঃ পশ্বাদেঃ দুরঃ দাতাসি। তথা যবস্য যবাদের্ধান্যজাতস্য দুরঃ দাতা অসি। বসুনঃ নিবাসহেতোঃ ধনস্য ইনঃ স্বামী পতিঃ সর্বেষাং পালয়িতা শিক্ষানরঃ। শিক্ষতির্দানকর্মা (নি. ৩।১০।৮)। শিক্ষায়া দানস্য নেতাসি। প্রদিবঃ পুরাণঃ। প্রগতা দিবো দিবসা যস্মিন্ স তথোক্তঃ। অকামকর্শনঃ। কামান্ কর্শয়তি নাশয়তীতি কামকর্শনঃ। ন কামকর্শনোঽকামকর্শনঃ। অব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। হবির্দত্তবতাং যজমানানাং কামানভিমতফলপ্রদানেন পূরয়তীত্যর্থঃ। সখিভ্যঃ সমানখ্যানেভ্য ঋত্বিগভ্যঃ সখা সখিবদত্যন্তং প্রিয়ঃ এবংভূতো য ইন্দ্রং তং প্রতি ইদং স্তোত্র লক্ষণং বচঃ গৃণীমসি ক্রমহে ॥২

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি অশ্বদাতা ও গবাদিপশু দাতা। আপনি যবাদি ধান্যদাতা এবং নিবাস হেতুভূত ধনের প্রভু ও সকলের পালক। আপনি শিক্ষাদানের নায়ক ও বহুদিনের পুরাতন দেব। আপনি হব্যদাতা যজমানগণের কামনা ব্যর্থ করেন না। আপনি ঋত্বিক্গণের চিরসখা। আপনার উদ্দেশ্যে আমরা এই স্তুতি পাঠ করি।২

শচীব ইন্দ্র পুরুকৃদ্দ্যুমত্তম তবেদিদমভিতশ্চেকিতে বসু।
অতঃ সংগৃভ্যাভিভূত আ ভর মা ত্বায়তো জরিতুঃ কামমূনয়ী ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। শচীবঃ। শচী ইতি প্রজ্ঞানাম। হে ইন্দ্র শচীবঃ প্রজ্ঞাবান্ পুরুকৃৎ প্রভূতস্য বৃত্রবধাদেঃ কর্তঃ দ্যুমত্তম অতিশয়েন দীপ্তিমন্ অভিতঃ সর্বত্র বর্তমানং বসু

ধনং যদস্তি তৎ ইদং তবেৎ তবৈব স্বভূতমিতি চেকিতে ভৃশমস্মাভির্জ্ঞায়তে। অতঃ কারণাৎ ধনং সংগৃভ্য সম্যক্ গৃহীত্বা অভিভুতে শত্রুণামভিভবিতঃ আ ভর অস্মভ্যমাহর দেহীত্যর্থঃ। ত্বায়তঃ ত্বামাত্মন ইচ্ছতঃ জরিতুঃ স্তোতুঃ কামম্ অভিলাষং মা ঊনয়ীঃ পরিহীনং মা কার্ষীঃ। পূরয়েত্যর্থঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে প্রজ্ঞাবান্, প্রভূতকর্মা ও অতিশয় দীপ্তিমান্ ইন্দ্র। আমরা নিশ্চয় জানি যে, যে ধন সর্বত্র বর্তমান তাহা আপনার অধীন। হে শত্রুগণের পরাভবকারী ইন্দ্র আপনি সেই সমস্ত ধন সংগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে দান করুন। যে স্তোতৃবৃন্দ আপনাকে কামনা করে, তাহাদের অভিলাষ আপনি ব্যর্থ করিবেন না।৩

এভিৰ্দ্যুভিঃ সুমনা এভিরিন্দুভির্নিরুন্ধানো অমতিং গোভিরশ্বিনা।
ইন্দ্রেণ দস্যুং দরয়ন্ত ইন্দুভির্যুতদ্বেষসঃ সমিষা রভেমহি ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র এভিঃ অস্মাভির্দত্তৈঃ দ্যুভিঃ দীপ্তৈশ্চরুপুরোডাশাদিভিঃ এভিরিন্দুভিঃ পুরোবর্তিভিঃ তুভ্যং দত্তৈঃ সোমৈশ্চ প্রীতস্ত্বম্ অস্মাদক্ অমতিং দারিদ্র্যং গোভিঃ ত্বয়া দত্তৈঃ পশুভিঃ অশ্বিনা অশ্বযুক্তেন ধনেন চ নিরুন্ধানঃ নিবর্তয়ন্ সুমনাঃ শোভনমনা ভব। বয়ম্ ইন্দুভিঃ অস্মাভির্দত্তৈঃ সোমৈঃ প্রীতেন ইন্দ্রেণ দস্যুম্ উপক্ষপয়িতারং শত্রুং দরয়ন্তঃ হিংসন্তঃ অত এব যুতদ্বেষসঃ পৃথগ্‌ভূতশত্রুকা ভূত্বা ইষা ইন্দ্রদত্তেন অন্নেন সং রভেমহি সংরব্ধা ভবেম। সংগচ্ছেমহীত্যর্থঃ।৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, এই চরুপুরোডাশাদি দীপ্ত হব্য এবং এই সোমপানে প্রীত হইয়া গাভী ও অশ্বাদি যুক্ত ধন দানপূর্বক আমাদের দারিদ্র্য নাশ করুন ও আমাদের প্রতি সুমনা[৬৫] হউন। আমাদের প্রদত্ত সোমরসে প্রীত ইন্দ্র সহায়ে আমরা দস্যুকে ধ্বংস করিব এবং শত্রুমুক্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রদত্ত অন্ন ভোগ করিব।৪

সমিন্দ্র রায়া সমিষা রভেমহি সং বাজেভিঃ পুরুশ্চন্দ্রৈরভিদ্যুভিঃ।
সং দেব্যা প্রমত্যা বীরশুষ্ময়া গো অগ্রয়াশ্বাবত্যা রভেমহি ॥৫

৬৫। শোভনমনা, প্রসন্নচিত্ত।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র রায়া ধনেন বয়ং সং রভেমহি সংগচ্ছেমহি। তথা ইষা অন্নেন সং রভেমহি। তথা বাজেভিঃ বলৈঃ সং রভেমহি। কীদৃশৈঃ বাজৈঃ। পুরুশ্চন্দ্রৈঃ পুরূণাং বহুনামাহ্লাদকৈঃ অভিদ্যুভিঃ অভিতো দীপ্যমানৈঃ। কিংচ দেব্যা দ্যোতমানয়া প্রমত্যা ত্বদীয়য়া প্রকৃষ্টবুদ্ধ্যা সং রভেমহি। কীদৃশ্যা। বীরশুষ্ময়া। বীরং বিশেষেণ শত্রূণাং ক্ষেপণসমর্থং শুষ্মং বলং যস্যাঃ সা তথোক্তা। গোঅগ্রয়া। স্তোতৃভ্যো দানার্থমগ্রে প্রমুখত এব গাবো যস্যাঃ সা তথোক্তা। অশ্বাবত্যা। অশ্বৈরুপেতয়া ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আমার যেন ধনলাভ করি, অন্নলাভ করি এবং বহুজনের আহ্লাদক দীপ্তিমান বল লাভ করি। যেন আপনার দ্যুতিমান সুবুদ্ধি সর্বদা আমাদের রক্ষক হয়। আপনার সেই সুবুদ্ধি বীর শত্রু দমনে সমর্থ এবং স্তোতৃবৃন্দকে গবাদি পশু ও অন্ন দান করে ।৫

তে ত্বা মদা অমদন্তানি বৃষ্ণ্যা তে তে সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সৎপতে।
যৎকারবে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বর্হিষ্মতে নি সহস্রাণি বর্হয়ঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে সৎপতে সতাং পালয়িতরিন্দ্র বৃত্রহত্যেষু বৃত্রহননেষু নিমিত্ত-ভূতেষু সৎসু তে পূর্বোক্তাঃ মদাঃ মাদকা মরুতঃ ত্বা ত্বাম্ অমদন অমদয়ন্ হর্ষং প্রাপয়ন্। তানি পূর্বোক্তানি বৃষ্ণ্যা বৃষ্ণঃ সেচনসমর্থস্য তব সংবন্ধীনি চরুপুরোডাশাদীনি হবীংষি ত্বাম্ অমদন্। তে সোমাসঃ প্রসিদ্ধাঃ সোমাশ্চ ত্বাম্ অমদন্। যৎ যদা কারবে স্তুতিকর্ত্রে বর্হিষ্মতে যজ্ঞবতে যজমানায় দশ সহস্রানি অপরিমিতানি বৃত্রাণি আবরকাণ্যুপদ্রবজাতানি অপ্রতি শত্রুভিরপ্রতিগতস্ত্বং নি বর্হয়ঃ ন্যবধীঃ। তদানীমিতি পূর্বেণ সংবন্ধ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে সৎপতি[৬৬] ইন্দ্র, বৃত্রহননকালে আপনার আনন্দদায়ী সহায়ক মরুৎগণ আপনাকে হৃষ্ট করিয়াছিলেন। আপনি সেচন সমর্থ। আমাদের চরুপুরোডাশাদি হব্যদ্রব্য ও সোমরস আপনাকে হৃষ্ট করিয়াছিল যখন শত্রুগণ কর্তৃক অপ্রতিহত হইয়া আপনি স্তুতি কর্তা ও হব্যদাতা যজমানের জন্য দশ সহস্র[৬৭] উপদ্রব অপসারণ করিয়াছিলেন ।৬

যুধা যুধমুপ ঘেদেষি ধৃষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনম ॥৭

৬৬। সজ্জন পালক। ৬৭। অপরিমিত।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ধৃষ্ণুয়া শত্রুণাং ধর্ষকস্ত্বং যুধা যুদ্ধেন সংবদ্ধং যুধং যুদ্ধম্ উপ ঘেদেষি উপৈব গচ্ছসি। সর্বদা যুদ্ধশীলো ভবসীত্যর্থঃ। ঘ ইতি পাদপূরণঃ। শত্রুণামসুরাণাং পুরা পুরেণ নগরেণ সহ ইদং পুরোবর্তি পুরং শত্রুনগরম্ ওজসা বলেন সং হংসি সম্যগ্বিনাশয়সি। শত্রুণাং পুরাণ্যভৈৎসীরিত্যর্থঃ। হে ইন্দ্র ত্বং নম্যা শত্রুষু নমনশীলেন সখ্যা সহায়ভূতেন বজ্রেণ পরাবতি দূরদেশে নমুচিং নাম অনয়া সংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধং মায়িনং মায়াবিনমসুর যৎ যস্মাৎ নিবর্হয়ঃ নিতরামহিংসী। অতস্ত্বমেবং স্তূয়সে ইত্যর্থঃ ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি শত্রুধর্ষক ও সর্বদা যুদ্ধশীল এবং এক যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে গমন করেন। আপনি স্বীয় বলে শত্রুপুরীসমূহ পর পর ধ্বংস করেন। আপনি ঋষি নমীর সাহায্যে দূর দেশে নমুচি নামক মায়াবী অসুরকে বধ করিয়াছিলেন।৭

ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠযাতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎপুরোঽনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং করঞ্জং এতৎসংজ্ঞকমসুরম্ উত অপি চ পর্ণয়ম্ এতন্নামানমসুরং চ অতিথিগ্বস্য এতৎসংজ্ঞস্য রাজ্ঞঃ প্রয়োজনায় তেজিষ্ঠয়া অতিশয়েন তেজস্বিন্যা বর্তনী বর্তন্যা শত্রুপ্রেরণ কুশলয়া শক্ত্যা বধীঃ হতবানসি। তথা অনানুদঃ। অনু পশ্চাৎ দ্যতি খণ্ডয়তীতি অনুদঃ অনুচরঃ। তাদৃশোঽনুচররহিত এক এব ত্বম্ ঋজিশ্বনা এতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা পরিষূতাঃ পরিতোঽবষ্টব্ধাঃ শতা শতানি শতসংখ্যাকাঃ বঙ্গৃদস্য এতৎসংজ্ঞকস্যাসুরস্য পুরঃ পুরাণি নগরাণি অভিনৎ বিভিদিষে ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি করঞ্জ ও পর্ণয় নামক অসুরদ্বয়কে অতিথিগ্ব নামক রাজার প্রয়োজনে অত্যন্ত তেজস্বী বর্তনী দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। অনন্তর আপনি অনুচর রহিত হইয়া একাকী ঋজিশ্বান নামক রাজা কর্তৃক চতুর্দিকে বেষ্টিত বংগৃদ নামক অসুরের শতপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন।৮

ত্বমেতাঞ্জনরাজ্ঞো দ্বির্দশা বন্ধুনা সুশ্রবসোপজগ্মুষঃ।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নব শ্রুতো নি চক্রেণ রথ্যা দুষ্পদাবৃণক্ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র শ্রুতঃ বিশ্রুতঃ প্রখ্যাতঃ ত্বং দ্বির্দশ বিংশতি সংখ্যাকান্ অবন্ধুনা বন্ধুরহিতেন সহায়রহিতেন সুশ্রবসা এতৎ সংজ্ঞকেন রাজ্ঞা যুদ্ধার্থম্ উপজগ্মুষঃ

উপগতবতঃ এতান্ এবংবিধান্ জনরাজ্ঞঃ জনপদানামধিপতীন্। ষষ্টিমিত্যাদিনা তেষাং রাজ্ঞামনুচরসংখ্যোচ্যতে। ষষ্টিং সহস্রা সহস্রানাং ষষ্টিং নবতিং নব নবসংখ্যোত্তরাং নবতিম্। তান্ রাজ্ঞ ইদৃক্‌ধসংখ্যাকাননুচরাংশ্চ রথ্যা রথসংবন্ধিনা দুষ্পদা দুষ্প্রপদনেন। শত্রুভিঃ প্রাপ্তুমশক্যেনেত্যর্থঃ। ঈদৃশেন চক্রেণ নি অবৃণক্ ন্যবর্জয়ঃ। ত্বাং স্তুবতঃ সুশ্রবসো জয়ার্থং ত্বমাগত্য তদীয়ান্ শত্রুনজৈষীরিত্যর্থঃ।৯

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি বিশ্রুত[৬৮] দেবতা। সহায় রহিত রাজা সুশ্রবার[৬৯] সহিত যুদ্ধার্থ যে বিশজন নরপতি ও ষাট হাজার নিরানব্বই জন অনুচর আসিয়াছিল, আপনি শত্রুগণের অলঙ্ঘ্য রথচক্র দ্বারা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। স্তবকারী রাজা সুশ্রবার বিজয়ার্থ আপনি সংগ্রামে তাহার শত্রুকে জয় করেন।৯

ত্বমাবিথ সুশ্রবসং তবোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তূর্বয়াণম্।
ত্বমস্মৈ কুৎসমতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনায় ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং তবোতিভিঃ তদীয়ৈ পালনৈঃ সুশ্রবসং পূর্বোক্তং রাজানম্ আবিথ ররক্ষিথ। তথা তূর্বয়াণম্ এতন্নামানং রাজানং তব ত্রামভিঃ ত্বদীয়ৈস্ত্রায়কৈঃ পালকৈর্বলৈঃ আবিথেতি শেষঃ। কিং চ ত্বং মহে মহতে যূনে তরুণায় অস্মৈ সুশ্রবসে রাজ্ঞে কুৎসাদীন্ ত্রীন্ রাজ্ঞ অরন্ধনায়ঃ বশমনয়ঃ। 'রধ্যতির্বশগমনে (নিরু. ৬।৩২) ইতি যাস্কঃ॥১০

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি আপনার পালন দ্বারা সুশ্রবা রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তূর্বযান[৭০] রাজাকে আপনার ত্রায়ক বলদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি কুৎস ও অতিথিগ্ব এবং আয়ু[৭১] নামক তিনজন রাজাকে এই মহৎ ও তরুণ রাজা সুশ্রবার বশীভূত করিয়াছিলেন।১০

য উদৃচীন্দ্র দেবগোপাঃ সখায়স্তে শিবতমা অসাম।
ত্বাং স্তোষাম ত্বয়া সুবীরা দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥১১

৬৮। প্রখ্যাত। ৬৯। বায়ুপুরাণে সুশ্রবা একজন প্রজাপতি। ৭০। সায়ণমতে ইনি দিবোদাস হইতে পারেন। ৭১। পুরাণমতে পুরুরবার পুত্র আয়ু।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র যে বয়ম্ উদৃচি উদর্কে যজ্ঞসমাপ্তৌ বর্তমানাঃ দেবগোপাঃ দেবৈঃ পালিতাঃ তে তব সখায়ঃ সখিবদত্যন্তং প্রিয়া অত এব শিবতমা অসাম অতিশয়েন কল্যাণা অভূম, তে বয়ং যজ্ঞসমাপ্ত্যুত্তরকালমপি ত্বাং স্তোষাম স্তবাম। অস্মাভিঃ স্তুতেন ত্বয়া সুবীরাঃ শোভনপুত্রবন্তঃ সন্তঃ দ্রাঘীয় অতিশয়েন দীর্ঘম্ আয়ুঃ জীবনং প্রতরং প্রকৃষ্টতরং যথা ভবতি দধানাঃ ধারয়ন্তো ভূয়াস্ম ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আমরা বর্তমানে যজ্ঞ সমাপ্তি অভিমুখে। আমরা দেবগণ কর্তৃক পালিত ও আপনার অতি প্রিয় সখাতুল্য। আপনার কৃপায় আমাদের পরম কল্যাণ হইবে। যজ্ঞসমাপ্তির পরেও আমরা আপনার স্তুতি করিব এবং আপনার প্রসাদে সুপুত্রবান্ ও দীর্ঘ জীবী হইব।১১

চতুঃ পঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি সব্য ও দেবতা ইন্দ্র।

মা নো অস্মিন্মঘবন্ পৃৎস্বংহসি নহি তে অন্তঃ শবসঃ পরীণশে।
অক্রন্দয়ো নদ্যো রোরুবদ্বনা কথা ন ক্ষোণীর্ভিয়সা সমারত ।।১

সায়ণ-ভাষ্য। হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র অস্মিন্ পরিদৃশ্যমানে অংহসি পাপে পৃৎসু পৃতনাসু পাপফলভূতেষু সংগ্রামেষু চ নঃ অস্মান্ মা প্রক্ষৈপ্সীরিতি শেষঃ। যস্মাৎ তে তব শবসঃ বলস্য অন্তঃ অবসানং পরীণশে পরিতো ব্যাপ্তুং নহি শক্যতে। সর্বোঽপি জনস্ত্বদীয়ং বলমতিক্রমিতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ ত্বমন্তরিক্ষে বর্তমানঃ রোরুবৎ অত্যর্থং শব্দং কুর্বন্ নদ্যঃ নদীঃ বনা তৎ সংবন্ধীন্যুদকানি চ অক্রন্দয়ঃ শব্দয়সি। ক্ষোণীঃ ক্ষোণ্য। ক্ষোণীতি পৃথিবীনাম। তদুপলক্ষিতাস্ত্রয়ো লোকাঃ ভিযসা ত্বদ্ভয়েন কথা কথং ন সমারত ন সংগচ্ছন্তে। ত্বদীয়ং বলমুবলোক্য ত্রয়োঽপি লোকা বিভ্যতীতি ভাবঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে মঘবন্[১২] এই পাপে ও পাপফলভূত সংগ্রামে আমাদিগকে প্রক্ষেপ

১২। ধনবান।

করিবেন না। সর্বজন আপনার বল অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়। আপনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া তুমুল নিনাদ করিয়া নদীর জল রাশিকে শব্দিত করিতেছেন। আপনার বিক্রমে ত্রিলোক ভীত হয়।১

অর্চা শক্রায় শাকিনে শচীবতে শৃণ্বন্তমিন্দ্রং মহয়ন্নভি ষ্টুহি।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা রোদসী উভে বৃষা বৃষত্বা বৃষভো ন্যৃঞ্জতে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। হে অধ্বর্যো শাকিনে শক্তিযুক্তায় শচীবতে প্রজ্ঞাবতে শক্রায় ইন্দ্রায় অর্চ এবংবিধমিন্দ্রং পূজয়। কিংচ স্তুতীঃ শৃণ্বন্তং সমীচীনেয়ং স্তুতিরিতি জানন্তং তম্ ইন্দ্রং মহয়ন্ পূজয়ন্ অভি ষ্টুহি আভিমুখ্যেন তস্য স্তোত্রং কুরু। যঃ ইন্দ্রঃ ধৃষ্ণুনা শত্রুণাং ধর্ষকেণ শবসা বলেন উভে রোদসী দ্যাবা পৃথিব্যৌ ন্যৃঞ্জতে নিতরাং প্রসাধয়তি। 'ঋঞ্জতি প্রসাধন কর্মা' (নিরু. ৬।২১) ইতি যাস্কঃ। স ইন্দ্রঃ বৃষা সেচন সমর্থঃ বৃষত্বা বৃষ ত্বেনানেনৈব সেচন সামর্থ্যেন বৃষভঃ বর্ষিতা কামানাং যদ্বা বৃষ্ট্যুদকানাম্ ॥২

মন্ত্রার্থ। অধ্বর্য্যুবৃন্দ, শক্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান্ ' ক্রকে[৭৩] পূজা কর। তিনি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করেন। অতএব তাঁহাকে অর্চনা ও স্তুতি কর। সেই শত্রুধর্ষক ইন্দ্রদেব স্বীয় বলে দ্যুলোক ও পৃথিবী উভয়কে অলংকৃত করেন তিনি অপরিসীম সেচন (বর্ষণ) সামর্থ্য দ্বারা বৃষ্টিদান করেন।২

অর্চা দিবে বৃহতে শূষ্যং বচঃ স্বক্ষত্রং যস্য ধৃষতো ধৃষন্মনঃ।
বৃহচ্ছ্রবা অসুরো বর্হনা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি যঃ।।৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে স্তোতঃ দিবে দীপ্তায় বৃহতে মহতে ইন্দ্রায় শূষ্যম্। শূষম ইতি সুখনাম। তত্র সাধু শূষ্যম। তাদৃশং স্তুতি লক্ষণং বচঃ অর্চ উচ্চারয়। যস্য ইন্দ্রস্য ধৃষতঃ শত্রূন্ ধর্ষয়তঃ স্বক্ষত্রং স্বভূতবলবৎ মনঃ ধৃষৎ ধৃষ্টং ভবতি। হি যঃ স হি স খল্বিন্দ্রঃ বৃহচ্ছ্রবাঃ প্রভূতযশাঃ অসুরঃ শত্রূনাং নিরসিতা। যদ্বা। অসুঃ প্রাণো বলং বা। তদ্বান্। রো মত্বর্থীয়ঃ। অথবা। অসবঃ প্রাণাঃ তেন চ আপো লক্ষ্যন্তে, 'প্রাণা বা আপঃ' (তৈ ব্রা ৩।২।৫।২) ইতি শ্রুতে। তান্ রাতি দদাতীতি অসুরঃ। বর্হণা শত্রুণাং

৭৩। ইন্দ্র।

নির্বর্হয়িতা হরিভ্যাম্ অশ্বাভ্যাং পুরঃ কৃতঃ পূজিতঃ বৃষভঃ কামানাং বর্ষিতা রথঃ রংহণশীলঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে স্তোতা, যে ইন্দ্র শত্রুজয়ী, স্বীয়বলে দৃঢ়চেতা, দীপ্তিমান ও মহৎ, তাঁহার উদ্দেশে সুখকর স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর। তিনি প্রভূতযশা, বলশালী, শত্রুবিনাশক ও বেগবান অসুর[৭৪]। তিনি অশ্বদ্বয় দ্বারা সেবিত এবং অভীষ্ট বর্ষণ করেন।৩

ত্বং দিবো বৃহতঃ সানু কোপয়োঽব ত্মনা ধৃষতা শম্বরং ভিনৎ।
যন্মায়িনো ব্রন্দিনো মন্দিনা ধৃষচ্ছিতাং গভস্তিমশনিং পৃতন্যসি ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং বৃহতঃ মহতঃ দিবঃ দ্যুলোকস্য সানু সমুচ্ছ্রিতমুপরিপ্রদেশং কোপয়ঃ অকম্পয়ঃ। ধৃষতা শত্রূণাং ধর্ষয়িত্রা ত্মনা আত্মনা স্বয়মেব শম্বরম্ এতৎসংজ্ঞমসুরম্ অবাভিনৎ অবধীঃ। যৎ যদা ব্রন্দিনঃ শত্রূন্ জেতুং মৃদুভাবং প্রাপ্তান্। যদ্বা। বৃন্দং সমূহঃ অসুরসমূহবতঃ। মায়িন মায়াবিনোঽসুরান্ মন্দিনা হৃষ্টেন ধৃষৎ ধৃষতা প্রাগল্‌ভ্যং প্রাপ্নুবতা মনসা যুক্তস্ত্বং শিতাং তীক্ষ্ণীকৃতাং গভস্তিং হস্তেন গৃহীতাম্। যদ্বা। গভস্তিঃ ইতি রশ্মিনাম। তদ্বতীম্ অশনিং বজ্রং পৃতন্যসি তানসুরান জেতুং পৃতনারূপেণেচ্ছসি। তান্ প্রতি প্রেরয়সীত্যর্থঃ। তদানীং- বৃহতো দিবঃ সানু কোপয়ঃ ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি মহৎ দ্যুলোকের সমুচ্ছিত উপরিপ্রদেশ প্রকম্পিত করিয়াছেন। আপনি স্বীয় শত্রুনাশক সামর্থ্য দ্বারা শম্বর নামক অসুরকে স্বয়ং বধ করিয়াছেন। আপনি প্রহৃষ্ট প্রফুল্ল মনে তীক্ষ্ণ ও রশ্মিযুক্ত অশনিকে[৭৫] দলবদ্ধ মায়াবী অসুরগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন।৪

৭৪। ঋগ্বেদের প্রারম্ভে অসুর শব্দ কেবল দেবগণের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। দানবগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। ঋগ্বেদের মধ্যভাগে ও শেষ ভাগে অসুরশব্দ কখনও দেবগণের কখনো বা দানবগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখা যায়। প্রথম মণ্ডলে অসুর শব্দ দ্বাদশ বার উল্লিখিত এবং এই দ্বাদশ স্থলেই দেবতাদি অর্থে ব্যবহৃত, এক স্থানেও দানব অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এই দ্বাদশ স্থলে অসুর শব্দ বরুণ, সূর্য্যরশ্মি, সবিতা, ইন্দ্র মরুদ্‌গণ, ঋত্বিগ্‌বৃন্দ, ত্বষ্টা, রুদ্র, রাজা ভাবয়ব্য, স্বর্গলোক বা মিত্র অর্থে ব্যবহৃত। ৭৫। বজ্র।

নি যদ্বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্ধনি শুষ্ণস্য চিদ্‌ব্রন্দিনো রোরুবদ্বনা।
প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা যদদ্যা চিৎকৃণবঃ কস্ত্বা পরি ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং বোরুবৎ মেঘৈরত্যর্থং শব্দয়ন্ শ্বসনস্য অন্তরিক্ষে শ্বসিতীতি শ্বসনো বায়ুঃ। তস্য ব্রন্দিনঃ স্ব কিরণৈরাম্রফলাদীন্ মৃদুভাবং প্রাপয়তঃ শুষ্ণস্য চিৎ রসানাং শোষয়িতুরাদিত্যস্যাপি মূর্ধনি উপরি প্রদেশে বনা বনান্যুদকানি যৎ যস্মাৎ নি বৃণক্ষি আবর্জয়সি। প্রাপয়সীত্যর্থঃ। বায়ুনা সূর্যকিরণৈশ্চ বৃষ্টা আপঃ সূর্য্যস্যোপরি পুনরবস্থাপ্যন্তে। তদেবাবস্থাপনমিন্দ্র করোতীত্যুপচর্যতে। প্রাচীনেন প্রকর্ষেণ গন্ত্রা। অপরাঙ্মুখেনেত্যর্থঃ। বর্হণাবতা। নিবর্হয়তীতি বধকর্মসু পাঠাৎ বর্হণা শত্রুণাং হিংসা তদ্বতা। এবংভূতেন মনসা যুক্তস্ত্বং যৎ যস্মাৎ অদ্যা চিৎ অদ্যাপি কৃণবঃ ঘর্মকালে সূর্যস্যোপরি ভৌমান্ রসানবস্থাপয়সি বর্ষাসু চ বর্ষয়সীতি। যস্মাদেতৎ কুরুষে তস্মাৎ কারণাৎ ত্বা ত্বাং পরি উপরি কঃ বর্ততে ন কোঽপিত্যর্থঃ। অতস্ত্বমেব সর্বাধিক ইতি ভাবঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি মেঘগর্জনে বায়ুর উপর এবং স্বকিরণে পরিপক্ককার্যী ও জলশোষক সূর্য্যের মস্তকে জলবর্ষণ করিয়াছেন। কারণ বায়ুবেগ ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা বৃষ্টি সমূহ সূর্যোপরি পুনরায় অবস্থাপিত হয়। এই অবস্থাপন ইন্দ্র কৃত। আপনার মন পরিবর্তন রহিত ও শত্রুবিনাশে নিযুক্ত। আপনি অদ্যপিও ঘর্মকালে* সূর্যোপরি ভৌমরস[৭৬] স্থাপন করেন। আপনার উপরে আর কে থাকিতে পারে ?৫

ত্বমাবিথ নর্যং তুর্বশং যদুং ত্বং তুর্বীতিং বয্যম্ শতক্রতো।
ত্বং রথমেতশং কৃত্ব্যে ধনে ত্বং পুরো নবতিং দম্ভয়ো নব ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং নর্যাদীন ত্রীন্ রাজ্ঞ আবিথ ররক্ষিথ। তথা হে শতক্রতো বহুবিধ কর্মন্ বহুবিধ প্রজ্ঞ বা ত্বং বয্যং বয্যকুলজং তুর্বীতিনামানং রাজানম্ আবিথ ইত্যেব। অপি চ ত্বং রথং রংহনস্বভাবম্ এতৎসংজ্ঞমৃষিম্ এতশম্ এতৎসংজ্ঞকম্ ধনে ধননিমিত্তে সংগ্রামে কৃত্ব্যে কর্তব্যে সতি আবিথেতি শেষঃ। যদ্বা পূর্বোক্তানাং

---

* গ্রীষ্মকালে। ৭৬। পার্থিব সলিল।

রাজ্ঞাং রথম্। এতশঃ ইতি অশ্বনাম। এতশম্ অশ্বম্ চ ররক্ষিথেতি যোজ্যম্। তথা ত্বং শম্বরস্য নবতিং নবং নবোত্তরনবতিসংখ্যাকাঃ পুরঃ পুরাণি দম্ভবঃ ব্যনীনশঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি নর্য্য, তুর্বশ ও যদু নামক রাজাদের রক্ষা করিয়াছেন। হে শতক্রতু[৭৭], আপনি বর্য্যকুলের তুর্বীতি নামক রাজাকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি আবশ্যকীয় ধন নিমিত্ত সংগ্রামে পূর্বোক্ত রাজাদের রথ ও অশ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি শম্বরের নবনবতি নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন।৬

স ঘাঃ রাজা সৎপতি শূশুবজ্জনো রাতহব্যঃ প্রতি যঃ শাসমিন্বতি।
উক্থা বা যো অভিগৃনাতি রাধসা দানুরস্মা উপরা পিন্বতে দিবঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। স ঘ স খলু জনঃ জাতঃ রাজা রাজমানঃ সৎপতি সতাং পালয়িতা যজমানঃ শূশুবৎ আত্মানং বর্ধয়তি। যঃ ইন্দ্রং প্রতি রাতহব্যঃ দত্তহবিষ্কঃ সন্ শাসম ইন্দ্রকর্তৃকমনুশাসনং যদ্বা তস্য স্তুতিম্ ইন্বতি ব্যাপ্নোতি। উকথা বা উক্থানি শস্ত্রানি বা যঃ স্তোতা রাধসা হবির্লক্ষণেনান্নেন সহ অভিগৃণাতি তস্যাভিমুখীকরণায় শংসতি অস্মৈ স্তোত্রে দানুঃ অভিমতফলপ্রদাতেন্দ্রঃ উপরা উপরান্ মেঘান্। উপরঃ ইতি মেঘনাম। স চ যাস্কেনৈবং নিরুক্তঃ—উপর উপলো মেঘো ভবত্যুপরমন্তেঽস্মিন্নভ্রাণ্যপরতা আপ ইতি বা' (নিরু ২।২১) ইতি। তান্ মেঘান্ দিবঃ সকাশাৎ পিন্বতে সেচয়তি দোগ্ধীতি যাবৎ ॥৭

মন্ত্রার্থ। যে যজমান ইন্দ্রকে হব্য দানান্তে ইন্দ্রস্তুতি প্রচার করেন, অথবা হব্য সহ উক্থ পাঠ করেন, তিনিই বিরাজ করেন, তিনি সাধুগণের পালনকর্তা হন ও আত্মবর্ধন করেন। ফলদাতা ইন্দ্রদেব তাহার জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন।৭

অসমং ক্ষত্রমসমা মনীষা প্র সোমপা অপসা সন্তু নেমে।
যে ত ইন্দ্র দদুষো বর্ধয়ন্তি মহি ক্ষত্রং স্থবিরং বৃষ্ণ্যং চ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। ইন্দ্রস্য ক্ষত্রং বলম্ অসমং ন কেনচিৎ সমম্। সর্বাধিকমিত্যর্থঃ। তথা মনীষা বুদ্ধিশ্চ অসমা ন কস্যাপি বুদ্ধ্যা সমানা। সর্বং বস্তু বিষয়ীকরোতীত্যর্থঃ।

৭৭। বহুবিধকর্মা বা বহুবিধ প্রজ্ঞ* গ্রীষ্মকালে।

নেমে ইতি সর্বনাম শব্দঃ এতচ্ছব্দসমানার্থঃ। নেমে এতে সোমপা সোমস্য পাতারো যজমানাঃ অপসা কর্মণা প্র সন্তু প্রবৃদ্ধা ভবন্তু। হে ইন্দ্র তে তব দদুষঃ হবির্দত্তবন্তঃ যে ত্বদীয়ং মহি মহৎ ক্ষত্রং বলং স্থবিরং স্থূলং প্রবৃদ্ধং বৃষ্ণ্যং বৃষত্বং পুংস্ত্বং চ বর্ধয়ন্তি প্রবৃদ্ধং কুর্বন্তি। যদ্বা। দদুষো যজমানেভ্যো যাগফলং দত্তবতঃ তবেতি যোজনীয়ম্ ॥৮

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের বল কাহারও সহিত তুলনীয় নহে। ইহা সর্বাধিক। তাঁহার মনীষা[৭৮] ও অতুলনীয়। ইহা সর্ববস্তুকে বিষয়ীকৃত করে। হে ইন্দ্র, যাহারা হব্যদান দ্বারা আপনার মহৎ বল ও স্থবির[৭৯] পৌরুষ বৃদ্ধি করে সেই সোমপায়ী যজমানগণ যজ্ঞকর্ম দ্বারা প্রবৃদ্ধ হউক।৮

তুভ্যেদেতে বহুলা অদ্রিদুগ্ধাশ্চমূষদশ্চমসা ইন্দ্রপানাঃ।
ব্যশ্নুহি তর্পয়া কামমেষামথা মনো বসুদেয়ায় কৃষ্ব ॥ ৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র তুভ্যেৎ তুভ্যমেব চমসাঃ। চম্যন্তে ভক্ষ্যন্তে ইতি চমসাঃ সোমাঃ। এতে সোমাঃ ত্বদর্থং সংপাদিতাঃ। কীদৃশা ইত্যাহ। বহুলাঃ প্রভূতাঃ অদ্রিদুগ্ধাঃ অদ্রিভির্গ্রাবভিরভিষুতাঃ চমূষদঃ চমূষু চমসেষবস্থিতাঃ ইন্দ্রপানাঃ ইন্দ্রস্য পানেন সুখকরাঃ। অতস্ত্বং তান্ ব্যশ্নুহি ব্যাপ্নুহি। ব্যাপ্য চ এষাং ত্বদীয়ানামিন্দ্রিয়াণাং কামম্ অভিলাষং তৈঃ তর্পয় পূরয়েতি যাবৎ। অথ অনন্তরং বসুদেয়ায় অস্মভ্যমভিমতধন প্রদানায় ত্বদীয়ং মনঃ কৃষ্ব কুরুষ ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, এই বহুল[৮০] সোমরস প্রস্তর দ্বারা অভিষুত ও চমস পাত্রে স্থাপিত ও আপনার পানের যোগ্য। ইহা আপনার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং আপনার অভিলাষ পরিতৃপ্ত করুন। অনন্তর আমাদিগকে অভিমত ধন প্রদানে মনোনিবেশ করুন।৯

অপামতিষ্ঠদ্ধরুণহ্বরং তমোঽন্তর্বৃত্রস্য জঠরেষু পর্বতঃ।
অভীমিন্দ্রো নদ্যো বব্রিণা হিতা বিশ্বা অনুষ্ঠাঃ প্রবণেষু জিঘ্নতে ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। অপাং বৃষ্ট্যুদকানাং ধরুণহ্বরম্। ধরুণ শব্দো ধারাবচনং।

৭৮। বুদ্ধি। ৭৯। স্থূল। ৮০। প্রভূত।

ধারানিরোধকং তমঃ অন্ধকারম্ অতিষ্ঠৎ। অয়মেবার্থঃ স্পষ্টীক্রিয়তে। **বৃত্রস্য** লোকত্রয়াবরিতুরস্যুরস্য জঠরেষু উদর প্রদেশেষু অন্তঃ মধ্যে পর্বতঃ **পর্ববান মেঘোঽভূৎ।** অতস্তমোরূপেণ বৃত্রেণ মেঘস্যাবৃতত্বাং বৃষ্ট্যুদকমপ্যাবৃতমিত্যুচ্যতে। ঈম্ ইমাঃ পূর্বোক্তাঃ নদ্যঃ নদীঃ অপঃ। নদনাৎ নদ্যঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা নদীশব্দেন আপ উচ্যন্তে। বব্রিণা আবরকেণ বৃত্রেণ হিতাঃ পিহিতাঃ বিশ্বাঃ ব্যাপিনীঃ অনুষ্ঠাঃ অনুক্রমেণ তিষ্ঠন্তীঃ এবং বিধা অপ ইন্দ্রঃ প্রবণেষু নিম্নেষু ভূপ্রদেশেষু অভি জিঘ্নতে আভিগময়তি ১০

মন্ত্রার্থ। পূর্বে বৃষ্টিধারা নিরোধক অন্ধকার বিদ্যমান ছিল। বৃত্রাসুরের জঠরমধ্যে পর্বমান্[৮১] মেঘরাশি লুক্কায়িত ছিল। অতএব তমোরূপ বৃত্রদ্বারা মেঘ আবৃত হওয়ায় বৃষ্টিজলও আবৃত ছিল। বৃত্রের দ্বারা নিহিত হইয়া যে সমস্ত জলরাশি ক্রমান্বয়ে অবস্থিত ছিল, ইন্দ্র সেই জলরাশি নিম্ন ভূপ্রদেশে প্রেরণ করেন।১০

স শেবৃধমধি ধা দ্যুম্নমস্মে মহি ক্ষত্রং জনাষালিন্দ্র তব্যম্।
রক্ষা চ নো মঘোনঃ পাহি সূরীন রায়ে চ নঃ স্বপত্যা ইষে ধাঃ ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র সঃ ত্বম্ অস্মে অস্মাসু দ্যুম্নং যশঃ অধি ধাঃ অধিনিধেহি। কীদৃশমিত্যাহ। শেবৃধম্। শং শমনম্। রোগাণাং শমনে সতি যৎ বর্ধতে তাদৃশম্। তথা মহি মহৎ জনাষাট্ শত্রুজনানামভিভবিতৃ তব্যং প্রবৃদ্ধং ক্ষত্রং বলং চ অধি ধা ইতি শেষঃ। কিংচ হে ইন্দ্র নঃ অস্মান্ মঘোনঃ ধনবতঃ কৃত্বা রক্ষ পালয়। সূরীন্ বিদুষোঽন্যানপি পাহি পালয়। তথা রায়ে ধনায় চ স্বপত্যৈ শোভন পুত্রযুক্তায় ইষে অন্নায় চ ন অস্মান্ ধা ধেহি স্থাপয় ॥১১

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আমাদিগকে বর্ধমান যশদান করুন, মহৎ শত্রু পরাজয়ী বা রোগনাশক বিপুল বলদান করুন। আমাদিগকে ধনবান করিয়া পালন করুন এবং অপরাপর সূরীগণকে[৮২] পালন করুন। আমাদিগকে শোভনীয় অপত্য, ধন ও অন্ন দান করুন।১১

৮১। স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত। ৮২। বিদ্বান্

পঞ্চ পঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি সব্য ও দেবতা ইন্দ্র।

দিবশ্চিদস্য বরিমা বি পপ্রথ ইন্দ্রং ন মহ্না পৃথিবী চন প্রতি।
ভীমস্তুবিষ্মাঞ্চর্ষণিভ্য আতপঃ শিশীতে বজ্রং তেজসে ন বংসগঃ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। অস্য ইন্দ্রস্য বরিমা উরুত্বং প্রাভবং দিবশ্চিং দ্যুলোকাদপি বি পপ্রথে বিস্তীর্ণং বভুব। পৃথিবী চন পৃথিব্যপি চ মহ্না মহিম্না ইন্দ্রং ন প্রতি ভবতি। ভূমিরপীন্দ্রস্য প্রতিনিধির্ন ভবতি। ততোঽপি স গরীয়ানিত্যর্থঃ। ভীমঃ শত্রুণাং ভয়ংকরঃ তুবিষ্মান্ প্রজ্ঞাবান্ বলবান্ বা চর্ষণিভ্যঃ মনুষ্যেভ্যঃ স্তোতৃভ্যস্তেষামর্থায় শত্রুণাম আতপঃ আ সমন্তাৎ তাপকারী। এবং বিধঃ স ইন্দ্র বজ্রং বর্জনশীলমায়ুধং তেজসে তৈক্ষ্ন্যায় শিশীতে তনূকরোতি তীক্ষ্ণীকরোতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বংসগঃ ন। বননীয়গতিমান্ বৃষভো যথা স্ব শৃঙ্গ যুদ্ধার্থং তীক্ষ্ণীকরোতি তদ্বৎ ॥১

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের প্রভাব দ্যুলোক অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। মহত্ত্বে পৃথিবী ও ইন্দ্রতুল্য হইতে পারে নাই। ইন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা গরীয়ান্। শত্রুগণের ভীতিপ্রদ ও বলশালী ইন্দ্রদেব স্তোতৃবৃন্দের হিতার্থ শত্রুগণকে বিদগ্ধ করেন। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত বৃষভ যেরূপ নিজ শৃঙ্গদ্বয় ঘর্ষণ করে, ইন্দ্রদেবও সেইরূপ তীক্ষ্ণতার জন্য বজ্র ঘর্ষণ করিতেছেন।১

সো অর্ণবো ন নদ্যঃ সমুদ্রিয়ঃ প্রতি গৃভ্ণাতি বিশ্রিতা বরীমভিঃ।
ইন্দ্র সোমস্য পীতয়ে বৃষায়তে সনাত্‌স যুধ্ম ওজসা পনস্পতে ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। সঃ ইন্দ্রঃ সমুদ্রিয়ঃ। সমুদ্রবন্ত্যস্মাদাপঃ ইতি সমুদ্রমন্তরিক্ষম্। তত্র ভবঃ সমুদ্রিয়ঃ। এবংভূত সন্ বরীমভিঃ স্বকীয়ৈঃ সংবরণৈঃ যদ্বা উরুত্বৈঃ বিশ্রিতাঃ ব্যাপ্তাঃ নদ্যঃ নদীঃ শব্দকারিণীঃ বৃত্রেণাবৃতা আপঃ অর্ণবো ন সমুদ্র ইব প্রতি গৃভ্ণাতি। স্বীকৃত্য ববর্ষেতি ভাবঃ। স চ ইন্দ্রঃ সোমস্য পীতয়ে পানায় বৃষায়তে বৃষ ইবাচরতি।

হর্ষযুক্তো বর্ততে ইত্যর্থঃ। তথা সঃ ইন্দ্রঃ যুধ্মঃ যোদ্ধা সনাৎ চিরাদেব যদ্বা সনাতনঃ। ওজসা বলকৃতেন বৃত্রবধাদিরূপেণ কর্মণা পনস্যতে পনঃ স্তোত্রমিচ্ছতি ॥২

মন্ত্রার্থ। অন্তরীক্ষব্যাপী ইন্দ্র সমুদ্রবৎ স্বীয় বিস্তীর্ণতা দ্বারা বহুব্যাপী জলরাশি গ্রহণ করেন। সোমপানার্থ তিনি বৃষের ন্যায় বেগে ধাবমান হন এবং সেই যোদ্ধা ইন্দ্র পুরাকাল হইতে বৃত্রবধাদি রূপ আপন বীরত্বের জন্য স্তোত্র কামনা করেন।২

ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং ন ভোজসে মহো নৃম্ণস্য ধর্মণামিরজ্যসি।
প্র বীর্যেণ দেবতাতি চেকিতে বিশ্বস্মা উগ্রঃ কর্মণে পুরোহিতঃ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বং ভোজসে ভোজনায় পর্বতং পর্ববন্তং মেঘং ন অকার্ষীঃ। ন হি হতো ভুঙ্‌ক্তে। ইন্দ্রো হি বর্ষণার্থ মেঘং বজ্রেণ হন্তি। তথা মহঃ মহতঃ নৃম্ণস্য ধনস্য ধর্মণাং ধারয়িতৃণাং কুবেরাদীনাম্ ইরজ্যসি ঈশিষে। ইরজ্যতিরৈশ্বর্যকর্মা। স ইন্দ্রঃ দেবতা বীর্যেণ অতি অতিশয়িত ইতি প্র চেকিতে প্রকর্ষেণাস্মাভির্জ্ঞাতো বভূব। স চ উগ্রঃ উদগূর্ণ ইন্দ্রঃ বিশ্বস্মৈ সর্বস্মৈ বৃত্রবধাদিরূপায় কর্মণে দেবৈঃ পুরোহিতঃ পুরস্তাদবস্থাপিতঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ হে ইন্দ্র, আপনি স্বীয় সম্ভোগার্থ পর্ববান মেঘসমূহ ভিন্ন করেন নাই, বর্ষণার্থ বজ্র দ্বারা মেঘসমূহ ভেদ করিয়াছেন। আপনি মহৎ, ধনপতি ও ধর্মধারক কুবেরাদির উপর প্রভুত্ব করেন। সেই ইন্দ্রদেব নিজ বীর্য্য দ্বারা বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছেন। উগ্র ইন্দ্রকে সমস্ত দেবগণ তাঁহার বৃত্রবধাদি কর্মের জন্য পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছেন।৩

স ইদ্বনে নমস্যুভির্বচস্যতে চারু জনেষু প্রব্রুবাণ ইন্দ্রিয়ম্।
বৃষা ছন্দুর্ভবতি হর্যতো বৃষা ক্ষেমেণ ধেনাং মঘবা যদিন্বতি ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। স ইৎ স এবেন্দ্রঃ বনে অরণ্যে নমস্যুভিঃ নমসা স্তোত্রেণ পূজয়িতৃভির্ঋষিভিঃ বচস্যতে বচ ইচ্ছন্ ক্রিয়তে স্তূয়তে ইত্যর্থঃ। যদ্বা বচঃ স্তোত্র-মাত্মন ইচ্ছতি। স চেন্দ্র আত্মীয়েষু জনেষু ইন্দ্রিয়ং স্ববীর্যং প্রব্রুবাণঃ প্রকটয়ন্ চারু বর্ততে। কিংচ সঃ বৃষা কামানাং বর্ষকঃ হর্যতঃ প্রেপ্সাবতো যিযক্ষতঃ ছন্দুঃ

উপচ্ছন্দয়িতা ভবতি। যিযক্ষতাং পুরুষাণাং যাগে রুচিমুৎপাদয়তীতি ভাবঃ। বৃষা হবিষাং বর্ষয়িতা। হবিপ্রদাতেত্যর্থঃ। মঘবা ধনবান। এবং ভূতো যজমানঃ ক্ষেমেণ ইন্দ্রকৃতেন রক্ষণেন যুক্তঃ সন্ যৎ যদা ধেনাং স্তুতিলক্ষণাং বাচম্ ইন্বতি প্রেরয়তি। তদানীং ছন্দুর্ভবতীতি পূর্বেণান্বয়ঃ। যদ্বা। মঘবা বৃষা ইন্দ্র ক্ষেমেণ ক্ষেমকরেণ মনসা ধেনাং যজমানৈঃ কৃতাং স্তুতিং যজ্জন্মাৎ ইন্বতি ব্যপ্নোতি। তস্মাদিতি যোজ্যম্ ॥৪

মন্ত্রার্থ। সেই ইন্দ্র অরণ্যে স্তুতিকারী ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত হন। তিনি আত্মীয় জনগণের মধ্যে স্ববীর্য প্রকটিত করিয়া চারুভাবে অবস্থিত থাকেন। যখন হব্যদাতা ধনবান্ যজমান ইন্দ্রকৃত ক্ষেম[৮৩] যুক্ত হইয়া স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করেন তখন অভীষ্ট বর্ষী ইন্দ্রদেব যজ্ঞকামীকে যজ্ঞরত করেন।

স ইন্মহানি সমিথানি মজ্‌মনা কৃণোতি যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ।
অধা চন শ্রদ্দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায় বজ্রং নিঘনিঘ্নতে বধম্ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। স ইৎ স এবেন্দ্রঃ যুধ্মঃ যোদ্ধা মহানি সমিথানি মহতঃ সংগ্রামান্ মজ্‌মনা সর্বস্য শোধকেন ওজসা বলেন কৃনোতি করোতি। কিমর্থম্। জনেভ্যঃ স্তোতৃজনার্থম্। যদা ইন্দ্রঃ বধঃ হননসাধনং বজ্রম্ আয়ুধং মেঘেষু নিঘনিঘ্নতে নিহন্তি অধ চন অনন্তরমেব ত্বিষীমতে দীপ্তিমতে ইন্দ্রায় সর্বে জনাঃ শ্রদ্ধধতি। শ্রৎ ইতি সত্যনাম। ইন্দ্রো বলবানিতি যদুচ্যতে তৎসত্যমেবেতি সর্বে প্রতিপদ্যন্তে ॥৫

মন্ত্রার্থ। সে যোদ্ধা ইন্দ্র, স্তোত্বৃন্দের নিমিত্ত সর্বশোধক বল দ্বারা মহৎ সংগ্রামে নিযুক্ত হন। যখন তিনি হনন সাধন বজ্রায়ুধ নিক্ষেপ করেন, তখন দীপ্তিমান ইন্দ্রদেবকে সকলে বলবান বলিয়া শ্রদ্ধা করেন।৫

স হি শ্রবস্যুঃ সদনানি কৃত্রিমা ক্ষ্ময়া বৃধান ওজসা বিনাশয়ন্।
জ্যোতীংষি কৃণ্বন্নবৃকাণি যজ্যবেঽব সুক্রতুঃ সর্তবা অপঃ সৃজৎ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। শ্রবস্যুঃ অন্নং যশো বাত্মন ইচ্ছন্ কৃত্রিমা কৃত্রিমাণি ক্রিয়য়া নির্বৃত্তানি সদনানি অসুরপুরাণি ওজসা বলেন বিনাশয়ন্ ক্ষ্ময়া ভূম্যা সমানং বৃধানঃ বর্ধনশীলঃ। যদ্বা।

৮৩। রক্ষণ।

ক্ষ্ময়া ইতি ওজোবিশেষণম্। শত্রুণামভিভবিত্রা বলেনেত্যর্থঃ। জ্যোতীংষি সূর্যাদীনি বৃত্রেণাবৃতানি অবৃকাণি বৃকেণাবরকেণ তেন রহিতানি কৃণ্বন্ কুর্বন্ সুক্রতুঃ শোভনকর্ম-সহিতঃ এবংবিধঃ সঃ খলু ইন্দ্রঃ যজ্যবে যষ্ট্রে যজমানায় তদর্থং সর্তবৈ সরণায় অপঃ বৃষ্টিলক্ষণাম্যুদকানি অব সৃজৎ। বৃষ্টিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। শোভনকর্ম ইন্দ্রদেব যশ কামনা করিয়া, সুনির্মিত অসুরপুর সমূহ সবলে বিধ্বংস করিয়া, পৃথিবীতুল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, সূর্যাদি জ্যোতিষ্ক সমূহকে আবরণমুক্ত করিয়া যজমানের উপকারার্থ বহনশীল বৃষ্টিজল দান করেন।৬

দানায় মনঃ সোমপাবন্নস্তু তেঽর্বাঞ্চা হরী বন্দনশ্রুদা কৃধি।
যমিষ্ঠাসঃ সারথয়ো য ইন্দ্র তে ন ত্বা কেতা আ দভ্নুবন্তি ভূর্ণয়ঃ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। হে সোমপাবন্ সোমস্য পাতরিন্দ্র তে ত্বদীয়ং মনঃ দানায় অস্মদভিমতফলপ্রদানায় অস্তু ভবতু। হে বন্দনশ্রুত্ বন্দনানাং স্তুতীনাং শ্রোতঃ হরী ত্বদীয়াবশ্বৌ অর্বাঞ্চা অস্মদ্যজ্ঞাভিমুখৌ আ কৃধি আভিমুখ্যেন কুরু। হে ইন্দ্র তে তব স্বভূতাঃ যে সারথয়ঃ সন্তি তে যমিষ্ঠাসঃ অতিশয়েন যন্তারঃ অশ্বনিয়মনকুশলা ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ কেতাঃ প্রাতিকূল্যজ্ঞাতারঃ ভূর্ণয়ঃ স্বকীয়াযুধাদীনাং ভর্তারঃ। যদ্বা। ভীতাস্তীক্ষ্ণাঃ শত্রবঃ ত্বা ত্বাং ন আ দভ্নুবন্তি ন হিংসন্তি ॥৭

মন্ত্রার্থ। হে সোমপায়ী ইন্দ্রদেব, আপনার মন আমাদের অভিমত ফলদানে নিযুক্ত হউক। হে স্তুতিপ্রিয়, আপনার হরি নামক অশ্বদ্বয়কে আমাদের যজ্ঞাভিমুখী করুন। হে ইন্দ্র। আপনার সারথিগণ অশ্ব নিয়মনে অতিশয় পটু। এইজন্য আপনার প্রতিকুলমনা শত্রুগণ সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ লইয়া আপনাকে পরাভূত করিতে পারে না।৭

অপ্রক্ষিতং বসু বিভর্ষি হস্তয়োরষাড়্হং সহস্তন্বি শ্রুতো দধে।
আবৃতাসোঽবতাসো ন কর্তৃভিস্তনূষু তে ক্রতব ইন্দ্র ভূরয়ঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র ত্বম্ অপ্রক্ষিতম্ প্রক্ষয়রহিতং বসু ধনং হস্তয়োঃ বিভর্ষি স্তোতৃভ্যো দাতুং ধারয়সি। তথা শ্রুতঃ প্রখ্যাতো ভবান্ তন্বি আত্মীয়ে শরীরে অষাড়্হং বধং কুর্বদ্ভির্বলকৃতৈঃ কর্মভিঃ আবৃতাসঃ আবৃতাঃ। বলকৃতানি সর্বাণি কর্মাণি এতস্য

শরীরমাবৃত্যাবতিষ্ঠন্তে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অবতাসো ন। অবতঃ ইতি কূপনাম। যথা কূপা জলোদ্ধরণায় প্রবৃত্তৈঃ প্রাণিভিঃরাব্রিয়ন্তে তদ্বৎ। যস্মাদেবং তস্মাৎ হে ইন্দ্র তে তব শরীরেষু ক্রতবঃ কর্মাণি ভূরয়ঃ বহুনি বিদ্যন্তে ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি স্তোতৃবৃন্দকে দানার্থ হস্তদ্বয়ে অক্ষয় ধনরাশি ধারণ করেন, আপনি প্রখ্যাত এবং স্বশরীরে অপরাজিত বল ধারণ করেন। কূপ সমূহ যেমন জল প্রার্থী জনগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, সেইরূপ আপনার অঙ্গ সমূদয় বীরত্বব্যঞ্জক কর্মসমূহ দ্বারা বেষ্টিত। আপনার শরীরে বহু কর্ম বিদ্যমান রহিয়াছে।৮

ষট্ পঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি সব্য ও দেবতা ইন্দ্র।

এষ প্র পূর্বীরব তস্য চম্রিষোঽত্যো ন যোষামুদয়ংস্ত ভূর্বণিঃ।
দক্ষং মহে পায়য়তে হিরণ্যয়ং রথমাবৃত্যা হরিযোগমৃভ্বসম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ভূর্বণিঃ অত্তা এষঃ ইন্দ্রঃ তস্য যজমানস্য পূর্বীঃ প্রভূতাঃ চম্রিষঃ চমূষু চমসেম্ববস্থিতাঃ সোমলক্ষণা ইষঃ প্র অব উদয়ংস্ত প্রকর্ষেণ পানার্থমুদ্ধরতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অত্যো ন যোষাম্। যথাশ্বো বড়বাং ক্রীড়ার্থমুপযচ্ছতি। স চেন্দ্রঃ হিরণ্যয়ং স্বর্ণময়ং হরিযোগং হরিভ্যাং যুক্তম্ ঋভ্বসম্ উরু ভাসমানং রথম্ আবৃত্য অবস্থাপ্য মহে মহতে বৃত্রবধাদিরূপায় কর্মণে দক্ষং প্রবৃদ্ধমাত্মানং সোমং পায়য়তে পানং কারয়তি ॥১

মন্ত্রার্থ। অশ্ব যেমন অশ্বীর দিকে বেগে ধাবমান হয় তদ্রূপ অত্তা[৮৪] ইন্দ্র যজমানের প্রভূত পাত্রস্থিত সোমপানার্থ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়াছেন। তিনি হিরণ্ময়[৮৫] অশ্বযুক্ত ও রশ্মিযুক্ত রথ থামাইয়া সোমপান করিতেছেন। তিনি বৃত্রবধাদি মহৎ কর্মে অতিশয় দক্ষ।১

৮৪। প্রভূত আহারী। ৮৫। স্বর্ণময়।

তং গূর্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সংচরণে সনিষ্যবঃ।
পতিং দক্ষস্য বিদথস্য নূ সহো গিরিং ন বেনা অধি রোহ তেজসা ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। গূর্তয়ঃ স্তোতারঃ নেমন্নিষঃ নমস্কারপূর্বং গচ্ছন্তঃ। যদ্বা নীতহবিষ্কাঃ পরিণসঃ পরিতো ব্যাপ্নুবন্তঃ এবংগুণ বিশিষ্টা যজমানাঃ তম্ ইন্দ্রং স্তুতিভিঃ অধিরোহন্তি স্তুবতে ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সনিষ্যবঃ সনিং ধনমাত্মন ইচ্ছন্তো বনিজো ধনার্থং সংচরণে সংচারে নিমিত্তভূতে সতি সমুদ্রং ন। যথা নাবা সমুদ্রমধিরোহন্তি এবং স্তোতারোঽপি স্বাভিমতধনলাভায়েন্দ্রং স্তুবন্তীতি ভাবঃ। হে স্তোতস্ত্বং চ দক্ষস্য প্রবৃদ্ধস্য বিদথস্য যজ্ঞস্য পতিং পালয়িতারং সহ সহস্বন্তং বলবন্তমিন্দ্রং তেজসা দেবতা প্রকাশকেন স্তোত্রেণ নু ক্ষিপ্রম্ অধি রোহ স্তুহীতি যাবৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বেনাঃ কান্তাঃ স্ত্রিয়ঃ গিরিং ন। যথা পর্বতং স্বাভিমতপুষ্পোপচয়ার্থমধিরোহন্তি ॥২

মন্ত্রার্থ। ধনার্থী বণিকগণ যেমন চারিদিকে সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ হব্যবাহী স্তোতৃবৃন্দ স্বাভিমত ধনলাভার্থ সেই ইন্দ্রকে চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। যেমন নারীগণ অভিলষিত পুষ্প চয়নার্থ পর্বত আরোহণ করে, হে স্তোতা তুমিও সেইরূপ প্রবৃদ্ধ যজ্ঞপালক বলবান ইন্দ্রের নিকট দেবতা প্রকাশক স্তোত্র সহ শীঘ্র আরোহণ করো।২

স তুর্বণির্মহাঁ অরেণু পৌংস্যে গিরেভৃষ্টির্ন ভ্রাজতে তুজা শবঃ।
যেন শুষ্ণং মায়িনমায়সো মদে দুধ্র আভূষু রাময়ন্নি দামনি ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। সঃ ইন্দ্রঃ তুর্বণিঃ শত্রুণাং হিংসিতা ক্ষিপ্রকারী বা। 'তুর্বণিস্তূর্ণবনি' (নিরু. ৬ ১৪) ইতি যাস্কঃ। তূর্ণসংভজন ইতি তস্যার্থঃ। মহান্ প্রবৃদ্ধশ্চ ভবতি। তস্যেন্দ্রস্য শবঃ বলং পৌংস্যে বীরৈঃ পুরুষৈঃ কর্তব্যে সংগ্রামে অরেণু অনবদ্যং তুজা শত্রুণাং হিংসকং সৎ ভ্রাজতে দীপ্যতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গিরেঃ পর্বতস্য ভৃষ্টির্ন শৃঙ্গমিব। তদ্যথোন্নতং সন্দীপ্যতে তদ্বৎ। আযসঃ অযোময়কবচযুক্তদেহঃ দুধ্রঃ দুষ্টানাং শত্রুণাং ধর্তাবস্থাপয়িতা এবংভূত ইন্দ্রঃ মদে সোমপানেন হর্ষে সতি যেন বলেন শুষ্ণং সর্বস্য শোষকমসুরং মায়িনং মায়াবিনম্ আভূষু কারাগৃহেষু দামনি বন্ধকে নিগড়ে নি রময়ৎ ন্যবাসয়ৎ। তদ্বলমিতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রদেব মহৎ ও শত্রুদমনে ক্ষিপ্রকারী। সেই ইন্দ্রের অনবদ্য ও শত্রুবিনাশক

বল পুরুযোচিত সংগ্রামে গিরিশৃঙ্গবৎ দীপ্তিমান হয়। দুষ্ট দমনকারী ও লৌহকবচাবৃত ইন্দ্রদেব সোমপানে হৃষ্ট হইয়া সেই বল দ্বারা মায়াবী অসুর শুষ্ণকে কারাগৃহে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।৩

দেবী যদি তবিষী ত্বাবৃধোতয় ইন্দ্রং সিষক্ত্যুষসং ন সূর্যঃ।
যো ধৃষ্ণুনা শবসা বাধতে তম ইয়র্তি রেণুং বৃহদর্হরিষ্বণিঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। যঃ ইন্দ্রঃ ধৃষ্ণুনা ধর্ষকেন শবসা বলেন তমঃ তমোরূপং বৃত্রাদিমসুরং বাধতে হিনস্তি উতয়ে রক্ষণায় ত্বাবৃধা ত্বয়া স্তোত্রা বর্ধিতং তম্ ন্দ্রং দেবী তবিষী দ্যোতমানং বলং যদি যদা সিষক্তি সমবৈতি। সেবতে ইতি যাস্কঃ (নিরু. ৩. ২১)। সূর্যঃ উষসং ন যথোযোদেবতাং সেবতে নিত্যং তৎ সংবন্ধো ভবতীত্যর্থঃ। তদানীম্ অর্হরিষ্বণিঃ। গচ্ছন্তো হরন্তীতি অর্হরয় শত্রবঃ। তেষাং ব্যথোৎপাদনেন স্বনয়িতা শব্দয়িতা ইন্দ্রঃ রেণুং রেষণং হিংসনং বৃহৎ প্রভূতম্ ইয়র্তি শত্রূন্ গময়তি॥৪

মন্ত্রার্থ। যেমন সূর্য্যদেব উষাকে সেবা করেন, নিত্য তৎসহ সম্বন্ধ হন, তদ্রূপ দীপ্তিমান বল আপনার রক্ষণার্থ আপনার স্তোত্র দ্বারা বর্ধিত ইন্দ্রের সেবা করে। সেই ইন্দ্র, শত্রুধর্ষক বলদ্বারা পরাভবকারী তমোরূপ বৃত্রাদি অসুরকে দমন করেন এবং ব্যথা উৎপাদন দ্বারা শত্রুগণকে ক্রন্দন করাইয়া বিশেষরূপে ধ্বংস করেন।

বি যত্তিরো ধরুণমচ্যুতং রজোঽতিষ্ঠিপো দিব আতাসু বর্হণা।
স্বর্মীড়হে যন্মদ ইন্দ্র হর্ষ্যাহন্বৃত্রং নিরপামৌজো অর্ণবম্ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। যৎ যদা তিরঃ বৃত্রেণ তিরোহিতং ধরুণং সর্বস্য প্রাণিজাতস্য ধারকম্ অচ্যুতং বিনাশরহিতং রজঃ উদকং দিবঃ দ্যুলোকাৎ আতাসু। আতা ইতি দিঙ্নাম। আতাসু বিস্তৃতাসু দিক্ষু হে ইন্দ্র বর্হণা হন্তা ত্বং বি অতিষ্ঠিপঃ বিবিধং স্থাপয়াংচকৃষে। তথা যৎ যদা স্বর্মীড়হে। মীড়হম্ ইতি ধন নাম। স্বঃ সুষ্ঠু গন্তব্যং মীড়হং ধনং যস্মিন্ তস্মিন্ সংগ্রামে মদে তব সোমপানেন হর্ষে সতি হর্ষাহৃষ্টয়া শক্ত্যা বৃত্রম্ আবরকমসুরম্ অহন্ ত্বমবধীঃ। তদানীম্ অপাং পূর্ণম্ অর্ণবং মেঘং নি ঔজঃ বর্ষণাভিমুখমধোমুখমকার্বীঃ। বৃষ্টেরাবরকং বৃত্রং হত্বা বৃষ্টিজলেন ভূমিং সমসৈক্ষীরিতি তাৎপর্যার্থঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে শত্রুহন্তা ইন্দ্র! আপনি যখন বৃত্রকর্তৃক অবরুদ্ধ, প্রাণধারক ও বিনাশরহিত উদকরাশি দ্যুলোক হইতে সর্বদিকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তখন আপনি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া সংগ্রামে বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন এবং জলপূর্ণ অর্ণববৎ মেঘসমূহকে জল বর্ষনার্থ অধোমুখী করিয়াছিলেন।৫

ত্বং দিবো ধরুণং ধিষ ওজসা পৃথিব্যা ইন্দ্র সদনেষু মাহিনঃ
ত্বং সুতস্য মদে অরিণা অপো বি বৃত্রস্য সময়া পাষ্যারুজঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র মাহিনঃ প্রবৃদ্ধঃ ত্বং দিবঃ দ্যুলোকাৎ পৃথিব্যাঃ সদনেষু প্রদেশেষু ওজসা বলেন ধরুণং সর্বস্য জগতো ধারকং বৃষ্টিজলং ধিষে দধিষে স্থাপয়সি। যস্মাৎ ত্বং সুতস্য সোমস্য পানেন মদে হর্ষে সতি অপঃ জলানি অরিণাঃ মেঘাৎ নিরগময়ঃ। বৃত্রস্য আবরকং বৃত্রং চ সময়া ধৃষ্টয়া পাষ্যা শিলয়া যদ্বা শক্ত্যা বি অরুজঃ বিশেষেণামাঙ্ক্ষীঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনি মহৎ। আপনি স্বীয়বলে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীর প্রদেশসমূহে প্রাণধারক বৃষ্টিজল বর্ষণ করিয়াছেন। আপনি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া শিলা (বা শক্তি) দ্বারা জলাবরক বৃত্রাসুরকে বিনাশ পূর্বক মেঘ হইতে জলরাশি নির্গত করিয়াছেন।৬

সপ্ত পঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি সব্য ও দেবতা ইন্দ্র।

প্র মংহিষ্ঠায় বৃহতে বৃহদ্রয়ে সত্যশুষ্মায় তবসে মতিং ভরে।
অপামিব প্রবণে যস্য দুর্ধরং রাধো বিশ্বায়ু শবসে অপাবৃতম্ ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। মংহিষ্ঠায়। মংহতির্দানকর্মেতি যাস্কঃ (নিরু ১।৭)। দাতৃতমায় বৃহতে গুণৈর্মহতে বৃহদ্রয়ে মহাধনায় সত্যশুষ্মায় অবিতথবলায় তবসে আকারতঃ প্রবৃদ্ধায় এবংগুণবিশিষ্টায়েন্দ্রায় মতিং মননীয়াং স্তুতিং প্র ভরে প্রকর্ষেণ সংপাদয়ামি।

যস্য ইন্দ্রস্য বলং দুর্ধরম্ অন্যৈর্ধর্তুমশক্যম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ। প্রবণে নিম্নপ্রদেশে অপামিব। যথা জলানাং বেগঃ কেনাপ্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যতে তদ্বৎ। তথা রাধঃ ধনং বিশ্বায়ু সর্বেষু ব্যাপ্তং শবসে স্তোতৃণাং বলায় যেনেন্দ্রেণ অপাবৃতম্ অপগতাবরণং ক্রিয়তে তস্মৈন্দ্রস্যেতি পূর্বেণ সংবন্ধঃ ॥১

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র অতিশয় দানশীল ও মহৎ, তিনি প্রভূত ধনযুক্ত ও অমোঘ বলসম্পন্ন এবং বিশাল দেহবিশিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশে আমি মননীয় স্তুতি সম্পাদন করিতেছি। যেমন জলের বেগ নিম্নপ্রদেশাভিমুখে কেহ ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ ইন্দ্রের বল কেহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি স্তোতৃবৃন্দের বলবৃদ্ধির জন্য সর্বব্যাপী সম্পদ প্রকাশ করেন।১

অধ তে বিশ্বমনু হাসদিষ্টয় আপো নিম্নেব সবনা হবিষ্মতঃ।
যৎ পর্বতে ন সমশীত হর্যত ইন্দ্রস্য বজ্রঃ শ্নথিতা হিরণ্যয়ঃ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অধ হ অনন্তরমেব হে ইন্দ্র বিশ্বং সর্বমিদং জগৎ তে তব সংবন্ধিনে ইষ্টয়ে যাগায় অনু অসৎ অন্বভবৎ। যদ্বা। ইষ্টয়ে হবিরাদিভিস্তব প্রাপ্তয়ে ইতি যোজ্যম্। হবিষ্মতঃ যজমানস্য সবনা সবনানি যজ্ঞজাতানি নিম্নেব নিম্নানি ভূস্থলানি আপঃ ইব ত্বাং সংভজন্তে ইতি শেষঃ। হর্যতঃ শত্রুবধং প্রেপ্সতঃ ইন্দ্রস্য। 'হর্যতি প্রেপ্সাকর্মা। (নিরু ৭।১৭) ইতি যাস্কঃ। যদ্বা হর্যতঃ শোভনঃ। হিরণ্ময়ঃ হিরন্ময়ঃ শ্নথিতা শত্রুণাং হিংসনশীলঃ বজ্রঃ পর্বতে পর্ববতি শিলোচ্চয়ে বৃত্রে বা যৎ যদা ন সমশীত সংসুপ্তো নাভবৎ। কিংতু জাগরিতঃ সন্নবধীদিত্যর্থঃ। যদেন্দ্রেণ প্রেরিতো বজ্রঃ অপ্রতিহতঃ সন্ বৃত্রমবধীত্তদাপ্রভৃত্যেব তং যষ্টুং সর্বে যজমানাঃ প্রাবর্তিষতেতি ভাবঃ ॥২

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, এই বিশ্বজগৎ আপনার যজ্ঞসাধনে রত ছিল। যেমন জল স্বতঃই নিম্নপ্রদেশে প্রবাহিত হয়, হব্যদাতাদের অভিযুত সোমরসসমূহ তদ্রূপ আপনার অভিমুখী হইয়াছিল। আপনার শোভনীয়, হিরণ্ময় ও হননশীল বজ্র পর্বতে সুষুপ্ত ছিল না, জাগরিত থাকিয়া শত্রুবধে ব্যাপৃত ছিল।২

অস্মৈ ভীমায় নমসা সমধ্বর উষো ন শুভ্র আ ভরা পনীয়সে।
যস্য ধাম শ্রবসে নামেন্দ্রিয়ং জ্যোতিরকারি হরিতো নায়সে ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। হে উষঃ উষোদেবতে শুভ্রে শোভনে ত্বং ভীমায় শত্রুণাং ভয়ংকরায়

পনীয়সে অতিশয়েন স্তোতব্যায় অস্মৈ ইন্দ্রায় অধ্বরে হিংসারহিতেঽস্মিন্যাগে। ন ইতি সংপ্রত্যর্থে। তথা চ যাস্কঃ—'অস্ত্যপমার্থস্য সংপ্রত্যর্থে প্রয়োগ ইহেব নিধেহি' (নিরু ৭।৩১) ইতি। সংপ্রতীদানীং নমসা নমো হবির্লক্ষণমন্নং সম্ আ ভর সম্যক্ সংপাদয়। ধাম সর্বস্য ধারকং নাম স্তোতৃষু নমনশীলং প্রসিদ্ধং বা ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রত্বস্য পরমৈশ্বর্যস্য লিঙ্গং যস্য ইন্দ্রস্য এবংবিধং জ্যোতিঃ শ্রবসে অন্নায় হবির্লক্ষণান্নলাভার্থম্ অয়সে ইতস্ততো গমনায় অকারি ক্রিয়তে। হরিতো ন। যথাশ্বান্সাদিনঃ স্বাভিলাষিতদেশং গময়ন্তি তদ্বদিন্দ্রোঽপি স্বাভিমত হবির্লাভায় স্বকীয়ং তেজো গময়তীতি ভাবঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। হে শুভ্র উষা, শত্রুগণের নিকট ভয়ংকর ও অতিশয় স্তুতিভাজন ইন্দ্রকে হিংসা রহিত এই যজ্ঞে এক্ষণে যজ্ঞান্ন প্রদান করুন। তাঁহার সর্বধারক, সুপ্রসিদ্ধ ও ইন্দ্রত্ব ব্যঞ্জক[৮৬] জ্যোতিঃ, অশ্ববৎ তাঁহাকে যজ্ঞান্ন লাভের জন্য ইতস্ততঃ বহন করিতেছে।৩

ইমে ত ইন্দ্র তে বয়ং পুরুষ্টুত যে ত্বারভ্য চরামসি প্রভূবসো।
নহি ত্বদন্যো গির্বণো গিরঃ সঘৎক্ষোণীরিব প্রতি নো হর্য তদ্বচঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র প্রভূবসো প্রভূতধন অত এব পুরুষ্টুত পুরুভির্বহুভির্যজমানৈঃ স্তুত যে চ বয়ং ত্বা ত্বাম্ আরভ্য আশ্রয়তযাবলম্ব্য চরামসি চরামো যাগে বর্তামহে তে ইমে বয়ং তে তব স্বভূতাঃ। হে গির্বণঃ গীর্ভির্বননীয়েন্দ্র ত্বদন্যঃ ত্বত্তোঽন্যঃ কশ্চিদপি গিরঃ স্তুতীঃ নহি সঘৎ নহি প্রাপ্নোতি। অতস্ত্বং নঃ অস্মাকং তৎ স্তুতিলক্ষণং বচঃ প্রতি হর্য কাময়স্ব। ক্ষোণীরিব। যথা ক্ষোণী পৃথিবী স্বকীয়ানি ভূতজাতানি কাময়তে ॥৪

মন্ত্রার্থ। হে প্রভূতধনশালী এবং বহু যজমান কর্তৃক স্তুত ইন্দ্র, আমরা আপনাকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছি, আমরা আপনারই আশ্রিত। হে স্তবনীয় দেব, আপনি ব্যতীত অন্য কেহ স্তুতি প্রাপ্ত হন না। পৃথিবী যেমন স্বকীয় ভূতজাতকে ধারণ করেন আপনিও তদ্রূপ আমাদের স্তুতিবাক্য গ্রহণ করুন।৪

ভূরি ত ইন্দ্র বীর্যং তব স্মস্যস্য স্তোতুর্মঘবন্কামমা পৃণ।
অনু তে দ্যৌর্বৃহতী বীর্যং মম ইয়ং চ তে পৃথিবী নেম ওজসে ॥৫

৮৬। পরমৈশ্বর্য-চিহ্নযুক্ত।

সায়ণ-ভাষ্য। হে ইন্দ্র তে তব বীর্যং সামর্থ্যং ভূরি বহু। ন কেনাপ্যবচ্ছেত্তুং শক্যতে। তাদৃশস্য তব বয়ং স্মসি স্বভূতা ভবামঃ। হে মঘবন্ অস্য স্তোতুঃ ত্বাং স্তুবতো যজমানস্য কামম্ অভিলাষম্ আ পৃণ আপূরয়। বৃহতী দৌঃ মহান্ দ্যুলোকোঽপি তে তব বীর্যম্ অনু মমে অন্বমংস্ত। ইন্দ্রেণ সহাবস্থানাং ইয়ং চ ইয়মপি পৃথিবী তে তব ওজসে বলায় নেমে প্রহ্বীবভূব। ত্বদ্বলাদ্ভীতা সতী অধ এব বর্ততে ইতি ভাবঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে ইন্দ্র, আপনার বীর্য বহুল। আমরা আপনারই আশ্রিত। হে মঘবন্ আপনার স্তবকারী এই যজমানের অভিলাষ পূর্ণ করুন। মহান দ্যুলোকও আপনার বীর্য স্বীকার করিয়াছে এবং পৃথিবীও আপনার বলে নত হইয়াছে।৫

ত্বং তমিন্দ্র পর্বতং মহামুরুং বজ্রেণ বজ্রিন্পর্বশশ্চকর্তিথ।
অবাসৃজো নিবৃতাঃ সর্তবা অপঃ সত্রা বিশ্বং দধিষে কেবলং সহঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। হে বজ্রিন্ বজ্রবন্ ইন্দ্র ত্বং তং প্রসিদ্ধং মহাম্ আয়ামতো মহান্তম্ উরুং বিস্তীর্ণং পর্বতং পর্ববন্তং মেঘং বৃত্রাসুরং বা বজ্রেণ আয়ুধেন পর্বশঃ পর্বণি পর্বণি চকর্তিথ শকলী চ কৃষে। তেন মেঘেন নিবৃতাঃ আবৃতাঃ অপঃ সর্তবৈ সরণায় গমনায় অবাসৃজঃ অবাঙ্মুখমস্রাক্ষীঃ। অতস্ত্বমেব কেবলং বিশ্বং ব্যাপ্তং সহঃ বলং দধিষে ধারয়সি নান্যঃ কশ্চিদিতি যদেতৎ তৎ সত্রা সত্যমেব। সত্রা ইতি সত্যনাম, 'সত্রা ইত্থা' (নি ৩।১০।৩) ইতি তন্নামসু পাঠাৎ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে বজ্রী ইন্দ্র, আপনি যে বিস্তীর্ণ মেঘকে বজ্র দ্বারা পর্বে পর্বে ছিন্ন করিয়াছেন, সেই মেঘ দ্বারা আবৃত জল রাশিকে নিম্নমুখে প্রবাহিত হইবার জন্য আপনি বিমুক্ত করিয়াছেন। আপনিই একমাত্র বিশ্বব্যাপী বলধারণ করেন, অন্য কেহ নহে।৬

অষ্টপঞ্চাশ সূক্ত

ইহার ঋষি গৌতম নোধা ও দেবতা ইন্দ্র।

নূ চিৎসহোজা অমৃতো নি তুন্দতে হোতা যদ্দূতো অভবদ্বিবস্বতঃ।
বি সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভী রজো মম আ দেবতাতা হবিষা বিবাসতি ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। সহোজা সহসা বলেন জাতঃ। অগ্নির্হি বলেন মথ্যমানোঽরণ্যোঃ সকাশাৎ জায়তে। অমৃতঃ মরণরহিতঃ। এবংভূতোঽগ্নিঃ নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব নি তুন্দতে নিতরাং ব্যথয়তি। উৎপন্নমাত্রস্যাগ্নেঃ স্প্রষ্টুমশক্যত্বাৎ। যদ্বা নির্গচ্ছতি। তুন্দতির্গত্যর্থঃ সৌত্রো ধাতুঃ। যৎ যদা হোতা দেবানামাহ্বাতা হোম নিষ্পাদকো বায়মগ্নিঃ বিবস্বতঃ পরিচরতো যজমানস্য দেবান্ প্রতি হবির্বহনায় দূতঃ অভবৎ হবির্বহনে নিযুক্তো ভবতি তদানীং সাধিষ্ঠেভিঃ সমীচিনৈঃ পথিভিঃ মার্গৈর্গচ্ছন রজঃ অন্তরিক্ষলোকং বি মমে নির্মমে। পূর্বং বিদ্যমানমপ্যন্তরিক্ষম্ অসৎকল্পমভূৎ। ইদানীং তস্য তেজসা প্রকাশমানং সৎ উৎপন্নমিব দৃশ্যতে। কিংচ। দেবতাতা ইতি যজ্ঞনাম। দেবতাতা দেবতাতৌ যজ্ঞে হবিষা চরুপুরোডাশাদিলক্ষণেন দেবান আ বিবাসতি পরিচরতি ॥১

মন্ত্রার্থ। বলপূর্বক ঘর্ষণদ্বারা কাষ্ঠদ্বয় হইতে উৎপন্ন মরণরহিত অগ্নি শীঘ্র ব্যথা দান করেন, অগ্নিকে স্পর্শ করা যায় না। দেবগণের আহ্বানকারী বা হোমনিষ্পাদক অগ্নি যখন যজমানের হব্যবাহক দূত হইয়াছিলেন, তখন সমীচীন মার্গে গমন করিয়া অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেন। অন্তরীক্ষ পূর্বে বিদ্যমান থাকিলেও অন্ধকারে সমাবৃত হওয়ায় অপ্রকাশ ছিল। ইদানীং অন্তরীক্ষ অগ্নিতেজে প্রকাশমান হইয়া যেন নূতন সৃষ্টিরূপে পরিদৃষ্ট হইল। যজ্ঞে হব্য দ্বারা অগ্নি দেবগণের পরিচর্যা করেন।১

আ স্বমদ্ম যুবমানো অজরস্তৃষ্ববিষ্যন্নতসেষু তিষ্ঠতি।
অত্যো ন পৃষ্ঠং প্রুষিতস্য রোচতে দিবো ন সানু স্তনয়ন্নচিক্রদৎ ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অজরঃ জরারহিতোঽয়মগ্নিঃ স্বং স্বকীয়ম্ অদ্ম অদনীয়ং তৃণগুল্মাদিকং যুবমানঃ স্বকীয়জ্বালয়া সংমিশ্রয়ন্ তদনন্তরং চ অবিষ্যন্ ভক্ষয়ংশ্চ। অবিষ্যন্ ইত্যেতৎ

অত্তিকর্মসু পঠিতম্ (নি।২।৮।৬)। এবংভূতোঽগ্নিঃ তৃষু ক্ষিপ্রমেব অতসেষু প্রভূতেষু কাষ্ঠেষু আ তিষ্ঠতি আরোহতি। অত্র অতসশব্দঃ কাষ্ঠবাচী, 'অতসং ন শুষ্কম্ (ঋ. স ৪।৪।৪) ইতি দর্শনাৎ। প্রষিতস্য দগ্ধু মিতস্ততঃ প্রবৃত্তস্যাগ্নেঃ পৃষ্ঠম্ উপর্যবস্থিতং জ্বালা-জালম্ অত্যো ন রোচতে। যথা সততগমনশীলঃ অশ্বঃ ইতস্ততো গচ্ছন্ শোভতে এবমগ্নের্জ্বালাপি সর্বত্র গচ্ছন্তী শোভতে ইতি ভাবঃ। তদানীং দিবঃ দ্যুলোকস্য সংবন্ধি সানু সমুচ্ছ্রিতমভ্রং স্তনয়ন্ ন শব্দয়ন্নিব অচিক্রদৎ গম্ভীরং শব্দম্ আত্মানমচীকরৎ ॥২

মন্ত্রার্থ। অজর[৮৭] অগ্নি তৃণগুল্মাদিরূপ আপন খাদ্য স্বীয় জ্বালা দ্বারা সম্যকরূপে মিশ্রিত ও ভক্ষণ পূর্বক শীঘ্রই কাষ্ঠে আরোহণ করেন। দহনার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী অগ্নির উপরিস্থিত জ্বালাজাল সততগমনশীল অশ্ববৎ শোভা পাইতেছে এবং দ্যুলোকে সমুচ্ছ্রিত অভ্রবৎ[৮৮] গম্ভীর নিনাদ করিতেছে ।২

ক্রাণা রুদ্রেভির্বসুভিঃ পুরোহিতো হোতা নিষত্তো রয়িষালমর্ত্যঃ।
রথো ন বিক্ষৃঞ্জসান আয়ুষু ব্যানুষগ্বার্যা দেব ঋণ্বতি ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। ক্রাণা হবির্বহনং কুর্বাণঃ রুদ্রেভিঃ রুদ্রৈঃ বসুভিঃ চ পুরোহিতঃ পুরস্কৃতঃ হোতা দেবানামাহ্বাতা নিষত্তঃ হবিঃ স্বীকরণায় দেবযজনে নিষণ্ণঃ রয়িষাট় রয়ীণাং শত্রুধনানামভিভবিতা অমর্ত্যঃ মরণরহিতঃ। এবংভূতঃ দেবঃ দ্যোতমানোঽগ্নিঃ বিক্ষু প্রজাসু লৌকিকজনেষু রথো ন রথ ইব আয়ুষু যজমানলক্ষণেষু মনুষ্যেষু ঋঞ্জসানঃ স্তূয়মানঃ বার্যা বার্যাণি সংভজনীয়ানি ধনানি আনুষক্ আনুষক্তং যথা ভবতি তথা বি ঋণ্বতি বিশেষেণ প্রাপয়তি। যদ্বা, বার্যাণি বরণীয়ানি হবীংষি স্বয়ং প্রাপ্নোতি ॥৩

মন্ত্রার্থ। অগ্নি হব্য বহন করেন এবং রুদ্রগণ ও বসুগণের পুরোভাগে বিরাজিত থাকেন। তিনি অমর্ত্য[৮৯] ও দেবগণের আহ্বাতা। তিনি হব্যগ্রহণার্থ দেবযজনে উপস্থিত থাকেন এবং শত্রুধন জয় করেন। তিনি দ্যুতিমান ও যজমানগণের স্তুতিলাভান্তে রথবৎ গমনপূর্বক প্রজাদিগের গৃহে বারবার কাম্যধন দান করেন ।৩

বি বাতজুতো অতসেষু তিষ্ঠতে বৃথা জুহূভিঃ সৃণ্যা তুবিষ্বণিঃ।
তৃষু যদগ্নে বনিনো বৃষায়সে কৃষ্ণং ত এম রুশদূর্মে অজরঃ ॥৪

৮৭। জরারহিত। ৮৮। মেঘবৎ। ৮৯। মরণরহিত।

সায়ণ-ভাষ্য। বাতজুতঃ বায়ুনা প্রেরিতঃ তুবিষ্বণিঃ মহাস্বনঃ এবংভূতোঽগ্নিঃ জুহূভিঃ স্বকীয়াভিঃ জিহ্বাভিঃ সৃণ্যা সরণশীলেন তেজঃ সমূহেন চ যুক্তঃ সন্। বৃথা ইতি অনায়াসবচনঃ। বৃথা অনায়াসেনৈব অতসেষু উন্নতেষু বৃক্ষেষু বি তিষ্ঠতে বিশেষেণ তিষ্ঠতি। হে অগ্নে যৎ যদা বনিনঃ বনসংবন্ধান্ বৃক্ষান্ দগ্ধুং বৃযায়সে বৃষবদাচরসি দহসীত্যর্থঃ। হে রুশদূর্মে দীপ্তজাল অজর জরারহিতাগ্নে তে তব এম গমনমার্গঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণো ভবতি ॥৪

মন্ত্রার্থ। বায়ুপ্রেরিত অগ্নিদেব, মহাশব্দের সহিত এবং জ্বলন্তজিহ্বা ও প্রসারিত তেজের সহিত অনায়াসে উন্নত বৃক্ষসমূহে অবস্থান করেন। হে অগ্নি, যখন আপনি বনবৃক্ষসমূহ শীঘ্র দগ্ধ করিতে বৃষবৎ ধাবমান হন, হে দীপ্তজাল অজর অগ্নি, তখন আপনার গমনমার্গ কৃষ্ণবর্ণ হয় ।৪

তপুর্জম্ভো বন আ বাতচোদিতো যূথে ন সাহ্বাঁ অববাতি বংসগঃ।
অভিব্রজন্নক্ষিতং পাজসা রজঃ স্থাতুশ্চরথং ভয়তে পতত্রিণঃ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। তপুর্জম্ভঃ। তপূংষি জ্বালা এব জম্ভা আয়ুধানি মুখানি বা যস্য স তথোক্তঃ। বাতচোদিতঃ বায়ুনা প্রেরিতঃ। এবংভূতোঽগ্নিঃ যূথে জ্বালাসমূহে সতি অক্ষিতম্ অক্ষীণং রজঃ আর্দ্রবৃক্ষান্তর্গতমুদকং পাজসা তেজোবলেন অভিব্রজন্ আভিমুখ্যেন গচ্ছন্ বনে অরণ্যে সাহ্বান্ সর্বমভিভবন্ আ আভিমুখ্যেন অব বাতি ব্যাপ্নোতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বংসগঃ ন। যথা বননীয়গতিঃ বৃষঃ গোযূথে সর্বমভিভবন্ বর্ততে তদ্বৎ। যস্মাদেবং তস্মাৎ পতত্রিণঃ পতনবতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ স্থাতুঃ স্থাবরং চরথং জঙ্গমং চ ভয়তে বিভেতি ॥৫

মন্ত্রার্থ। অগ্নি বায়ুপ্রেরিত ও জ্বালামুখী হইয়া তেজ ও বলদ্বারা আর্দ্রবৃক্ষের অন্তর্গত অক্ষীণ উদক[৯০] আক্রমণ করে। গোযূথের মধ্যে ধাবমান বৃষভ যেমন সমস্ত গাভীকে অভিভব করিয়া থাকে, তদ্রূপ অগ্নি অরণ্যে চারিদিকে পরিব্যপ্ত হন। সেইজন্য স্থাবর ও জঙ্গম সকলেই সর্বত্র বিচরণশীল অগ্নিকে ভয় করে ।৫

দধুষ্ট্বা ভৃগবো মানুষেষ্বা রয়িং ন চারুং সুহবং জনেভ্যঃ।
হোতারমগ্নে অতিথিং বরেণ্যং মিত্রং ন শেবং দিব্যায় জন্মনে ॥৬

৯০। অশোষিত বৃক্ষরস।

সায়ণ-ভাষ্য। হে অগ্নে ত্বা ত্বাং মানুষেষু মনুষ্যেষু মধ্যে ভৃগবঃ এতৎসংজ্ঞা মহর্ষয়ঃ দিব্যায় জন্মনে দেবত্বপ্রাপ্তয়ে চারুং রয়িং ন শোভনং ধনমিব আ দধুঃ আধানসংভারেষু মন্ত্রৈঃ স্থাপনেন সমস্কুর্বন্। কীদৃশং ত্বাম্। জনেভ্যঃ সুহবং যজমানার্থমাহ্বাতুং সুশকং হোতারং দেবানামাহ্বাতারং অতিথিম্ অতিথিবৎ পূজ্যম্। যদ্বা। দেবযজনদেশেষু সততং গন্তারম্। বরেণ্যং বরণীয়ং মিত্রম্ ন শেবম্। যথা সখা সুখকরো ভবতি তদ্বং সুখকরমিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি মনুষ্যগণের মধ্যে ভৃগুগণ দেবত্ব প্রাপ্তির জন্য আপনাকে শোভনীয় ধনবৎ ধারণ করিয়াছিলেন। আপনি সহজে যজমানের আহ্বান শ্রবণ করেন ও দেবগণের আহ্বাতা হন। আপনি যজ্ঞস্থলে অতিথিস্বরূপ ও বরণীয় মিত্রবৎ সুখদাতা।

হোতারং সপ্ত জুহ্বো যজিষ্ঠং যং বাঘতো বৃণতে অধ্বরেষু।
অগ্নিং বিশ্বেষামরতিং বসূনাং সপর্যামি প্রয়সা যামি রত্নম্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। সপ্ত সপ্তসংখ্যাকাঃ জুহ্বঃ হোতারঃ বাঘতঃ ঋত্বিজঃ অধ্বরেষু যাগেষু যজিষ্ঠং যষ্টৃতমং হোতারং দেবানামাহ্বাতারং যম্ অগ্নিং বৃণতে সংভজন্তে বিশ্বেষাং সবেষাং বসূনাম্ অরতিং প্রাপযিতারং তম্ অগ্নিং প্রয়সা হবির্লক্ষণেনান্নেন সপর্যামি পরিচরামি। রত্নং রমনীয়ং কর্মফলং চ যামি যাচামি ॥৭

মন্ত্রার্থ। সপ্ত আহ্বানকারী ঋত্বিক্ যজ্ঞসমূহে যে পরম যজ্ঞার্হ এবং দেবগণের আহ্বাতা অগ্নিকে বরণ করেন আমি সেই সর্বধনদাতা অগ্নিদেবকে যজ্ঞান্ন দ্বারা পরিচর্য্যা করি এবং তাঁহার নিকট রমণীর ধন যাজ্ঞা করি।৭

অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো মিত্রমহঃ শর্ম যচ্ছ।
অগ্নে গৃণন্তমংহস উরুষ্যোর্জো নপাৎপূর্ভিরায়সীভিঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। হে সহসঃ সূনো বলস্য পুত্র। বলেন হি মথ্যমানোঽগ্নির্জায়তে। মিত্রমহঃ অনুকূলদীপ্তিমন্নগ্নে ন অস্মভ্যং স্তোতৃভ্যঃ অদ্য অস্মিন্ কর্মণি অচ্ছিদ্রা অচ্ছেদ্যানি শর্ম শর্মাণি সুখানি যচ্ছ দেহি। কিংচ হে উর্জো নপাৎ অন্নস্য পুত্র। ভুক্তেনান্নেন জঠরাগ্নেঃ প্রবর্ধনাদগ্নেরন্নপুত্রত্বম্। এবংবিধ অগ্নে গৃণন্তং তাং স্তুবন্তম্

আয়সীভিঃ ব্যাপ্তৈঃ। যদ্বা অয়োবৎ দৃঢ়তবৈঃ। পূর্ভিঃ পালনৈঃ অংহসঃ পাপাৎ উরুষ্য রক্ষ। উরুষ্যতী রক্ষাকর্মা (নিরু ৫।২৩) ইতি যাস্কঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। হে বলপুত্র[৯১]! অনুকূল দীপ্তিযুক্ত অগ্নিদেব, অদ্য এই যজ্ঞে আমাদিগকে অচ্ছেদ্য সুখ দান করুন। হে অন্নপুত্র[৯২] আপনার স্তুতিকারীকে লৌহবৎ দৃঢ়রূপে বিপদ হইতে ও সর্ব পাপ হইতে রক্ষা করুন।৮

ভবা বরূথং গৃণতে বিভাবো ভবা মঘবন্মঘবদ্ভ্যঃ শর্ম।
উরুষ্যাগ্নে অংহসো গৃণন্তং প্রাতর্মক্ষূ ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥৯

সায়ণ-ভাষ্য। হে বিভাবঃ বিশিষ্টপ্রকাশাগ্নে গৃণতে ত্বাং স্তুবতে যজমানায়। বরূথম্ ইতি গৃহনাম। বরূথম্ অনিষ্টনিবারকং গৃহং ভব। হে মঘবন্ ধনবন্নগ্নে মঘবদ্ভ্যঃ হবির্লক্ষণধনযুক্তেভ্যো যজমানেভ্যঃ শর্ম সুখং যথা ভবতি তথা ভব। হে অগ্নে গৃণন্তঃ স্তবন্তম্ অংহসঃ পাপকারিণঃ শত্রোঃ উরুষ্য রক্ষ। ধিয়াবসুঃ কর্মণা বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনোঽগ্নিঃ প্রাতঃ ইদানীমিব পরেদ্যুরপি মক্ষুঃ শীঘ্রং জগম্যাৎ আগচ্ছতু ॥৯

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি আপনি বিশিষ্ট প্রকাশযুক্ত ও ধনসম্পন্ন। আপনি যজমানের অনিষ্টনিবারক গৃহতুল্য হউন। আপনি ধনবান যজমানের প্রতি সুখকর হউন। আপনার স্তোতৃবৃন্দকে সর্বপাপ হইতে রক্ষা করুন। প্রজ্ঞাধন সম্পন্ন অগ্নিদেব অদ্য প্রাতঃকালে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে আগমন করুন।৯

একোনষষ্ঠি সূক্ত

ইহার ঋষি গৌতম নোধা ও দেবতা অগ্নি।

বয়া ইদগ্নে অগ্নয়স্তে অন্যে ত্বে বিশ্বে অমৃতা মাদয়ন্তে।
বৈশ্বানর নাভিরসি ক্ষিতীনাং স্থূণেব জনাঁ উপমিদ্যয়ন্থ ॥১

৯১। বলপূর্বক মথ্যমান কাষ্ঠদ্বয় হইতে অগ্নি জাত হন।

৯২। ভুক্তান্ন দ্বারা জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হেতু অগ্নির অন্ন পুত্রত্ব।

সায়ণ-ভাষ্য। 'বয়াঃ শাখা বেতের্বাতায়না ভবন্তি (নিরু ১।৪) ইতি যাস্কঃ। হে অগ্নে যে **অন্যে অগ্নয়ঃ** সন্তি সর্বেঽপি তে তব বয়া ইৎ শাখা এব। ততস্ত্বত্তোঽন্যে ন সন্তীতি ভাবঃ। কিং চ ত্বে ত্বয়ি সতি বিশ্বে সর্বে অমৃতাঃ অমরণধর্মাণো দেবাঃ মাদয়ন্তে হৃষ্যন্তি। ন হি ত্বদ্ব্যতিরেকেণ তৈর্জীবিতুং শক্যতে। হে বৈশ্বানর বিশ্বেষাং নরাণাং জাঠররূপেণ সংবন্ধিন্নগ্নে ক্ষিতীনাং মনুষ্যানাং নাভি সংনদ্ধা অসি অবস্থাপকো ভবসি। অতস্ত্বম্ উপমিৎ উপস্থাপয়িতা সন্। যদ্বা। উপমিৎ ইত্যেতৎ দৃষ্টান্ত বিশেষণম্। জনান্ যযন্থ অধারয়ঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। উপমিৎ উপনিখাতা স্থূণেব। বংশধারণার্থং নিখাতঃ স্তম্ভঃ যথা গৃহোপরিস্থং বংশং ধারয়তি তদ্বৎ ॥১

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নে, অন্য অগ্নিসমূহ আপনার শাখা (বা শিখা) মাত্র এবং আপনাতে সকল অমরণধর্মা দেবগণ হৃষ্ট হন। আপনি ব্যতীত তাঁহারা জীবিত থাকিতে পারে না। হে বৈশ্বানর[৯৩], আপনি মনুষ্যগণের নাভি স্বরূপ। নিখাত স্তম্ভের ন্যায় আপনি জনগণকে ধারণ করেন।১

মূর্ধা দিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্যায় ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অয়ম অগ্নিঃ দিবঃ দ্যুলোকস্য মূর্ধা শিরোবৎ প্রধানভূতো ভবতি। পৃথিব্যাঃ ভূমেশ্চ নাভিঃ সংনাহকঃ রক্ষক ইত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং রোদস্যোঃ দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ অয়ম্ অরতিঃ অধিপতিঃ অভবৎ। হে বৈশ্বানর তং তাদৃশং দেবং দানদিগুণ-যুক্তং ত্বা ত্বাং দেবাসঃ সর্বে দেবাঃ আর্যায় বিদুষে মনবে যজমানায় বা জ্যোতীরিৎ জ্যোতীরূপমেব অজনয়ন্ত উদপাদয়ন্ ॥২

মন্ত্রার্থ। অগ্নি স্বর্গের শিরোবৎ প্রধান ও পৃথিবীর নাভিতুল্য রক্ষক। অগ্নি স্বর্গ ও মর্তের অধিপতি হইয়াছিলেন। হে দ্যুতিমান বৈশ্বানর। আপনি দেব, আপনাকে আর্য্যের জন্য দেবগণ জ্যোতিঃরূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।২

আ সূর্যে ন রশ্ময়ো ধ্রুবাসো বৈশ্বানরে দধিরেঽগ্না বসূনি।
যা পর্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু যা মানুষেষ্বসি তস্য রাজা ॥৩

৯৩। সর্বনরের জাঠর অগ্নিরূপে বিরাজিত

সায়ণ-ভাষ্য। অগ্না বৈশ্বানরে অগ্নৌ বসূনি ধনানি আ দধিরে আহিতানি স্থাপিতানি বভূবুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ধ্রুবাসঃ নিশ্চলাঃ রশ্ময়ঃ কিরণাঃ সূর্যে ন যথা সূর্যে আধীয়ন্তে তদ্বৎ। অতস্ত্বং পর্বতাদিষু যানি ধনানি বিদ্যন্তে তস্য ধনজাতস্য রাজা অসি অধিপতির্ভবসি ॥৩

মন্ত্রার্থ। যেমন সূর্য্যে নিশ্চল রশ্মিজাল স্থাপিত আছে তদ্রূপ বৈশ্বানর অগ্নিতে সর্বধন স্থাপিত হইয়াছিল। পর্বতসমূহে, ঔষধি সমূহে ও জলসমূহে ও সকল মনুষ্যে যে ধন বিদ্যমান, আপনি তৎসমুদয়ের অধিপতি।৩

বৃহতীইব সূনবে রোদসী গিরো হোতা মনুষ্যো ন দক্ষঃ।
সর্বতে সত্যশুষ্মায় পূর্বীর্বৈশ্বানরায় নৃতমায় যহ্বীঃ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। রোদসী দ্যাবা পৃথিব্যৌ সূনবে স্বপুত্রায় বৈশ্বানরায় বৃহতীইব প্রভূতে ইবাভূতাম্। বৈশ্বানরস্য দ্যাবাপৃথিব্যোঃ পুত্রত্বং মন্ত্রান্তরে স্পষ্টমবগম্যতে-উভা' পিতরা মহয়ন্নজায়তাগ্নির্দাবাপৃথিবী ভূরি রেতসা' (ঋ. সং. ৩।৩।১১) ইতি। মহতো বৈশ্বানরস্য অবস্থানায় দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিস্তৃতে জাতে ইত্যর্থঃ। কিংচায়ং হোতা দক্ষঃ সমর্থঃ পূর্বীঃ বহুবিধাঃ যহ্বীঃ মহতীঃ গিরঃ স্তুতীঃ বৈশ্বানরায় অগ্নয়ে প্রাযুঙক্তেতি শেষঃ। কীদৃশায়। স্বর্বতে শোভনগমনযুক্তায় সত্যশুষ্মায় অবিতথবলায় নৃতমায় অতিশয়েন সর্বেষাং নেত্রে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মনুষ্যো ন। যথা মনুষ্যো লৌকিকো বন্দী দাতারং প্রভুং বহুবিধয়া স্তুত্যা স্তৌতি তদ্বৎ ॥৪

মন্ত্রার্থ। স্বর্গ ও মর্ত্য লোকদ্বয় স্বপুত্র বৈশ্বানরের অবস্থানের জন্য যেন বৃহৎ হইয়া উঠিল। যেমন বন্দী প্রভুর স্তুতি করে, তদ্রূপ এই সুদক্ষ হোতা শোভনগতি যুক্ত, প্রকৃত বল সম্পন্ন এবং নেতৃশ্রেষ্ঠ বৈশ্বানরের উদ্দেশে বহুবিধ মহৎ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিতেছে।৪

দিবশ্চিতে বৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্র রিরিচে মহিত্বম্।
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাং যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। হে জাতবেদঃ জাতানাং বেদিতঃ বৈশ্বানর অগ্নে তে তব মহিত্বং

মাহাত্ম্যং বৃহতঃ মহতঃ দিবশ্চিৎ দ্যুলোকাদপি প্র রিরিচে প্রববৃধে। কিংচ ত্বং মানুষীনাং মনোর্জাতানাং কৃষ্টীনাং প্রজানাং রাজা অসি অধিপতির্ভবসি। তথা বরিবঃ অসুরৈরপহৃতং ধনং যুধা যুদ্ধেন দেবেভ্যঃ চকর্থ দেবাধীনমকার্ষীঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে জাতদেব[২৪] বৈশ্বানর, আপনার মাহাত্ম্য আকাশ হইতেও অধিক। আপনি মানব প্রজাগণের রাজা এবং যুদ্ধদ্বারা অসুরগণ কর্তৃক অপহৃত ধন দেবগণের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন।৫

প্র নূ মহিত্বং বৃষভস্য বোচং যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে।
বৈশ্বানরো দস্যুমগ্নির্জঘন্বাঁ অধূনোৎকাষ্ঠা অব শম্বরং ভেৎ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। অত্র বৈশ্বানরশব্দেন মধ্যমস্থানস্থো বৈদ্যুতোঽগ্নিরভিধীয়তে। পূরবঃ ইতি মনুষ্যনাম। পূরবঃ মনুষ্যাঃ বৃত্রহণম আবরকস্য মেঘস্য হন্তারং যং বৈশ্বনরং সচন্তে বর্ষার্থিন সেবন্তে তস্য বৃষভস্য অপাং বর্ষিতুর্বৈশ্বানরস্য মহিত্বং মহাত্ম্যং নু ক্ষিপ্রং প্র বোচং প্রব্রবীমি। কিং তদিত্যত আহ। অয়ং বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ দস্যুং রসানাং কর্মণাং বা উপক্ষয়িতারং রাক্ষসাদিকং জঘন্বান্ হতবান্। তথা কাষ্ঠাঃ অপো বৃষ্ট্যুদকানি অধূনোৎ অধোমুখান্যপাতয়ৎ। শম্বরং তন্নিরোধকারিণং মেঘম্ অব ভেৎ অবাভিনৎ ॥৬

মন্ত্রার্থ। মনুষ্যগণ যে বৃত্রহন্তা বৈশ্বানরকে বৃষ্টির জন্য অর্চনা করে, সেই জলবর্ষী বৈশ্বানরের মাহাত্ম্য আমি শীঘ্রই বর্ণনা করিতেছি। বৈশ্বানর[২৫] অগ্নি, দস্যুগণকে বিনাশ করিয়াছেন এবং বৃষ্টিজলকে নিম্নে প্রেরণ ও তন্নিরোধক মেঘ সমূহকে প্রভিন্ন করিয়াছেন।৬

বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টির্ভরদ্বাজেষু যজতো বিভাবা।
শাতবনেয়ে শতিনীভিরগ্নিঃ পুরুনীথে জরতে সূনৃতাবান্ ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ মহিম্না মহত্ত্বেন বিশ্বকৃষ্টিঃ। কৃষ্টিঃ ইতি মনুষ্য নাম। বিশ্বে সর্বে মনুষ্যা যস্য স্বভূতাঃ স তথোক্তঃ। ভরদ্বাজেষু পুষ্টিকর হবির্লক্ষণান্নবৎসু যাগেষু যদ্বা এতৎসংজ্ঞেষু ঋষিষু যজতঃ যষ্টব্যঃ বিভাবা বিশেষেণ প্রকাশয়িতা সূনৃতাবান্। সূনৃতা

২৪। জাতপ্রাণীগনের বেত্তা। ২৫। মধ্যাম স্থানবর্তী বৈদ্যুত অগ্নি

প্রিয়া সত্যা বাক্ তত্যুক্তঃ। এবংভূতঃ অগ্নিঃ শাতবনেয়ে। শতসংখ্যাকান্ ক্রতূন বনতি সংভজতে ইতি শতবনিঃ তস্য পুত্রঃ শাতবনেয়ঃ। তস্মিন্ পুরুনীথে বহূনাং নেতরি এতৎসংজ্ঞকে রাজনি চ শতিনীভিঃ বহুভিঃ স্তুতিভিঃ জরতে স্তূয়তে ॥৭

মন্ত্রার্থ। বৈশ্বানর মাহাত্ম্য দ্বারা সকল মনুষ্যের অধিপতি ও সুনৃত[৯৬] বাক্য সম্পন্ন। তিনি ভরদ্বাজ ঋষিবৃন্দ কর্তৃক যজনীয়। শাতবনেয়[৯৭] রাজা পুরুনীথ[৯৮] বহুস্তুতির দ্বারা এই অগ্নিদেবকে আরাধনা করেন।৭

ষষ্ঠী সূক্ত

ইহার ঋষি নোধা ও দেবতা অগ্নি।

বহ্নিং যশসং বিদথস্য কেতুং সুপ্রাব্যং দূতং সদ্যোঅর্থম্।
দ্বিজন্মানং রয়িমিব প্রশস্তং রাতিং ভরদ্ভৃগবে মাতরিশ্বা ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। বহ্নিং হবিষাং বোঢারং যশসং যশস্বিনং বিদথস্য কেতুং যজ্ঞস্য প্রকাশয়িতারং সুপ্রাব্যং সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ রক্ষিতারং দূতং দেবৈর্হবির্বহনলক্ষণে দূত্যে নিযুক্তং সদ্যোঅর্থং যদা হবীংষি জুহ্বতি সদ্যস্তদানীমেব হবির্ভিঃ সহ দেবান্ গন্তারম্। যদ্বা। সদ্যঃ অর্থম্ অরণং গমনং যস্য তম্। দ্বিজন্মানং দ্বয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোররণ্যোর্বা জায়মানং রয়িমিব ধনমিব প্রশস্তং প্রখ্যাতম্ এবংভূতমগ্নিং মাতরিশ্বা বায়ুঃ ভৃগবে এতৎ সংজ্ঞকায় মহর্ষয়ে রাতিং ভরৎ মিত্রমহরৎ। অকরোদিত্যর্থঃ। রাতিনা সংভাপ্য (আপ গৃ ১২।১৪) ইত্যত্র রাতির্মিত্রমিতি কপর্দিনোক্তম্। রাতিঃ পুত্র ইত্যেকে। এতদর্থ প্রতিপাদকং মন্ত্রান্তরং চ ভবতি—'রাতিং ভৃগুণামুশিজং কবিক্রতুম্' (ঋ. স ৩।২।৪) ইতি ॥১

মন্ত্রার্থ। অগ্নিদেব হব্যবাহক ও যশস্বী। তিনি যজ্ঞ প্রকাশক ও রক্ষণশীল এবং দেবদূত। তিনি সদাই দেবগণের নিকট হব্য গ্রহণ করেন। তিনি দুই কাষ্ঠ হইতে জাত

৯৬। সত্য ও প্রিয় বাক্য। ৯৭। শতযজ্ঞ সম্পাদক শতবনির পুত্র।
৯৮। বহুজনের নেতা।

হন। তিনি ধনবৎ সর্বত্র প্রশংসিত। মাতরিশ্বা[৯৯] এই অগ্নিকে মিত্রবৎ ভৃগুবংশীয় ঋষিগণের নিকট আনয়ন করেন।১

অস্য শাসুরুভয়াসঃ সচন্তে হবিষ্মন্ত উশিজো যে চ মর্তাঃ।
দিবশ্চিৎপূর্বো ন্যসাদি হোতাপৃচ্ছ্যো বিশ্‌পতির্বিক্ষু বেধাঃ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। শাসুঃ শাসিতুঃ অস্য অগ্নেঃ উভয়াসঃ উভয়েঽপি দেবা মনুষ্যাশ্চ। যদ্বা। স্তুতিভিঃ স্তোতারো যজ্ঞৈর্যজমানাশ্চ ইমমগ্নিং শাসিতারং সচন্তে সেবন্তে। উশিজঃ কাময়মানা দেবাঃ হবিষ্মন্তঃ হবিষা যুক্তাঃ যে চ মর্তাঃ মরণধর্মাণো যজমানাঃ। যদ্বা। উশিজঃ ইতি মেধাবিনাম। উশিজঃ মেধাবিনঃ স্তোতারো হবিষ্মন্তঃ হবির্যুক্তাঃ মর্তাঃ যজমানাঃ। কিংচ অয়ং হোতা হোমনিষ্পাদকোঽগ্নিঃ দিবশ্চিৎ আদিত্যাদপি পূর্বঃ উষঃসু বর্তমানো ভূত্বা অগ্নিহোত্রহোমার্থং বিক্ষু যজমানেষু ন্যসাদি অধ্বর্যুণা অগ্ন্যায়তনে ন্যধায়ি স্থাপ্যতে। কীদৃশো হোতা। আপৃচ্ছ্যঃ আপ্রষ্টব্যঃ পূজ্যঃ ইত্যর্থঃ। বিশ্‌পতিঃ বিশাং প্রজানাং পালয়িতা বেধাঃ বিধাতাভিমতফলস্য কর্তা॥২

মন্ত্রার্থ। হব্যকামী দেবগণ ও মরণধর্মা যজমানগণ উভয়েই এই শাসক অগ্নিকে সেবা করেন। এই পূজনীয় প্রজাপালক, ফলদাতা, হোমনিষ্পাদক অগ্নিদেব সূর্যোদয়ের পূর্বে উষাকালে বর্তমান থাকিয়া হোমার্থ যজমানগণের মধ্যে অধ্বর্যুগণ কর্তৃক অগ্ন্যায়তনে সংস্থাপিত হন।২

৯৯। সায়ণ ও যাস্ক মাতরিশ্বা শব্দের অর্থ বায়ু করিয়াছেন। বোটলিং এবং রোথ প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত সংস্কৃত অভিধানে প্রদত্ত মাতরিশ্বার দুই অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম অর্থ, মাতরিশ্বা একজন দেবতা ও বিবস্বানের দূতরূপে স্বর্গ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয় ঋষিগণকে দেন। দ্বিতীয় অর্থ, মাতরিশ্বা অগ্নিরই এক গুপ্ত নাম। তাঁহারা মন্তব্য করেন যে বায়ু অর্থে মাতরিশ্বা ঋগ্বেদে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই। ঋগ্বেদের একস্থানে মাতরিশ্বা অগ্নির একটি নামরূপে দেখা যায়। তথায় সায়ণ ইহার অর্থ অগ্নিই ধরিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় উপাখ্যানে আছে, প্রমেথিউস দেব স্বর্গ হইতে মর্তে অগ্নি আনয়ন করেন। মিউর সাহেব বলেন, ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিবংশ অগ্নির পূজা প্রচারিত করেন।

তং নব্যসী হৃদ আ জায়মানমস্মৎ সুকীর্তির্মধুজিহ্বমশ্যাঃ।
যমৃত্বিজো বৃজনে মানুষাসঃ প্রযস্বন্ত আয়বো জীজনন্ত ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। নব্যসী নবতরা সুকীর্তিঃ সুষ্ঠু কীর্তয়িত্রী অস্মৎ অস্মাকং স্তুতিঃ হৃদঃ হৃদ্যবস্থিতাৎ প্রাণাৎ জায়মানম্ উৎপদ্যমানম্। অগ্নির্হি বায়োরুৎপদ্যতে বায়ুশ্চ প্রাণ এব। 'যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ' ইত্যাম্নানাৎ। মধুজিহ্বং মাদয়িতৃজ্বালম্। এবংভূতং তম্ অগ্নিম্ আ অশ্যাঃ আভিমুখ্যেন ব্যাপ্নোতু। বৃজনে সংগ্রামে প্রাপ্তে সতি আযবঃ মনুষ্যাঃ যম্ অগ্নিং জীজনন্ত যজ্ঞার্থমুদপাদয়ন্। কীদৃশা মনুষ্যাঃ। ঋত্বিজঃ ঋতৌ কালে যষ্টারঃ। মানুষাসঃ মনোঃ পুত্রাঃ প্রযস্বন্তঃ হবির্লক্ষণান্নোপেতাঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। আমাদের স্তুতি হৃদ্যবস্থিত প্রাণ হইতে উৎপন্ন ও মধুজিহ্ব অগ্নির সম্মুখে ব্যাপ্ত হউক! মনুর সন্তান মনুষ্যগণ যথাকালে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া ও যজ্ঞান্ন প্রদানপূর্বক অগ্নিকে সংগ্রামকালে উৎপন্ন করে।৩

উশিক্‌পাবকো বসুর্মানুষেষু বরেণ্যো হোতাধায়ি বিক্ষু।
দমূনা গৃহপতির্দম আঁ অগ্নির্ভুবদ্রয়িপতী রয়ীণাম্ ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। উশিক্ কাময়মানঃ পাবকঃ শোধকঃ বসু নিবাসয়িতা বরেণ্যঃ বরণশীলঃ এবংভূত হোতা অগ্নিঃ বিক্ষু যজ্ঞগৃহং প্রবিষ্টেষু মানুষেষু যজমানেষু অধায়ি স্থাপ্যতে। স চ অগ্নিঃ দমূনাঃ রক্ষসাং দমনকরেণ মনসা যুক্তঃ গৃহপতিঃ গৃহাণাং পালয়িতা চ সন্ দমে যজ্ঞগৃহে রয়িপতিঃ ধনাধিপতিঃ আ ভূবৎ আ সমন্তাদ্ ভবতি। ন কেবলমেকস্য রয়েরপি তু সর্বেষামিত্যাহ রয়ীণাম্ ইতি। যদ্বা। রয়ীণাং মধ্যে উৎকৃষ্টং যদ্ধনং তস্য-পতিরিত্যর্থঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। অগ্নি আমাদের কাম্য, পাবক[১০০], নিবাসহেতু, বরেণ্য ও দেবগণের আহ্বাতা। যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট যজমানগণের মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি আমাদের শত্রুদমনে কৃতসংকল্প ও গৃহসমূহের পালনকর্তা হইয়া যজ্ঞগৃহে ধনাধিপতি হউন।৪

১০০। শোধক, বিশুদ্ধকারী।

তং ত্বা বয়ং পতিমগ্নে রয়ীণাং প্র শংসামো মতিভির্গোতমাসঃ।
আশুং ন বাজংভরং মর্জয়ন্তঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাৎ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। গোতমাসঃ গোতম গোত্রোৎপন্নাঃ বয়ম্। নোধসঃ স্তোতুরেকত্বেঽপ্যাত্মানি পূজার্থং বহুবচনম্। হে অগ্নে রয়ীণাং ধনানাং পতিং রক্ষিতারং তাদৃশং ত্বা ত্বাং মতিভিঃ মননীয়ৈঃ স্তোত্রৈঃ প্র শংসামঃ প্রকর্ষেণ স্তুমঃ। কিং কুর্বন্তঃ। বাজংভরং বাজস্য হবির্লক্ষণান্নস্য ভর্তারং ত্বাং মর্জয়ন্তঃ মার্জয়ন্তঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। আশুং ন অশ্বমিব। যথাশ্বমারোহন্তঃ পুরুষাস্তস্য বহন প্রদেশং হস্তৈর্নিমৃজন্তি তদ্বৎ বয়মপি অগ্নের্হবির্বহনপ্রদেশং নিমৃজন্তঃ ইত্যর্থঃ। তথা চ অগ্নিসংমার্জনপ্রকরণে বাজসনেয়িভিরাম্নাতম্—'অথ মধ্যে তূষ্ণীমেব ত্রিঃ সংমষ্টি যথা যুক্ত্বা প্রেহি বহেতি ব্রজেদেবমেতদগ্নিং যুক্ত্বোপক্ষিপতি প্রেহি দেবেভ্যো হব্যং বহ' ইতি। ধিয়াবসুঃ কর্মণা বুদ্ধ্যা বা প্রাপ্তধনঃ সোঽগ্নিঃ প্রাতঃ শ্বোভূতস্য অহ্নঃ প্রাতঃকালে মক্ষু শীঘ্রং জগম্যাৎ আগচ্ছতু ॥৫

মন্ত্রার্থ। হে অগ্নি, আমরা গোতম গোত্রোৎপন্ন। আপনি ধনপতি ও রক্ষণশীলও যজ্ঞান্নের কর্তা। যেমন আরোহী অশ্বকে হস্ত দ্বারা মার্জিত করে তদ্রূপ আমরা আপনাকে সংস্কৃত করিয়া মননীয় স্তুতি দ্বারা উপাসনা করিব। তিনি কর্ম (বা বুদ্ধি) দ্বারা ধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রাতঃকালে এই যজ্ঞে শীঘ্র আগমন করুন।৫

একষষ্ঠী সূক্ত

ইহার ঋষি নোধা ও দেবতা ইন্দ্র।

অস্মা ইদু প্র তবসে তুরায় প্রযো ন হর্মি স্তোমং মাহিনায়।
ঋচীষমায়াধ্রিগব ওহমিন্দ্রায় ব্রহ্মাণি রাততমা ॥১

সায়ণ-ভাষ্য। ইৎ উ ইতি নিপাতদ্বয়ং পাদপূরণে। 'অথাপি পাদপূরণাঃ কমীমিদ্বিতি' ইতি যাস্কঃ। যদ্বা অবধারণার্থম্। তবসে প্রবৃদ্ধায় তুরায় ত্বরমাণায়। যদ্বা। তুর্বিত্রে শত্রূণাং হিংসিত্রে। মাহিনায় গুণৈর্মহতে ঋচীষমায় ঋচা সমায়। যাদৃশী

স্তুতিঃ ক্রিয়তে তৎসমায়েত্যর্থঃ। অধ্রিগবে অধৃতগমনায়। অপ্রতিহতগমনায়েত্যর্থঃ। তথা চ যাস্কঃ 'অধৃতগমনকর্মবন্নিন্দ্রোঽপ্যধ্রিগুরুচ্যতে' (নিরু ৫।১১) ইতি। এবংভূতায় অস্মৈ ইন্দ্রায় স্তোমং স্তোত্রং প্র হর্মি প্রহরামি করোমীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। প্রয়ো ন প্রয় ইতি অন্ননাম। যথা বুভুক্ষিতায় পুরুষায় কশ্চিদন্নং প্রহরতি। কীদৃশং স্তোমম্। ওহং বহনীয়ং প্রাপনীয়ং বা। অত্যন্তোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ। ন কেবলং স্তোমং কিং তর্হি ব্রহ্মাণি হবির্লক্ষণান্যন্নানি। কীদৃশানি। রাততমা পূর্বৈর্যজমানৈরতিশয়েন দত্তানি। ইন্দ্রং স্তুত্যা হবিষা চ পরিচরেমিতি ভাবঃ।১

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ, ত্বরান্বিত ও গুণবলে মহৎ এবং স্তুতিযোগ্য ও অপ্রতিহত-গতি। যেমন কেহ বুভুক্ষিতকে অন্নদান করে, তদ্রূপ আমি ইন্দ্রকে তাঁহার গ্রহণযোগ্য স্তুতি পূর্ববর্তী যজমান কর্তৃক প্রদত্ত ব্রহ্ম[১০১] দ্বারা পরিচর্য্যা করিব।১

অস্মা ইদু প্রয়ইব প্র যংসি ভরাম্যাঙ্গুষং বাধে সুবৃক্তি।
ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা প্রত্নায় পত্যে ধিয়ো মর্জয়ন্ত ॥২

সায়ণ-ভাষ্য। অস্মা ইদু অস্মৈ এব ইন্দ্রায়। প্রয়ঃ ইতি অন্ননাম। প্রয়ইব অন্নমিব প্র যংসি প্রযচ্ছামি। তদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। বাধে শত্রূণাং বাধনায় সমর্থং সুবৃক্তি সুষ্ঠ্বাবর্জকম্ আঙ্গুষং স্তোত্ররূপমাঘোষং ভরামি সংপাদয়ামি। অন্যেঽপি স্তোতারঃ প্রত্নায় পুরাণায় পত্যে স্বামিনে ইন্দ্রায় হৃদা হৃদয়েন মনসা তদন্তর্বর্তিনান্তঃকরণেন মনীষা মনীষয়া তজ্জন্যেন জ্ঞানেন চ ধিয়ঃ স্তুতীঃ কর্মাণি বা মর্জয়ন্ত মার্জয়ন্তি সংস্কুর্বন্তি ॥২

মন্ত্রার্থ। অন্নের ন্যায় ইন্দ্রকে আমি হব্যদান করিতেছি ও শত্রুদমনে সমর্থ স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি। অন্যান্য স্তোতাগণও প্রত্নপতি[১০২] ইন্দ্রদেবকে হৃদয়ের সহিত ও মনের সহিত ও মনীষার দ্বারা স্তুতি সমূহ সম্পাদন করিতেছে।২

অস্মা ইদু ত্যমুপমং স্বর্ষাং ভরামাঙ্গুষমাস্যেন।
মংহিষ্ঠমচ্ছোক্তিভির্মতীনাং সুবৃক্তিভিঃ সূরিং বাবৃধধ্যৈ ॥৩

সায়ণ-ভাষ্য। অস্মা ইদু অস্মৈ এব ইন্দ্রায় ত্যং তং প্রসিদ্ধমং উপমম্ উপমান-

---

১০১। স্তোত্র, হবিরূপ অন্ন। ১০২। পুরাণ স্বামী।

হেতুভূতং স্বর্ষাং সুষ্ঠুরণীয়স্য ধনস্যদাতারং সূরিং বিপশ্চিতমিন্দ্রং ববৃধধ্যৈ বর্ধয়িতুঃ সুবৃক্তিভিঃ সুষ্ঠাবর্জকৈঃ। সমর্থৈরিত্যর্থঃ। মতীনাং স্তুতিনাং সংবন্ধিভিঃ অচ্ছোক্তিভিঃ স্বচ্ছৈর্বচোভিঃ মংহিষ্ঠম্ অতিশয়েন প্রবৃদ্ধমেবং লক্ষণম্ আঙ্গূষম্ আঘোষম্ আস্যেন মুখেন ভরামি করোমীত্যর্থঃ ॥৩

মন্ত্রার্থ। সেই উপমানভূত বরণীয় ধনদাতা ও বিজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্ধনার্থ আমি স্বমুখে উৎকৃষ্ট ও নির্মল স্তুতি বাক্যযুক্ত অতি মহৎ শব্দ করিতেছি।

অস্মা ইদু স্তোমং সং হিনোমি রথং ন তষ্টেব তৎসিনায়।
গিরশ্চ গির্বাহসে সুবৃক্তীন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং মেধিরায় ॥৪

সায়ণ-ভাষ্য। অস্মৈ এব ইন্দ্রায় স্তোমং শস্ত্ররূপং স্তোত্রং সং হিনোমি প্রেরয়ামি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। তৎ সিনায়। সিনম্ ইতি অন্ননাম। 'সিনমন্নং ভবতি সিনাতি ভূতানি' (নিরু ৫।৫) ইতি যাস্কঃ। তেন রথেন সিনমন্নঃ যস্য স তথোক্তং। তস্মৈ রথস্বামিনে তষ্টেব তষ্টা তক্ষকো রথনির্মাতা রথং ন যথা রথং প্রেরয়তি তদ্বৎ। ইব ইত্যেতৎ পাদপূরণম। তথা গির্বাহসে গীর্ভিঃ স্তুতিভিরুহ্যমানায় ইন্দ্রায় গিরশ্চ শস্ত্রসংবন্ধিনীঃ কেবলা ঋচশ্চ সুবৃক্তি শোভনমাবর্জনং যথা ভবতি তথা প্রেরয়ামি। তথা মেধিরায় মেধাবিনে ইন্দ্রায় বিশ্বমিন্বং বিশ্বব্যাপকং বিশ্বৈর্ব্যাপ্তং সর্বোৎকৃষ্টং হবিশ্চ সং হিনোমীত্যনুষঙ্গঃ ॥৪

মন্ত্রার্থ। যেমন রথনির্মাতা রথস্বামীর নিকট রথ প্রেরণ করে, তদ্রূপ আমি স্তুতিভাজন ইন্দ্রের উদ্দেশে শোভনীয় স্তুতি বাক্য প্রেরণ করি। মেধাবী ইন্দ্রকে আমি সর্বোৎকৃষ্ট হব্য প্রেরণ কবি।৪

অস্মা ইদু সপ্তিমিব শ্রবস্যেন্দ্রায়ার্কং জুহ্বা সমঞ্জে।
বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং গূর্তশ্রবসং দর্মাণম্ ॥৫

সায়ণ-ভাষ্য। অস্মৈ এব ইন্দ্রায় অর্কং স্তুতিরূপং মন্ত্রং শ্রবস্যা অন্নেচ্ছয়া। অন্নলাভায়েত্যর্থঃ। জুহ্বা আহ্বান সাধনেন বাগিন্দ্রিয়েণ সমঞ্জে সমক্তং করোমি। একীকরোমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সপ্তিমিব যথা অন্নলাভায় গন্তুকামঃ পুমানশ্বং রথেনৈকীকরোতি তদ্বৎ। একীকৃত্য চ বীরং শত্রুক্ষেপণকুশলং দানৌকসং দানানামেক-

নিলয়ং গূর্ত্তশ্রবসং প্রশস্তান্নং পুরাম্ অসুরপুরাণাং দর্মাণং বিদারয়িতারং এবংগুণবিশিষ্ট-মিন্দ্রং বন্দধ্যৈ বন্দিতুং স্তোতুং প্রবৃত্তোঽস্মীতি শেষঃ ॥৫

মন্ত্রার্থ। অশ্বকে যেমন রথে সংযোজিত করে, তদ্রূপ আমি অন্নলাভার্থ স্তুতিরূপমন্ত্র বাগীন্দ্রিয়ে ধারণ করি। সেই বীরশ্রেষ্ঠ, দানশীল, অন্নযুক্ত এবং অসুরপুর ধ্বংসী ইন্দ্রদেবকে আমি'বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হই।৫

অস্মা ইদু ত্বষ্টা তক্ষদ্বজ্রং স্বপস্তমং স্বর্যং রণায়।
বৃত্রস্য চিদ্বিদদ্যেন মর্ম তুজন্নীশানস্তুজতা কিয়েধাঃ ॥৬

সায়ণ-ভাষ্য। ত্বষ্টা বিশ্বকর্মা অস্মা ইদু অস্মৈ এবেন্দ্রায় বজ্রং বর্জকমায়ুধং রণায় যুদ্ধার্থং তক্ষৎ তীক্ষ্ণমকরোৎ। কীদৃশং বজ্রং। স্বপস্তমম্ অতিশয়েন শোভন কর্মাণং স্বর্যং সুষ্ঠু শত্রুষু প্রের্যং যদ্বা স্তুত্যম্। তুজন্ শত্রূন্ হিংসন্ ঈশানঃ ঐশ্বর্যবান্ কিয়েধাঃ বলবান্ এবংগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রঃ বৃত্রস্য চিৎ আবরকস্যাসুরস্য মর্ম মর্মস্থানং তুজতা হিংসতা যেন বজ্রেণ বিদৎ প্রাহার্ষীদিত্যর্থঃ ॥৬

মন্ত্রর্থ। ত্বষ্টা, বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্ম ও সুপ্রেরনীয় বজ্রায়ুধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও অপরিমিত বলশালী ইন্দ্রদেব শত্রুনাশে উদ্যত হইয়া উক্ত হননকারী বজ্রায়ুধ দ্বারা বৃত্রাসুরের মর্মস্থান বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।৬

অস্যেদু মাতুঃ সবনেষু সদ্যো মহঃ পিতুং পপিবাঞ্চার্বন্না।
মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা ॥৭

সায়ণ-ভাষ্য। ইৎ উ ইত্যেতৎ নিপাতদ্বয়ং পাদপূরণম্। যদ্বা অবধারণার্থম্। মাতুঃ বৃষ্টিদ্বারেণ সকলস্য জগতো নির্মাতুঃ মহঃ মহতঃ অস্য যজ্ঞস্য সবনেষু অবয়বভূতেষু প্রাতঃসবানাদিষু ত্রিষু সবনেষু পিতুং সোমলক্ষণমন্নং সদ্যঃ পপিবান। যদাগ্নৌ হূয়তে তদানীমেব পানং কৃতবানিত্যর্থঃ। তথা চার্বন্না চারুণি শোভনানি ধানাকরম্ভাদিহবির্লক্ষণা-ন্যন্নানি ভক্ষিতবানিতি শেষঃ। কিং চ বিষ্ণুঃ সর্বস্য জগতো ব্যাপকঃ পচতং পরিপক্কমসুরাণাং ধনং যদস্তি তৎ মুষায়ৎ অপহরন্ সহীয়ান্ অতিশয়েন শত্রূণামভিভবিতা অদ্রিমস্তা অদ্রের্বজ্রস্য ক্ষেপকঃ। এবং ভূত ইন্দ্রঃ 'তিরঃ সত ইতি প্রাপ্তস্য' (নিরু ৩।২০) ইতি যাস্কঃ। তির প্রাপ্ত সন্ বরাহং মেঘং বিধ্যৎ অতাড়য়ৎ। যদ্বা। বিষ্ণুঃ স্তুত্যা-

দিবসাত্মকঃ যজ্ঞঃ। 'যজ্ঞো দেবেভ্যো নিলায়ত বিষ্ণুরূপং কৃত্বা' (তৈ, স, ৬।২।৪।২) ইত্যাম্নানাৎ। স বিষ্ণুঃ পচতং পরিপক্কমসুরধনং যত্তৎ মুষায়ৎ অচুচুরৎ। তদনন্তরং দীক্ষোপসদাত্মনাং দুর্গরূপাণাং সপ্তানামহ্নাং পরস্তাদাসীৎ। অদ্রিমস্তা সহীয়ানিন্দ্রো দুর্গাণ্যতীত্য তিরঃ প্রাপ্তঃ সন্ বরাহমুৎকৃষ্টদিবসরূপং তং যজ্ঞং বিধ্যৎ। তথা চ তৈত্তিরীয়কং—'বরাহোঽয়ং বামমোষঃ সপ্তানাং গিরীণাং পরস্তাদ্বিত্তং বেদ্যমসুরাণাং বিভর্তি' ইতি, 'স দর্ভপুঞ্জীলমুদ্‌বৃহ্য সপ্ত গিরীন্‌ভিত্ত্বা তমহন্' (তৈ, সং ৬।২।৪।২-৩) ইতি চ ॥৭

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র বৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জগৎ নির্মাণ করেন। এই মহৎ যজ্ঞে প্রাতঃ সবনাদিতে যে সামরস অভিষুত হইয়াছে, তাহা তিনি সত্বই পান করিয়াছেন। তিনি শোভনীয় হব্যান্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। তিনি জগদ্ব্যাপক বিষ্ণু, শত্রু পরাজয়ী ও বজ্রক্ষেপক, তিনি শত্রুর পরিপক্ক ধন অপহরণকারী এবং তিনি বরাহকে (মেঘকে) প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।৭

অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্দেবপত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য ঊবুঃ।
পরি দ্যাবাপৃথিবী জভ্র উর্বী নাস্য তে মহিমানং পরি ষ্টঃ ॥৮

সায়ণ-ভাষ্য। অস্মৈ এব ইন্দ্রায়। অহিহত্যে অহের্বৃত্রস্য হননে নিমিত্তভূতে সতি গ্নাশ্চিৎ গমনস্বভাবা অপি স্থিতাঃ দেব পত্নীঃ দেবানাং পালয়িত্র্যো গায়ত্র্যাদ্যা দেবতাঃ অর্কম্ অর্চন সাধনম্ স্তোত্রম্ ঊবুঃ সমতন্বত চক্রুরিত্যর্থঃ। স চ ইন্দ্রঃ উর্বী বিস্তৃতে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যৌ পরি জভ্রে স্বতেজসা পরিজহার অতিচক্রামেত্যর্থঃ। তে দ্যাবাপৃথিব্যৌ অস্য ইন্দ্রস্য মহিমানং ন পরি ষ্টঃ ন পরিভবতঃ ॥৮

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিবার পর গমন স্বভাবা দেবপত্নীগণও[১০৩] তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বিস্তৃত আকাশ ও বিশালপৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু আকাশ ও পৃথিবী ইন্দ্রের মহিমা অতিক্রম করিতে অক্ষম।৮

অস্যেদেব প্র রিরিচে মহিত্বং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্যন্তরিক্ষাৎ।
স্বরালিন্দ্রো দম আ বিশ্বগূর্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায় ॥৯

১০৩। দেবপত্নী, দেবগণের পালয়িত্রী গায়ত্র্যা দেবতাগণ।

সায়ণ-ভাষ্য। অস্মেদেব। ইৎ ইতি পাদপূরণঃ। অস্মৈবেন্দ্রস্য মহিত্বং মাহাত্ম্যং প্ররিরিচে অতিরিচ্যতে। অধিকং ভবতীত্যর্থঃ। অত্রোপসর্গো ধাত্বর্থস্য নিবৃত্তিমাচষ্টে যথা প্রস্মরণং প্রস্থানমিতি। কুতঃ সকাশাৎ প্ররিরিচে ইত্যত আহ। দিব দ্যুলোকাৎ পৃথিব্যাঃ ভূলোকাৎ অন্তরিক্ষাৎ দ্যাবা পৃথিব্যো র্মধ্যে বর্তমানাদন্তরিক্ষলোকাচ্চ পরি উপর্যর্থঃ। ত্রীন্ লোকানতীত্যোপরি প্ররিরিচে ইত্যর্থঃ। দমে দময়িতব্যে বিষয়ে স্বরাট্ স্বেনৈব তেজসা রাজমানঃ বিশ্বগূর্তঃ বিশ্বস্মিন্ সর্বস্মিন কার্যে উদ্‌গূর্ণঃ সমর্থঃ। যদ্বা বিশ্বং সর্বমায়ুধং গূর্তম্ উদ্যতং যস্য স তথোক্তঃ। স্বরিঃ শোভন শত্রুকঃ শোভনে শত্রৌ হন্তব্যে সতি হন্তা বীর্যবত্তম ইতি গম্যতে। যথা অকবারিং দিব্যং শাসমিন্দ্রম্ (ঋ, সং ৩।৪৭।৫) ইতি। অকুৎসিতারিমিতি হি তস্যার্থঃ। অমত্রঃ যুদ্ধাদিষু গমন কুশলঃ। মাত্রয়া ইয়ত্তয়া রহিতো বা। 'অমত্রোঽমাত্রো মহান্‌ভবত্যভ্যমিতো বা' (নিরু ৬।২৩) ইতি যাস্কঃ। এবং ভূতঃ ইন্দ্রঃ রণায় রণং যুদ্ধম্ আ বক্ষে আবহতি মেঘান্ প্রাপয়তি। মেঘৈঃ পরস্পরযুদ্ধং কারয়িত্বা বৃষ্টিং চকারেতি ভাবঃ। যদ্বা। যুদ্ধায় স্বকীয়ান্ ভটান্ গময়তি ॥৯

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের মহাত্মা দ্যুলোক ভূলোক এবং উভয়ের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষলোক হইতেও অধিক। তিনি স্বরাট্[১০৪] ও সর্বকর্মে সমর্থ ও শোভন শত্রুক। তিনি যুদ্ধ গমনে সুনিপুণ ও মেঘরূপ শত্রুগণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন।৯

অস্মেদেব শবসা শুষন্তং বি বৃশ্চদ্বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।
গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে সচেতাঃ ॥১০

সায়ণ-ভাষ্য। অস্মৈবেন্দ্রস্য শবসা বলেন শুষন্তং শুষ্যন্তং বৃত্রম্ ইন্দ্রঃ বজ্রেণ বি বৃশ্চৎ ব্যচ্ছিনৎ। তথা গা ন চৌরৈরপহৃতাঃ গাব ইব ব্রাণাঃ বৃত্রেণাবৃতাঃ অবনীঃ রক্ষণহেতুভূতা অপঃ অমুঞ্চৎ অবর্ষীৎ। তথা দাবনে হবির্দাত্রে যজমানায় সচেতাঃ তেন যজমানেন সমানচিত্তঃ সন্ শ্রবঃ কর্মফলভুতমন্নম্ অভি আভিমুখ্যেন দদাতীতি শেষঃ ॥১০

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র স্ববলে জলশোষক বৃত্রকে বজ্র দ্বারা সংছিন্ন করিয়াছিলেন। চৌরগণ কর্তৃক অপহৃত গাভীসমূহের ন্যায় বৃত্রদ্বারা অবরুদ্ধ জগতের রক্ষণশীল জল সমুদয় তিনি

১০৪। স্বতেজে বিরাজমান।

বিমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হব্যদাতাকে তাহার অভিলাষানুযায়ী কর্মফলভূত অন্ন দান করেন।১০

অস্যেদু ত্বেষসা রন্ত সিন্ধবঃ পরি যদ্বজ্রেণ সীমযচ্ছৎ।
ঈশানকৃদ্দাশুষে দশস্যন্তুর্বীতয়ে গাধং তুর্বণিঃ কঃ॥১১

সায়ণ-ভাষ্য। অস্যৈবেন্দ্রস্য ত্বেষসা দীপ্তেন বলেন সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ। যদ্বা। গঙ্গাদ্যা সপ্ত নদ্যঃ রন্ত স্বে স্বে স্থানে রমন্তে। যৎ যস্মাৎ অয়মিন্দ্রঃ বজ্রেণ সীম্ এনান্ সিন্ধূন্ বজ্রেণ পরি অযচ্ছৎ পরিতো নিয়মিতবান্। অপি চ ঈশানকৃৎ বৃত্রাদি শত্রুবধেনাত্মানমৈশ্বর্যবন্তং কুর্বন্ ইন্দ্রঃ দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় ফলং দশস্যন্ প্রযচ্ছন্ তুর্বণিং তূর্ণসংভজনঃ। 'তুর্বণিস্তূর্ণবণিঃ' (নিরু ৬।১৪) ইতি যাস্কঃ। যদ্বা। তুর্বিতা শত্রূণাং হিংসিতা। এবংভূত ইন্দ্রঃ তুর্বীতয়ে এতৎ সংজ্ঞায় উদকে নিমগ্নায় ঋষয়ে গাধম্ অবস্থানযোগ্যং ধিষ্ণ্যপ্রদেশং কঃ অকার্ষীৎ॥১১

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের দীপ্তবলদ্বারা গঙ্গাদি সপ্ত নদী শোভা পাইতেছে, কেন না ইন্দ্রদেব বজ্রদ্বারা তাহাদের সীমা নিয়মিত করিয়া দিয়াছেন। বৃত্রবধাদি দ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ও হব্যদাতা যজমানকে ফলদান করিয়া তিনি ত্বরান্বিত হইয়া উদকে নিমগ্ন ঋষি তুর্বীতির[১০৫] জন্য একটি অবস্থান যোগ্য ধিষ্ণ[১০৬] স্থান সৃষ্টি করিলেন।১১

অস্মা ইদু প্র ভরা তূতুজানো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ।
গোর্ন পর্ব বি রদা তিরশ্চেষ্যন্নর্ণাংস্যপাং চরধ্যৈ॥১২

সায়ণ-ভাষ্য। তূতুজানঃ ইতি ক্ষিপ্রনাম। তূতুজানঃ ত্বরমাণঃ। যদ্বা। শত্রূন্ হিংসন্। ঈশানঃ ঈশ্বরঃ সর্বেষাং কিয়েধাঃ কিয়তোহনবধৃত পরিমাণস্য বলস্য ধাতা। যদ্বা। ক্রমমাণং শত্রুবলং দধাত্যে বস্থাপয়তীতি কিয়েধাঃ। হে ইন্দ্র এবংভূতস্ত্বম্ অস্মৈ বৃত্রায় বজ্রং প্র ভর। ইমং বৃত্রং বজ্রেণ প্রহরেত্যর্থঃ। প্রহৃত্য চ অর্ণাংসি বৃষ্টিজলানি ইষ্যং তস্মাৎ বৃত্রাদগময়ংস্ত্বম্ অপাং চরধ্যৈ তাসাম্পাং চরণায় ভূপ্রদেশং প্রতি গমনায় তস্য

১০৫। ঋষি তুর্বীতি জলমগ্ন হইতেছিলেন, ইন্দ্রদেব তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া শুষ্ক-ভূমিতে স্থাপন করেন। ১০৬। শুষ্ক।

বৃত্রস্য মেঘরূপস্য পর্ব পর্বাণ্যবয়বসাধীন তিরশ্চা তির্যগবস্থিতেন বজ্রেণ বি রদ বিলিখ। ছিন্দ্বীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গোর্ন। যথা মাংসস্য বিকর্তারো লৌকিকাঃ পুরুষাঃ পশোরবয়বানিতস্ততো বিভজন্তি তদ্বৎ। অত্র নিরুক্তম্—'অস্মৈ প্রহর তূর্ণং ত্বরমাণো বৃত্রায় বজ্রমীশানঃ কিয়েধাঃ কিয়দ্ধা ইতি বা ক্রমমানধা ইতি বা গোরিব পর্বাণি বিরদ মেঘস্যেস্যন্নর্ণাংস্যপাং চরণায়' (নিরু ৬।২০) ইতি ॥১২

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রদেব ক্ষিপ্রকারী, সকলের ঈশ্বর ও অপরিমিত বলশালী। হে ইন্দ্র, আপনি এই বৃত্রকেই বজ্রপ্রহার করুন। যেমন মাংসচ্ছেদক ব্যক্তি গবাদিপশুর অবয়বসমূহ ছেদন পূর্বক পৃথক করে, তদ্রূপ আপনি বৃত্রদেহের সন্ধিস্থল সমূহ তির্য্যক্‌ভাবে বজ্র দ্বারা কর্তন করুন, যাহাতে বৃষ্টিজল উহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে পারে।১২

অস্যেদু প্র ব্রূহি পূর্ব্যাণি তুরস্য কর্মাণি নব্য উক্‌থৈঃ।
যুধে যদিষ্ণান আয়ুধান্যৃঘায়মাণো নিরিণাতি শত্রূন্ ॥১৩

সায়ণ-ভাষ্য। উক্‌থৈঃ শস্ত্রৈঃ নব্যঃ স্তুত্যো য ইন্দ্রঃ অস্যেদু অস্যৈব তুরস্য যুদ্ধার্থং ত্বরমাণস্যেন্দ্রস্য পূর্ব্যাণি পুরাণানি কর্মাণি এতৎ কৃতানি বলকর্মাণি হে স্তোতঃ প্র ব্রূহি প্রশংস। যৎ যদা যুধে যোধনায় আয়ুধানি বজ্রাদীনি ইষ্ণানঃ আভীক্ষ্ণ্যেণ প্রেরয়ন্ শত্রূন্ ঋঘায়মানঃ হিংসংশ্চেন্দ্রঃ নিরিণাতি অভিমুখং গচ্ছতি। তদানীং প্র ব্রূহীতি পূর্বেন সংবন্ধঃ। পূর্ব্যম্ ইতি পুরাণনাম। 'পূর্ব্যম্ অহ্নায়' (নিঃ ৩।৭।৫) ইতি পুরাণনামসু পাঠাৎ ॥১৩

মন্ত্রার্থ। হে স্তোতা, যিনি মন্ত্রদ্বারা স্তুত্য সেই ক্ষিপ্রগামী ইন্দ্রের পূর্বকৃত কর্মসমূহ বর্ণনা করেন, তিনি যুদ্ধার্থ বজ্রাদি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ পূর্বক শত্রুনাশপূর্বক তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন।১৩

অস্যেদু ভিয়া গিরয়শ্চ দৃড়্‌হা দ্যাবা চ ভূমা জনুষস্তুজেতে।
উপো বেনস্য জোগুবান ওনিং সদ্যো ভূবদ্বীর্যায় নোধাঃ।১৪

সায়ণ-ভাষ্য। অস্যৈবেন্দ্রস্য ভিয়া পক্ষচ্ছেদভয়েন গিরয়ঃ পর্বতা অপি দৃড়্‌হাঃ নিশ্চলাঃ স্ব স্ব দেশেঽবতিষ্ঠন্তে। জনুষঃ প্রাদুর্ভূতাদস্মাদেবেন্দ্রাৎ ভীত্যা দ্যাবা ভূমা চ দ্যাবাপৃথিব্যাবপি তুজেতে। তুজির্হিংসার্থোঽপ্যত্র কম্পনে দ্রষ্টব্য। কম্পেতে ইত্যর্থঃ।

কিংচ বেনস্য কান্তস্যাস্য ওণিং দুঃখস্যাপনায়কঃ রক্ষণম্ উপো জগুবানঃ অনেকৈঃ সূক্তৈঃ পুনঃপুনরূপশব্দয়ন্ উপশ্লোকয়ন্নিত্যর্থঃ। এবংভূত নোধাঃ ঋষিঃ সদ্যঃ তদানীমেব বীর্যায় ভূবৎ বীর্যবানভবৎ ॥১৪

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পক্ষচ্ছেদের ভয়ে পর্বতগণ নিশ্চল হইয়া স্ব স্ব দেশে অবস্থিত। ইন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইলে আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়। ঋষি নোধা সেই কমনীয় ইন্দ্রের রক্ষণকার্য্য বহু সূক্ত দ্বারা পুনঃপুনঃ বর্ণনা করিয়া সদ্যই বীর্যবান হইয়াছেন।১৪

অস্মা ইদু ত্যদনু দায্যেষামেকো যদ্বব্নে ভূরেরীশানঃ।
প্রৈতশং সূর্যে পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে সুষ্বিমাবদিন্দ্রঃ ॥১৫

সায়ণ-ভাষ্য। একঃ এক এব শত্রূন্ জেতুং সমর্থঃ ভূরেঃ বহুবিধস্য ধনস্য ঈশানঃ স্বামী যৎ স্তোত্রং বব্নে যযাচে এষাং স্তোতৃণাং সংবন্ধি। যদ্বা বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ। এতৈঃ ত্যৎ তৎপ্রসিদ্ধং স্তোত্রম্ অস্মৈ ইন্দ্রায় অনু দায়ি অকারীত্যর্থঃ। উত্তরার্ধস্যেয়মাখ্যায়িকা। স্বশ্বো নাম কশ্চিৎ রাজা। স চ পুত্রকামঃ সূর্যমুপাসাংচক্রে। তস্য চ সূর্য এব পুত্রো বভূব। তেন সহ এতশনাম্নো মহর্ষের্যুদ্ধং জাতমিতি। তদেতদিহোচ্যতে। অয়ম্ ইন্দ্রঃ সৌবশ্ব্যে স্বশ্বপুত্রে সূর্যে পস্পৃধানং স্পর্ধমানং সুষ্বিং সোমানামভিষোতারম্ এতশম্ এতৎসংজ্ঞকমৃষিং প্র আবৎ প্রারক্ষৎ ॥১৫

মন্ত্রার্থ। ইন্দ্র একাকী বহুবিধ ধনের স্বামী। স্তোতৃবৃন্দের নিকট যে স্তোত্র তিনি যাজ্ঞা করেন, সেই স্তোত্র তাঁহাকে দাও। স্বশ্ব পুত্র[১০৭] সূর্যের যুদ্ধকালে সোমাভিষবকারী এতশ ঋষিকে ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন।১৫

এবা তে হারিযোজনা সুবৃক্তীন্দ্র ব্রহ্মাণি গোতমাসো অক্রন্।
ঐষু বিশ্বপেশসং ধিয়ং ধাঃ প্রাতর্মক্ষু ধিয়াবসুর্জগম্যাত্ ॥১৬

সায়ণ-ভাষ্য। হর্যোরশ্বয়োর্যোজনং যস্মিংরথে স তথোক্তঃ। তস্য স্বামিত্বেন সংবন্ধী হারিযোজনঃ। হে হারিযোজন ইন্দ্র গোতমাসঃ গোতমগোত্রোৎপন্না ঋষয়ঃ

---

১০৭ স্বশ্ব নামে এক রাজা পুত্রকামী হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করেন। সূর্য স্বয়ং তাঁহার পুত্ররূপেজাত হন। তাঁহার সহিত মহর্ষি এতশের যুদ্ধ হয়। ১০৮ স্তোত্ররূপ মন্ত্রাবলী।

সুবৃক্তি সুষ্ঠু আবর্জকান্যভিমুখীকরণকুশলানি ব্রহ্মাণি স্তুতিরূপাণি মন্ত্রজাতানি তে তব এব অক্রন্ অকুর্বৎ। এষু স্তোতৃষু বিশ্বপেশসং বহুবিধরূপযুক্তং ধিয়ং ধাঃ। ধিয়া লভ্যত্বাৎ ধীঃ ধনমুচ্যতে। যদ্বা। ধীশব্দ কর্মবচনঃ। পশ্বাদিবহুবিধরূপং ধনম্ অগ্নিষ্টোমাদিকং বহুবিধরূপং কর্ম বা আ ধাঃ। ধেহি স্থাপয়। প্রাতঃ ইদানীমিব পরেদ্যুরপি প্রাতঃকালে ধিয়াবসুঃ বুদ্ধ্যা কর্মনা বা প্রাপ্তধন ইন্দ্রঃ মক্ষুঃ শীঘ্রং জগম্যাৎ অস্মদ্রক্ষণার্থমাগচ্ছতু ॥১৬

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ পরমেশ্বর বৈদিক মার্গপ্রবর্তক শ্রীবীরবুক্কভূপাল সামাজ্যধুরংধরেণ সায়ণাচার্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ প্রকাশে ঋক্‌সংহিতা ভাষ্যে প্রথমাষ্টকে চতুর্থোঽধ্যায় সমাপ্তঃ।

মন্ত্রার্থ। হে অশ্বযুক্ত রথেশ্বর ইন্দ্রদেব! গোতম গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ আপনাকে যজ্ঞে উপস্থিত করিবার জন্য স্তুতিরূপ মন্ত্র (ব্রহ্ম) সমূহ রচনা করিয়াছেন। সেই স্তোতৃবৃন্দকে আপনি বহুবিধ বুদ্ধিদান করুন। যে ইন্দ্র বুদ্ধি (বা কর্ম) দ্বারা বহুধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে সত্বর এই যজ্ঞে আগমন করুন।

ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

এক

সায়ণাচার্য্য

চতুর্বেদের ভাষ্যকাররূপে সায়ণাচার্য্য সমগ্র ভারতে চিরকাল স্মরণীয়। সায়ণের পূর্বে আরও বেদভাষ্য বিরচিত হইলেও চতুর্দশ শতকে তৎকৃত বেদভাষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ বেদভাষ্যরূপে পরিগণিত। সায়ণ রচিত ঋগ্বেদভাষ্য শতাধিক বর্ষ পূর্বে অক্সফোর্ড হইতে ফ্রেডরিক মোক্ষমুলার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। হাওড়ার পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী সায়ণকৃত বেদভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশন করিয়াছিলেন।

কর্ণাটক ও অন্ধ্রদেশের সংযোগস্থলে উভয় প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি নিবাস করিতেছেন। তথায় তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত বিজয়-নগর ছিল সায়ণাচার্য্যের কর্মক্ষেত্র। সায়ণের মূল নাম ছিল সায়ন্না ও তাঁহার পিতার নাম মায়ন্না বা মায়ণ। অদ্যাবধি কর্ণাটকে রামন্না, সামন্না, তামন্না প্রভৃতি নাম প্রচলিত। সায়ণের নাম কর্ণাটক দেশীয় হইলেও তিনি নিজেকে 'অস্মাকম্ আন্ধ্রাণাম' (আমাদের আন্ধ্রদের) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রতীত হয়, তিনি অন্ধ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় অহোবল পণ্ডিত সংস্কৃতে তেলেগু ভাষার এক প্রামাণিক ব্যাকরণ লিখিয়াছেন! ভাগিনেয় আন্ধ্র হইলে মাতুলও নিশ্চয়ই আন্ধ্র হইবেন।

সায়ণের মাতার নাম নানা স্থানে 'শ্রীমতী' পাওয়া যায়। কেবল কাঞ্চীতীর্থে অরুলাল পেরুমল মন্দিরে অসমাপ্ত শিলালিপিতে 'শ্রীমায়ী' নাম লিখিত আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তাঁহার মাতার আসল নাম শ্রীমায়ী ছিল। সংস্কৃতে তাহাই 'শ্রীমতী' হইয়াছে। মায়ণ ও শ্রীমতীর তিন পুত্র ছিল মাধব, সায়ণ ও ভোগনাথ। তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সায়ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধবাচার্য্য তৎকালে প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও প্রভাবশালী রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী এবং তাঁহার ছোট ভাই ভোগনাথও বড় কবি ছিলেন। তাঁহারা তিন ভাই-ই

প্রখ্যাত পুরুষ ও দক্ষিণ ভারতে সুবিদিত ছিলেন। ভোগনাথ রাজা বুক্ক রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাজা কম্পরায়ের পুত্র দ্বিতীয় সংগম ভূপালের নর্মসচিব ছিলেন। তৎকৃত 'বিট্রগুণ্ট প্রশস্তি'র শেষ শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য কৃত 'অলংকার-সুধানিধি' গ্রন্থে ভোগনাথ কবিরূপে বর্ণিত। উক্ত গ্রন্থে ভোগনাথ বিরচিত এই ছয় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত—রামোল্লাস, ত্রিপুরবিজয়, শৃঙ্গারমঞ্জরী, উদাহরণমালা, মহাগণপতিস্তব এবং গৌরীনাথাষ্টক। সায়ণাচার্য্যের এক ভগিনীও ছিলেন, তাঁহার নাম সিঙ্গলে। বহু শিলালিপিতে এ নাম পাওয়া যায়। রামরস নামক এক ব্যক্তির সহিত সিঙ্গলেব বিবাহ হয়। লক্ষ্মীধর দেব নামে তাঁহাদের এক পুত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ লক্ষ্মীধর গাণপত্য ছিলেন এবং রাজা দেব রায়ের সময় ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে কোনও মন্দিরে গণপতির প্রতিমা স্থাপিত করেন। লক্ষ্মীধর দেব ব্যতীত সায়ণের দ্বিতীয় ভাগিনেয় অহোবল পণ্ডিতের নাম পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অহোবল কৃত ব্যাকরণে অমর মাতুল সায়ণ রচিত 'ধাতুবৃত্তি' পুস্তকের নাম উল্লিখিত। লক্ষ্মীধর ও অহোবল দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন কিনা, এখনও জানা যায় নাই।

'অলংকার-সুধানিধি গ্রন্থের নিম্নোক্ত শ্লোকে সায়ণেব তিন পুত্রের নাম পাওয়া যায়।—

তৎসংব্যঞ্জয় কম্পন বৎসনিনঃ সঙ্গীতশাস্ত্রে ভব
প্রৌঢ়িং মায়ণ গদ্য পদ্য রচনা পাণ্ডিত্যমুন্মুদ্রয়।
শিক্ষাং দর্শয় শিংগন ক্রম-জটা-চর্চ্চাসু বেদেষ্বিতি
স্বান্ পুত্রানুপলালয়ন্ গৃহগতঃ সম্মোদতে সায়ণঃ॥

অনুবাদ—হে কম্পন, সঙ্গীত শাস্ত্রে তোমার প্রবীণতা প্রদর্শন কর। হে মায়ণ, গদ্যপদ্য রচনায় তোমার চতুরতা দেখাও। হে শিঙ্গন, তুমি চতুর্বেদের ক্রম, জটা ও বিভিন্ন পাঠে তোমার শিক্ষা প্রকটিত কর। সায়ণ রাজকর্ম হইতে স্বগৃহে ফিরিয়া পুত্রত্রয়ের লালন-পালনে এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রত্যয় জন্মে যে, কম্পন, মায়ণ ও শিঙ্গন এই তিন জন সায়ণের পুত্র ছিলেন। সায়ণ কৃত শতপথ ব্রাহ্মণ-ভাষ্যের প্রতি কাণ্ডান্তে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে শিঙ্গনের বিপুল বদান্যতার পরিচয় প্রদত্ত।—

"ব্রহ্মাণ্ডং গোসহস্রং কনকহয়তুলা পুরুষৌ স্বর্ণবর্ণ
সপ্তাব্ধীন্ পঞ্চসীরীং স্ত্রিদশ-তরুলতা-ধেনু-সৌবর্ণভূমীঃ।
রত্নোপ্রাংকৃষ্ণবাজি দ্বিপসহিত রথৌ সায়ণি সিঙ্গনার্য্যঃ
ব্যশ্রানীৎ বিশ্বচক্রং প্রথিতবিধিমহাভূতযুক্তং ঘটং চ॥
ধান্যাদ্রিং ধন্যজন্মা তিলভবমতুলঃ স্বর্ণজং বর্ণমুখ্যঃ
কার্পাসীয়ং কৃপাবান্ গুড়কৃতমগুো রাজতং রাজপূজ্যঃ।
আজ্যোত্থং প্রাজ্যজন্মা লবণজমনৃণঃ শার্করং চার্কতেজাঃ
রত্নাঢ্যো রত্নরূপং গিরিমকৃতমুদা পাত্রস্মাৎ সিঙ্গনার্য্যঃ॥"

উল্লিখিত শ্লোকসমূহের ভাবার্থ এই যে, শিঙ্গন সংখ্যাতীত ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। দান-বস্তুসমূহের মধ্যে ধান্যরাশি, গুড়, কার্পাস, ঘৃত এবং এমন কি, সামান্ত দ্রব্য লবণও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রৌপ্য, স্বর্ণ ও রত্নরাজির সমাবেশ ছিল। ইহাতে অত্যুক্তির মাত্রা ছাড়িয়া দিলেও ইহা নিশ্চিত যে, সায়ণের তৃতীয় পুত্র শিঙ্গন ধনধান্যে যেরূপ সম্পন্ন ছিলেন, তদ্রূপ উদারস্বভাব থাকায় বহু দানও করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে সায়ণাচার্য্যের আত্মীয়স্বজনের সামান্ত বর্ণনা দেওয়া হইল।

সায়ণাচার্য্যের তিন গুরু ছিলেন—বিদ্যাতীর্থ, ভারতীতীর্থ ও শ্রীকণ্ঠাচার্য্য। এই তিন জন যতি তৎকালে প্রখ্যাত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন। এই তিন জন শুধু সায়ণ ও তাঁহার দুই ভ্রাতার গুরু ছিলেন না; পরন্তু তৎকালীন বিজয়নগর নরপতিগণেরও গুরু ছিলেন। মাধবাচার্য্য তৎকৃত কালনির্ণয় গ্রন্থে এই যতি ত্রয়ের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন।—

সোঽহং প্রাপ্য বিবেকতীর্থ পদবীমাম্নায় তীর্থে পরং
মজ্জন্ সজ্জনসঙ্গতীর্থনিপুণঃ সদ্বৃত্ততীর্থং শ্রয়ন্।
লব্ধামাকলয়ন্ প্রভাবলহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো
বিদ্যাতীর্থমুপাশ্রয়ন্ হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্॥

বিদ্যাতীর্থ ত্রিদণ্ডী স্বামী ও শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্য ছিলেন। তিনি পরমাত্মতীর্থের শিষ্য ও তৎকালের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহাত্মা। তৎকৃত 'রুদ্রপ্রশ্নভাষ্য' বিখ্যাত পুস্তক। মাধবাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এই দুই আচার্য্যের প্রত্যেক গ্রন্থে বিদ্যাতীর্থের সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধবাচার্য্য সন্ন্যাসী হইয়া বিদ্যারণ্য নামে অভিহিত হন। বিদ্যারণ্যকৃত 'জীবন্মুক্তিবিবেক' এবং সায়ণাচার্য্যকৃত বেদভাষ্য প্রভৃতি পুস্তকের প্রারম্ভে এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক পাওয়া যায়—

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥

অনুবাদ—যাঁহার নিঃশ্বাসরূপে চতুর্বেদ আবির্ভূত এবং যিনি বেদালোকে এই অখিল জগৎ নির্মাণ করিলেন সেই গুরুদেব বিদ্যাতীর্থরূপী মহেশ্বরকে বন্দনা করি।

মাধবাচার্য্য কৃত 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তার' গ্রন্থে এই শ্লোক পাওয়া যায়।—

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণং।
জৈমিনীয় ন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্॥

অনুবাদ—বিদ্যাতীর্থরূপী পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া জৈমিনীয় ন্যায়মালা শ্লোকাকারে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল।

উক্ত গ্রন্থে এই শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়, 'বিদ্যাতীর্থ মুনি তদাত্মনি লসন্ মূর্তিস্বদনুগ্রাহিকা।' ইহার অর্থ, মদীয় গুরুদেব বিদ্যাতীর্থ মুনি ভগবান্ মহাদেবের অনুগ্রহ-মূর্তি। মাধবাচার্য্য কৃত 'অনুভূতিপ্রকাশ' গ্রন্থে এই শ্লোক আছে।—

অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তেতি অন্তর্য্যামি শ্রুতীরিতঃ।
সোঽস্মাৎ মুখ্যগুরুঃ পাতু বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরঃ॥

অনুবাদ—মহেশ্বরোপম বিদ্যাতীর্থ স্বামী জীবন্মুক্তিরূপ বিবেকালোক দ্বারা আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশপূর্বক আমাকে পরম পুরুষার্থ প্রদান করুন।

সায়ণাচার্য্য তৎকৃত 'শতপথ ব্রাহ্মণ ভাষ্যে'র অন্তে তদীয় গুরুবর্য বিদ্যাতীর্থকে এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে গুরুদেব, হে বেদার্থপ্রকাশ, আমার হৃদয়ের অন্ধকার

বিনাশ করুন এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ প্রদানপূর্বক ইহলোকে আমাকে সৌভাগ্যশালী করুন।" বিদ্যারণ্য কেবল শাব্দিক ধন্যবাদ দ্বারা গুরুস্তুতি করেন নাই; পরন্তু তিনি বিজয়নগরের রাজা বুক্করায়ের অর্থানুকূল্যে শৃঙ্গেরী মঠে সুন্দর মন্দির নির্মিত করাইয়া বিদ্যাশঙ্কর নামে বিদ্যাতীর্থের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্তি অদ্যাপি বিদ্যারণ্যের প্রগাঢ় গুরুভক্তি উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

সায়ণ প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয়ের উপর ভারতীতীর্থ স্বামিজীর অশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। শৃঙ্গেরী পীঠের মঠাম্নায় হইতে জানা যায়, ভারতীতীর্থ বিদ্যাতীর্থের পরে শৃঙ্গেরী মঠে শঙ্করাচার্য্যরূপে ১২৫৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন হরিহর পঞ্চভ্রাতার সহিত বিজয়ের উপলক্ষে শৃঙ্গেরী গমনপূর্বক তত্রস্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তখন ভারতীতীর্থ শৃঙ্গেরী পীঠের বরেণ্য মঠাধীশ ছিলেন। আচার্য্য সায়ণের গ্রন্থসমূহে ভারতীতীর্থের নামোল্লেখ এখনও পাওয়া যায় নাই; কিন্তু মাধবাচার্য্যের সকল গ্রন্থে বহু বার তাঁহার শুভ নাম উল্লিখিত। মাধবাচার্য্য কৃত 'কাল নির্ণয়' গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে আছে, "লব্ধামাকলয়ন্ প্রভাব-লহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো।" ইহার দ্বারা আচার্য্য মাধব ভারতীতীর্থের উপদেশের প্রভাব নিজ জীবনে স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মাধবাচার্য্যই সন্ন্যাস গ্রহণান্তে বিদ্যারণ্য নামে প্রখ্যাত হন। ইহা নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, মাধবাচার্য্য ভারতীতীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর দেহান্তে শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থ 'পঞ্চদশী'র টীকাকার রামকৃষ্ণ ভট্ট 'পঞ্চদশী'কে ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যের সম্মিলিত রচনা মনে করেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর রচিত 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' গ্রন্থকেও কেহ কেহ গুরু-শিষ্য উভয়ের মিলিত রচনা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে এই সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। ভারতীতীর্থ রচিত এই দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে।—(১) দৃক্‌দৃশ্য-বিবেক বা বাক্যসুধা (২) বৈয়াসিক ন্যায়মালা। 'বাক্যসুধা' গ্রন্থের দুই টীকা আছে। তন্মধ্যে একটি টীকা গ্রন্থকারের শিষ্য শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী রচিত এবং অন্য টীকা আনন্দজ্ঞান অথবা আনন্দগিরি কর্তৃক লিখিত। এই দুই টীকাই কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'বাক্যসুধা'র যে বিস্তৃত বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দগিরি কৃত টীকা প্রকাশিত।

'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রোক্ত সমস্ত অধিকরণের সারাংশ প্রদত্ত। সাধারণতঃ প্রত্যেক অধিকরণের মর্মার্থ দুই দুই শ্লোকে পাওয়া যায়।

আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ ছিলেন সায়ণের অন্তিম গুরু। কাঞ্চীর শিলালেখে 'শ্রীকণ্ঠনাথ গুরুঃ' এইরূপ লিখিত আছে। মাধবাচার্য্যও স্বরচিত 'কালনির্ণয়' গ্রন্থে বলেন, 'হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্।' ইহার অর্থ, আমি শ্রীকণ্ঠ গুরুকে হৃদয়ে নিরন্তর ভজনা করি। সায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথ কবি ও শ্রীকণ্ঠের শিষ্য ছিলেন। ভোগনাথ-কৃত 'মহাগণগতিস্তবে' শ্রীকণ্ঠকে প্রধান গুরুরূপে এই ভাবে স্বীকার করিয়াছেন।—

মন্দারশ্চ তরুঃ পরেঽপি তরবো মেরুশ্চ শৈলঃ পরে
ঽপ্যাং শৈলাঃ কমলাগৃহস্থ শয়নং চাব্ধি পরেঽপ্যব্ধয়ং।
শ্রীকণ্ঠশ্চ গুরুঃ পরেঽপি গুরবো লোকত্রয়েত্তদ্ভুতং
ভক্তাধীন ভবাংশ্চ দৈবতমহো সর্বেঽপ্যমী দেবতাঃ॥

এই তিন উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয়, শ্রীকণ্ঠনাথ ভ্রাতৃত্রয়ের পূজ্যগুরু ছিলেন। শুধু ইহা নহে, মহারাজ দ্বিতীয় সঙ্গমও শ্রীকণ্ঠের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুর প্রতি সঙ্গমের অসীম ভক্তি ছিল। 'বিট্রগুণ্ট প্রশস্তি'তে উল্লিখিত ভূমিদান শ্রীকণ্ঠনাথের ইচ্ছায় সঙ্গম করিয়াছিলেন। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকার তৃতীয় ভাগে (২৬—২৭ পৃষ্ঠায়) এই শিলালেখ উদ্ধৃত—

স কদাচিৎ প্রিয়ং শিষ্যঃ সঙ্গমেন্দ্রমুপস্থিতম্।
ন্যদিশৎ দেশিকো দৃষ্ট্যা নির্ভরপ্রেমগর্ভয়া॥
অগ্রহারং কমপ্যত্র ত্বয়া দাপয়িতুং মম।
প্রীতিরস্তি ততঃ কশ্চিৎ গ্রামো রাজন্ প্রদীয়তাম্॥
ইতি তস্য গুরোরাজ্ঞামীশিতা ধরণীভৃতাম্।
অগ্রহিদঞ্জলিং গৃহ্ণন্ অবনম্রেন মৌলিনা॥
বিট্রগুণ্টমিতীহ প্রথিতাপরনামশালিনস্তস্য।
প্রকট্যাতি স্ম যমীন্দ্রপ্রায়ঃ শ্রীকণ্ঠপুরমিতি প্রখ্যাম্॥

শ্রীকণ্ঠনাথ নাম হইতে প্রতীত হয়, তিনি নাথপন্থী মহাত্মা ছিলেন। ভোগনাথ শ্রীকণ্ঠকে প্রিয় শিষ্য সংগমের উপদেষ্টারূপে শঙ্করের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি তৎকালের সুবিখ্যাত শৈবপতি ও মাহেশ্বর তন্ত্রের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। যখন তিনি মাহেশ্বর তন্ত্রের উপদেশ দিতেন, তখন মনে হইত, কোন সুপ্রাচীন নাথপন্থীর আত্মা শ্রীকণ্ঠরূপে উপদেশ দিতেছেন। ভোগনাথ বলেন, "শ্রীকণ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেই মুক্তিরাণী সহচরীবৎ সমীপে নিবাস করেন।" উক্ত গুরুভক্ত কবিবর লিখিয়াছেন—

কৈবল্যপদবীদ্বারকবাটোদ্‌ঘাত-কর্মণি।
কটাক্ষাঃ কুঞ্চিকা যস্য কাংক্ষতাং তত্র নির্বৃতিম্॥

অনুবাদ—মুক্তিমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনে ইহার কৃপাকটাক্ষ সর্বদা চাবিতুল্য।

সায়ণাচার্য্যের জন্ম বা মৃত্যুর কাল নির্ণয় দুঃসাধ্য। ডক্টর ঔফ্রেক্ট কৃত বৃহৎ সূচীর (ক্যাটালগাস ক্যাটালোগোরুম) ৭১১ পৃষ্ঠায় সায়ণের মৃত্যুকাল বিক্রম সংবৎ ১৪৪৪ অথবা ইংরাজী ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত। মৃত্যুকালে সায়ণের বয়স বাহাত্তর বৎসর হইয়াছিল। অতএব ডক্টর ঔফ্রেক্টের মতে সায়ণের জন্মকাল বিক্রম সংবৎ ১৩৭২ অথবা ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দ। ধন্য জনক মায়ণ, আর ধন্য জননী শ্রীমতী—যাঁহাদের পুত্ররূপে বেদভাষ্যকার হিন্দুধর্মোদ্ধারক সায়ণাচার্য্য আবির্ভূত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সায়ণ অপেক্ষা পনের বৎসরের বড় ছিলেন। সায়ণের মাতাপিতা সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ছিলেন। অতএব সায়ণের বাল্যকাল বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয় নাই। নিশ্চয়ই তিনি বাল্যে পাণিনীয় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন; নচেৎ পরবর্তী কালে তিনি প্রামাণিক গ্রন্থরত্ন 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি' রচনায় সমর্থ হইতেন না। তৎকৃত ঋগ্বেদভাষ্যের প্রথম অষ্টক পড়িলে বুঝা যায়, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের বিস্তৃত ভাষ্যে সায়ণ এক এক বৈদিক শব্দরূপ এত সুন্দরভাবে করিয়াছেন যে, তাঁহাকে মহা-বৈয়াকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবাচার্য্য মীমাংসা-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সায়ণ তাঁহার নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন

করেন। তদ্বংশীয় কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা নিশ্চয়ই তৎকর্তৃক মনোযোগ সহকারে অধীত হয়। বেদভাষ্য প্রণয়ন তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎকর্ম। উহার জন্য তিনি নিশ্চয়ই বাল্যকালে আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

একত্রিশ বৎসর বয়সে সায়ণ হরিহরের অনুজ রাজা কম্পনের মন্ত্রীপদে আরূঢ় হন। উক্ত বর্ষে নেল্লোর জেলার অন্তর্গত কোডবলূরু স্থানে প্রাপ্ত শিলালেখ অনুসারে ইহা নিশ্চিত হয় যে, সায়ণ প্রসিদ্ধ কম্পন ভূপালের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। উক্ত শিলালেখ এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকার নবম ভাগে (১০৪ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত। স্থানীয় ভাষায় প্রধান মন্ত্রীকে ঔডয়লু বলা হইত। সায়ণকৃত 'সুভাষিত সুধানিধি' গ্রন্থের পুষ্পিকাতে গ্রন্থকার নিজেকে পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্রাধীশ্বর শ্রীকম্পরাজের মহাপ্রধানরূপে আখ্যাত করিয়াছেন। নয় বর্ষকাল সায়ণ কম্পন রাজের প্রধান সচীব ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কম্পনের মৃত্যু হয়। সায়ণ রাজা কম্পনের পুত্র দ্বিতীয় সঙ্গমের শিক্ষক ছিলেন। সাম্রাজ্য পরিচালন ও যুবরাজকে শিক্ষাদান—এই দুই কর্মে সায়ণ অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তৎকৃত 'অলংকার-সুধানিধি' গ্রন্থে উক্ত মর্মে এই শ্লোক পাওয়া যায়।—

সম্যক্ শিক্ষাং সচিব গমিতঃ শৈশবে সায়ণাচার্য্য।
প্রৌঢ়িং গার্ঢাং প্রকটয়তি তে সঙ্গমেন্দ্র প্রয়োগে॥

রাজা কম্পনের নাবালক পুত্রকে শিক্ষাদান এবং সাম্রাজ্য শাসন এত কুশলতা সহকারে সচীব সায়ণ সম্পন্ন করেন যে, কম্পনের মৃত্যুর পরেও সাম্রাজ্যে কোন অশান্তি উপস্থিত হয় নাই। মহামন্ত্রীর সুশাসনে সাম্রাজ্যের সুখশান্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক অতিশয়োক্তি নহে।—

সত্যং মহীঃ ভবতি শাসতি সায়ণাচার্য্যঃ।
সম্প্রাপ্তভোগসুখিনঃ সকলাশ্চ লোকাঃ॥

সায়ণ শুধু সাম্রাজ্য শাসনে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করেন নাই; পরন্তু রাজ্য বিস্তার কল্পেও তিনি সীমান্ত রাজাদের উপর দুর্নিবার আক্রমণ করেন। তাঁহার বয়স

যখন চল্লিশ বৎসর, তখন কুমার সঙ্গম রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার পরও তিনি প্রায় আট বৎসর রাজা সঙ্গমের মন্ত্রীত্ব করেন। তাঁহার বয়স যখন ৪৫ বৎসর, তখন তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় করিয়া অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। তৎকৃত 'অলংকার-সুধানিধি' গ্রন্থের নিম্নোক্ত শ্লোকে সায়ণের যুদ্ধকুশলতা বর্ণিত হইয়াছে।—

সমরে সপত্নসৈন্যং সায়ণ তব বিম্বিতং বহন্ খড়্গঃ।
ক্রীড়ন্তি কৈটভরিপুরিব বিভ্রৎ ক্রোড়ে জগৎত্রয়ং জলধৌ॥
অমুং শমিত-শাত্রবস্থিরভুজা বলেপোদয়ং
সমীক্ষ্য-যুধি সায়ণং সমধিকো ভবেদ্ বিস্ময়ঃ।
নখাগ্রহত বৈরিণো নরহরের্হরস্তাথবা
নবাম্বুজদলোল্লাসন্নয়নমাত্র দগ্ধদ্বিষঃ॥

সায়ণের বিস্ময়কারিণী রণচাতুরীর সুফল সদ্য দৃষ্ট হয়। যে চম্প নামক রাজাকে তিনি নিজের কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন, তিনি বিদ্রোহী হওয়ায় সায়ণাচার্য্য তাঁহাকে অচিরে পরাস্ত করিয়া অতুল কীর্তি প্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধে 'অলংকার-সুধানিধি' গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকও পাওয়া যায়—

জগদ্বীরস্য জাগর্তি কৃপাণঃ সায়ণ প্রভোঃ।
কিমিত্যেতে বৃথাটোপা গর্জন্তি পরিপন্থিনঃ॥
দিষ্ট্যাদৈষ্টিকভাব-সংভূত মহা-সম্পদ্ বিশেষোদয়ং
জিত্বা চম্পনরেন্দ্রমূর্জিতযশাঃ প্রত্যাগতঃ সায়ণঃ।

কৃষ্ণস্বামীকৃত Sources of Vijayanagar History পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে, এই চম্পরাজ চোলদেশের অধিপতি ছিলেন এবং কাঞ্চীর পার্শ্ববর্তী প্রদেশ তিনি শাসন করিতেন। কৃষ্ণস্বামীর মতে চম্পরায়ের আসল নাম শম্ভুব রায়। সায়ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াও চম্পরাজ পূর্ব স্থানেই রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে প্রথম বুক্করাজের পুত্র কুমার কম্পন স্বীয় সেনাপতিগণের সহায়ে শম্ভুব রায়ের সহিত সংগ্রামে বিজয়ী হন। গঙ্গাদেবী কৃত 'মধুরা বিজয়' গ্রন্থে কুমার কম্পনের বিজয়বার্তা বিশদভাবে

বর্ণিত আছে। অন্য শিলালিপি হইতে জানা যায়, সায়ণ সঙ্গমরাজের সহিত গরুড় নগর নামক স্থানের রাজাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। সায়ণাচার্য্য যেমন প্রতিভা-শালী ভাষ্যকার, তেমনি সুযোগ্য শাসক ও যুদ্ধজয়ী মহাবীর ছিলেন। রাজ্যশাসন, যুদ্ধজয় ও ভাষ্যরচনা যিনি এক সঙ্গে করিতে পারেন, তাঁহার মত অদ্ভুত পুরুষ ভারতে বা জগতে অধিক হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় ১৩৬৪ অব্দের এক শিলালিপিতে লিখিত আছে, শ্রীমান্ মহামণ্ডলেশ্বর বীর শ্রীসায়ণ ঔডয়লু পৃথিবী শাসন করিতেন। ইহাতে সঙ্গম রাজের নামোল্লেখ নাই।

এই হেতু অধ্যাপক হেরাস তৎকৃত Beginnings of Vijaynagar History পুস্তকের ৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "তখন সঙ্গম রাজপদে অধষ্ঠিত ছিলেন না এবং সায়ণ বুক্করাজের অধীনে নেল্লোর প্রান্ত শাসন করিতেন।" ইহা হইতে অনুমিত হয়, সায়ণ ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বুক্করাজের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। বুক্ক রায় ছিলেন বিজয়নগরের মহারাজা। সায়ণের বয়স যখন ৪৮ বৎসর হয়, তখন তিনি বেদভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বুক্করাজের শুভেচ্ছা ও অনুজ্ঞা অনুসারে তৎকর্তৃক বেদভাষ্য রচিত হয়। ঋগ্বেদ-ভাষ্যের পুষ্পিকাতে এই হেতু সায়ণ নিজেকে বীর বুক্ক সাম্রাজ্য ধুরন্ধররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ১৩৭৯ অব্দে মহারাজ বুক্ক ইহলীলা সংবরণ করেন। উক্ত বর্ষে বুক্কপুত্র হরিহর সিংহাসনে আরূঢ় হন এবং সায়ণকে পূর্ববৎ মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত রাখেন। তখন সায়ণের বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। রাজা হরিহরের আজ্ঞায় সায়ণ অবশিষ্ট বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ভাষ্য রচনাপূর্ব্বক অমরত্ব অর্জ্জন করেন। প্রায় ছয় বর্ষ সায়ণ রাজা দ্বিতীয় হরিহরের অমাত্য ছিলেন। হরিহরের রাজত্বকালে ৭২ বৎসর বয়সে ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সায়ণাচার্য্য ইহলীলা সংবরণ করেন।

সায়ণাচার্য্যের চরিত্র অলৌকিক আশ্চর্যজনক ছিল। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য কৌটিল্য অথবা মহাভারতোক্ত দ্রোণাচার্য্যের মত তিনি পাণ্ডিত্য ও বীরত্বের অলৌকিক প্রতিমূর্তি ছিলেন। কাঞ্চীতে প্রাপ্ত শিলা-লিপিতে উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়, 'ভারদ্বাজকুলেশ সায়ণ! গুণেঃ ত্বত্তস্ত্বমেবাধিকঃ।" ইহার অর্থ, ভারদ্বাজকুলতিলক সায়ণাচার্য্য ধন্য! বিচিত্র গুণরাজির সমাবেশে তোমার চরিত্র শ্লাঘনীয় ও স্মরণীয়।

ত্রিংশৎ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর সায়ণাচার্য্য নানা

শাস্ত্র রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ রচিত হয়। বুক্করাজের আজ্ঞানুসারে তিনি বেদভাষ্য রচনা করেন। ডক্টর ঔফ্রেক্ট সাহেবের মতে সায়ণ প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এলাহাবাদের সাহিত্যাচার্য্য বলদেব উপাধ্যায় প্রণীত 'আচার্য্য সায়ণ ও মাধব' নামক হিন্দি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, অনেক পণ্ডিত স্বীয় গ্রন্থকে আচার্য্য সায়ণের নামে চালাইয়াছেন। গভীর গবেষণার ফলে পূর্বোক্ত পণ্ডিত উপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বেদভাষ্য ব্যতীত সায়ণের আরও সাতখানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থের নাম 'সুভাষিত সুধানিধি।' সায়ণের প্রথম আশ্রয়দাতা রাজা কম্পনের রাজ্যকালে ১৩৪০ হইতে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থের শেষে এই শ্লোক ও গদ্যাংশ লিখিত আছে।—

"ভারদ্বাজান্বয়ভুজা তেন সায়ণমন্ত্রিণা।
ব্যরচ্যত বিশিষ্টার্থঃ সুভাষিত-সুধানিধি ॥"

ইতি পূর্বপশ্চিম সমুদ্রাধীশ্বরাধিয়ায় বিভাল শ্রীকম্পরাজ মহাপ্রধান ভরদ্বাজবংশ মৌক্তিক-মায়ণ-রত্নাকর সুধাকর মাধব কল্পতরু-সহোদর-শ্রীসায়ণাচার্য্য বিরচিতে সুভাষিতসুধানিধৌ।"

এই গ্রন্থের চারি পর্বে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় ব্যাখ্যাত। ইহার পূর্বে সায়ণাচার্য্য 'পুরুষার্থ সুধানিধি, নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে মহাভারত ও পুরাণসমূহ হইতে বহু শ্লোক সংগ্রহপূর্বক তিনি বেদব্যাসের পরিচয় প্রদান করেন। 'সুভাষিত সুধানিধি' গ্রন্থে মোট ১১১৮ শ্লোক আছে। উক্ত গ্রন্থ রচনাকালে সায়ণের বয়স ত্রিশ বা বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে অসামান্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান। ইহার অর্থপর্বে বিজয়নগর রাজ্যের শাসকগণের বিবরণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। মাদ্রাজ সরস্বতীভাণ্ডার লাইব্রেরীতে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত আছে।

সায়ণকৃত 'প্রায়শ্চিত্ত-সুধানিধি' নামক এক গ্রন্থ আছে। ইহার অন্য নাম 'কর্মবিপাক।' আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা

পাওয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত বিবেচনই আলোচ্য পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। সঙ্গম ভূপালের মন্ত্রীপদে অবস্থান কালে সায়ণ যে চারি গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত সুধানিধি' প্রথম বলিয়া প্রতীত হয়। উক্ত গ্রন্থ রচনাকালে তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সায়ণ কত ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তৎকৃত 'আয়ুর্বেদ-সুধানিধি' নামক গ্রন্থ। তাঁহার সর্বাঙ্গীণ বিদ্যাবত্তা এবং অসাধারণ পরোপকারস্পৃহার ইহাই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তৎকৃত 'অলংকার সুধানিধি' গ্রন্থে 'আয়ুর্বেদ-সুধানিধি' সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—'আয়ুর্বেদ সুধানিধি ব্যসনিভিঃ শ্রীসায়ণাচার্য্যোদিতং ভৈষজ্যম্।' পণ্ডিত শ্রীশৈলনাথ তৎকৃত 'প্রশ্নোত্তর রত্নমালা' নামক বৈদ্যক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতামহ একাম্রনাথ সায়ণমন্ত্রীর প্রেরণায় 'আয়ুর্বেদ সুধানিধি' গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেন।

সায়ণকৃত 'অলংকাব-সুধানিধি' গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে বিপুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অপ্পায় দীক্ষিত তৎকৃত 'চিত্র মীমাংসা' নামক অলংকার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে সায়ণ সংস্কৃত ভাষার সমস্ত অলংকারের লক্ষণ ও উদাহরণ দিয়াছেন। অলংকার সম্বন্ধে গ্রন্থকাবগণ সাধারণতঃ স্ব স্ব আশ্রয়দাতার উদাহরণ দিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য সায়ণ উক্ত গ্রন্থে নিজ জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

সায়ণকৃত 'ধাতুবৃত্তি' পাঠে জানা যায়, ব্যাকরণশাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করায় ইহার নাম রাখেন 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি।' গ্রন্থারম্ভে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।—

'তেন মায়ণপুত্রেণ সায়ণেন মনীষিণা।
আখ্যয়া মাধবীয়েয়ং ধাতুবৃত্তি বিরচ্যতে॥'

অনুবাদ—মায়ণপুত্র মেধাবী সায়ণ কর্তৃক এই 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি' বিরচিত হইতেছে।

এই গ্রন্থ পাণিনীয় ধাতুপাঠের প্রামাণিক টীকা-গ্রন্থ। ইহাতে হেলারাজ, ভট্টভাস্কর, ক্ষীরস্বামী, শাকটায়ণ, পতঞ্জলি, ভাগুরি, কৈয়ট, জয়াদিত্য প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থকারগণের

অভিমত স্থানে স্থানে উল্লিখিত। এই গ্রন্থের কতিপয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পূর্বে কাশীধামের 'পণ্ডিত' পত্রিকায় ইহার প্রথম প্রকাশন দেখা যায়। তৎপরে মহীশূর সংস্কৃত গ্রন্থমালা এবং অধুনা কাশী সংস্কৃত সিরিজে ইহা প্রকাশিত। এই চারি গ্রন্থ রচনাকালে সায়ণ দ্বিতীয় সংগম ভূপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে ছিল।

'যজ্ঞতন্ত্র সুধানিধি' সায়ণাচার্য্যের আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা হরিহর মহারাজ সাম্রাজ্য ধুরন্ধরের মন্ত্রীপদে অবস্থান কালে তৎকর্তৃক রচিত হয়। উক্ত কালে অথর্ব সংহিতা ভাষ্য এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ভাষ্যও লিখিত হয়। এই গ্রন্থত্রয় আচার্য্য সায়ণের অন্তিম রচনা বলিয়া মনে হয়।

'পুরুষার্থ সুধানিধি' গ্রন্থের কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। ইহাতে আছে, একদা তত্ত্ববেত্তা সৎকথা-কৌতুকী সর্ববিদ্যানিলয় বুক্কভূপতি রাজশেখর মাধবাচার্য্যকে প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "আপনার শ্রীমুখ থেকে আমি বিবিধ শাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ ও মহাভারতাদি শুনেছি; কিন্তু হে বিপ্রেন্দ্র, অল্পবুদ্ধি নরনারীদের জন্য পুরুষার্থের উপযোগী ব্যাসবাক্যসমূহ আখ্যায়িকার মাধ্যমে আমাকে শোনান।" রাজবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মাধবাচার্য্য বুক্করাজকে নিবেদন করিলেন—

অয়ং হি কৃতিনামাদ্যঃ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ।
পুরাণোপপুরাণেষু পুরুষার্থোপযোগিনঃ।
উপদিষ্টা ময়া রাজন্ কথাস্তে কথয়িষ্যতি॥

অনুবাদ—আমার অনুজ এই আর্য্য সায়ণ কৃতিগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। হে রাজন্, সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে পুরুষার্থের উপযোগী বাক্যসমূহ এই সায়ণ আমার উপদেশ অনুসারে আপনাকে বলিবে। অগ্রজ মাধবের আদেশে সায়ণাচার্য্য বুক্ক মহীপতিকে বলিলেন—

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ বুদ্ধিস্তে ধর্মদেশিনী।
বদামি ব্যাসবাক্যানি লোকানাং হিতকাম্যয়া॥

অনুবাদ—হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতি, আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত সুন্দর এবং আপনার

বুদ্ধি ধর্মোন্মুখী। লোকহিতকামনায় ব্যাসবাক্যসমূহ ভবৎসকাশে আমি ব্যাখ্যা করিতেছি।

আচার্য্য সায়ণ যে ব্যাসবাক্যসমূহ বুক্ক রাজার নির্দেশে সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করেন তাহাই 'পুরুষার্থ-সুধানিধি' গ্রন্থে প্রদত্ত।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য কর্তৃক পুর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ বিরচিত, ইহা অনেকেই জানেন না। কিরূপে তিনি বেদভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা তৈত্তিরীয় সংহিতা ভাষ্যের উপক্রমণিকায় সায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবাচার্য্য বেদার্থজ্ঞ মীমাংসক ছিলেন। মাধবাচার্য্য কৃত 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা' তাঁহার মীমাংসা জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহারাজ বুক্করায় তাঁহার ধর্মগুরু ও মন্ত্রীবর মাধবাচার্য্যকে বেদার্থ প্রচারে আদেশ দেন। আচার্য্য মাধব রাজাকে বলেন—

স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ।
সর্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥

অনুবাদ—সেই মাধব নৃপতিকে বলিলেন, হে রাজন্, আমার ছোট ভাই আর্য্য সায়ণ চতুর্বেদের সর্বতত্ত্ব অবগত। তাহাকে আপনি বেদব্যাখ্যাতারূপে নিযুক্ত করুন।

মাধবাচার্য্য কর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বীর বুক্ক মহীপতি বেদার্থপ্রকাশনে সায়ণাচার্য্যকে আদেশ দিলেন। বেদানুরাগী ধর্মপ্রাণ বুক্করায়ের আদেশে সায়ণাচার্য্য সযত্নে পূর্বোত্তর মীমাংসা ব্যাখ্যান্তে বেদার্থ ব্যাখ্যায় উদ্যত হইলেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার বেদভাষ্যের নাম দিয়াছেন 'বেদার্থপ্রকাশ।'

সায়ণাচার্য্য নিম্নোক্ত পাঁচখানি সংহিতা এবং তেরখানি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক—মোট আঠারখানি বেদগ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।—(১) কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা, (২) ঋগ্বেদ সংহিতা, (৩) সামবেদ সংহিতা, (৪) শুক্ল যজুর্বেদীয় কাণ্ব সংহিতা, (৫) অথর্ববেদ সংহিতা (৬) কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, (৭) তৈত্তিরীয় আরণ্যক, (৮) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, (৯) ঐতরেয় আরণ্যক, (১০) শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ, (১১) সামবেদীয় তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, (১২) ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, (১৩) সামবিধান ব্রাহ্মণ, (১৪) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ,

(১৫) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, (১৬) উপনিষৎ ব্রাহ্মণ, (১৭) বংশ ব্রাহ্মণ ও (১৮) সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, আচার্য্য সায়ণ চতুর্বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের উপর বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। শুক্ল যজুর্বেদের একটী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়—শতপথ ব্রাহ্মণ। ইহা এক শত বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। সায়ণ এই বৃহৎ গ্রন্থরত্নের সুন্দর ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। সামবেদের আটখানি ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দুই ব্রাহ্মণ ও দুই আরণ্যক বর্তমান—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। সায়ণাচার্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন; কিন্তু কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ব্যাখ্যা লেখেন নাই। কৃষ্ণ যজুর্বেদের অনেক শাখার বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সায়ণ নিজ বেদশাখার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশের উপর সায়ণ প্রামাণ্য ভাষ্য লিখিয়াছেন। কোন পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ভাষ্যকার এত মৌলিক গ্রন্থ রচনায় সমর্থ হন নাই। ইহাই আচার্য্য সায়ণের অনুপম কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব।

সায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ হওয়ায় ও আজন্ম উহার সহিত পরিচিত থাকায় তিনি মহারাজ বুক্করায়ের আদেশে সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য লেখেন। সায়ণভাষ্য সহ উক্ত সংহিতা পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি চতুর্বেদের কোন উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই। তৎকালে গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও দশোপনিষদের শাংকর ভাষ্য ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়াই হয়ত তিনি উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ব্যাসদেবকে বিশালবুদ্ধি বলা হয়। আমার মনে হয়, সায়ণাচার্য্যও অল্প বিশালবুদ্ধি ও প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহাকে কলিযুগের বেদব্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সায়ণকৃত বেদভাষ্য পাঠ করিলে তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। বাংলা দেশে ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রকাশন ও প্রচলন হইলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ ও বঙ্গীয় সমাজ উন্নত হইবে।

দুই

হোরেস হেমান উইলসন

পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞগণের মধ্যে হোরেস হেমান উইলসনের নাম ভারতে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে ; কারণ তিনি ছিলেন সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদক। উক্ত অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টারদের সমুদার পৃষ্ঠপোষকতা ডক্টর মোক্ষমূলারকে তৎসম্পাদিত ঋগ্বেদের অমূল্য সংস্করণ প্রণয়নে সমর্থ করিল তখন এই আকাংক্ষা প্রকাশিত হয় যে, ইহার সঙ্গে বা পরে ঋগ্বেদের একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হউক। বহু পূর্ব হইতেই আমি উক্ত অনুবাদ রচনার সংকল্প করিয়াছিলাম এবং ভারত পরিত্যাগের পূর্বেই উক্ত কার্য্যে কিয়ৎ দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। স্বদেশে ফিরিয়াই আমি অবিলম্বে এই অনুবাদ সমাপ্ত ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া উইলসন ই. বি. কাউয়েলকে ভারতে যে শেষ চিঠি দেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদের সমগ্র খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সমগ্র অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তিনি পরলোকে গমন করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তৎকৃত অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং অর্ধাংশ প্রকাশিত হইতে না হইতেই তিনি দেহরক্ষা করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। অনন্তর ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে তৎপরবর্তী লাইব্রেরীয়ান ডক্টর ব্যাল্লেণ্টাইন উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন ; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় অনুবাদের বাকী অংশ তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগের পূর্বে তিনি কিঞ্চিৎ মাত্র উক্ত কর্তব্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ডক্টর গোল্ডস্টুকার এই কার্য্য সম্পাদনে হস্তক্ষেপ করেন। এমন সময় ই. বি. কাউয়েল ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হওয়ায় তাঁহার হাতে তিনি এই অসমাপ্ত কার্য্যের ভার দেন। কাউয়েল সাহেব অধ্যাপক উইলসনের প্রাচীন ছাত্র এবং বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নে অনুরাগী ছিলেন বলিয়া এই মহৎ কর্মের গুরুভার যোগ্যতা সহকারে বহন করেন।

সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে উইলসন ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কাউয়েল সাহেব সত্যই মন্তব্য করেন, "গ্রীসদেশীয় মহাকবি হোমার রচিত কবিতাবলীর যেমন ব্যাখ্যাকার ছিলেন ইউস্টেথিয়াস, তেমনি বৈদিক সাহিত্যের স্মরণীয় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য।" উইলসন সাহেব তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা সহকারে স্বীকার করিয়াছেন যে, সায়ণ কৃত ভাষ্য হস্তগত না হইলে তিনি এই প্রাচীনতম ও কঠিনতম সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ সমাপ্ত করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

উইলসনের পূর্বে ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক অংশতঃ ইংরাজীতে রেভারেণ্ড ষ্টিভেনসন এবং ডক্টর রোয়ার কর্তৃক এবং পূর্ণতঃ লাটিন ভাষায় বিখ্যাত ডক্টর রোজেন কর্তৃক অনুদিত হয়। তখন প্যারিস হইতে এম. ল্যাং লোইস কর্তৃক ঋগ্বেদের চারি অষ্টক বা অর্ধাংশ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমস্ত ঋগ্বেদের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ উইলসন কর্তৃক সমাপ্ত হওয়ায় তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞগণের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ভারতে এই বিখ্যাত অনুবাদের প্রথম সংস্করণ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুণা হইতে এবং পরবর্তী সংস্করণ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন নগরীর সমীপে কোন স্থানে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর উইলসন ভূমিষ্ঠ হন এবং ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে লণ্ডনের সোহো স্কোয়ারে এক স্কুলে প্রেরিত হন। এই স্কুলে অধ্যয়নকালেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যৌবনে সাহিত্য সাধনার প্রারম্ভে এশিয়ার দুই প্রাচীন দেশ—ভারত ও চীন সম্বন্ধে তিনি লেখনী ধারণ করায় ইহা অনুমিত হয় যে, তিনি সুদূর প্রাচ্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালক উইলসনের জ্ঞানতৃষ্ণা বহুমুখী ছিল। কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ পাইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। দীর্ঘ ছুটি উপলক্ষে স্কুল বন্ধ হইলে তিনি তাঁহার খুল্লতাতের কাছে গিয়া থাকিতেন। উক্ত খুল্লতাত সরকারী টাঁকশালে অ্যাসে বিভাগে কর্ম করিতেন। বালক কৌতূহলবশে প্রত্যহ খুল্লতাতের সহিত টাঁকশালে যাইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর গুণাবলী ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। ভাবী জীবনে এই জ্ঞান তাঁহার পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি তাঁহার জন্মগত অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও

তিনি ছাত্র জীবনে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবল আঠার বৎসর বয়সে সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ভর্তি হন। মাত্র চার বৎসরের মধ্যে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে সহকারী সার্জনরূপে নিযুক্ত হন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া কোন সৈন্যদলের মেডিক্যাল অফিসাররূপে ভারত যাত্রা করেন। তাঁহাদের জাহাজ পথিমধ্যে দুর্ঘটনায় বিপন্ন হয় এবং ভারতে পৌঁছিতে প্রায় ছয় মাস লাগে; কিন্তু তরুণ জ্ঞান-পিপাসু উইলসন তাঁহার অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন। কয়েক মাস জাহাজে আবদ্ধ থাকার সময় কোন শিক্ষিত হিন্দু সহযাত্রীর নিকট হইতে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রাচ্য বিদ্যা ও প্রাচ্য ভাষার সমুচ্চ শিখরে আরোহণে পথে ইহাই তাঁহার প্রথম সোপান।

উইলসন ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ব্রিটিশ সৈন্যদলের সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হন; কিন্তু তিনি সৈনিক বিভাগে দীর্ঘ কাল রহিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে অনতিবিলম্বে মনোমত কর্মগ্রহণের অপূর্ব সুযোগ তৎসম্মুখে আসিল। কলিকাতা টাঁকশালে অ্যাসে মাষ্টার ডক্টর জন লীডেন সাহেবের সহকারী অফিসাররূপে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিযুক্ত হন। জন লীডেন সংস্কৃতাদি বহু প্রাচ্য ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং স্যার ওয়াল্টার স্কটের বন্ধু ছিলেন। উইলসন তাঁহার অধীনে কর্মগ্রহণের সমকালেই মিণ্ট কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই দুই উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে অবসর পাইলেন। আগ্রহে আন্তরিক হইলেই উহা পূর্ণ হইবার উপায় দৈবক্রমে উপস্থিত হয়। ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী হইলেও তিনি কখনও সরকারী কর্মদ্বয় অবহেলা করিতেন না। উচ্চপদস্থ অফিসারগণ তাঁহার কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মুদ্রা সংস্কারেও তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। টাঁকশালে কর্ম করিবার সময় তিনি মুদ্রাতত্ত্ব অধ্যয়নে মনোযোগী হন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের নাম এরিয়ানা এ্যান্টিকা।' ইহাতে আফগানিস্থানের মুদ্রাসমূহ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত।

মুদ্রা-বিজ্ঞান আলোচনার সময় সংস্কৃত সাহিত্যে কোলব্রুকের গবেষণার প্রতি

উইলসনের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এত দিন পরে তিনি যেন জন্মগত অনুরাগের উপযোগী কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বুঝিলেন, সংস্কৃত অধ্যয়ন কষ্টকর হইলেও তরুণ উইলসনের প্রতিভা দর্শনে কোলব্রুক আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে উক্ত ভাষা অধ্যয়নে প্রেরণা দিলেন। তখন সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় কোলব্রুক ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উইলসন কোলব্রুকের মত সুগভীর সংস্কৃতজ্ঞ না হইলেও অল্প কালের মধ্যেই একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক ফ্রান্সিস জনসনের সহায়তায় উহা ইংলণ্ডের হেলিবেরী কলেজের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়।

অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস্ বলেন, "বস্তুতঃ নূতন বিষয়ে অনুসন্ধানের অসীম উদ্যম, রচনা কুশলতা, সুব্যাখ্যা-দক্ষতা, অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভা, কাব্য, নাট্য ও সঙ্গীতাদি বিদ্যায় অদ্ভুত নিপুণতা, অক্লান্ত শ্রমশক্তি এবং প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার প্রায়শঃ প্রত্যেক বিভাগে সুবিশাল অবদান দ্বারা উইলসন অপূর্ব প্রখ্যাতি লাভ করেন।" এই সকল গুণবলে উইলসন সাংস্কৃতিক জগতে সুবিখ্যাত হন। তাঁহার সৎসাহস ছিল অলৌকিক। যে কোন কঠিন ও জটিল কর্মে অগ্রসর হইতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তৎপ্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী এতই সুপ্রসন্না ছিলেন যে, তিনি যাহাতে হাত দিতেন তাহাই সফল হইত। তাঁহার লেখনীর ক্ষিপ্রতা ও উৎকর্ষ অপরিসীম ছিল। এই অসাধারণ শক্তিবলে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থই তথ্যপূর্ণ ও পাঠযোগ্য হইয়াছে। তাঁহার কবিত্ব শক্তিও অল্প ছিল না। তৎকর্তৃক রচিত কবিতাবলীর সংখ্যা অধিক না হইলেও ভারতীয় নাটকাবলীর যে ইংরাজী অনুবাদ তিনি করিয়াছেন, সেইগুলিকে মৌলিক রচনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্বে ডি. এল. রিচার্ডসন ব্রিটিশ কবিগণের কবিতাচয়ন নামক যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে উইলসনের কবিতাবলী বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছিল। তিনি উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন এবং বৃদ্ধ ব্যক্তির অভিনয় চমৎকার করিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন। এইরূপে তিনি সর্বকর্মপটু অসাধারণ মহামানব ছিলেন। তিনি অবিরাম পরিশ্রমে ও অনলস অধ্যবসায়ে বিপুল আনন্দ পাইতেন। কর্মই তাঁহার নিকট আনন্দদায়ক উপাসনাতুল্য ছিল। প্রাচ্যবিদ্যা

গবেষণায় তাঁহার অবদান চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে। লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের প্রধান লাইব্রেরীয়ান ডক্টর রেনহোল্ড বোষ্ট কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত হইয়া উইলসনের রচনাবলী পঞ্চ বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেও ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত সোসাইটির জার্নালে প্রবন্ধ লেখেন নাই। বাস্তব পক্ষে তিনি ভারত সরকারের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়।

উইলসন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারত সরকার কর্তৃক বানারসে প্রেরিত হন। সংস্কৃত বিদ্যা ও হিন্দু ধর্মের সুপ্রাচীন পীঠস্থান কাশীধামে এক বৎসর থাকিয়া উইলসন তত্রস্থ সংস্কৃত কলেজের উন্নতি বিধানে এবং তাঁহার 'হিন্দু রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। তৎকালীন হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সাহচর্যে আসিয়া তথায় তিনি তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান সমৃদ্ধ করেন। খাঁটি ইংরাজ হইয়াও তিনি প্রাচ্য বিদ্যার সহিত সর্বান্তঃকরণে বিজড়িত ও অনুরক্ত হন। তখন কলিকাতায় প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে তুমল বিতর্ক চলিতেছিল। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় ছিল, ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজীতে অথবা মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কর্তব্য। উইলসন ভারতীয় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইয়া প্রাচ্যবাদীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির রিপোর্টে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে উইলসনের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে এই অমর মনীষীর বহুমুখী প্রতিভার সামান্য পরিচয় প্রদত্ত। উইলসন বহু বৎসর ধরিয়া উক্ত সোসাইটির ডিরেক্টর ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং উহার জার্নালে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে ছিল, আমাদের স্বর্গত ডিরেক্টর যখন কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন তখন তাঁহার কর্মঠ মানসের পক্ষে সরকারী কর্তব্য অথবা সাহিত্যিক অনুশীলন অথবা উভয় কর্তব্য সংযুক্ত হইলেও যথেষ্ট ছিল না। সোসাইটির সভ্যরূপে তিনি সাধারণ আমোদ-প্রমোদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতেন। ভাগ্যক্রমে যাঁহাদের মধ্যে তাঁহাকে বাস করিতে হইত, তাঁহাদের স্থায়ী উন্নতি বিধানার্থ তিনি বিবিধ উপায়ের উদ্ভাবক ও সহযোগী ছিলেন। চৌরঙ্গীস্থ রঙ্গমঞ্চ বহু বৎসর যাবৎ

তাঁহার তত্ত্বাবধান ও নাট্যপ্রতিভা দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার যন্ত্রসঙ্গীত ও বিচক্ষণতা প্রত্যেক কনসার্টের অঙ্গীভূত হইত। ফলপ্রদ শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার জন্য তাঁহার নাম ভারতে এবং বিশেষতঃ বাংলায় চিরস্থায়ী হইবে। ইংরাজী ভাষায় স্থানীয় নরনারীদের জ্ঞান তখন অফিস ক্লার্কের পদলাভের উপযোগী মাত্র ছিল। সর্বপ্রথম উইলসন সাহেবই তাঁহাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যায়ন প্রচলিত করেন। পর পর বহু বৎসর ধরিয়া তিনি কলিকাতার সরকারী জনশিক্ষার সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার দিবস হইতে উহাতে ছাত্রছাত্রী-গণের শিক্ষা-পদ্ধতি নির্বাচনে বিশেষ প্রযত্ন করিতেন।"

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সমাপ্তি পর্য্যন্ত উইলসন কলিকাতায় বাস ও কর্ম করেন। অনন্তর তিনি টাঁকশালের চাকুরী ছাড়িয়া অক্সফোর্ডের বোডেন প্রফেসার পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্বে স্থানীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে যে বিদায় অভিনন্দন দেন তাহাতে কোন গুণমুগ্ধ পণ্ডিত একটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন। উক্ত শ্লোকের অর্থ এইরূপ—সংস্কৃত কলেজের সরোবরে যে পণ্ডিতরূপ হংসগণ বাস করেন তাঁহারা দুর্ভাগ্য-প্রভাবে অদ্য পক্ষহীন হইলেন, আপনি চিরতরে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রণ করায়। কথিত আছে, এই প্রশংসাসূচক শ্লোক শ্রবণে উইলসনের গম্ভীর বদন আরক্তিম ও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল।

উইলসন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং উক্ত বর্ষেই মেকলে কলিকাতায় উপস্থিত হন। উইলসন ইংলণ্ডে ফিরিয়া অক্সফোর্ডে যান এবং সেন্ট গাইল্স্ ষ্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া করেন। সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে অক্সফোর্ডে তিনি তাঁহার প্রথম ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণের বিষয় ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মাবলী। তদানীন্তন ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণ তুলনামুলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় মনোযোগী থাকায় বক্তৃতার জন্য তিনি এই জটিল বিষয় নির্বাচন করেন। তিনি এই বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা দিয়াছিলেন কি না তাহা জানা যায় না; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, তিনি অক্সফোর্ডের সাধারণ সভায় 'হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শন' সম্বন্ধে দুইটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। জন মূর কর্তৃক প্রদত্ত দুই শত পাউণ্ডেও প্রাইজ প্রার্থীর জন্য দুইটি বক্তৃতা লিখিত হয়। হিন্দুধর্মেয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবাদের নিমিত্ত উক্ত প্রাইজ

ঘোষিত হয়। এই জন মুর একজন সংস্কৃতজ্ঞ ও সুবিদিত সুপ্রাচীন হেলীবেরী অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতে অবস্থানকালে ফতেপুরের জজ ছিলেন এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী লইতে অবসর প্রাপ্ত হন। তৎকর্তৃক ঘোষিত প্রাইজ মুলন্স নামক ইংরাজ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়। ডক্টর মুর ও জন মুর এক ব্যক্তি নহেন। ডক্টর মুর ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর ছিলেন এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর জন্য তিনি ইংরাজী-প্রাচ্য সাহিত্যে সুপরিচিত।

অক্সফোর্ডে উইলসন যে সকল বক্তৃতা দিতেন তাঁহাতে সাধারণতঃ এক বা দুইজন শ্রোতা উপস্থিত হইতেন এবং ক্বচিৎ চার জনের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা অধ্যাপক থাকিতেন! কিন্তু তাঁহার শ্রোতা অল্প হইলেও প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ এবং ই. বি. কাউয়েল তাঁহার বক্তৃতার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়নের জন্য মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় থাকিবেন। কাউয়েল সাহেব সরল ভাবে স্বীকার করেন যে, যখন তিনি অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট হন তখন অধ্যাপক উইলসনের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কাউয়েল মন্তব্য করেন, "অধ্যাপক উইলসন এত সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন যে, কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি কেবল একটি শ্রোতার নিকট সপ্তাহে তিনটি বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত থাকিতেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, উইলসন যেমন সর্ববিধ জ্ঞানরত্ন দ্বারা তাঁহার পিপাসু মানসকে সমৃদ্ধ করিতে উৎসুক ছিলেন, তেমনি অন্যকেও এই জ্ঞানালোক বিতরণে মুক্ত-হস্ত ছিলেন। মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ বলেন, "উইলসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারে সত্যই সফলকাম হন। এই সাফল্যের কারণ প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি তাঁহার সুগভীর অনুরাগ যাহা বাহ্যতঃ সুগুপ্ত থাকিলেও কখন কখন প্রকটিত হইয়া ছাত্রদের অন্তরে সংস্কৃতানুরাগ প্রজ্জ্বলিত করিত। তাঁহার বক্তৃতাবলীর পদ্ধতি বা বিষয়ের অদ্ভুত উৎকর্ষে এই সাফল্য লাভ হয় নাই।" কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ উইলসনকে বৈদিক ঋষি ধৌমের শিষ্য আরুণির সহিত তুলনা করিয়াছেন। আরুণির গুরু-ভক্তির কাহিনী এই দেশে সুবিদিত। এই উপমার দ্বারা মনিয়ার উইলিয়ামস্‌ বলিতে চাহেন, অধ্যাপক উইলসন এত সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনার্থ তিনি প্রাণপণ করিয়াছেন। অক্সফোর্ডে

অবস্থানকালে উইলসন রয়্যাল সোসাইটীর এক ফেলো নির্বাচিত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি উক্ত সোসাইটীর ডিরেক্টার ও প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। অল্প সংখ্যক প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ মনীষিগণের এই সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল।

অধ্যাপক উইলসন অক্সফোর্ডে প্রায় তিন বৎসর অবস্থান করেন; কিন্তু উক্ত স্থানের জলবায়ু তাঁহার পরিবারবর্গের সহ্য হইল না। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ইণ্ডিয়া হাউসে লাইব্রেরীয়ান সার চার্লস উইলকিন্স দেহত্যাগ করায় উইলসন তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সঙ্গে তিনি হেলীবেরী কলেজের প্রাচ্যদর্শক পদ গ্রহণ করেন। এই দুই কর্তব্য পালনের জন্য তিনি লণ্ডনে আসিয়া বাস করেন; কিন্তু বৎসরে তিন বার তিন সপ্তাহের জন্য বক্তৃতা দানার্থ তিনি অক্সফোর্ড যাইতেন। তিনি বৎসরে দুইবার প্রাচ্য পরীক্ষার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কলেজে হাজির হইতেন। প্রাচ্য পরীক্ষার ফলের বিবরণ তিনি লিখিয়া দিতেন এবং উহা প্রিন্সিপ্যালের সাধারণ রিপোর্টের সহিত প্রকাশিত হইত। উইলসনের মনীষার বিপুলতা ও বিশালতা উত্তমরূপে প্রদর্শিত হয় ভারতীয় ভাষাসমূহে তাঁহার গভীর জ্ঞানে। তিনি উত্তমরূপে সংস্কৃত, বাংলা, ফার্সী, হিন্দি, তেলেগু, তামিল, হিন্দুস্থানী ও মারাঠী—এই আটটি ভাষা জানিতেন; অবশ্য কোন কোন ভাষায় তাঁহার জ্ঞান অল্পই ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এই বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যজনক যে, তিনি খাঁটি হিন্দুর মতই অনায়াসে সংস্কৃত শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিতেন। বাংলা, হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট ছিল। মাদ্রাজী অফিসারগণকে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে তেলেগু ভাষা শিখিতে হইত বলিয়া তিনি উক্ত ভাষাও আয়ত্ত করেন; কিন্তু এত অধিক পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও প্রাচীন হেলীবেরী কলেজের অধ্যাপক ফ্রান্সিস জনসন তুল্য তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ও ভাষাবিৎ ছিলেন না; কারণ জনসন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ আর হয় নাই বলিলেই চলে।

অধ্যাপক উইলসনের রচনাবলী এত অধিক সংখ্যক যে, উহার সামান্য তালিকায় একটি সাধারণ পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠা পূর্ণ হইবে। তাঁহার কয়েকটি পুস্তক ভারতে অবস্থানকালে রচিত হইলেও স্বদেশে ফিরিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার বোডেন প্রফেসার নিযুক্ত হইবার পর তাঁহার সুক্ষিপ্র লেখনী কর্তৃক অধিকাংশ

গ্রন্থাবলী রচিত হয়। এই দেশে থাকিবার সময় তিনি যে সকল পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে একখানি সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ইউরোপীয়গণের নিকট অত্যধিত সমাদৃত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিক হয়, যে বৎসর তিনি বোডেন প্রফেসারের পদ গ্রহণ করেন। এই উৎকৃষ্ট অভিধান দ্বারা উইলসন প্রাচীনতম ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণকে এত গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন যে, ইহা ব্যতীত সংস্কৃত শিক্ষার কণ্টকময় দুর্গম ক্ষেত্রে কেহই পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। 'হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়' নামক সুবিদিত পুস্তক রচনা করিয়া উইলসন অশেষ সুনাম অর্জন করেন। উক্ত পুস্তকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত। ইহা কোলব্রুক কৃত বিখ্যাত পুস্তক 'হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের' সমকক্ষ। কোলব্রুকের ন্যায় উইলসনও বলেন, "সর্ব দেবতার অভেদত্ব প্রতিপাদন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই একেশ্বরে সমগ্র বিশ্ব বিরাজিত এবং ইহার দৃশ্যমান বহু দেববাদ অদ্বৈত ঈশ্বরে একীভূত। পঞ্চভূত এবং গ্রহনক্ষত্রাদি দেবতাগণের মাধ্যমেও অদ্বিতীয়া ঐশীশক্তি প্রকটিতা।" উক্ত গ্রন্থ আশানুরূপ সুসমৃদ্ধ না হইলেও ইহা অফুরন্ত তথ্যখনি। জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাঁহারা কেহই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এত অধিক তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হন নাই। ফরাসী লেখক ক্রুজ রচিত 'পুরাকালের ধর্মসমূহ' নামক গ্রন্থও এত তথ্যপূর্ণ নহে। বাঙ্গালী সুলেখক অক্ষয় কুমার দত্ত উইলসনের এই পুস্তক অবলম্বনে তাঁহার 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উইলসনের পুস্তকে যে সামান্য ভ্রম-প্রমাদ দেখা যায়, তাহা বিদেশী লেখকের পক্ষে অপরিহার্য্য। অনেক হিন্দু শাস্ত্র ব্যাপক ও গভীর ভাবে অধ্যয়ন না করিলে তিনি এইরূপ গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন না।

হিন্দু সাহিত্য সম্বন্ধে উইলসনের জ্ঞানও গভীর ছিল। 'কথাসরিৎসাগর' ও পুরাণসমূহের সংক্ষিপ্তসার তিনি লিখিয়াছেন। দশকুমারচরিতের উপক্রমণিকায় তিনি নির্দেশ করেন, ইহা সমুন্নত সুমার্জিত ভাষায় গদ্যে রচিত। মহাভারতের ভূমিকায় উইলসন বলেন, "গভীর অধ্যয়নে মহাভারতের মহাকাব্যত্ব ও ঐতিহাসিকত্ব বিশাল ভাবে পরিজ্ঞাত হয়। ইহাতে যে অসংখ্য ঐতিহ্য, আখ্যান ও কাহিনী লিখিত আছে এবং

ভাবগম্ভীর ও দার্শনিক অংশসমূহ পড়া যায়, তৎসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রুচির উপযোগী বিপুল উপাদানে পরিপূর্ণ এবং নানা গবেষণার সহায়ক। এই মহাকাব্য অধ্যয়নে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের পরিশ্রম নিশ্চিতই পুরস্কৃত ও মনযোগ উপকৃত হয়।"

হিন্দু ভেষজ সম্বন্ধে উইলসন মন্তব্য করেন, "জগতের সুসভ্য জাতিসমূহের সহিত ভেষজ বিজ্ঞানে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও দার্শনিক তত্ত্বে হিন্দুগণ সর্বথা সমুন্নত। অস্ত্র চিকিৎসা ও ভেষজ বিজ্ঞানে হিন্দুদের ব্যুৎপত্তি এত গভীর ছিল যে, যে সকল প্রাচীন জাতির আবিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে তাহাদের সকলের সহিত হিন্দুগণ অনায়াসে সমকক্ষ হইতে পারেন।"

উইলসনের রচনাবলী ডক্টর আর রোষ্ট সাহেব পঞ্চ বৃহৎ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বোঝা যায়, উইলসনের জ্ঞানভাণ্ডার কত বিচিত্র ও বিপুল ছিল। এই গ্রন্থগুলি মূল্যবান তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ এবং ব্যাপকভাবে পঠিত ও বহুল প্রশংসিত ; কিন্তু তৎকৃত 'হিন্দু রঙ্গমঞ্চ' নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে উত্তম কবির আসন প্রদান করিয়াছে। ইহাতে অনেক উৎকৃষ্ট নাটকের অনুবাদ ও নাট্য সাহিত্যের আলোচনা প্রদত্ত। তিনি একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলিয়া হিন্দুদের নাট্য প্রতিভার মূল্য নির্ণয়ে সমর্থ হন। বস্তুতঃ অধ্যাপক উইলসন অদ্ভুত পুরুষ ছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যা ক্ষেত্রে তৎতুলনীয় মহামনীষী অত্যল্পই আবির্ভূত হইয়াছেন।

শেষ জীবনে অধ্যাপক উইলসন কয়েক বৎসর পাথুরী রোগে ভুগিয়াছিলেন। এই রোগ অস্ত্রোপচার ব্যতীত সাধারণতঃ আরোগ্য হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে অনিবার্য্য কারণে তিনি যথাসময়ে অস্ত্রোপচার করিতে পারেন নাই। যখন এই রোগ জটিল হইয়া উঠিল তখন তিনি অস্ত্রোপচার করাইলেন। তখন তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্রোপচার সফল হইল না! ইহার ফলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ তিনি দেহ ত্যাগ করেন।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু শত বার্ষিকী উপলক্ষে তৎস্মৃতি রক্ষার্থ যথোচিত অনুষ্ঠান ও স্মারক পুস্তক প্রণয়ন কলিকাতায় আবশ্যক। উইলসন লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী এবং প্যারিস ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটী এবং জার্ম্মাণ ওরিয়েণ্টাল সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। তিনি ফ্রান্স ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউটের বিদেশী মেম্বর এবং

পিটার্সবার্গ ও ভিয়েনা ইম্পিরিয়াল এ্যাকাডেমীর মেম্বর এবং মিউনিক বার্লিন রয়্যাল এ্যাকাডেমীর মেম্বর ছিলেন। তিনি ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. এবং মারবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ডি. উপাধিধারী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডন সংস্কৃতাধ্যাপক এবং রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক উপাধি ও পদবীতে ভূষিত ছিলেন।

তিন

রমেশ চন্দ্র দত্ত

সমগ্র ঋগ্বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদক ও প্রকাশকরূপে রমেশ চন্দ্র দত্ত বঙ্গদেশে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবেন। তৎকর্তৃক অনূদিত ঋগ্বেদের আট অষ্টক আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উহার তৃতীয় খণ্ডের বা তৃতীয় অষ্টকের ভূমিকায় ১২৯২ সালে ১লা চৈত্র অনুবাদক লিখিয়াছেন, "আমি বিগত চৈত্র মাসের প্রারম্ভে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর লইয়াই ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলাম। এই চৈত্র মাসে তাহা শেষ করিলাম। মাদৃশ লোকের দ্বারা এইরূপ গুরুকার্য্য এক বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। আমি যে এই বিষয়ে কৃতার্থ হইয়াছি তাহা কেবল আমার সহযোগী-দিগের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম, যত্ন ও উৎসাহবশতঃ ; আমার নিজের গুণে নহে। শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও সুহৃদ্বর শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীঅলোকনাথ ন্যায়ভূষণের নিকট আমি এই গুরুকার্য্যে সহায়তার জন্য চিরকাল বাধিত রহিলাম। এই পুস্তক প্রকাশে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট আমাকে যে ব্যয়ানুকূল্য করিতেছেন তাহা এই স্থানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তক বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে এবং মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট আমার সহায়তা করিতেছেন। সেরূপ সহায়তা না পাইলে আমি এই আকারের আটখানি অষ্টক গ্রাহকদিগকে পাঁচ টাকা মূল্যে দিতে পারিতাম না ; অথবা দিলে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম। আমার এই

অনুবাদ কার্য্য সমাপ্তির সময় আমার পাঠকদিগকেও একটি কথা বলিবার আছে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ আমার অনুবাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাহাতে আমি যে আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য্য হিন্দুদিগের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় একমাত্র নিদর্শনটি অদ্য স্বদেশবাসীদিগের হস্তে দিতে সমর্থ হইলাম ; তাঁহারাও সেটি সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে আমি যে পরম প্রীতি অনুভব করিলাম তাহা এই জীবনে কদাপি বিস্মৃত হইব না।"

উক্ত ভূমিকা কলিকাতায় বিশ সংখ্যক বীডন ষ্ট্রীটে স্বগৃহে বসিয়াই লিখিত। বীডন ষ্ট্রীটের উক্ত অংশ রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট নামে অধুনা অভিহিত। তখন বাংলা দেশে গভর্ণর ছিলেন স্যার রিভার্স টমসন এবং কলিকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী।

উক্ত অনুবাদ সম্বন্ধে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ই. বি. কাউয়েল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী অনুবাদক রমেশ দত্তকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ঋগ্বেদের সংস্কৃত বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বস্তুতঃ এই কার্য্য শ্রমসাধ্য ; কিন্তু আপনার দ্বারাই আরব্ধ ও সম্পন্ন হইবার যোগ্য। আপনার দেশবাসীগণের মধ্যে অনেক অতীত বিষয়ে ইহা প্রচুর আলোকসম্পাত করিবে। আশা করি, আপনি আপনার সংকল্প সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন। শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।"

ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত অব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড গত কাল পাইয়াছি। আপনি মহৎ কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং আমি আন্তরিকভাবে আপনার সাফল্য কামনা করি।"

উক্ত অনুবাদ সম্বন্ধে একই সালে ৬ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের 'দি এথেনিউয়াম' পত্রিকায় নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়।—"আমরা সম্প্রতি বেঙ্গল সার্ভিসের আর. সি. দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদের প্রথম খণ্ড এবং বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত মূল ঋগ্বেদ এক খণ্ড পাইয়াছি। মিষ্টার দত্ত অধ্যাপক মোক্ষমূলার কর্তৃক সম্পাদিত সায়ণভাষ্য অনুসরণে অনুবাদ করিয়াছেন, কেবল যে যে অংশে ভারতীয় ভাষ্যকার স্পষ্টতঃ ভ্রান্ত সেই সেই অংশ ব্যতীত। স্বর্গগত অধ্যাপক উইলসন কৃত ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ ইংলণ্ডে যে স্থান পাইয়াছে রমেশ দত্তের অনুবাদ ভারতে সেই স্থান পাইবে।"

চতুর্থ অষ্টকের ভূমিকায় অনুবাদক রমেশ দত্ত লিখিয়াছেন, "প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে, লাংলোয়া কৃত ফরাসী অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ আর কোন ভাষায় নাই। ঋগ্বেদ সংহিতা জার্মাণ ভাষাতেও সম্পূর্ণরূপে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা আমি তখন জানিতাম না। লাডউইগ এবং গ্রাসমান এই দুইজন জার্মান পণ্ডিত অনুমান দশ বৎসর হইল ঋগ্বেদ সংহিতার দুইখানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ জার্মাণ ভাষায় প্রচার করেন। তাঁহারা উভয়েই সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়াই জার্মান অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রাসমান কৃত অনুবাদখানি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, লাডউইগ্ কৃত অনুবাদখানিও অচিরে সংগ্রহ করিবার অভিলাষ আছে।"

অষ্টম অষ্টকের ভূমিকা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে মে লণ্ডনে 'নদীয়া' নামক জাহাজে বসিয়া লিখিত হয়। এই অন্তিম অষ্টকের শেষ ভাগে রমেশ দত্ত লিখিয়াছেন, "ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন, "আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, আমাদের অন্তঃকরণ এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।"

রমেশচন্দ্র দত্তের কয়েকটি জীবনী বাংলায় ও ইংরাজীতে রচিত হইয়াছে। শ্রীজে. এন. গুপ্ত এম. এ. আই সি. এস. কর্তৃক রচিত বিস্তৃত ইংরাজী জীবনী প্রায় ৫৩৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং বার খানি চিত্রে শোভিত। রমেশচন্দ্রের মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বরোদার মহারাজা সায়াজীরাও গায়কোয়াড় কর্তৃক লিখিত ভূমিকা আছে। ইহা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ইহা লণ্ডনের মেসার্স জে. এম, ডেন্ট এ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত। রমেশ দত্তের বাংলা জীবনী শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুবৃহৎ ইংরাজী জীবনী অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ইহার বহু পূর্বে দ্বিতীয় ইংরাজী জীবনী জি. এ. নোটেশান কর্তৃক লিখিত এবং মাদ্রাজ ন্যাটেশান এণ্ড কোম্পানী হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা সংক্ষিপ্ত ও বহুল প্রচারিত। ইহাতে আছে, "অব্রাহ্মণ রমেশচন্দ্র পবিত্রতম শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করায় এবং উহার সুগুপ্ত ভাবরাশি ব্রাহ্মণেতর জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করায় বাংলা দেশের গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ প্রতিবাদ ও সমালোচনার

তুমুল কোলাহল তুলিলেন। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহু বিবাহ অপ্রচলন (abolition) এবং হিন্দু বিধবাবিবাহ প্রচলন সমর্থন করিলেন, তখন যেমন তীব্র সাহিত্যিক তর্ক-বিতর্ক উঠিয়াছিল রমেশ দত্ত কর্তৃক ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদকালেও তদ্রূপ তীব্র ঝড় উঠিল। বাংলা পত্রিকাসমূহে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া কর্কশ ভাষায় লিখিত অনেক প্রবন্ধ সৎসাহসী অনুবাদকের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হইল। এই অনুবাদ মুদ্রিত হইবার পূর্বে ইহা হেয় ও ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। রমেশচন্দ্র স্বীয় জীবনে যেমন প্রশান্ত বদনে অন্যান্য বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ইহাতেও তিনি তদ্রূপ করিলেন, ক্বচিৎ তিনি এই সকল প্রতিবাদের উত্তর দিতেন। গ্রীষ্মকালের মাসগুলিতে তিনি নীরব কঠোর সাধনা করিলেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ অতীত হইবার পূর্বেই তৎকৃত অনুবাদের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়া সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণ সমাজকে স্তম্ভিত করিল। শাপে বর হইল। তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনাসমূহ উক্ত গ্রন্থ গ্রাহকের তালিকা বাড়াইল এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ইউরোপ যাত্রার পূর্বেই ঋগ্বেদের অনুবাদ সমাপ্ত ও যন্ত্রস্থ হইল। বাংলা ভাষায় ইহাই সম্পূর্ণ ঋগ্বেদের একমাত্র অনুবাদ।"

কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় রমেশচন্দ্রকৃত ঋগ্বেদানুবাদ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়, "ধর্ম ও দেবতা, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনুবাদের প্রত্যেক অষ্টকে যে বিষয়-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের দৃষ্টি সহজেই বৈদিক যুগের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। মোটের উপর, এই গ্রন্থ অত্যন্ত আবশ্যকীয় প্রকাশন এবং ইহা বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দকে যে প্রাচীন ও পবিত্র পুস্তকের প্রতি তাহাদের চিরকাল আকর্ষণ থাকিবে তাহার ভাবধারার সহিত পরিচিত করিবে।"

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই মার্চ কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় আলোচ্য গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত ও প্রশংসিত হয়। অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্বে অধ্যাপক ফ্রেডারিক মোক্ষমূলার কর্তৃক ঋগ্বেদ সংহিতা সায়ণ ভাষ্য সহ ১৮৪৯ খ্রীঃ অক্সফোর্ড ইহেত প্রকাশিত হয় এবং উইলসনকৃত ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদও ১৮৬০ খ্রীঃ বাহির হইয়াছিল। অধ্যাপক মোক্ষমূলার রমেশচন্দ্রকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ইহাতে আপনি নিশ্চয়ই এক কঠোর কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং আপনি উহা সমাপ্ত করায় আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।" 'প্রচার' নামক পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ১৫০ পৃষ্ঠা) বাংলার অমর

ঔপন্যাসিক বংকিম চট্টোপাধ্যায় তৎকৃত অনুবাদের সুন্দর প্রশংসা এইরূপে করেন, "এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি এবং সর্বাঙ্গীণতার সহিত এই কার্য্য সুনির্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এতদিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভরসা করি, তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি এবং প্রথম অষ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, রমেশ বাবু সর্বত্রই সায়ণের অনুগামী হইয়াছেন।···যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয় তখন রোমকীয় পুরোহিত ও অধ্যাপক সম্প্রদায় অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেইরূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে; কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এদেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইহার ঋণ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রমেশচন্দ্রকে বাংলায় এই মর্মে পত্র দেন, "আপনার কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদ মূল্যবান উপহাররূপে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। বাংলাদেশকে আপনি অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন। যে অমূল্য রত্নের খনি ভূগর্ভে এতকাল প্রোথিত ছিল, তাহা আপনি বিস্মৃত বঙ্গের দৃষ্টিগোচর করিলেন। প্রাচীন ও অমূল্য মণিমাণিক্যে সত্যই আমাদের জন্মগত অধিকার আছে। শুধু আপনার দ্বারাই আমরা সেইগুলি আজ আবার দেখিতে পাইতেছি।" এই অনুবাদের সময় বঙ্গাক্ষরে মূল ঋগ্বেদও তৎকর্তৃক মুদ্রিত হয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদ অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটস্থ এলম প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র ১৩১৬ সালে কলিকাতার হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটস্থ নিজস্ব নূতন ভবনে বসিয়া

লিখিয়াছেন, "চতুর্বিংশ বৎসর অতীত হইল এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি আর পাওয়া যায় না। অথচ এই অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার অন্য কোন সম্পূর্ণ অনুবাদ বঙ্গভাষায় নাই। অতএব বঙ্গীয় পাঠকদিগের ব্যবহারার্থ অদ্য এই অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ একখণ্ডে প্রায় চৌদ্দশত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এই অনুবাদের তৃতীয় সংস্করণ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। রমেশচন্দ্র তৎকৃত ঋগ্বেদানুবাদ জননী থাকমণি দত্ত ও জনক ঈশানচন্দ্র দত্তের পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গ করেন।

প্রথম সংস্করণের প্রথম অষ্টকের যে বিস্তৃত ভূমিকা রমেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন উহার প্রথমাংশে আছে, "ঋগ্বেদের অনুবাদরূপ গুরুকার্যে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। বঙ্গদেশের পণ্ডিতাগ্রগণ্যদিগের মধ্যে কেহ এই বৃহৎ কার্যের ভার লইলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতাম। অনেক দিন হইল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এই গ্রন্থের একটি সুন্দর অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তাহা শেষ হইল না। পরে কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই; শীঘ্র যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

"এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে আমি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই উদার-প্রকৃতি মহোদয় কেবল যে আমাকে এই কার্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি নিজে আমার অনুবাদটি দেখিয়া দিবেন এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের অসুস্থতাবশতঃ তিনি সেটি করিতে পারেন নাই; তথাপি তাঁহার নিকট আমি যে উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছি সেজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী আছি। এখনও সময়ে সময়ে আমার আবশ্যক হইলেই তাঁহার নিকট উপদেশ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছি।"

"সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও আমাকে এই কার্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়া

আমার এই অনুবাদটি কতক কতক দেখিয়া দিয়াছেন এবং এই গুরুকার্যে আমার যখন যেরূপ সহায়তা আবশ্যক হইবে সেইরূপ আমার সহায়তা করিবেন এই আশ্বাসবাক্য দ্বারা আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটও যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এই গুরুকার্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। আমার ভূতপূর্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি পূর্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমলবাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্যে যে কতদূর উপকার লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। সংস্কৃত কলেজের শ্রীঅলোকনাথ ন্যায়ভূষণ মহাশয়ও আমার সাহায্য করিতেছেন।

আমার অনুবাদে যদি কোনও গুণ থাকে তাহা উপরিউক্ত পণ্ডিতদিগের উপদেশে ও সহায়তায়, আমার নিজের গুণে নহে। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, সায়ণাচার্য্যের টীকার সহায়তায় ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে আমি পরিশ্রমের *ত্রুটি করি নাই। আমার যতদূর সাধ্য, ঋগ্বেদের প্রকৃত অর্থটি পাঠকদিগকে দিতে* যত্নবান হইয়াছি।”

কলিকাতায় বিংশসংখ্যক বিডন ষ্ট্রীটে স্বগৃহে বসিয়া রমেশচন্দ্র উক্ত ভূমিকা ১২৯২ সালে লিখিয়াছিলেন। রমেশ দত্ত কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ক্লাসের পাঠ্যরূপে কয়েক বৎসর নির্বাচিত হইয়াছিল। রমেশ চন্দ্র সমগ্র অনুবাদে প্রধানতঃ উইলসনকৃত ইংরাজি অনুবাদ অনুসরণ করিয়াছেন

সায়ণভাষ্য অনুসৃত হইলেও বহু স্থানে তিনি ভাষ্যকার হইতে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। রমেশ দত্ত দেবগণকে 'তুমি' শব্দে সর্বত্র সম্বোধন করিয়াছেন, ক্বচিৎ কোন কোন স্থানে 'আপনি' শব্দ ব্যবহৃত। অবশ্য সায়ণভাষ্যে 'ত্বং' শব্দই পাওয়া যায়। পণ্ডিত মাধবদাস প্রভৃতি অনুবাদকের মতে দেবগণকে 'আপনি' শব্দ প্রয়োগই সমীচীন। তিনি এত বড় কার্য ত করিলেন। যখন তিনি কলিকাতায় ঋগ্বেদের অনুবাদ করিতেছিলেন তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতেই স্বমহিমায় বিরাজমান। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, গিরিশ ঘোষ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত; কিন্তু রমেশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই কেন? শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য অভেদানন্দ স্বামীর সহিত লণ্ডনে রমেশ দত্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ঋগ্বেদানুবাদ ব্যতীত রমেশ দত্ত বাংলায় ও ইংরাজীতে বাইশ খানি গ্রন্থের রচয়িতা। তন্মধ্যে সাতখানি বাংলায় ও পনের খানি ইংরাজীতে লিখিত। বাংলা বইগুলির নাম—(১-২) হিন্দুশাস্ত্র, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩) বঙ্গবিজেতা (৪) মাধবী কংকণ (৫) রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (৬) মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (৭) সমাজ। তৎকৃত ইংরাজি বইগুলির নাম—(১) Great Epics of India--Ramayana & Mahabharata (২) India under Early British Rule (৩) India under Victorian Age (৪) Ramayana in Verse (৫) Mahabharata in verse (৬) Lays of Ancient India in Verse (৭) A Lake of Palms—A Social Novel (৮) A Slave Girl of Agra—A Historical Novel (৯) Early Hindu Civilisation (১০) Civilisation during Buddhist Period (১১) Later Hindu Civilisation (১২) The Literature of Bengal (১৩) Rambles in India (১৪) A Brief History of Ancient and Modern Bengal (১৫) Three years in Europe (1868-1871) With accounts of Visits to Europe in 1886 & 1891 খ্রীষ্টাব্দ।

রমেশ দত্ত কৃত 'সংসার' নামক নভেল শ্রীমতী সারদা মেহেতা কর্তৃক ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটী ভাষায় অনূদিত এবং 'সুধাহাসিনী' নামে প্রকাশিত হয়। 'ইউরোপে তিন বৎসর' শীর্ষক ইংরাজী পুস্তক ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্ত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পড়িতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহারা লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তিন বৎসর পরে ভারতে ফিরিয়া আসেন। উক্ত পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক কাওয়েল। তিনি পূর্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং রমেশ চন্দ্র কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন। রমেশ চন্দ্র কৃত The Peasantry of Bengal ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলার সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাওয়া যায়। ১৮৭৫ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবী কংকণ', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' এই চারিখানি উপন্যাস উক্ত কালে রচিত হয়। Lays of Ancient India ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও পর বৎসর প্রকাশিত হয়। 'টাইম্‌স', 'স্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রিকায় ইহা প্রশংসিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব তাঁহাকে কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন। তিনি যখন উক্ত পরিষদের সভাপতি হইলেন তখন দুই উদীয়মান কবি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার দুই সহকারী সভাপতি ছিলেন।

'প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস' নামক ইংরাজী পুস্তকখানি রচনার সংকল্প ১৮৮৮-৯০ খ্রীষ্টাব্দে রমেশ চন্দ্রের মনে উদিত হয়। তখন তিনি মৈমনসিং জেলার জেলা-শাসক ছিলেন। উক্ত বৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে তিন বৎসরের মধ্যে লিখিত হয়। লিডনের ডক্টর কার্ণ 'ক্রিটিকেল রিভিউ' নামক ইংরাজী পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে গ্রন্থকার রমেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "আপনার পুস্তকের দুই খণ্ড আমি মহানন্দে পড়েছি। উহা পড়িলে ভারতীয় অন্তরের ইতিহাস মনোহর পরিবেশে আমাদের মানস নয়নে ভাসিয়া উঠে। তখন মোক্ষমূলার অসুস্থ থাকায় তাঁহার সহকারী ডক্টর উইণ্টারনিজ 'ট্রাবনার্স রেকর্ড'

নামক ইংরাজী পত্রিকায় উক্ত গ্রন্থের প্রশংসামূলক সমালোচনা করেন। প্যারিসের মঁসিয় এ. বার্থ ইহার বিস্তৃত পরিচয় 'রিভিউ ক্রিটিক' নামক ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ডক্টর এইচ. ওল্ডেনবার্গ 'দাউৎসে লিটারেটর জাইতুঙ্গ' নামক জার্মাণ পত্রিকায় ইহার সমালোচনা করেন। হেল নগরের ডক্টর আর. পিস্কেল 'গটিংগার আনজাইজার' নামক জার্মাণ পত্রিকায় উহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন। গ্লাসগোর 'হেরল্ড', লণ্ডনের 'মর্ণিং পোষ্ট' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রিকায় ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক পাইয়া ভিয়েনা ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক বুহলার তাঁহাকে এই পত্র লেখেন, "আপনার পুস্তকের মত ভারতে একটি পুস্তক প্রকাশন আমার নিকট অতিশয় আনন্দদায়ক। কারণ, ইহা প্রমাণিত করে যে, আমরা ভারতীয় গবেষণায় বৃথা কালক্ষয় করিতেছি না এবং আমাদের ভারতীয় সহকর্মীবৃন্দ আমাদের পরিশ্রমের দিকে প্রীতিময় দৃষ্টিপাত করিতেছেন।" উর্জবার্গের অধ্যাপক জে. জলি, বার্লিনের অধ্যাপক এ. ওয়েবার, তৎকালীন বাংলার গভর্ণর স্যার ষ্টিউয়ার্ট বেলি, ডক্টর গ্রিয়ারসন প্রভৃতি প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দও তাঁহাকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রমেশচন্দ্রের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। উক্ত বর্ষের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটির কাউন্সিল হইতে তিন বৎসর কাল ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তিনি এই কার্য সানন্দে গ্রহণ ও সুযোগ্যতা সহকারে সমাপন করেন। উক্ত উচ্চ পদের কোন মাহিনা ইউনিভার্সিটি দিতেন না। যে ছাত্রগণ তাঁহার ক্লাশে যোগ দিতেন তাঁহারা যে ফি দিতেন তাহাই পারিশ্রমিকরূপে রমেশচন্দ্রকে দেওয়া হইত। এই সময় তিনি 'ইংলণ্ড ও ইণ্ডিয়া' নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তিনি লণ্ডনের অথার্স ক্লাব এবং ইনকর্পোরেটেড সোসাইটি অব অথার্সের সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বনে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে দশটি বক্তৃতা লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রদান করেন। উক্ত বর্ষের ২৬ অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি একই বিষয়ে আরও পনেরটি বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের কোন সদস্যের নির্বাচন উপলক্ষে ইংলণ্ডের নানা স্থানে তিনি চব্বিশটি ভাষণ দেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক অব গ্রেট

বৃটেনের সদস্য নির্বাচিত হন এবং রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস প্রণীত 'তিব্বতে ভ্রমণ কাহিনী' সম্বন্ধে ইংরাজী পুস্তক স্বীয় টীকা সহ লণ্ডনের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি হইতে প্রকাশ করেন। মনে রাখিতে হইবে, উক্ত বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় কয়েকটি অমর ভাষণ দেন।

রমেশচন্দ্র 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' নামক বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তক রচনার সময় কিছুকাল উত্তর ইউরোপের শীতপ্রধান নরওয়ে দেশে বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলের অতিথিরূপে অবস্থান করেন। তখন স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাও মিষ্টার ওলিবুলের অতিথি ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তৎকালে রমেশচন্দ্রের অলৌকিক অধ্যবসায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কর্মে তাঁহার অধ্যবসায় আশ্চর্যজনক ছিল। নরওয়ে দেশের এক তুষারাবৃত পাহাড়ে তাঁহার সঙ্গে একই গৃহে অতিথি থাকার সময় তিনি অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমার মনে পড়ে, কিরূপে তিনি সুদীর্ঘ সন্ধ্যাগুলি নৌকায় চড়িয়া বা গান শুনিয়া কাটাইতেন এবং মধ্যাহ্ন সমুদ্রস্নানের পরে বারান্দায় বসিয়া সামান্য আহার করিতেন। আহার কালেও আমাদের একজন তাঁহার নিকট তৎকৃত রচনার বাকী অংশ পড়িয়া শুনাইতেন। কখনও কখনও আমি গভীর রাত্রে উঠিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার গৃহের অর্ধবদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়া মোমবাতির আলোক বাহিরে আসিতেছে। তখন আমি দেখিতাম, তিনি মাথা ঝুঁকিয়া তাঁহাব পাণ্ডুলিপি পড়িতেছেন। কখনও বা তিনি বৃহৎ সঙ্গীত কক্ষের এক পাশে বহু ঘণ্টা অনিদ্রিত অবস্থায় শুইয়া থাকিতেন এবং উঠিয়াই লেখাপড়ায় নিযুক্ত হইতেন।"

রমেশচন্দ্র অধ্যয়নে পবম পরিতৃপ্তি পাইতেন। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন ছিল কঠোর তপস্যা। কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি অবসর খুঁজিয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতেন। এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেন বলিয়াই তিনি কর্ম-ব্যস্ত জীবনেও এত গ্রন্থরচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতা এই সম্বন্ধে তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন, "তাঁহার প্রশান্ত অনাসক্তি, নির্জনতাপ্রিয়তা ও একাগ্রচিত্ততা দেখিলে প্রত্যেকেই ক্রমশঃ অনুভব করিতেন যে, যেমন তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বনে যাইয়া

আত্মোন্নতির জন্য বানপ্রস্থের জীবন যাপন করিতেন তদ্রূপ রমেশচন্দ্র স্বজাতির উন্নতিকল্পে ইট-কাঠ-পাথরের মহারণ্যে একই তপোময় জীবন যাপন করিতেছেন।" ভগিনী নিবেদিতাকে রমেশচন্দ্র ধর্মকন্যাবৎ স্নেহ করিতেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র যখন বরোদা রাজ্যের রেভিনিউ মিনিষ্টার ছিলেন, তখন ভগিনী নিবেদিতাকে একখানি লম্বা চিঠি লিখিয়াছিলেন।

১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দদ্বয়ে রমেশচন্দ্র ইংরাজী পদ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের বিবেচনায় ইহা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। মহাভারতের ইংরাজি পদ্যানুবাদ সমাপ্ত হইলে রমেশচন্দ্র উহার একখণ্ড অধ্যাপক মোক্ষমূলারকে উপহার দেন। ইহা দেখিয়া বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হন এবং ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে এই.মহাভারত প্রকাশিত হয়। ইহার ঠিক এক বৎসর পরেই তৎকর্তৃক অনূদিত রামায়ণও বাহির হয়। উক্ত মহাভারতের ভূমিকায় মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন, "সহজেই দেখা যায়, কিরূপে একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া বিশাল লোকপ্রিয় কৃত্রিম কবিতারাশি বিরচিত হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে সারাংশ নির্বাচন ও অনুবাদ সত্যই কঠিন ব্যাপার। অসীম সাহস সহকারে রমেশচন্দ্র এই কার্য গ্রহণ ও সাফল্য সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন। মহাভারত অফুরন্ত তথ্যখনি। ইহা চিরকাল অফুরন্ত তথ্যখনিই থাকিবে। রমেশচন্দ্র ইহার যে ফটোগ্রাফ বা সংক্ষিপ্তসার ইংরাজি পদ্যে দিয়াছেন তাহাও সুন্দর ও মৌলিক। ইহা পাঠ করিলে অখণ্ড পুস্তক বলিয়া মনে হয়। মহাভারত পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম মহাকাব্য। ইংরাজী পদ্যে এই সংস্কৃত পদ্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন সাধনা।" রমেশচন্দ্র এই পুস্তক মহারাণী ভিক্টোরিয়াকেও উপহারস্বরূপে প্রেরণ করেন এবং মহারাণীও উহা পাইয়া আনন্দিত হন। তৎকালীন বাংলার গভর্ণর জে. উডবার্ণ, লর্ড কার্জন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিও তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালেও ইহা প্রশংসিত হয়।

মেদিনীপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, বর্ধমান ও মৈমনসিং প্রভৃতি জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার পর রমেশচন্দ্র বর্ধমানের ডিভিসনাল কমিশনার পদে নিযুক্ত হন।

উক্ত পদ তৎপূর্বে কোন বাঙ্গালী প্রাপ্ত হন নাই। উক্ত পদেও তিনি অশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যখন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন বরোদার মহারাজা তাঁহাকে বরোদার মন্ত্রী হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তিনি বরোদা রাজ্যের রাজস্ব-সচিব পদে নিযুক্ত হন এবং উক্ত পদে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত কার্য করেন। তখন বাংলার গভর্ণর ছিলেন স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার। রমেশচন্দ্র ও ফ্রেজার উভয়ে লণ্ডনে সহপাঠী ছিলেন এবং একই বৎসর ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিসে যোগ দেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুন বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কারশাস্পজী অবসর লইলেন ও রমেশচন্দ্র মাসিক চারি হাজার টাকা মাহিনায় উক্ত রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন বসে। ইহাতে রমেশচন্দ্র সভাপতির পদে নির্বাচিত হন এবং একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন। তৎপরে পুরা এক বৎসর ধরিয়া তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সমগ্র ভারতে অপূর্ব সম্মান সম্ভোগ করেন। বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরূপেও তাঁহার সুখ্যাতি পশ্চিম ভারতে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়; কিন্তু তিনি এই কার্যে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিতে পারেন নাই। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ভারতের ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো বরোদা পরিদর্শনে যান। এই জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। তখন তাঁহার সহপাঠী বিহারীলাল গুপ্ত বরোদা রাজ্যের লিগ্যাল এ্যাডভাইসার ছিলেন। ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোকে যখন রাজভোজ দেওয়া হয়, তখন রমেশচন্দ্র হৃৎপিণ্ডে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন ও তজ্জন্য ঘর্মাক্ত-কলেবর হন। অপরিসীম মনোবলে তিনি এই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ভোজন সমাপ্তি পর্যন্ত অম্লান বদনে সর্বকর্ম সম্পাদন করেন। উক্ত রাত্রেই তিনি শয্যাশায়ী হন এবং ডক্টর নীলরতন সরকার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণের চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া ৩০শে নভেম্বর রাত্রি দুইটার সময় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৬১।৷০ বৎসর হইয়াছিল। বরোদা সহরের অদূরে বিশ্বামিত্র নদীতীরে কেদারেশ্বর শ্মশানে তাঁহার স্থূল দেহ ভস্মীভূত হয়। উক্ত শ্মশানে শুধু বরোদা রাজবংশের মৃতদেহ পোড়ান হইত। বাসগৃহ হইতে শ্মশান পর্যন্ত তাঁহার মৃতদেহ একটি পালকীতে শোভাযাত্রা করিয়া আনীত হয়। বরোদার মহারাজা সায়াজীরাও গাইকোয়ার্ড লণ্ডন হইতে প্রকাশিত

রমেশচন্দ্রের ইংরাজী জীবনীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সাহিত্য সাধনায় রমেশচন্দ্রের নাম পাশ্চাত্যে ও ভারতে সমানভাবে সুবিদিত। তৎকালে পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য জগতে রমেশচন্দ্রের মত অল্প ব্যক্তিই মহত্তর উদ্দেশ্যে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়াছেন। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদও তাঁহার একটি অক্ষয় কীর্তি। সমাজ সংস্কারেও তিনি অল্প পরিশ্রম করেন নাই। সরকারী সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সুস্বীকৃত স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ক্ষুদ্রতা তাঁহাকে কদাপি স্পর্শ করে নাই। সত্যই কথিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিদলের মধ্যে তিনি মস্তক উন্নত রাখিতে পারিতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ উদারতা ও লোককল্যাণ কামনা প্রকটিত হইত। বরোদা রাজ্যে এমন প্রধান মন্ত্রী আর হয় নাই বলিলেও চলে।"

রমেশচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া নরওয়ে দেশের বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলের স্ত্রী রমেশচন্দ্রের শোকসন্তপ্তা পত্নীকে আমেরিকার কেম্ব্রিজ সহর হইতে এই পত্র লেখেন, "আমি নিশ্চয় আশা করি, আপনার স্বর্গত পতির জীবনী অচিরে লিখিত হইবে। উহা তাঁহার স্বদেশপ্রীতিমূলক উৎসাহ ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে তরুণ ভারতের তরুণ মানসকে উৎসাহিত করিবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তিনি কেম্ব্রিজে আমার গৃহে কখনও অতিথি হন নাই। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত মহৎ কার্য করিতে পারিতেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহাকে নরওয়েতে অতিথিরূপে পাইয়াছিলাম ও তাঁহাব সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলাম। নরওয়ে দেশের উদার নায়ক জন লুণ্ডের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও মিত্রতা হইয়াছিল। সেই পুণ্য স্মৃতি আমার কাছে যেমন প্রিয়, তেমনি দত্তের নিকট নিশ্চয়ই প্রিয় ছিল। এমন ব্যক্তিত্ববান্ পরোপকারী প্রেরণাদাতা মানুষ বিরল দেখা যায়।" রমেশচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন, "অল্প নারীই আপনার মত এত মহৎ স্মৃতি, এত পুণ্য নাম, এত সমুচ্চ গৌরব লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি সর্বপ্রকারে এত অদ্ভুত ও উন্নত পুরুষ ছিলেন।"

রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বিখ্যাত ইংরাজী মাসিক 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় যে সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন তাঁহার মর্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল— "রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার স্বজাতিরই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তৎকৃত সর্বকর্মের উদ্দেশ্য

ভারতের উন্নয়ন, স্বয়ং যশোলাভ নহে। তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ভবিষ্যতের এক জনকরূপে গণ্য হইতে পারেন। তিনি অক্লান্ত হৃদয়ে মহৎ কর্মের সংকল্প ও সম্পাদনা করিতেন। তাঁহার স্বদেশের বেদীর সম্মুখে ইহা অপেক্ষা মহৎ অর্ঘ্য বা তাঁহার মহত্ত্বের এমন অভ্রান্ত প্রমাণ রাখিয়া যান নাই ; অথচ যে বস্তু সম্বন্ধে তিনি কখন চিন্তাও করেন নাই—তাঁহার নিজের চরিত্র ও তাঁহার নিজের প্রীতি।" তিনি ভাবিয়াছিলেন, গ্রন্থ রচনা করিয়াই তিনি স্বদেশসেবা উত্তমরূপে করিতে পারেন। এইজন্য তিনি তাঁহার সরকারী চাকুরী ও মোটা মাহিনা অসময়ে ছাড়িয়া পুস্তকপ্রকাশরূপ লোকসেবায় তাঁহার পেনসন ব্যয় করিতে অগ্রসর হন। লণ্ডনে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এবং ১৯০১ খ্রীব্দের সারা বৎসর আমি এবং আমার বন্ধুগণ তাঁহাকে নানা ভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। একদা তিনি আমাকে কোন অসুবিধাজনক পর্য্যটন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "আপনি জানিতে চান, আমি আপনার সঙ্গে অমুক স্থানে যাইব কি না, শুধু দশ মিনিট কাল ভারত সম্বন্ধে ভাষণ দানের জন্য! কিন্তু আমি এইজন্য ব্যাঘ্রের পিঞ্জরেও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছি।" তাঁহার সারল্য ও ঔদার্য্য অতুলনীয় ছিল এবং প্রাচীন মহত্ত্ব তাঁহার অন্তরে বিরাজ করিত। ভারতের উন্নতি ব্যতীত তিনি অন্য লাভ কামনা করিতেন না। এমন বিখ্যাত-ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে তৎকৃত গ্রন্থাবলী তাঁহার অভাব দূরীকরণে অসমর্থ হয়।

রমেশচন্দ্রের জন্মকথা ও বংশ-পরিচয় সংক্ষেপে দিয়াই এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার মাতার নাম থাকমণি দেবী এবং পিতার নাম ঈশানচন্দ্র দত্ত। রমেশচন্দ্র ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই আগষ্ট কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ঈশানচন্দ্রের চারি পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে রমেশচন্দ্র দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারি রেলওয়ে ষ্টেশনের তিন মাইল দক্ষিণে আজাপুর গ্রামে বাস করিতেন। আজাপুর গ্রাম সম্বন্ধে এই প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, দত্তবংশের এক পূর্বপুরুষ মাতৃঋণ পরিশোধার্থ সাতটি মন্দির নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির অচিরে ভূপতিত হয় এবং সপ্তম মন্দির তির্যক্ অবস্থায় অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহা দেখিতে খানিকটা বৌদ্ধমন্দির তুল্য। এইজন্য উক্ত গ্রামের নাম সাত দেউলিয়া আজাপুর। উক্ত বংশের এক শাখা বর্ধমানে এবং অন্য শাখা

কলিকাতায় যাইয়া নিবাস করেন। কলিকাতা নিবাসী দত্ত বংশের নীলমণি অষ্টাদশ শতকে সুখ্যাত ছিলেন। নীলমণির পুত্র পিতাম্বর ছিলেন রমেশচন্দ্রের পিতামহ বা ঈশানচন্দ্রের পিতা। উক্ত দত্ত-বংশের কুমারী তরু দত্ত ইংরাজী কবিতা রচনায় সুনাম অর্জন করেন। একুশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিবার পূর্বেই তিনি ইংরাজিতে দুই তিনখানি কবিতা পুস্তক লিখিয়া যান। রমেশচন্দ্রের পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র ছিল। একমাত্র পুত্রের নাম অজয় দত্ত। ১৯০২ খ্রীঃ রমেশচন্দ্র 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র সাপ্লিমেণ্টে উনবিংশ শতকের অগ্রগণ্য বাঙ্গালীবৃন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন এবং ১৯০২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক আহুত দিল্লী দরবারে উপস্থিত ছিলেন। রমেশ দত্তের নাম অমর বাঙ্গালীরূপে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে।

চার

দুর্গাদাস লাহিড়ী

সমগ্র চতুর্বেদের অনুবাদ ও 'পৃথিবীর ইতিহাস' রচনা করিয়া পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী অমর হইয়াছেন। তৎকর্তৃক অনূদিত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ উনচল্লিশ খণ্ডে ও প্রায় বত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায় এবং তৎপ্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রায় সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। সতের বৎসর কঠোর সাধনার ফলে তিনি চারি বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে সমর্থ হন। তৎকৃত বেদব্যাখ্যা ও বেদ প্রচারে মুগ্ধ হইয়া মণিপুর রাজদরবার তাঁহাকে বেদাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। উক্ত দরবারের আদেশে শ্রীঅতোম্বাপু শর্মা শাস্ত্রী প্রমুখ পাঁচজন মণিপুরী পণ্ডিত হাওড়া পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়ে আসিয়া তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। কাশীধামের ভারতধর্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে 'বেদ-বিশারদ' উপাধি প্রধান করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ঐকান্তিকতায় ও অলৌকিক অধ্যবসায়ে বিস্মিত হইয়া স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে 'অদ্ভুত

মানুষ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও বলিতেন, "আপনি সত্য সত্যই বর্তমান যুগের বেদব্যাস। আমার ইচ্ছা আছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের পঠন-পাঠনের ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিব।"

সুবল মিত্র সম্পাদিত সরল বাংলা অভিধানে বেদাচার্য্য দুর্গাদাসের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত।—"ইহার পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী। ১২৬০ সালে ১৫ই বৈশাখ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। এক দিনেই বর্ণমালা ইহার অধিকৃত হয়। ১২৯০ সালে ইনি 'অনুসন্ধান' পত্র প্রকাশ ও আঠার বৎসর ইহার পরিচালনা করেন। দুর্গাদাস 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগেও কার্য করিতেন। তিনি বাঙ্গালীর গান, স্বাধীনতার ইতিহাস, বঙ্গের ইতিহাস, রাণী ভবানী, পৃথিবীর ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ১৩৩৯ সালের ২১শে শ্রাবণ ইনি পরলোক গমন করেন।" ১৩২৯ সালে পণ্ডিত দুর্গাদাস কর্তৃক অনূদিত সামবেদ সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোকে এই পরিচয় প্রদত্ত।—

> কৌলীন্য-ভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
> শাণ্ডিল্য-বংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
> বর্ধমানাখ্য-জেলায়াং রামচন্দ্র পুরঃ পুরে।
> আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্বেষাং প্রীতি-সাধকঃ॥
> দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য বেদ-ব্যাখ্যারতোঽধুনা।
> বসতি স্বগণৈঃসহ হাওড়া-সহরেঽধুনা॥

উল্লিখিত শ্লোকত্রয় সরল সংস্কৃতে রচিত বলিয়া ইহার অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। ইহা হইতে জানা যায়, দুর্গাদাসের পিতা ও পিতামহের নাম যথাক্রমে সুধারাম ও রামমোহন। তাঁহার জন্মগ্রাম চকব্রাহ্মণগড়িয়া নবদ্বীপের নিকটবর্তী একটি গণ্ডগ্রাম। উক্ত গ্রামে লাহিড়ী ও রায় পরিবারদ্বয় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল এবং তাঁহাদের গৃহে বার মাসে তের পর্ব লাগিয়া থাকিত। তবে লাহিড়ী সম্মানার্হ পরিচয় ছিল। স্বীয় পল্লীর বিদ্যালয়ে দুর্গাদাসের বিদ্যারম্ভ হয়। অনন্তর তিনি কলিকাতায় পিতৃদেব সুধারামের

সন্নিধানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রো-পলিটান কলেজে বিদ্যাভ্যাসকালে ডিষ্ট্রিক্ট সেসন জজ বরদাচরণ মিত্র এবং অনারেবল কিরণচন্দ্র দে আই-সি-এস তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সে হাওড়া সহরের অন্তর্গত সাঁতরাগাছি পল্লীর প্রসিদ্ধ চৌধুরী পরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়।

কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা বিকশিত হয়। বাল্যকাল হইতে বাংলা রচনার প্রতি তাঁহাব প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। তৎকালে প্রচলিত 'সাধারণী', 'সোমপ্রকাশ', 'নব-বিভাকর', 'সুলভ সমাচার', 'জন্ম-ভূমি' প্রভৃতি পত্রিকায় স্বনামে ও বেনামে তিনি কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে দেশপূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয়। জনৈক সমালোচক ইহাতে কতকগুলি বানানের অশুদ্ধি প্রদর্শন করেন। পণ্ডিত দুর্গাদাস সেই সমালোচনায় সপ্রমাণ করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বানানসমূহ ব্যাকরণসম্মত ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় দুর্গাদাসের ব্যুৎপত্তি ও বুদ্ধিমত্তার অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

সাংবাদিকরূপেও পণ্ডিত দুর্গাদাস সুখ্যাতি অর্জন করেন। সন ১২৪৪ সালে তৎকর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ 'অনুসন্ধান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকা এত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, অল্প কালের মধ্যেই ইহার পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংস্করণ পর্যন্ত বাহির হইতে লাগিল। এই সংবাদপত্র সুদীর্ঘ আঠার বৎসর বঙ্গদেশের সেবায় ঐকান্তিক আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল। তদানীন্তন ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গদেশের অগ্রগণ্য সাংবাদিকগণের প্রতিনিধিরূপে পণ্ডিত দুর্গাদাসকে নিমন্ত্রিত করিয়া 'অনুসন্ধান' পত্রিকাকে সম্মানিত করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদনকালে তিনি সাধনা, সাধনতত্ত্ব ও সৎপ্রসঙ্গ নামক তিনখানি ধর্মগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। দ্বাদশ নারী, নির্বাণ জীবন, ভারতের দুর্গোৎসব, চুরি, জুয়াচুরী, জাল ও খুন প্রভৃতি সুপাঠ্য পুস্তকও উক্ত কালে তৎকর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত হয়। অদৃষ্ট বৈগুণ্যে তিনি এই পত্রিকার সংশ্রব ছাড়িয়া চাকুরী লইতে বাধ্য হন।

তখন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু জীবিত ছিলেন। তিনি তৎপূর্বে বহুবার পণ্ডিত দুর্গাদাসকে, বঙ্গবাসী'র কর্ণধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন;

কিন্তু সফলকাম হন নাই। এইবার দুর্গাদাস যোগেন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং ১৩১২ সালে বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলেন। অল্প কালেব মধ্যেই তিনি বঙ্গবাসীর সম্পাদকের আসনে সমাসীন হন এবং দুই বৎসর যোগ্যতা সহকারে উহা সম্পাদনা করেন। বঙ্গবাসীর সম্পাদকরূপে তিনি 'স্বাধীনতার ইতিহাস' ও 'রাণী ভবানী' গ্রন্থদ্বয় রচনা ও প্রকাশ করেন। এই সময়ের মধ্যে নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালীর গান, বৈষ্ণব-পদ লহরী, শিখ যুদ্ধের ইতিহাস, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি পুস্তক কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনপূর্বক প্রতিষ্ঠান্বিত করেন। বঙ্গবাসীর সম্পাদনকালেই পণ্ডিত দুর্গাদাস লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটী অব আর্টস কর্তৃক ভার্ণাকুলার সংবাদপত্রসমূহের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু সনাতন-পন্থী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুবোধে তাঁহাকে উক্ত সম্মান প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। সন ১৩১৪ সালে ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড পরলোক গমন করেন। স্বর্গত সম্রাটের পাবলৌকিক মঙ্গল কামনায় কলিকাতায় ও হাওড়ায় বিরাট স্মৃতিসভা ও দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা হয়। এই উপলক্ষে পণ্ডিত দুর্গাদাস বঙ্গবাসীর সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করেন।

বঙ্গবাসীর চাকুরী পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভাশালী দুর্গাদাসের জীবননাট্যে এক নূতন অঙ্কের সূচনা হয়। আত্ম-বিস্মৃত অধঃপতিত বঙ্গদেশের পূর্বগৌরব স্মরণ ও পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে তিনি 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রণয়নে অগ্রসর হন। এই অমর পুস্তকের নামানুসারে হাওড়া সহরে নিজ গৃহে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকর্তৃক পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রন্থ প্রায় সাড়ে চারি হাজার পৃষ্ঠায় বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি বলিতেন, "ইতিহাস প্রতিভার বিকাশ। যে জাতির প্রতিভা নাই তাহার ইতিহাস নাই। যদি জগতে মহাপুরুষ বা সমাজশ্রেষ্ঠ পুরুষ উৎপন্ন না হইতেন তাহা হইলে ইতিহাসের অভ্যুদয় কখনও সম্ভব হইত না। জ্ঞান-গবেষণা ও শৌর্যবীর্যের মধ্য দিয়াই ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা হয়।" পৃথিবীর ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ করিবার সময় তিনি সুখ ও শান্তি, সুবর্ণ বলয়, চিত্রাবলী, মণি, নবরত্ন, মণিবেগম প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস এবং রাজা রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং মর্ত্যে ভগবান, ঋগ্বেদের মন্ত্র-মাহাত্ম্য, নিত্যপাঠ্য বেদমন্ত্র প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। পঞ্চানন্দের

পঞ্চরঙ্গ প্রণয়নে তাঁহার অসামান্ত রসিকতা প্রকটিত হয়। ইংরাজ কবি টেনিসনের "এনক আর্ডেন" কবিতার পত্যানুবাদে তিনি অদ্ভুত কবিত্বের পরিচয় দেন।

সমগ্র চতুর্বেদের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গাক্ষরে প্রকাশন পণ্ডিত দুর্গাদাসের অমর কীর্তি। এই জন্য তিনি বাংলাদেশে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবেন। এই গ্রন্থ উনচল্লিশ খণ্ডে এবং প্রায় বত্রিশ হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে ইহা অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত। বাংলাদেশে বেদপ্রচারকল্পে ১৩২৮ সালে বৈশাখ মাসে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে তিনি হাওড়া সহরে বেদ সভার উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর উক্ত দিন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণকে আমন্ত্রিত করিয়া সম্মানিত করা হইত। এই সময় হইতেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদের পঠন-পাঠন প্রবর্তন করেন এবং পণ্ডিত দুর্গাদাসের চেষ্টার ও উদ্যোগে বঙ্গদেশের নানা স্থানে বেদপাঠ ও বেদপ্রচারের জন্য বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্বেদের সারমর্ম সর্বসাধারণের অধিগত করার উদ্দেশ্যে তিনি 'জ্ঞানবেদ' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার প্রথম খণ্ডে বেদমন্ত্রের আলোকে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত। ইহার তৃতীয় খণ্ডে জাপ্য বেদমন্ত্রসমূহের প্রয়োগ কৌশল কথিত এবং চতুর্থ খণ্ডে আধিব্যাধিনাশের উপায় পরম্পরা আলোচিত এবং পঞ্চম খণ্ডে চতুর্বেদ সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা বিবৃত। তৎপ্রণীত গ্রন্থাবলী তৎপুত্র ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্তৃক হাওড়া পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ধীরেন্দ্রনাথের পুত্র বা দুর্গাদাসের পৌত্র বিভূতিভূষণ অদ্যাপি জীবিত আছেন।

সামবেদ সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ডে পণ্ডিত দুর্গাদাস 'বেদ ব্যাখ্যায় বক্তব্য' সম্বন্ধে যে সংস্কৃত ভূমিকা ১৩২৯ সালে শ্রাবণ মাসে রচনা করেন তাহাতে বেদতত্ত্ব বিষয়ে নিম্নোক্ত সুচিন্তিত আলোচনা বিদ্যমান।

"যদি চেৎ বিভিন্ন নামরূপেণ দেবাঃ সম্পূজ্যন্তে ; কিন্তু তে অভিন্নাঃ। লোকানাং ধ্যানধারণা-সামর্থ্যানুসারেণ তেষাং নামরূপানাং অভিব্যক্তিঃ। দেবানাং বিশেষণ নিবহেন তত্তত্বং অধিগম্যতে ; বেদমন্ত্রাণাং অনুধ্যানেন অনুশীলনেন চ তজ্জ্ঞানমপি সঞ্জায়তে। বেদস্তুভাষতে হি—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥"

অতো বেদানাং পঠন-পাঠন-ব্যাখ্যায়াং ত্রিতত্ত্বং অনুস্মর্তব্যং। কো বেদঃ, কে দেবাঃ, মন্ত্র কিম্বিধাঃ? এতানি তত্ত্বত্রয়াণি। অতি সংক্ষেপেণ বাক্যমাত্রেণ তদ্বক্তুং প্রচেষ্টামহে। বিদ্‌জ্ঞানে; তথা বেদো জ্ঞাপয়িতা। কিং জ্ঞাপয়তি? সত্যং পরমার্থতত্ত্বং আত্মানং ভগবন্তং ব্রহ্মাণং বা। অতো বেদো ব্রহ্মজ্ঞাপক, আত্মসন্ধান প্রদায়কো বা। দিব্‌ দীপ্ত্যাং; তথা যে দীপ্তিসম্পন্নাঃ স্বতঃপ্রকাশিতাস্তে দেবাঃ। দীপ্তিষু জ্যোতিঃষু কুত্র পার্থক্যঃ? আধার-ভেদেন যদি কদা পার্থক্যোঽনুভূয়তে অসৌ বিভ্রম-সমাকুলিতঃ। জ্ঞানাধারো বেদস্তদ্বিভ্রমং অপসারয়তি। অতো দীপ্তিরূপা দেবা অভিন্নাঃ। মন্‌ পূজায়াং; তথা মন্ত্রাঃ পূজা-প্রকরণাঃ। পূজায়াস্ত্রিবিধা দৃষ্টিলক্ষ্যতে। তদ্ যথা কঃ পূজ্য? কো বা পূজকঃ? কা পূজাপদ্ধতি—তাসু সমস্তাসু সমাধানায় মন্ত্রাণাং প্রয়োজনং মন্যামহে। তস্মাৎ মন্ত্রাস্ত্রিবিধাঃ পরিদৃশ্যন্তে। মন্ত্রা ভগবন্মহিমানং প্রখ্যাপকাঃ, মন্ত্রা আত্মোদ্বোধকাঃ, মন্ত্রাঃ প্রার্থনা-মূলকাশ্চ। অস্মাকং বেদ-ব্যাখ্যায়াং এতল্লক্ষ্যমেব পরিদ্রষ্টব্যং।

পণ্ডিত দুর্গাদাস সামবেদ সংহিতার যে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন তাহার প্রথম সংস্করণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪০ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূলমন্ত্র, বঙ্গানুবাদ ও সায়ণভাষ্য প্রদত্ত। ইহাতে তিনি যে সংস্কৃত মুখবন্ধ দিয়াছেন তাহাতে আছে, "বেদো হি নিখিলজ্ঞানানাং সকলধর্মানাং চ কেন্দ্রঃ। তৎ বিভিন্ন মার্গানুসারিণঃ স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুকূলং বিবিধতত্ত্বং বেদান্তর্গতং পশ্যন্তি। দৃষ্টিশক্ত্যা তারতম্যানুসারেণ মন্ত্রাঃ বৈচিত্র্যবিশিষ্টাঃ বহুভাবদ্যোতকাঃ সন্তি। তৎ বেদস্য ব্যাখ্যায়াং বিভিন্নং বিপরীতং অর্থং পশ্যামঃ। পরন্তু বেদোঽভিন্নভাব জ্ঞাপকঃ। সত্যং কদাপি ন মিথ্যা ভবতি বেদস্তথা কদাপি ন বিভিন্নং বিপরীতং অর্থং প্রকাশয়তি। আধারভেদে সূর্য্যরশ্মির্যথা বৈচিত্র্যং লভতে বিভিন্নে ক্ষেত্রে বেদস্তদ্বৎ বিভাতি।" অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি ঋগ্বেদের বা সামবেদের যে মর্মানুসারিণী ব্যাখা দিয়াছেন তাহা ভাষ্যানুগত নহে, স্বকপোল কল্পিত। এই হেতু ইহার সমধিক প্রচলন হইল না।

সন ১৩২৭ সালে পণ্ডিত দুর্গাদাস যখন কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন তখন

এই মুখবন্ধ তৎকর্তৃক লিখিত হয়। তদনুদিত সামবেদ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং বাংলাদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পণ্ডিত দুর্গাদাস রাজনৈতিক আন্দোলন ও জনসেবায় যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। হাওড়া সহরের ডিউক লাইব্রেরী ও সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠা উক্ত কালে তাঁহার আর এক কীর্তি। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে এবং উত্তরপাড়ার রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতায় ডিউক লাইব্রেরী ও সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য ভারত সরকার হাওড়া আদালতের সন্নিকটে দশ কাঠা জমি বিনা খাজনায় দান করেন এবং বাংলার তৎকালীন শেষ লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যার উইলিয়াম ডিউক কর্তৃক উক্ত জমিতে ডিউক লাইব্রেরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। পণ্ডিত দুর্গাদাসের অদম্য উৎসাহে এবং অক্লান্ত চেষ্টায় লাইব্রেরী ও সম্মিলনেব তহবিলদ্বয়ে দশ হাজার করিয়া বিশ হাজার টাকা সঞ্চিত হয়। সাহিত্য সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ দুই দফায় দুই পণ্ডিতকে প্রণামীস্বরূপ একশত করিয়া টাকা দিয়া হিন্দুদর্শন ও বৈষ্ণব দর্শন নামক দুইখানি গ্রন্থের স্বত্বও সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সন ১৩২৬ সালে বৈশাখ মাসে হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন পণ্ডিত দুর্গাদাসের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। এই সম্মিলনী ও প্রদর্শনী দুর্গাদাসের কৃতিত্ব, কর্মশক্তি ও জনসেবার অসামান্য নিদর্শন। উক্ত অধিবেশনের শেষ দিনে বঙ্গদেশের বিক্রমাদিত্য দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঘোষণা করেন যে, তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ দানকল্পে এই সম্মিলনের ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। সেই ভাণ্ডার কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা নির্ণয়ার্থ স্যার আশুতোষ একটি কমিটি গঠন করেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত কমিটির সদস্যগণ একমত হইতে পারেন নাই এবং সেইজন্য উক্ত ভাণ্ডারও স্থাপিত হয় নাই। তখন পণ্ডিত দুর্গাদাস অনুতাপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "লোকে কর্তৃত্ব লইয়া মারামারি কাটাকাটি করায় যে কত জনহিতকর অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া যায় তাহার সন্ধান কেহই রাখেন না এবং এই কর্তৃত্ব-মোহঘোর না কাটিলে কখনও কোন সৎকার্য অগ্রগতি লাভ করিতে পারিবে না।"

রাজনৈতিক আন্দোলনেও স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কাব্যবিশারদ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি দেশনায়কগণের

পার্শ্বেই পণ্ডিত দুর্গাদাসের স্থান ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বরিশালে রাজার হাবেলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অধিবেশন উপলক্ষে তিনিও দেশনায়কগণের সহিত লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তার হন। প্রত্যাবর্তনান্তে সরকার কর্তৃক অধিবেশন ভঙ্গের বিশদ চিত্র প্রকটনে কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে তিনি মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। উক্ত ওজস্বিনী ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে অগ্নিময়ী উদ্দীপনা জাগ্রত হয়।

সন ১৩১৮ সালে শ্রাবণ মাসে এবং ১৩৩২ সালে অগ্রহায়ণ মাসে পণ্ডিত দুর্গাদাস 'সাহিত্য সংবাদ' মাসিক ও 'স্বদেশী' সাপ্তাহিক পত্রিকাদ্বয় প্রথম প্রকাশ করেন। 'সাহিত্য সংবাদ' আঠার বৎসর এবং 'স্বদেশী' চারি বৎসর কাল দুর্গাদাসের সম্পাদনায় স্বদেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এই দুই পত্রিকা কেবল সৎসাহিত্যও স্বধর্ম প্রচারে ব্রতী ছিল না ; পরন্তু বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক আলোচনায় সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। পণ্ডিত দুর্গাদাসের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মন্তব্যের যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করিতেন। পণ্ডিত দুর্গাদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সম্মিলনের অনুস্মৃতি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। তৎপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলন কিয়ৎকাল ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল।

ঢাকায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমীচীনতা এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী লোকগণনায় ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ সমস্যা সম্বন্ধে বঙ্গীয় সরকার পণ্ডিত দুর্গাদাসের অভিমত জানিতে চাহেন। ইহাতে তিনি এমন যুক্তিপূর্ণ অভিমত প্রদান করেন যে, বাংলা সরকার ও হাওড়ার তৎকালীন জেলা-শাসক উহার অশেষ প্রশংসা করেন। শেষ বয়সে তিনি সংস্কৃত পরীক্ষা পরিষদের সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কর্মবহুল জীবনে তিনি পল্লীসংস্কারের দিকে নজর দিতেও ভুলেন নাই। পল্লীজীবনের সহিত সংযোগ রক্ষার্থ তিনি মাঝে মাঝে পিতৃভূমিতে যাইয়া দীর্ঘকাল থাকিতেন এবং স্বগ্রামে গৃহনির্মাণ, কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থা ও হাটবাজার প্রতিষ্ঠা এবং অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

ইহলোক পরিত্যাগের পূর্বে পণ্ডিত দুর্গাদাস স্বীয় মৃত্যুকাল সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তাহা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি প্রায় আশি বৎসর জীবিত ছিলেন।

সন ১৩৩৯ সালের পঞ্জিকায় সিংহরাশিতে শনি, রাহু, বৃহস্পতি ও চন্দ্রের সমাবেশ ও শ্রাবণ মাসে উহার চরম পরিণতি দেখিয়া উক্ত সালের প্রারম্ভেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "এই বৎসরই আমার জীবনের শেষ বৎসর। শিব সাক্ষাতে আসিলেও আমাকে ২১শে শ্রাবণের পর আর কেহ রাখিতে পারিবেন না।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সুসত্য হইয়াছিল। তিনি উক্ত সালে ২১শে শ্রাবণ দেহরক্ষা করেন। উক্ত বৎসব বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে বেদসভার সমাপনান্তে সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও তিনি আসন্ন মৃত্যুকালের অভ্রান্ত ইঙ্গিত দেন এবং এই বেদ সভাই শেষ বেদসভা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভেই তিনি নবদ্বীপধামে গমন কবেন এবং কয়েকদিন পরে হাওড়ায় স্বগৃহে ফিরিয়া স্নেহপাত্রী পুত্রবধূকে সহাস্যে বলেন, "নবদ্বীপেব কালভৈরব আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার অন্তিম সময় আসন্ন।" অচিরে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন ও শয্যাগত হন। তখন তৎপৌত্র বিভূতি তরুণ ছিলেন। পৌত্র বিভূতিকে দুর্গাদাস অত্যন্ত স্নেহ কবিতেন; কিন্তু মৃত্যুশয্যায় তিনি পৌত্র-মায়া হইতে মুক্ত হন ও রূঢ় বাক্যে স্নেহপাত্রকে তৎসমীপে আসিতে দেন নাই। আজীবন বেদচর্চায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল এবং তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ কবেন।

পাঁচ

মাধবাচার্য্য

মাধবাচার্য্য ছিলেন অবিস্মরণীয় বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার উল্লেখ শুধু সায়ণকৃত গ্রন্থসমূহে নহে, মাধবাচার্য্যের গ্রন্থমালাতেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 'পরাশর স্মৃতি'র ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তদনুসারে তিনি ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন যজুর্বেদীয় বৌধায়ন সূত্র-পন্থী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার মাতার

নাম শ্রীমতী ও পিতার নাম মায়ণ ও দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সায়ণ ও ভোগনাথ ছিল। সায়ণের গ্রন্থসমূহেও উক্তরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

মাধবাচার্য্যের স্থান মধ্যযুগীয় ভারতের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ইতিহাসে অতিশয় মহত্ত্বপূর্ণ। যখন অত্যাচারী মুসলমান রাজাদের প্রবল আক্রমণে দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন রাজ্য-সমূহ একে একে ধ্বংস হইল, আততায়ীগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দুগণ 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়িল এবং আর্য্য সভ্যতা ও হিন্দু ধর্মের উপর কঠিন কুঠারাঘাত পড়িল তখন মাধবাচার্য্য স্বকীয় সুযোগ্য শিষ্য হরিহর, বুক্ক প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতাকে হিন্দুরাজ্য ও হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ প্রেরণ করেন ও স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের পরামর্শ দেন। এমন শুভচিন্তক ও রাজনীতিজ্ঞের আন্তরিক সহায়তা না পাইলে রাজা হরিহরের রাজ্যস্থাপনের শুভ স্বপ্ন কত দূর সার্থক হইত তাহা বলা যায় না। স্বগুরু মাধবের প্রেরণায় ও পরামর্শে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে রমণীয় বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়নগরের বিপুল বৈভব দর্শনে পরবর্তী যুগে বিদেশী পর্য্যটকগণও চমৎকৃত হইয়াছেন ও সমস্বরে মন্তব্য করিয়াছেন, সমগ্র এশিয়ার মধ্যে উহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সমৃদ্ধ নগর। যাঁহারা বিদেশীগণের মন্তব্যে অত্যুক্তির গন্ধ পান, তাঁহারা এখনও মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বেলারী জেলায় বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তৎকালীন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীদ্বয়ে প্রাচ্য ভূমণ্ডলে বিজয়-নগর তুল্য দ্বিতীয় সমৃদ্ধ নগর আর ছিল না। এই সাম্রাজ্য স্থাপনে আচার্য্য মাধব রাজা হরিহরকে প্রভূত সাহায্য করেন। সাম্রাজ্য স্থাপনেই তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় নাই। সারা জীবন তিনি বিজয়নগরের রাজাগণকে প্রেরণা ও পরামর্শ দানে সুচালিত করিয়াছেন।

বিজয়নগরের প্রথম রাজা হরিহরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মাধবাচার্য্য। যখন হরিহরের মৃত্যুর পর প্রথম বুক্ক রাজা হন, তখনও মাধবাচার্য্য মন্ত্রীরূপে বিরাজ করেন। রাজা বুক্কের মৃত্যুর পর যখন তৎপুত্র দ্বিতীয় হরিহর সিংহাসনে আরূঢ় হন, তখন মাধবাচার্য্য মন্ত্রীপদ ও গৃহস্থাশ্রম হইতে বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী হন। রাজা দ্বিতীয় হরিহরের শাসনকালে বিদ্যারণ্য নামে তিনি শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মেতিহাসেও মাধবাচার্য্যের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত

থাকিবে। হরিহর ও রাজা বুক্ককে তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান কল্পে প্রোৎসাহিত করেন এবং ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা ও বেদান্ত সম্বন্ধে মৌলিক পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। সায়ণাচার্য্যও রাজা বুক্ক এবং হরিহরকে বৈদিক ধর্মের সংস্থাপক বলিয়াছেন। সায়ণ কর্তৃক বেদভাষ্য রচনাতেও মাধবাচার্য্যের বিপুল প্রভাব ছিল। উক্ত শ্লাঘ্য ও মহৎ কর্মে তিনি স্বীয় ভ্রাতা সায়ণকে আন্তরিক সহায়তা করেন। সায়ণও স্বরচিত বেদভাষ্যকে মাধবীয় বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গুরু ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। বিজয়নগর রাজাদের দরবারে মাধব নামে অন্য এক প্রচণ্ড বিদ্বান ও প্রতাপী যোদ্ধা মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকে মাধবমন্ত্রীও মাধবাচার্য্যকে নাম-সাম্যহেতু অভিন্ন মনে করেন। মহীশূরের পুরাতত্ত্বজ্ঞ সূর্য্যনারায়ণ রাও বহু শিলালেখ অবলম্বনে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য ও মাধবমন্ত্রী ভিন্ন ব্যক্তি। মাধবমন্ত্রী আঙ্গিরস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম চাবুণ্ড বা চৌন্ড এবং মাতার নাম মাচাম্বিকা। তিনি শিবাদ্বৈতবাদী এবং তাঁহার গুরুও এক প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য ছিলেন। তিনি ভগবান ত্র্যম্বকনাথের আরাধনা করিতেন। 'তাৎপর্য্য দীপিকা' নামে স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত 'সূত সংহিতা'র টীকা তিনি লিখিয়াছেন। তিনি রাজা প্রথম হরিহরের ছোট ভাই মারপ্পের মন্ত্রী ছিলেন। এই মারপ্প পশ্চিম সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশসমূহ শাসন করিতেন এবং তাঁহার রাজধানী ছিল চন্দ্রগুপ্তি। মাধবমন্ত্রী পূর্বোক্ত মারপ্প, প্রথম বুক্ক ও দ্বিতীয় হরিহরের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। যখন প্রবল তুরস্কগণ কোংকণ প্রদেশ অধিকারপূর্বক বিশাল মন্দিরসমূহ বিধ্বস্ত ও তন্মধ্যস্থ মূর্তিসমূহ ভগ্ন করে, তখন মাধব মন্ত্রী দুর্নিবার পরাক্রমে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর ১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাধবমন্ত্রীর মৃত্যু হয়।

মাধবাচার্য্য ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন ও কদাপি যুদ্ধযাত্রা করেন নাই। তিনি সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী বিদ্যারণ্য নামে অভিহিত হন। ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মেতিহাসে বিদ্যারণ্য এক অমর পুরুষ ছিলেন। এলাহাবাদের শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তৎকৃত 'আচার্য্য সায়ণ আউর মাধব' নামক হিন্দি গ্রন্থে বলেন, "চতুর্দশ শতকের ধর্মজগতে বিদ্যারণ্য একটি বিমল বিভূতি ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

শৃঙ্গেরী মঠের অধীশরূপে তিনি অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদন ও প্রচার করেন। বিজয়-নগরের নরেশবৃন্দের মন্ত্রী ও গুরুরূপে মাধবাচার্য্য জীবনের মধ্যভাগে সগৌরবে বিরাজিত ছিলেন।" আবার অনেক মনীষী মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্যকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ করেন। এই সন্দেহবাদীদের মধ্যে শ্রীরাম রাও ও পূর্বোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিৎ নরসিংহাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরাম রাও 'ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়াটারলি' নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি ত্রৈমাসিকে* এই সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য বা সায়ণাচার্য্যের গ্রন্থাবলীতে বিদ্যারণ্যের উল্লেখ নাই এবং বিদ্যারণ্যও স্বীয় গ্রন্থসমূহে পূর্বাশ্রমের উল্লেখ করেন নাই। এই হেতু উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্যের অভেদবোধক প্রমাণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ নৃসিংহ সূরি তৎকৃত 'তিথি-প্রদীপিকা'তে লিখিয়াছেন, "বিদ্যারণ্য যতীন্দ্রাদি অনেক বিদ্বান 'কাল-নির্ণয়' বর্ণনা করিয়াছেন।" এই 'কালনির্ণয়, গ্রন্থ মাধবাচার্য্য কর্তৃক বিরচিত। সুতরাং নৃসিংহ সূরির মতে মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্য অভিন্ন পুরুষ। দ্বিতীয়তঃ ষোড়শ শতকের মিত্র মিশ্র তৎপ্রণীত প্রসিদ্ধ পুস্তক 'বীরমিত্রোদয়'এ লিখিয়াছেন, বিদ্যারণ্য 'পরাশর-স্মৃতি-ব্যাখ্যা'র লেখক। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মাধবাচার্য্য 'পরাশর-স্মৃতি'র ব্যাখ্যাতা। অতএব মিত্র মিশ্রও মনে করেন, মাধবাচার্য্যই বিদ্যারণ্য হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ নরসিংহ (১৩৬০-১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) তৎকৃত 'প্রয়োগ পারিজাত' নামক পুস্তকে বলেন, বিদ্যারণ্যই 'কাল-নির্ণয়' গ্রন্থের রচয়িতা। 'কাল-নির্ণয়' এর প্রসিদ্ধ নাম 'কাল-মাধব। চতুর্থতঃ রঙ্গনাথ স্বীকার করেন যে, তৎকৃত 'ব্যাসসূত্রবৃত্তিঃ' মাধবাচার্য্যকৃত 'বৈয়াসিকন্যায়মালাবিস্তর' অবলম্বনে বিরচিত। পঞ্চমতঃ মাধবাচার্য্যের ভাগিনেয় অহোবল পণ্ডিত সংস্কৃতে তেলেগু ভাষায় যে বৃহৎ ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাহাতে আছে—

বেদানাং ভাষ্যকর্তা বিবৃতমুনিবচা ধাতুবৃত্তের্বিধাতা
প্রোদ্যদ্বিদ্যানগর্য্যাং হরিহরনৃপতেঃ সার্বভৌমত্বদায়ী।
বাণীনীলাহিবেণী সরসিজনিলয়া কিঙ্করীতি প্রসিদ্ধা
বিদ্যারণ্যোঽগ্রগণ্যোঽভবদখিলগুরুঃ শঙ্করো বীতশঙ্কঃ॥

---

* ষষ্ঠ খণ্ডে ৭০১-৭১৭ পৃষ্ঠা ও সপ্তম খণ্ডের ৭৯-৯২ পৃষ্ঠা দেখুন।

অহোবল পণ্ডিত উক্ত পদ্যে বিদ্যারণ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। বিদ্যানগরী বা বিজয়নগরের অভ্যুদয় কালে মাধবাচার্য্য হরিহর রায়কে সার্বভৌম নরপতিপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অহোবল স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, মন্ত্রী মাধবাচার্য্যই শৃঙ্গেরী মঠাধীশ বিদ্যরণ্য ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। ষষ্ঠতঃ 'পঞ্চদশী'র টীকাকার রামকৃষ্ণ ভট্ট স্বীয় টীকার আরম্ভে ও অন্তে লিখিয়াছেন।—

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বরৌ।
ময়াদ্বৈতবিবেকস্য ক্রিয়তে পদযোজনা॥

কথিত আছে যে, বিদ্যারণ্য ও তৎগুরু ভারতীতীর্থ উভয়ে মিলিত ভাবে এই 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মাধবাচার্য্যের তিন গুরুর মধ্যে ভারতীতীর্থ অন্যতম। সুতরাং রামকৃষ্ণ ভট্টের মতেও মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্য অভিন্ন। সপ্তমতঃ বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় বুক্কের সময় এক বিদ্বান্, চৌণ্ডপাচার্য্য কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে 'প্রয়োগ রত্নমালা' নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাই আপস্তম্বাধ্বর-তন্ত্র-ব্যাখ্যা। চৌণ্ডপাচার্য্য বিদ্যারণ্যের মুখে অধ্বর তন্ত্রের যে ব্যাখ্যান শুনিয়া ছিলেন তদনুসারে পরে তিনি এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। বিদ্যারণ্য সম্বন্ধে চৌণ্ডপাচার্য্যকৃত শ্লোকদ্বয় এখানে উদ্ধৃত হইল।—

পদবাক্যপ্রমাণানাং পারদৃশ্বা মহামতিঃ।
সাংখ্যযোগরহস্যজ্ঞো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ॥
বেদার্থবিশদীকর্তা বেদবেদাঙ্গপারবিৎ।
বিদ্যারণ্য-যতির্জ্ঞাত্বা শ্রৌত-স্মার্তক্রিয়াপরৈঃ॥

সমসাময়িক চৌণ্ডপাচার্য্যও বলেন, মাধবাচার্য্যই বিদ্যারণ্য। অষ্টমতঃ ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দের এক তাম্রপত্র হইতে জানা যায়, বৈদিক মার্গের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মব্রহ্মাধ্বন্য বিজয়-নগরাধীশ দ্বিতীয় হরিহর স্বীয় গুরু বিদ্যারণ্য শ্রীপাদের সমক্ষে তিন বেদজ্ঞ পণ্ডিত— নারায়ণ বাজপেয়যাজী, নরহরি সোমযাজী ও পণ্ডরী দীক্ষিতকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস সংস্কৃত সিরিজ হইতে 'গুরুবংশ মহাকাব্য' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ মতে মাধবাচার্য্য ও বিদ্যারণ্য দুই ভিন্ন ব্যক্তি। ইহার লেখক কাশী লক্ষণ শাস্ত্রী শৃঙ্গেরী মঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য্যের চতুর্থ পূর্বজ সচ্চিদানন্দ ভারত স্বামীর সভায় এক পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থ এক শত বর্ষের মধ্যে রচিত এবং পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়ের মতে ইহা আধুনিক ও অনৈতিহাসিক। অতএব পূর্বোক্ত অষ্ট প্রমাণ দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইল যে, মাধবাচার্য্যই সন্ন্যাস গ্রহণান্তে বিদ্যারণ্য নামে অভিহিত হন।

নানা গ্রন্থ ও শিলালিপি হইতে জানা যায়, মাধবাচার্য্য প্রায় নব্বই বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন। 'দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্র' মাধবাচার্য্যের রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণের অনুমান। উহায় নিম্নোক্ত শ্লোকে আছে, তাঁহার বয়স উক্ত স্তোত্ররচনা কালে পঁচাশি বৎসরের অধিক হইয়াছিল।—

পরিত্যক্ত্বা দেবান্ বিবিধ-বিধি-সেবাকুলতয়া
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপমীতে তু বয়সি।
ইদানীং চেন্মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্॥

মাধবাচার্য্যের সুদীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই; কারণ রাজা দ্বিতীয় হরিহরের সময়ে লিখিত এক শিলালিপিতে আছে, ১৩৮৬ খ্রীঃ বিজয়নগরে বিদ্যারণ্যের মৃত্যু হয়। এই শিলালিপি অনুসারে মাধবাচার্য্যেব জন্ম হয় ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা মায়ন ও মাতা শ্রীমতীর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার বাল্য ও যৌবনের কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। শিলালিপিসমূহ হইতে জানা যায়, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি রাজা প্রথম হরিহরের সহিত মিলিত হন। প্রথম হরিহরের মৃত্যুর পর তিনি মহারাজ বুক্কের প্রধানমন্ত্রী ও কুলগুরু পদে নিযুক্ত হন। উক্ত মর্মে 'পরাশর-মাধব' পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আছে।—

প্রত্যগ্ দৃষ্টিররুন্ধতীসহচরো রামস্য পুণ্যাত্মনা।
যদ্বদ্ তস্য বিভোরভূৎ কুলগুরুর্মন্ত্রী তথা মাধবঃ॥

বুক্ক মহারাজের উৎসাহে রাজগুরু মাধবাচার্য্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩৫৬ খ্রীঃ মাধব কাশীধামে তীর্থবাসী ছিলেন। তখন বুক্করাজ তাঁহাকে বিজয়নগরে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দেন। মাধবের গুরু কাশীবাসী বিদ্যাতীর্থকেও রাজা ঐ সময় পত্র লেখেন। গুরু ও শিষ্য উভয়ের অনুরোধে মাধব বিজয়নগরে ফিরিয়া আসেন। ইহার কিছুকাল পরে বুক্করাজ বিদ্যারণ্যের সহিত শৃঙ্গেরী মঠে গমন করেন ও স্বীয় গুরুর নামে ভূমি দান করেন। এক শিলালিপি হইতে জানা যায়, মাধব ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দেও বুক্ক মন্ত্রী ছিলেন। বুক্কের রাজত্বকালের শেষে মাধব সন্ন্যাসাশ্রমে যোগ দেন। শিলালিপি অনুসারে ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বুক্করাজ লোকান্তরিত হন। বুক্করাজের মৃত্যুর ২।৪ বর্ষ পূর্বে প্রায় আশি বৎসর বয়সে মাধব সন্ন্যাসী হন। পঞ্চাশ বৎসর হইতে আশি বৎসর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল মন্ত্রি-পদে সমাসীন থাকিবার পর তিনি বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শিলালিপি অনুসারে মায়ণ নামে তাঁহার এক পুত্রও ছিলেন।

শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ ভারতীকৃষ্ণ তীর্থের নিকট সন্ন্যাস লইয়া মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য নাম ধারণ করেন। ভারতীতীর্থের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত বর্ষে রাজা দ্বিতীয় হরিহর কৃত শৃঙ্গেরীর তাম্রপত্রসমূহে বিদ্যারণ্যের বিপুল প্রশংসা লিখিত আছে। উক্ত সালেই বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। তৎপূর্বে কয়েক বৎসর তিনি শৃঙ্গেরী মঠে ভারতীতীর্থের পূত সঙ্গে বাস করেন। 'পঞ্চদশী', 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' প্রভৃতি যে গ্রন্থসমূহ ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য উভয়ের যুক্ত নামে প্রকাশিত দেখা যায়, তৎসমুদায় উক্ত কালেই লিখিত। এই সময় বিদ্যারণ্যের প্রতি প্রতাপী সম্রাট দ্বিতীয় হরিহরের শ্রদ্ধাভক্তি সমধিক ছিল। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এক তাম্রপত্রে লিখিত আছে, মহারাজ হরিহর বিদ্যারণ্যের অনুগ্রহে অন্যান্য নরেশের অপ্রাপ্য জ্ঞান-সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন। পরবর্তী বৎসর দ্বিতীয় হরিহরের পুত্র কুমার চিক্করায় বিদ্যারণ্যকে ভূমিদান করেন। ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নব্বই বৎসর বয়সে বিদ্যারণ্য ব্রহ্মলীন হন। শ্রদ্ধেয় শ্রীগুরুর ব্রহ্মপ্রাপ্তি উপলক্ষে মহারাজ হরিহর শৃঙ্গেরী মঠে ভূমিদান করেন। উক্ত বর্ষের এক শিলালিপিতে মহারাজ হরিহয় নারায়ণভূত বিদ্যারণ্যকে ত্রিদেব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়াছেন। তৎকালীন দক্ষিণ ভারতের ভৌতিক ও ধার্মিক উন্নতি বিধানে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অসাধারণ ও

অবিস্মরণীয়। মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক সর্বাংশে যথার্থ।—

অনন্ত-ভোগ-সংসক্তো দ্বিজপুঙ্গবসেবিতঃ।
সচিবঃ সর্বলোকানাং ত্রাতা জয়তি মাধবঃ।।

বিজয়নগর তথা বিদ্যারণ্য সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ ও শিলালিপেতে এই প্রবাদ লিখিত আছে। পর্তুগীজ ইতিহাস লেখক মুনিজও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কোলার এবং নেল্লোরে প্রাপ্ত দুই শিলালিপিতেও এই ঘটনা বিবৃত আছে। একবার হরিহর স্বীয় শিকারী কুকুর লইয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতরে জঙ্গল মধ্যে পশু শিকারে যান। তথায় একটি ভয়ানক খরগোস দেখিয়া তিনি স্বীয় কুকুরকে উহার দিকে লেলাইয়া দেন; কিন্তু সেই খরগোস এমন ভীষণ গর্জন ও দংশন করিল যে, ঐ কুকুর, যে ব্যাঘ্র শিকারেও হরিহরের সহায়ক ছিল, ভীত-চকিত হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল! খরগোসের অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া হরিহর সন্ত্রস্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিলেন এবং জ্ঞাননিধি মন্ত্রী-গুরু বিদ্যারণ্যকে এই অদ্ভুত ঘটনা শুনাইলেন। বিদ্যারণ্য মনোযোগ সহকারে ইহা শুনিয়া বলিলেন, "হে রাজন্, ঐ স্থান বিখ্যাত রাজবংশের রাজধানী হইবার যোগ্য। আপনি তথায় স্বর্গতুল্য বিদ্যানামক নগর স্থাপনপূর্বক ইন্দ্রতুল্য বিজয়ী হইয়া যশ ও রাজ্য ভোগ করুন।" বিদ্যারণ্যের নির্দেশে হরিহর তথায় রাজধানী স্থাপনান্তে বিদ্যারণ্যের নামানুসারে ইহার নাম রাখেন বিদ্যানগরী। দীর্ঘকাল পরে সাম্রাজ্যবিজয়ী হইবার পর ইহার নাম বিজয়নগর হয়।

বিজয়নগরের ইতিহাসকার সেবেল, কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার, কৃষ্ণশাস্ত্রী ও সূর্য্য নারায়ণ রাও এই ঘটনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন; কিন্তু অধ্যাপক হেরাস ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। হেরাস সাহেব ১৯৬ শিলালিপি সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করিয়া বলেন, "১১১ শিলালিপিতে বিজয়নগরের নাম লিখিত এবং রাজা হরিহরের সময়ও উক্ত নাম প্রসিদ্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মাত্র ৫৪ শিলালিপিতে বিদ্যানগর নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন বিবরণে উক্ত ঘটনায় উল্লেখ না থাকায় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ মন্তব্য করেন, ষোড়শ শতকে শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্যগণ কর্তৃক উক্ত প্রবাদ ও বিদ্যানগর নাম প্রচারিত হয়। বস্তুতঃ হোয়সল রাজবংশের প্রখ্যাত নরেশ বীর তৃতীয় বল্লাল স্বীয় রাজ্য যবনদের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য উত্তর সীমায় 'বীরবিজয় বিরূপাক্ষপুর' স্থাপন

করেন। সংক্ষেপে ইহাই বিজয়নগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা হরিহর ও বিদ্যারণ্যের পূর্বে বল্লাল কর্তৃক সম্পন্ন হয়।

মাধবাচার্য্যের মহত্ত্বের পরিচয় তৎকৃত গ্রন্থসমূহ আলোচনায় কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধ হয়। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও মীমাংসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। নিম্নোক্ত সাতখানি ধর্মশাস্ত্র মাধবরচিত বলিয়া প্রচলিত আছে—(১) পরাশর মাধব (২) কাল নির্ণয় বা কালমাধব (৩) দত্তক মীমাংসা (৪) গোত্রপ্রবর নির্ণয় (৫) মুহূর্ত্ত মাধবীয় (৬) স্মৃতি সংগ্রহ (৭) ব্রাত্যস্তোম পদ্ধতি। পণ্ডিত কাণে তৎকর্তৃক ইংরাজিতে লিখিত 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস'এ সত্যই বলিয়াছেন যে, নাম সাম্য হেতু বহু গ্রন্থ মাধবাচার্য্যের নামে প্রচলিত। গভীর গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইয়াছে যে, পরাশর মাধব ও কালমাধব মাধবাচার্য্য কর্তৃক বিরচিত।

ধর্মশাস্ত্রে পরাশরের বাক্য মান্য, বিশেষতঃ কলিযুগে। 'কলৌ পরাশর স্মৃতিঃ—এই উক্তি প্রসিদ্ধ। যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় স্মৃতিতে পরাশরকে প্রাচীন বলিয়া স্বীকার না করিলেও তদপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থকার কৌটিল্য স্বীয় অর্থশাস্ত্রে পরাশরকে প্রামাণিকরূপে উল্লেখ করেন। আজকাল পরাশর স্মৃতির বহু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রখ্যাত ধর্মশাস্ত্রী নন্দ পণ্ডিত কৃত 'বিদ্বন্মনোরমা' ও নাগেশ ভট্টের শিষ্য বৈদ্যনাথ পায়কুণ্ডের টীকা প্রসিদ্ধ। উহার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাধবাচার্য্য কর্তৃক লিখিত। মাধব স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তৎপূর্বে কেহই পরাশর স্মৃতির টীকা লেখেন নাই। 'পরাশব মাধব' গ্রন্থে (১।৯) আছে—

পরাশরস্মৃতিঃ পূর্বৈর্ন ব্যাখ্যাতা নিবন্ধৃভিঃ।
ময়াতো মাধবার্য্যেন তদ্‌ব্যাখ্যায়াং প্রযত্যতে ॥

কলিযুগের উপযোগী স্মৃতি-ব্যাখ্যা 'পরাশর মাধব' গ্রন্থে মাধবাচার্য্যের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অপ্রতিম মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই এক গ্রন্থ ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে মাধবকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহাকে টীকা না বলিয়া ভাষ্য বলাই উচিত। এই গ্রন্থ পণ্ডিত বামন শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বোম্বাই সংস্কৃত সিরিজে দেড় হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পরাশর স্মৃতিতে ৫৯২ শ্লোক আছে। ইহাতে আচার ও প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা লিখিত। প্রথম তিন অধ্যায়ে আচার ও শেষ নয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত। 'পরাশর মাধব' আধুনিক দক্ষিণ ভারতেও প্রামাণিক ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাদৃত। মাধব স্বকীয় সিদ্ধান্ত প্রমাণার্থ অপরার্ক, দেবস্বামী, পুরাণসার, প্রপঞ্চসার, মেধাতিথি, বিশ্বরূপাচার্য্য, শিবস্বামী ও স্মৃতি চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাকে ধর্মশাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার পুষ্পিকায় স্পষ্ট উক্তি আছে যে, মহারাজ বুক্কের আদেশ অনুসারে ইহা রচিত হয়।

'কাল নির্ণয়' গ্রন্থখানিও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে মাধবাচার্য্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইহার অন্য নাম 'কালমাধব'। পরাশর স্মৃতি ব্যাখ্যা লিখিবার পর 'কালমাধব' লিখিত হয়। কালমাধব গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে—

ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্য ধর্মান্ পরাশরানথ।
তদনুষ্ঠানকালস্য নির্ণয়ং বক্তুমুদ্যতঃ॥

'কালমাধবে' পাঁচটি প্রকরণ আছে। প্রথম প্রকরণে কালতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। তিনি বলেন, নিত্য কালই ঈশ্বরের স্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকরণে চান্দ্র ও সৌর বর্ষের প্রভেদ, ঋতু, মাস, মলমাস প্রভৃতি বিষয়ে বিচার আছে। তৃতীয় প্রকরণে তিথিতত্ত্ব কাল সীমা ও কর্তব্য কর্ম বিবৃত। চতুর্থ প্রকরণে প্রতিপদাদি তিথিভেদ আলোচিত। পঞ্চম প্রকরণে ধর্মকৃত্যের যথার্থ নক্ষত্র ও যোগাদি উল্লিখিত। কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এই বৃহৎ গ্রন্থ অতিশয় প্রামাণিক ও উপযোগী। 'বশিষ্ঠ রামায়ণ', ভাস্করাচার্য্য কৃত 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' হিমাদ্রিকৃত 'ব্রত খণ্ড' প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্য সমূহ ইহাতে উদ্ধৃত।

ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে দুই গ্রন্থ রচনার পর মাধবাচার্য্য কর্মমীমাংসা বিষয়ে 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জৈমিনীয় সূত্রাবলী সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য এই ন্যায়মালা রচিত হয়। জৈমিনীয় ন্যায়মালা রচিত হইলে রাজা বুক্ক স্বীয় দরবারে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ইহার উপর সরল টীকা রচনার্থ গ্রন্থকারকে অনুরোধ জানান। অনন্তর মাধবাচার্য্য জৈমিনীয় ন্যায়মালার 'বিস্তর' নামী টীকা রচনা করেন। ইহাতে প্রাভাকর ও ভাট্ট মতদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লিখিত ও

বিবেচিত। এই গ্রন্থ মীমাংসা শাস্ত্রের ইতিহাসে মাধবাচার্য্যের নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পুনা আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালায় ইহা সাত শতাধিক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যারণ্যের নামে বহু বেদান্ত গ্রন্থ প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ তৎগুরু ভারতী তীর্থের নাম যুক্ত। 'পঞ্চদশী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বেদান্তপ্রেমিক মাত্রই পাঠ করিয়াছেন। ইহা সরল ও সরস পদ্যে লিখিত ও এই তিন অংশে বিভক্ত—বিবেক প্রকরণ, দীপ প্রকরণ ও আনন্দ প্রকরণ। প্রত্যেক প্রকরণে পাঁচ পাঁচ অধ্যায় থাকায় ইহা মোট পনের অধ্যায়ে সমাপ্ত। সেইজন্য ইহার নাম পঞ্চদশী। ইহার উপর রামকৃষ্ণ ভট্ট কৃত টীকা বিদ্যমান। টীকাকার রামকৃষ্ণ ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যের কিঙ্কররূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

বিদ্যারণ্যকৃত আর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'জীবন্মুক্তিবিবেক'। ইহাতে অদ্বৈত বেদান্তের সাধন রহস্য ও জীবন্মুক্তি লাভের উপায় আলোচিত। ইহার উপর অচ্যুত রায় মোডক কৃত 'পূর্ণানন্দেন্দু কৌমুদী' নামক বিস্তৃত টীকা বর্তমান। উক্ত টীকা সহ পুস্তকখানি পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত। ইহার বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায়। ইহার ইংরাজী অনুবাদ মাদ্রাজ আডেয়ার থিয়সফিক্যাল সোসাইটী হইতে ১৯৩৫ খ্রীঃ প্রকাশিত। ইহা পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার কর্তৃক অনূদিত। ১৮৯৭ খ্রীঃ অধ্যাপক মণিলাল ত্রিবেদী কর্তৃক ইহার প্রথম ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থান্তে বিদ্যারণ্য স্বীয় গুরু বিদ্যাতীর্থকে নিম্নোক্ত শ্লোকে বন্দনা করিয়াছেন।—

জীবন্মুক্তিবিবেকেন তমোহার্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থমখিলং দেয়াৎ বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরঃ॥

'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ' বিদ্যারণ্যকৃত আর একখানি উৎকৃষ্ট বেদান্তগ্রন্থ। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য লিখিয়া উহার টীকা রচনার্থ পদ্মপাদকে আদেশ করেন। পদ্মপাদ শ্রীগুরুর নিকট তিন বার ভাষ্যপাঠ করেন এবং শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুভক্ত ও বিশুদ্ধ বেদান্তী ছিলেন। তিনি 'পঞ্চপাদিকা' নামক যে ভাষ্য-টীকা রচনা করেন তাঁহার প্রাভাকর মতাবলম্বী মাতুল কর্তৃক তাহা ভস্মীভূত হয়। গুরুকৃপায় পঞ্চপাদিকার প্রথমাংশের পুনরুদ্ধার হয়। ইহা চতুঃসূত্রী ভাষ্যের টীকা মাত্র। এই

পঞ্চপাদিকার উপর প্রকাশাত্ম যতিকৃত 'বিবরণ' নামক বিস্তৃত টীকা আছে। বিদ্যারণ্য এই বিবরণের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বিদ্যারণ্য স্বয়ং উক্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকে বলেন—

ভাষ্যটীকাবিবরণং তন্নিবন্ধনসংগ্রহঃ।
ব্যাখ্যান-ব্যাখ্যেয়ভাবক্লেশনাশায় রচ্যতে ॥

এই গ্রন্থের অন্য নাম বিবরণোপন্যাস এবং অপ্পয় দীক্ষিতকৃত 'সিদ্ধান্তলেশ' পুস্তকে এই নাম ব্যবহৃত। এই গ্রন্থ রচনায় বিদ্যারণ্যের বেদান্তজ্ঞান সম্যক্ অভিব্যক্ত। ইহাতে নয় বর্ণক বা বিভাগ আছে। 'বিদ্যারণ্য এই গ্রন্থ রত্নকে গুরু বিদ্যাতীর্থের নিকট নিম্নোক্ত শ্লোকে অর্পণ করিয়াছেন—

যৎবিদ্যাতীর্থগুরবে শুশ্রূষান্যানরোচতে তস্মাৎ।
অস্ত্বেষা ভক্তিযুক্তা শ্রীবিদ্যাতীর্থ-পাদয়োঃ সেবা ॥

এই গ্রন্থের বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত ইহার বঙ্গানুবাদ কলিকাতা বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত। পণ্ডিত ললিতাপ্রসাদ ডবরাল কৃত ইহার হিন্দি অনুবাদ কাশী অচ্যুত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত। ইহার ইংরাজী অনুবাদ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মাদ্রাজের বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক 'হিন্দু'তে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মৎকর্তৃক এই ইংরাজী অনুবাদ সমালোচিত হইয়াছিল।

'অনুপমপ্রকাশ' বিদ্যারণ্যকৃত আর একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, মুণ্ডক, প্রশ্ন, কৌষিতকী, মৈত্রায়ণী, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, কেন ও নৃসিংহ তাপনীয়—এই বারখানি উপনিষদের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তসমূহ ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত। ইহার উপর 'মিত বিবৃতি' নামক টীকা প্রসিদ্ধ বেদান্তী পণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। উক্ত টীকা সহ 'অনুপম প্রকাশ' ভগবানদাস পোদ্দার কর্তৃক কাশী হইতে প্রকাশিত।

'উপনিষদ্ দীপিকাও' বিদ্যারণ্য কর্তৃক রচিত। ইহাতে সমগ্র ঐতরেয় ও নৃসিংহ তাপনীয় উপনিষদের উত্তর কাণ্ডের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদত্ত। ইহা পুনা

আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত। বিদ্যারণ্যকৃত 'বৃহদারণ্যক বার্তিকসার' অদ্বৈত বেদান্তের চূড়ান্ত গ্রন্থমালার মধ্যে গণ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ উপনিষৎসমূহের মধ্যে বৃহত্তম। ইহার উপর আচার্য্য শঙ্কর কৃত ভাষ্যও অতি বৃহৎ। উক্ত ভাষ্যের উপর সুরেশ্বরাচার্য্য কৃত বার্তিকও বিস্তৃত। বিদ্যারণ্য এই বার্তিকের সারমর্ম লিখিয়াছেন। বার্তিকসারের উপর মহেশ্বরতীর্থকৃত প্রাচীন সংস্কৃত টীকা বিদ্যমান। সটীক বার্তিকসার হিন্দি অনুবাদ সহ কাশী অচ্যুত গ্রন্থমালায় প্রকাশিত। এই সকল সারগর্ভ গ্রন্থ রচনার জন্য বিদ্যারণ্যের নাম অদ্বৈত বেদান্তের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল লিখিত থাকিবে।

'শঙ্কর-দিগ্বিজয়' গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করের বৃহৎ জীবন-চরিত প্রদত্ত। ইহা বিদ্যারণ্যকৃত বলিয়া সর্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেও সাহিত্যাচার্য্য বলদেব উপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ইহাকে 'ভারতচম্পু'র রচয়িতা নব কালিদাস বলিয়া অনুমান করেন। 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' বিদ্যারণ্যকৃত বলিয়া প্রচলিত হইলেও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহা অন্যের রচনা। বিদ্যারণ্যকৃত সর্বগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে গজাননের বন্দনা আছে; আর ইহাতে শিবস্তুতি দেখা যায়। ইহার গ্রন্থকার শার্ঙ্গপাণির পুত্র সর্বজ্ঞ বিষ্ণুকে স্বীয়গুরুরূপে প্রণাম করিয়াছেন; কিন্তু সর্বজ্ঞ বিষ্ণু নামে কোন গুরু মাধবাচার্য্যের ছিলেন না। সেইজন্য নরসিংহাচার্য্য মন্তব্য করেন, সায়ণাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্রের মূল নাম মাধব ছিল এবং 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' উক্ত মাধবের রচনা।

মাধবাচার্য্যের সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার সহিত দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য অক্ষোভ্য মুনির সহিত শাস্ত্র-বিচার হয় এবং এই তর্ক-যুদ্ধে বিদ্যারণ্য পরাজিত হন। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক প্রচলিত।—

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব প্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্য-মহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিন্নৎ॥

অনুবাদ—ঈশ্বর ও জীব ভেদবাদী তত্ত্বমসি অসির দ্বারা অক্ষোভ্য মুনি বিদ্যারণ্যরূপ মহারণ্যকে ছিন্ন করিলেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেদান্ত দেশিক এই শাস্ত্র-বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, মাধবাচার্য্য ও অক্ষোভ্যমুনি ও বেদান্তদেশিক সমসাময়িক ছিলেন। পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় বলেন, 'পুণ্যশ্লোকমঞ্জরী' অনুসারে বিদ্যারণ্যের গুরু বিদ্যাতীর্থের নাম গৃহস্থাশ্রমে সর্বজ্ঞ বিষ্ণু ছিল। শঙ্কর দর্শন বর্ণনায় সায়ণাচার্য্য সর্বজ্ঞ বিষ্ণুভট্টকৃত 'বিবরণ-বিবরণ'এর নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সর্বদর্শন সংগ্রহ বিদ্যারণ্যকৃত হইতেও পারে। পূর্বোক্ত বিবৃতি হইতে প্রত্যয় জন্মে যে, বিদ্যারণ্য ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা ও বেদান্ত সম্বন্ধে বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয়, তৎকৃত 'সঙ্গীতসার' নামক এক গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজা রঘুনাথ নায়কের নামে 'সঙ্গীত সুধা' নামক যে গ্রন্থ প্রচলিত তাহাতে স্পষ্ট বাক্যে বিদ্যারণ্যের সঙ্গীত সিদ্ধান্ত আলোচিত। 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা' নামক সঙ্গীত পুস্তকের রচয়িতা বেঙ্কটমখী বলেন, বস্তুতঃ 'সঙ্গীত সুধা' আমার পিতা গোবিন্দ দীক্ষিত কর্তৃক রচিত এবং আশ্রয়দাতা রাজা রঘুনাথের নামে প্রচলিত। 'সঙ্গীত সুধা' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে, 'সঙ্গীতসারং সমবেক্ষ্য বিদ্যারণ্যাভিধ শ্রীচরণ প্রণীতম্।' ইহার তৃতীয় অধ্যায়েও আছে, বিদ্যারণ্য কর্ণাট-সিংহাসনের ভাগ্যরূপ। কর্ণাটরাজ্য বিজয়নগর রাজ্যের ভিন্ন নাম। 'সঙ্গীতসার' পুস্তক এখনও সম্পূর্ণ আকারে আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজয়নগর সেসী সেন্টিনারী কমেমোরেশন ভলিউমের (৩৩২-৩২৪ পৃষ্ঠায়) অধ্যাপক শ্রীসুন্দরম্ আয়ার কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে সংঙ্গীতসারের উদ্ধৃতিসমূহ সংগৃহীত।

বিদ্যারণ্য মুনি অদ্বৈত বেদান্তের অন্যতম প্রধান আচার্য্য ছিলেন। এই জন্য তিনি শঙ্করাচার্য্য দ্বারা প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন। তৎপ্রণীত বেদান্তগ্রন্থসমূহে ঐকান্তিকতা সহকারে শাঙ্কর সিদ্ধান্ত অনুসৃত। পরবর্তী বেদান্তাচার্য্যগণের ন্যায় তিনিও মৌলিক সিদ্ধান্ত পোষণ করিতেন। জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ, মায়া ও অবিদ্যার তারতম্য ও অধিষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

জীব ও ঈশ্বরের মীমাংসা বিভিন্ন অদ্বৈতী আচার্য্য স্ব স্ব দৃষ্টিতে পৃথক্‌ভাবে করিয়াছেন। 'প্রকটার্থ বিবরণ'এর রচয়িতা বলেন, অনাদি অনির্বচনীয় মায়াতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং মায়া হইতে পরিচ্ছিন্ন আনন্দ প্রদেশ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। 'সংক্ষেপ শারীরক'এর রচয়িতা সর্বজ্ঞাত্ম

মুনির মতে অবিদ্যাতে পতিত চৈতন্যের প্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং অন্তকরণে পতিত চৈতন্য-প্রতিবিম্বই জীব। বিদ্যারণ্য এই দুই আচার্য্য হইতে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। তাঁহার মতে মায়া ও অবিদ্যা পৃথক্। মায়া রজ ও তম দ্বারা অনভিভূত শুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান এবং অবিদ্যা রজ ও তম দ্বারা অভিভূত মলিন সত্ত্ব-প্রধান। মায়া ও অবিদ্যা প্রকৃতির দুই ভেদ। প্রকাশক সত্ত্বগুণ অন্য দুই গুণ দ্বারা কলুষিত না হইয়া বিশুদ্ধ স্বরূপে মায়াতে বিদ্যমান এবং রজঃ ও তম গুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া সত্ত্বগুণ কলুষিত আকারে অবিদ্যায় বর্ত্তমান। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য মায়াকে স্ববশে রাখায় ঈশ্বর সর্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অবিদ্যার বশীভূত হওয়ায় বিচিত্র প্রকারে প্রতিভাত হয়। ইহাই জীব। 'পঞ্চদশী'র প্রথম প্রকরণে নিম্নোক্ত দুই শ্লোকে আচার্য্য বিদ্যারণ্য সংক্ষেপে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং সাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥

চৈতন্য সম্বন্ধেও বিদ্যারণ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। অধিকাংশ আচার্য্যের মতে চৈতন্য তিন প্রকার; কিন্তু বিদ্যারণ্যের মতে চৈতন্য চতুর্বিধ। সংক্ষেপ শারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনি বলেন, ব্রহ্ম বিম্বস্থানীয় এবং ঈশ্বর ও জীব উক্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ। অন্যান্য আচার্য্যের মতেও চৈতন্য ত্রিবিধ—ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীব; কিন্তু বিদ্যারণ্যের মতে চৈতন্য চারি প্রকার—কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্য। ইহা 'পঞ্চদশী'র দীপ প্রকরণে নিম্নোক্ত শ্লোকে সুন্দরভাবে বর্ণিত।—

কূটস্থো ব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা॥

আকাশ এক হইলেও উপাধিভেদে চতুর্বিধ প্রতীত হয়—ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ। ঘট দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশ ঘটাকাশ; আর অপরিচ্ছিন্ন সর্বব্যাপী

আকাশ মহাকাশ। ঘটস্থ জলে মেঘ, নক্ষত্রাদি সহ প্রতিবিম্বিত আকাশ জলাকাশ। মহাকাশে বাষ্পরূপে অবস্থিত মেঘমণ্ডল জলেরই পরিণাম। উক্ত মেঘে প্রতিবিম্বিত আকাশ মেঘাকাশ। এক আকাশ যেমন উপাধিভেদে চারি প্রকার প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ চিৎ বা চৈতন্যও উপাধি-ভেদে চতুর্বিধ প্রতীত হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত ও অবিচ্ছিন্ন আত্মাই কূটস্থ। কূট শব্দের অর্থ, পর্বতের শিখর। পর্বত শৃঙ্গবৎ নির্বিকার কূটস্থ আত্মা। ইহার অন্য নাম সাক্ষী চৈতন্য। এই কূটস্থ চৈতন্যের উপর বুদ্ধি কল্পিত হয়। সত্ত্বগুণের কার্য্য বলিয়া বুদ্ধি নিতান্ত নির্মল ও স্বচ্ছ। অতএব ইহার উপর চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাকেই জীব বলা হয়। এই জীব পঞ্চ প্রাণের ধারক এবং জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া শক্তির প্রেরক। ইহাই সংসারের সহিত সংযুক্ত হইয়া জাগতিক ব্যবহার নির্বাহ করে। এই কারণে কূটস্থ চৈতন্য হইতে জীব চৈতন্য ভিন্ন। 'পঞ্চদশী'র নিম্নোক্ত শ্লোকে বিদ্যারণ্য এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন।—

কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ।
প্রাণানাং ধারকাৎ জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে ॥

ব্রহ্মের স্বরূপ ত্রিকালে সুস্পষ্ট। কোন বস্তু দ্বারা অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম এবং মায়াতে প্রতিবিম্বিত শুদ্ধচৈতন্যই ঈশ্বর। এই সিদ্ধান্ত প্রমাণার্থ বিদ্যারণ্য চিত্রপটের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। চিত্রপটে এই চার অবস্থা ঘটে—ধৌত, ঘটিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত। উক্ত প্রকারে আত্মারও চারি অবস্থা হয়—চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট। স্বভাবতঃ শুভ্র বস্ত্র ধৌতরূপে থাকে। উহাকে চিত্রের উপযোগী করিবার জন্য উহার উপর ভাতের প্রলেপ দিতে হয়। তখন উহাকে ঘটিত বলে। কালীর দ্বারা যখন উহার উপর চিত্রাংকনার্থ রেখাদি টানা হয়, তখন উহাকে লাঞ্ছিত বলে। ইহাই যখন নানা বর্ণে চিত্রিত হয় তখন উহার নাম রঞ্জিত। শ্বেত বস্ত্রই নানা বর্ণে ও নানা চিত্রে বিভূষিত হয়। মায়ার সংস্পর্শে আত্মাও এইরূপে নানা দশা প্রাপ্ত হয়। মায়া ও তৎকার্য্য হইতে বিযুক্ত থাকিলে পরমাত্মাকে চিৎ বলে। মায়াযুক্ত হইলে পরমাত্মাই অন্তর্যামী বা ঈশ্বর নাম ধারণ করেন। অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম শরীরের সহিত যুক্ত হইলে আত্মাকে সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বলা হয় এবং পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের কার্য্যরূপ স্থূল শরীরের সহিত যুক্ত হইলে তিনি বিরাট নামে কথিত হন। আত্মা এক হইলেও উপাধিভেদে নানা প্রতীত হন।

অদ্বৈত বেদান্তে দুই প্রধান পক্ষ স্বীকৃত হয়—প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ। বিবরণকার প্রকাশাত্ম যতি প্রতিবিম্ববাদ এবং ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র অবচ্ছেদবাদ সমর্থন করেন। বিদ্যারণ্য প্রতিবিম্ববাদের পক্ষপাতী হইলেও বিবরণ-কারের মত বর্ণে বর্ণে স্বীকাব করেন না। বিবরণকারের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, স্বতন্ত্রতাদি গুণ বিশিষ্ট হওয়ায় ঈশ্বর বিম্বস্থানীয় এবং অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্বই জীব। ইহার অর্থ, ঈশ্বব বিম্বরূপ ও জীব প্রতিবিম্বরূপ। পরন্তু বিদ্যারণ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই প্রতিবিম্বরূপ। এই জন্য বিদ্যারণ্য তৎকৃত 'বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ' গ্রন্থে মূল গ্রন্থকার হইতে ভিন্ন মত বিবৃত করিয়াছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের আচার্য্যগণ সাক্ষীর স্বরূপ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য বলেন, মায়া শবলিত সগুণ পরমেশ্বরে কেবল নির্গুণাদি বিশেষণ আদৌ উপপন্ন হয় না। এইজন্য অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপই জীবসমূহের অধিষ্ঠানহেতু অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বাদি ধর্মরহিত এবং জীবসমূহের অধিষ্ঠানহেতু প্রত্যেক শরীরে ভেদপ্রাপ্ত ব্রহ্মই সাক্ষী। ইহার মর্মার্থ এই যে, জীব ও ঈশ্বব হইতে সাক্ষী স্বতন্ত্র। যদি সাক্ষীকে জীবকোটী তুল্য গণ্য করা হয়, তাহা হইলে উহা উদাসীন থাকিতে পারে না। যদি ঈশ্বরকে সাক্ষী বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহাতে সাক্ষীর ঔদাসীন্য থাকে না; কারণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহারে সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন। সেইজন্য চিৎসুখাচার্য্য ঈশ্বর ও জীব হইতে স্বতন্ত্র শুদ্ধ চিদাত্মাকে সাক্ষী বলেন।

বেদান্ত কৌমুদীকার রামাদ্বয়ের মতও ইহা হইতে ভিন্ন নহে। 'বেদান্ত কৌমুদী' অদ্যাপি অপ্রকাশিত হইলেও ইহার সারাংশ ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্রকৃত 'বেদান্ত পরিভাষা'তে পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকে তাঁহার সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে অভিব্যক্ত।—

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাস সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

এক পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজিত, আকাশবৎ ব্যাপক, ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভ পর্যন্ত সর্বভূতের অন্তরাত্মা, জীবকৃত সর্ব কর্মের অধ্যক্ষ, সর্বভূতের অধিষ্ঠান, সর্বজীবেরও সাক্ষী, চিৎস্বরূপ, অদ্বৈত ও নির্গুণ।

উক্ত শ্রুতি হইতে প্রতীত হয়, সাক্ষী পরমেশ্বরের কোন স্বরূপ বিশেষ এবং জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির জ্ঞাতা এবং স্বয়ং উদাসী। এই সাক্ষী প্রাজ্ঞ শব্দেও অভিহিত হন। সাক্ষী সম্বন্ধে বেদান্ত-কৌমুদীকার রামাদ্বয়ের ইহাই সিদ্ধান্ত। কেহ কেহ অবিদ্যারূপ উপাধিতে উপহিত জীবকে সাক্ষী বলেন। এই বিষয়ে বিদ্যারণ্যের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বিবৃত হইতেছে। উল্লিখিত চতুর্বিধ চৈতন্যের মধ্যে কূটস্থ চৈতন্যই সাক্ষী। এই চৈতন্য স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই শরীরের অধিষ্ঠান। ইহা স্বীয় অবচ্ছেদক শরীরদ্বয়ের সাক্ষাৎ দ্রষ্টাও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি বিকার-রহিত। লৌকিক ব্যবহারে যিনি দ্রষ্টা হইয়াও স্বয়ং উদাসী থাকেন, তিনিই সাক্ষী। দার্শনিক পরিভাষায় 'দ্রষ্টৃত্বে সতি উদাসীনত্বং সাক্ষীত্বম্।' সাক্ষীর এই লক্ষণ কূটস্থ চৈতন্যে দেখা যায়। এই জন্য বিদ্যারণ্য ইহাকেই সাক্ষী বলেন। এই সাক্ষী জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। 'পঞ্চদশী'র নাটক দীপ প্রকরণে বিদ্যারণ্য ইহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি সাক্ষীর উপমা দিয়াছেন নৃত্যশালাস্থিত প্রদীপ। উক্ত প্রদীপ নাটকের অধ্যক্ষ, সভাসদ ও নর্তকীকে সমানভাবে আলোক প্রদান করে। ইহা কাহাকে অধিক আলোক বা কাহাকেও অল্প আলোক দেয় না; পরন্তু নির্বিকার ও স্বয়ংপ্রকাশ থাকিয়া তিন বস্তুকে সমানভাবে আলোকিত করে। ইহাই সাক্ষীর অবস্থা। সাক্ষী অহঙ্কার, পঞ্চ বিষয় ও বুদ্ধিকে সমান ভাবে প্রকাশিত করে এবং অহঙ্কারাদির অভাবে স্বয়ংপ্রকাশ থাকে। ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, সাক্ষী জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থাদ্বয়ে অহঙ্কারাদিকে প্রকাশ করে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় অহঙ্কারাদির অভাবে স্বয়ংপ্রকাশ থাকেন। অহঙ্কার নাটকাধ্যক্ষ, পঞ্চবিষয় সভাসদ ও বুদ্ধি নর্তকী। ইন্দ্রিয়সমূহ তালাদি বাদক এবং সাক্ষী দীপ। নাটকের অধ্যক্ষ সূত্রধার অভিনয় উৎকৃষ্ট হইলে প্রসন্ন হন ও অভিনয় নিকৃষ্ট হইলে বিষণ্ণ হন। তদ্রূপ অহঙ্কাররূপ জীবও বিষয়-ভোগ পূর্ণ হইলে অভিমানে প্রসন্ন থাকে এবং বিষয় ভোগ অপূর্ণ হইলে উদাসীন ও বিষণ্ণ হয়। এই জন্য নৃত্যাভিমানী সূত্রধার ও জীব সমবস্থাপন্ন। চারি পাশে রূপ-রসাদি বিষয় অবস্থিত। ইহাদের হর্ষ বা বিষাদ কিছুই নাই। এই জন্য বিষয়ের সহিত সভ্যবৃন্দ উপমতি হইয়াছে। বিবিধ বিকারের সহিত যুক্ত হওয়ায় বুদ্ধি নর্তকী তুল্য। যেমন তালাদি বাদক পুরুষ নর্তকীর অনুসরণ করে, তদ্রূপ পঞ্চেন্দ্রিয় বুদ্ধির অনুবর্তী হয়। যেমন দীপ নৃত্যশালাস্থিত সকলকে সমানভাবে আলোকিত করে, তদ্রূপ কূটস্থ চৈতন্য

সর্ববস্তুকে সমভাবে প্রকাশিত করে। এইরূপে বিদ্যারণ্যের মতে জীব ঈশ্বর ও ব্রহ্ম হইতে সাক্ষী স্বতন্ত্র। এই বিষয়ে বিদ্যারণ্য শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী মনে হয়; কারণ শঙ্করের মতেও অবিকারী উদাসীন কূটস্থ চৈতন্যই সাক্ষী।

শ্রুতিবাক্য অনুসারে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্ববেত্তা। বহু শ্রুতি বাক্যে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদিত। অদ্বৈতাচার্য্যগণও নানা যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন; কিন্তু এই শঙ্কা উঠে, জীবকে জ্ঞাতা ধরিলে সে যে ব্যবহার করে তাহা অন্তকরণরূপ উপাধির আধারে হইয়া থাকে। আর ঈশ্বরের ত অন্তকরণ নাই। সুতরাং ঈশ্বর জ্ঞাতা হইতে পারেন না। 'কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ।' এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে অন্তঃকরণ জীবেরই উপাধি, ঈশ্বরের নহে। জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম সর্বজ্ঞত্বের ব্যাপক। ইহার ভাবার্থ, যেখানে যেখানে সর্বজ্ঞত্ব থাকিবে সেখানেই জ্ঞাতৃত্ব নিশ্চিত থাকিবে। ব্রহ্মে অন্তঃকরণরূপ উপাধি না থাকায় তাঁহাতে জ্ঞাতৃত্বধর্মও নাই। ব্রহ্মে জ্ঞাতৃত্ব-ধর্ম রহিত হইলে অবশ্যই সর্বজ্ঞত্ব বর্জিত হইবেন। এইজন্য ব্রহ্মে সর্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয় না। ইহা পূর্ব পক্ষের অভিমত।

ইহার উত্তর ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দিয়াছেন। প্রকটার্থকারের মতে ঈশ্বরে সর্বজ্ঞতা সম্যক নিবাস করে। যেমন জীবে জ্ঞাতৃত্বের প্রয়োজিকা উপাধি, অন্তঃকরণ বিদ্যমান, তদ্রূপ ঈশ্বরে জ্ঞাতৃত্বের প্রযোজক উপাধি মায়া বর্তমান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, মহেশ্বর মায়াযুক্ত। ইহার অর্থ, মায়া ঈশ্বরের উপাধি। জীবের উপাধিরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। উক্ত প্রকারের উপাধি মায়ার পরিণাম চৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। এই বৃত্তি সমূহ দ্বারা ব্রহ্ম ত্রিকালে বর্তমান প্রপঞ্চের অপরোক্ষ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এই অর্থে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ।

তত্ত্ব-শুদ্ধিকারের মতে ব্রহ্মে বর্তমান বস্তুর অনুভব, ভূত কালের স্মরণ এবং ভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান বিদ্যমান। এই হেতু ব্রহ্ম ত্রিকালে সর্বজ্ঞ। বেদান্ত-কৌমুদীকারের মত ইহা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। তিনি বলেন, সূক্ষ্মরূপে সমস্ত পদার্থ বিদ্যমান এবং সাক্ষীরূপে ব্রহ্ম সর্ববস্তুর বিজ্ঞাতা। ইহার মতে সর্বজ্ঞতা জ্ঞানরূপতা, জ্ঞান-কর্তৃত্বরূপতা নহে। এই জন্য শাঙ্কর ভাষ্য অনুসারে জ্ঞানকর্তৃত্ব জীবের লিঙ্গ। আলোচ্য বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র ও বিবরণকারাদি আচার্য্যের মত সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই সম্বন্ধে বিদ্যারণ্যের মতও অর্থপূর্ণ। তাঁহার মতে সম্পূর্ণ বস্তু বিষয়ক সম্পূর্ণ বুদ্ধি ও বাসনার দ্বারা উপহিত

ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিষয় বাসনার সাক্ষী। অতএব ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। এক বুদ্ধি কোন এক বস্তুকে বিষয় করে এবং সর্ব বুদ্ধি মিলিত ভাবে সর্ববস্তুকে বিষয় করে। এইরূপে যদি সর্ব বুদ্ধি সর্ব বস্তুকে অবগাহন করে, তাহা হইলে সর্ব বুদ্ধির বাসনাসমূহ সর্ব পদার্থকে অবশ্যই বিষয় করিবে। এই জন্য সর্ব প্রাণীর বুদ্ধি ও বাসনাসমূহ দ্বারা উপহিত আনন্দময় ব্রহ্মে সর্ব বস্তুকে বিষয় করিবার সম্যক্ যোগ্যতা বিদ্যমান। উক্ত অর্থে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। আচার্য্য বিদ্যারণ্য সর্বজ্ঞত্ব প্রমাণার্থ এই বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়াছেন।

বেদান্ত সাধন সম্বন্ধে বিদ্যারণ্য স্বতন্ত্র বিমর্শ প্রদান করিয়াছেন। অপ্পয় দীক্ষিত কৃত 'সিদ্ধান্ত লেশ' গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। 'পঞ্চদশী'র ধ্যানদীপ নামক নবম প্রকরণে বিদ্যারণ্য স্বয়ং ইহার চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রবণ ও মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইলেও নির্গুণ উপাসনা ব্রহ্মলাভের উত্তম উপায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, জগৎকারণ সাংখ্যও যোগ দ্বারা অধিগম্য। গীতাকারও বলেন, সাংখ্য ও যোগ দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এখানে সাংখ্যের অর্থ বেদান্ত বিচার ও যোগের অর্থ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। পূর্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যের এই ভাবার্থ যে, মননাদি যুক্ত বেদান্ত শ্রবণ দ্বারা যেমন ব্রহ্মবোধ জন্মে, তদ্রূপ যোগ শব্দের গূঢ়ার্থ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাও জ্ঞানলাভের উপযোগী। যদি কেহ বলেন, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। ইহার উত্তর এই যে, প্রশ্ন উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যিনি ওঁকার সহায়ে সূর্য্যান্তর্গত পরম পুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন এবং সর্প যেমন নির্মোকরহিত হয়, তদ্রূপ তিনি পাপমুক্ত হন। তিনি ব্রহ্মলোক গমন করেন এবং হৃদয়স্থিত পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। উক্ত শ্রুতিতে জানা যায়, নির্গুণের উসাসনা অবশ্যই সম্ভব। এই সম্বন্ধে অপ্পয় দীক্ষিত অতি সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'পরম পুরুষ-মভিধ্যায়ীত' 'এবং 'পুরুষমীক্ষতে'—এই দুই শ্রুতিবাক্যে যাঁহার ধ্যান বিহিত এবং তাঁহার ফলও কথিত। সুতরাং নির্গুণ উপাসনা নিশ্চয়ই সম্ভব ও সফল হয়।

বিদ্যারণ্য 'পঞ্চশশী'র ধ্যানদীপে ইহা বোঝাইবার জন্য দ্বিবিধ ভ্রমের নির্দেশ করিয়াছেন—সংবাদী ভ্রম ও অসংবাদী ভ্রম। যাহাতে বিপরীত জ্ঞান হইতেও ইষ্টফলের প্রাপ্তি দৈবাৎ ঘটে, তাহাকে সংবাদী ভ্রম বলে এবং যাহাতে ইষ্টফলের প্রাপ্তি হয় না,

তাহাকে অসংবাদী ভ্রম বলে। এই ভ্রমদ্বয় নিম্নোক্ত শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।—

অযথা বস্তুবিজ্ঞানাৎ ফলং লভ্যতে ঈপ্সিতম্।
কাকতালীয়তঃ সোঽয়ম্ সংবাদী ভ্রম উচ্যতে॥

সংবাদী ভ্রম ভ্রম হইলেও সুফল প্রদান করে। ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও ঠিক এইরূপ। বেদান্তের বাক্যসমূহ হইতে অখণ্ড একরস ব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই ব্রহ্ম-জ্ঞান অপরোক্ষ। 'এই ব্রহ্ম আমি হই'—এইরূপ উপাসনা দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয় এবং মুক্তি-ফল লাভ ঘটে। উপাসনার অর্থ বারংবার চিন্তন ও অনুসন্ধান। আচার্য্য শঙ্কর গীতাভাষ্যের দ্বাদশ অধ্যায়ে উপাসনার লক্ষণ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রম্ উপাস্যস্য অর্থস্য বিষয়ী-করণেন সামীপ্যম্ উপগম্য তৈলধারাবৎ সমান প্রত্যয় প্রবাহে দীর্ঘকালং যদ্ আসনং তদ্ উপাসনম্ আচক্ষতে।" ইহার অর্থ, উপাস্য বস্তুকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বুদ্ধিগত করিয়া উহার সমীপে অবস্থানপূর্বক তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন সমান বৃত্তি প্রবাহে দীর্ঘকাল অবস্থিতির নাম উপাসনা। এই উপাসনা বা সম্যক্ চিন্তন যেমন সগুণ ব্রহ্মের হয়, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মেরও হয়। যদি কেহ বলেন, নির্গুণ ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর বলিয়া উহার উপাসনা বা জ্ঞানলাভ অসম্ভব, তাহার উত্তর এই যে, নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ যেমন সম্ভব উহার উপাসনাও তেমনি সম্ভব। বিদ্যারণ্যের মতে নির্গুণ উপাসনা দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই হয়। তিনি আরও বলেন, সাংখ্যমার্গ মুখ্য ও যোগমার্গ গৌণ। প্রতিবন্ধকশূন্য ব্যক্তির পক্ষে শ্রবণ ও মননাদিক্রমে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার শীঘ্র সম্ভব হয়; কিন্তু উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বিলম্বে ঘটে। ইহাই দুই মার্গের মধ্যে পার্থক্য। এইরূপে সাধনরহস্য সম্বন্ধে বিদ্যারণ্য স্বতন্ত্র নির্দেশ প্রদান করেন। বিদ্যারণ্যের জীবন, রচনা ও দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই নিবন্ধে করা হইল।

সমাপ্ত